বাংলা দর্পণ নাটক সংগ্রহ

সম্পাদনা
মহঃ আবদুর রফিক সরদার

সাহিত্যলোক
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

মহঃ ওয়াজেদ আলী সরদার
এবং
মোসাম্মাৎ মোহরজান বিবি
আমার পিতা ও মাতাকে—

সূচিপত্র

ভূমিকা

নাটক ও দর্পণ নাটক

সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নাটক প্রাচীনতর সৃষ্টি। নাটকের জন্ম জাদুমূলক ব্যাপার বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে হয়েছে কি-না—এ ব্যাপারে সমালোচনা যাই থাক না কেন নাটক যে আসলে শিল্পকলারই অঙ্গ—বলতে গেলে উচ্চাঙ্গের শিল্প, এমন উপলব্ধি থেকেই অ্যারিষ্টটলের পোয়েটিক্স-এ বলা হয়েছে, The drama was a larger and higher form of art. (Poetics) তবে একথা ঠিক যে, নাটকের আবেদন সর্বস্তরের সামাজিক মানুষের কাছে, প্রয়োজনের প্রয়োজন মিটিয়ে যখন আমরা কোনো কিছুর মধ্যে আনন্দ পাই তখন তা শিল্প হয়ে উঠে। তাই একসময় নাটক দেবতাকেন্দ্রিকতার ক্রম-হ্রাসের পরিণতি ঘটিয়ে মানবকেন্দ্রিকতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস হয়ে উঠে। 'নাটকের এই এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে অভিসরণ সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে কার্য-কারণ যোগে যুক্ত হয়ে আছে এবং আছে বলেই শিল্পকর্ম হিসাবে নাটকের অভ্যুদয় ঘটেছে মানবকেন্দ্রিকতার সূচনার সঙ্গে অর্থাৎ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা তথা ব্যক্তিচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে।'

আবার আর্থ-সামাজিক সমস্যার পটভূমিকায় গড়ে উঠে নতুন নাট্যসাহিত্যের ভিত। বাস্তব সমস্যা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নাটকের মধ্যে দিয়ে দ্রুত সঞ্চারিত হয়। নাটক সমৃদ্ধ হয়ে সমাজের দর্পণ হিসাবে সাক্ষ্য বহন করে। তেমনি আক্ষরিকভাবে দর্পণ নাম নিয়েও অনেক দর্পণ জাতীয় নাটক রচিত হয়েছিল এবং এমনই একটি সাড়া জাগানো নাটক হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। অবশ্য যদিও এই পর্বে আরও কতকগুলি নাটক রচিত হয়েছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য নাটক হিসাবে নীলদর্পণ সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়—একটি নাটককে কেন্দ্র করে এবং তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে একাধিক 'দর্পণ' নাটক রচিত হয়েছে—যা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

দর্পণ নাটক ও সমস্যাকেন্দ্রিক বাস্তবতা

বাংলা নাটকের ধারায় দর্পণ নাটকগুলি এক বিশেষ সমাজ পরিবেশে গড়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয় থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত মূলত এ জাতীয় নাটকগুলির উদ্ভব ঘটে। অবশ্য অষ্টাদশ শতকেই ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে বাস্তবতার চর্চা শুরু হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চে সমসাময়িক সমস্যার প্রতিফলন ঘটুক—নাট্যামোদী দর্শকদের এ দাবি প্রথম দিকের নাট্যকারদের মধ্যে দৃষ্ট না হলেও সমালোচক নিকলের কথায় বলা যায় যে, উনিশ শতকের রবার্টসনের 'কাস্ট' (Caste) নাটকটি সে দাবির কিছুটা পূরণ করতে সফল হয়েছিল। সুতরাং সাহিত্যে বাস্তব সমস্যা চর্চার একটা যোগসূত্র ছিলই যা বাংলা নাটকের মধ্যে এক সময়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল। এদিক দিয়ে দীনবন্ধু মিত্র-ই সর্বপ্রথম পথ প্রদর্শক। 'নীলদর্পণ' নাটকের এই পথ প্রদর্শনের মধ্যেই সম্ভবত 'দর্পণ' নাটকের বীজ বপিত হয়েছিল। এর পেছনে ছিল সমাজ বাস্তবতার জ্বলন্ত ছবি। নাটকটির প্রভাবে একাধিক দর্পণ নাটক রচিত হয়েছিল যা অধিকাংশ মানুষদের অজানা রয়ে গেছে এখনও পর্যন্ত। আমরা যারা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গ এগুলি জানি বা দেখেছি তারা দেখেছি যে, নাটকগুলির প্রত্যেকটির উৎসে রয়েছে সমাজ সমস্যার এক-একটি দিক।

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে প্রথম নাটক রচিত হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। কৌলীন্য প্রথার দোষ ত্রুটি সমন্বিত 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। সমসাময়িক কালে একাধিক সামাজিক নক্সা বা প্রহসন এমনকি এ ধারার নাটকও রচিত হয়েছে। কিন্তু সর্বপ্রথম সামাজিক-রাজনৈতিক নাটক হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। অর্থাৎ কি-না সমাজ সমস্যামূলক নাটকের সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা মিশে গিয়ে নাটকটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল।

দর্পণ নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা

নীলদর্পণ নাটকটি রচিত হয় ১৮৬০ সালে। অভিনীত হয় ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে। দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগের কর্মী হবার সুবাদে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল নীলদর্পণ নাটকটি। আসলে নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক—এ কারণে যে, নাটকটির প্রেক্ষাপটে সমস্যা ছিল নীলচাষ। যদিও পরবর্তীকালে সময়ের ধারায় সেই নীলচাষ বিলুপ্ত হয়েছে, নীল চাষের বিরোধিতায় প্রজাবিদ্রোহেরও অবসান হয়েছে—কিন্তু নাটকটি সঠিক সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ায় সমধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে।

উদ্দেশ্যমূলক নাটক হলেও নীলদর্পণের রস অতি পরিপাটী। এখানে নাট্যকার যে পরিবারটির ধ্বংসের কথা বলেছেন তা আসলে নীলচাষেরই ফল-পরিণাম। এই ধারা অনুসারী প্রায় প্রতিটি দর্পণ নাটকের কেন্দ্রে আছে উদ্দেশ্যমূলকতা, যেখানে সমাজকে শোধন করে তোলার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়।

দর্পণ নাটকগুলির সংখ্যা ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

যতদূর জানা যায় যে 'নীলদর্পণ' নাটকটি 'দর্পণ' জাতীয় নাটকের পথিকৃৎ। এই একটিমাত্র নাটককে কেন্দ্র করে একাধিক দর্পণ নাটক রচিত হয়েছে। মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত এই জাতীয় নাটকগুলি রচিত হয়েছিল। এবং এ পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে মোটামুটি চোদ্দটি দর্পণ নাটকের নাম জানা গেছে। এর মধ্যে নাটক হিসাবে যেমন কতকগুলিকে পাই তেমনি প্রহসনের ধারায় কতকগুলিকে গণ্য করা যেতে পারে। যাই হোক এ পর্যন্ত মোট নয়টি নাটক পাওয়া গেছে। বাকি পাঁচটি নাটকের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। হয়তো কোথাও রয়ে গেছে যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে অথবা কোনোভাবে সেগুলির বিলুপ্তি ঘটেছে কীট দষ্ট হয়ে কিংবা বয়সোচিত জীর্ণতায়। প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত সব নাটকগুলির নাম ও নাট্যকারের নাম নীচে উল্লেখ করা হল এবং প্রাপ্ত নাটকগুলির বিষয় সংক্ষেপ করে ও সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হল। এখানে শুধুমাত্র নাটক ও নাট্যকারের নাম এবং প্রকাশকাল উল্লেখ করা হল :

১. নীলদর্পণ (১৮৬০) : দীনবন্ধু মিত্র।
২. সাক্ষাৎ দর্পণ (১৮৭১) : অজ্ঞাতনামা।
৩. ভারত দর্পণ (১৮৭২) : প্রিয়লাল দত্ত ও ললিতমোহন শীল।
৪. পল্লীগ্রাম দর্পণ (১৮৭৩) : প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৫. জমীদার দর্পণ (১৮৭৩) : মীর মশাররফ হোসেন।
৬. কেরাণী দর্পণ (১৮৭৪) : যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৭. চা-কর দর্পণ (১৮৭৫) : দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
৮. জেল দর্পণ (১৮৭৫) : দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৯. দর্পণ (১৮৭৮) : অজ্ঞাতনামা।
১০. টাইটেল দর্পণ বা সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয় (১৮৮৪) : প্রিয়নাথ পালিত।
১১. বঙ্গদর্পণ (১৮৮৪) : গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২. সাজার কাজে হাজার গোল বা গৃহদর্পণ (১৮৮৭) : কালীকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৩. মিউনিসিপ্যাল দর্পণ (১৮৯২) : সুন্দরীমোহন দাস।
১৪. দর্পণ (১৯৬০) : সলিল সেন। (অনিবার্য কারণবশত এই সংকলনে মুদ্রিত হল না।)

উপরিউক্ত নাটকগুলির মধ্যে ভারত দর্পণ, কেরাণী দর্পণ, দর্পণ, গৃহদর্পণ ও মিউনিসিপ্যাল দর্পণের কোনো মূল কপি বা পুস্তক পাওয়া যায়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের আলোচনা করা গেল না।

নাটকগুলির বিষয় সংক্ষেপ ও অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

নীলদর্পণ (১৮৬০) : দীনবন্ধু মিত্র

১৮৬০ খ্রি. প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের লেখা নীলদর্পণ নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় মাইলস্টোন। এই নাটকটির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে একাধিক দর্পণ নাটক রচিত হয়েছিল— তা আমরা দেখেছি। নীল আন্দোলনের বাস্তব ও প্রত্যক্ষরূপের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল এই নাটকটির পাতায় আর শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রমুখ সুধীজনরা তা জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন এর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। সন্দেহ নেই দুটি কাজ-ই দুঃসাহসিক কিন্তু স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য।

নীলকরদের অত্যাচারের মর্মন্তুদ পরিচয়কে সামনে রেখে দীনবন্ধুর এ-জাতীয় নাট্যসৃষ্টি যা অনেকাংশে তাঁর কৃতিত্বের দাবি রাখে। মোটকথা ইংরেজ সরকার এ-জাতীয় নাটকের কারণে ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছিলেন। দীনবন্ধুর সামনে ছিল আন্দোলনের নানারূপ। সমাজ মানসে একটা পরিবর্তনের ফল্গুস্রোত বয়ে চলেছিল। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্তের কথায় "অষ্টাদশ শতক জুড়ে বাংলা দেশের গ্রাম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। শোষণ ও অত্যাচারের তীব্রতায় প্রতিবাদ উঠেছিল বিদ্রোহের ভাষায়। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, রাঢ়ের কোল অসন্তোষ, ফরিদপুরের ফারজী আন্দোলন এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। নীলচাষীদের আন্দোলনকে এই পটভূমিতে স্থাপন করলে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।" (দীনবন্ধু রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ভূমিকা, পৃ. ঊনত্রিশ) এই পটভূমিকায় নীলদর্পণের রচনা ও ছদ্মনামে নাটকটি প্রকাশিত হলে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

স্বরপুর নিবাসী গোলোক বসুর পরিবার নীলকরদের দ্বারা জোরপূর্বক নীলচাষে বাধ্য হন। সাধুচরণ ও তার ভ্রাতা রাইচরণের মতো অল্প কয়েক বিঘা জমির রায়তদের ভালো ভালো জমিতে নীলকর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা 'দাগ মার'তে ছাড়ে না। দিন আনা দিন খাওয়ার মধ্যে যাদের জমিটুকুর ভরসা ছিল মস্ত বড় ভরসা, সেই জমিগুলিতে বলপূর্বক নীলচাষ করাটা তাদের কাছে অসম্ভব ছিল কিন্তু অত্যাচারিত হয়ে তা করতে হয়েছে। জেল জরিমানা সবই জুটেছে তাদের ভাগ্যে। এমনকি স্ত্রীলোকদের বলপূর্বক হরণ করেছে সাহেবরা। বলা বাহুল্য এগুলিই ছিল বাস্তব সত্য। দীনবন্ধু মিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি অপেক্ষা বাস্তব সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন বেশি। একটি পারিবারিক কাহিনি এই নাটকের বিষয়বস্তুরূপে স্থান লাভ করলেও উপকাহিনি ও বিচ্ছিন্ন ঘটনার ঐক্যসূত্রে তা সর্বকালীন ঘটনায় পরিণতি পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় নীলদর্পণ নাটককে হ্যারিয়েট রিচার্ড ষ্টো-এর Uncle Toms Cabin-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সংঘাত সৃষ্টি যেখানে নাটকের প্রধান গুণ সেখানেও নীলদর্পণ নাটক অনেকাংশে সফল। "একদিকে অত্যাচারী নীলকর সাহেব উড্ ও রোগ এবং তাদের সহকারী দেওয়ান, আমীন ম্যাজিস্ট্রেট, লাঠিয়াল, আর একদিকে অত্যাচারিত মধ্যবিত্ত ও কৃষিজীবি মানব সমাজ, নবীন-মাধব, তোরাপ, রাইচরণ, সাধুচরণ ও অন্যান্য রায়তগণ দুর্ধর্ষ কুঠিয়ালদের প্রবল শক্তিকে বাধা দেবার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে।"

বিভিন্ন চরিত্রকে নাট্যকার জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন। এদের মধ্যে তোরাপ চরিত্রটি অন্যতম। কোনো বন্ধনের দুঃখ তাকে পরাভূত করে না। বেগুনবেড়ের কুঠিতে আবদ্ধ থাকাকালীন সে দুঃখকে প্রাণের রসে ভরিয়ে তুলেছে। বড়বাবুর (নবীনমাধব) প্রতি কৃতজ্ঞতা তাকে মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে দূরে রেখেছে। "মুই নেমোখারামি কত্তি পারবো না—ঝে বড় বাবুর জন্যি জাত বাঁচেছে, ঝার হিল্লেয় বস্তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড় বাবুর জাল গরু বেঁচায়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড় বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পার্‌বো না—জান্ কবুল।" (২/২)—এভাবেই নীলদর্পণ নাটকটির আবেদন আমাদের কাছে জীবন্ত বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়। তবে নাটকটিকে আমরা কখনোই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নাটক বলতে পারি না। ভদ্রশ্রেণির চরিত্রগুলির ভাষায় সে দূর্বলতার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু তোরাপ ও অন্যান্য ভদ্রেতর চরিত্রগুলি ভীষণভাবে জীবন্ত। তাই তোরাপ বন্দি হয়েও পরাভূত হয় না, আদুরী, পদী ময়রানী জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়। সাধুচরণ ও রাইচরণ সম্পন্ন গ্রামীণ চাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রেবতীর বাৎসল্য দিক আমাদের হৃদয়কে আর্দ্র করে। যদিও উচ্ছ্বাস চরিত্রটিতে মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে উঠেছে। আবার নবীনমাধব যেন 'এযুগের যুধিষ্ঠির' চরম বিপদে তার আচরণ ভদ্রতাকে লঙ্ঘন করে না। গোলোক বসুও সম্পন্ন জমিদার। সাধুভাষায় ভদ্রচরিত্রের সংলাপে নাট্যকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং তুলনায় ভদ্রেতর চরিত্রের মুখে ভাষা সৃষ্টিতে তিনি ভীষণভাবে সফল।

সাক্ষাৎ দর্পণ (১৮৭২) : অজ্ঞাতনামা

১৮৭২ খ্রি. অজ্ঞাতনামার সাক্ষাৎ দর্পণ নাটকটি উল্লেখ করা যায়। নাটকটিতে বর্তমান সমাজ সমস্যার এক জ্বলন্ত রূপ প্রতিফলিত। বর্তমান সমাজে যে 'ভয়ানক দোষ' ও 'বিগর্হিত আচার' প্রচলিত আছে, সেগুলিকে বর্ণনা করার মানস গ্রহণ করেছেন নাট্যকার। যদিও নীলদর্পণের সঙ্গে এর প্রকৃতিগত সমস্যা আছে। যুগমানসে সৃষ্ট কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, প্রশাসনের দূর্বলতা প্রভৃতি নানারকম সমস্যার ছবি আছে এখানে। নাটকটিতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রভাব আছে বলে মনে হয়। ইয়ংবেঙ্গলদের মদ্যপানজনিত যে কুফলের দিক এক সময়ে দেখা গিয়েছিল তার একটু আধটু ছবি এখানে পাই। ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার ও প্রসার এবং সাধারণ মানুষদের কুসংস্কারে আকণ্ঠ ডুবে থাকার মধ্যে তাদের পারিবারিক যে কর্তব্য আছে তার হানি ঘটেছে। নারী শিক্ষার প্রতি নাট্যকারের দরদী মন সায় দিয়েছে। ধনীর আদুরে সন্তানদের বখে যাওয়ারও সুন্দর চিত্র আছে নাটকটিতে, সেজন্য নাট্যকার ব্যথিত। নাট্যকার সমাজকে শোধন করার জন্য একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। যদিও ছেলেগুলোর বখে যাবার একমাত্র কারণ হিসেবে ইংরেজদের এদেশে আসাকেই দায়ী করেছেন তিনি।

কথার সূত্র ধরে প্রতিবেশী ধনাঢ্য হরিহরবাবু আসেন হরিশবাবুর কাছে। ছোট মেয়ে নলিনীকে বিয়ে দিতে চান হরিশবাবুর ছোট ছেলে সুবোধের সঙ্গে। লম্পট জামাই হলে মেয়ের দুঃখ কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না। হরিহর বড় মেয়ে কামিনীকে দিয়ে তার প্রমাণ পেয়েছেন। "বলব কি দাদা বিবাহ পর্যন্ত যামাই একেবারে বাড়ী পরিত্যাগ কোরেচে !!" সেজন্যই হরিহরের দরকার সুবোধের মতো একটা ভালো ছেলের। কিন্তু এ সুবোধ আবার ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী। প্রথমত তার বাল্যবিবাহে ঘোরতর আপত্তি। এবং স্ত্রী-শিক্ষার সপক্ষে তার উৎসাহ প্রবল। সেজন্য সে নলিনী ও কুসুমকে নিজে পড়াশোনা করানোর দায়িত্ব নিয়েছে।

দোয়ারি ও কালী মদ খায় প্রচুর। এই কালী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ইংরেজরা এদেশীয়দের সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করে তার কথায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। "আর বাঙ্গালীদের যেন ওদের স্লেভসের মতো ট্রিট করে।" কালী ও দোয়ারির আরেক বন্ধু কেদারবাবুর ভাবনা, "সমস্ত দিনরাত আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, আমাদের দেশ অধীনতায় পীড়িত হয়ে দিবা নিশি হাহাকার কোচ্ছে।...হায় ! কবে যে আমাদের দেশ এসব থেকে মুক্ত হবে, কবে আমরা ভিন্ন জাতির কাছে অহঙ্কার কোরে পরিচয় দেব, যে আমরা ভারতবাসী, আর আমাদেরই এই ভারতবর্ষ।" যাই হোক নাটকটিতে এছাড়াও আছে কলকাতার বাবু সমাজের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী আত্মসচেতন হয়ে উঠতে চেয়েছে, স্বাধীন হতে চেষ্টা করেছে। তারা বুঝেছে যে, কু-প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে তারা যদি সক্রিয় না হয়ে ওঠে তাহলে চিরকালই দুঃখ-কষ্ট তাদের সহ্য করতে হবে।

নাটকে সুবোধ ও কামিনীর প্রেমের চিত্রটি নাট্যকার দুঃসাহসিকভাবে সম্পাদন করেছেন। এটি বাল্য প্রেমের ছবি। যদিও তারা দাম্পত্য জীবনের স্বাদ পায়নি তবু প্রকৃত ভালোবাসার উজ্জ্বল নিদর্শন কামিনী ও সুবোধ প্রাণ দিয়ে শোধ করেছে। হরিহরবাবুর বাড়ির চাকরানি লক্ষ্মী এখানে মানবিক চরিত্র হয়ে গড়ে উঠেছে। সে-ই সুবোধ ও কামিনীর প্রেমের মিলনের পথ নির্দেশ করে দিয়েছে।

পল্লীগ্রাম দর্পণ (১৮৭৩) : প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জমিদার শ্রেণীর স্বার্থপরতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা পরিপূর্ণ পল্লীসমাজের যে কী দুরবস্থা তা নাট্যকার, প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' নাটকটিতে তুলে ধরেছেন। নাটকে ভবদেববাবু বা গোপালবাবুর মতো জমিদারেরা সমাজে শিক্ষা বিস্তার অপেক্ষা মাদক দ্রব্য এবং ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়ে মেতে থাকতে চায় এবং মিথ্যা মামলার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করলেও হেমচন্দ্র ও বিনোদবিহারীর মতো দু-একজন ব্যক্তির উদ্যোগে স্কুল তৈরির উৎসাহে এক কপর্দকও খরচ করতে রাজি হয় না। পল্লীগ্রাম বর্ষাকালে যে-কি দুর্দশাগ্রস্ত হয় তার সুন্দর চিত্র উঠে এসেছে নাটকটিতে।

গ্রাম্য দলাদলির কুফলে একজন অন্যজনকে ইচ্ছাকৃত বিপদে ফেলার মতো জঘন্য কাজও এখানে দেখা গেছে। এমনকি গ্রাম্য কোন্দলের পরিণতিতে ঘরে অগ্নি সংযোগের মতো ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতি হবার ফলে আশ্রয়দাতা কেশববাবু গুরুতর আহত হয়। দিগম্বরবাবুও যথাসর্বস্ব হারায়।

সমাজে কৌলিন্য প্রথার নির্লজ্জ কাহিনি নাটকটিতে স্থান পেয়েছে। তাই তো ভবদেব-বাবুর কন্যা সরস্বতীর মনোবেদনা ধরা পড়ে যখন তার পরম কুলীন স্বামী গোপালবাবুর কন্যাকে বিয়ে করে। এখানে জমিদার কর্তৃক শোষণেরও দিকটি উপেক্ষিত হবার নয়। প্রজারা

জমিদারদের কাছে দাসদেরও অধম। জমিদারের আওতায় পড়ে এমন সব রকম কু-কর্ম প্রজাদের উপর চালাত এই জমিদারেরা।

তবে নাটকটিতে নাট্যরস সেভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি। অতি নিম্নমানের রচনাটি নাট্যগুণের জন্য নয় বরং বলা যায় দর্পণ নাটকের একটি নিদর্শন হিসাবে বেঁচে আছে মাত্র। চরিত্রগুলি সবই গ্রাম্য এবং সাধারণ মানের। কেবল হেমচন্দ্র ও বিনোদবিহারী ব্যতিক্রমী চরিত্রে পরিণত হয়েছে তাদের মানসিকতার জন্যে।

জমীদার দর্পণ নাটক (১৮৭৩) : মীর মশাররফ হোসেন

১৮৭৩ খ্রি. মীর মশাররফ হোসেনের "জমীদার দর্পণ" নাটকটি প্রকাশিত হয়। জমিদারের লাম্পট্যের কাহিনি নিয়ে নাট্যকার এই নাটকটি রচনা করে সাহসিকতার নিদর্শন রেখেছেন। জমিদার বংশের সন্তান হয়েও তিনি স্বয়ং জমিদারের দোষত্রুটি বা ভালো-মন্দ সব ছবি সঠিকভাবে আঁকতে পেরেছিলেন।

নীলদর্পণ নাটকের সঙ্গে জমিদার দর্পণের উৎসগত দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে। নীলকর সাহেবদের নীলচাষ ও তাদের অত্যাচারের কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন নীলদর্পণ নাটকটি দাঁড়িয়ে আছে তেমনি "১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বাংলার ভূ-স্বামীদিগের অনুরূপ অত্যাচারের এক জ্বলন্ত কাহিনী বর্ণনা করিয়া মীর মশাররফ হোসেন তাঁহার দ্বিতীয় নাটক জমিদার দর্পণ রচনা করেন।" (বাংলা নাট্য ইতিহাস, ১ম খণ্ড শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৪১১)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নাটকটি সম্পর্কে বলেছিলেন, "নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।"

জমিদার সম্প্রদায়েরা জাতিভেদে দু'টি দল—অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান। এমনই একটি দলের অত্যাচারী জমিদার হায়ওয়ান আলী, (জানোয়ার) তার অধীনস্ত প্রজা আবু মোল্যার সুন্দরী রূপবতী স্ত্রী নুরুন্নেহারকে দেখে লালসা ও কামনার আগুনে পুড়ে মরেছে, তাকে ভোগ করতে চেয়েছে। টাকাপয়সা গয়নাগাটির সমস্ত রকম লোভ দেখানো সত্ত্বেও নুরুন্নেহার রাজি না হলে তাকে জোরপূর্বক পীড়ন করা হয়েছে। আবু মোল্যার সাধ্যাতীত পঞ্চাশ টাকা জরিমানা অনাদায়ে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেন সৃষ্ট জমিদার হায়ওয়ান আলীর লাম্পট্যের চিত্র এ নাটকে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে উপস্থিত।

সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রও এ নাটকে দুর্লভ নয়। বিশেষ করে মুসলমান সমাজ শিক্ষার সংস্পর্শ থেকে দূরে একসময় যখন ছিটকে গিয়েছিল তার কথা তুলে ধরেছেন নাট্যকার। ফলত তাদের আচার-ব্যবহারের অসঙ্গতির দিকটিও তুলে ধরেছিলেন তিনি। জিতু মোল্যার মতো হাজী সাহেব মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে আবু মোল্যার বিরুদ্ধে। নাটকটির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি তাই উল্লেখ করবার মতো।

বিচার ব্যবস্থার প্রহসন নাটকটিতে ধরা পড়েছে, এবং তা রীতিমতো একটি হাস্যরসের যোগান দিয়েছে। বিচারে জুরির সংখ্যা পূর্ণ না হওয়ায় কোষ্টা বা পাটের ব্যবসায়ী আরজান বেপারীকে জুরির চেয়ারে উপবিষ্ট হতে হয়, কিংবা আবু মোল্যার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী নুরুন্নেহারকে জোরপূর্বক বলাৎকার করলে সে মারা যায়। ডাক্তার পরীক্ষা করে রিপোর্টে লেখে 'No marks of external violence except on the genetal profuse discharge of blood from the said part' কিন্তু তা সত্ত্বেও মন্তব্য লেখা হয় 'In my opinion she must have died of sanguinous apoplexy of the brain' (৩/৬)। আবু মোল্যার পক্ষ থেকে মামলা করা হল আদালতে। কিন্তু থানা পুলিশ আদালত সবই তো শোষকদের সঙ্গে নানা সূত্রে

আবদ্ধ। তাই মামলা একটা প্রহসনের রূপ লাভ করে। মামলা ডিসমিস হয়ে যায়। আর এ কারণেই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মতে "সেশন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটী হইয়াছে।" মন্তব্যটি যথার্থ। আবু মোল্যার ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় জমিদার, এমনকি ভদ্রাসনটুকুও কেড়ে নিয়ে গ্রাম ছাড়া করে দেওয়া হয় তাকে।

সুতরাং দেখা যায় সমস্ত নাটক জুড়ে আছে জমিদারি লাম্পট্য ও শোষনের চিত্র। অত্যাচারী জমিদারেরা আবু মোল্যার মতো গরীব অসহায় চাষীদের সর্বসান্ত করে ইংরেজদের মুখে তুলে ধরেছে অর্থের ভাণ্ডার। নাটকটির সংলাপে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষার নমুনা পাই আমরা। সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য নেই। বরং দু' এক জায়গায় ইসলামি ও ফারসি শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। এসব বাদ দিয়ে বলা যায়, পরিশুদ্ধ ভাষার নিদর্শন আছে নাটকটিতে। নাট্যকার তাঁর সমসাময়িক কালের নাট্যকার দীনবন্ধুকেও পরিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারে মাঝে মাঝে অতিক্রম করে গেছেন।

চরিত্র চিত্রণে মীর মশাররফ হোসেন সফল হয়েছেন যদিও নাটকটিতে নীলদর্পণ নাটকের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সমালোচকের কথায় "সাধুচরণ ও রাইচরণের সঙ্গে আবু মোল্যার, ক্ষেত্রমণির সঙ্গে নুরুন্নেহারের ও পদী ময়রানীর সঙ্গে কৃষ্ণমণির সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।" সুতরাং দেখা যায় যে, চরিত্রগুলিতে নীলদর্পণের স্পষ্ট প্রভাব অনুভূত হলেও মীর সাহেবের নিজস্ব মৌলিকতায় তারা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আবু মোল্যার মতো প্রজা যাকে সর্বস্ব দিতে হয় ; এমনকি নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত, অপরদিকে সাধুচরণকেও মায়া ত্যাগ করতে হয়েছে তাঁরই কন্যা ক্ষেত্রমণির জন্য।

চা-কর দর্পণ নাটক (১৮৭৫) : দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৫ খ্রি. দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা চা-কর-দর্পণ নাটকটি নীলদর্পণ নাটকের পরিপূরক নাটক হিসাবে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। নীলদর্পণ নাটকটি রচিত হয়েছিল নীলচাষের পটভূমিকায়। এমনকি নীলবিদ্রোহের সময় এটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল ভীষণভাবে। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল উৎপাদন শুরু হলে নীলচাষের উপযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজরা এরপর চা-উৎপাদনের দিকে নজর দেয়। এবং চা যেহেতু অর্থকরী ফসল সেহেতু এই চাষে ইংরেজরা প্রচুর মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সমস্ত চা-বাগিচাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়। আর তাতে ছলে-বলে নিয়োজিত করেছিল প্রচুর কুলি-কামিনকে। এদেরকে কম পারিশ্রমিক দিয়ে প্রচুর কাজ আদায় করে নেওয়া হত। চা বাগিচায় এরকম নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করেও এদের বেঁচে থাকতে হত। কেউ একবার চা-বাগানে কাজ করতে ঢুকলে ইহজীবনে তার আর মুক্তির স্বাদ মিলতো না। সুতরাং একটি রোমহর্ষক সত্য কাহিনির পরিমণ্ডলে চা-কর দর্পণ নাটকটি রচিত হয়। ১৮৭৫ খ্রি. নাটকটি রচনা করেন নাট্যকার, তার পিছনে সত্য ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬ জুন ১৮৮৫ সঞ্জীবনী পত্রিকায় জানা গিয়েছিল যে তারা অর্থাৎ পত্রিকাটির লেখকেরাই চা-কর সাহেবদের বন্দুকের প্রথম বলি হতে চলেছে। কেননা তাঁরা লিখেছিলেন যে, "চা পান না কুলির রক্তপান। (তাঁরা) লোকেদের কানে পৌঁছেছিলেন কুলিদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ও লোকেদের কাছে অনুরোধ চা-খাওয়া বন্ধ করো, অত্যাচারী ব্যবসায়ীদের বয়কট করো।"।

প্রাণ হাতে করে—কুলিদের উপর সেখানে কি রকম বর্ব্বর-ব্যবহার করা হয় তাই জানবার জন্যে। তখন গ্রাম থেকে বোকাসোকা লোকদের চা-বাগানের আড়কাঠিরা অনেক টাকা মায়নে পাবার লোভ দেখিয়ে তাদের সেখানে নিয়ে যেত। তারপর আর তাদের সন্ধান কখনো তাদের আত্মীয়-স্বজনরা পেত না।...” রামকুমার বিদ্যারত্নের মতো ব্রাহ্ম সমাজসেবী শেষ জীবনে বোধ হয় চা-কুলিদের উন্নতি দেখতে না পেয়ে সংসার জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আরও একটি তথ্যে পাই যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চা-কুলিদের নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার নাম 'চা-কুলীর-আত্মকাহিনী' (১৯০১), সুতরাং চা-কুলি-কামিনদের উপরে অত্যাচার ও তার রূপ ছিল বাস্তব সম্পৃক্ত এবং একে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল চা-কর দর্পণ নাটকটি।

চা-কুলি কামিনদের জীবনে দুঃখ ছিল অবর্ণনীয়। এমন কি বিনা দোষে তাদের জেলের কয়েদীদের থেকেও নিকৃষ্টরূপে গণ্য করা হত। সাম্প্রতিক ওই তথ্যসূত্র থেকে আরও জানা যায় যে, “চা-বাগানের কুলিরা জেলের কয়েদী অপেক্ষাও অধম। একখানি চিঠি পাঠাইবার অধিকার নাই—মণিঅর্ডারে টাকা আসিলে তাহাও গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই। কয়েদীদিগের জেলে যে আহারের বন্দোবস্ত আছে এখানকার বন্দোবস্ত তাহা অপেক্ষাও অতি কদর্য্য। কয়েদীদিগের পীড়া হইলে চিকিৎসা হয়, কিন্তু চা-বাগানে কুলিদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা কেবল নামমাত্র।” এছাড়াও চা-কুলিদের অত্যাচারের বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায় আরও কতকগুলি গ্রন্থে যেমন, 'কুলিকাহিনী', প্রকাশক জি. সি. হোম, লেখকের নাম জানা যায় না। Coolie, the story of labour and Capital in India— দেওয়ান চমনলাল প্রণীত। সুতরাং সেদিক দিয়ে বলা যায় দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়-এর চা-কর দর্পণ নাটকটি সত্য ঘটনা নির্ভর।

পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকটি শুরু হয় বাস্তব ঘটনার মধ্যে দিয়ে। গত বছরের মতো এ বছরও অজন্মা হলে চাষীদের মরণবাঁচনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু জমিদারের ওপর এদের বিশ্বাস তখনও অটুট থাকলে কি হবে নায়েবের প্রতি প্রজারা অসন্তুষ্ট। অন্নের খোঁজে সারদা বরদা ও তাদের দুই স্ত্রী নৃত্যকালী ও সরমা যখন দিশেহারা তখন 'আড়কাঠী' রূপে উপস্থিত হয় ব্রাহ্মণ হরিদাস চক্রবর্তী। ডিপো কন্ট্রাকটর কেশববাবুর সরকার মিথ্যা কথা ও ছলাকলায় ভুলিয়ে দুই ভাই সারদা-বরদা-পরিবারকে আসামের কাছাড় ও শিলেটে চা-কুলি হিসেবে কাজ করার জন্য নাম নথিভুক্ত করায়। মিথ্যা কথার ফাঁদে ও মুনাফা লাভের ধান্ধায় সৎ বোকা দরিদ্র পরিবারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল কেশববাবু ও হরিদাস চক্রবর্তী। দারিদ্র্যের চরম দিনে সারদা-বরদার মতো প্রজারাও এক জমিদারের রাজত্ব ছেড়ে অন্য কোনো জমিদারের রাজত্বে পালিয়ে যেতে পারে না। কারণ 'জমিদার তাহলে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবে।' তবুও পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় আয়েক চক্রে। এ সম্পর্কে তারা অবগত হয় ভোলানাথ নামে এক ডিপো দর্শকের কাছে সবিস্তার জানতে পেরে। কিন্তু তখন আর পালাবার পথ থাকে না। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হলফনামা পেশ করা হয়ে গেছে ততক্ষণে। অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অতএব আসামের চা-বাগানে কুলি-কামিনের জীবনপাত। চা-বাগান থেকে আর কোনোদিনই ফেরবার পথ থাকে না তার প্রমাণ মাধবের কথায় “আমি ছেলেবেলা থেকে এখানে হাড় মাটি কল্লুম, কতবছর এসেছি যে তা মনে পড়ে না।” (২/৩) অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত পরিণতি হয় তাদের—“কত বেটা মার খেয়ে একেবারে মরে গিয়েছে।” (২/৩)

সাহেবের দেওয়ান নিধুরামের তৎপরতায় চা-বাগানে কাজ-কর্ম চলে ঠিকঠাক। এর উপরে আবার সুন্দরী যুবতী কামিনদের সাহেবদের কাছে পাঠানোও ছিল তার আর একটি নির্লজ্জ

কাজ। এতে সে সাহেবদের কাছে একটু খাতির যত্ন পায়। সরমাকে দেখে তার মনে কু-মতলব কাজ করে। সরমাকে সাহেবদের কাছে পাঠালে এমনকি তার মাইনেও বেড়ে যাবে। নীলদর্পণে আমিনের ক্ষেত্রমণিকে দেখে এমন ধারণার উদ্ভব হয়েছিল। তবে পার্থক্য এখানে যে, আমিন ক্ষেত্রমণির প্রতি কোনোরূপ লালসা প্রকাশ করেনি কিন্তু নিধুরাম সরমাকে দেখার পর তার মনে তাকে ভোগ করার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। অতঃপর নানা ছলা-কলায় ভুলিয়ে সে সরমাকে সাহেবদের কুঠিতে এনে হাজির করেছে। সঙ্গে নৃত্যকালী এলেও সে ঘরের বাইরে বসে থাকে। ঘরের মধ্যে গিয়ে সরমাকে টাকা আনতে বলা হয়। কিন্তু সরমা ব্যাপারটার মধ্যে যে বদ্‌ মতলব আছে তার গন্ধ পায় এবং নৃত্যকালী তখন তাকে সাহস জোগানোর জন্য বলে, 'জমিদার মনিব এরা বাপের তুল্য, এদের নিকট ভয় কি?' (৩/৩) কিন্তু যখন সরমা সাহেব কর্তৃক ধর্ষিত হয় তখন নৃত্যকালী ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই পারেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় সরমা মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও নৃত্যকালী পাগল হয়ে যায়।

সারদা ও বরদা আদালতে নালিশ করতে উদ্যত হলে চা-কর সাহেবদের নিযুক্ত সিপাই দ্বারা অবরুদ্ধ হয় এবং যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করতে হয়। এ সময় সারদা ও বরদার মধ্যে নানারকম অসংলগ্ন কথার বহিপ্রকাশ ঘটেছে। এবং তার ফলে রুলের প্রহারও সহ্য করতে হয়েছে তাদের। এর পরিণতি হিসাবে দ্বীপান্তরে যেতে হয়েছে। এমনকি বরদাকে খুন করলেও সাহেবের কিছু হবে না "সাহেব যদি একটা ছেড়ে হাজারটা খুন করে তাহলে---সাহেবের কিছু হবার যো নেই।" (৪) অন্যদিকে সরমার ধর্ষণ ও তার মৃত্যু প্রসঙ্গে সাহেব নির্বিকার। সে বরদাকে বলে "তোমার বউয়ের তো আমি জাতি মারি নাই, আমি তাহাকে সভ্য Civilized করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, সে আমার বাৎ শুনিল না, প্রাণে মরিয়া গেল।" (৪) বরদা কর্তৃক তার নামে আদালতে নালিশের কথা শুনেও সাহেব জানে যে "থানা পুলিশ 'in my hand' আর যদি বরদাকে খুন করে সাহেব বাইবেলকে সাক্ষী মেনে বলে 'তোমার spleen ছিল'," (৪) তাহলে বিচারে তার কিছুই হবে না। প্রচণ্ড পীড়ন ও পদাঘাতে সারদা জল খেতে চায় তখন সাহেবের উক্তি, "বেটা তোকে আমি জল দিব, প্রশাপ করিয়া দিব।" (৪) আর এখানেই পাঠকের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। কিন্তু এর পরেও ম্যাকলিন সাহেব কর্তৃক আনীত নৃত্যকালীকে অপমান করা হবে এমন অভিপ্রায় বুঝে সারদা নিজেকে একেবারে মেরে ফেলতে অনুরোধ জানায় সাহেবের কাছে। সাহেব তখন বলে, "ক্রমে ক্রমে তোমার জান বাহির করবো।" (৪) এরপর সারদা বাঁচার ব্যর্থ আশায় পলায়ন করে।

সাগর মধ্যস্থ একটি দ্বীপে সারদা ও বরদাকে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানে "না আছে মানুষ, না আছে খাবার সামগ্রী সেখানে নিত্য বাঘ ভালুকের আনাগোনা।"

এরপরে নৃত্যকালী উন্মাদিনী বেশে উপবিষ্টা, এবং তার মুখ দিয়ে নাট্যকার সাহেবদের জঘন্য চারিত্রিক ও কদর্য রূপের পরিচয়কে উন্মোচিত করেছেন।

আসলে চা-কর দর্পণ নাটকটি যদিও কোনো বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করতে পারেনি কিংবা নাটকটি রচিত হবার ফলে চা-কর-দের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়নি, তবুও দেখা যায় যে নাটকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনমানসে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

চা-কর দর্পণ নাটকটিতে নাট্য সংঘাত ও চরিত্রের বিকাশ দেখানো হয়েছে। সারদা ও বরদা চরিত্রে গ্রামীণ চাষী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তুলনায় বরদা চরিত্রটি অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে উঠেছে। সাহেব চরিত্রের বিকাশও নাট্যকার সফলভাবে

তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে যখন সারদার জল খেতে চাওয়ার সময় ম্যাকলিন সাহেব বলে যে, 'বেটা তোকে আমি জল দিব, প্রশাপ করিয়া দিব'—তখন চরিত্রটির অসভ্যতা, অমানবিকতা ও ক্রুরতার আদিমতম রূপ আমাদের মনে ভেসে ওঠে ও চরিত্রটি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

জেল-দর্পণ নাটক (১৮৭৫) : দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়

চা-কর-দর্পণ নাটক প্রণেতা দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল জেল-দর্পণ নাটক। ইংরেজ শাসকরা সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ কোনো কারণে বন্দি করে একবার জেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই তাদের জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসত। এর পিছনে ছিল অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণ।

জেল দর্পণে দেখা যায় যে, সমাজের যে কোনো মানুষকে তুচ্ছ কোনো কারণে কয়েদ করে রাখা যেত। যে ব্যক্তি দোষী সেই-ই কয়েদীর যোগ্য। অন্যদিকে নীলচাষী ও জমিদার (নীলদর্পণে) জমিদার ও প্রজা (জমীদার-দর্পণে), চা-বাগানের কর্মী নারী-পুরুষ (চা-কর-দর্পণে) সাধারণত এ-রকম ব্যক্তিবর্গের উপর ব্রিটিশ দমননীতি নেমে এসেছিল, অবশ্য সাধারণ মানুষরা কিছুটা ছাড় পেত। তুলনায় জেল-দর্পণ নাটকটির বিস্তৃতি অনেকটা পরিধি জুড়ে। কারণ সেখানে সাধারণ মানুষের যে কাউকে যে কোনো কারণে এই ফাঁদে বন্দি করা যেত। তাই একথা বলা যায় যে, জেল দর্পণ নাটকের পটভূমি অন্যান্য দর্পণ নাটক থেকে অনেক বেশি প্রসারিত।

জেল দর্পণ নাটকটির নায়ক শিবনাথবাবু ও তার দুই বন্ধু গোপাল ও তারিণীর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কাহিনির শুরু। একটি চুরির ঘটনা তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। সাধারণভাবে নাট্যিক আবেদন নিয়ে নাটকটি অগ্রসরমান। এর মধ্যে নেশা করা প্রসঙ্গ আসে। অবশ্য নাট্যকার মদ, গাঁজা, গুলি খাওয়ার বিষময় ফলকে দেখাতে চেয়েছেন। এক সময় শিবনাথবাবু ও তার বন্ধু মধু এসে উপস্থিত হয়ে আড্ডায় মশগুল হয়।

ধনী জমিদারের ছেলে শিবনাথবাবু। সময় কাটে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে মদের ঠেক-এ। হাতে তার প্রচুর অর্থ। সুতরাং এ সময়ে অনেক বন্ধুও জুটে গেছে তার। এ-হেন বাবুর আবার একটু দোষও আছে। বাবু সমাজের দোষ কি-না বেশ্যালয়ে গমন করার শখ। ঘরে আছে তার সতী সাধ্বী সুন্দরী স্ত্রী সুরবালা। যে স্বামীপ্রেমে অন্ধ। স্বামীর সবরকম দোষগুণ থাকা সত্ত্বেও সে স্বামীকে ভালোবেসে যায়। পতিব্রতা নারীর এ 'গুণ' সমসাময়িক কালের খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল।

কলকাতার বাবু কালচারের তথ্যচিত্রটি যেন আমরা নাটকটির মধ্যে দেখতে পাই। যদিও শিবনাথবাবুর পিতার দোর্দণ্ড প্রতাপে চারদিক তটস্থ ছিল, অর্থাৎ কি না 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত'। কিন্তু শিবনাথবাবু যেমন অলস তেমনি অকর্মণ্য। সখের বাইজী বাড়িতে সে উপস্থিত হত। বাইজী ও রক্ষিতা বিরাজ দু'পয়সা কামাইও করতো তার থেকে। এবং এই বাইজীরা দু-চার জন বাবুকে 'ফেল করতে' পারলেই বড়লোক হয়ে যায়। বেশ্যাদের এ পরিচয় খুব স্বাভাবিক এবং নাটকে তা উপস্থাপিত। বিরাজের কথায় "আমরা যে জাত, তাতে রূপচাঁদের চেয়ে কাহাকে ভালবাসি না। বেশ্যারা কি বাবুদের ভালবাসে? তাদের টাকাকে ভালবাসে। টাকা না দিলে ভালবাসা থাকে না।" (১/৩) আর এ-কারণে শিববাবুর স্ত্রী অন্যের অপব্যবহারে শঙ্কিত হয়। আতঙ্কিত ও শঙ্কিত সুরবালা একদিন তাকে বলে, "খাতাঞ্চির কাছে শুনলেম, তোমার চারিদিকে দেনা হয়েছে, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক লক্ষ টাকা, এ ছাড়া জমিদারী বন্দক

আছে।" (১/২) তখন মোহান্ধ শিবনাথ তাকে অপমান করে। এমনকি সুরবালা তাকে মদ ও বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানালে সে তাকে অপমান করে এবং অবাধ্য শিবনাথ তখন বিরাজের বাড়িতে চলে যায়।

তারপর বিপুল ঋণের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে শিবনাথবাবুকে দেওয়ানী মামলার আসামী হয়ে আলিপুর জেলে যেতে হয়। দেনার পরিমাণ ৪০/৫০ হাজার টাকার মতো। আর এ ব্যাপারে তাকে সর্বস্বান্ত করেছে বিরাজই। এ যেন তার (বিরাজের) দোষ নয়। তার নিজের ভাষায়, "···আমাদের ব্যবসাই এইরকম। আমরা যাকে ধরি তাকে অল্পে ছাড়ি না যতক্ষণ না ঘুঘু চরে, যতক্ষণ না ভিটে মাটি চাটি হয়, ততক্ষণ তিনি নিস্তার পান না।" (১/৩) অবশ্য শিববাবুর মতো কলকাতার অনেক মানুষের দশা এমন হয়। বিরাজের কথায়, "তা ওরই বা দোষ কি? কলকেতার কত বড় লোকের এই রূপ দশা ঘটেছে।" (১/৩)

জেলের কয়েদীদের দু'টি ভাগ—একটি দেওয়ানী অপরটি ফৌজদারী। দেওয়ানী জেলে শিববাবুর শ্যামচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র নামে দুই আসামী সহযোগী হয়েছে। ফৌজদারী জেলে অপেক্ষাকৃত অত্যাচারের মাত্রা ভয়ংকর। আলিপুর জেলের দারোগা গোপাল তারিণী ও মধুকে কাপড়চোপড় ছেড়ে নেঙ্গট পরে থাকবার হুকুম দিয়েছে। ছোট্ট চুরির সাজার একটু নমুনা দিলে বোঝা যায় কিরকম ছিল সেই জেলের অত্যাচার। "গবর্নমেণ্টের জেল আছে, সেখানে পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ঘানি টানতে টানতে কল ঠেলতে ঠেলতে মুখে রক্ত উঠতে থাকবে"। (২/৩) এভাবেই কয়েদীদের লঘুপাপে গুরু দণ্ড দেওয়া হত।

তারিণী ও মধুকে কল ঘরে কাজ করতে হয়। কলঘরের কাজে এত কষ্ট যে তারিণীর পক্ষে তা করা খুব কষ্টের সামিল। মধুর জ্বর শুনেও জেলের ইন্সপেক্টর বলে "···ও বাৎ হাম শুনেগা নেই। আমার যেতনা কাম হায়, সব সাফাই কর দেও।" (২/৩) পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কথা বন্ধ হয়ে আসছে—এ সব জেনে শুনে ইন্সপেক্টর মধুকে জল খেতে দেয় না। তারিণীকে প্রহার করে ইন্সপেক্টর একটু দূরে গেলে মধু কলসি থেকে জল খাবার উপক্রম করতেই "···(বেগে আসিয়া) কিয়া করতা? সুয়ার তোম হামকো জানতা নেই? (জলের গ্লাস কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ) মধুর কাতরোক্তি, "সাহেব···তুমি যদি এক ছটাক জল খেতে দিতে তা হলে ঠাণ্ডা হতেম।" (২/৩) আবার এও দেখা গেছে যে ট্রেড মিলে কাজ করতে করতে এক ব্যক্তির পা থেকে রক্ত পড়ে পড়ে শেষকালে পচে গেছে বলে আমরা তারিণীর কথায় জানতে পারি। তাই তারিণীর কথায়, "··· জেলখানায় ঘানিগাছ আর ট্রেডমিলের মত কষ্টদায়ক শাস্তি আর পৃথিবীতে আছে কি-না সন্দেহ।" (২/৩) জেলে কর্মরত চাপরাসীরাও নির্দয় হৃদয়ের অধিকারী। তারা মানুষদের উপর অত্যাচার করে তৃপ্তি পায়; মজা পায়—"মানুষগুলকে ঘানিতে তুলে দিলে যেমন চমৎকার দেখায় বলদগুলকে জুতে দিলে তত সুন্দর দেখায় না। গরুগুলর যেমন ল্যাজ আছে, এই ব্যাটাদের তেমনি ল্যাজ থাকতো, তাহলে ল্যাজ ধরে ঘুরপাক খাবার বড়ই মজা হতো এরপর গোপাল ও পরাণকে ঘানির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হলে ম্যাজিস্ট্রেট ঘানি ঘুরাতে হুকুম করে এবং বলে "··· god যেমন Heaven-এ শাস্তি দেন, এখানে অন্যায় কাজ করিলে government সেইরূপ Punishment দেন। আমার মতে Prisoner-দের বিলক্ষণ শাস্তি দেওয়া উচিত in that case either they live or die." (৩/১)।

গোপাল ঘানি ঘুরাতে ঘুরাতে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায় ও রক্তবমি করে। অসম্ভব কষ্টে জল খেতে চায় কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তার সঙ্গে রসিকতা করে। পরাণও সর্দিগর্মিতে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে "জেল Punishment দিবার জন্য এখানে কয়েদী

মরে যাক বেঁচে থাক তাহাতে আমাদের কি? We must do our duty··· " আবার নিধিরাম ভট্টাচার্যের মতো পুরোহিত যজমানের বাগানে গর্ভবতী স্ত্রীর মুখ চেয়ে এক কাঁদি কলা চুরির দায়ে কয়েদ হলে তাকে ২০ ঘা বেত মারার হুকুমও হয়।

এসব অত্যাচারের পরেও পেটে থাকে খিদের কষ্ট। যথেষ্ট কাজ করলেও পেটপুরে খাবার খেতে দেয় না সাহেবেরা। তাই "খাটতে হবে চারিগুণ খেতে দেবে অর্দ্ধগুণ"। (৪/১) এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া যায়। পাথর ভাঙার কাজ করতে হয় অথচ গায়ে আছে কালান্তক ম্যালেরিয়া জ্বর। সাহেবকে জানালেও তারিণী কাজ থেকে নিস্তার পায় না, বরং বেত্রাঘাত হজম করতে হয় অনেক বেশি পরিমাণে।

ফৌজদারী জেলে মধুকে দেওয়া হল 'Comparatively easy work'—তা হল নাপিত 'রক্তকিঙ্কিনী রক্তঝিনঝিনী'র হাতে ভোঁতা খুরে মাথা কামানো। নাপিতের কথায়, 'আমি যখন যাকে মাথা কামাই রক্ত না পড়লে ছাড়ি না।' সুতরাং তার মাথা কামানোর শেষে রক্তে মাথাটি এমন হয় যে, একখানি কাপড়ে ডুবে যাবার উপক্রম হয়।

পাগলা গারদে কেষ্ট ও বেষ্টর মধ্যে দিয়ে নাট্যকার সমাজ ব্যবস্থার দোষত্রুটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

নাটকের শেষে পঞ্চম অঙ্কে শিববাবুর স্ত্রী সুরবালার করুণ পরিণতি দেখানো হয়েছে। নিরন্ন বস্ত্রহীনা "এ দাসী একমুষ্ঠি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়াছে, একখানি বস্ত্রের জন্য কোপীন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।" (৫/১) স্বামীঅন্তপ্রাণ সুরবালা শিববাবুকে জেলে চিঠি লেখে। এরপর স্বামী কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বিরাজকে সে এখনও ভালোবাসে তাও জানায়। সুরবালা ঠিক যেদিন শিববাবুর জেল থেকে কয়েদের মেয়াদ শেষ হয়, সেদিনই আত্মঘাতিনী হয়, শিববাবু অন্দর মহলে স্ত্রীর মৃতদেহটির হাতে তারই লেখা চিঠি দেখে অনুশোচনায় অধীর হয়ে ওঠে ও নিজে আত্মহত্যা করে।

নাটকটির চরিত্রগুলির মধ্যে সুরবালাকে কৃত্রিম ও বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়েছে। অন্যদিকে বিরাজ চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শিববাবু একজন জমিদার হয়েও আর পাঁচটা চরিত্রের থেকে পৃথক নয়। তার ইয়ার বন্ধুরা তাকে শুধুমাত্র টাকার জন্য তোষামোদ করে—এ ছাড়া অন্য কোনো গুণের জন্য তাকে বিশেষ মর্যাদা দিত না। দারোগা ইন্সপেক্টর চরিত্রগুলির মধ্যে ইংরেজ শাসকদের দাম্ভিকতা ধরা পড়েছে। পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত ও প্রতিটি অঙ্ক আবার তিনটি করে গর্ভাঙ্কে সজ্জিত হয়েছে নাটকটি।

টাইটেল দর্পণ বা সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় (১৮৮৪) : প্রিয়নাথ পালিত

প্রহসনধর্মী রচনা হল টাইটেল দর্পণ নাটকটি। মাত্র দুটি অঙ্কে বিন্যস্ত আর প্রতিটি অঙ্ক তিনটি করে গর্ভাঙ্কে সন্নিবেশিত হয়েছে এই নাটক।

একটি জমিদারের খেতাব গ্রহণকে কেন্দ্র করে তার সর্বশান্ত হবার কাহিনি প্রহসনটির বিষয়বস্তু। মাঝে মাঝে হাস্য রসের চেষ্টা আছে। সমকালীন একশ্রেণির লোভী জমিদারের ইংরেজ প্রদত্ত "রাজা রায় বাহাদুর" উপাধি পাওয়ার পিছনে যে একটি ঘৃণ্য খোসামোদ লুকিয়ে আছে তা নাট্যকার ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। নাটকের 'বিজ্ঞাপণ' অংশে অক্ষয় সেন নামক জনৈক ব্যক্তি এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলেছেন তার সারমর্ম হল—শুধুমাত্র হাস্যরসের পরিবেশনেই নাটকটির আবেদন শেষ হয়নি, বরং বলা যায় মোহবশত 'মনুষ্যপ্রদত্ত পুরস্কার'-এর জন্য বিশেষ লোভী না হয়ে পড়ে, ও নানা বিপদে জড়িয়ে না পড়ে এবং শেষে সমস্ত

সর্বনাশের অতলে কেউ যেন তলিয়ে না যান—তাদের সতর্কীকরণের জন্যই এই পুস্তক রচিত।

কাহিনির নায়ক আশুতোষবাবু খোসামোদ করে টাইটেল লাভ করে ও 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হয়। ফলে তার রুচি স্বভাব ও চালচলনে 'রাজাবাহাদুর' মার্কা কেতা দরকার হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে ভাগিনেয় নদের চাঁদ। এ রকম মানুষের পারিপার্শ্বিক কিছু পরিবর্তন দরকার। 'হুজুর হুজুর' সম্বোধন করে তাকে ডাকতে হবে—একথা সবাইকে শিখিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া বড়রানি ও ছোটরানি সম্বোধনে তাঁর নিজের স্ত্রীকে ও স্বর্গত ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে ডাকতে শিখিয়ে দেয় স্বয়ং আশুবাবু।

কিন্তু আশুবাবুর পুত্র গোরাচাঁদের আড়ম্বর বেড়ে যায় বহুগুণে, কারণ পিতা 'রায়বাহাদুর'। নদের চাঁদের হাতে পুত্রের বিলাস ব্যাসন ও বেশভূষার জন্য প্রস্তুত একটি তালিকা দেখে আশুবাবু চমকে ওঠে। হাল ফ্যাসানের নানাধরনের জিনিস থেকে শুরু করে নামীদামী সব রকমের দ্রব্যের লম্বা তালিকা। অবশ্য এসব পূরণ হতে পারে যদি পিতা কল্পতরু হয়। আসলে খেতাবটুকুতে ছিল তার লোভ। অতএব নামেমাত্র 'রায়বাহাদুরের' ভিতরে ভিতরে দেনা হয় প্রচুর টাকা। নদের চাঁদ বুদ্ধি জোগায় 'অ্যাপিয়ারেন্স ঠিক রাখাই হচ্ছে এই ওয়ার্লডের নিয়ম'। আশুবাবুর মোসাহেব দীনবন্ধু মোসাহেবীতে পারদর্শি। 'রায়বাহাদুরের' কাছ থেকে সে চেয়ে নেয় "এক জোড়া শান্তিপুরে ধুতি আর উড়ুনি আর এক জোড়া চাঁদনিচক থেকে সাইড ইস্প্রিং জুতো।" এ না হলে তার ঠিক মানানসই হয় না। তাই তার এগুলি দরকার।

গৃহিণী পান্নামতীর ভালো গয়না না হলে চলে না 'সরেস মুক্তোর সরস্বতী হার', 'হীরের কণ্ঠী' থেকে শুরু করে বেনারসী শাড়ি পর্যন্ত। এছাড়া 'হাত খরচের তরে নগদ ৫০০ টাকা' সব কিছু মিলে আশুবাবুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

অকাল বিধবা ছোটরানি জড়িয়ে পড়ে অবৈধ সম্পর্কের বন্ধনে। গোরাচাঁদের বন্ধু সুরেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয় বড়রানির কৌশলে আর তাতে সহযোগিতা করে দীনবন্ধু।

কলকাতার বাবু সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার। দীনবন্ধুর মুখ দিয়ে তা উপস্থাপিত করেছেন তিনি। তবে কোনো চরিত্রই নাটকটিতে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি। ভাষাগত দিক দিয়েও নাটকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

বঙ্গদর্পণ নাটক (১৮৮৪) : গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৯১ বঙ্গাব্দে গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদর্পণ' নাটকটি প্রকাশিত হয়। সমকালীন বঙ্গ সমাজে ব্যবসা-বিমুখ সমাজ চাকুরি করেও নিতান্ত পেটের ভাত যোগাড় করে উঠতে পারত না—এরই বর্ণনা নাটকটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। নাটকটির ভূমিকায় 'বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী' প্রবাদটির উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। বাণিজ্য করবার আসল উদ্দেশ্য নাট্যকাব নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, "কি-সে আমাদের অর্থ আসে, কি-সে আমরা লুপ্ত প্রায় নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারি। কিসে আমরা জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারি—এই নিমিত্ত 'বঙ্গদর্পণ' নাম দিয়া আমি স্বকপোল কল্পিত এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম।" সুতরাং বলা যায় যে, বঙ্গদর্পণ নাটকটিও অন্যান্য দর্পণ নাটকের মতো উদ্দেশ্যমূলক নাটক।

কলকাতার খ্যাতনামা জমিদার পুত্রের দেশের স্বার্থে বাণিজ্য করা এবং সেজন্য তাদের অন্যত্র গমন ও ব্যবসায় ঠগবাজদের সঙ্গে মোকাবিলা করে শেষ পর্যন্ত তাদের পরাস্ত করা এবং স্ব-মহিমায় নিজের অবস্থানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নাটকটির সমাপ্তি—এরকম একটি বৃত্তে নাটকটি সম্পন্ন হয়েছে।

ইংরেজেরা বাণিজ্য করে একচ্ছত্রাধিপতি, বাঙালিরা পারবে নাই বা কেন—এই মানসে কলকাতার জমিদার বিশ্বম্ভরবাবুর পুত্রদের বাণিজ্য যাত্রা শুরু হয়। বড় জ্ঞানেন্দ্র ও ছোট দ্বিজেন্দ্রর পরামর্শ হয় স্বাধীনভাবে বেশ বড় ব্যবসা করে বাঙালি হিসেবে নজির সৃষ্টি করবে তারা। যেমনভাবে ব্রিটিশ জাতি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী তেমনি 'এখন ব্যবসা ভিন্ন আর আমাদের সদ্‌গতি নাই।' (১/২) আর তা হতে পারে বাণিজ্য করেই। কারণ 'বাণিজ্যই ধনাগমের উৎকৃষ্ট পথ'।

পিতা বিশ্বম্ভরবাবুও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দান করে। যদিও তার বিশ্বাস এদেশীয়দের পক্ষে বাণিজ্য শিক্ষা ও তার ফলভোগ করার এখনও অনেক দেরি আছে। তথাপি বিশ্বম্ভরবাবু ছেলেদের ব্যবসা করার অনুমতি দিলেও বিদেশের ব্যবসায় তার আদৌ উৎসাহ নেই। এরও কারণ আছে আর তা হল সমাজে একশ্রেণির 'বদ্‌মায়েস' প্রকৃতির মানুষদের জন্য। যারা মানুষের মনের ভাব জেনে যেকোন সময় বিপদে ফেলে।

পুত্রদের একান্ত ইচ্ছায় বিশ্বম্ভরবাবু ভাই রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে অভিভাবক নিযুক্ত করে ব্যবসা করতে যেতে দিতে সম্মত হয়। প্রয়োজনীয় নানা উপদেশ নিয়ে জ্ঞানেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র পাটনার মহারাজা প্রিয়নাথবাবুর জমিদারিতে এসে উপস্থিত হয়। অবশ্য জ্ঞানেন্দ্র বিবাহিতা স্ত্রী সারদাকে বাড়িতে রেখে আসে। এখানে সারদার কথায় নারী স্বাধীনতা ও পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের দিকটি নাট্যকার অল্প তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পাটনার জমিদারের বাগান বাড়িতে থেকে তারা হাজার হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা শুরু করে। ছোলার ব্যবসাতে পিতার দেওয়া টাকায় অধিকাংশ নিয়োজিত হয়, ব্যবসা বেশ ভালো চলছিল। হঠাৎ এক জুয়াচোর ব্যবসার নাম করে টাকা গ্রহণে উৎসাহী হলে দ্বিজেন্দ্র ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দাদা জ্ঞানেন্দ্রকে সতর্ক করে। কিন্তু তার কয়েক দিন পরে দালালদের চক্রান্তের জন্য জ্ঞানেন্দ্রকে ঘর ছাড়তে হয়।

নাটকটির চতুর্থ অঙ্কে অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। তার ফলে নাটকটির বাস্তবতা অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে জ্ঞানেন্দ্র'র অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সঞ্চিত কল্পনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার।

বিশ্বম্ভরবাবুর মানসিক অস্থিরতার মধ্যে রামবাবু অকস্মাৎ পাটনা থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তা দেখে ঘটনার আকস্মিকতায় বিশ্বম্ভরবাবু মূর্ছা যায়। শেষে দ্বিজেন্দ্রও একদিন বাসা ছেড়ে দাদার খোঁজে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। বিশ্বম্ভরবাবু রামবাবু ও সাবিত্রী দেবীকে (জ্ঞানেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র'র মা) শোক প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

অতঃপর দ্বিজেন্দ্র দাদার শোকে রাজপথে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। এক-সন্ন্যাসী তাকে আশ্রয় দান করে ও তার 'গুরু'র ভূমিকা পালন করে। একদিন চাঁপাফুল শোভিত জলাশয়ের পাশে সন্ন্যাসী ও দ্বিজেন্দ্রর বিশ্রামকালে মলিন বেশে জ্ঞানেন্দ্রর প্রবেশ ঘটে ও দু'ভায়ের মিলন হয়।

এরপর জ্ঞানেন্দ্রর ঘর ছেড়ে যাবার কারণ বর্ণিত হয়। আসলে দুষ্ট মানুষদের উচিত শিক্ষাদান করাই ছিল তার আর এক কাজ। সে দুষ্ট লোকেদের ধরে নিয়ে পুলিশে দিয়ে তাদের দমন করে ফিরে আসতে দেরি হয়েছিল বেশ কিছুদিন।

যাই হোক 'বঙ্গদর্পণ' নাটকটি ব্যবসাকে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উপায়ের পথ হিসেবে চিহ্নিত করে রচিত হয়েছে। এরপর দু'ভাই, পিতা-পরিজন সবাইয়ের মিলনের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র'র অভিষেক হয় ও প্রজাকুলকে আনন্দে রাখা ও ব্যবসাকে বাঙালি জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেবার অঙ্গীকার করে সকলের 'রাজা' নিযুক্ত হয়।

নাটকটির বিশেষ নাট্যমূল্য নেই। ঘটনা সংস্থাপনে, কি চরিত্র চিত্রণে, মানসিক দ্বন্দ্ব বিশেষ প্রতিফলিত হয়নি। সংলাপগুলি নিতান্তই সাদামাটা। জ্ঞানেন্দ্রর সংলাপে কৃত্রিমতা যেমন আছে তেমনি এ দোষ থেকে মুক্ত নয় বিশ্বম্ভরবাবুর মতো জমিদারের সংলাপও। সারদা চরিত্রে নারী জাতির অধিকারের প্রশ্নটি খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে 'দর্পণ' নাটকগুলিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখবার প্রয়োজনটা কোথায়? এর উত্তরে বলা যায় যে, যেমন করে ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে রবার্টসনের কাস্ট (Caste) নাটকটি সামাজিকতার ধারায় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তেমনি করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকটিও সমগোত্রীয়। যদিও নাটক দুটি Master Piece নয়; অনেক ত্রুটি আছে দুটি নাটকেই, তবুও নীলদর্পণের এই ধারায় প্রভাবিত হয়েছেন একাধিক নাট্যকার যাঁদের আবেদন সমাজ সমস্যার গভীরে প্রোথিত। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকতার কারণে এ জাতীয় নাটকগুলির সংরক্ষণ ভীষণ জরুরী। ইতিমধ্যে যে কটি নাটক বিলুপ্ত তা আর কোনোদিন পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ, তাদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল কিন্তু যেগুলি বিলুপ্তির পথে তাদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ না হলে তারাও হারিয়ে যাবে কালের গর্ভে। তৃতীয়ত, একটি নাটককে কেন্দ্র করে যে এতগুলি দর্পণ নাটক রচিত হতে পারে তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে বইকি! সেদিক দিয়ে নাটকগুলির উপযোগিতা তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবার, সমাজ, অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে নাটকগুলি সমকালীন যুগকে জানতে নতুন বোধ সৃষ্টি করে। আর এখানেই নাটকগুলির মূল্য। একথা অবশ্য বলা ভালো যে, এ-জাতীয় নাটকের প্রতিবিম্বন বর্তমানে তেমনভাবে হুবহু লক্ষিত না হলে প্রায় প্রত্যেকটি সমস্যাযুক্ত নাটকের মধ্যে এর বীজ লুকিয়ে আছে—তা আমাদের ভেবে দেখতেই হয়। অতএব যাঁরা বলেন, এ জাতীয় নাটক শুধুমাত্র নাটক হয়ে ওঠেনি কিংবা নাট্যগত তাৎপর্য নেই, তাঁদের এ দাবিকে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ সমস্যার যে কেন্দ্রবিন্দুতে এ নাটক শ্রেণির উৎপত্তি, আলোচনা সেখান থেকে হওয়া দরকার। এই উপলব্ধির জায়গা থেকেই প্রভাতকুমার গোস্বামী 'নীলদর্পণ', 'চা-কর দর্পণ' ও 'জমীদার দর্পণ' এই তিনটি নাটককে এক মলাটের মধ্যে সংকলিত করেছিলেন। কিন্তু সে-কাজের মধ্যেও সম্পূর্ণতা ছিল না। আগ্রহ উদ্দীপ্ত করার উপাদান যথেষ্ট ছিল নিঃসন্দেহে। সুবন্ধু ভট্টাচার্য অন্বিষ্ট পত্রিকা 'সাহিত্য সংস্কৃতি-ত্রৈমাসিক নাট্য বিষয়ক সংখ্যা' (পঞ্চ দশ সংকলন, ডিসেম্বর, ১৯৭৩)-তে লিখেছিলেন 'কয়েকটা দর্পণ-নাটক' নামক প্রবন্ধ। চতুর্থত, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যেমন উপন্যাস প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। সেদিক দিয়ে নাটকের ক্ষেত্রে 'দর্পণ' শাখাটিও আলোচিত হতেই পারে।

এম. ফিলের কাজ শুরু করতে গিয়ে কিছুদিন আগে বাংলা দর্পণ নাটক সম্পর্কে কৌতূহলী হই। 'দর্পণ' নাটক সম্পর্কে একাধিক জিজ্ঞাসায় উৎসাহ দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. শেখর সমাদ্দার মহাশয়। তাঁর সে ঋণ কোনোদিন ভুলে যাবার নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড. তরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সর্বদা পাশে থেকে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন, সর্বোপরি পি. এইচ. ডি.-তে 'দর্পণ' নাটকের কাজের ব্যাপারে অনুমতি দান করে জিজ্ঞাসাকে আরও বিস্তৃতি দিয়েছেন। অভিজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপক, শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় ড. মানস মজুমদার মহাশয়ের সু-পরামর্শেও অনেক তথ্য জেনেছি। মাননীয় শিক্ষাগুরু ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর দুর্লভ মূল্যবান সময়ের কিছুটা ব্যয় করে এই ভূমিকাটি সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁদেরকে আমার আন্তরিক প্রণাম। এ কাজে সহায়তা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাক্তন সেক্রেটারী (কলা ও বাণিজ্য) শ্রদ্ধেয় ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক ড. অরূপকুমার দাস সর্বক্ষণ তাগিদ দিয়ে কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন। এছাড়া গ্রন্থটির সম্পাদনায় আমার বড়দাদা আব্দুল হাই সরদারের অনুপ্রেরণা ও নিরন্তর সাহায্য আমার বড়ো প্রাপ্তি। আলোর দীপশিখা দেখিয়েছেন স্বাগতাদি (দাস) (বর্তমান উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক) দরকারি নথিপত্র ও উপদেশ দিয়ে আমাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রত্যেকেই আমার প্রণম্য।

বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে অনেকেই প্রভূত সাহায্য করেছে। তাদের সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। বান্ধবী রীতা দত্ত অনেকগুলি গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় নাটক ও তথ্য দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এছাড়া যদিও সবাইয়ের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তবুও যাদের নাম না করলেই নয় তারা হল বিমলচন্দ্র বণিক, সোমা রায় চৌধুরী, অনসূয়া চ্যাটার্জী, গৌতম দত্ত সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই। শেষ মুহূর্তে বান্ধবী মৈত্রেয়ী দাশগুপ্ত কয়েকটি নাটকের প্রুফ দেখে অশেষ ধন্যবাদার্হ হয়েছে। এ ছাড়া যারা অনুক্ত রয়ে গেল তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা রইল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অরুণা চট্টোপাধ্যায় ও পারমিতা গোস্বামী আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছি দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে থেকে। এঁদের কাছে আমি ঋণী। এছাড়া উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী, বাগ্‌বাজার রিডিং লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ হাই কমিশন গ্রন্থাগার, ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী ও ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ গ্রন্থাগার এবং আরও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মিবন্ধুদের কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বই প্রকাশে সাহিত্যলোক-এর নেপালদার অকুণ্ঠ সহযোগিতা না থাকলে এই সংকলনটি প্রকাশ সম্ভব হত না। প্রেসের সকল শ্রেণির কর্মীবন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থটিতে অনিচ্ছাকৃত কয়েকটি ভুল রয়ে গেল। যেমন. ৬৩ পৃ. নোট '৩'-এর পরিবর্তে '৪' পড়তে হবে। ২৫৮ পৃ. নোট '৫'-এর পরিবর্তে '৩' পড়তে হবে। ২৬৮ পৃ. 'কাটাম' শব্দে নোট '৬' সংখ্যাটি ভুলবশত ছাপা হয়েছে. 'কাটাম' অর্থে এখানে 'জীবন' বোঝাচ্ছে। ৩৪১ পৃ. নোট '২' এর পরিবর্তে '১৫' এবং '১৫'-এর পরিবর্তে '১৬' পড়তে হবে। ৩৪৩ পৃ. তৃতীয় পংক্তিটির শেষ শব্দটি 'কালি' হবে।

প্রসঙ্গত প্রভাতকুমার গোস্বামীর 'ঊনিশ শতকের দর্পণ নাটক' নামে সংকলন গ্রন্থটি থেকে 'জমিদার দর্পণ' ও 'চা-কর-দর্পণ' নাটক দুটি এখানে সংকলিত হয়েছে। নীলদর্পণ নাটকটি সংকলিত হয়েছে ড. ক্ষেত্রগুপ্তের 'দীনবন্ধু রচনাবলী'-নামক সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে। এছাড়া সবকটি নাটক বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মূল নাটক থেকে হাতে কপি করে নিয়ে এসে সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি নাটকের প্রচ্ছদের প্রথম সংস্করণের ফটোকপি দেওয়া হয়েছে পাঠককে পুরাতনের স্বাদ দেবার উদ্দেশ্যে। 'সাক্ষাৎ দর্পণ' নাটকের প্রথমে 'অশুদ্ধ শোধন' অংশটি না ছেপে একেবারেই সংশোধন আকারে নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে। সবগুলি নাটকের শব্দার্থ ও টীকা দিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। আশা করি তা পাঠক-পাঠিকার কাছে সাদরে গ্রহণীয় হবে।

সাহিত্যানুরাগী পাঠক-পাঠিকা ও নাট্যামোদী মানুষদের কাছে নাটকগুলি সাদরে গৃহীত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

মহঃ আবদুর রফিক সরদার

নীলদর্পণম্

নাটকম্

ঢাকা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১৮৬০ খৃষ্টাব্দ

ভূমিকা

নীলকর-নিকর-করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্কতিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ-রক্ষা হয়। হে নীলকরগণ! তোমাদের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিডনী, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অকলঙ্ক ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে, তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহু-কালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপ ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছে, তাহা পরিহার কর; তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কলাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলোভ-পরতন্ত্র হইয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাদানে অর্থবিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন; এ কথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনু-বধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত-উপরে কিঞ্চিৎ টার্পিন তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সরি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুঠিতে ঔষধালয় আছে, বলিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর কোন লোক যেমত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না; যেহেতু, তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎমুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস খৃষ্টধর্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজসকে করাল পাইলেট-করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকযুগল সহস্র মুদ্রালোভপরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ।" প্রজাবৃন্দের সুখসূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং' মহোদয় গভর্ণর জেনারেল হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পরায়ণ গ্রাণ্ট, মহামতি লেফটেন্যান্ট গভর্ণর হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, নিরপেক্ষ ইডেন, হার্সেল প্রভৃতি রাজকার্য্য পরিচালকগণ শতদলস্বরূপে সিভিল সার্ভিস সরোবরে বিকসিত হইতেছেন। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর-দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্টনিবারণার্থে উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শন-চক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

নীলদর্পণম্

নাটকম্

নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ
কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

গোলকচন্দ্র বসু			
নবীনমাধব বিন্দুমাধব	...	...	গোলকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়
সাধুচরণ	...	...	প্রতিবাসী রাইয়ত
রাইচরণ	...	...	সাধুর ভ্রাতা
তোরাপ	...	...	মাতব্বর রাইয়ত
গোপীনাথ বসু	...	...	দেওয়ান
আই আই উড পি পি রোগ	...	...	নীলকরদ্বয়

আমীন, খালাসী, তাইদ্‌গীর, ম্যাজিস্ট্রেট, আমলা, মোক্তার, ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর, অধ্যাপক, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, পণ্ডিত, চারিজন শিশু, লাঠিয়াল, রাখাল।

নারীগণ

সাবিত্রী	...	...	গোলকের স্ত্রী
সৈরিন্ধ্রী	...	...	নবীনের স্ত্রী
সরলতা	...	...	বিন্দুমাধবের স্ত্রী
রেবতী	...	...	সাধুচরণের স্ত্রী
ক্ষেত্রমণি	...	...	সাধুর কন্যা
আদুরী	...	...	গোলক বসুর বাড়ীর দাসী
পদী	...	...	ময়রাণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক।
(গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন)

সাধু। আমি তখনই বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এদেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হ'লে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমাজমি ক'রে গিয়েছেন, তাতে কখনও পরের চাকরী স্বীকার কত্তে হয়নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সংবৎসরের খোরাক হয়, অতিথি সেবা চলে আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০/৭০ টাকার বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়েছে, গাঁতিও[১] যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয়নি সাহেব পত্তনি নিয়েছে। এর মধ্যে গাঁ-খান ছারখার ক'রে তুলেছে। দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না,—আহা! কি ছিল, কি হয়েছে! তিন বৎসর আগে দু'বেলায় ৬০ খানি পাত্ পড়তো, ১০ খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও[২] ৪০ ৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়-দৌড়ের মাঠ—আহা! যখন আসধানের[৩] পালা সাজাতো, বোধ হতো যেন চন্দন-বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন গোয়াল সারাতে না পারায় হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করেনি ব'ল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধ'রে সাহেবটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল। উহাদের খালাস ক'র্য়ো আন্তে কত কষ্ট; হাল-গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আন্তে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু গাঁয় আর বাসত্ করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গল রেখেছে, তা নীলের জমিতেই যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে।—কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এইবারে মান যাবে।

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাষ দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল করবে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হ'লো। আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্ব্বে মাঠের ধানী জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড়বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়াছে।

সাধু। বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস! সে দিনে সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমীন-খালসীর কথা না

শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমারে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড়বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়া না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার!"

গোলোক। তা না ব'লেই বা করে কি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান হই'লে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাকতো! তাই যদি নীলের দামগুলো চুক্‌য়ে দেয়, তবু অনেক কষ্ট-নিবারণ হয়।

(নবীনমাধবের প্রবেশ)

কি বাবা, কি ক'র‍্যে এলে?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা ক'র‍্যে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন, ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হলে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব আমাদিগের, লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমারদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।"

সাধু। যারা পেটভাতায় চাক্‌রি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই গত্তে হবে[৪]।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন, আমি সেইরূপ করিব; কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

(আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। মাঠাক্‌রুণ যে বক্‌তি নেগেছে, কত বেলা হলো, আপনারা নাবা খাবা কর্‌বেন না? ভাত শুকিয়ে যে চাল হইয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়াইয়া) কর্ত্তা মহাশয়, এর একটা বিলি ব্যবস্থা করুন নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হ'লে হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে। আমি আসি কর্ত্তা মহাশয় অবধান,[৫] বড়বাবু নমস্কার করি গো। (সাধুচরণের প্রস্থান)

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার কত্তে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও বাবা, স্নান কর গে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের বাড়ী।

(লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমীন সুমুন্দি[৬] য্যান বাগ,[৭] যে রোক্[৮] ক'রে মোর দিকে আর্স্‌চিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে।[৯] শালা কোনমতেই শোন্‌লে না, জোর করিই দাগ মার্‌লে।[১০] সাঁপোল-তলার ৫ কুড়ো[১১] ভুঁই যদি নীলি গ্যাল, তবে মাগছ্যালেরে খাওয়াব

কি? কাঁদাকাটি ক'র্য়ে দ্যাক্‌বো যদি না ছাড়ে, তবে মোরা কাযিই দ্যাশ্ ছাড়ে যাব।

(ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

দাদা বাড়ী এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েচে, আলেন, আর দেরী নেই। কাকীমারে দেখ্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্ দিনি খাই, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গ্যাল।—সুমুন্দিরি য়্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতি শোনলে না।

(সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান)

সাধু। রাইচরণ, তুই এত সকালে যে বাড়ী এলি?

রাই। দাদা, আমীন শালা সাঁপোল-তলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন ক'রে? আহা, জমি তো না, য্যান সোণার চাঁপা। এক কোণ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি—ছ্যালেপিলে খাবে কি? এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে! ও মা! রাত পোয়ালি যে দু'কাটা[১২] চালির খরচ ; না খাতি পেয়ে মরবো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল! গোডার[১৩] নীলি কল্লে কি!—অ্যাঁ!—অ্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি? আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেনা[১৪] আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারকিতী[১৫] বা কখন করবো? তুই কাঁদিস নে, কাল হাল্ গরু বেচে গাঁর মুখে ঝাঁটা মেরে বসন্ত বাবুর জমিদারীতে পাল্‌য়ে যাব।

(ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ)

জল খা, জল খা, ভয় কি? "জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে।" তা তুই আমিনকে কি ব'ল্যে এলি?

রাই। মুই বল্‌বো কি—জমিতি দাগ মারতি নাগলো, মোর বুকি য্যান বিদেকাটি[১৬] পুড়্‌য়ে দিতি নাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতি চালাম ; তা কিছুই শোনলে না। বলে, "যা তোর বড় বাবুর কাছে য়া, তোর বাবার কাছে যা!" মুই ফোজদুরি করবো ব'ল্যে সেস্‌য়ে[১৭] এইচি। (আমীনকে দূরে দেখিয়া) ঐ দ্যাখ্ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে ক'র্য়ে এনেচে, কুটি ধ'র্য়ে নিয়ে যাবে।

(আমীন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ)

আমীন। বাঁদ্, বেয়ে শালাকে বাঁদ্!

(পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন)

রেবতী। ও মা, ই কি, হ্যাঁগা, বাঁদো ক্যান্? কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! (সাধুর প্রতি) তুমি দোঁড়িয়ে দ্যাক্‌চো কি? বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমীন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি [illegible]থা, তে[illegible]ও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সই[illegible] হয়। তু[illegible] লেখাপড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ ক'র্য়ে দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়, একে কি নী[illegible] দাদন বলো?—নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, যে ঘার ভয়ে পাল্‌য়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা "হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর হলো।"

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এ ছুঁড়ী তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে। আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব! তবে মালটা ভাল—দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা, তুই ঘরের মধ্যে যা। (ক্ষেত্রমণির প্রস্থান)

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল্।

(যাইতে অগ্রসর হইল)

রেবতী। ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো ; ও অ্যামি মশাই, তোমার কি মাগ ছেলে নাই! কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট? ও মা, ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দুবার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন ক'রে? সে যে অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও।—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি জল পড়চে, মুখ শুইকে গেছে—কি কর্‌বো ; কি পোড়া দেশে আলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায় হায়, হায় ধনে প্রাণে গ্যালাম। (ক্রন্দন)

আমিন। আরে মাগি, তোর নাকি সুর এখন রাখ্, জল দিতে হয় তো দে, নয় অমনি নিয়ে যাই।

(রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটি—বড় বাঙ্গার বারেন্দা।

(আই. আই. উড্ সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ)

গোপী। হুজুর আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজপত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোনদিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা বড় না-লায়েক[১৮] আছে। স্বরপুর, শামনগর, শান্তিঘাটা—এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ[১৯] বেগোর[২০] তোম্ দোরস্ত[২১] হোগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুঠির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে. তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড়। আমি না জানিলে কেমন ক'র্য়ে শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাঠিয়াল, সুড়কীওয়ালা, আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান, শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখিনি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি ; জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত্ হাম্ কুচ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্কিছাড়া, আমারে কিছু বলি নি ;—তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েত্‌কা হায় নেই বাবা—তোম্‌কো জুতি মার্‌কে নেকাল ডেকে হাম এক আদ্‌মি ক্যাওটকো[২২] এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলক বসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কায

করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি, চামারেও পারে না ; তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুক্‌য়ে চায় ;—ওস্‌কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কা হিসাব দোরস্ত কর্‌কে রাখ ;—বাঞ্চৎ বড়া মামলাবাজ্, হাম দেখেগা, শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটির প্রধান শত্রু। পলাশপুর-জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না, যদি নবীন বস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল-মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে, তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। ঐ বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, নবীনবাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কর না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই। তাতে বেটা উত্তর দিল, "গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব ; আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছে হাম বোলা কি নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্‌ছে কাম হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন? যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয় লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘরজ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা তো শিওরে ক'রে ব'সে আছি।

উড। আমি কথা চাইনে। আমি কায চাই।

(সাধুচরণ, রাইচরণ, আমীন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম করিতে ২ প্রবেশ)

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত ; কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না এবং করিবার ক্ষমতাও নাই। ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে ; আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাযেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে, তবে কাযেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমিই মর্‌বো, হুজুরের কি!

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ ক'র্য্যে রাখ।

সাধু। দেওয়ানজী মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন? আমি কোন্ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো? প্রবল-প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাসার মুখে ভাল শুনায় না ; গায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন, 'প্রতাপশালী—'

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।—ধর্ম্মাবতার, পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসা

লোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবরণমেন্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে, তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যে লোকসান জমি প'ড়ে আছে, তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন, ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! (প্রকাশ্যে) হুজুর যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার[২৩] দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে; সুতরাং যদি ও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই আমার পড়ে থাক্‌বে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি; শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতো প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা। (দেওয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই ছুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে, ন্যাকে দে। ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারাদিন্ ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌লি নে? (কান মলন)

রাই। (হাঁপাইতে ২) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চৎকো। (শ্যামচাঁদাঘাত)

(নবীনমাধবের প্রবেশ)

রাই। বড়বাবু! মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ফ্যাল্লে গো!

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই, আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখন বাসিমুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন, তবে আপনার নীল বুন্‌বে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন, তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দিন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন, সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে?— সাধু ঘোষ, তোর মত কি, তা বল্? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল ২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ, আমিন মহাশয় আর যে কয়খানা ভাল জমি ছিল, তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, বিনা দাদনে নীল ক'র্য়ে দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে—হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান—(শ্যামচাঁদ প্রহার)

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন? আহা, উহার বাড়ীতে খাইতে অনেকগুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা। উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে; সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে?

উড। চোপরাও শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর! এ আর অমরনগরের ম্যাজিস্ট্রেট নয় যে, কথায় কথায় নালিশ কর্‌বি, আর কুটির লোক ধ'র্‌য়ে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট, তোমার মৃত্যু হইয়াছে। রাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি, তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই।—হা বিধাতঃ।

গোপী। নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কায কি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক। (নবীনমাধবের প্রস্থান।)

উড। গোলামকি গোলাম।—দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও। (উডের প্রস্থান)

গোপী। চল্ সাধু, দপ্তরখানায় চল্। সাহেব কি কথায় ভোলে।

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান।
(সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ি বিনাইতে নিযুক্ত)

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ি একগাছিও হয়নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বয়ের নাম ক'র্‌য়ে যা করি, তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট্ করেছি, কিন্তু মুটোর ভিতর থাক্‌বে। যেমন একঢাল চুল, তেমনি দড়ি হয়েছে। আহা, চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ। মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্যবদন। লোক বলে, "যা-কে যায় দেখ্‌তে পারে না।" আমি তো তার কিছুই দেখিনে! ছোট বয়ের মুখ দেখ্‌লে আমার তো বুক জুড়য়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন, ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

(সিকাহস্তে সরলতার প্রবেশ)

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুন্‌তে পেরেছি কি না!—হয় নি?

সৈরিন্ধ্রি। (অবলোকন করিয়া) হাঁ, এইবার দিব্বি হয়েছে। ও বোন্, এই খানটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার সিকে দে'খে বুন্‌ছিলাম।

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না, তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুর্‌য়ে গেছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত তর সইল না ; তোমার বোন্ সকলি তাড়াতাড়ি—
বলে— "বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হ'লে রইতে নারি।"

সর। বাহবা। আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আন্‌তে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখিবেন, সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বল্‌বো।

সর। দিদি, এ মাসের আর কদিন আছে গা!—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ হ'লে বাড়ী আস্‌বের কথা আছে,—তাই তুমি দিন গুণচো। আর বোন্, মনের কথা বের্‌য়ে পড়েছে।

সর। মাইরি দিদি, আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি।—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র। কি মধুমাখা কথা! ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিঠিগুলিন পড়েন, যেন অমৃত-বর্ষণ হইতে থাকে! দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখনো দেখি নি। দাদার বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখান পাঁচহাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো, তেমনি ছোট বউ।—(সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা—আমি কি তামাকপোড়ার কটো আনি নি? যেমন একদণ্ড তামাকপোড়া নইলে বাঁচি নে, তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসেছি!

(আদুরীর প্রবেশ)

ও আদর, তামাকপোড়ার কটোটা আন্ না দিদি!

আদুরী। মুই এ্যাকন কনে খুঁজে মর্‌বো?

সৈরি। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ডানদিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে খামাত্তে[২৪] মোইখান আনি, তা নলি চালে ওট্‌বো কেমন ক'র্‌য়ে।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ও তো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে? তুই রক কারে বলে জানিস্ নে, তুই ডান বুঝিস নে?

আদুরী। মুই ডান[২৫] হতি গ্যালাম ক্যান্? মোগার কপালের দোষ, গরীব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো, আর দাঁত পড়লো, তবেই সে ডান হয়ে ওটলো। মাঠাকুরুণিরি বলবো দিনি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া) ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্‌বো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।)

আদুরী। সেই সাগর[২৬] নাড়ের[২৭] বিয়ে দেয়, ছ্যা!—নাকি দুটো দল হয়েচে, মুই আজাদের[২৮] দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো?

আদুরী। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস নে। মিন্‌সে্‌র মুখখান মনে পড়লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে কঁ্যাদে ওটে। মোরে বড়ডি ভাল বাস্‌তো মোরে বাউ[২৯] দিতি চেয়েলো—

পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ,
পুঁইচে কি এত ভারী।

মনের মত হলি পরে, বাউ পরাতি পারি ॥

দ্যাখদিনি, খাটে কি না। মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো "ও পরাণ, ঘুমুলে?"

সর। তুই ভাতারের নাম ধ'র‍্যে ডাক্‌তিস্!

আদুরী। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি ব'ল্যে ডাক্‌তিস্?

আদুরী। মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওয়ো, শোন্‌চো—

(সৈরিন্ধ্রীর পুনঃপ্রবেশ)

সৈরি। আবার পাগলীকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌সের কথা সুদুচ্চে, তাই মুই বল্‌তি লেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বয়ের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাক্‌তে আদুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে শোনা হচ্ছে।

(রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

আয়, ঘোষদিদি আয়, তোকে আজ ক'দিন ডেকে পাঠাচ্চি, তা তোর আর বার হয় না—ছোট বউ, এই নাও তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক'দিন আমারে পাগল করেছে বলে—দিদি, ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুড়বাড়ী হ'তে এসেছে, তা আমাদের বাড়ী এল না?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্‌নি কের্‌পা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকী মান্দের পর্‌ণাম কর।

(ক্ষেত্রমণির প্রণাম)

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকা চুলে সিঁন্দুর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে ক'রে শ্বশুরবাড়ী যাও।

আদুরী। মোর কাছে ছোট হালদার্ণির মুখি খোই ফুট্‌তি থাকে, মেয়েডা গড় কল্লে, তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই, ষেটের বাছা—আদুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আন্ গে। (আদুরীর প্রস্থান) পোড়াকপালী কি বলিতে কি বলে, তা কিছু বোঝে না—ক মাস হলো?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পর্‌কাশ করিচি? মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন ক'রে জানবো? তোমরা আপনার জন, তাই বলি,—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়্‌বে।

সর। আজো পেট বেরোয় নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পূরি নি, ও এখনি পেট ডাগর হয়েছে কি না তাই দেখ্‌ছে।

সর। ক্ষেত্র, তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাকুরুণিরি বল্লে, ঝাপটা কাটা কস্‌বীদের[৩০] আর বড়নোকের মেয়েগার সাজে, মুই শুনে নজ্জায় মরে গ্যালম, সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি, কাপড়গুলো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

(আদুরীর পুনঃ প্রবেশ)

সর। (দাঁড়াইয়ে) আয় আদুরী, ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়ীই আসুক। হা, হা, হা! (সরলতার জিব কেটে প্রস্থান।)

সৈরি। (সরোষে ও হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা—ঠাকুরুণ কই লো?

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবউ এইচিস, তোর মেয়ে এনিচিস্, বেশ করিচিস্—বিপিন আবদার নিচ্‌লো তাকে শান্ত ক'র‍্যে বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ, পর্‌ণাম করি।—ক্ষেত্র, তোর দিদিমারে পর্‌ণাম কর। (ক্ষেত্রমণির প্রণাম)

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে, কাশি)—বড় বউমা, ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে, না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—

(নেপথ্যে)—"আদুরী" মা যাও গো, জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী দেখ, তোরে ডাক্‌চে।

আদুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কি চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ারমুখ! ঘোষদিদি, আর একদিন আসিস্।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান)

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আর তো এখানে কেউ নেই,—মুই তো বড় আপদে পড়িচি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম রাম রাম ও নচ্ছার বেটীকেও কেউ বাড়ী আসতে দেয়,—বেটীর আর বাকী আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্‌বো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মর্‌দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি, আর হাট বল্লিই বা কি ;—গস্তানি[৩১] বিটী বলে কি—মা, মোর গাড়া কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটী বলে, ক্ষেত্রকে ছোটসাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার[৩২] ঘরে যাতি বলেচে।

আদুরী। থু থু থু গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো! সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো! থু! থু! প্যাঁজির গোন্দো!—মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি, প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারি নে—থু, থু,—গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটী বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম ক'র‍্যে দেবে ;—পোড়া কপাল টাকার। ধর্ম্ম কি ব্যাচ্‌বার জিনিস, না এর দাম আছে। কি বল্‌বো, বিটী সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক্ হয়েচে, কাল থেকে ঝম্‌কে ২ ওট্‌চে।

আদুরী। মা গো, যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুই তো কখনুই যাতি পারবো না। থু, থু, থু, গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেট্‌য়ে দিস্, তবে নেটেলা[৩৩] দিয়ে ধ'র‍্যে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে?

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়েনোক ধরে, মরদ্‌দের কায়দা[৩৪] করে, নীলদাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাইনি ব'ল্যে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধ'র‍্যে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে অ্যাকিই নীলির ঘায় পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বসবে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কর্ত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই—কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবরা সব কত্তে পারে। তবে যে বলে, সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটী আর এক কথা ব'ল্যে গ্যাল, তা বুঝি বড়বাবু শুনিন্ নি,—কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে না কি কুটেল[৩৫] সাহেবেরা মাচেরটক্[৩৬] সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ[৩৭] দিতি পারে। তা কর্ত্তা মশাইরি না কি এই ফাঁদে ফ্যাল্‌বার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বল্যে গ্যাল, তা কি আমি বুঝ্‌তি পারি, না কি এ ম্যাদের পিল্[৩৮] হয়না—

আদুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেব্‌য়েচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি মাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম নাকি বড়ডো শোনে—

আদুরী। বিবিরি আমি দেখিচি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই,—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গা পাক্‌ড়ি,[৩৯] তেরোনাল[৪০] ফির্‌তি থাকে,—মা গো, নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়,—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়োলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে!—কেশের কাকী ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেঁসে কথা কয়েলো, তাই নোকে কত নজ্জা দেলে, এ তো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগি কোন্ দিন মজাবি দেক্‌চি। তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ, তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলুবাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জ্বলবে।

(রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান)

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না?

(সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ)

আদুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

(সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন)

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লা, আমার সোনার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী। (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যাঁগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই, তুমি কি এক জায়গায় এক দণ্ড স্থির হয়ে ব'সে থাক্‌তে পার না—এমন পাগ্‌লীর পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল—কাপড়ডায় ফালা দিলে কেমন করে? তবে বোধ করি, গায়েও ছড় গিয়াছে—আহা মা'র আমার রক্তকমলের মত রঙ, একটু ছড় লেগেছে, যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা, আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন ক'র্য়ে যাওয়া আসা করো না।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরি। আয় ছোটবউ, ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, দুই যায়ে এই বেলা বেলা থাকতে ২ গা ধুয়ে এসো।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক
প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির গুদামঘর। তোরাপ ও আর চারিজন রাইয়ত উপবিষ্ট।

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পার্‌বো না ;—ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হাল-গোরু বেঁচ্‌য়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পার্‌বো না, জান্ কবুল।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না,[১] শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি[২] কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাই নি ; করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না। উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়্‌য়ে উটেলো, দ্যাদিনি[৩] অ্যাকন তবাদি[৪] অক্ত[৫] ঝোজানি দিয়ে পড়্‌চে[৬] ; গোডার পা যেন বলদে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা ;—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস্ নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়্‌মিড়্ করিয়া) দুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট কর্‌য়ে, লৌ[৭] দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ, কি বল্‌বো, সুমুন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে[৮] পাই, এম্‌নি থাপ্‌পোড়্[৯] ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে[১০] আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড্ করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি—, জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, বল্লি তো খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে পোর্‌লে ক্যান্—তানার সেমন্‌তোনের[১১] দিন ঘুন্‌য়ে এস্‌তেচে, ভেবেলাম, এই হিড়িকি খাটে কিছু পুঁজি করবো, ক'র্য়ে সেমন্‌তোনের সমে পাঁচ কুটুম্বার খবর নেব, তা গুদোমে ৫ দিন পচ্‌তি লেগিচি, আবার ঠ্যাল্‌বে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই অ্যাকবার গিয়েলাম,—ঐ যে ভবানীপুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সকলি ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে অ্যাকবার ফোজদুরিতি ঠেলেলো। মুই সেবের কেচ্‌রির ভেতর অনেক তাম্‌সা দেখেলাম। ওয়াঃ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্ সাহেব যেই হ্যাল মেরেচে, দুই সুমুন্দি মোক্তার এমনি র র করে অ্যাসেছে, হেড়া হেড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম, ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ুই বেদ্‌লো।[১২]

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কি? ভবানীপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব সমিন্দি যদি ঐ সমিন্দির মত হতো, তা হলি সমিন্দিগার এত বদনাম নট্‌তো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাঁচি নে গাঁ—

ভাল ২ ক'রে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে॥

ব্‌রে ও সুমুন্দির ইক্‌সুল[১৩] করা বেইরে গেছে, সুমুন্দির গুদোম্‌তে সাতটা রেয়ত্ বেইরেছে। অ্যাকটা নিচু ছেলে। সুমুন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভরলো। সুমুন্দি যে ঘোঁটা মাত্তি লেগেচে,[১৪] বাবা!

তোরাপ। সমিন্দিরে ভাল মানুষ পালি খ্যাতি আসে, মাচেরটক্ সাহেবডারে গাংপার[১৫] করবার কোমেট[১৬] কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক্, না ও জেলার—মাচেরটকের দোষ পালে কি, তাও তো বুঝ্‌তি পারচিনে।

তোরাপ। কুটি খাতি যাইনি। হাকিমডেরে গাঁতবার[১৭] জন্যি খানা পেকয়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেল্‌য়ে র'লো, খাতি গেল না— ওডা বড় নোকের ছাবাল, নীল মামদোর[১৮] বাড়ী যাবে ক্যান? মুই ওর অন্তেরা[১৯] পেইচি, এ সমিন্দিরে বেলাতের ছোটনোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল[২০] সাহেব কুটী ২ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়্‌য়েলো ক্যামন করে? দেখিস্ নি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বর সেজ্‌য়ে মোদের কুটিতি এনেলো?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে? তিনি নাম কিন্‌তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচ্‌য়ে নাকে, মোরা প্যাটের ভাত ক'র্‌য়ে খাতি পারবো, আর সমিন্দির নীল মাম্‌দো ঘাড়ে চাপ্‌তি পার্‌বে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মাম্‌দো ভূতি পালি না কি ঝক্কোত্তে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নির[২১] ভাইরি আনেচে ক্যান্? মান্নির ভাই নচা কথা[২২] সোমোজ[২৩] কত্তি পারে না। সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁছাড়া হতি নেগলো, তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

"ব্যারালচোকো হাঁদা হেম্‌দো।
নীলকুটির নীল মেম্‌দো॥"

বচোরদ্দি নানা কবি নচ্‌তি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচেচে, শুনিস্ নি?

"জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল-বাঁদরে॥"

তোরাপ। এওল নচন নচেচে' "জাত মাল্লে" কি?

দ্বিতীয়। "জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল-বাঁদরে॥"

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে, তা কিছুই জান্‌তি পাল্লাম না। মুই হলাম ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা বস মশার সলায় প'ড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্লাম? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো, তাইতি বস মশার কাছে মিচ্‌রী নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম!—আহা! কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব রূপই দেখেলাম, ব'সে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো ঢুক্‌য়েচে?

চতুর্থ। গ্যাল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচড়া[২৪] কল্লে, এবারে ১৫ বিঘের দাদন গতিয়েছে, ঝা বল্‌চে, তাই কচ্ছি, তবু তো ব্যাভ্রম[২৫] কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এইবারে যা হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডে রেখেলাম, সেদিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেঁড়্‌য়ে থেকে জমিডেয় মার্গ[২৬] মারালে। চাসার কি বাঁচন আছে?

তোরাপ। এডা কেবল আমিন সমিন্দির হির্‌ভিতি।[২৭] সাহেব কি সব জমির খবর নাকে? ঐ সমিন্দি সব টুঁড়ে বার করে দেয়। সমিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়। ভাল জমিডে দ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওর তো আর

মহাজন কত্তি হয় না, সুমুন্দি তবে ওমন করে ক্যান্—নীল কর্‌বি, তা কর্, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গল বেন্‌য়ে নে, নিজি না চস্‌তি পারিস, মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান্ চসে ফ্যাল্ না, মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি দু সনে নীল যে ছেপয়ে উট্‌তি পারে, সমিন্দি তা করবে না, মান্নির ভা'র নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোসচেন, তাই চোসচেন—

(নেপথ্যে। হো, হো ;হো, মা, মা)—গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, দরগা তোরা আম নাম কর, এডার মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে, চুপ দে—

(নেপথ্যে। হা নীল! তুমি আমারদিগের সর্ব্বনাশের জন্যেই এদেশে এসেছিলে—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কান্‌সারণের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্ কুটিতে আছি, তাও তো জানিতে পারিলাম না ; জানিবই বা কেমন ক'রে! রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়। উঃ! মা গো, তুমি কোথায়?)

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর!—

তোরাপ। চুপ, চুপ।

(নেপথ্যে। আহা! ৫ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখিনে। প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা কহিবার শক্তি নাই ; মা গো! তোমার চরণ দেড় মাস দেখিনি।)

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুন্‌লি তো, ম'র্য়ে ভূত হয়েচে, তবু দাদনের হাত ছাড়্‌তি পারি নি।

প্রথম। তুই মিন্‌সে এমন হেব্‌লো—

তোরাপ। ভাল মান্‌সির ছাবাল, মুই কথায় জান্‌তি পেরিছি। পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস, মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুছ করি, ওর বাড়ী কনে—

প্রথম। তুই যে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে দ্যাক্—(বসিয়া) ওট্ (কান্ধে উঠন) দ্যাল ধরিস্, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা (গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, গুপে সুমুন্দি আস্‌চে।

(প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন)

(গোপীনাথ ও রামকান্ত[২৮] হস্তে করিয়া রোগ সাহেবের প্রবেশ)

তৃতীয়। দেওয়ানজী মশাই, এই ঘরডার মধ্যি ভূত আছে! এত বেলা কান্‌তি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই, তেমনি না বলিস তবে তুই অমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়েছে, এ কুটিতে আর রাখা নয়। ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে? কোন্ বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারী হারামজাদা, বলে, নেমকহারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদনা,[২৯] অ্যাকন তো নাজী হই, ত্যাকন ঝা জানি, তা কর্‌বো। (প্রকাশ্যে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চোপরাও শূয়ারকি বাচ্চা! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে।

(রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা।)

তোরাপ। আল্লা! মা গো গ্যালাম! পরাণে চাচা এট্টু জল দে মুই পানি তিসেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতোর গুঁতা)।

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা, মুই তাই কর্‌বো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চুতের হারামজাদ্‌কি ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হ্যায় কাহে? (পায়ের গুঁতা)

তৃতীয়। বউ, তুই কনে রে? মোরে খুন কর্যে ফ্যালালে। মা রে, বউ রে, মা রে, মেলে রে, মেলে রে (ভূতলে চিৎ হইয়া পতন)।

রোগ। বাঞ্চুৎ বাউরা[৩০] হ্যায়। (রোগের প্রস্থান)

গোপী। কেমন তোরাপ, প্যাঁজ-পয়জার[৩১] দুই তো হলো?

তোরাপ। দেওয়ানজী মশাই, মোরে এট্টু পানি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম।

গোপী। বাবা, নীলের গুদাম, ভাবরার[৩২] ঘর, ঘামও ছোটে জলও খাওয়ায়। আয়, তোরা সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়নঘর। (লিপি-হস্তে সরলতা উপবিষ্টা)

সর। সরলা-ললনা-জীবন এল না।
কমল-হৃদয়-দ্বিরদ-দলনা।

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নবসলিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়ে ছিলাম। দিন গণনা করিতে ছিলাম, দিদি যে বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক একদিন এক এক বৎসর গিয়েছে।—(দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্ম্মূল হইল, এক্ষণে যে মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকূলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা-স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই—ব্রাহ্ম সমাজ নাই; রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই; মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামীরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি, তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি (লিপি-চুম্বন)। তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি—(বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত-বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়। আর একবার পড়ি। (পঠন)

"প্রাণের সরলা,

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্বচনীয় সুখ লাভ

করি। মনে করিয়াছিলাম, সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ, কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি, যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে ২ পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন, তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদ্‌বিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গ ভাষার সেক্সপিয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণে বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন, বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব।—বিধুমুখী, লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন, তবে তোমার লিপিসুধা পান করে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইত, ইতি—তোমারি বিন্দুমাধব।"

"তোমারি" তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে ব'লে ঠাকুরুণ আমাকে পাগলির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়। যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি, সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে ; আমি এখন সেইরূপ হইলাম। আর আমার সে হাস্যবদন নাই। হাঁসি সুখের রমণী, সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। হে অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু নয়ন তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে, (চক্ষু মুছিয়া) তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারিনে—

(আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। তুমি কত্তি লেগেচো কি? বড় হালদার্ণী যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না ; বল্লে কি ঝার পানে চাই, তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি।

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেক্‌চি অ্যাকন হাত দেউ নি। চুলগল্লাডা কাদা হতি লেগেচে ; চিটিখান অ্যাকন ছাড় নি?—ছোট হালদার ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দ্যায়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েচেন?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি লেগেচে, তোমার চিটিতি ন্যাকি নি? কত্তা মশাই যে কান্‌তি নেগলো।

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারবে না। (প্রকাশ্যে) চল, রান্নাঘরে গিয়ে তেল মাখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর, তেমাথা পথ। (পদী ময়রাণীর প্রবেশ)

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি ২ মেয়ে সাহেবেরে ধ'রে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি? রেয়ে যে খেঁটে[৩৩] এনেছিল, সাধু দাদা না ধরলিই জন্মের মত ভাত-কাপড় দিত। আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। উপপতি করিছি ব'লে কি আমার শরীরে দয়া নেই—আমারে দেখে ময়রা পিসী, ময়রা পিসী ব'লে কাছে আসে, এমন সোনার হরিণ মা নাকি প্রাণ ধ'রে বাঘের মুখে দিতে পারে।—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে—মা গো, কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত-জন্ম গেলো, বুনোর বিছানা ছুঁতে হলো। বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে দ্যাকমার করেছে, বলে নাক-কান কেটে দেবে—ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমানুষ ধ'রে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমানুষের পাছায় নাতি মার্‌তে পারে, ড্যাক্‌রার সে রকম তো একদিন দেখলাম না। যাই, আমিন কালামুখরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে না—আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে? পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে।

(নেপথ্যে গীত)

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ব'সে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে ও তার লয়ান দুটি॥

(এক জন রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোকা ধরেছে?

পদী। তোর মা বোনের গে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কলমিঘাটায় যাও,—

রাখাল। মুই দুটো[৩৪] নিড়িন গড়াতি দিইচি— (একজন লাঠিয়ালের প্রবেশ)
বাবা রে! কুটির নেটেলা। (রাখালের বেগে প্রস্থান)

লাঠি। পদ্মমুখি, মিশি মাগ্‌গি ক'র্‌য়ে তুল্যে যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারি।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যায়দার পোষাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্‌না চেয়েছিলুম, তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্ নে। আমরা কাল শামনগর লুট্‌তে যাব, যদি কাল কালো বক্‌না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁদা রয়েছে। আমি মাছ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব। (লাঠিয়ালের প্রস্থান।)

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কায নাই। কম্‌য়ে জম্‌য়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়! শ্যামনগরের মুন্সীরে ১০খান জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্যে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। বড় সায়েব পোড়ারমুখ পোড়ার মুখ পুড়েয়ে বসে রলো।

(চারি জন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ)

চারি জন শিশু। (পাততাড়ি রাখিয়া করতালি দিয়া)
"ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসী হই, এমন কথা বলে না—

৪ জন শিশু। (নৃত্য করিয়া) ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই?

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, ও কথা বলতে নেই—

৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরিয়া নৃত্য)
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

(নবীনমাধবের প্রবেশ)

পদী। ও মা, কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম!

(ঘোম্‌টা দিয়া প্রস্থান)

নবীন। দুরাচারিণি, পাপীয়সি—(শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও, অনেক বেলা হইয়াছে। (৪ জন শিশুর প্রস্থান)

আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন, বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়, বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি? অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব ইনিস্পেক্টরবাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুলস্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল—বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ। অল্প বয়সের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে, ৫ জনের এক জনকে হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে, কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি, কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারি জন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ, বিশেষ আমি এ পর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উড সাহেবের পরম বন্ধু।

(এক জন রাইয়ত, দুই জন ফৌজদারির পেয়াদা এবং কুটির তাইদ্‌গীরের প্রবেশ)

রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলে দ্বটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম, তার একটা পয়সা দেলে না, আবার বকেয়া বাকী ব'লে হাতে দড়ি দিয়েছে, আবার আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ্। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা[৩৫] একবার লাগলে আর ওটে না—তুই বেটা চল্, দেওয়ানজীর কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড়ব্যবুরও এম্‌নি হবে!

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করিনে, জেলে প'চে মর্‌বো, তবু গোড়ার নীল করবো না; হা বিদেতা, হা বিদেতা! কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না—(ক্রন্দন) বড়বাবু মোর ছেলে দ্বটোরে খাতি দিও

গো, মোরে মাটেন্তে ধ'রে আন্‌লে, তাদের একবার দ্যাক্‌তি পালাম না।

(নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

(রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। দাদা না ধল্লিই গোডার মেয়েরে দাম টাসা করেলাম, মেরে তো ফ্যাল্‌তাম ত্যাকন না হয় ৬ মাস ফাঁসী য্যাতাম।—শালী—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুণ পুট্‌ঠাকুরকে[৩৬] ডেকে আনতি বল্লে পদী গুডি বল্লে, তলপের প্যায়দা কাল আস্‌বে। (রায়চরণের প্রস্থান)

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল, তাই ঘটিল—পিতা, আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপট-চিত্ত, বিবাদ-বিসংবাদ কারে বলে, জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারির নামে কম্পিত হন, লিপি পাট ক'রে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন। ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন; কয়েদ হ'লে জলে ঝাঁপ দিবেন। হা! আমি জীবিত থাকিতে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গ নয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়; নীলকুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব? সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি?—না, পরোপকার পরমধর্ম্ম, সহসা পরাঙ্মুখ হব না।—শ্যামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি? দেখি, কি করিতে পারি?

(দুইজন অধ্যাপকের প্রবেশ)

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে? পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি, বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু, সাধু এবম্বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়; যেমন বংশ—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজয়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ ॥[৩৭]

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না। তর্কালঙ্কার ভায়া, শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না?—হঃ হঃ হঃ, (নস্যগ্রহণ)

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহুত, অদ্য গোলোকচন্দ্রের আলয় অবস্থান, তোমারদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুন বেড়ের কুটীর দপ্তরখানার সম্মুখ।

(গোপীনাথ ও একজন খালাসীর প্রবেশ)

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস্ নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও ; তা বল্লে, "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয় যে, সাহেবেরে বাঁদর খ্যাল্‌য়ে নে বেড়াবে?"

গোপী। আচ্ছা, তুই এখন যা, কায়েত বাচ্চা কেমন মুগুর, তা আমি দেখাব।

(খালাসীর প্রস্থান)

ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয়, তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ। ও কথাও বল্‌বো—বড় সাহেব ওকথায় আগুন হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায় ২ শ্যামচাঁদ দেখায় ; সেদিন মোজা সহিত লাতি মার্‌লে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়। "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ" (উডকে দর্শন করিয়া) এই যে আসিতেছেন, বসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

(উডের প্রবেশ)

ধর্ম্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি প'ড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে ; এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল, এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শ্যামনগরে কিছু কত্তে পারিনি।

গোপী। হুজুর, মুন্সীরে ওর কাছে এসেছিল, তা বেটা বল্লে, "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।" নবীন বসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের ৭/৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে, আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন, তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে. ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম, গোলক বস বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারিতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বসের যেমন পিতৃভক্তি, তাহা হইলে বেটা কাযে কাযেই শাসিত হইবে, এই জন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম। হুজুর কৌশল বাহির করিয়াছেন, তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাস দেওয়া হইয়াছে। উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল, দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে, পুকুরের পাড়ে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে ; আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিস করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ ম্যাজিস্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী কর্‌লে পাঁচ বচোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। ম্যাজিস্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ, তোমার সাক্ষী মাটোব্বর করে নতুন আইনে চার বজ্‌জাতকে ফাটক দিয়াছে ; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, নবীন বস ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল, গোরু, মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে, এবং উহাদিগের পরিবারদিগের যাহাতে ক্লেশ না হয়, তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে, আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে ; বাঞ্চৎ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান, তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ। তোমসে কাম বেহেতার চলেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস, বৎসর ২ দাদন বৃদ্ধি করি ; এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন-খালাসী আবশ্যক করে। যে ব্যক্তি দু'টাকার জন্য হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোক্‌সান করে, তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয় ?

উড। আমি সম্‌জিয়াছি, আমিন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর, চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস, দাদন কিছু রাখে না, আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্য অনেক কাঁদাকাটি করে এবং মিনতি করিতে ২ রথতলা পর্য্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি, ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের[১] কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডা জলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,—

"সময়গুণে আপ্তপর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।"

উড। নীলকণ্ঠ কি করিল ?

গোপী। নীলকণ্ঠবাবু আমিনকে অনেক ভর্ৎসনা করেন, আমিন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার শয়তান, ৩/৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত, এই কি চাকরের কায ? আমি দেওয়ানী, আমিনি দুই করিতে পারি, তবেই এ সব নিমক্‌হারামি রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, সাফ নেমক্‌হারামি।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, বেয়াদবি মাফ্ হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ, আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ আর পদী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে ; বাঞ্চৎকো হামারা বট্‌নেকা[২] ঘর্‌মে ভেজ ডেয়।

(উডের প্রস্থান)

গোপী। দেখ দেখি বাবা, কার হাতে বাঁদর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত ;

ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥ (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর। (নবীনমাধব ও সৈরিন্ধ্রী আসীন)

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে? তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ ক'র্য়ে বেড়াইতেছ, তুমি যে জন্যে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ যে জন্যে তোমার চক্ষুঃ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ! আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণগুলিন দিতে পারি নে?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার, কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই? কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট; বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ়, সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব? পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি, যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি, তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরি। হৃদয়বল্লভ! আমাদের অতি দুঃসময়, এমন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস ক'র্য়ে ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি, আমার আর ছোট বয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোটবউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি, কি নিদারুণ কথা বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল। ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ; তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন? কৌতুক ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমনি রোদন কর্‌বেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম? আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না;—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না—প্রণয়িনি, এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি। জীবনকান্ত, আমি যে কষ্টেও নিদারুণ কথা বলিয়াছি, তাহা আমিই জানি, আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ, তার সন্দেহ কি? আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ ক'র্য়ে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাণনাথ, বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি। তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘনিঃশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতিবান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়ত জনের হাহাকার,—এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ, বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট; কিন্তু ছোট বয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে, দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কায করে্য তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি, এ কি মাতৃতুল্য বড় যায়ের কায?

নবীন। প্রণয়িনি, তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরলা নারী নারীকুলে দুটি নাই।—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম, কি হলাম! আমার ৭

শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০খান লাঙ্গল ৫০ জন মাইন্দার ;—পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা,—আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি ; পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি ; আহা! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি?

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে—(সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো!—আর বাধা দিও না—(তাবিজ খুলন)।

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ্ কর, শশিমুখী, চুপ কর—(হস্ত ধরিয়া) রাখ, আর একদিন দেখি?

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি? আমি যা বলিতেছি, তাই কর, কপালে থাকে, অনেক গহনা হবে। (নেপথ্যে হাঁচি)—সত্যি সত্যি, আদুরী আস্‌ছে।

(দুইখানি লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। চিঠি দু'খান কন্তে আসেচে, মুই কতি পারিনে, মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতি বল্লে।

(লিপি দিয়া আদুরীর প্রস্থান)।

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না হয়, এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব। (প্রথম লিপি খুলন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপিপাঠ)।

"রোকায়[৩] আশীর্ব্বাদ জানিবেন—

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র। কিন্তু আমার মাতা ঠাকুরাণীর গত কল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে, তদাদ্যকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি। তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়।"

কি দুর্দ্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার!—দেখি, তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা ত্যাগ কর্য়ে নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ ; ও চিটি অমনি থাক্।

নবীন। (লিপিপাঠ)।

প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণপালিতস্য

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল, পরং লিপি প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি ৩০০ টাকা যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌঁছিব বক্রী এক শত টাকা আগামী মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা করি, ইতি

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন।—যাই, আমি ছোটবউকে বলি গে।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান)

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা। এ টাকা তো ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র ; এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাই হবে। দেড় শত টাকা হাতে আছে,—তামাক কয়েকখান আর এক মাস রাখিলে ৫০০ টাকায় বিক্রয়

হইতে পারে, তা কি করি, সাড়ে তিন শত টাকাতেই ছাড়িতে হইল। আমলা খরচ অনেক লাগিবে, যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয়—এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয়, তবে বুঝিলাম যে, এ দেশে প্রলয় উপস্থিত । কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইনকর্ত্তাদিগের বা দোষ কি? যাহাদিগের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে, তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয়, তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে? আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে। তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়—উনোনের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে; উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে; গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে; ক্ষেত্রের চাস সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হলো না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্ম্মূল হলো না ; বৎসরের উপায় কি?—কোথা নাথ! কোথা তাত! শব্দে ধুলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন২ ম্যাজিস্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে. এ আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান্ হইতেন, তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়? তা হ'লে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়? হে লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর! যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে, তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না। হে দেশপালক! যদি এমত একটি ধারা করিতে যে, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদির মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত এবং তাহারা এমত প্রবল হইতে পারিত না।—আমাদিগের ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবি। নবীন, সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও, তা হ'লেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী কর্য়ে ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে; সুখে ভোগ করা যাবে ; এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা, আমারও সেই ইচ্ছা। কেবল বিন্দুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাস ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন ক'রে যাবে বল দেখি?—হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল। (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

(রেবতীর প্রবেশ)

রেবতী। মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি কর্‌বো, কল্লে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম? পরের জাত ঘরে অ্যানে সামাল দিতি পাল্লাম না।—বড়বাবু মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ ফ্যাটে বার হলো, মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানে দাও। মোর সোনার পুতুল অ্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পেঁচোর মার সঙ্গে দাসদিগিতি জল আন্‌তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চারজন নেটেলাতে[৪] বাছারে ধ'র্য়ে নিয়ে গিয়েচে। পদী সর্ব্বনাশী দেখয়্যে দিয়ে পেল্‌য়েচে। বড়বাবু, পরের জাত, কি কল্লাম, ক্যান এনেলাম, বড় সাদে সাদ দেবো ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে ;—লোকের জমি কেড়ে নিচ্চিস্, ধান কেড়ে নিচ্চিস্, গোরু-বাচুর কেড়ে নিচ্চিস্, লাটির আগায় নীল বুনয়ে নিচ্চিস্ ; তা লোক কেঁদিই হোক্, কোকিয়েই হোক্, কচ্চে—একি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া?

রেবতী। মা, আদপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগেচি। যে ক কুড়োয় দাগ মার্‌লি, তাই বোন্‌লাম।

রেয়ে ছোঁড়া জমি চসে, আর ফুলে ২ কেঁদে ওটে ; মাটেত্তে অ্যাসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে অ্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরি ব'সে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব কুলমহিলার অয়স্কান্তমণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া! পিতার স্বরপুর-বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্ত্তেই যাইব—কেমন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত-উৎপলে নীল-মণ্ডুক কখনই বসিতে পারিবে না।

(নবীনের প্রস্থান)।

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

যদি নীল বানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম।—এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই। চল ঘোষবউ, বাইরের দিকে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগসাহেবের কাম্‌রা।

(রোগ আসীন—পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

ক্ষেত্র। ময়রাপিসি, মোরে এমন কথা বল না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম্ম দিতি পারবো না ; মোরে কেটে কুচি ২ কর, মোরে পুড়্য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না। মোর ভাতার মনে কি ভাব্‌বে?

পদী। তোর ভাতার কোথায়, তুই কোথায়? এ কথা কেউ জান্‌তে পার্‌বে না ; এই রাত্রেই আমি সঙ্গে ক'রে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্‌তি পার্‌লে না, ওপরের দেব্‌তা জান্‌তি পারবে, দেবতার চকি তো ধূলো দিতি পারবো না! আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বলবে। মোর স্বামী সতী ব'ল্যে মোরে যত ভালবাস্‌বে, তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে। জানাই হোক্ আর অজানাই হোক্, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন্ না।

পদী। আয় বাচা, তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বল্‌তে হয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ান, হা হা হা! আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়িয়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তনভক্ষণ করাইতে ২ কত মাতা পুড়ে মরিল, তাহা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে? আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নিদ্দম করিয়া রামকান্তপেটা করিতে পারি, তখনি হাসিতে ২ খানা খাই। আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভালবাসি, কুটির কর্ম্মে ও কর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে ; সমুদ্রে সব মিশ্‌য়ে যাইতেছে।—তোর গায়

জোর নাই—পদ্দ, টানিয়া আন্।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস। সাহেব তোরে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের—চট প'র্য়ে থাকি, সেও ভাল, তবু য্যান বিবির পোষাক পর্‌তি না হয়। ময়রা পিসি, মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই। আহা, আহা! মোর মা এত বেল্ গড়ায় দড়ি দিয়েচে ; মোর বাপ মাতায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মত ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর ২ নেই, বাবা কাকা দু'জনের মধ্যি মুই অ্যাক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায় পড়ি ; পদি পিসি তোর গু খাই।—মা রে, মলাম। জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুঁজোয় জল আছে, খাইতে দে।

ক্ষেত্র। মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি? মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পার্‌বো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্মও গেচে, জাতও গেচে। (প্রকাশ্যে) তা মা আমি, কি কর্‌বো, সাহেবের খপ্পরে পড়লে ছাড়ান ভার।—ছোট সাহেব ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক্, তখন আর একদিন আস্‌বে!

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে, আমি নরম কর্‌বো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়ে দিব—ড্যাম্‌নেড হোর, আমার বোধ হইতেছে, তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্‌নি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল ; আমি সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্য্যে কখন দিয়াছি?—হারামজাদী পদী ময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো, সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রাপিসি, যাস্‌নে ; ময়রাপিসি যাস্‌নে। (পদী ময়রাণীর প্রস্থান)

মোরে কালসাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্তি নেগেচি, মোর যে ভয়্‌তে গা ঘুর্‌তি নেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধূলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার,—(দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন।) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেট্‌য়ে দাও ; আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না।—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব, তুমি মোর বাবা ; ও সাহেব, তুমি মোর বাবা ; হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দেও ; তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে ম'রে যাবে,—দই সাহেব,—মোর ছেলে ম'রে যাবে,—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না।

(বস্ত্র ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—(রোগের হস্তে নখবিদারণ)।

রোগ। ইন্‌ফারন্যাল বিচ্! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না ; মোর বুকি অ্যাকটা তেরোনালের

খোঁচা মার্, মুই স্বগ্‌গে চ'লে যাই, ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মর্‌য়ে ; মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচ্‌ড়ে কেম্‌ড়ে টুকরো ২ করবো ; তোর মা বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না ; দেঁড়ুয়ে রলি কেন ? ও ভাই-ভাতারীর ভাই, মার্ না, মোর পরাণ বার ক'র্‌য়ে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতে পারিনে।

রোগ। চোপরাও হারামজাদী,—ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা ! (পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা ! কোথায় মা ! দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো ! (কম্পন)।

(জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ)

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম, নীচবৃত্তি, নীলকর ! এই কি তোমার খৃষ্টানধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা ? এই কি তোমার খৃষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা ? আহা, আহা ! বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার !

তোরাপ। সুমিন্দি দেঁড়ুয়ে যেন কাটের পুতুল, গোডার বাক্যি হরে গিয়েচে। বড়বাবু, সুমিন্দির কি এমান[৫] আছে, তা ধরম কথা শোন্‌বে, ও ঝ্যামন কুকুর, মুই তেমনি মুগুর, সুমিন্দির ঝ্যামন চাবালি[৬] মোর তেমনি হাতের পোঁচা[৭], (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাকবি তো জোরার[৮] বাড়ী যাবি—(গাল টিপিয়া ধরিয়া) পাঁচ দিন চোরের, একদিন সেদের[৯] পাঁচ দিন খাবালি, একদিন খা (কানমলন)।

নবীন। ভয় কি ? ভাল ক'র্‌য়ে কাপড় পর। (ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান) তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা ক'র্‌য়ে লইয়া পালাই। আমি বুনোপাড়া ছাড়ুয়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়ে যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়্‌য়ে গিয়েছে ;—এতক্ষণ বোধ করি, বুনোরা ঘুম্‌য়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনিলে কিছু বল্‌বে না। তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাস, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্, তাহা আমি শুন্‌তে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেঁতরে পার হয়্‌য়ে ঘরে যাব। মোর নছিবির[১০] কথা আর কি শোন্‌বা—মুই মোক্তার সুমিন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেল্‌য়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পেল্‌য়ে গ্যালাম, তারপর নাত ক'র্‌য়ে জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সুমিন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গল ক'র্‌য়ে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন—তাতে আবার নেমোখারামী কত্তি বলে—কই শালা, গ্যাডম্যাড করে্য জুতার গুঁতো মারিস্ নে ? (হাঁটুর গুঁতো)

নবীন। তোরাপ, মার্‌বার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বল্যে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয় ; আমি চলিলাম। (ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান।)

তোরাপ। এমন বস্‌গার ও[১১] বেছাপ্পর[১২] কত্তি চাস ; তোর বড় বাবারে বল্যে মেন্‌য়ে জুন্‌য়ে কায মেরে নে, জোর-জোরাবতি[১৩] কদিন চলে ; পেল্‌য়ে গেলি তো কিছু কত্তি পার্‌বা না। মরার বাড়া তো গাল নেই ; ও সমিন্দি, নেয়েৎ[১৪] ফেরার হলি ঝে কুটি কবরের মধ্যি ঢোক্‌বে।—বড়বাবুর আর বচুরে টাকাগুনো চুক্‌য়ে দে, আর এ বচোর ঝা বুন্‌তি চাচ্চে তাই নিগে ; তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েছে ; দাদন গাদ্‌লিই তো হয় না, চসা চাই—ছোট সাহেব, স্যালাম, মুই আসি। (চীৎ করিয়া ফেলিয়া পলায়ন।)

রোগ। বাই জোভ ! বীটেন টু জেলি ! (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান। (সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম! তুই আমাকেও কেন তলব দিলি নে, আমি পতিপুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম ; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ—কখনও গাঁ-অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফোজদুরিতে ধর্য্যে নে গেল, তাঁরে জেলে যেতে হবে।—ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন, 'আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না।' তিনি যে আতপচেলের ভাত খান, তিনি যে বড়বউমার হাতে নইলে খান না। আহা! বুক চাপড়ে২ রক্ত বার ক'রেছেন, কেঁদে২ চক্ষু ফুল্য়েছেন, যাবার সময় বল্লেন, "গিন্নি! এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো।"—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, "মা, তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আস্‌বো।"—বাবার আমার কাঞ্চন মুখ কালি হয়ে গিয়েছে ; টাকার যোগাড় করিতেই বা কত কষ্ট, ঘুরে২ ঘূর্ণি হয়েছে ; পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন ;—'মা টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে?' গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়লে বাবার কতই খেদ,—বলেন, "কিছু টাকা হাতে এলেই মার গহনাগুলিন আগে আগে খালাস ক'র্য্যে আনবো।" বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল , বাবা আমার কাঁদ্‌তে২ যাত্রা কর্‌লেন,—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল, আমি ঘরে ব'সে রলাম—মহাপাপিনি! এই কি তোর মার প্রাণ!

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরিন্ধ্রী। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েচে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন?

সাবি। (ক্রন্দন করিতে২) না মা, আমার নবীন বাড়ী ফিরে না এলে আমি আর এ দেহে অন্ন-জল দেব না ; বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে, কষ্ট হবে না। তুমি এস, স্নান করসে।

(তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ)

ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করি গে।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান ও সরলতার তৈলমর্দ্দন)

সাবি। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছেন—আহা! আহা বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কালেজ বন্ধ হবে, বাড়ী আস্‌বেন, আশা ক'র্য্যে রইচি, তাতে এই দায় উপস্থিত।—(সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখনও বুঝি কিছু খাউনি। ঘোর বিপদে প'ড়ে রইচি, বাছাদের খাওয়া হলো কি না, দেখিব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাও গে মা, চল, আমিও যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারী।

(উড, রোগ, মাজিস্ট্রেট, আমলা আসীন—গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদী-প্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির, চাপরাসি, আরদালি, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান)

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়।

(সেরেস্তাদের হস্তে দরখাস্ত দান)

মাজি। আচ্ছা, পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুঁথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে? (দরখাস্তের পাতা উল্‌টায়ন)

মাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর হাস্য সম্বরণ করিয়া) খে.লোসা[১] পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষীগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা শঠতা-প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে ; মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয়ে কালযাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে, তবে স্বকার্য্যসাধন হেতু তাহারদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়। ধর্ম্মাবতার মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা, কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রীষ্টিয়ান। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে ; পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারী-গমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত ; খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্, মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয় ; করুণা, মার্জনা, বিনয়, পরোপকার—খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মাবতার, আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার ; আমরা তাঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি ; আমারদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তালিম দিতে সাহস হয় না ; যেহেতু, সত্যপরায়ণ সাহেবরা সুচাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন—প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজুকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল, রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া, দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং গরিব ছাপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রিম প্রভোকেশন, এক্সট্রিম প্রভোকেশন।

বা মোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল ; যদ্যপি তাহারা তালিমি সাক্ষী হইত, তবে সেই সোয়ালেই পড়িত। আইনকারকেরা বলিয়াছেন—"বিচারকর্ত্তা আসামীর অ্যাড্‌ভোকেট স্বরূপ।" সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল, তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে। অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে।

ধর্ম্মাবতার, সাক্ষিগণ, চাস-উপজীবী দীন প্রজা, তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতিপালন ক'রে ; তাহারদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহারদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়,—বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাসের হানি হয় বলিয়া তাহারদের মেয়েরা গামছা বাঁন্ধিয়া অন্নব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে ; চাসারদিগের একদিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়। ধর্ম্মাবতার, যেমত বিচার করেন।

মাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না ; আমিন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব অথবা তাঁহার দেওয়ান ঘোড়ায় চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্ব্বক উত্তম ২ জমিতে কুটির মার্কা দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন ; পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি[২] করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রায়তেরা কাঁদিতে ২ বাড়ী যায়। যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে, সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকী বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাতপুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে, আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তেরা পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ ২ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে ; তাহারদিগের অন্যের পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল, এমন রাইয়তেরা সাক্ষ্য দিয়া গেল যে, তাহারদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল, কেবল আমার মক্কেল তাহারদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহারদের নীলের চাস রহিত করিয়াছে।—এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার, তাহারদিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহারদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু করাল নীলকর-নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাসাদিগের রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতে থাকেন, এ কথা স্বীকার করি এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন, তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না। ধর্ম্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক, তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে।

গোলোক। বিচারপতি! আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুক্‌য়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারীর ভয়েতে ৬০ বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন, "পিতা, আমারদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপি বন্দ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না ; কিন্তু যাহারদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহারদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" বড়বাবু এ কথা বিজ্ঞের মত বলিলেন। আমি কাযে কাযেই বলিলাম, 'তবে সাহেবের হাতে পায় ধ'রে ৫০ বিঘায় রাজি করগে।' সাহেব হাঁ না কিছুই ক'লেন না ;

গোপনে২ আমাকে এই বৃদ্ধদশায় জেলে দিবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর২ সাহেবকে এক শত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রায়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার! যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার একজন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সরেজমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই। সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই২ কারণে আমি তাহারদের পুনর্ব্বার কোর্টে আনয়নের প্রার্থনা করি। ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, নিস্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাবতার, আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

মাজি। (লিপিলিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর, এ সময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি, সাক্ষীদিগকে আনান হয়। যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলোক বসের কুচরিত্রের কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র আছে ; যে উপকার করে, তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এ দেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমন মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

মাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি!

চাপ। খোদাবন্দ! (সাহেবের নিকট গমন)

মাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্‌কা পাস্ দেও।—খানসামাকো বোলো, বাহারকা সাহেবলোক আজ জাগা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়।

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে, নথির সামিল থাকে। (ম্যাজিস্ট্রেটের দস্তখৎ) ধর্ম্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখত হয় নাই।

মাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে, আসামীর নিকট হইতে ২০০ টাকা তাইনে ২ জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারি হয়।

(মাজিস্ট্রেটের দস্তখৎ)

মাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেস কর।

(মাজিস্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসি ও আরদালির প্রস্থান)

সেরেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া লও।

(সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান)

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে? বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি—

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই ;—(নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসাও নাই, আবাদও নাই ; এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে একশত টাকায় রাজী হওয়া। চল, আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজী ভায়া না শোনেন, ওঁদের পূজা আলাহিদা[৩] হয়েছে কি না?

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ—বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী।
(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন)

নবীন। আমার কাযে কাযেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ, পিতা যেন কোনমতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব ; যে যত টাকা চাহিবে, তাহাকে তাহাই দিবে।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দেও, মিনতিও কর।—আহা। বৃদ্ধ শরীর! তিন দিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম,—বলেন, "নবীন. তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপ মুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব, তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি ম্যাজিস্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না, পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে ; যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম, সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন, নীরব শীর্ণ কলেবর, স্পন্দহীন, মৃতকপোতবৎ কারাগারপিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ, পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ!—বিন্দু, তোমাকে রাত্রিদিন জেলে থাকিতে দেয়, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর ব'ল্যে ধ'রে দেন, আমি একরার করিব, তা হইলে আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু, তুমি এমনি সাধুই বটে। আহা! ক্ষেত্রমণির সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল, তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি, ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘনিশ্বাস) বড়বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব, আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি, উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নিব্ব্যাধি হইবে। ডাক্তারবাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ ক'র্য্যে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

(ডেপুটি ইনস্পেক্টরের প্রবেশ)

ডেপু। বিন্দুবাবু, আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিশনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেপ্টনান্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপু। অমরনগরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল, তাহাকে ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন কি দিন হবে, গবর্ণর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি কি খণ্ডন করবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন। আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান)

ডেপুটি। আহা দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেপ্টনান্ট গবর্ণরের নিষ্কৃতি-অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীনবাবু অতি বীরপুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী; কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্ঝটিকায় নবীনবাবুর সদগুণ-সমূহ মুকুলেই ম্রিয়মাণ হইল। (কালেজের পণ্ডিতদের প্রবেশ) আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েকদিবস শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপু। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণুবাবুর জন্য বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয়, আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপু। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাইনে?

পণ্ডিত। তিনি এ স্ববৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন—সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন ক'র্য়ে কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই।

(বিন্দুমাধবের পুনঃপ্রবেশ)

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন?

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে! তোমরা শুনিতে পাও না, বড়দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন ক'রে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার! কাজির কাছে হিন্দুর পরব!

বিন্দু। বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়াছিলে কাহাকে?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে!

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত। সকল দেবতাই সমান, "ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড়।"

বিন্দু। কমিশনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।" যেমন ম্যাজিস্ট্রেট, তেমনি কমিশনর।

বিন্দু। মহাশয়, কমিশনরকে বিশেষ জানেন না, তাই এ কথা বলিতেছেন। কমিশনর সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি-আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে ভগবানের আনুকূল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল।—জেলে কি অবস্থায় আছেন?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিন দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনই জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিব। (একজন চাপরাসির প্রবেশ) তুমি জেলের চাপরাসি না?

চাপ। মশাই, এট্টু জল্‌দি ক'রে জেলে আসেন, দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ?

চাপ। আপনি আসেন, আমি কিছু বল্‌তি পারি নে।

বিন্দু। চল বাপু! (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না। আমি চলিলাম।

(চাপরাসি ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান)

পণ্ডিত। চল, আমরাও জেলে যাই, বোধ হয়, কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

(গোলোক চন্দ্রের মৃতদেহ উড়ানী পাকান দড়িতে দোদুল্যমান—জেল-দারোগা এবং জমাদার আসীন)

দারো। বিন্দুমাধব বাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরদ্দি গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দারো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না, তাঁর আর চারদিন দেরী হবে। শনিবার শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন্ পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালী ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখানি চিটিতে এ গরীবকে জেলের জমাদার করিয়া দিয়াছেন।

দারো। আহা বিন্দুবাবু, পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছে, এ দশা দেখ্‌লে প্রাণত্যাগ করিবেন। (বিন্দুমাধবের প্রবেশ) সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। এ কি, এ কি, আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে! আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি। কি মনস্তাপ! (নিজমস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা, আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন? বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে 'স্বরপুর বৃকোদর' বলা শেষ হইল? বড়বধূকে 'আমার মা' 'আমার মা' বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দ-বিবাদ, তাহার সন্ধি করিলেন। হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধ কর্ত্তৃক হত হইলে শাবকবেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে, জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন-সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দারো। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

(ডেপুটী ইনস্পেক্টর এবং পণ্ডিতের প্রবেশ)

বিন্দু। দারগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয়, পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটি বাবুর সহিত করুন ; আমার শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে ; আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

(গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট)

পণ্ডিত। (ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি, তুমি বন্ধন উন্মোচন কর ;—এ দেবশরীর, এ নরকে ক্ষণকালও রাখা উচিত নয়।

দারো। মহাশয়, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল ? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন ?

দারো। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন।

(ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ)

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব, গডস উইল। পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়াছে, অবশেষে পিতা আমাদিগকে পথের ভিখারী করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন—(ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে ?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে।

ডাক্তার। পাদরী সাহেবের মুখে আমি প্ল্যান্টর সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে ; আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুইজন রাইয়ত বাজারে যাইল। একজনের হাতে দুগ্‌দো° আছে ; আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎ করে বলিল, "নীলমামদো নীলমামদো"—দুগদো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল ; সে কহিল, রাইয়ত দুইজন দাদনের ভয়ে পলাইয়েছে ; আমি দাদন লইয়াছি, আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম, আমাকে প্ল্যান্টর ভাবিয়া লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপু। ভ্যালি সাহেবের কান্‌সরণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন। রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে", "নীলভূত বেরিয়েছে", বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে—"এক ঝাড়ের বাঁশ বটে, কোন খানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

পণ্ডিত। আমরা মৃত-শরীরটি লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে, আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

(বিন্দুমাধব ও ডেপুটি ইনস্পেক্টর কর্তৃক বন্ধনমোচন পূর্ব্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ।

(গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ)

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন ক'র্য়ে?

গোপ। মোরা হলাম পত্তিবাসী[১], সারাক্ষুণ্ডি[২] যাওয়া আসা কত্তি নেগিচি, নুন না থাক্‌লি নুন চেয়ে আন্‌চি, তেলপলাড়া[৩] তেলপলাডাই আনলাম, ছেলেডা কানতি নাগ্‌লো, গুড় চেয়ে দেলাম, বসিগার বাড়ী সাতপুরুষ খেয়্যে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকিনে?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাঁড়া বলে কল্‌কাতার পচ্চিম, যারা কায়েদ্‌গার পইতি কত্তি চেয়েলো, যে বামুন আচে, ইদিরি খেবয়ে ওটা যায় না, আবার বামুন বেড়্‌য়ে তোলে।—ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল্‌ সাহেব টুপী না খুলে এস্‌তি পারে না। পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোটবাবুর ন্যাকাপড়া দে'খে চাসা-গাঁ মান্‌লে না। নোকে বলে, সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক-মারা আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না; কিন্তু বসিগার বৌ'র মত শান্ত মেয়ে ত আর চৌকি পড়ে না; গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে, একদিন মুখখান দ্যাখ্‌তি প্যালে না; যে দিন বে ক'রে আনলে, মোরা সেই দিন দেখেলাম, ভাবলাম, সউরে বাবুরো য়্যাংরাজ[৪] ঘাঁষা, তাইতে বিবির ন্যাকাৎ[৫] মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটি সর্ব্বদাই শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছে।

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি? গোমার মা বল্লে, মোগার পাড়াতেও আষ্ট,[৬] ছোট বউ না থাক্‌লি যে দিন গলায় দড়ির খবর শুনেলো, সেই দিনিই মাঠাকুরুণ মর্‌তো। শুনেলেম, সউরে মেয়েগুনো মিন্‌সেগার ভ্যাড়া ক'র্য়ে আখে, আর মা বাপেরি না খাতি দিয়ে মারে; কিন্তু এ বউডোরে দে'খে জানলাম, এডা কেবল গুজোব কথা।

গোপী। নবীন বসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভালবাসে।

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরতিমির[৭] মধ্যি কারে ভাল না বাসেন, তাও তো দেখ্‌তি পাইনে। আ! মাগী য্যান অন্নপুন্নো; তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ[৮] যে, তিনি পুন্নো হবেন; গোডার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবে২ কত্তি নেগেচে—

গোপী। চুপ কর গুওডা, সাহেব শুনলে এখনি অমাবস্যা বার কর্‌বে।

গোপ। মুই কি কর্‌বো, তুমি তো খুঁচ্‌য়ে২ বিষ বাই'র কত্তি নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটিতি বসি গোডার শালারে গালাগালি করি?

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে, মিথ্যা মোকদ্দমা ক'র্য়ে মানী মানুষটোরে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মা'র এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।

গোপ। ব্যাঙ্গের সর্দ্দি;—দেওয়ানজী মশাই, খাপা হবেন না, মুই পাগল ছাগল আচি একটা। তামাক সাজে আন্‌বো?

গোপী। গুওডা, নন্দর বংশ, ভোগোলের[৯] শেষ।

গোপ। সাহেবরাই সব কত্তি নেগেচে; সাহেবেরা কামার, আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায়

সেখানে পড়ে। গোড়ার কুটিতি দ পড়ে তো গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।

গোপী। তুই গুওড়া বড় ভেমো,[১০] আমি আরে শুনতে চাই না—তুই যা, সাহেবের আস্‌বার সময় হইয়েছে।

গোপ। মুই চল্লাম, মোর দুদির হিসেবডা ক'র্য়ে মোরে কা'ল একটা টাকা দিতি হবে, মোরা গঙ্গাচ্ছানে যাব। (প্রস্থান)

গোপী। বোধ করি, ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুন্‌বে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না—সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা নীল করিতে এক প্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে, তাতেও মন উঠিল না ; পূর্ব্বমাঠের ধানি জমির কয়েকখানার জন্যেই এত গোলমাল ; নবীন বসের দেওয়াই উচিত ছিল ; শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয় তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাক্‌তে হয়।

(উডের প্রবেশ)

উড। এ কথা যেন কেহ না জান্‌তে পারে, মাতঙ্গ নগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব সেখানে থাক্‌বে। এখানকার জন্যে দশ জন পোদ সড়কিওয়ালা যোগাড় ক'র্য়ে রাখ্‌বে। আমি যাবে, ছোট সাহেব যাবে, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আনতে পার্‌বে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কিওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে, বিশেষে জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারস্পদ। এ ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়েছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্কেলের সুখ হইল,—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা, তেমনি কর্‌বে। শালা আমার কুটির বদনাম ক'র্য়ে দিয়াছে। হারাম্‌জাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার কর্‌বো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের মাজিস্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাৎ সব কত্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র করিয়াছে, যদি নবীন বসের এ বিভ্রাট না হতো, তবে এত দিন ভয়ানক হইয়া উঠিত—এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন, তিনি শুনিয়াছি, রাইয়তের পক্ষ ; আর মফঃস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম্ ভয় ভয় কর্‌কে হাম্‌কো ডেক্ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কাম্‌মে ডর হ্যায়? গিধ্বড়কী[১১] শালা, তোমারা মোনাসেফ[১২] না হোয় কাম ছোড় দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, কাযেই ভয় হয়। সাবেক দেওয়ান কয়েদ হ'লে তার পুত্র ৬ মাসের বাকি মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল ; তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্‌লেন, দরখাস্ত করিলে পর আপনি হুকুম দিলেন, কাগজ-নিকাস[১৩] ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হ'লে বিচার এই?

উড। আমি জানি না?—ও শালা পাজী, নেমক্‌হারাম, বেইমান। মাহিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর, তবে কি ডেড়্‌লি কমিসন[১৪] হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে ২ পাদরী সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ, মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব,—

অ্যারান্ট, কাউয়ার্ড, হেলিশ্, নেভ্।

গোপী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর, নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আমাকে "গুপে গুওটা, গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা ব্লাইণ্ড, তোমার চক্ষু নাই—(একজন উমেদারের প্রবেশ) আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি, (আপনার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে, নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ। কর্ম্ম কিছু খালি নেই। (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে, এ কথা যথার্থ বটে ; কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে শ্যামচাঁদ-শক্তিশেলে অনাহারী প্রজারূপ সুমিত্রানন্দন নিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজন মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না— আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে। শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক. সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন, তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয় ; বৎসরান্তে তামাক, ইক্ষু, তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে, অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে, তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া-বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহা থাকে, তাহাতে ৩/৪ মাস ঘর-খরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকী পড়ে, তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নতুন খাতায় লিখিত হয় ; বকেয়া বাকী ক্রমে২ উসুল পড়িতে থাকে ; মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না, সুতরাং যাহা বাকী পড়ে, তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয় ; এই জন্য মহাজনেরা কখন ২ মাঠে যায়, ধানের কারকিত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজানা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে, তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন ২ অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমাম্‌দো" হইয়া যায় না—(জিব কাটিয়া)—ধর্ম্মাবতার, এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমার ছাড়ন্ত শনি ধরিয়াছে, নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ? নইলে তুই এত বেয়াদব হইয়াছিস্ কেন? বজ্জাৎ, ইন্সেসচিউয়স্ ব্রুট!

গোপী। ধর্ম্মাবতার, গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা ; কুটিতে ডিসপেনসারি স্কুল হইলেই আপনারা ; খুন গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অন্তঃকরণ

যে উচাটন হইয়াছে, তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা অমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে ; আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে—নবীন বসকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না?

গোপী। আপনি গোরিবের মা বাপ, গরীবের চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বসকে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌রাও ইউ ব্যাষ্টার্ড অব্ হোরস বিচ্। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা?—শালা কাউয়ার্ড কায়েৎবাচ্ছা। (পদাঘাতে গোপীনাথের ভূমিতে পতন) কমিস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস, ডেভিলিস নিগার! (আর দুই পদাঘাত)—এই মুখে তোম্ ক্যাওট্‌কা মাফিক কাম্ ডেগা? শালা কায়েট, কাল্‌কো কাম্ দেখ্‌কে টোম্‌কো আপ্‌সে জেলমে ভেজ ডেগা।

(উড এবং উমেদারের প্রস্থান)

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে২ উঠিয়া) সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন ক'র্য়ে? কি পদাঘাতই করেছে, বাপ! বেটা যেন আমার কালেজ-আউট বাবুদের গৌণপরা মাগ। (নেপথ্যে। ডেওয়ান, ডেওয়ান!)

গোপী। বান্দা বাজির। এবার কার পালা— "প্রেমসিন্ধু-নীরে বহে নানা তরঙ্গ।"

(গোপীর প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর। (আদুরী,—বিছানা করিতে ২ ক্রন্দন)

আদুরী। আহা! হা! হা! কনে যাব? পরাণ ফ্যাটে বা'র হলো, এমন কর্য়েও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দেখে বুক ফ্যাটে ম'রে যাবে। কুটি ধ'র্য়ে নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা গাচ্‌তলায় আঁচ্‌ড়া-পিচ্‌ড়ি ক'রে কান্‌তি নেগেচেন, কোলে ক'র্য়ে যে মোদের বাড়ী পানে আন্‌লে তা দেখ্‌তি পালেন না। (নেপথ্যে। আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব?)

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

(মূর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করতঃ সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ)

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাচ্‌তলায় দেঁড়য়্যে দেখ্‌তি নেগেলেন, (তোরাপকে দেখাইয়া) ইনি যখন নে পেলয়্যে গ্যালেন, মোরা ভাবলাম, কুটি নিয়ে গ্যাল, তানারা গাচতলায় আঁচ্‌ড়া-পিচ্‌ড়ি কত্তি নেগ্‌লো, মুই নোক ডাক্‌তি বাড়ী আলাম।—মরা ছেলে দে'খে মাঠাকুরুণ কি বাঁচবে? তোমরা একটু দাঁড়াও, মুই তানাদের ডাকে আনি। (আদুরীর প্রস্থান)

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল? বড়বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন, এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মানুষকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথী তীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন কেবল কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এ স্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির

হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন, আর দুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না ; তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "যে কএক দিন এখানে থাকা যায়, আমরা কুআর জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না।" বড়বাবু বলিলেন, "আমি ৫০ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না!" এই স্থির করিয়া বড়বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে ২ সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর! আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন, তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে ; এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। বেটা বল্লে, "যবনের জেলে চোর-ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে, সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে" এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত প্রদান)

সাধু। অম্‌নি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়্যে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশ জন সড়কীওয়ালা বড়বাবুকে ঘেরাও করিল ; ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ডাকাতি মাদ্দা[১৫] হইতে বাঁচাইয়াছেন ; বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল। বড়সাহেব উঠিয়া জমাদারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় মারিল। বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন ; আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না ; তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ ক'র্য়ে বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এটটু তফাৎ থাক্, জানি কি, ধরা পাকড়া ক'র্য়ে নে যাবে" মোর উপর সুমুন্দিগার বড় গোসা, মারামারি হবে জানলি মুই কি নুক্‌য়ে থাকি? এটটু আগে যাতে পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচয়ে আন্‌তি পাত্তাম, আর দুই সুমুন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যি গেল, তা সুমুন্দিগার মারবো কখন?—আল্লা! বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে, মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি?

সাধু। তোরাপের গোলের মধ্যে পৌঁছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বামহস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্য চাত্মনঃ
আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাং॥"

বড়বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়বাবুর নিকটে ব'স্যে রোদন করিতেছে। আহা!—গোরিব খেটেখেগো লোক; হস্তখানি একেবারে কাটিয়া গিয়াছে।—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ২ করিয়া কাম্‌ড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে তেন্নি বড় সাহেবের নাক কাম্‌ড়ে লইয়ে পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাক্‌টা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উটলি দেখাবো। এই দেখ—(ছিন্ন নাসিকা দেখান)। বড়বাবু যদি আপনি পালাতি পাত্তেন, সুমুন্দির কান দুটো মুই ছিঁড়ে আন্‌তাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন, সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন; বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি নুক্‌য়ে থাকি, নাত ক'র্য়ে পেল্‌য়্যে যাব। সুমুন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেট্‌য়্যে দেবে।

(নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া তোরাপের প্রস্থান।)

সাধু। কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েচেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই।—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না; আপনি একবার ডাকুন দিকি।

পুরো। বড়বাবু! বড়বাবু! নবীনমাধব!—(সজল নয়নে)—প্রজাপালক! অন্নদাতা!—চক্ষু নাড়িতেছেন।—আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দশ দিবস পাপ-পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না; অদ্য পঞ্চম দিবস; প্রত্যূষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং কহিলেন, "মাতঃ! যদি অদ্য আপনি আহার না করেন, তবে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনজনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না, উপবাসী থাকিব।" তাহাতে জননী নবীনের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাবা! রাজমহিষী ছিলেম, রাজমাতা হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম, এমন পূণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল? এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখ চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব; তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না।"—বলিয়া নবীনকে পঞ্চমবর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। (নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি) আসিতেছেন।

(সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ) ভয় নাই, জীবিত আছেন,—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব! বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার কোথায়, কোথায়, কোথায়—উহুহু—(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সৈরিন্ধ্রী। (রোদন করিতে২) ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ ভ'র্য়ে দর্শন করি। (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্টা)।

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত,

পতিব্রতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়, চক্ষু নাড়িতেছেন ;—নির্ভয়ে সেবা কর !—সাধু, কর্ত্রীঠাকুরাণীর জ্ঞানসঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক।

(প্রস্থান)

সাধু। মাঠাকুরাণীর নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে কিন্তু মাথা দিয়ে এমন আগুন বাহির হতেছে যে, আমার গলা পুড়ে যাচ্চে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্‌তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন না কি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই। (প্রস্থান)

সৈরিন্ধ্রী। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, সেই জননী তোমার নিকট মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না?—(সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা। বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে,জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন।—প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেল্যে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী ব'ল্যে ডেকে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর ; মধ্যাহ্ন সময় আমার সুখসূর্য্য অস্তগত হইল ; আমার বিপিনের উপায় কি হইবে? (রোদন করিতে২ নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)।

সর। ওগো, তোমরা দিদিকে কোলে ক'রে ধর।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম। আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধ'রে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না, নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমার, আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয় ; মামারা আমাকে মানুষ করেন। আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর ক'র্য়ে তুলে লয়্যে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন ; আমি জনকজননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম ; প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন ;—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস)। আমার সকল শোক নূতন হইতেছে। আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামীহীন হইলে আমি আবার পিতামাতাহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব। (ভূতলে পতন)

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন? মা! বিন্দুমাধবকে ডাক্তার আন্‌তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরিন্ধ্রী। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম ; আল্পনায় হস্ত রাখিয়া বল্যেছিলাম, "যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই ;" সেজো ঠাকুরুণ, বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন ; আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী, অবিরল অমৃতমুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী, স্নেহপূর্ণ-লোচন প্রফুল্লবদন, বধূমাতা বধূমাতা বলেই চরিতার্থ, দশদিক আলোকরা শ্বশুর ; শারদ-কৌমুদী-বিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। মা গো! সকলি মিলেছে, কেবল একটি ঘটনার অমিল দেখিতেছি,—আমি এখনও জীবিত আছি—রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণ শ্রবণে সাতিশয় কাতর

ছিলেন, পিতার পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—ওগো! তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠশালা হ'তে ডেকে এনে দাও, আমি একবার (সাশ্রুনয়নে)—বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্কমুখে একটু গঙ্গাজল দি। (মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি)

সকলে। আহা! হা।

খুড়ী। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এমন কথা মুখে এনো না। (ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদি চেতন থাক্‌তো, তবে এ কথা শুনে বুক ফেটে মর্‌তেন।

সৈরি। মা, স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন, এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে। প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক ; তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত, দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা আহা মরি, মরি, এ কি সর্ব্বনাশ।
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব, কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ্‌-বান্ধব কর, বিপদে বিধান॥
রক্ষ রক্ষ রমানাথ! রমণীবিভব।
নীলানলে হয় নাশ, নবীনমাধব॥
কোথা নাথ দীননাথ! প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায়॥
(নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস)
পরিহরি পরিজন, পরমেশ-পায়।
লয় গতি, দিয়ে পতি বিপদে বিদায়॥
দয়ার পয়োধি তুমি পতিত-পাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ, জীবন-জীবন॥

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখবিকৃত করিতেছেন। (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপনয়নে কখন তো দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরি। আহা! আহা! ঠাকুরুণ সরলতাকে এমনি ভালবাসেন যে, এ অজ্ঞানবশতঃ একটু রুষ্টচক্ষে চাহিয়া সরলতা চাঁপাফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন।—দিদি, কেঁদো না ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে, তোমায় আবার চুম্বন কর্‌বেন এবং আদরে পাগ্‌লীর মেয়ে বল্‌বেন।

সাবিত্রী। (গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিভে অবলোকন করিতে ২) প্রসব-বেদনার মত আর বেদনা নাই ; কিন্তু যে অমূল্যরত্ন প্রসব করিয়াছি, মুখ দেখে সব দুঃখ গেল। (রোদন করিতে ২) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিটি লিখে কত্তারে না মার্‌তো, তবে সোনার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন। (হাততালি)

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাইবউ—ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল

করি, কত্তার নাম ক'র্য়ে খোকার মুখে একবার চুমো খাই।—(নবীনের মুখচুম্বন)

সৈরি। মা, আমি যে তোমার বড় বউ ; মা, দেখ্‌তে পাচ্চ না? তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয়্যে প'ড়ে রয়েছেন, কথা কহিতে পাচ্চেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুটবে।—আহা' হা! কত্তা থাক্‌লে আজ কত আনন্দ, কত বাজ্‌না বাজ্‌তো—(ক্রন্দন)।

সৈরি। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! ঠাকুরুণ পাগল হলেন।

সর। দিদি, জননীকে বিছানা-ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলে—এমন আহ্লাদের দিন বাজ্‌না হলো না। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সরলতার নিকট গিয়া) তোমার পায়ে পড়ি, বিবি ঠাকুরুণ আর একখানা চিটি লিখে যমের বাড়ী থেকে কত্তারে ফিরে এনে দাও ; তুমি সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মা গো! তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা, তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যম-যন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম! (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা, তোমার এ দশা দে'খে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খান্‌কি বিটি, পাজী বিটি, মেলোচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি?—(হস্ত ছাড়ায়ন)।

সর। মা গো! আমি তোমার মুখে এ কথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারি নে। (সাবিত্রীর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিয়া) মা আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণত্যাগ করিব। (ক্রন্দন)

সাবি। খুব হয়েচে, গস্তানি বিটি ম'রে গিয়েছে, কত্তা আমার স্বর্গে গিয়েচেন, তুই আবাগী নরকে যাবি,—(হাস্য করিতে ২ হাততালি)।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহা! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শাশুড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েছে! (সাবিত্রীর প্রতি) মা, তুমি আমার কাছে এসো।

সাবি। দাইবউ, ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমি যাই।

(দৌড়ে নবীনের নিকট উপবেশন)

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা মা, তুমি যে ব'ল্যে থাক, ছোট বউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোট বউরি না খেব্‌য়ে তুমি যে খাও না. তুমি সেই ছোট বউরি খান্‌কি ব'ল্যে গাল দিলে? হ্যাঁগা মা, তুমি মোর কথা শোন্‌চো না, মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আটকৌড়ের[১৬] দিন আসিস্‌, তোরে জলপান দেব।

খুড়ী। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উট্‌বে, তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে? ও নাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বল্যেছিলেন, "বউমার ছেলে হ'লে 'নবীনমাধব' নাম রাখ্‌বো।" আমি খোকা পেয়েছি, ঐ নাম রাখ্‌বো। কত্তা বলতেন, "কবে খোকা হবে, 'নবীনমাধব' ব'ল্যে ডাক্‌বো" (ক্রন্দন)। যদি বেঁচে থাক্‌তেন, আজ সে সাধ পুর্‌তো। (নেপথ্যে শব্দ) ঐ বাজ্‌না এয়েচে,—(হাততালি)

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ, উঠে ও ঘরে যাও।

(কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ। সরলতা, রেবতী ও প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান। সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

সাধু। এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কত্তা নেই ব'ল্যে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল্ বাড়ী রেখে এলে?

আদুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞেন আচে, উনি অ্যাকবারে পাগল হয়েচেন, উনি ঐ বড় মরা হালদারের বল্‌চেন, "মোর কচি ছেলে," আর ছোট হালদার্ণির বিবি ব'ল্যে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদার্ণি কেঁদে ককাতি নেগলো। তোমাদের বল্‌চেন, বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?

কবি। (নবীনের নিকটে উপস্থিত হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসিনী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা, সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকটা দেখা আবশ্যক—কর্ত্রীঠাকুরুণ, হস্ত দেন—(হাত বাড়াইয়া)

সাবি। তুই আঁটকুড়ীর ব্যাটা, কুটীর নোক্, তা নইলে ভাল মানষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্ কেন? (গাত্রোত্থান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস্ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ী দেব। (প্রস্থান)

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না, আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হাত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তার ভায়ারা অন্য বিষয়ে গো-বৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল, ব্যয়বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।

সাধু। ছোটবাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।— (চারিজন জ্ঞাতির প্রবেশ)

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময় কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে। কি দুর্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুই শত রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার২ করিতেছে এবং "হা বড়বাবু, হা বড়বাবু" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহাদিগের স্ব২ গৃহে যাইতে কহিলাম, যেহেতু, একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ তার্পিন তৈল লেপন কর, পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা বাধ্যাধিক্যের মূল— কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

(কবিরাজ, সাধুচরণ ও জ্ঞাতিগণের একদিকে এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান। সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর। ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি— একদিকে সাধুচরণ অপরদিকে রেবতী উপবিষ্ট।

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও মা, বিছেনা ঝেড়ে দে।

রেবতী। যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমনধারা কেন কচ্চো মা? বিছানা ঝেড়্যে দিইচি মা,

বিছেনায় তো কিছু নেই রে মা, মোদের কঁ্যাতার উপরে তোমার কাকীমারা যে নেপ দিয়েছে, তাই তো পেড়ে দিয়েছি মা।

ক্ষেত্র। স্যাঁকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, ম'রি গ্যালাম, মারে মলাম রে ; বাবার দিগি ফির্‌য়ে দে।

সাধু। (আস্তে২ ক্ষেত্রমণিকে ফিরাইয়া, স্বগত) শয্যাকণ্টকি মরণের পূর্ব্বলক্ষণ। (প্রকাশ্যে) জননী আমার দরিদ্রের রত্নমণি, মা, কিছু খাও না, মা আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনেচি মা ; তোমার যে চুনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি তো আহ্লাদ করিলে না মা।

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলেন—সেমোন্তোনের সমে মোরে সাঁক্‌তির[১৭] মালা দিতি হবে। আহা হা! মার মোর কি রূপ কি হয়েচে, কর্‌বো কি ; বাপো রে বাপোঃ! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি) সোনার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েচে,—দেখ দেখ মার চকির মণি কনে গ্যাল!

সাধু। ক্ষেত্রমণি! ক্ষেত্রমণি! ভাল ক'র্য়ে চেয়ে দেখ্‌ না মা!

ক্ষেত্র। খোন্তা, কুড়ুল মা। বাবা! আঃ! (পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে—(অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)

সাধু। কোলে তুলিস্‌ নে, টাল্‌ যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম! আহা হা! হারাণ যে মোর মউর চড়া কাত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন ক'র্য়ে! বাপো! বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এলো না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখথে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির বেটা, এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খ'সে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা হা! দৌউত্র হয়েলো ; রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো। আঙ্গুলগুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড়সাহেব বড়বাবুরি খালে। আহা হা! কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না!

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে, দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব?

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ—হু-হু-হু—

রেবতী। নমীর আৎ[১৮] বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি? মোরে মা ব'ল্যে ডাক্‌বে কেডা? ই কত্তি নিয়ে এইলে—

(সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন)

সাধু। চুপ কর্‌, এখন কাঁদিস্‌নে, টাল্‌ যাবে।

(রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ)

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই, যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল, তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে। এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরম কালের পূর্ব্বলক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে ; এত পুরু ক'র্য়ে বিছানা করে দেলাম, তবু মা মোর ছট্‌ফট্‌ কচ্চেন, আর একটু ভাল অষুদ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর বড় সাধের কুটুম্ব গো! (রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ। "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান ; পিতামাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস, দেখুন, যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক, পূর্ণমাত্রা সূচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ, ও ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে বড়রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

(রাইচরণের প্রস্থান)

রেবতী। আহা! অন্নপূন্নো কি চেতন আছেন, তা আপ্‌নি আলোচাল হাতে ক'র্য়ে মোর ক্ষেত্রমণিরি দেক্‌তি আস্‌বেন? মোর কপাল ইতিই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ ; ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে ; বোধ হয়, কর্ত্রীঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন? আমার বোধ হয়, নীলকর-নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড় বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতন্য বিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে, তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদ্‌রি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি, অমাবস্যার রাত্রিতে হারেরে হৈ-হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল সুবিদ্বান্ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরমা সুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাস গর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণ পূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি, গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাঙ্ঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি ; দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়স্তিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্‌গতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন, তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তারবাবুও মাথার ঘা সাঙ্ঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তারবাবুটি অতি দয়াশীল ; বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন, "বিন্দুবাবু, তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি, সেই বেহারায় যাইব, তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবে না।" দুঃশাসন ডাক্তার হ'ল্যে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত, বেটাকে আমি দুইবার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্মুখো, তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে ক'র্য়ে ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর-অত্যাচারে অন্নাভাবে দেখে ক্ষেত্রমণির নাম ক'র্য়ে ডাক্তারবাবু আমারে দুই টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তার হ'ল্যে হাত না ধ'র্য়ে বল্‌তো, বাঁচ্‌বে না আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সর্ব্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি, মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচ্‌য়ে দেয়।

(চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ)

কবি। চালগুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

(রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ)

জল অধিক দিও না।—এ বাটিটি তো অতি পরিপাটি দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন, গাল্ চেপ্‌ড়ে মরেন ব'ল্যে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁদে এখেচে!

কবি। সাধু, খল আনয়ন কর, আমি ঔষধ বাহির করি। (ঔষধের ডিপা খুলন)

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি— রাইচরণ, এ দিকে আয়।

রেবতী। ও মা মোর কপালে কি হলো! ও মা, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো কেমন ক'র্য্যে? বাপো! বাপো! ও ক্ষেত্র! ও ক্ষেত্র! ক্ষেত্রমণি, মা! আর কি কথা কবা না! মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো! (ক্রন্দন)

কবি। চরমকাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ, ধর্, ধর্।

(সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন)

রেবতী। মুই সোনার নক্কি ভেস্‌য়ে দিতি পারবো না মা রে মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে। মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে! হো, হো, হো!

(পাছা চাপড়াইতে২ ক্ষেত্রমণির পশ্চাৎ ধাবন)

কবি। মরি! মরি! মরি! জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর বাটীর দরদালান।

(নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা)

সাবি। আয় রে আমার যাদুমণির ঘুম আয়— গোপাল আমার বুক জুড়ানে ধন, সোনার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনে পড়ে—(মুখচুম্বন)। বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে। (মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা মরি! মরি! মশায় কাম্‌ড়ে করেচে কি? গর্‌মি হয় ব'ল্যে কি করবো, আর মশারি না খাট্‌য়ে শোব না—(বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) ম'র্য্যে যাই, মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এম্‌নি কাম্‌ড়েচে বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে, বাছার বিছানাটা কেউ ক'র্য্যে দেয় না; গোপালেরে শোয়াই কেমন ক'র্য্যে? আমার কি আর কেউ আচে, কত্তার সঙ্গে সব গিয়েচে (রোদন)। ছেলে কোলে ক'র্য্যে কাঁদিতেছে, হা পোড়াকপালি! (নবীনের মুখাবলোকন করিয়া) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখ চুম্বন করিয়া) না বাবা, তোমারে দেখ্যে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি, আমি কাঁদিতেছি না। (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও গোপাল আমার, মাই খাও—গস্তানি বিটির পায় ধর্‌লাম, তবু কত্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের দুদ যোগান ক'র্য্যে দিয়ে আবার যেতেন;

বিটির সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখ্‌লিই যমরাজা ছেড়ে দিত। (আপনার হাতে রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়্যে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না। চীৎকার ক'র্য়ে কাঁদিতে লাগলাম, তবু আমারে শাঁকা পরয়্যে দিলে। প্রদীপে পুড়িয়ে ফেলিচি, তবু আছে। (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জু ছেদন) বিধবা হয়্যে গহনা পরা সাজেও না সয় না হাতে ফোস্কা হয়েচে, (রোদন)। আমার শাঁকা পরা যে ঘুচ্য়েচে, তার হাতের শাঁকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে—(মাটিতে অঙ্গুলি মটকান) আপনিই বিছানা করি—(মনে ২ বিছানা পাতন) মাদুরটো কাচা হয় নাই; (হস্ত বাড়াইয়া) বালিস্‌টে নাগাল পাইনে—কাঁতাকান ময়লা হয়েচে। (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই! (আস্তে ২ নবীনের মৃতশরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা? স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাক; থুথ্‌কুড়ি দিয়ে যাই—(বুকে থুথু দেওন) বিবি বিটি আজ যদি আসে, আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো—বাছারে চোক ছাড়া কর্‌বো না। আমি গণ্ডি দিয়ে যাই।—(অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃতশরীর বেড়িয়া ঘরের মেজেয় দাগ দিতে ২ মন্ত্রপঠন)

সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চরোক্ পাক॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুত্‌রো ফুল॥
নীলের বীচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া॥
হুন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডী॥

(সরলতার প্রবেশ)

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন?—আহা! মৃত শরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন—বোধ করি, প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তবশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে! তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবাকে সধবা কর; বিদেশীকে দেশে আন; তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খলছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি; তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই; তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ, নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃত-পুত্রকে কিরূপে আনিলেন? জীবিতনাথ পিতা-ভ্রাতা-বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে ২ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে।—মা গো, তুমি কখন্ উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি; আমি কি এত অচৈতন্য হয়্যে পড়েছিলাম? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে ২ ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণীমাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকলি নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল, তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ; এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে, জননি, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া

মৃতপুত্রকে আনয়ন করিলে? (মৃত শরীরের নিকট গমন)

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি, গণ্ডির ভেতরে এলি?

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর-বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না। (ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার দেখে হিংসে কচ্চিস্, ও সর্ব্বনাশি, রাঁড়ি, আঁটকুড়ির মেয়ে। তোর ভাতার মরুক ; বার্ হ, এখান থেকে বার্ হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার্ কর্‌বো।

সর। আহা! আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর এমন সুবর্ণ-ষড়ানন জলের মধ্যে গেল!

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্‌নে, তোরে বারণ কচ্চি, ভাতারখাগি! তোর মরণ ঘুন্‌য়্যে এয়েচে দেখচি। (কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন)

সর। আহা! কৃতান্তের-করাল কর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস্, আবার ডাক্‌চিস্। (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপিয়া ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যমসোহাগি! এই তোরে পেড়ে ফেলি—(গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান)। আমার কত্তারে খেয়েচো, আবার আমার দুদের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো। মর্ মর্ মর্—(গলার উপর নৃত্য)

সর। গ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ! (সরলতার মৃত্যু)

(বিন্দুমাধবের প্রবেশ)

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছেন। ও মা! ও কি! আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে? জননি! (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। (রোদনানন্ত সরলতার মুখচুম্বন)

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্ নচ্ছার বিটিকে—আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছেল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হে মাতঃ! জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোয্য শিশুকে বধ করিয়া, নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখবিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম[১৯] হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতাবধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা, তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না? আপনার জ্ঞান সঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা! মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত ; শোকশার্দ্দুল আক্রমণ করিতে অক্ষম।—মা, আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারিনে, জননি! পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলতাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি? নবীন আমার নেই?—নবীন আমার নেই? মরি মরি! বাবা আমার, সোনার বিন্দুমাধব আমার! আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়্যে মেরে ফেলিচি? (সরলতার মৃত শরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা! হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়্যেও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ ক'র্য়্যে আমার

বুক ফেটে গেল, হো, ও, মা।

(সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু)

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম, তাহাই ঘটিল! মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়্যে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল? (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি—(চরণের ধূলি মস্তকে দেওন)।—জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি—

(চরণের ধূলি ভক্ষণ) (সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরি। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না। সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাক্‌বে। এ কি, এ কি! শাশুড়ী ব'য়ে এরূপ প'ড়ে কেন!

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করিয়াছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে আপনিও সাতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরি। এখন? কেমন ক'র্য্যে! কি সর্ব্বনাশ! কি হলো! কি হলো! আহা! আহা! ও দিদি, আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ি তুমি যে আজো খোঁপায় দেওনি। আহা! আহা! আর তুমি দিদি ব'ল্যে ডাক্‌বে না (রোদন)—ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে আমায় যেতে দিলে না। ও মা তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে এক দিনও মনে করি নি।

(আদুরীর প্রবেশ)

আদু। বিপিন ডর্য়্যে উটেচে, বড় হাল্‌দার্ণি তুমি শীগ্‌গির এস।

সৈরি। তুই সেইখান হ'তে ডাক্‌তে পারিস্ নি, একা রেকে এইচিস্?

(আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান)

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুবনক্ষত্র!—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীন দুর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ; কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান; কোথাও নবদূর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা; আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গ মদলের সুললিত ললিততানে এবং প্রস্ফুটিতবনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ ২ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিড়-দর্শন, অচিরাৎ শোভাসহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নিরে নিমগ্ন! কি পরিতাপ! স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীলকীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল! আহা—নীলের কি করাল কর!

নীলকর-বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল-শিখায় ফেলে দিল যত দুখ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন॥
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ-পারাবার॥
শোকশূলে মাখা হলো বিষ-বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা, কে শোনে সান্ত্বনা॥

কোথা পিতা, কোথা পিতা, ডাকি অনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার॥
জননী জননী ব'লে চারিদিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই॥
মা ব'লে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে।
বাছা ব'লে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে॥
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা॥
সুখাবহ সহোদর, জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই॥
নয়ন মেলিয়া দাদা, দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে, বিন্দুমাধব তোমার॥
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায় ;
রূপবতী, গুণবতী, পতিপরায়ণা॥
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না,
সহাস-বদনে সতী, সুমধুর স্বরে।
বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধ'রে॥
অমৃত-পঠনে মন হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বনবিহঙ্গ-সঙ্গীত॥
সরলা সরোজকান্তি, কিবা মনোহর।
আলো করেছিল মম দেহ-সরোবর॥
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়॥
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার!
পিতামাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার॥

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল?—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়।—আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

(সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন)

যবনিকা পতন

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকম্।

সাক্ষাৎ-দর্পণ

নাটক।

"*Ill fares the land, to hastening ills a prey.*"
(*Goldsmith.*)

কলিকাতা।

২২১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

দ্বৈপায়ন যন্ত্রে

শ্রীযদুনাথ রায়কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৭৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

অস্মদেশে সচরাচর যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া নাটকাদি লিখিত হইয়া থাকে, আমি সে প্রথা অবলম্বন করি নাই। তবে যে সকল ভয়ানক দোষ ও বিগর্হিত আচার ব্যবহার বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজে প্রচলিত আছে, এই "সাক্ষাৎ-দর্পণ" নাটকে তাহাই সাধ্যানুসারে বর্ণন করিলাম। পরন্তু এই পুস্তকের অনেক স্থলে ইংরাজী কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, আধুনিক অবস্থাতে এদেশের লোকেরা যে প্রকার কথা কহিয়া থাকেন, কথিত নাটকে তাহার যথার্থ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য। অপরন্তু অনেক নাটকে পদ্য এবং সুদীর্ঘ শব্দ ব্যবহার করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে এই নাটক দ্বারা বঙ্গসমাজের যে কতদূর উপকার হইবেক, তাহা আমি বলিতে পারি না; তবে যদি কিয়ৎ পরিমাণেও পাঠকগণের তৃপ্তিকর হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
২১ শে আশ্বিন
সন ১২৭৮ সাল

উপহার

পরম প্রণয়াস্পদ।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারি লাল গুপ্ত সি, এস্।

প্রিয় বন্ধো!

বাল্যকালাবধি আমরা পরস্পর অকৃত্রিম প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ আছি। দুঃখের সময় তোমার প্রবোধ বাক্য দ্বারা দুঃখের লাঘব, ও সুখের সময় তোমার উৎসাহ বচন দ্বারা সেই সুখ দ্বিগুণিত হয়। সুতরাং এবম্বিধ মিত্র সমক্ষে হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন করা, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতির উদ্দেশে প্রায় সার্দ্ধত্রয় বৎসর কাল সুদূর, দুর্গম-সাগর-পারস্থিত রাজ-ভূমি ইংলন্ড দেশে অবস্থান করিয়াছিলে। জন্মভূমির উপর তোমার এতদূর আসক্তি, যে সহস্র ক্রোশ দূরে থাকিয়াও ইঁহাকে বিস্মৃত না হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গভূমির প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলে। আমিও তোমার সেই বাসনা পরিপূরণার্থে বহু যত্ন পুরঃসর এই দৃশ্য-কাব্য কুসুম প্রস্তুত করিয়াছি। এক্ষণে তুমি জগৎপাতা জগদীশ্বরের কৃপায় সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছ, আমিও উপযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত হইয়া, প্রিয়দর্শন! তোমার কোমল-করপল্লবে আমার এই "সাক্ষাৎ-দর্পণ" অর্পণ করিলাম। ইহা তোমার পক্ষে অনুপযুক্ত হইলেও সূর্য্যরশ্মি সংযোগে কমলিনী প্রস্ফুটনের ন্যায় আমার এই মনোদ্যান কুসুম তোমার সস্নেহ দৃষ্টিপাতে যে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই।

তোমারই—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিহর চট্টোপাধ্যায় হলধর বন্দ্যোপাধ্যায় রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য		প্রতিবেশী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ।
কালীকুমার	....	হরিশ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র।
সুবোধ	....	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
কেদার	....	হলধর বাবুর পুত্র।
দোয়ারি	....	রামনারায়ণের পুত্র।
প্রসন্ন ও পরাণ	....	সুবোধের বন্ধুদ্বয়।
তারক বাবু	....	একজন ব্রাহ্ম।
মন্মথ এবং বিন্দু বাবু	....	তারকের বন্ধু।
ঘোষজা	....	হরিশ বাবুর বাটীব কর্ম্মচারী।
নিমে এবং পেঁচো	....	ভৃত্যদ্বয়।
প্রথম মাতাল এবং দ্বিতীয় মাতাল— -.		

স্ত্রীলোক।

মোক্ষদা	....	হরিহরের ভার্য্যা।
কামিনী	....	ঐ প্রথম কন্যা। (দোয়ারির স্ত্রী)
নলিনী	....	ঐ দ্বিতীয় কন্যা।
বামাসুন্দরী	....	রামনারায়ণের বিধবা কন্যা।
কুসুম	....	কালীর ভার্য্যা।
কাদম্বিনী	....	ঐ ভগিনী।
মনোমোহিনী ও থাকমণি	.. ..	প্রতিবেশিনী।
হরকালী	....	বেশ্যা।
লক্ষ্মী	....	হরিহর বাবুর বাটীর দাসী।
ভব	... .	হরকালীর দাসী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা হরিশ বাবুর বৈঠকখানা।
বাবু আসীন।
(সাংসারিক খরচের হিসাবাদি সম্মুখে)

হরিশ। (স্বগত) হুঁঃ। এ ব্যাটাদের আর কিছু না, কেবল্ ফাঁকি দেবার পন্থা। ওরে নিমে,
নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

(নিমের প্রবেশ)

হরিশ। একবার তামাক দে ; আর ওন্নি ঘোষ্জাকে ডেকে দে।

(নিমের প্রস্থান)

হরিশ। (স্বগত) ছেলে বাবুদের বাবুয়ানা চাল্ দেখে, আর বাঁচা যায় না। স্টিক্,[১] স্টিকিং,[২] রুমাল নইলে বাবুদের বেরোনো হয় না। আবার হাপ্ স্টিকিং। হাপ্ স্টিকিং[৩] পায় দেওয়া নয় তো ; যেন পায় একটু ন্যাক্ড়া জড়ান! এ ন্যাক্ড়া জড়িয়ে যে কি হয়, তাতো বল্তে পারিনে। আমাদেরও এককাল ছিল। আমরাও ইয়ং বেঙ্গল ছিলাম। এ হাপ্ স্টিকিনের নামও তো কখন শুনিনি। যিনি পেটে খেতে পান না, তিনিও কোঁচার ফুলটী ধোরে হাপ ষ্টিকিং পোরে বেড়ান্। কিছু হোক আর নাই হোক, ইংরেজদের মুল্লুক হোয়ে ছেলেগুলো বয়ে গেল। ছেলেদের বিদ্যেত বড়। আকাঁড়া[৪] বিদ্যে, কিন্তু অনুষ্ঠানটুকু বিলক্ষণ। মাসে মাসে স্কুলের মায়িনে দেও, নতুন নতুন বই দেও, কাপড় দেও, জুতা দেও, চাদর দেও, তারপরে ছেলে বড় হলো, হয়ে মদ্ মাংস খেতে আরম্ভ কল্লেন। বাপ মার প্রতি শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, আর ভয়ানক গোঁয়ার হয়ে উঠ্লেন, সকলেই তৃণবৎ বোধ কর্ত্তে লাগ্লেন। গেল গেল, সংসার গেল!!! আর হবেই ত, এই তো কলির প্রথম বইতো না, আরো কত কি হবে!!! (জৃম্ভণ)

(ঘোষজার প্রবেশ)

ঘোষ। মশাই, আমাকে কি ডেকেছিলেন?
হরিশ। হাঁ, হাঁ, এতক্ষণ হচ্ছিল কি?
ঘোষ। আজ্ঞে, বাজারের খরচটা চুক্য়ে দিচ্ছিলাম।
হরিশ। (ঘোষজার প্রতি হিসাবের ফর্দ্দ নিক্ষেপ করত) ওটা কি লিখেছ?
ঘোষ। (চস্মা গ্রহণ করত) আজ্ঞে এটা—মেজোবাবুর হাপ্ হাপ্—
হরিশ। হা লুম্! ওটা নয়, ওটা নয়। ওখানে বোসে কেবল হাপ্প্ কোচ্ছেন, ওটাত "হাপ স্টিকিং"। ওর নিচেটো পড়ো।
ঘোষ। (চস্মার দ্বারা স্পষ্টরূপে দৃষ্টিপাৎ করত)—আজ্ঞে ওটা পাল্কি ভাড়া, ছ-আনা।
হরিশ। কার পাল্কি ভাড়া?
ঘোষ। কেন, আপনার।
হরিশ। কবেকার?
ঘোষ। কাল্কে আপিশ যাবার।

হরিশ। আ মোলো! আমি কাল্ পেট্ কাম্ড়ানর জ্বালায় ছট্‌পট্ করিছি! আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি! ব্যাটা বলে কিনা "আপনার আপিশ যাবার"!!

ঘোষ। আজ্ঞে। বিষ্ণু! ভুল হোয়েছে, বড়বাবুর চোরবাগানে যাবার পাল্কি ভাড়া।

(নিমের প্রবেশ)

হরিশ। হ্যাঁরে নিমে, কাল বড়বাবু পাল্কি চোড়ে চোরবাগানে গিছ্‌লো?

(ঘোষজার নিমের প্রতি ইঙ্গিত)

নিমে। (মস্তকের কেশ কুণ্ডয়ন্ করিতে করিতে) আজ্ঞে আজ্ঞে, আমিত ছিলেম্ না!

হরিশ। "ছিলেম না কি রে?" সমস্ত দিন আমার পেটে তেল জল দিয়েছিস্। আবার ব্যাটা বলে 'ছিলেম না।'

নিমে। আজ্ঞে, সে যে সকালে।

হরিশ। তবে, বড়বাবু কখন গিছ্‌লো?

ঘোষ। আজ্ঞে বিকেলে।

(ঘোষজার প্রতি গুপ্তভাবে ইঙ্গিত করিতে করিতে নিমের প্রস্থান)

ঘোষ। (পুনরায় কিছুক্ষণ পরে) আজ্ঞে গয়লার দুদের হিসেব্‌টা একবার দেখতে হবে।

হরিশ। দুদের না জলের?

ঘোষ। আজ্ঞে আজকাল্ এই রকমই সর্ব্বত্র।

হরিশ। সর্ব্বত্র কি রে? এই হলধর বাবুদের বাড়ীতে ত খাসা দুদ দেয়। তারা পয়সা দেয়; আর আমরা কি পয়সা দিইনে?

ঘোষ। সে দিন মশাই যে দুদ খেয়ে এসেছেন, সে অনেক অনুসন্ধান কোরে এনেছিল। কারণ, ওদিনে দুজন পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করেছিল।

হরিশ। বটে, এতো ভয়ানক পাগল হে! তা হবেই ত, নিজে ঘোষ। গয়লা কখনো গয়লার নিন্দে করে!—শুড়ীর সাক্ষী মাতাল।

(হরিহর বাবুর প্রবেশ)

হরি। কি হচ্ছে হরিশ দাদা?

হরিশ। এস ভাই এস। এই সব গয়লা ব্যাটাদের কথা হচ্ছিল। ব্যাটারা একসের দুদে, দুসেব জল দেয়।

হরি। ও কথা ভাই, আর বলো না। সব জায়গায় সমান। এমন কি শুনতে পাই, ব্যাটারা দুসের চারসের বেশী দরকার হলে, ভাঁড়ে না থাকলেও ভয় খায় না। পাৎকোর[৫] ধারে গিয়ে, গাই দুয়ে দেয়!!

ঘোষ। আজ্ঞে যা বোল্লেন, তা যথার্থই বটে।

হরিশ। সে রকম তদারক কল্লে, আর এ রকম হয় না।

ঘোষ। তদারক মশাই করাত বড় সহজ নয়। যদি বাড়ীতে জল মেশালে!

হরিশ। আমি তোমার কথা শুনতে চাইনে। যা বল্লেম্ তাই কোরো।

ঘোষ। আজ্ঞে, তবে এখন আমি নিয়ে গিয়ে বাজার খরচটা চুকিয়ে দিইগে।

(ঘোষের প্রস্থান)

হরি। ওহে! বিয়ের বড় গোল হোচ্ছে।

হরিশ। কেন, গোল কি?

হরি। গোল কি জান, হলধরবাবু, যে গহনা দিতে চাচ্ছেন। তাতে ত কোনমতেই সম্মত হওয়া

হয় না। তিনি বলেন, "আমি সমুদয় গহনা দিব—কেবল বালা, সিঁতি, আর পাঁইজোর[৬] তিনি দেবেন।" আবার বলেন, "বিবাহেতে অধিক ব্যয় করতে পারবেন না।" আমার বরাবর ইচ্ছে ছিল যে, নলিনীর একটু ঘটা কোরে বিবাহ দিব। কেন না, এইবার হোলেই আমার হলো। আর একটা কথা, (মৃদুস্বরে) হলধর বাবুর ছেলেটীর চরিত্রের বিষয়, যে প্রকার শুন্‌লেম ; তাতে ত আমার একটুও ইচ্ছা নাই, যে তার সঙ্গে নলিনীর বিবাহ দিই। সে নাকি একবার খ্রীষ্টান হোতে গিয়েছিল। আরও শুনেছি, মদ মাংস চলে। তার নাকি কিছুই অখাদ্য নাই! কিছুই অকার্য্য নাই! একে, কামিনীকে দিয়ে, আমি যে ভুগছি, তাত আর বোলে জানান যায় না। বলবো কি দাদা! মেয়েটার বিবাহ পর্য্যন্ত যামাই একেবারে বাড়ী পরিত্যাগ কোরেছে!! আর অখাদ্য ভোজন, বেশ্যা গমনের ত কথাই নাই! তা ভাই, এবার আমার বিলক্ষণ বহুদর্শীতা হোয়েছে। "আর নেড়া বেল তলায় যাবে না।" তবে বিধির নির্ব্বন্ধ কিছুই বলা যায় না। এদিকে মেয়েটীও যোগ্যা হয়ে উঠেছে। আর ত রাখাও যায় না।

হরিশ। তবে জেনে শুনে ওখানে সম্বন্ধ স্থির করেছিলে কেন?

হরি। আমার শাশুড়ী, হলধরবাবুর পিসী হন। তাঁরির জেদে ওখানে সম্বন্ধ হয়। আর শুনে-ছিলাম অনেক গহনা দেবে। আমার পরিবারেরও নিতান্ত ইচ্ছে যে, ঐ খানে বিবাহ হয়। কেবল এই সকল কারণেই কথাবাত্রা হয়। কিন্তু যখন পষ্ট দেখ্‌ছি সকল বিষয় ফক্কা, তখন আর কেমন কোরে রাজী হই?

হরিশ। তবে এখন কি করা স্থির হলো?

হরি। আচ্ছা, সুবোধের সঙ্গে কেন এটা হোক্ না? আমাদের চিরকালের বন্ধুত্ব। এই জন্যই আমার নিতান্ত ইচ্ছে ; তোমার কোন ছেলের সঙ্গে আমার মেয়েটীর বিবাহ হয়। তা হলে আমাদের পুরাতন সৌহৃদ্দ্য আরও বদ্ধমূল হয়। (হরিশের হস্তধারণ পূর্ব্বক) "তা আমার এই কথাটী রাখ্‌তে হবে!"

হরিশ। দেখ ভায়া, আমাকে তোমার এত কোরে বোল্‌তে হবে না। আমারও কম ইচ্ছে নয়, যে তোমার কন্যা, আমার পুত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হোয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু ভাই কি করি, আমার ছেলেটা বড় বদ। আমি যত তার বিবাহের সম্বন্ধ করি, সে ততই তার প্রতিবাদী হয়। আর দেখ, কালীকে ত, আমি ত্যেজ্যপুত্র করিছি। সেটার মুখও দর্শন করি না। সুবোধ ছোঁড়াকে ভালবাসি। ওর যাতে মন্দ হয়, কি অসুখ হয়, তাত আমি কোন প্রকারে কর্ত্তে পারিনে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো। তার যদি ইচ্ছে হয়, আমার কোন বাধা থাকবে না।

হরি। সে কি দাদা! তুমি কি ভেবেছ, সুবোধ তোমার কথা অবহেলা কোর্‌বে! সে তেমন ছেলে নয়। তার মত বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে, আজ কাল পাওয়া ভার। আর আমার বোধ হয় যে, তার সম্পূর্ণ ইচ্ছে যে নলিনীর সঙ্গে বিবাহ হয়। কেন না, আমি দেখতে পাই, প্রায় সে, নলিনীকে পড়ায় ও উপদেশ দেয়। প্রায় একত্রে থাকে। বিশেষ, নলিনীও নিতান্ত মন্দ দেখতে নয়।

হরিশ। আরে ভায়া, আমি কি জাহাজ থেকে নেবে এলেম, যে তুমি ঐ কথা বোল্‌ছো। আমি সুবোধের এতো সম্বন্ধ কোরেছিলাম, কিন্তু তোমার মেয়ের মত পাত্রী, আমি একটীও পাইনি। তা সে যা হোক, আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছে যে সুবোধের সঙ্গে নলিনীর বিবাহ হয়।

হরি। দেখ হরিশ দাদা, আজ যেন আমি ধড়ে প্রাণ পেলেম্। আমার যে আজ কি শুভ দিন,

তা বোলে জানাতে পারি না। আমার বরাবর ইচ্ছে, নলিনী তোমার পুত্রবধূ হয়। কেবল আমার শাশুড়ী মাগী, আর পরিবারের জন্যে এতদিন ইচ্ছে প্রকাশ কর্ত্তে পারিনি। যা হোক্, এখন জগদীশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

হরিশ। আমারও যে কি সৌভাগ্য, তাও আমি বলতে পারিনে। যেমন আমার সুবোধ— নলিনী তার উপযুক্ত পাত্রী। ফলতঃ নলিনীর সঙ্গে সুবোধের সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

হরি। তবে পত্রাপত্র কোরে, একটা দিন কেন ধার্য্য করা যাক্ না?

হরিশ। দিন্ কি?

হরি। (পঞ্জিকায় অন্বেষণ করত দৃষ্টিপূর্ব্বক) এই মাসের পাঁচিশে তারিখে দিন ভাল আছে।

হরিশ। আজ পাঁচুই। তা হলে একটু, হটাৎ হয় না? কেন না উদ্যোগ করতে হবে। সুবোধের বিবাহ, আমার যেমন তেমন করে, সমাধা কর্ত্তে ইচ্ছে নেই।

হরি। পত্র করা বইত নয়। তাতে ত আর বিশেষ কোন উদ্যোগের আবশ্যক নেই। তার আর কি, এখনও কুড়ি দিন সময় আছে।

হরিশ। (উচ্চৈস্বরে) নিমে, তামাক দে যা। (নেপথ্যে, আজ্ঞে যাই) (হরিহরের প্রতি) না আমি বলছিলাম কি জান, সুবোধের যদি এত শীঘ্র বিবাহ কর্ত্তে না ইচ্ছে হয়।

(নিমের তামাক লইয়া প্রবেশ)

হরি। (ধূমপান পূর্ব্বক) যদি বিবাহ কর্ত্তেই হলো ; তা হোলে দু-চার মাস অগ্র পশ্চাতে কোন এসে যায় না। তার জন্যে তুমি ভেবো না। সুবোধ তোমার কথার অন্যথা কখনই করবে না।

হরিশ। আচ্ছা যা ভাল হয়, তাই কর।

হরি। বিবাহটা কোন্ মাসে স্থির করা যায়?

হরিশ। যদি এই মাসের পাঁচিশে তারিখে পত্র করা স্থির হয়, তবে আর মাস নাগাৎ[৭] দেখা যাবে।

হরি। বেশ কথা। "শুভস্য শীঘ্রং" (কিঞ্চিৎ বিলম্বে) তবে এখন উঠি। স্নান্টান্ করা যাক্গে। বিশেস গিন্নীকে খবরটাও দেওয়া যাক। আর শীতকালের বেলা, না দেখ্তে দেখ্তেই বেলা হয়ে পড়ে। (হরিহরের প্রস্থান)

হরিশ। নিমে তেল নিয়ে আয়। (নিমের তৈল লইয়া পুনঃপ্রবেশ) (তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে স্বগত) হরিহর ভায়া ত, বিবাহের স্থির কোরে গেলেন। তা আমারও নিহাত অমৎ নাই— মেয়েটীও মন্দ নয়—বেশ স্বাকারা[৮]—আর খুব স্বল্প ব্যায়েও কাজটা নির্ব্বাহ হতে পারে। কিন্তু সুবোধের যে রকম ভাব দেখ্ছি তাত বিলক্ষণ। ও ছোঁড়া যে কি ভেবেছে, তা কিছুই বলা যায় না। বিবাহ যেন তার বাঘ—না ভালুক! কামড়াবে নাকি! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ভাল দেখা যাক! (গাত্রোত্থান)

(নিমের প্রবেশ)

নিমে। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করতঃ) বড়মানুষের আস্তাকুড়ও ভাল। এই বাবু উঠে গেলেন, আমি দিব্যি কোরে ফুলেল তেল মাখ্ছি। বাবু এই সিদিনে আট টাকা দিয়ে কাপড় কিনেছেন, দু-মাস বাদে নিমচাঁদের! কোঁচাতে নেগিয়ে একটু ফাঁসিয়ে রাখবো, পরে জিজ্ঞুসিলে বলব পুরণো কাপড় ছিঁড়বে না! ছেলে বাবুরো সুখে থাক্, জুতোর ভাবনা নেই। আর বাড়ীতে খাওয়ান দাওয়ান জাগ যজ্ঞী হোলেত কথাই নেই। দশটী জোড়া জুতোর কাজ করবো। আজকাল কিছু খদ্দেরের অভাব নেই। সাজারি গোচ[৯] অনেক বাবু আছেন, পুরোনো জুতো অথচ গোরার বাড়ীর হওয়া চাই, খুঁজে বেড়ান। (নেপথ্যে নিমে) আঃ এই আবার

হাম্‌লে উঠলেন! (উচ্চৈঃস্বরে) আজ্ঞে যাই।

(নিমের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরি বাবুর বাটীর অন্দরগৃহ।
(সুবোধ ও নলিনী আসীন)

সুবোধ। (নলিনীর হস্তধারণ পূর্ব্বক) ওটা এমনি কোরে ঘুরিয়ে নিয়ে এস, দেখ যেন হাত কাঁপে না, আবার ঐ অক্ষরটা লেখ। হ্যাঁ এইবার হয়েছে। আচ্ছা এখন লেখা থাক। দুকুর বেলা ভাত খেয়ে সেলেট্ লিখে রেখো, আমি বৈকালে এসে দেখব। এখন আমি যাই। আমার স্কুলে যাবার বেলা হলো।

নলিনী। আমার পড়া বলে দেবে না?

সুবোধ। তবে শীগ্গির পড়ে নাও।

নলিনী। আমি শীগ্গির পড়তে পারি নে। তুমি আর একটু খানি কেন বসোনা (পুস্তক লইয়া) "আই এম আপ"।

সুবোধ। আমি উপরে আছি।

নলিনী। "হি ইজ ইন"।

সুবোধ। তিনি ভিতরে আছেন।

নলিনী। কি মানে "তিনি"?

সুবোধ। "হি" মানে তিনি।

নলিনী। 'উই, গো, ইন'।

সুবোধ। আমরা ভিতরে যাই।

নলিনী। কি মানে "আমরা"?

সুবোধ। 'উই' মানে আমরা।

নলিনী। 'উই ডু গো'।

সুবোধ। আমরা গমন করি।

নলিনী। 'ইট্, ইজ্, এন্, অক্স'।

সুবোধ। ইহা হয় এক বলদ।

নলিনী। 'ইট্ মানে কি'।

সুবোধ। ইট মানে ইহা।

নলিনী। "ডু নট পিঞ্চ মি"।

সুবোধ। আমাকে চিম্‌টী কাটিও না।

নলিনী। (হাস্যকরতঃ) 'কি মানে চিম্‌টী'?

সুবোধ। "পিঞ্চ" মানে। আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্ত তুমি মুখোস্ত কর; যদি তুমি পার তা হলে আবার নতুন পড়া দেব। আমি এখন যাই। অনেক দেরি হোয়ে গেল।

(সুবোধের প্রস্থান।)

(হরিহর বাবুর প্রবেশ)

নলিনী। বাবা! আজকে কেমন এক মজা পড়েছি। আচ্ছা, বলদিকি, "ডু নট্ পিঞ্চ" মানে কি?

হরি। (নলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া) কেন, তোর সুবোধ দাদা কি বলে দিয়েছে।

নলিনী। সুবোধা দাদা ঠিক বলে দিয়েছে, "'পিঞ্চ' মানে কি জান। 'পিঞ্চ' মানে (অঙ্গুলীদ্বারা নির্দ্দেশ করতঃ) চিম্‌টী-ই, বাবা! সুবোধ দাদা বলেছেন আমার ইংরিজী বইতে অনেক মজার মজার গল্প আছে।" আমি এই বার অবধি খুব পড়বো। পড়লে, কেমন সব ভাল ভাল গল্প শিখ্‌বো আর সুবোধ দাদা আমাকে পড়াবে।

(মোক্ষদার প্রবেশ)

হরি। (হাসিতে হাসিতে) ওগো, তোমার মেয়ে যে, বিবি হোয়ে পড়লো দেখ্‌ছি। ও বলে 'কেবলি ইংরাজি বই পড়বো'। তা ওর একজন সাহেবের সঙ্গে বিয়ে না দিলে তো নয়!

মোক্ষদা। ওলো! তোর দিদি এয়েছে, তোকে ডাক্‌চে, যা।

নলিনী। দিদি এয়েচে! আমি যাই গো।

(নলিনীর প্রস্থান)

মোক্ষদা। সত্যি সত্যি বিয়ের কি হলো।

হরি। আর কি হবে ; তিনি কিছুই দেবেন না, আর বিয়েতে খরচ কত্তে চান না, তবে সেখানে বিয়ে কেমন কোরে হোতে পারে।

মোক্ষদা। সেখানে যেন না হলো, বিয়েত হওয়া চাই—আইবুড়োত রাখ্‌তে পারবে না। কতকাল আর রাখবে। আর রাখলে যে লোকে নিন্দে করবে। বিয়ে দিলে যে এত দিনে দু ছেলের মা হতো!

হরি। (ঈষৎ রুষ্টভাবে) রাখ্‌তে না পারো, না হয় হাত পা ধরে জলে ফেলে দাও। ঘর বর দেখতে হবে।

মোক্ষদা। আমি কি তাই বল্‌চি। আমি বলচি কি, বলি আর একবার কেন তাঁর কাছে যাও না। গয়না টয়নার কথা গুণো একবার তোলগে না, গয়না তিনি কি দিতে চান।

হরি। খালি "বালা সিথী, আর পাঁইজোর।"

মোক্ষদা। তাতে কেমন কোরে হবে। মেয়ের বিয়ে যেমন কোরে হোক্ আশ্চে মাসের ভিতর দিতেই হবে।

হরি। আমি এক কাজ করেছি। হরিশবাবুর কাছে এই কথা তুলে, সুবোধের সঙ্গে যাতে এই কর্ম্মটী হয় তারির বিশেষ অনুরোধ করে এসেছি।

মোক্ষদা। তা কোরেছ, কোরেছ, কিন্তু আমি শুনিছি সুবোধ নাকি ব্রেহ্মজ্ঞানী। আবার নাকি কোথায় সভায় যায় ; সেখানে সকল জাতের সঙ্গে খায়। তা যদি হয় ; তা হোলেতো সকলে আমাদের একঘোরে[১০] করবে।

হরি। তা হোক্। আজ কাল সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হচ্চে। ব্রহ্মজ্ঞানী হলেই কি সকলের সঙ্গে খেতে হয়, সমাজে কি আর সকলে খেতে যায়। সেখানে পরমেশ্বরের গান হয়, আর উপাসনা হয়। এই আমি ত সেদিন সমাজে গিয়াছিলাম। তাতে কিছু দোষ নেই।

মোক্ষদা। আচ্ছা, এরা গয়না গেঁটে কি দেবে। ভালো না দিলে তো, আমার এমন চাঁদপানা মেয়ে দেব না।

হরি। ওগো! তুমি বঝো না। হরিশবাবু যে ধনী, তা কে না জানে? শুনেছি ওর বড় ছেলেকে চরিত্র মন্দ বোলে দেখতে পারেন না। কেউ কেউ বলে, তাকে ত্যজ্য পুত্র করেছে। তা

যদি হয়, তা হলে আর ভাবনা কি? এখন যদি ভাল গয়না টয়না না দেয়, নাই দিলে। পরেত সবি ওর।

মোক্ষদা। তুমি কি বল! গয়না না দিলে দেবে কি? লোকে বলবেই বা কি? "অমন বড় মানুষের ঘরে দিলে, মেয়েটার গাটাও ঢাকতে পাল্লে না!" মরণ আর কি! টাকা নিয়ে বুঝি ধুয়ে খাবে! তা বাবু আমি লোকের খোঁটা সইতে পারবো না।

হরি। ওগো! তা হবে তা হবে। তার জন্যে আর এত ভাবনা কি। হরিশবাবু গয়না না দেয়, আমি দেব।

মোক্ষদা। আচ্ছা তুমি যে, এখানে সম্বন্ধ স্থির কচ্ছো, হলধর বাবু তা জানেন।

হরি। যদি না জেনে থাকেন, ক্রমে জানতে পারবেন। তিনি কি না আগে বল্লেন "সমুদায় গহনা দেবো, বিয়েতে খরচ করবো।" এখন কিনা বলেন, "আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সমুদায় গহনা দিতে পারবো না। অল্পই দেব। আর কোনরূপে শুভ কার্য্যটি নির্ব্বাহ কোরে বউ ঘরে আনবো। তিনি কি মনে করেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে ভিন্ন, আমার মেয়ের আর বিবাহ হবে না। তা সে যা হোক ; আমি সেখানে আর যাব না। হরিশবাবুর সঙ্গে পাকা কথা হয়েছে। এই মাসের ২৫-এ পত্র। তুমি এখন দেখগে খাওয়া দাওয়ার কি হলো না হলো, আমি স্নান করে আসি। (হরিহর ও মোক্ষদার প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হলধর বাবুর বাটী।

কেদার বাবুর বৈঠকখানা।

(কেদার ও কালি আসীন।)

কালি। তারপর কি হলো?

কেদার। তার পরতো সে সাহেব টিকিট কিনলে, আমিও কিনলাম। তার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, তোমাকে বলেছি, আমার ইচ্ছাও ছিল দুজনে এক গাড়ীতে উঠি। তাই সে যে গাড়িতে উঠেছিল, আমিও সেই গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এক বেটা জমাদার আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বললে, "তোম কেয়া সাব্‌কা সাৎ এক্ গাড়ী পর যানে মাংতা? দোসরে গাড়ী পর যাও।" আমারত ভয়ানক রাগ হলো। তারপর সেই সাহেব চৌকীদারকে এক লাতি মেরে আমাকে গাড়ীর ভিতর আসতে বললেন। সন্দের সময়, সে বর্দ্ধমানে নেবে গেল। বর্দ্ধমান থেকে দুজন বাঙ্গালী উঠলো। আমাদের গাড়ীতে সাহেব নাই বলে রাত্রিতে আলো দিলে না। যদিও আমাদের সেকেন্ ক্ল্যাস[১]। তারপর রাত আটটার সময় (কোন স্টেশন আমার মনে হচ্চে না) দুজন ইংরেজ আমাদের গাড়ীতে উঠলো। উঠিই বল্‌চে, "তোমরা সব এক কোণে চুপ্‌টী করে বোসে থাকবে, আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অনুমতি করবো, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঠোট খুলতে পারবে না।" আমি বললাম কেন তোমরাও টিকিট কিনেছ আমরাও কিনেছি, আমরা কেন চুপ্ কোরে বোসে থাক্‌বো? একজন বাঙ্গালী আমাকে বলতে লাগলেন, চুপ করো চুপ করো। এখুনি প্রাণটা হারাবে। আর একজন বাঙ্গালী সাহেবদের বললেন, "দিস ফেলো সিমস ভেরি

ইম্‌পার্টিনেন্ট।" এই সব শুনে একজন সাহেব আমাকে এক ঘুশো মারলে। আমিও রুকে দাঁড়িয়েছিলেম। এমন সময়ে আর একজন সাহেব এসে ছাড়িয়ে দিল। তারপর বেটারা মদের বোতল খুল্লে, আর যে বাঙ্গালী আমাকে "ইম্‌পার্টিনেন্ট" বোলেছিল তাকে ড্রিঙ্ক করতে "রিকোয়েস্ট" কল্লে। সে বল্লে "তুমি আমার মনিব। ইংরেজ নামায় আমাদের মনিব। তোমরা যা মনে কর, তাই করতে পারো। কিন্তু আমি কখন ড্রিঙ্ক করিনি ; আমাকে অনুগ্রহ কোরে ক্ষমা কর।" গোরা ব্যাটা বল্লে, "ইউ মাস্ট ড্রিঙ্ক" এই বোলে তার গলা টিপে খানিক "র ব্রান্ডী" খাইয়ে দিলে, দিতেই বাঙ্গালী ভায়া চোক্ কপালে তুলে সারা হোয়ে যান। আর সাহেব ব্যাটাদের হাসি। তারপর "নেক্‌স্‌ট ষ্টেসনে" আমি গার্ডকে বল্লাম, আমি এ গাড়ীতে থাক্‌বো না। গার্ড আমাকে আর এক গাড়ীতে উঠিয়ে দিলে, গাড়ীতে যেতে যে কষ্ট। আমি ত সেই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করেছি আর কখন "ট্রাভেল" করবো না।

কালি। তুমি বুঝি বেনারস্ পর্য্যন্ত গিচ্‌লে?

কেদার। হ্যাঁ, কিন্তু আর আমার বেড়াবার ইচ্ছা নাই।

কালি। তাই তো হ্যাঁ, এ ব্যাটারা কি কিছুই কেয়ার ন্যায় না! কেদার, বল্‌বো কি হে! সাহেবদের সঙ্গে এমনি 'ট্রিট' করে যেন ও ব্যাটারা তাদের স্লেভস। আর বাঙ্গালীদের যেন ওদের স্লেভসের মত ট্রিট করে। আর তাও বলি বাঙ্গালীরে "দেডিজার্ভ নোবেটার ট্রিটমেন্ট" বাঙ্গালীরা এমনি 'কাউয়ার্ডস', যে ওদের হাজার বল্লেও কথা কয় না, কিন্তু নরমের উপর সম্পূর্ণ রোখ। এই মনে কর, এই নেটিব কনেষ্টেবিলগুলো ইংরেজ দেখলেই পালায়, আর বাঙ্গালী দেখ্‌লেই ঘাড়ে চড়ে, সে দিন আমার একটি ফ্রেণ্ড, আমার কাছে গল্প কল্লে যে সে আর দুটি ফ্রেণ্ডস্ রাত্রে কোন ইন্‌ভিটেসন থেকে আসছিল পথের মধ্যে একটা গোরার সঙ্গে ঝগড়া হলো। সে ব্যাটা বিনি অপরাধে তাদের মারতে লাগলো। আর তারা 'চৌকিদার চৌকিদার' কোরে চেঁচাতে লাগল। কোন ব্যাটা কনেষ্টেবেল এগুলো না। তারপর গোরা বেটা চলে গেলে, একজন চৌকিদার এসে জিজ্ঞাসা কল্লে "কি হয়েছে।" তারা বল্লে "তুই থাক্‌তে আমাদের মেরে গেল ; তুই কিছু বল্লিনে? তোর নামে আমরা রিপোর্ট করবো। তোর নম্বর কত বল।" এই বলে তার নম্বর দেখ্‌তে চাইলে, সে তাদের এক ধাক্কা দিয়ে বল্লে "চলা যাও"। তারাও তাকে এক ঘুসো মেরেছিলো। সে অমনি 'হৈ' করে চীৎকার করে উঠল। শব্দ শুনে আরো তিন বেটা চৌকিদার এল। এসে তাদের মার্ত্তে মার্ত্তে পুলিসে নিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে যে টাকা কড়ি ছিল, সমুদায় কেড়ে নিলে। একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত রাৎ তাদের গারোদে রেখে দিয়ে, সকালে এক এক জরিবানা করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু চৌকিদার বেটারা যে, তাদের বিনি অপরাধে অতো মারলে, তাদের কিছুই হলো না। আমার বোধহয় ইংরেজরা প্রতিজ্ঞা করে বোসেছে যে, যাতে আমাদের অপমান হয় তাই করবে। আর বাঙ্গালীরাও প্রতিজ্ঞা করে বোসেছে যে, ইংরেজরা অপমান কল্লে তারা কথাটীও কবে না। সকাল বিকাল গালাগাল দিলেও ওরা ঠোঁট নাড়বে না। বাঙ্গালীদের কেবল নরমেরই উপরই চাপ। কেবল দলাদলি ঢলাঢলি নিয়ে আছেন, মোকদ্দমা মামলায় খুব প্রিয়, সে কথার লড়াই কি না, আর আইনের লড়াই। তাতে যদিও সর্ব্বস্বান্ত হয় বটে কিন্তু রক্তপাত হয় না। আদৎ লড়াইতে এগোন্ না।

কালি। "বাট ষ্টিল্ উইয়ার নেটিভ্‌স্"।

কেদার। দেখ কালি, আমি যদি নিজে বাঙ্গালী না হোতাম, তা হলে আমি কখন বাঙ্গালী জাতির

উপর একটা কথাও কইতাম না। কারণ তাহলে আমি ওদের বিষয়ে মাথা গরম করা অনাবশ্যক আর অনুপযুক্ত মনে করতাম। কিন্তু আমি নাকি নিজে বাঙ্গালী, তাই আমি বাঙ্গালীদের দুঃখে দুঃখিত হই। আমার বোধ হয় আজ পর্যন্ত কি বাঙ্গালী কি ইংরেজ, কারো কাছে অপমান সহ্য করিনি। এইজন্য আমার বিষয়ে আমার ভাববার বিশেষ কারণ নেই। কিন্তু আমি প্রত্যহ স্বচক্ষে দেখি, যে আমার সঙ্গে যাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ, যাদের এক দেশীয় বলে স্বীকার কত্তে হয় তারা এরূপ পদে পদে প্রতি মুহূর্ত্তে বিদেশীয়দের দ্বারা অপদস্ত হোচ্ছে, আর সেই অপমান ঘাড় হেঁট কোরে সহ্য কোচ্ছে; তাতেই আমার এমন দুঃখ হয়, আর রাগ হয়। যেদিন শুনি কোন বাঙ্গালী ; ইংরেজ কি কারো কাছে অপমানিত হয়েছে, সেদিনে আমার ভাল কোরে আহার হয় না, সে রাত্রিতে আমার ভাল কোরে নিদ্রা হয় না। আমরা কি চেষ্টা করলে এর নিবারণ করতে পারি নে! স্বাধীন হোতে পারিনে! রাজকীয় স্বাধীনতার কথা আমি বলচিনে। আমাদের নিজের "ইনডিভিজুএল" স্বাধীনতা বজায় রেখে যদি চলতে পারি, তাহলেও যে দেশের অনেকটা মান থাকে। বেড়ালের ন্যাজ মাড়ালে, কি কুকুরকে লাতি মারলে, তারাও শোধ নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী-ভায়ারা (যাঁরা মনুষ্যজাতির মধ্যে গণ্য) দু কুড়ি এক কুড়ি লাল ঘুশো খেলে, ক্রন্দন ব্যতীত ঠোঁট নাড়েন না। আর হয়ত মনে মনে গাল দ্যান, কি শাঁপ দ্যান। কি জন্যেই যে এত ভয়, তাওত বল্‌তে পারিনে।

কালি। ইংরেজদের জোরে পারে না বোলেই এত ভয়।

কেদার। জোরে পারে না বোলে তাদের কাছে অপমান হবে?

কালি। আরে! সে যা হোক্, ওসব কথা ছেড়ে দাও। আমরা যদি আজকে এখানে হাজারো বোকে মরি, তাহলে তুমি ভেব না, এতে কোন উপকার হবে। বাঙ্গালীরা আজকেও যেমন, কালও তেম্‌নি থাক্‌বে।

কেদার। দেখ কালি! এ বিষয়ে আমাদের দেশের জন্যে আমার যত কষ্ট হয়, তা আমি বোলে জানাতে পারিনে। তুমি আমাকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা কর, "তুমি কেন এত ভাব"? তার প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত দিন রাত আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, আমাদের দেশ অধীনতায় পীড়িত হয়ে দিবানিশি হাহাকার কোচ্ছে। সকলেরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা কোচ্ছে! কিন্তু কেউ কর্ণপাৎ কোচ্ছে না। হায়! কবে যে আমাদের দেশ এসব থেকে মুক্ত হবে, কবে আমরা ভিন্ন জাতির কাছে অহঙ্কার কোরে পরিচয় দেব, যে আমরা ভারতবাসী; আর আমাদেরই এই ভারতবর্ষ!

কালি। তোমার মত কজন বাঙ্গালী আছে? তুমি যেন এই সকল কথা ঘরের ভিতর বোলে পার পাচ্ছো, কিন্তু অন্য লোকের কাছে বল্লে তোমাকে হেঁসে উড়িয়ে দ্যায়।

কেদার। তা না হলে এতক্ষণ আমি ঘরে এক্‌লা বোসে এ সকল কথার আন্দোলন কর্ত্তেম না। গলিতে গলিতে, বাজারে বাজারে, রাস্তায় রাস্তায় এই সকল কথা বোলে বেড়াতাম। কিন্তু আমি নাকি জানি বাঙ্গালীদের মধ্যে আজো কুসংস্কার প্রভৃতি অনেক দোষ আছে। আর তারা নাকি আমার ভাব বুঝতে পারবে না, কাজে কাজেই আমাকে হেঁসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমার মনে মনে ভারি ক্লেশ হয়। আমি সম্পূর্ণরূপে এ সকল ভাব দমন করতে পারিনে, তাই কখনো কখনো প্রকাশ করি।

(দোয়ারির প্রবেশ)

দোয়ারি। কিহে! কিসের ঝগড়া?

কালি। না ঝগড়া নয়, একটা কথা হচ্ছিল।

দোয়ারি। নাও নাও, তোমাদের গম্ভীর চাল্ রেখে দাও। মদ্‌টদ্ আছে বল্‌তে পার?

কালি। তুমি যে একেবারে আগুন খাগি্‌র মত আশ্চো দেখ্‌তে পাই।

দোয়ারি। আগুন না আগুন না মদ্ বোলাও। দেখ ভাই। আজ কলুটোলার ভিতর দিয়ে আশ্চি, দেখিনা ভিড় যে হয়েছে, তা আর বলবার কথা নয়। গাড়িতে আর লোকজনে একেবারে ঠেসে গিয়েচে।

কেদার। ওঃ! আজকে যে কেশব সেন বিলাত থেকে এলো।

কালি। কেশব সেন খৃষ্টান হয়েচে নাকি?

কেদার। বিলক্ষণ! খৃষ্টান হবে কেন!

দোয়ারি। আরে তুমি জান না। আমি একবার উঁকি মেরে দেখেও এলাম কি না, ঠিক খৃষ্টানের মত সাজ।

কালি। না, অমন সাজ কেশববাবু আগেও এখানে পরতেন। কিন্তু আমি শুনেছি যে, কেশব বাবু "ইউনিটেরিয়ন্সদের" মত্ ফলো করেন।

কেদার। না তা নয়। কিন্তু একথা বলতে হবে বটে যে, উনি বাইবেলের এতো প্রশংসা করেছেন (যা করা উচিত ছিল না) যা শুনে ইংরেজরা ওঁয়ার উপর সন্তুষ্ট হয়েছিল। উনি যদি বাইবেলের অতো প্রশংসা, আর ক্রাইস্টকে প্রায় পরমেশ্বরের মত তুলনা না করতেন, তাহলে বোধ হয় উনি যত আদর পেয়েছেন তার অর্দ্ধেকও পেতেন না।

কালি। উনিত স্পষ্ট বলেছেন, "ক্রাইষ্ট পরমেশ্বর"!

কেদার। উনি যে ক্রাইষ্টকে গড ; তা বলেননি। কিন্তু যে দেশের লোক তাই বিশ্বাস করে, সে দেশে যদি বলা হয়, ক্রাইষ্ট মনুষ্য অপেক্ষা প্রধান ছিলেন, ঈশ্বর কেবল তাঁকে পৃথিবীর উন্নতির জন্যে পাঠাইয়াছিলেন। এ সকল কথা বল্লেই তাদের মনে বিশ্বাস হতে পারে যে উনি খৃষ্টান। কিন্তু যথার্থ বলতে গেলে, যে ক্রাইষ্টের মত ধর্ম্মের জন্য সমুদায় বিসর্জ্জন করতে পারে, সে সাধারণ লোক অপেক্ষা মহৎ। আর যারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, সে সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত। কেশববাবু কোন অন্যায় কথা বলেন নাই। কিন্তু কেউ কেউ বলে উনি অনেকটা ইংরেজদের মন রাখবার জন্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করেন নাই। এ কথা কতদূর পর্যন্ত সত্যি, তা যারা ঐ সকল কথা বলে, আর কেশববাবুই জানেন।

কালি। সে যা হোক, কিন্তু একথা কেউ অস্বীকার করবে না যে এক কেশববাবু আর ব্রাহ্মধর্ম হয়ে, পাদ্রি বেটাদের অন্ন মারা গেল।

কেদার। ও কথা তুমি বলতে পার না। কেন, এখন কি খৃষ্টান হচ্চে না?

কালি। কৈ এখন ত প্রায় শোনা যায় না।

কেদার। কেন এই আমি সে দিন শুনলাম, চুঁচড়াতে দুজন "কনভার্ট" হয়েছে।

দোয়ারি। সে যা হোক্, আমাদের রেভারেন্ট কালাচাঁদ কোথায় গেল?

কালি। কালাচাঁদ, দিন কতক কি রঙ্গটাই করলে! প্রত্যেক বারে "ব্রাহ্মইজমের এগেন্সটে লেকচার" দিত। বেঁটে ছোট ঘাড়টি নেড়ে কত মজাই কত্তো। দোয়ারি! মনে আছে হে, কালাচাঁদ যে বারে বল্লে "ব্রাহ্মরা কেবল পেন্ডুলামের মতন দোলে"। সে বার কি হাঁসানটাই হাঁসিয়ে ছিল। হি-হি-হি—

কেদার। সে যা হোক্ কিন্তু রেভারেন্ট কালাচাঁদ একজন সাধারণ লেক্‌চরর নয়। ওঁর মত ইংরাজি কটা বাঙ্গালীতে জানে?

দোয়ারি। নে কেদার, তোর আর গোঁড়াম কত্তে হবে না। আমি যদিও ইংরাজি ভাল জানিনে, আর বলতে পারিনে কে ভাল, কে মন্দ লেক্‌চারার। কিন্তু সকলেই ত বলে, কেশব সেনের মত ইংরাজি বল্‌তে কেউ পারে না। শুনেছি রাণী নাকি ওঁর সঙ্গে আপনি ইচ্ছে করে দেখা করেছিল আর ও লেক্‌চার দিয়ে একেবারে বিলাত গরম করে তুলেছিল।

কেদার। আমার বোধ হয় কালাচাঁদ যদি বিলাতে যেতো তাহলেও রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত।

দোয়ারি। সুধু রাণী ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো এমন নয় ; ওকে বেঙ্গলে ফিরে আসতে দিত না। একেবারে চিরকালের জন্যে লন্ডনের চিড়িয়াখানায় রেখে দিত।

কালি। আচ্ছা কেদার! তোমার কি এখনো খৃষ্টানিটীতে বিশ্বাস আছে?

কেদার। আমার ওতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই ; কিন্তু সকল ধর্ম্মের চেয়েও ঐ ধর্ম্ম সত্যি বোধ হয়।

দোয়ারি। তোরা যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে পাগল হলি দেখ্‌ছি! তোদের আবার ধর্ম্মের প্রতি এত মন হলো কবে? ব্রানডি থাকে ত নিয়ে আসতে বল। নিছক শুক্ন কথা ভাল লাগে না। আজকে আবার এক ছিটেও গুলি টানা হয় নি।

কেদার। দোয়ারি! তুমি গুলিটা ছেড়ে দাও।

দোয়ারি। কেন বল দেখি! গুলির মত নেশা কি আর আছে নাকি?

কালি। আহা কি নেসা! চক্ষু ক্রমে ভিতরে ঢুকচে, পেট ক্রমে নাইখোন্ডলের নিচে অবধি ফুলচে, হাত পাগুলি টেনে ছিড়ে ফেলা যাচ্চে। মরে যাই আর কি!

দোয়ারি। আচ্ছা বাবা! এই ত একজন ভদ্রলোক রয়েছে, এঁকে জিজ্ঞাসা কর না কেন, আমার শরীর কি এত মন্দ?

কেদার। না ভাই, গুলিটা খাওয়া বড় মন্দ, ওতে শরীর একবারে খারাপ হয়ে যায়। ওর চেয়েও একটু একটু মদ খাওয়া ভাল।

দোয়ারি। যে যা ভালবাসে সে তারি সুখ্যাত করে। তুমি যে বলচো মদ খাওয়া ভাল, তবে আমাকে বলতে হলো (যদিও দুঃখের বিষয় আমি একটু একটু লাল জল নিতান্ত অপছন্দ করি না) আচ্ছা বল দেখি, পিলে, জগৃদ্[২], আমরক্ত এ সকল, গুলি খেলে হয়, না মদ খেলে হয়?

কালি। মদ খেলেই যে পিলে, জগৃদ হয় তার মানে নেই। তা যদি হতো, তাহলে ইংরেজদের ভিতর কেহই জগৃদ ছাড়া থাকত না।

কেদার। তা বলে তুমি যদি এখন নিছক সমস্ত দিন রাৎ ব্রান্ডি খাও, তাহলে কি তোমার ব্যায়রাম হবে না? কিন্তু ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত বলে, "অল্প পরিমাণে মদ খেলে ভাল বই মন্দ হয় না।"

দোয়ারি। তা আমি জানিনে, কিন্তু মদতো কেউ ভাল বলে না। আর তাও বলি, খেতে গেলে অল্প খাওয়া যায় না। কিন্তু সে যাহোক, গুলি খাওয়াত আমি কোনরকমে মন্দ বলতে পারিনে।

কালি। আরে ছিঃ! ভদ্রলোকে গুলি খায়!

দোয়ারি। বাবা, তোমার সঙ্গে এরপর তর্ক করা যাবে, এখন যদি কিছু থাকে তাহলে নিয়ে আসতে বলো, আমারত বোকে বোকে গলা শুকিয়ে কাট হয়েছে।

কেদার। ওরে পেঁচো—(নেপথ্যে—আঁজ্ঞে যাই)।

কালি। তবে দোয়ারি! এখন কোথা হতে আগমন।

দোয়ারি। যেখান থেকে আগমন হয়ে থাকে। আজকে একবার মনে করচি ত বাড়ী যাব।

কালি। বাড়ী?

কেদার। তোমার বাড়ীর যে সৌভাগ্য দেখ্‌চি! স্ত্রীকে মনে পড়েছে নাকি?

দোয়ারি। রক্ষে কর মা! যে "জহরের" হাতে পড়িছি, তাহলে কি সে আমাকে আস্ত রাখবে! ছুড়ি যেন আমায় কি করেছে! যথার্থ বলচি, এত টাকা দি, তবু বেটির কিছুতেই মন ওঠে না। টাকার জন্যে ভারি খেঁচ্‌খেচানি লাগিয়েছে। তাই একবার বাবার কাছে গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আসতে হবে।

কেদার। আচ্ছা তোমার বাপ, টাকা দেবার সময় কিছু বলেন না?

দোয়ারি। তার ভেতরে অনেক কথা আছে। বরাবরি ত মার কাছ থেকে নুক্‌য়ে টাকা নিতাম, তারপর একদিন বেশী টাকা দরকার হওয়াতে বাবার লোহার সিন্দুকটা ভেঙ্গেছিলাম।

কেদার। তারপর, তারপর!

দোয়ারি। ভেঙ্গে দু-হাজার টাকার একটা তোড়া বের করে নিই। বাবা টের পেলেন, পেয়েত ভারি রাগ করলেন। আমাকে ধরতে হুকুম দিলেন। আমি ত আস্তে আস্তে পিট্টান দিলাম। তারপর মা, অনেক করে বাবাকে বুঝিয়ে বল্লেন যে, য্যান আমাকে কিছু না বলেন। তারপর বাবা বল্লেন যে, "আমি ওকে মাসে ১০০ টাকা করে খরচ দেব, কিন্তু ও য্যান আমার বাড়ীতে ঢোকে না, আর আমার সুমুখে বেরোয় না।" সেই পর্য্যন্ত আমি বাড়ী থেকে বিদায় লয়েছি, আর টাকার অভাব নেই, সুখেরো অভাব নেই; কিন্তু আজ কাল নাকি ১০০ টাকাতে কিছু হয় না, তাই একবার পিতা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা কত্তে হবে।

কালি। আচ্ছা যখন ঐ ঘটনা হয়, তখন তোমার বিয়ে হয়েছিল?

দোয়ারি। হ্যাঁ, বোধহয় মাসখানেক বিয়ে হয়েছিল।

(পেঁচোর তামাক লইয়া প্রবেশ।)

কেদার। ওরে পেঁচো, কাল্‌কে যে বাক্সটা এসেছে, তাই থেকে দুটো ব্রাণ্ডি নিয়ে আয়। আর ফল টল কিছু নিয়ে আয়। (পেঁচোর প্রস্থান)

আচ্ছা দোয়ারি! আমি শুনেছি তুমি নাকি বিবাহ পর্যন্ত আদতে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করনি, একি সত্যি?

দোয়ারি। সত্যি নাতো কি? সেই বিবাহের সময় যে চার চক্ষুর মিলন হয়েছিল, সেই পর্যন্ত—

কালি। আচ্ছা, বিবাহের রাত্রি তুমি "এনজয়" করেছিলে?

দোয়ারি। আঃ! সে আর জিজ্ঞাসা করো না, তখন গুলিটা কিছু অধিক খেতাম। বিয়ে করতে বেরবার আগেত বাড়ীতে কশে দুচার ছিটে টেনে গিয়েছিলাম। তারপর ত ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে সভায় গিয়ে বস্‌লেম্‌। সকলে আবার আমাকে "কোয়েসচন" জিজ্ঞাসা করে, আমিত কিছুতেই উত্তর করলেম না। আর জানিনে যে, কি উত্তর করব, তার পর ত ভাই শুনলেম, রাত দুকুর একটার সময় লগ্ন। আমার ত পিলে অমনি চম্‌কে উঠলো। সভায় চারিদিকে লোক, ছিটে গুলি খাওয়া দূরে থাক, এক ছিলিম তামাকও খাওয়া ভার। তারপর কত কষ্টে লগ্ন উপস্থিত হলো। ছাল্‌না তলায় আমাকে দাঁড় করালে। আর ভাগ্‌গিশ নাপিত বেটার সঙ্গে শড় ছিল। তাই চার চক্ষুর মিলনের সময়, নাপিত বেটা ধাঁ করে আমাকে এক ছিটে গুলি সেজে দিলে। বোধহয় আগে থাকতে সেজে রেখেছিল। আর বেটা চাদরখানা বেশ করে আমার মাথায়, আর কোণের মাথায় মুড়ি দিয়ে দিলে। যদি কেউ দেখে বোলে, খুব মুখ্‌খাস্ত করে গালাগালি দিতে লাগলো! গালাগালির ভয়ে কেউ এগুলো না। আমি ত

বেশ করে শেষটান্‌টী টেনে নিলেম। তবে একটু সুস্থির হই। তারপরে অন্য অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যে মজা,—সে আর কি বল্‌বো। শেষে প্রদীপটা নিবান পর্য্যন্ত হয়েছিল। সেই পর্য্যন্ত আমার এক খুড়শাশুড়ীর সঙ্গে ভারি ভাব হয়ে যায় সকলে টের পেয়েছিল যে, বাবা—আচ্ছা জামাই!

কেদার। আচ্ছা বাসর ঘরে কি এমন মন্দ ব্যবহার হয়? ভদ্রলোকের স্ত্রীদের চরিত্র কি এমন মন্দ? আমার ত বিশ্বাস হয় না।

দোয়ারি। আমি কি তোমাকে মিথ্যা করে বল্‌চি!

কালি। আমি যতদূর জানি (কেন না আমারও একসময় বিবাহ হয়) আর আমিও বাসর ঘর "এনজয়" করিছি। কিন্তু আমি বলতে পারি যে, বাসর ঘরে যে সকল স্ত্রীলোক যায়, সকলেরি যে চরিত্র মন্দ তা নয়। কিন্তু তাও বলি, তাদের ভিতর অনেকে ফোচ্‌কে থাকে, আর কারো কারো চরিত্র মন্দ।

কেদার। আমাদের দেশের এরকম বিবাহর প্রথা শুনলে, বিবাহর প্রতি ঘৃণা জন্মে। আমি এই পর্য্যন্ত "প্রমিস" করলেম যে, আর বাঙ্গালী মতে বিবাহ করবো না। (এই বলিয়া বিছানার উপর এক ঘুসো)

দোয়ারি। এঃ এঃ, ও কালি। কেদারটা নিতান্ত খেপেচে? ওতে আর পদার্থ নেই। (কেদারের প্রতি) বাসর ঘরে কেউ কেউ একটু আমোদ করে বোলে, তুমি কি না একেবারে বাঙ্গালী বিয়ে করবে না। তুমি বাবা, এত সতি হলে কবে? এইতো পরশু দিন মুক্তার কাছে গিয়ে বিলক্ষণ মজা করে এলে, তাতে বুঝি দোষ নেই, আর ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদের ভিতর একটু আদ্‌টু আমোদ করতেই যত দোষ।

(পেঁচোর বোতল লইয়া প্রবেশ)

কেদার। দেখ দোয়ারি! তুমি বকো না। তোমার মন যেমন, তুমি ভাব সকলেরি সেইরূপ। তুমি অন্য লোকের মনের ভাব বুঝতে পারনা। আমি যদি কোন বেশ্যালয়ে যাই, (আমি জানি যে সে কাহার স্ত্রী নয়, তাহার স্বামী নাই) আর নাই যাই, তাহার চরিত্র কখন ভাল থাকবে না। আমার স্ত্রী নাই যে, অন্য স্ত্রীলোকের নিকট গেলে আমার স্ত্রীর প্রতি "অন্‌ফেৎফুল" হওয়া হবে, কিম্বা আমার স্ত্রী মনে দুঃখু পাবে। আর আমাদের মনে "ন্যাচুরেলি" যে সকল "এ্যাপিটাইট্‌স" আছে, তাদেরও "স্যাটিস্‌ফ্যাকশান" চাই। আর যদিও আমি অন্য স্ত্রীলোকের নিকট না যাই, তথাপি আমার মনকে সম্পূর্ণরূপে মন্দ ভাব থেকে বিরত রাখতে পাবি না। আর আমার মতে মনে ভাবা আর কর্ম্ম করা প্রায় সমান। কিন্তু তাই বোলে, যে ব্যক্তি কোন নির্ব্বোধ অবলাকে ঘর থেকে, স্বীয় স্বামীর কোল থেকে, তার মা. বাপ, ভাই, বোন সকলের কাছ থেকে বার কোরে নিয়ে যায়, সমাজ থেকে জন্মের মত বিদায় লওয়ায়, আর পরিণামে তাকে ত্যাগ করে, এমন ভয়ানক পামর পাশণ্ডের মুখোদর্শনও করতে নেই। যাহারা এমন করতে চেষ্টাও পায়, তাহারা ভদ্রলোকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। যেমন পাগ্‌লা কুকুর, পাগ্‌লা শেয়াল দেখ্‌লে, সকলে মেরে ফেলবার চেষ্টা পায়, সেইরূপ এমন ভয়ানক লোক, সমাজের মধ্যে থাকিলে তাহাকেও সেইরূপ যত্নের সহিত সমাজ থেকে দুর করে দেওয়া সকলেরি উচিত। আর এই কুলটা স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ অপেক্ষা, চিরকাল আইবড় থাকা সহস্র গুণে ভাল।

দোয়ারি। (কেদারের মাথায় থাব্‌ড়াতে থাব্‌ড়াতে) বস্‌ বস্‌, থামো বাবা, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। একটু জিরোও। কালি! কেদার আমাদের দ্বিতীয়-কেশব সেন কিম্বা "রেভারেন্ট"

কালাচাঁদ হয়ে পড়েছে!

কেদার। যাও যাও দোয়ারি! তুমি ঠাট্টা করো না, তোমার ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না। আমি যা বল্‌ছি, তা তুমি কি বুঝবে?

দোয়ারি। আমরা ভাই মুখখু সুখখু মানুষ। আমরা তোমার "লেকচার" কেমন করে বুঝবো বল।

কালি। যাক যাক ওসব কথায় কাজ নেই, এখন একটু গ্রেপের জুস পান করে মনকে শীতল করা যাক্। (তিনটি গ্ল্যাস পূর্ণ করিয়া কালি দণ্ডায়মান হইয়া)

যদিও আমরা দেখছি যে, কেদার বিবাহ করবে না, "প্রমিস" করিয়াছেন, তবুও আমরা নাকি জানি হরিহর বাবুর সুন্দরী কন্যা নলিনীর সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যে বিবাহ হবে; সেইজন্যে আমি কেদারবাবুর বিবাহের "অনারে ড্রিঙ্ক" করি, "এ প্রসপারাস ম্যারেজ টু মিস্টার কেদার"!

(কেদার ব্যতীত সকলের মদ্যপান)

কেদার। আমি জানি; সে বিবাহ হবে না। আমার বিবাহ করতেও ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমার দুই বন্ধুর বিবাহ হয়েছে। আমি তাঁদের স্ত্রীর "হেল্‌থ ড্রিঙ্ক" করি।

কালি। এইত বাবা, এদিকে বিবাহ করবে না, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পছন্দ হয় না, আমাদেরো পছন্দ হয় না, কিন্তু আমাদের স্ত্রীকে তুমি বেসত পছন্দ কর! "বাইরণের প্রিন্সিপাল" কি জান "লাভ নট্ ইওর নেবারস, বাট লাভ ইওর নেবার ওয়াইভ্‌স।"

কেদার। "অল অনার ডিউ টু দি ফেয়ারার সেক্স।"

দোয়ারি। আর ইংরাজি কি কাজ বাবা, বঙ্গালা কথা কও। যা দুটো একটা বুঝতে পারি।

কালি। ওহে পাঁটা টাঁটা কিছু আছে?

কেদার। প্রস্তুত নেই, বলত "অর্ডার" করে দিই।

দোয়ারি। সে কাজ নেই, তুমি মোছলমানের দোকান থেকে কিছু কাবাব আনতে বলো। তা নাহলে পাঁটা তয়েরি কত্তে রাত্তির দুকুর হবে।

কেদার। কালি, তোমার কাবাব খেতে কোন 'অব্‌জেক্‌সন' নেই?

কালি। না "অবজেক্‌সন" নেই, কিন্তু মোছলমান বেটারা পাঁটার নাম করে প্রায় গরু দেয়!

দোয়ারি। তুই বাবা, ওঠ, তোর মদ খেয়ে কাজ নেই। মা ভগবতি খাবিনা ত খাবি কি? খাবি খাবি?

কালি। খাবি খেয়ে কাজ নেই, আর একটু একটু মধু ঢাল।

(দোয়ারি সকলকে ঢালিয়া দিয়া, সকলের সহিত গ্ল্যাসে গ্ল্যাসে ঠেকাইয়া মদ্যপান)

কেদার। পেঁচো, মোছলমানের দোকান থেকে চার আনার কাবাব নিয়ে আয়।

(পেঁচোর প্রস্থান)

কালি। কেদার। তুমি ভাই বেস "সার্ভেন্ট" পেয়েছ। আমাদের বাড়ীর চাকরগুলো পাঁটা পর্য্যন্ত ছোঁয় না। কি ছোটলোক, কি ভদ্রলোক, আজকাল কেউ বড় জাৎ মানে না। কিন্তু এক একজন এখনো এমন হিঁদু আছে যে তারা দুর্গা নাম না লিখে জল খায় না।

কেদার। ক্রমে ক্রমে সকলি লোপ পাবে। সকলে টের পেয়েছে যে ইংরেজরা ক্রমে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একেবারে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কাজে কাজেই লোকেরা দেখচে দেবতাদের পূজা করা, কেবল অরণ্যে রোদন!

দোয়ারি। তবে তোমার মতে হিন্দুধর্ম্ম কোন কাজের নয়?

কেদার। হ্যাঁ; ছেলেদের পুতুল খেলাবার কাজে আসতে পারে।

দোয়ারি। তুমি হিন্দু ধর্ম্মের কি বোঝো?

কালি। তোমরা ততক্ষণ ঝক্‌ড়া কর, আমি সেই অবকাশে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেই।

কেদার। হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা এ "প্রূভ" করা এত সহজ, যে আমি তোমার সঙ্গেও "সাব্‌জেক্ট" তর্ক করা "ওয়ার্থ হোয়াইল" না মনে করে, কালির মতে মত দিয়ে যাতে "বটল" শীগ্‌গির "ফিনিস্‌ট" হয়, তাতে আমি যত্নবান হলেম।

দোয়ারি। আমার একলা বকা নিতান্ত পাগলামি, ভেবে আগে থাকতে আমার গ্ল্যাস পরিপূর্ণ করলেম। (সকলে "ব্রাভো ব্রাভো" সকলের মদ্যপান)

(পেঁচোর চাট লইয়া প্রবেশ এবং কল্‌কে লইয়া প্রস্থান)

দোয়ারি। সে দিন ভারি মজা হয়ে গিয়েছে।

কালি। কি রকম?

দোয়ারি। সে দিন আমি কালেজ স্ট্রিটের কাছ দিয়ে আস্‌চি, দেখিনা অনেক লোক একত্র হয়ে একজন সাহেব আর একজন বাঙ্গালীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মনে কল্‌লেম, কাণ্ডখানা কি দেখ্‌তে হবে। এই মনে করে একজনের বগলের ভিতর দিয়ে দেখি না, যিনি সাহেব তিনি হাত পা নেড়ে চক্ষুঃ আকাশ দিকে করে বল্‌চেন, "আইস ভেড়া টিড়িগণ টোমাডেড় অণ্টকাড় হইটে, আলোটে লইয়া যাই। টোমড়া কুসংস্কাড়-কূপে পড়িয়া খোঁড়া হইয়া গিয়াছ। আইস তোমাদের পায়ের ব্যথা ভাল করি।" সাহেব যখন এই সকল কথা বলছেন, তখন গোটাকত মুটে মজুর সাহেবের দুই চক্ষেঃ দুই মুটো ধুলো দিয়েছে আর রেভারেন্ট বাঙ্গালী যিনি ছিলেন তাঁর টুপি কেড়ে নিয়ে মাথায় এক মুটো ধুলো মাখিয়ে দিলে, আর সকলে "হরিবোল হরিবোল" বলে চিৎকার করে চলে গেল।

কেদার। তুমি কেন তাদের এমন ব্যবহার কর্ত্তে বারণ করলে না?

দোয়ারি। কাদের বারণ কর্ব্বো?

কেদার। কেন রাস্তার লোকদের?

দোয়ারি। এটা কোথাকার পাগোল হে! আমি বারণ কল্লে কি এত রগোড় হতো?

কালি। তুমি যদি বারণ কর্ত্তে, তাহলে তোমাকেও খৃষ্টান ভেবে, তোমার মাথায়ও চোকে ধুলো দিতো।

দোয়ারি। তার আর ভুল আছে। যে মরে, সে মরবে। আমার মাথা ব্যথায় দরকার কি?

কেদার। তোমার কি "লজিক"! তুমি বোলে নয়, প্রায় সকল বাঙ্গালীই তোমার মতো "থিঙ্ক" করে।

দোয়ারি। যারা তোমার মত পাগোল, আর যারা খৃষ্টান্‌দের গোঁড়া, তারাই তোমার মত ভাবে।

কালি। "ডোয়ারি ইওর আরগুমেন্ট সিমস টু বি ভেরি রিজনেবেল, দেয়ার ফোর ইউ মাষ্ট প্লীজ মি ইন্ এ গ্ল্যাস অফ ব্র্যান্ডী"। (কালি এবং দোয়ারির মদ্যপান)

কেদার। (স্বগত) আমার এদের "কম্প্যানী"তে "মিকস" করা উচিত নয়। এরা একটাও ভাল "থট এপ্রিসিএট্" করতে পারে না। এরা খালি মদ খাবে, মাতলামী করবে এই জানে। পৃথিবীর মন্দ ব্যতিরেকে, ভাল করতে জানে না। এদের "বিস্‌ট" বল্লেও বলা যায়, মানুষ বল্লেও বলা যায়। ভদ্রলোকের যে কি "ডিউটি" কিছুই জানে না। এদের কোন "প্রিন্‌সিপল্" নেই। যাদের "প্রিন্‌সিপল্" নেই যারা সমস্ত দিন রাত "ব্যাড থট্‌স" "ব্যাড একসন্‌স" নিয়ে আছে, যাদের মন "হেল"লের চেয়েও "ডার্ক" আর "টেরিবল্" তাদের সঙ্গে কোন ভদ্রলোকের বেড়ান উচিত নয়। আমি কি "আন্‌ফরচুনেট" কি "মিজারেবল" যে এমন "কম্পানি"তে আমাকে "মিক্‌স" করতে হয়। আর কি সেই ছেলেব্যালাকার "সিমপ্লিসিটি"

আর "থটলেসান্স" আমার মনকে শীতল করবে? (দীর্ঘনিশ্বাস)

কালি। কিহে! তুমি যে দুই তিন গেলাস খেয়েই নিঝঝুম মেরে গেলে। আর একটু খাও না? (মদের গ্লাস কেদারের মুখের নিকট দেওন এবং কেদারের মদ্যপান) "ওএল" কেদার! তোমার বিবাহের কি হলো?

কেদার। আমার বিবাহ করবার ইচ্ছা নাই। বাবাকেও আমি "কনভিন্‌স্‌" করেছি যে, বিবাহ করা আমার পক্ষে এখন ভাল নয়।

দোয়ারি। আমার শালির সঙ্গে না তোমার বিবাহর সম্বন্ধ হচ্ছে।

কেদার। হচ্ছিল বটে, কিন্তু এখন সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গিয়েছে।

কালি। তুমি বিবাহ কর্ব্বে না কেন?

কেদার। আমি বিলাতে যাব।

কালি। বিলাতে যাবে? (সকলের গ্লাসে মদ ঢালিয়া) "হ্যাপি সাক্‌সেস টু ইওর আন্‌ডার টেকিং"।

(সকলের মদ্যপান)

দোয়ারি। আর কেন বাবা বিলাতে মত্তে যাবে। এখানে কি "ইংলিষ লেডিস্‌" নাই?

কেদার। সকলেই কি বিলাতে "ইংলিষ লেডিস্‌" এর জন্যে যায়?

দোয়ারি। তার আর ভুল আছে!

কালি। (সকলের গ্লাস পূর্ণ করিয়া) "লং লিভ্‌ আউয়ার হ্যাপিঁ ব্র্যাইড্‌গ্রুম্‌ এণ্ড ইংলিষ ব্র্যাইড"

(সকলের মদ্যপান)

দোয়ারি। বাবা! কে "থিয়েটার" শুনতে যাবে বল?

কেদার। কোথায় "থিয়েটার" হবে?

কালি। যোড়াসাঁকর "থিয়েটার" কিন্তু আচ্ছা! এত "থিয়েটার" শোনা হয়েছে, কিন্তু অমন জম্‌কাল "থিয়েটার" কোথাও শোনা হয়নি।

দোয়ারি। যা বল যা কও, কিন্তু আমার ত "থিয়েটার" ভাল লাগে না। তাও বলি, নাটক ভাল না হোলে "থিয়েটার" ভাল হবে কেমন করে? এখনকার নাটক সকল প্রায় এক প্রকার। এখন দেখবে, "স্ক্রীন" উটতেই একজন নট আর নটী উপস্থিত। নট বল্লেন, প্রিয়ে একটী গীত গাওত, প্রিয়ে একটু কাকুতি মিনতির পর অমনি "ই-ই" করে সুর ধল্লেন।

কালি। "ও ইয়েস্‌ ও ইয়েস্‌" "পারফেক্‌টলি রাইট"। দোয়ারি। "হিয়ার হিয়ার"।

কেদার। আবার দেখ, সকল নাটকেই একটু একটু কবিতার বুকনি আছে। নাটক লেখকের "অবজেক্ট" হচ্চে, যা যথার্থ ঘটে তাই রিপ্রেজেন্ট করা। মুখে মুখে কেহই কখন "পইট্রিতে" কথা কয় না। আর প্রায় সকল নাটকেই একটী করে বিদুষক লেগেই আছে। দুই একখানি ছাড়া এখনকার প্রায় সকল নাটকই পাগলামি!

দোয়ারি। "হিয়ার! হিয়ার!" অতএব এস সকলে এক এক ঢোক অমৃত পান করা যাক।

(সকলের মদ্যপান)

দোয়ারি। কে "থিয়েটার" দেখতে যাবে বল?

(রাগিণী সুরট্‌ মোল্লার তাল খেমটা।)

কালি। "করুণা ময়ি মা—তোমায় ভাতে দিয়ে খাব।"

কেদার। টিকিট কোথায়?

কালি। "তেল চাইনে নুন চাইনে—চট্‌কে মট্‌কে খাব"

দোয়ারি। (দণ্ডায়মান হইয়া নাচিতে২ এবং হস্ত নাড়িতে২) করুণাময়ি মা—তোমায় ভাতে

দিয়ে খাব।

(কালি এবং দোয়ারি) "তেল চাইনে নুন চাইনে চট্‌কে মট্‌কে খাব।"

কেদার। (স্বগত) এরাত সকলে তয়েরি হয়েছে দেখ্‌ছি।

দোয়ারি। প্রিয়ে নটী! একবার সভায় এস, তোমার সঙ্গে সকলে আলাপচারি করবেন।

কালি। (চাদরখানি ঘোমটার মত করিয়া মাথায় দিয়া, দোয়ারির দাড়ি ধরিয়া) কি বল্‌ছো প্রাণ?

দোয়ারি। প্রি-প্রি-প্রিয়ে! তুমি এই সভাতে ভদ্র লোকদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর; একটী গীত গাও।

কালি। ই-ই-ই—

কেদার। ওহে! তোমরা পাগল হলে নাকি?

কালি। "রোমান্‌স্ কান্ট্রিমেন, এ্যান্ড লভারস্" আমার ফ্রে-ফ্রে-ফ্রেণ্ড" যা বল্লেন, আমি তাতে সেকেন্ড কল্লেম।

দোয়ারি। হিয়ার! হিয়ার! অর্ডার। ডিজর্ডার। আমি ওতে "থার্ড" কল্লেম।

কেদার। ওহে! তোমরা "থিয়েটার" দেখতে যাবে না?

দোয়ারি। ও ইয়েস! আমি যাব।

কেদার। দোয়ারি! যদি "থিয়েটার" দেখতে যাওয়া যায়, তাহলে টিকিট কোথায়?

দোয়ারি। আমি দেব, তোমার কিছু ভাবনা নাই চাঁদবদনি।

কেদার। কৈ, দ্যাও দেখি?

দোয়ারি। তো-তো-মায় আমি স-সব দিতে পারি। এই নাও টিকিট নাও—এই নাও আ-আমার চা-চাদর নাও; এই নাও আ-মার ষ্টিক্ নাও—এই নাও আ-আমার কা-কাপড় নাও।

(উলঙ্গ হইতে উদ্যত)

কেদার। "হোয়াট্‌স্ দ্যাট" "হোয়াট্‌স্ দ্যাট" চল চল সকলে উঠ। দেরি করে গেলে "সীট" পাওয়া যাবে না। (স্বগত) এদের বিদেয় কত্তে পাল্লে বাঁচা যায়।

কালি। আ-আমি হরকালির কাছে যাবো, আমাকে তো-তো-তোমরা ছেড়ে দাও।

কেদার। আচ্ছা চল হরকালির কাছে যাই। কি বলো দোয়ারি?

দোয়ারি। বেশ্ বেশ্! অতএব আমি ফিরিয়ে নেই আমার বস্‌বরে স্থান।

কেদার। আবার বস্‌লে কেন হে?

দোয়ারি। আমি বা-জহরের কাছে যাব।

কেদার। আচ্ছা তাই চল, বসে থাক্‌লে আর কি হবে? (কেদার কালিকে ধরিয়া উত্তোলন এবং সকলের গাত্রোত্থান)

(সকলের গমন ও দোয়ারির গীত)

"হরিবোল হরিবোল বোলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে"

(যবনিকা পতন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(চোরবাগান হরকালির গৃহ)

হরকালি এবং তাহার মাতা আসীন।

হরকালির মাতা। আমি যা বলি তাত তুই শুন্‌বিনে। তোর আপনার কথাই বেম্মাস্তর[৩]। কথায় বলে "আমি মরি ঝি ঝি করে, ঝি মরে ভাতার ভাতার করে।" তাই হয়েছে তোর।

হর। কি কর্ব্বো তাই বল না কেন? আমি অমন সুধু সুধু মুখ নাড়া সইতে পারি নে।

হর-মা। কেন? মুখে কি কথা নেই, বল্‌তে পার না আমার এটা-ওটা চাই? এই কতদিন ধরে মনে কচ্চি কালিঘাটে গিয়ে একবার মার মুখ্‌খানি দেখি। এ আজ পর্য্যন্ত আর হলো না! তুই যদি মুখ ফুটে না বলিস্‌, আমি বল্‌বো নাকি? আজ দশ টাকা চেয়ে নিস্‌।

হর। তার কাছে যদি টাকা না থাকে?

হর-মা। টাকা না থাকে? ও মা আমি কোথায় যাব! এমন পাগল মেয়ে কেউ কখন দেখেচো গা! কালিবাবু তোকে রেখেচে। ব্রজগোপাল কেবল ফাঁকি দিয়ে রোজ রোজ মজা করে যায়। যদি সে কালেভদ্রে দু'পাঁচ টাকা না দিতে পারবে, তবে তার এখানে আসার কি প্রয়োজন? তুই কি কেবল ভূতের ব্যাগার খাটবি নাকি? দেখ্‌ হর! তুই যদি অন্য লোকের কুমন্ত্রনা শুনে আমার কথা তাচ্ছল্যি করিস্‌, তা হলে তোর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে। কথায় বলে "গুরুর কথা না শুনলে কানে, প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে" তুই দেখিস্‌, দেখিস্‌!

হর। আচ্ছা আজ না হয় কাল্‌কে বল্‌বো।

হর-মা। এর আবার আজ কাল কি? টাকা নেই টাকা চাবি, যে দিতে পারবে সে থাক্‌বে। যে না দিতে পারবে, সে পথ দেখ্‌বে। তোর ঢং দেখলে লোকের গায় জ্বর আসে। বুড় মাগি হলি এখনো আক্কেল হলো না?

হর। হেঁ গো হেঁ—আমি বুড়ো, তোমার মত যুবতী ত আর নেই? আমার যা ভাল বোধ হয়, তাই আমি কর্‌বো, তুই যা।

হর-মা। বলি হেঁলা হর! তোর যে বড়ো চোপা[৪] হয়েচে দেখ্‌চি? আমাকে অমন করে বলিস্‌নে, মুখে কুড়িকিষ্টি[৫] বেরুবে।

হর। কি বল্লি? মুখে কুড়িকিষ্টি বেরুবে? হেঁলা সর্ব্বনাশি? তুই জানিস্‌নে তুই কে? আমি যদি তোর পেটে হতেম, তা হলেও তুই আমাকে অমন শক্ত শক্ত কথা বল্‌তে পাত্তিস্‌নে। তুই কি না চাক্‌রানি! হলি ছোটলোক, ছোট জাত। আমার এমনি পোড়া কপাল যে, তোকেও আমার মা বল্‌তে হয়!!

হর-মা। আচ্ছা বাবু আচ্ছা, তোমার ঘর সংসার নিয়ে তুমি থাকো, আমি চল্লেম। কিন্তু বাবা তোমার নাকের জলে চকের জলে হবে! (হরকালির মাতার প্রস্থান)

হর। (স্বগত) কি আশ্চয্যি! আগে মনে করেছিলেম যে কত সুখে থাকবো, কত টাকা রোজগার কর্ব্বো। নিত্তি নিত্তি নতুন মজা করবো। কিন্তু সে সকল চুলোর দোরে গেল! এখন কি না যে মাগী চাক্‌রাণি ছিল, তার লাতি ঝাঁটা খেতে হচ্চে! কিন্তু কি করবো আমার দোষ নেই। বিয়ে হলো একটা বুড়োর সঙ্গে। বচর ফিরে আসতে না আস্‌তেই বুড়ো গেল মরে! বাপের বাড়ীর লাঞ্ছনার আর শেষ রইল না; একটা চাকরের সঙ্গে হেঁসে কথা কয়েছিলাম বোলে, দাদা মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই এই নাপ্‌তেনি মাগির কুহকে পড়ে আমি এই পথ নিলেম। এখন কি না ওকে মা বলতে হচ্চে, ওর গালাগালি সহ্য করতে হচ্চে! কবে যে এ ছার কপালে পোড়া আগুণ লাগ্‌বে, তা আর বলতে পারিনে। এখুনি এই, এরপরে যে কপালে আরো কত কি আছে, তাও বলা যায় না। (দীর্ঘনিশ্বাস) (আরশি লইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে) আমার চেহারা খানা নিতান্ত মন্দ নয়। যদিও একটু কাল বটে, কিন্তু কৃষ্ণও ত কাল ছিলেন, তবে কেমন করে অত গোপিণীর মন হরণ করেছিলেন! আমার নাকটি বেস। যদিও একটু ছোট্ট আর অল্প মোটা বটে, কিন্তু যেমন মুখ তাতে মানিয়ে

গিয়েছে। মুখ চোকের ত কথাই নেই চোক একটু ট্যারা, কিন্তু স্ত্রীলোকের ডান চোক ট্যারা হওয়া সুলক্ষণ। সে যা হোক, আমার কি খাসা চুল। যদি মাথাঘসা দেওয়া তেল মেখে মন্দের চাড়ডি চুল না উঠে যেতো, তাহলে কি খাসা দেখতে হতো! হঠাৎ যদি আমাকে কেউ দ্যাখে, তাহলে নিশ্চয় মোহিত হয়ে যায়। তা না হলে কালিবাবু আমাকে দেখা পর্য্যন্ত, একেবারে পাগলের মত হয়ে যায়! আমাকে চোক ঘুরালে কিন্তু চমৎকার দেখায়। (চক্ষুঃ ঘূর্ণায়মান) মা মাগি বলে কি না আমি বুড়ো হইছি। তিরিশ, বত্রিশ বচরে কেউ কখন আবার বুড়ো হয়? তাতে আবার স্ত্রীলোকের বয়েস!

(নেপথ্যে—এই-এই হর-ও-ও কালি এই ও-দ-দ-দরজা খোল—)

হর। কেগা? এ যে ভারি রঙে এসেছে দেখ্‌চি। কে বল, তবে দরজা খুলে দেব?

(নেপথ্যে—"ইউ ষ্টু পিড"—আমি-আমি-আমরা।)

হর। তুমি কে? তোমরা কে?

নেপথ্যে। (বিকট স্বরে) "তুমি কে— তোমরা কে!"

তোমার ভাতার—

হর। কালিবাবু?

নেপথ্যে। (বিকট স্বরে) "কালিবাবু!"

হর। আর কে?

নেপথ্যে। (অন্য এক স্বরে) কু-উ-উ—

হর। (দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া) উটি কে? কোকিল পাকি না:কি?

(দোয়ারি, কালি এবং কেদারের প্রবেশ।)

দোয়ারি। (কু-কু করিতে করিতে হরকালির সম্মুখে মুখোব্যাদন পুর্ব্বক দণ্ডায়মান)

হর। কালিবাবু! এটীকে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলে? রাজেন্দ্র মল্লিকের চিড়িয়াখানা ত কাছেই আছে, এমন জায়গা থাকতে এখানে নিয়ে এলে কেন? যদি কিচ্‌কিচ্ কোরে আঁচড়ায়, কামড়ায়, তা হলে শিক্‌লি কোথায় পাব?

দোয়ারি। আর শিক্‌লিতে কায নেই বাবা! তোমার রূপেতে অধীনকে এমনি বেঁধেচো যে যদিও কিচ্‌কিচ্ করি তাহলে তোমার ঐ শ্রীচরণে পড়েই কর্ব্বো!

হর। মরি মরি তোমার বালাই নিয়ে মরি!

দোয়ারি। শাঠ! ষষ্টির দাস, বাবাঠাকুরের দাস, মা ঠাকুরের দাস। অমন কথা বল্‌তে আছে? তুমি মলে এত রাত্তিরে আমরা কার কাছে মর্ত্তে যাব? (পদধূলী হরকালির মাথায় অর্পণ করিয়া) চিরজীবী হও। আমার বগোলে যত চুল তত তোমার প্রমাই[৬] হোক। হাতের নোয়া ক্ষয় যাক।

হর। মরণ আর কি! এতো ভাল জ্বালাতন করলে গা! রাস্তার যত ধুল কাদা মাথায় দিলে!

দোয়ারি। বাবা! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তাতে কোন দোষ নেই।

হর। ব্রাহ্মণই হও, আর শুদ্দুরই[৭] হও; তা বলে আমার মাথায় ধুলো কাদা দেবে? আমার মাথা কি আস্তাকুড়? যেমন রূপ তেমনি গুণ!

দোয়ারি। কেন মন্দটা কি দেখ্‌লে? আমাকে কি পছন্দ হয় না? (মুখোব্যাদন করতঃ হরকালির দিকে আগমন)

হর। সর সর। আমার অমন রূপ হলে আমি একগাছি দড়ি আর কলসি নিয়ে ডুবে মত্তেম।

দোয়ারি। তবে তুমি এখনও বসে আছ কেন?

কালি। আঃ দোয়ারি কি করিস? হর ব্র্যাণ্ডি বোলাও। জল্‌দি ব্র্যাণ্ডি বোলাও।

হর। বেস্‌ত তয়ের হয়েছো, আর ব্র্যাণ্ডি কাজ কি?

কালি। না না ব্র্যাণ্ডি বোলাও।

হর। (উচ্চৈস্বরে) ও ভবি! ভবি! মাগি গেল কোথায়? (দ্বারের নিকট গমনপূর্ব্বক, উচ্চৈস্বরে) ওলো ভবি—ও ভবি। মাগি মরেছে। তোমরা বোসো আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি।

(হরকালির প্রস্থান)

কেদার। কালি তোমার কি পছন্দ! এ যে ঠিক জ্বোলার পেৎনি। একে আবার তুমি মাইনে দিয়ে রেখেছ?

কালি। আরে দূর! কালো হলে কি হয়? বাবা—

দোয়ারি। মুখে আগুণ তোমার।

(হরকালির প্রবেশ)

কালি। "কাম এ্যাণ্ড সিট বাই মি"।

হর। আ মলোরে!

কেদার। কি হয়েছে?

হর। দেখুন দেখি মশাই! মাগিকে রাখা অবধি দেখ্‌লাম না যে, কোন দিন এক ডাকে উত্তর দিলে। আর যদিও কখন উত্তর দ্যায়, তা হলে য্যান কাম্‌ড়ে খেতে আসে! মাগির ঠ্যাকারে[৮] মাটিতে পা পড়ে না। অনেক অনেক চাকরাণি দেখিচি, বাবু এমন বজ্জাৎ মেয়ে মানুষ কোনখানে দেখিনি।

কেদার। এখন একবার তাকে ডাক, তামাক দিয়ে যাগ। তোমরা যে মদ আস্তে বল্‌চো, এখন মদ পাবে কেন? এত রাত্তিরে যে, সমুদায় দোকান বন্দ হয়ে গিয়েছে?

কালি। "ওঃ নো"

দোয়ারি। এত দিন কোল্‌কাতায় থেকে বুঝি এ জান না?

কেদার। কি বল দিকি?

দোয়ারি। সকল দোকানেই একটা কোরে প্রাইভেট দরজা থাকে, সেইখানে দু একজন লোক নিয়ত দাঁড়িয়ে থাকে। যদি কেউ মদ নিতে যায় কি খেতে চায়, তাকে আস্তে আস্তে সেই দরজা দিয়ে নিয়ে যায়।

কেদার। প্রাইভেট্‌ দরজা খোলা থাকে না দেওয়া থাকে?

দোয়ারি। দেওয়া থাকে। বাইরেব লোকেরা ইসারা কল্লেই অমনি ভেতর থেকে একজন খুলে দেয়।

কেদার। "ওপ্‌ন্‌ সি স্যাম" নাকি?

দোয়ারি। প্রায়।

কেদার। আচ্ছা পুলিষে এর কিছু জানে?

দোয়ারি। কেন জান্‌বে না? ইনিস্‌পেক্টারদের সুমুক[৯] দিয়ে "কে ডাকে কে ডাকে" বোলে রাত্রে বিক্রি করে, ওরা কিছুই বলে না।

কেদার। তবে আমাদের দেশের পুলিষ তো চমৎকার! কেবল পীড়নের সময় তৎপর!

দোয়ারি। বাবা চুপ কর। আমাদের ও সকল কথায় কাজ নেই।

(ভবর প্রবেশ)

ভব। কি আস্তে হবে বলো?

কালি। এক বোতোল দু-নম্বরের এক্‌শা নিয়ে এস। এই দুটো টাকা ন্যাও। (ভবর প্রস্থান)
দোয়ারি। এক ছিলিম তামাক দিতে বল্লে না?
হর। আর ও মাগিকে ডেকে কাজ নেই। আমি তামাক সাজ্‌ছি।

(হরকালির কল্‌কে লইয়া প্রস্থান)

দোয়ারি। আমার ত নেশা সব ছুটে গিয়েছে।
কেদার। আমার ত নেশা প্রায় হয়নি।
কালি। "ওইএস্"! আমারও নেশা আদতে নেই।

(হরকালির কল্কে লইয়া প্রবেশ)

দোয়ারি। চাবুক লাগান যাক্ বাবা! (ধূমপান)
কেদার। ওহে চাটের কি হবে বল দিকি?
হর। আমার কাছে গোটা কত নেবু আছে দিচ্চি।
কালি। তাতে হবে না। আমার খিদে পেয়েচে, কিছু জল খাবার চাই।
কেদার। আচ্ছা তোমরা বোসো। আমি নিয়ে আশ্চি।
কালি। চল সকলে যাই।
দোয়ারি। বেশ কথা। (কালি, দোয়ারি এবং কেদারের প্রস্থান)
হর। (স্বগত) পুরুষ মানুষ কেমন স্বাধীন জাৎ! যারা এসেছিল, বোধ হয় সকলের ঘরে স্ত্রী আছে, কিন্তু তবুও কেমন মজা করচে। (কিয়ৎক্ষণ পরে) পানগুলো সাজি, আবার বাবুরা এখুনি আস্‌বে (পান সাজাতে সাজাতে গীত)

রাগিণী বাহার বাগেশ্বরী—তাল আড়াঠেকা।

বল সখি অরসিকে কি জানে প্রেমধন হায়!
মুখে কি বলে সকলে অনুভবে বোঝা যায়।
কোথায় এ শোনা যায়, অবলা মুখ ফুটে কয়,
প্রেম করিব আয় আয়, শুন্‌লে সখি হাঁসি পায়॥

নেপথ্যে। সাবাস বাবা! সাবাস!
(অন্যস্বরে)। প্রাণ কেড়ে নিয়েছ বাবা!
হর। এলে?
নেপথ্যে। হেঁ-বা-দ-দরজা খো-খোল।

(হর কর্ত্তৃক দ্বার উদ্‌ঘাটন। দুই মাতালের প্রবেশ)

হর। তোমরা কে গো?
১ম মা। আমরা বিদেশী বাবা। তোমার কাছে আজ অতিৎ[১০] হলেম।
হর। তোমরা বাবু এখান থেকে যাও। আমার মানুষ এখনি আস্‌বে। সে এলে আর রক্ষে রাখ্‌বে না।
২য় মা। বাবা! সেকি তোমার মানুষ, আর আমরা কি তোমার এঁড়ে?
হর। সত্যি সত্যি তোমরা শীগ্‌গীর যাও। ঐ তারা আশ্‌চে বুঝি!
১ম মা। বাবা। তোমাকে একলা রেখে যে আমরা যেতে পারিনে?
নেপথ্যে। "কোন্ হ্যায় রে শূয়ার কি বাচ্ছা! আবি মুণ্ডু লেঙ্গে রও শালে।"

(দোয়ারি, কালি এবং কেদারের প্রবেশ)

১ম মা। কে বাবা তোমরা?

কালি। তুই শালা কে? তুই আমার ঘরে আসিস্ তোর এত বড় যোগ্যতা! হর এরা এলো কেমন করে?

হর। তোমার নাম করে দরজা ঠেল্‌তে লাগ্‌লো, আমি ভাবলেম বুঝি তোমরা এলে। তাই দরজা খুলে দিলেম। তারপর দেখি না, দুই নব কাত্তিক এসে উপস্থিত!

২য় মা। মেয়ে মানুষ রসিক আছে বাবা।

দোয়ারি। পাজি অন্তজ্, ছোট লোক বেটারা! এখনও বল্ উঠবি কিনা? এখনও বল।

১ম মা। চোপ্‌রাও শালে! তুই জানিসনে আমি কে! আমি টেলিগ্রাম আপিসে কর্ম্ম করি, কুড়ি টাকা মাইনে পাই, তুই আমাকে গালাগালি দিস্! তোর প্রাণে একটুও যে ভয় নেই দেখ্‌চি! আমরা কাঁসারি পাড়ার ছেলে। ডাক্-সাইটে নাম করা। মেচো বাজার থেকে সোনাগাছি পর্য্যন্ত সব বেটির সঙ্গে আলাপ, আমাদের সঙ্গে আবার চালাকি।

(তাকিয়া ঠেসান দিয়া শয়ন)

দোয়ারি। তবে কেদার, বেটাদের একবার শ্যামচাঁদ দেখান যাগ্?

কেদার। ওরা ছোটলোক, ওদের মেরে কি হবে? আর আমরা তিনজন ওরা দুজন বইত নয়, মনে কল্লেই মারা যায়। আর ওরা এমনি মাতাল হয়েছে যে, দাঁড়াতে পার্চ্চে না। (মাতালদের প্রতি) বলি তোম্‌রা উঠে যাও না। গোল করচো কেন?

২য় মা। হা! হা! ওরে ভগা! এ শালা বলে কি রে? ওঠতো একবার বোনাই বলে ছাড়াই।

(সকলের মারামারি)

হর। ওমা কি হলো! ওমা কি হলো! ওগো তোমরা আর ওদের মেরো না।

২য় মা। পাহারাওয়ালা, পাহারা ওয়ালা! মেবে ফেল্লে রে, যাই।

১ম মা। ওরে আমি ছুতোর। তেলিগ্রাপ আপিসে কর্ম্ম করিনে। বাবা আমায় ছেড়ে দে, আমি যাচ্চি যাচ্চি! মলুম! মলুম!

দোয়ারি। বাহার শালা বাহার! বাহার শালা বাহার!

কালি। (দ্বারের পাস হইতে) মারে বেটাদের, "ষ্টপিড্ র‍্যাস্ কেল্‌স্"

(দুই মাতালের পলায়ন)

কেদার। ভারি আপদ্।

দোয়ারি। দেখ দিকি! ছোটলোকের গালাগালি কি সহ্য হয়?

কেদার। কালি গেল কোথায়?

কালি। (এক কোণ হইতে) বেটারা কি গিয়েছে? (সকলের হাস্য)

কেদার। তারা গিয়েছে। তুমি এখন ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো।

কালি। আমি আর একটু হলেই বেটাদের মেরে ফেলেছিলেম আর কি। কিন্তু মিছি মিছি ছোট লোকদের সঙ্গে মারামারি কর্ব্বো, তাই একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেম।

দোয়ারি। এক বেটার চোকে এমনি এক ঘুশো মেরেছি, বোধহয় তাঁর আর সে চোক দিয়ে তাকাতে হবে না।

কালি। আমিও বড় কশুর করিনি। এক বেটা যেই দরজার কাছে এসেছে, অমনি দরজার ফাঁক দিয়ে তার পেটে এমনি ঝেঁটার কাটি দিয়ে প্যাঁক করে ফুটিয়ে দিয়েছি যে, বেটা অমনি "বাপ্‌রে" করে ঘরের ভেতর থেকে দৌড়ে পালিয়েছে।

দোয়ারি। আমার ত নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছে।

কালি। ওহে দরজাটা দিয়ে বোস, বেটারা এসে আবার উৎপাত কর্ব্বে।

দোয়ারি। এবার এলে কি বেটাদের আস্তো রাখবো?

কেদার। দোয়ারি! তোমার শরীর ঐ, কিন্তু সাহস আছে ত?

দোয়ারি। আরে ভাই ঐ কাজ করে বুড় হলেম। মারা মারি ত হচ্চেই। সে যা হোক কিন্তু ঐ বুঝি ভব আশ্চে, প্রাণটা ঠাণ্ডা করি।

(ভবর প্রবেশ)

ভব। এই নাও বাবু। এত রাত্তিরে কি পাওয়া যায়! কত হাঁকা হাকি, ডাকা ডাকি করে তবে এনেছি। আর দরকার হলে কিন্তু বাবু আমি আস্তে পার্ব্বো না।

হর। তুমি মদ আস্তে পার্ব্বে না, কোন কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে না; তবে তোমার মুখ দেখতে তোমাকে রাখা হয়েছে নাকি?

ভব। না রাখতে চাও আমাকে জবাব দাও, আমি চলে যাই। তা বলে আমি এত রাত্তিরে সুঁড়ির[১১] দোকান আর ঘর কর্ত্তে পারি নে।

হর। আচ্ছা এই নে তোর মাইনে নে।

(বাক্স খুলিয়া টাকা দিতে উদ্যত)

কেদার। আঃ! তুমিও কি খেপ্‌লে? ও বুঝতে পারিনি একটা কথা বলেচে বলে কি রাগ কর্ত্তে হয়?

ভব। দেখ দিকিন বাবু, যখন তখন উনি বলেন "তুই বেরো"। তা কলকাতার শহরে গতোর থাক্‌লে চাকরির অভাব নেই।

দোয়ারি। আর সে সকল কথায় কাজ নেই, বাছা এখন তুমি এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে এসো। (ভবর কল্‌কে লইয়া প্রস্থান)

কালি। ওহে তবে বোতলটা খোলা যাগ্‌?

দোয়ারি। তা আর বলতে! আমার ত তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল!

কালি। হর! কাক্‌ইস্ক্রুপ কোথায়?

হর। (আলমারি হইতে বাহির করিয়া) এই নাও।

কালি। (বোতল খুলিয়া) গ্ল্যাস কোথায়?

হর। ঐ যে তাকের ওপর, হাৎ বাড়িয়ে নাও। (ভবর কলকে দিয়া প্রস্থান)

কালি। "অলরাইট"! (গ্ল্যাসে ঢালিয়া) হর, একটু মদ যে খেতে হবে।

হর। আমি মদ খাইনে।

কালি। একটু খেতেই হবে।

হর। আমি কখন খাইনি কেমন করে খাব?

দোয়ারি। আরে বাবা কেঁড়িলি কর কেন? খেয়ে ফেল না।

হর। এতো তোমাদের মন্দ কথা নয়! আমি কখন খাইনি, খাব কেমন করে? আর যদি নেশা হলো।

কালি। না, নেশা হবে না, এক সিপ্‌ খাও।

দোয়ারি। বলে—"চিরকাল গেল ছেলে খেয়ে আজ বলে ডান্‌" আমাদের সঙ্গে তোমার আর চালাকি কর্ত্তে হবে না। ছেনালি রেখে দাও, ঐ টুকু সোনা হেন মুখ করে খাও। তারপর তোমাকে আর কেউ জেদ কর্ব্বে না।

হর। ওতে বাবু শরীর বড় খারাপ করে। কত স্ত্রীলোক মদ খেয়ে একেবারে বয়ে গিয়েছে।

কালি। "হিয়ার! হিয়ার!" (করতালি)

দোয়ারি। আমি চল্লুম। (গমনোদ্যত)

কেদার। আরে বোসো না। হয়েছে কি?

দোয়ারি। না আমি চল্লুম। (গাত্রোত্থান)

কেদার। বোসো বোসো।

দোয়ারি। আরে না আমি বোস্‌বো না। সেই অবধি বকে বকে আমার মুখে ফেকো[১২] পড়্‌লো, আর বলছি আমার মোউতাৎ[১৩] হয়েছে। তা না শুনে মাগি লেক্‌চার দিতে লাগল, আর মিনসে বগোল তুলে হাততালি দিতে লাগল। এমন বেল্লিক[১৪]দের সঙ্গে আমি এয়ারকি দিতে চাইনে।

কেদার। আরে না না তুমি বোসো। আমরা এই বারেই আরম্ভ করে দেবো। হরকালি তবে তুমি একটু খাও। যদি না ইচ্ছে হয় তবে খেয়ে কাজ নেই।

কালি। তুমি না খেলে আমরা কেউ খাবো না।

হর। সত্যি সত্যি বাবু আমি মদ খাইনে। তা যেকালে তোমরা সকলে জেদ করচো আমি খাই, কিন্তু আর আমাকে খেতে জেদ করো না। (মদ্যপান করিয়া) গামছাটা দ্যাও।

কালি। (গামছা লইয়া) এই নাও। এক কোয়া কমলালেবু খাও। "নাউ দোয়ারি ইট্‌স্ ইওর টার্ণ"।

দোয়ারি। "গুড হেল্‌ত।"

কেদার। (হরকালির দিকে তাকাইয়া) "আই ড্রিঙ্ক ইওর হেল্‌ত"

হর। তোমরা বাবু বাঙলা করে বল। আমি ইংরিজি জানিনে। গালাগাল দিচ্চ কি ভাল কথা বল্‌ছ, আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে।

কালি। বেটারা বম্ মিশিয়েছে। আদত[১৫] জিনিস দেয়নি।

হর। রাত্রে কি ভাল জিনিস পাওয়া যায়?

দোয়ারি। মেয়ে মানুষ! তোমার ঘরে বাঁয়া তবলা আছে?

হর। বাঁয়া তবলা থাকবে না ত ঘর করি কি নিয়ে।

কালি। আমার মেয়ে মানুষের ঘরে যন্তর নেই, তুমি জিজ্ঞাসা করলে কেমন করে?

দোয়ারি। তবে নিয়ে এস একটু আমোদ প্রমোদ করা যাগ্‌। কিন্তু আর একটু খেয়ে নিলে ভাল হয়।

কালি। (মদ্য ঢালিয়া) হর খা ভাই।

হর। আবার কেন? "নড়ে চড়ে বুঝি বুড়ির পোঁদে হাত?"

কালি। হর একটু খা।

হর। মদ না খেলে বুঝি মজা হয় না। গাও বাজাও আমোদ কর, মদ খাওনা কেন?

কালি। গাওনা বাজনা ত হবেই। এটা কেবল বাড়তির ভাগ! আর কি জান সাদা চোকে মজা হয় না। কেমন য্যান ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। ঐ অমৃত যখন পেটে পড়ে তখন চারিদিক য্যান গম্‌গম্ করতে থাকে। মন ডানা বের করে, মেজাজ গড়ের মাঠ হয়। সরস্বতী নাকে, মুখে, চকে, চারিদিকে বাসা কর্ত্তে আরম্ভ করেন। মদ না খেলে মজা মিইয়ে যায়, হাঁসি কাষ্ট হাঁসি হয়। মদের যে কত মহিমা তা কি বলে ওঠা যায়! (গ্ল্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বাবা মদ! তোমার কি লাল চেহারা, তোমার কি শরল তরল ভাব, তোমাকে যে দেবতা তয়ের করেছে তার শ্রীচরণে আমি এই পোঁদ উপু করে নমস্কার করি।

দোয়ারি। ও কালি!

কালি। এমন দেব্‌তাকে আমি বারবার নমস্কার করি।
দোয়ারি। ও বেটা কালি!—
কালি। কি বা—
দোয়ারি। আমাদের একটু একটু খেতে দিবি কি না তা স্পষ্ট করে বল?
কালি। হচ্চে হচ্চে। "ওএল্ মাই সুইট্‌হারট্ টেক এ সিপ্"
হর। দাও দাও! ভারি আপদ!
কালি। "দ্যাটস্ লাইক্ এ গুড গেরল"!
দোয়ারি। বাবা, তবে নাকি তুমি মদ খাও না, বেশ ত চিনির পানার মত খাচ্চো?
হর। তোমাদের উপরোধে। (সকলের মদ্যপান)
দোয়ারি। (তবলায় চাঁটি মারিয়া) হর তোমাকে একটী গাইতে হবে।
হর। আমি গাইতে জানিনে।
দোয়ারি। এতেও ছেনালি?
কেদার। একটী গাওনা, তাতে দোষ নেই।
হর। আচ্ছা গাচ্চি, কিন্তু তোমরা ঠাট্টা কোরো না।
কেদার। না না, কেউ ঠাট্টা কর্ব্বে না।
হর।—(গীত)

রাগিণী বাহার বাগেশ্বরী—তাল আড়াঠেকা।
না জানিয়ে প্রেম করে হায় বুঝি প্রাণ যায়।
আমি যারে ভালবাসি সে না বাসিল আমায়॥
যৌবন তৃষার ন্যায়, যুবতী হরিণী প্রায়,
দূরে দেখে জলাশয় মরিচিকা পিছে ধায়॥

কালি। বেশ বেশ! "ব্রাভো ব্রাভো"! তুমি অত্যন্ত টায়ার্‌ড্ হয়েছো, একটু ব্র্যাণ্ডি খাও।
হর। আবার (পান)
কালি। দোয়ারি! "হেল্প ইওর সেলফ্"।
দোয়ারি। "থ্যাঙ্কস"।
কালি। "ডোন্ট মেনশান"। কেদার "ওব্লাইজ্ মি"।
কেদার। এস (মদ্যপান)
কালি। (মদ্যপান করিয়া) আমি বাবা একটা গাবো তুমি বাজাও।
দোয়ারি। আচ্ছা।

রাগিণী কালেংড়া—তাল আড়খেমটা।
কালি। (গীত) এত কি তার মনে ছিল ভাল বাসিতাম যারে,
বিচ্ছেদ আগুণ জল্‌চে দ্বিগুণ না হেরে তাহারে॥
মিষ্টি কথায় দুষ্টু হেঁসে, ঘন ঘন কাছে এসে,
রাগ্‌লে তার কোন দোষে সাধত পায় ধোরে॥
তরি ভাসিয়ে দিয়ে জলে, সে পালাল আমায় ফেলে,
এখন তরি ডুবে গেলে, দেখ্‌বে না আমারে॥

(ভবর কলকে লইয়া প্রবেশ)

কালি। ভব, ব্র্যাণ্ডি বোলাও।

ভব। ওমা! এখন ব্র্যাণ্ডি কোথা পাব গো?

কালি। এই তিনটে টাকা নাও। তোমার এক টাকা, আর দু টাকার ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এস। এক্ষুণি যাও। (ভবর প্রস্থান)

কেদার। আমি বাজাব।

দোয়ারি। আমি গাব।

হর। আমি নাচব।

কালি। "অল রাইট, ভেরিই-ই-ওএল্‌"। আমি তোমার সঙ্গে নাচব।

(কালি ও হরকালীর নৃত্য)

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল পোস্ত।

দোয়ারি। (গীত) অমন করে আমার দিকে আর তাকিও না।
তোমার আঁখি ঠেরা দেখে প্রাণ আর বাঁচে না।
যে দিন অবধি করে, হেরিলে ও আঁখি ঠেরে,
আছি আমি প্রাণে মরে, আর জ্বালিও না॥

কালি। বা-বা-বেশ্‌! বেশ! বেটি—বেশ!

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়খেমটা।

দোয়ারি। (গীত) বড় আশা ছিল মনে তাই তব বাসাতে আসা।
সুখে থাক এই বাসনা, চাইনে তব ভালবাসা॥
তোমার যে প্রিয় আছে, সুখে থেকো তার কাছে,
কিন্তু বলি বলা মিছে, করো না তার এমন দশা॥

দোয়ারি। আমি আ-আর গাইতে পারিনে। (শয়ণ)

হর। ব্র্যাণ্ডি ব্র্যাণ্ডি। (মদ্যপান)

কালি। (দণ্ডায়মান হইয়া) "লেডিজ এণ্ড জেন্টেলমেন্‌"। সকলে ওঠ, আমাদের দেশের কি দুরবস্থা! দেখ বোতলে এক ফোটাও মদ নেই! (উদ্গার) এইবার বঙ্গদেশ ছারখার হয়। ঐ বুঝি শমন[১৬] এলো।

(ভবর প্রবেশ)

ভব। ওগো অন্ধকার কেন?

কালি। ঐ শালা শমন এসেছে, মার শালাকে! (প্রহার)

ভব। (ক্রন্দন করিতে করিতে) মাগো গেলেম গো! সর্ব্বনাশির বেটা, মেরে ফেল্লে গো!

কেদার। কিও কালি! কিও কালি!

কালি। বেটা শমন। মার বেটাকে!

হর। কি হ-হলো, অন্ধকার কেন?

ভব। আঁটকুড়ির বেটা খুন কল্লে গো!

হর। ও-কালি? কি হয়েছে! কি হয়েছে!

কেদার। কালি ছেড়ে দাও। আর মেরো না।

(চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌকিদার। "কেয়া হুয়া।"

(যবনিকা পতন)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিহর বাবুর অন্দর গৃহ।

(কুসুম, কামিনী, বামাসুন্দরী আসীন।)

বামা। তবে এখন আসি।

কামিনী। ঠাকুরঝি বসো না?

বামা। না ভাই—আমি তোমার মার কাছে একবার যাই। নেমন্তন্যে এসেছি বলে কেবল যে খেতেই হবে, এমন ত কথা নয়। দেখি তিনি কি কচ্চেন।

কামিনী। তিনি বুঝি রান্না ঘরে আছেন।

বামা। আমিও যোগাড় দেই গে।

(বামাসুন্দরীর প্রস্থান)

কুসুম। কামিনী! তোমার ঠাকুরঝি ভাই খুব কাজের লোক, না?

কামিনী। তাতে খুব! একদণ্ডও বসে থাকতে পারেন না।

কুসুম। তুমি বুঝি সমস্ত দিন বসে বসে পড়?

কামিনী। আমাদের তো কাজ কিছু বেশি নয় যে, আমাকে দেখতে শুনতে হবে; তা বলে কি সারাদিন পড়ি, না সমস্ত দিন কখনো পড়া যায়?

কুসুম। আমি শুনিচি, তুমি খালি খাবার সময় আর কাপড় কাচবার সময় নিচে নাব, তা না হোলে সারাদিন উপরে বসে পড়।

কামিনী। না তা নয়; তবে প্রায় উপরে থাকি বটে। কখন পড়ি, কখন বা ঘুমুই। আর যখন মনমোহিনী কি থাক আসে, তখন হয় গল্প করি, নয় তাস খেলি।

কুসুম। মনমোহিনী, থাকমণি কি, প্রায়ই তোমাদের বাড়ী আসে?

কামিনী। আসে বৈকি। আমাদের বাড়ীর পাশেই ওদের বাড়ী কিনা; আমাদের পাচ্ দোর দিয়ে আসা যায়; তাই ওরা প্রায় আসে, আচ্ছা কুসুম। তুমি এখন কি পড়ছ?

কুসুম। আমি এখন ভূগোল পড়ছি, ব্যাকরণ, রত্নসার আর "ফাস্টবুক অফ রিডিং" পড়ছি।

কামিনী। তোমাকে কে পড়া বলে দ্যায়?

কুসুম। ঠাকুরপো বলে দ্যায়। নলিনীতে আর আমাতে এক বই পড়ি।

কামিনী। সুবোধ কি তোমাদের মনোযোগ করে পড়া বলে দেন?

কুসুম। মনোযোগ করে। তিনি যে যত্ন করে আমাদের পড়ান, তাতে বোধ হয় তাঁর যেন আর কিছু কাজ নেই। ঠাকুরপোর মত লক্ষ্মণ দ্যাওর কোথাও দেখিনি। আপনার মার পেটের ভায়ের চেয়েও আমাকে যত্ন করেন, আর ভালবাসেন।

কামিনী। তুমি ভাই খুব সুখী। রামের মত ভাতার, লক্ষ্মণের মত দ্যাওর, আর কৌশল্যের মত শাশুড়ি পেয়েছ।

কুসুম। কামিনী, আমার দ্যাওর লক্ষ্মণের মত বটে, আমার শাশুড়িও কৌশল্যের মত বটে, কিন্তু আমার স্বামীর বিষয় তুমি কিছু জান না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আমি হেঁসে খেলে বেড়াই বলে, লোকে ভাবে আমি খুব সুখী। তা সে সকল কথা যাক্। তোমাদের

বাড়ীতে এসেছি, দু-দণ্ড আমোদ প্রমোদ করা যাক, ও সকল কথা কয়ে দুঃখু বাড়িয়ে কি হবে।

কামিনী। কুসুম! তুমি যার কাছে এসেছ, তার আমোদ প্রমোদ সব শুকিয়ে গিয়েছে। তার দুঃখু তোমার চেয়েও অনেক গুণে বেশি।

কুসুম। সে কি কামিনী! এও কি কখন সম্ভব হয়, আমার চেয়েও দুঃখিনী কি ভারতে আছে! যার রাত্রে ঘুম হয় না, পৃথিবীর কোন জিনিস খেতে পত্তে ইচ্ছে হয় না, যার পক্ষে দিন রাত কাঁদা সহজ হয়ে পড়েছে ; যার যৌবনকালে সোয়ামী বেঁচে থাক্তে বিধবাদের মত শরীরে অযত্ন ; যে মা বাপ ভাই বন্ধু, সকল ত্যাগ করে একজনের হাতে জীবন যৌবন সমর্পণ করেছে, কিন্তু সে জন তার দিকে একবার ফিরেও তাকায় না। কামিনী, বল দেখি এমন হতভাগিনীর মত দুঃখিনী পৃথিবীতে কে আছে?

কামিনী। আমি জানতেম না যে, তোমার এত দুঃখু। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পাচ্ছিনে কি জন্যে তোমার সঙ্গে আর কালীবাবুর সঙ্গে এত বিচ্ছেদ হয়েছে। তা সে যা হোক তবুও তোমার চেয়ে দুঃখু আরো অনেকের আছে।

কুসুম। আমার ত বোধ হয় আমার মত এত দুঃখু কারো নেই।

কামিনী। ও কথা ভাই তুমি বলতে পার না। দেখ, যারা গেরোস্ত লোক তারা মনে করে, তারা অত্যন্ত গরীব। যারা তাদের চেয়েও গরীব, তারা মনে করে যে, আমরা সকলের অপেক্ষা গরীব। কিন্তু সত্যি সত্যি তাদের চেয়েও অনেক গরীব আছে, যেমন ভিকিরি! এই রকমি সমুদায় সংসার। কিন্তু যারা দিনে খেতে পায় না, রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুমোয় তাদের চেয়েও গরীব আছে, যেমন আমি।

কুসুম। ভাই এখন ঠাট্টার সময় নয়।

কামিনী। কুসুম, আমি কি ভাই এত নিষ্ঠুর যে তোমার দুঃখের কথা শুনে ঠাট্টা করবো! আমার মনে কি দয়ার লেষমাত্র নেই! আমি কি স্ত্রীলোক নৈ!

কুসুম। তবে ভাই তোমার এত কি দুঃখু, যে যারা খেতেও পায়না জায়গার জন্যে ঘুমুতে পায় না, তারাও তোমার চেয়ে সুখী?

কামিনী। তুমি কি আমার দুঃখু শুন্তে সাহস কর?

কুসুম। লোকের দুঃখু শুন্তে কি আর সাহস দরকার করে।

কামিনী। করে বৈ কি? আমার মনের ভাব যদি তোমাকে প্রকাশ করে বলি, তাহলে অজাগর বিজন বনে হটাৎ একটা ভয়ানক বাঘ দেখলে তোমার যেমন সেটাকে ভয়ানক বলে বোধ হয়, আমাকে তোমার তার চেও ভয়ানক বলে বোধ হবে। কিন্তু আমার মনের কথা যদি তোমার শুন্তে ইচ্ছে হয়, তাহলে তোমাকে বলি।

কুসুম। ভাই, কেন তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বল্‌বে।

কামিনী। কুসুম, আমি যদি তোমাকে এক তিলও অবিশ্বাস কত্তেম তা হলে তোমাকে এমন কোন চিহ্ন দেখাতেম না, যাতে তুমি বুঝতে পাত্তে যে আমি অসুখী।

কুসুম। তুমি যে আমাকে এত বিশ্বাস কর, এ শুনেও আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হলেম তা বলে জানাতে পারিনে। দেখ ভাই! তোমাকে আর নলিনীকে আমি যত ভালবাসি এত আর কাকেও বাসিনে। আমার যদি মার পেটের কেউ থাকতো তাহলে বোধ হয় তোমাদের চেয়ে ভালবাসতে পাত্তেম না। কিন্তু ভাই তুমি যেকালে আমাকে তোমার মনের কথা বলতে চাচ্চো, তখন আমার মনের দুঃখু সব তোমাকে জানাবো।

কামিনী। দেখ ভাই! আমি একটা কথা বলি, য্যান আর কেউ জানতে না পরে।

কুসুম। ভাই কামিনী! তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বলো আর নাই বলো, কিন্তু তোমাকে আমি বলচি যে বিশ্বাসঘাতক হয় সে সব কত্তে পারে। ভাই, আমি দিব্বি কচ্চি যে, কাকেও তোমার কথা বলবো না।

কামিনী। তোমার দিব্বি করতে হবে না।

কুসুম। আমার মনের কথা ভাই আমি আগে তোমাকে বলবো।

কামিনী। আচ্ছা।

কুসুম। তবে ভাই গোড়া থেকে বলি। আমি যখন প্রথম ঘর করতে এলেম আমার সোয়ামী তখন একটু একটু মদ খেতেন, কিন্তু বাড়ীর কেউ জান্তো না। এক দিন রবিবারে আমি ঘরে বসে পান সাজছিলেম, উনি টল্‌তে টল্‌তে ঘরের ভেতর এলেন। এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে ন্যাকার করতে নাগলেন। আমি মুখে মাথায় জল দিয়ে পাকার[১] বাতাস কর্ত্তে লাগলেম। কিন্তু যখন পাকার বাতাস কচ্চিলেম তখন তাঁর কষ্ট দেখে আমার মনে ভারি দুঃখু হয়েছিল, তাই কেঁদে ছিলাম। আমার কান্না শুন্তে পেয়ে উনি ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে আমার হাত ধল্লেন। আমার মনে একটু ভয় হয়েছিল, কেন না শুনেছিলেম লোকে মদ খেলে পাগোলের মত হয়। তাই আমি ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলেম। কিন্তু পুরুষ মানুষের জোরে পার্ব্বো কেন ভাই, তাই তার হাত ছাড়াতে পাল্লেম না। উনি আমার হাত আরো কোশে[২] ধল্লেন, আর বলতে লাগলেন, "পালাবি কোথা শালি, আজ তোকে মদ খাইয়ে তবে আমার আর কাজ।" আমার মনে বড় ভয় হলো। আমি বল্লেম, ""আমাকে ছেড়ে দাও আমি ঠাকরুণের কাছে যাই। আমি কখন মদ খাইনি, আমাদের বাড়ীতে কেউ মদ খায় না, আমি কেমন কোরে মদ খাবো? তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও।" তিনি একটা খারাপ কথা করে বল্লেন, "দূর শালি।" এই সকল কথা শুনে আমার ভারি ভয় হল, দুঃখুও হল, রাগও হলো। আমি চেঁচিয়ে কাঁদ্দে লাগলেম। তারপর উনি চেঁচিয়ে কাঁদ্দে দেখে, আমাকে চিৎ করে ফেলে আমার মুখের ভেতর আঁচোল পুরে দিলেন। আমি মনে কল্লেম চেঁচাই, কিন্তু চেঁচাবারও যো ছিল না; তারপর কি হয়েছিল আমি জান্তে পারিনি। যখন আমার হুঁস হলো, তখন দেখিনা নলিনী আমার গলা জড়িয়ে কাঁদচে, আর ঠাকরুণ "কি হলো! কি হলো! সর্ব্বনাশ হলো" বলে কপালে চাপড় মাচ্চেন। আর ঠাকুরপো আমার মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। আমি প্রথমে এ সকলের কারণ কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। তারপর ক্রমে ক্রমে আমার সব মনে পড়লো। আমি ঠাকরুণের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদ্দে লাগলেম। তিনি "মা! মা! আমার ঘরের লক্ষ্মী" বলে কাঁদ্দে কাঁদ্দে আমাকে কোলে নিলেন। ঠাকুরপো চোক মুচতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, "একটু চুপ কর, এখন কেঁদো না।" বলে বাতাস কত্তে লাগলেন। (চক্ষু মুছিতে ২) দেখ ভাই কামিনী, শাশুড়ি যেমন হতে হয় তেমনি হয়েছে, দেওরও যেমন হতে হয় তেমনি হয়েছে এক দুঃখে আমার হাড় কালি হলো। (ক্রন্দন)

কামিনী। (কুসুমের হস্ত আপনার হস্তে লইয়া) কুসুম, কেঁদোনা বোন কেঁদো না, দুঃখু কল্লে কি হবে? পরে সকলি ভাল হবে এখন ত তোমার সোয়ামী তেমন করেন না?

কুসুম। তা হলে আর ভাবনা ছিল কি? সেই পর্য্যন্ত ভাই আমার ভাতার ওপরে শোয় না। হয় বাইরের বৈঠকখানায় শোয়, তা নইলে ওঁয়ার হরকালি বলে এক জন ঢেম্‌নি আছে তার কাছে পড়ে থাকে। তা দেখ ভাই সোয়ামী থাকতে সোয়ামী নেই, এর চেয়েও দুঃখু কি

আর আছে! (ক্রন্দন)

কামিনী। কাঁদো কেন ভাই কুসুম, তুমি তোমার সোয়ামীকে ভালবাস। কতদিন তার সঙ্গে ঘর করেছ। তিনি যখন বাড়ির ভেতর এসে শোবেন তখন তোমার কোন দুঃখু থাকবে না। কিন্তু আমার বিষয় একবার ভেবে দেখো দিকি। সেই যে সোয়ামীর সঙ্গে চার চক্ষের মিলন হয়েছিল সেই পর্য্যন্ত, আর কখন তাকে দেখিনি।

কুসুম। অমন কথা বলো না কামিনী। বিয়ে হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তোমার ভাতারকে দেখনি? সে কি!

কামিনী। তা নইলে বল্‌চি কি? আবার শোনো যদি এখন আমার সোয়ামী আমার ঘরে রাত্তিরে আসে, তা হলে আমি গলায় দড়ি দিই।

কুসুম। কি বল কামিনী! (স্বচকিতে)

কামিনী। কুসুম, ইরি জন্যে বলেছিলেম, আমার দুঃখের কথা শুন্‌লে তোমার গায় কাঁটা দেবে।

কুসুম। সত্যি কামিনী এ কখনো হতে পারে? তোমার সোয়ামী তোমার কাছে এলে তুমি কোথা সুখী হবে—না তুমি মর্ত্তে চাও? তুমি বুঝি ঠাট্টা কচ্চো?

কামিনী। আমি ঠাট্টা কচ্চিনে, আমি তোমাকে ঠিক কথা বল্‌চি। যখন আমার বিয়ে হয় তখন চার চোকের মিলনের সময় আমি যেরূপ দেখেছিলাম, তা এখনও আমার মনে হলে বুকের ভেতর ধড়ফড় করে, আর রক্ত জল হয়ে আসে। এমন ভয়ানক কদাকার রূপ আমি কখন দেখিনি।

কুসুম। ভাই সোয়ামীর নিন্দে কত্তে নেই। কথায় বলে ভাতারের নিন্দে কল্লে নরোকে ভুগ্‌তে হয়।

কামিনী। যাকে আমি কখন ছুইনি আর কখন ছোবও না, যার কাছে কখন শুইনি আর কখন শোবও না, যার সঙ্গে কখন কথা কইনি, আর কখন কবও না, সে আবার আমার সোয়ামী কি?

কুসুম। ওমা! অমন কথা বল্‌তে আছে কামিনী? তুমি কি পাগোল হয়েছ না খেপেচ? অমন কথা বলো না ভাই। ছি! তোমাকে আমরা আমাদের মধ্যে ভাল বলে জানি, তুমি এত লেখাপড়া শিখেছ, তোমার এত বুদ্ধি, তুমি কি না এখন পাগোলের মত কথা কও? ছি ভাই!

কামিনী। কুসুম, আমার ওপর রাগ করো না। আমার ওপর বিরক্ত হয়ো না। তুমি যদি আমাকে না ভালবাস, তাহলে আর আমাকে কে ভাল বাসবে? মা বাপ আমার হাত পা ধরে জলে ফেলে দিয়েছেন। সকলে আমাকে ঘৃণা করে, তাচ্ছল্য করে, কেবল তুমি আর নলিনী আমাকে ভালবাস, আমার ওপর বিরক্ত হয়ো না। (ক্রন্দন)

কুসুম। ভাই দিদি আমার, কামিনী! আমি তোমার ওপর কেন রাগ কর্ব্বো? তুমি আমার কি করেছো? তুমি হাজার দোষ কল্লেও তোমার ওপর রাগ কর্ব্বো না, কেননা আমি তোমাকে না ভালবেসে থাক্‌তে পার্ব্বো না। তুমি নাকি বল্লে যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে তিনি তোমার সোয়ামী নন, তাই আমি বল্লেম, অমন কথা বলতে নেই।

কামিনী। ভাই কাকেও তুমি বলো না কিন্তু আমি তোমাকে বল্‌চি আমি তাকে আদতে ভাল বাসিনে। তাকে আমি ঘেন্না করি ভয় করি। তাকে দেখ্‌লে আমার অসুখ করে।

কুসুম। আমিও তোমার সোয়ামীকে সেই পর্য্যন্ত চোকে দেখতে পারিনে। আচ্ছা ভাই কামিনী! আমাদের দুজনার কপালে কি এই ছিল। (উভয়ের ক্রন্দন)

কামিনী। (চক্ষু মুছিয়া) আচ্ছা আমাদের বিয়ে হয়ে কি সুখ হোলো? চিরকাল এমনি করে

কাটান কি কখন সম্ভব হয়? তবু নাকি আমরা মেয়ে মানুষ, তাই সহ্য করি, পুরুষ মানুষ হলে কখন পারত না।

কুসুম। পুরুষের কি ভাই? একটা না হয়ত আর একটা। এই যে আমার ভাতার, আমার কাছে আসে না, কিন্তু ঢেম্‌নির বাড়ি পড়ে থাকে। কিন্তু আমাদের পোড়া কপালে নোড়ার বাড়ি। এ বাঁদি পানা করতেই হবে। ঐ সোয়ামীর পায়ে তেল দিতেই হবে, তিনি লাতিই মারুন আর ঝেঁটাই মারুন।

কামিনী। আর বাপু মার কি আক্কেল! পাত্তোর কেমন না দেখে, আগে ঘর খোঁজেন। কুল মান কি পেটের মেয়ের চেয়েও বড় হলো? মেয়েদের কি সুখের ইচ্ছে নেই, তাদের কি রক্ত মাংসের শরীর নয়? তারা কি সকল সুখে জলাঞ্জলি দেবে, আর পুরুষ মানুষের ইচ্ছে হলে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবে, যটা ইচ্ছে তটা বিয়ে কর্ব্বে, এ সওয়ার বিবি নিয়ে বাই নিয়ে মজা কর্ব্বে? আর মেয়ে মানুষে সেই উননে মুখ দিয়ে পড়ে থাকবে, বাসন মেজে ঘর গোবোর দিয়ে হাতে কড়া পড়বে। আরো সকলের মুখ নাড়া খেয়ে খেয়ে প্রাণটা যাবে? এমন পোড়া কপাল পুড়িয়েও আমরা মেয়ে জন্ম ধারণ করেচি! ধিক! ধিক! আমাদের জন্মকে ধিক!!

কুসুম। কিন্তু ভাই, সত্যি কথা বলতে কি এর জন্যে তোমার যত কষ্ট হয়, আমার তত হয় না। আমার বাইরেও বড় যেতে ইচ্ছে করে না, গাড়ি ঘোড়া চড়তেও ইচ্ছে করে না। আমার খালি ইচ্ছে করে রোজ রোজ সকলের সঙ্গে দেখা করি, আর আমোদ আহ্লাদ করি।

কামিনী। পাখীরা যেমন খাঁচার ভেতর থাকে, তেমনি ভাই আমরা ছেলে ব্যালা অবধি এই দেয়াল ঘেরা আছি। দেয়ালের বাইরে গেলেই বোধ হয় য্যান, কি ভয়ানক পাপ কল্লেম। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না, না বাইরের জিনিস দেখতে মন যায় না? রান্না ঘরে ঘোমটা ঢাকা অনেক কোণের বউ দেখতে পাবে, যারা ঘোমটার আড়াল দিয়ে তাদের দুঃখের ভাবনা ভাবে, চোকের জলে ভেসে যায়, আর পরমেশ্বরকে সাক্ষি রেখে তাদের দেশকে গালাগালি দেয়!

কুসুম। আচ্ছা ভাই আমাদের দেশে ত এত বড় বড় লোক আছেন, তাঁরা কেন আমাদের যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করেন না?

কামিনী। থাকবেন না কেন, এমন অনেক বড় লোক আছেন বটে কিন্তু তাঁদের যত চেষ্টা করা উচিৎ তা তাঁরা করেন না।

কুসুম। কি জান ভাই, আমরা হলেম মেয়ে মানুষ, আর তাঁরা হলেন পুরুষ মানুষ, আমাদের জন্যে চেষ্টা করতে তাঁদের কি মাথা ব্যাথা পড়েছে?

কামিনী। ও কথা বল্লে ভাই অন্যায় বলা হয়। কেন না অনেকে এমন আছেন, আমাদের কিসে ভাল হবে এই ভেবে তাঁদের রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু তাঁরা কিছু করে উঠতে পাচ্চেন না। অধিকাংশ লোকেরি কিনা এসকল বিষয়ে অমনোযোগ, তারির জন্যে কিছু হয়ে উঠছে না। সেদিন একখানা বাঙ্‌লা কাগচে দেখ্‌লেম এক জন ভদ্দর লোক কি নামটী ভাল—কি সাগর—

কুসুম। উত্তর সাগর?

কামিনী। (ঈষৎ হাসিয়া) না না।

কুসুম। দক্ষিণ সাগর?

কামিনী। তিনি জলের সাগর না ভাই, তিনি বিদ্যার সাগর। তা সে যা হোক আমি বল্‌ছিলেম

যে তিনি নাকি বিধবা বিবাহ দিয়ে দেউলে হয়ে পড়েছেন।

কুসুম। তবে ত ভাই সাগরবাবু খুব ভাল লোক! আর অনেকে ত তবে স্ত্রীলোকের যাতে ভাল হয় তারির চেষ্টা কচ্চেন।

কামিনী। দু এক জন চেষ্টা কচ্চেন বৈকি। কিন্তু দু এক জনের চেষ্টাতে কি হতে পারে? তোমাকে একটা কথা বলি, আমরা লেখাপড়া শিখে আমাদের কষ্ট যাতে দূর হয় তার চেষ্টা না করলে চির কালটাই আমাদের এই কষ্ট সহ্য করতে হবে।

কুসুম। সে কেমন করে হতে পারে? আমরা কি জানি? কিছুই জানিনে। আমরা ঘরের ভেতর থেকে কেমন করে চেষ্টা করব? আমাদের টাকা নেই, সাহস নেই, স্বাধীনতা নেই, আমরা কেমন করে কি কর্ব্বো?

কামিনী। কেন? আমাদের যত দুঃখু সমুদয় কাগচে লিখব। আমাদের মা বাপ যার তার সঙ্গে বিয়ে দেন, আমাদের ইচ্ছে আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন না। শশুরবাড়ীতে আমাদের চাক্‌রাণির মত ব্যবহার করে। আমাদের কখন বাইরে বেরুতে ইচ্ছে হলে আমাদের দুশ্চরিত্র বলে নিন্দে করে, আর গালাগালি দেয়। আমরা লেখাপড়া শিখলে আমাদের উপহাস করে, আর ঘেন্না করে। বিধবাদের বনের জন্তুর চেয়েও কষ্ট দেয়, তাদের ভাল জিনিস খেতে দেয় না, ভাল কাপড় পরতে দেয় না, তাদের মাচ খেতে দেয় না, একাদশীর দিন তেষ্টাতে ছাতি ফেটে গেলেও এক ফোঁটা জল খেতে দেয় না। যদি কোন লোকের প্রথম বিয়ে করে (তার দোষেই হোক আর তার স্ত্রীর দোষেই হোক) ছেলে না হয়, তাহলে সে আর একটা বিয়ে করে, ছোট স্ত্রীকে ভালবাসে, আর বড় স্ত্রীকে ছোটর চাক্‌রাণির মত করে রেখে দেয়। আমাদের এই সকল দুঃখু দূর করতে চেষ্টা কর্ব্বো না? ইংরেজরা এই ভয়ানক নিষ্ঠুরতা দেখে কি কথাটীও কবে না? যারা এই সকল অত্যাচার করে, তারাও কি আমাদের চীৎকার শুনে ভয় পাবে না? কুসুম! আমি তোমাকে বলচি আমাদের চেষ্টা না হলে কিছুই হবে না।

কুসুম। তুমি ঠিক কথা বলেছ ভাই। এবার অবধি আমি খুব মনোযোগ কোরে পড়ব আর যাতে কাগচে লিখতে পারি তার চেষ্টা কর্ব্বো।

(বামাসুন্দরীর প্রবেশ)

বামা। কিলো কি কচ্চিস্? তোরা কিন্তু ভাই বেশ সুখী।

কামিনী। কেন?

বামা। কেমন মনের মত সঙ্গিনী পেয়েছিস্, মনের কথা কচ্চিস্, সুখে আছিস্।

কুসুম। তোমার কি মনের মত সঙ্গিনী নেই?

বামা। আমাদের আর সঙ্গিনী তার আবার কথা। আর যদিও কারুর সঙ্গে দুটো পাঁচটা কথা কই, সে কেবল দুঃখের কথা। তাতে দুঃখু বই আর সুখ হয় না। সে সকল কথা যাক্, এখন তোরা একটু তাস্ টাস্ খেলবি কি না বল্?

কামিনী। উদিকের কতদূর?

বামা। উদিকের এখনও অনেক দেরি। আমিও তবু একটু আদটু গুচিয়ে দিয়ে এলেম।

কুসুম। তিন জনে কি তাস্ খেল্‌বে?

বামা। কেন নকশো?

কুসুম। কড়ি কোথায় পাবে?

(কাদম্বিনীর প্রবেশ)

কাদ। কিগো গেরস্তোরা, কি হচ্চে?

কামিনী। এই যে কাদু দিদি, কখন এলে?

কাদ। কেন আমাতে বৌতে যে একসঙ্গে এসেছি!

কামিনী। তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কাদ। নিচে মনমোহিনীর সঙ্গে আর থাকমণীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেম।

কামিনী। মন্‌মোহিনী থাকমণী এসেছে?

কাদ। এসেছে বৈ কি। তুমি কেবল ওপরে বসে এয়ারকি[৩] দেবে বৈত নয়। তোমাদের বাড়ী হলো কাজ, আর তুমি রইলে ওপরে বসে।

কামিনী। না তোমাদের বোর সঙ্গে নাকি অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে তাই দুটো পাঁচটা কথা কোচ্ছিলেম।

বামা। তোর ভাতার না আজ এসেছে? তবে যে তোকে ছেড়ে দিলে?

কাদ। ভাতার অনেক দূর।

কুসুম। দূর আর কি? কামিনীদের বাড়ী ত তোমাদের বাড়ী থেকে বড় দূর নয়, তা এ বাড়ীতে না থেকে তিনি তোমাদের বাড়ীর চৌকাটে বসে পথ পানে চেয়ে আছেন, তুমি বাড়ী গেলেই পাল্কি থেকে নাব্‌তে না নাব্‌তেই তোমায় কোলে করে নিয়ে গিয়ে দরজা দেবেন।

কাদ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত) তা হলে আর ভাবনা ছিল না। আজকে বলতে এসেছিল যে আর ছ'মাস বাড়ী আসতে পার্ব্বে না। ওদের আপিস বুঝি শিম্‌লে পর্ব্বতে উঠে গিয়েছে তাই সেইখানে যাবে।

কামিনী। তবে ত ভাই তোমার ভারি কষ্ট।

কাদ। কি কর্ব্বো দিদি, পোড়া নারি জন্মত আর ঘুচবে না।

বামা। তুই যদি ভাই অত দুঃখু করিস্ তা হলে আমরা ত আর বাঁচিনে। তুই তবু ছমাস পরে তোর ভাতারের কোল জুড়ুবি, কিন্তু আমাদের ও চাষ একেবারে উঠে গিয়েছে।

কাদ। সত্যি সত্যি ভাই তোমাদের কি কষ্ট! আমি এখন টের পাচ্ছি রাঁড়েদের[৪] কত কষ্ট। এই ছ মাস য্যান আমার এক যুগ বোধ হচ্চে। তবে ভাই তোদের কি না কষ্ট হয়।

বামা। দুঃখের কথা বলিস্‌নে দিদি দুঃখের কথা বলিস্ নে। (চক্ষু মুছিয়া) দুঃখে দুঃখে হাড় মাটি হলো। আমাদের যে কত দুঃখু তা আর কাকে বলব বল। আর কেবা আমাদের দুঃখু বুঝতে পার্ব্বে? কথায় বলে না, "যার জ্বালা সেই জানে, জানিবে কি পরে, প্রসব বেদনা কি বাঁঝা[৫] জানিতে কি পারে?" আমাদের যে কত কষ্ট সে ভগবানই জানেন। আমাদের দুঃখু দেখেও কেউ দেখে না, শুনেও কেউ শোনে না। আগে আগে আমাদের সকলে কত যত্ন করত, স্নেহ মমতা করত, এখন আমাদের দাসীর মত ব্যবহার করে। কেউ ফল দেখলে, কারু ছেলে হলে, কারুদের বাড়ীতে জামাইষষ্ঠীতে জামাই এলে, সকলে কত সাদ্ আহলাদ করে। আমরা চখে দেখি, আমাদের আগেকার কত কথা মনে পড়ে, আর বুকে য্যান শেল বেঁধে, মনের দুঃখু মনেই থাকে, আর আড়ালে গিয়ে দু ফোটা চোকের জল ফেলি। শত্তুরও য্যান আমাদের মত দুঃখু পায় না। আমরা চির দুঃখিনী জন্মেছি, এখন তেমনিই থাকতে হবে, তারপর এক সময়ে সব দুঃখু ঘুচে যাবে। (ক্রন্দন)

কামিনী। (বামা সুন্দরীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ঠাকুরঝি তোমার যত দুঃখু আমি বুঝতে পেরেছি। দেখ ভাই দুঃখু করে আর কি হবে বল দিকি? যত ও সকল কথা মনে না পড়ে তারির চেষ্টা করা উচিত।

বামা। ও সকল কথা কি সাধ করে মনে আনি? আপনা হতে আসে কি কর্ব্বো বল?

কাদ। সত্যি সত্যি ভাই, ওদের কি সাধারণ দুঃখু! দেখ, খিদে পেলে দুবার ভাত খাবার যো নেই। লোকের পাতে মাচের মুড়ো, কিন্তু ওদের সাগ শস্বড়ি দিয়ে ভাত খেতে হবে। সকলে কত গহনা পাতি, কত ভাল ভাল কাপড় চোপড় পরে, ওদের চুড়ি গাছটীও হাতে দেবার যো নেই। আর সেই ঠ্যাঙে ওঠা থানফাড়া পরতে হবে। একি কম কষ্ট বোন?

বামা। কাদু তুই ভাই জানিস নে, খাওয়াতে পরাতে সুখ নেই। যত হয় ততই ইচ্ছে হয়, আরও হোক। কিন্তু মনের সুখই সুখ। যার সোয়ামী নেই তার কে আছে বল দিকি? কোথায় গেলেই বা সে সুখ পায়? মা, বাপ, ভাই, বোন কেউ কারো নয়। যার সোয়ামী নেই তার কেউ নেই। যদি কেউ একটা অপমানের কথা বলে, তাহলে অমনি মনে হয় আমার সোয়ামী নেই বলে তাই আমাকে সকলে তাচ্ছল্লি করচে। কিন্তু সোয়ামী থাকলে কেউ কত্তে পারত না।

কাদ। তার আর কথা কি ভাই। কথায় বলে, "সোয়ামী ধন বড় ধন।"

(মোক্ষদার প্রবেশ)

মোক্ষদা। হ্যাঁ কামিনী, বলি তোমার কি নিচে নাব্‌দে নেই মা? ওপরে বসে থাকলে কি কোন কাজ হয়ে থাকে? হ্যাঁ গা বামা! তোমার বাবা কি বাড়ী ফিরে এসেছেন?

বামা। কেন, তিনি ত কোথাও যান্ নি?

মোক্ষদা। ওমা, তুমি বুঝি কিছু খবর রাখো না? তোমার বাপ যে পুলিষে গিয়েছেন?

বামা। (স্বচকিতে) সে কি!

মোক্ষদা। তোমাদের ভাই, কালি, আর বাড়ুয্যেদের কেদার নাকি কাল রাত্তিরে কোথায় মারা-মারি করেছিল বলে, তাদের পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, তাই তোমার বাপ, সুবোদের বাপ, আর আমাদের কর্ত্তা তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে গিয়েছেন।

কাদ। দাদার ত এমন আগে ছিল না, কেবল পাঁচজনে পড়ে ওঁয়াকে খারাপ কল্লে।

বামা। যে খারাপ হয় তাকে কি আর অন্য লোকে খারাপ করে, সে আপনিই হয়।

মোক্ষদা। এদের ত ফোপল্ দালালি দেখে বাঁচা যায় না। অন্য লোকে মারামারি করেছে তোর বাবু মাথা ব্যাথার দরকার কি? আর যাহোক্ বাড়ীতে যখন এমন একটী পুরুষ মানুষ নেই যে দেখে শোনে, এমন সময়ে বাড়ী ছেড়ে যেতে আছে গা? তবু ভাগ্গিস সুবোধ ছিলো তাই দেখচে শুনচে, তা না হলে কি হতো বল দিকি?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। ওগো মা ঠাক্‌রুণ! মেয়েদের এখনও খাওয়ান দাওয়ান হয়নি বলে কত্তা ভারি রাগ কচ্চেন।

মোক্ষদা। এরা এসেছে নাকি?

লক্ষ্মী। কত্তা নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

মোক্ষদা। বামা একবার আয় মা, আমি একলা পেরে উঠিনে।

(মোক্ষদা ও বামার প্রস্থান)

(থাকমণি এবং মনমোহিনীর প্রবেশ)

থাক। ওমা এই যে! আমরা বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্চি, কোথায় কুসুম কোথায় কামিনী-- তোমরা যে এখানে নরোককুণ্ডু আল করে বসে আছ তা কে জানে ভাই।

কুসুম। আমাদের যেমন ভাগ্গি। তোমাদের চাঁদ মুখ দেখে স্বর্গে যাব, এমন কপাল ত করে আসিনি, তার আর কি হবে বল?

থাক। হায়! হায়! কুসুম আবার এমন রসিক নারি হোলি কবে?

কামিনী। বোস না মনমোহিনী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

কাদ। থাক, এ এয়ারিং কবে গড়িয়েছ ভাই?

থাক। এইবার পূজার সময়।

কুসুম। বেশ এয়ারিং ত!

মন। কেনা না তৈয়েরি?

থাক। কেনা।

মন। দেখি দেখি! কাদু তাই ত লো এ তাবিজ্ গড়ালি কবে?

কাদ। দিন পাঁচ ছয়।

মন। দেখ থাকো কেমন সুন্দর তাবিজ দেখ, আচ্ছা ভাই এতে ক ভরি সোনা লেগেছে?

থাক। পনের ভরি।

মন। তোরা কিন্তু ভাই বেশ ভাতারকে বশ কর্ত্তে পারিস। হুকুম কল্লিই অমনি নতুন নতুন গয়না পাস। আমরা খোসামোদ করে মলেও একটা মাক্ড়ি পর্য্যন্ত দেয় না।

কামিনী। মনমোহিনী তুমি এত মিথ্যা কথাও কইতে পার? এই সে দিন তুমি আমাকে বল্লে একখানা ডাইমোন্ কাটা বাজু আর একটা গোঁপহার[৭] কত্তে দিয়েছ।

মন। অমন যদি ভাই দু একখানা না হবে, তবে ত সুদু নোয়া হাতে দিয়ে থাকলেই হয়!

(মোক্ষদার পুনঃপ্রবেশ)

মোক্ষদা। ওমা তোরা এখন দাঁড়িয়ে গাল গপ্পো কচ্চিস? সকলের যে খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। আয় মা আয়।

(সকলের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(হরিশ বাবুর বাটী সুবোধ বাবুর বৈঠকখানা)

সুবোধ বাবু আসীন।

সুবোধ। (সম্মুখে পুস্তক খুলিয়া স্বগত) এতখানী পড়লেম, কিছুই মনে নেই। আমার যে কপালে কি আছে তা কিছুই জানিনে। ভেবে ভেবে যে গেলেম। আর ভেবেই বা কি কর্ব্বো?

(পরাণ ও প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। কি হে সুবোধ কি হচ্চে?

সুবোধ। এস পরাণ! কোথা থেকে?

পরাণ। এই বরাবর তোমার কাছেই আসছি।

প্রসন্ন। পথে তারক বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওঁয়ারা বুঝি একটা চাঁদা করেছেন যত বিধবা তাদের বিবাহ দেবেন।

পরাণ। আচ্ছা তুমি কি বল বিধবা বিবাহ ভাল?

সুবোধ। সে আবার তুমি জিজ্ঞাসা করচ?

পরাণ। আমিতো বিধবা বিবাহকে বিবাহই বলিনে। যার বিবাহ হলো, সে তার অন্য স্বামীকে ভালবাসলে, সে আবার কখন অন্য পুরুষকে ভালবাসতে পারে?

প্রসন্ন। আর যার বিয়ে হয়েই স্বামী মরে গেল?

পরাণ। হ্যাঁ এমন যদি হয় তাহলে সেই বিধবার বিবাহ দেওয়া উচিৎ। কিন্তু যে স্ত্রীলোকের আঠার উনিশ বছরে স্বামী মরে যায়, তার আর বিবাহ করা উচিৎ নয়।

প্রসন্ন। তার মানে কি? তার যদি পুণরায় বিবাহ কর্ত্তে ইচ্ছে হয়?

পরাণ। সে ইচ্ছে ভাল নয়। যার ইচ্ছে হয় তার তবে চরিত্র ভাল নয়।

প্রসন্ন। সে তোমার নিতান্ত ভ্রম।

সুবোধ। আমি একটা কথা বলি। বাঙ্গালীদের যে বিবাহ হয়, সে একটা 'কার্স' বল্লে চলে। কোণের বয়েস যখন আট বচ্ছোর, সে বিবাহের কি জানে? যখন বড় হয়, তখন হয়ত তার স্বামীকে 'লাভ' কর্ত্তেও পারে আবার নাও পারে। এমন যখন হচ্ছে তখন বলা যায় না যে বিবাহ হলেই সকলেই সকলের স্বামীকে ভালবাসবে। ইরি জন্যে বাঙ্গালীদের ভেতর যে বিধবা বিবাহ কর্ত্তে ইচ্ছে করে তার বিবাহ দেওয়া উচিত।

প্রসন্ন। আমি ত বলি বাঙ্গালীদের ভেতর 'ট্রুলাভ' কখন হতে পারে না।

পরাণ। তুমি কখন ওকথা বলতে পার না। 'ট্রুলাভ' তুমি কাকে বল?

প্রসন্ন। যদি কেউ কারু অভাবে ভয়ানক কষ্ট পায়, তাকে না দেখলে চারিদিক অন্ধকার দেখে, যার ভালবাসাতে আদতে 'সেল্‌ফিস্‌নেস্' নেই, যে ভালবাসার পাত্র ছাড়া আর কারু দিকে মন্দভাবে তাকায় না, তার ভালবাসাকে আমি 'ট্রুলাভ' বলি।

পরাণ। তবে আমি বলছি যদি কোন জাতের ভেতর 'ট্রুলাভ' থাকে তা হলে বাঙ্গালীদের ভেতর আছে। আমার স্ত্রীকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি, আমি তাকে ছাড়া আর কাকেও চাইনে, তাকে না দেখ্‌তে পেলে আমি পৃথিবী অমাবস্যা রাত্তিরের মত দেখি।

প্রসন্ন। আমি বলচিনে যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস না। এমন বাঙ্গালী অনেক আছে যারা বলে যে তারা তাদের স্ত্রী বৈ আর কারুকে জানে না, কিন্তু অনেক সময় ইংরেজটোলাতে বেড়াতে বেড়াতে তাদের স্ত্রীর নামও তাদের মনে থাকে না।

পরাণ। তা, প্রলোভন কি সকলে এড়াতে পারে?

প্রসন্ন। যদি কোন লোক কোন স্ত্রীলোককে যথার্থ ভালবাসে তার অন্য দিকে মন যাওয়া অসম্ভব।

পরাণ। তবে, "রোমিও রোজে লাইন্‌কে লাভ" কোরে কেমন করে আবার "জুলিএট কে লাভ" করলে?

প্রসন্ন। যখন "রোজে লাইন রোমিও"কে ভালবাসলে না, তখন রোমিওর রোজে লাইনের প্রতি ভালবাসা অনেক কমে এল। তখন ভালবাসা ঘুঁচে গিয়ে অনেকটা ঘৃণা হলো, কিন্তু তবুও সম্পূর্ণরূপে 'রোজেলাইন'কে ভুলে যেতে পারেনি। তাই কখন কখন দুঃখু করত। কিন্তু যখন সেই নম্র সুশীল, সুন্দর 'জুলিএট' রোমিওকে দেখেই একেবারে তার সঙ্গে মনে মনে মাল্যবদল করলে, তখন "রোমিও রোজেলাইনের" অহঙ্কারি চেহারা ভুলে গিয়ে একেবারে ধন, প্রাণ, মন, সমুদয় 'জুলিএটের" পায়েতে সমর্পণ করলে।

পরাণ। আর ও সকল কথায় কাজ নেই। এখন তোমরা যদি কেউ "বেথুন সোসাইটি"তে যাও তা হলে বল?

সুবোধ। ওখানে আজকাল প্রায় ছেলে ছোক্‌রা গিয়ে গোল করে।

পরাণ। প্রসন্ন যাবে?

প্রসন্ন। আমি একটু পরে যাচ্চি।

পরাণ। তবে আমি চল্লেম। "গুড় ইভ্‌নিঙ্"!

সুবোধ। "গুড ইভনিঙ"! (পরাণের প্রস্থান)

প্রসন্ন। তবে সুবোধ! বিবাহের কি হোল?

সুবোধ। আমার বিবাহ কত্তে ইচ্ছে নেই।

প্রসন্ন। কেন?

সুবোধ। তুমি যদি কারুকে না বল, তাহলে তোমাকে বলি।

প্রসন্ন। আমি "প্রমিস" কচ্চি কারুকে বলব না।

সুবোধ। দেখ প্রসন্ন আমি "অলরেডি" আর কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসি।

প্রসন্ন। সেকি! তোমার ত কখনও মন্দ চরিত্র ছিল না!

সুবোধ। ভালই বল, আর মন্দই বল, আমি পাগলের মত হয়েছি। আমি মরে যাই সেও স্বীকার, তবু আমি যাকে ভালবাসি, সে ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোককে ছোঁব না।

প্রসন্ন। এমন স্ত্রীলোক কে?

সুবোধ। তুমি কি এখনও বুঝতে পারনি?

প্রসন্ন। না।

সুবোধ। তবে আর এক সময় বলব, এখন না।

প্রসন্ন। ভাই তুমি অমন মনে করো না। বিবাহ কর, তাকে ভালবাস, তাহলেই সব ভাল হবে।

সুবোধ। অসম্ভব।

(নেপথ্যে—ঠং—৮টা বাজিল)

প্রসন্ন। ঐ আটটা বাজল তবে ভাই আজ যাই, আর একদিন তোমার সঙ্গে এই বিষয়ের কথা কব। হয়ত 'বেথুন সোসাইটীতে' লেক্‌চার আরম্ভ হয়েচে।

(সুবোধের হস্ত নাড়িয়া প্রসন্নের প্রস্থান)

সুবোধ। (স্বগত) বিবাহ! হে পরমেশ্বর! আমার মন এমন হোল কেন? যখন কামিনীর বিবাহ হোল তখন আমার দুঃখু হয়েছিল বটে, কিন্তু আর একসঙ্গে খেলা কর্ত্তে পার্ব্বো না, একসঙ্গে বেড়াতে পাব না. ইরি জন্যে হয়েছিল। একি! এখন এরকম কষ্ট হয় কেন? এমন মনের ভাব আমার কবে হলো? লোকে বলে সময়ে সকলে সকলকে ভুলে যায়, কিন্তু কৈ আমি ত কামিনীকে আজ পর্য্যন্ত ভুলতে পারলেম না। বরোঞ্চ রোজ রোজ আরো বাড়ছে। সে ভদ্রলোকের বাড়ীর—পরিবার তার জন্যে আমার এত মন্দ ইচ্ছে হয় কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা আমি শুনেছি কামিনী বিবাহ পর্য্যন্ত তার স্বামীর কাছে কখন শোয়নি, সে কি সত্যি? সত্যি বটে, ঝি যখন বলেছে (আর ঝি ওদের বাড়ীর সকল খবর জানে) তখন সে মিথ্যা হবে না। ঝিকেও দেখে আমার আহ্লাদ হয়, ঝি আমাদের দুজনকে মানুষ করে কি না। আহা! আগেকার কথা মনে পড়লে যথার্থ কান্না পায়। তখন কত সুখে ছিলেম, দুজনে কত মনের সুখে খেলা কত্তেম। (অশ্রু পতন) তখন মনে হতো না যে কখন বিচ্ছেদ হবে। মনে হতো চিরকাল এমনি কোরে হাত ধরাধরি করে কাল কাটাব। এখন বালক কালের আশা কোথায় রইল! সে আমোদ প্রমোদ, সে সরলতা নির্ম্মলতা, কোথায় গেল! এখন সে সকল দিন আমার স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছে। হা! মানব জীবন! এই জীর্ণ তরী এক দুঃখু থেকে আর এক দুঃখে, এক ক্লেশ থেকে আর এক ক্লেশে, এমনি কর্ত্তে কর্ত্তে শেষে ভয়ানক যাতনার কঠিন পাহাড়ে ঠেকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিনষ্ট হয়! যৌবন কালে কত সকলে আহ্লাদ আমোদ করে, মনের সুখে কাল কাটায়, কিন্তু আমার রাত্রিতে নিদ্রা নেই, দিনে কর্ম্ম নেই, সমস্ত দিন ভাবতে ভাবতে দুঃখু করতে করতেই জীবন গেল!

কেনই বা আমি জন্মেছিলেম। (কিঞ্চিৎ কাল ভাবিয়া) আচ্ছা যদি আমাকে নাই ভালবাসবে, তবে কেন রোজ স্কুলে যাবার আসবার সময়, কামিনী জানালার কাছে বসে থাকে; বোধহয় অবিশ্যি আমাকে ভালবাসে। আর সে রকম কোরে আমার দিকে তাকায়, তাতে বেশ স্পষ্ট বোধ হয় যে, যে আগুণ আমাকে সমস্ত দিনরাত দগ্ধ কোচ্ছে, সেই আগুন কামিনীর কোমল অন্তঃকরণেও প্রবেশ করেছে। দেখলে য্যান বোধ হয়, আমাকে বলচে যে, "আমাকে এই জ্বলন্ত আগুণ থেকে উদ্ধার কর"। কোন কঠিন নিষ্ঠুর প্রাণ, কোন নির্দ্দয় পামর, সেই কোমল আঁখির মনোগত ভাব বুঝতে পেরে, আপনার চক্ষের জলের ঝরনা খুলে দিয়ে তার দুঃখু মোচন করতে চেষ্টা না পায়? কে সেই সুন্দর, কিন্তু মলীন মুখ দেখে তাকে চুম্বন না করে, বরদাস্ত করতে পারে? তার ঠোঁট দেখলে বোধহয় আমার সঙ্গে কথা কইতে আসচে; কিন্তু লজ্জায় পাচ্চে না। কে সেই কোমল সুন্দর ঠোঁট দেখে আপনার ঠোঁটের সঙ্গে না মিশায়ে থাকতে পারে? কিন্তু আমি কি কর্চ্চি? আমার কি অধিকার আছে যে আমি অন্য লোকের স্ত্রীর বিষয়ে এমন মন্দ ভাব আন্দোলন করি? কিন্তু কামিনী কি কর্ব্বে? সে কিছু ইচ্ছে করে অমন জায়গায় বিবাহ করেনি। সে কখন দোয়ারিকে ভালবাসে না, তা আমি নিশ্চয় জানি। দোয়ারিও তার স্ত্রীকে চায় না। আমরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলা করেছি, এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, তবে কেন আমরা এখনও ভালবাসবো না? কেন আমরা পরস্পর দুজনের সহবাস সুখভোগ কর্ব্বো না? আমাদের পিতা মাতা আমাদের পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে দিলেন না বলে কি আমরা চিরকালই এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণাতে কষ্ট পাব? যদি বাঙ্গালীদের ভেতর, যাব যাকে ইচ্ছে, তাকে বিবাহ কর্ত্তে না পায়; তবে আমরা বাঙ্গালীদের ভেতব থাকতে চাইনে। আমি আজকেই কামিনীকে চিটি দেব? (কিঞ্চিৎকাল পরে) আচ্ছা কাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই। ঝি বইত গতি নেই। কিন্তু ওকে ত কত দিন জেদ করেছি, ওত নিয়ে যেতে চায় না। এখন কি করি! তা সে যাহোক, আজ আমি ঝির পায় খুনোখুনি হব। তা হলে বোধহয়, সে নিয়ে যাবে। সে আমাকে যেমন ভালবাসে কামিনীকেও তেমনি ভালবাসে। (মৌনাবলম্বন) আমি কি করতে উদ্দত হয়েছি। যদি কেউ টের পায়! যদি আমার নামে দেশ দেশান্তরে যায়! যদি লোকে আমার নাম কোরে ছেলেদের ভয় দেখায়! যদি আমি সুবোধ নামের কলঙ্ক কল্লেম বোলে আমাদের দেশ থেকে সুবোধ নাম উঠে যায়? তা আমি কি কর্ব্বো এ "সাসপেনসের" চেয়েও সকল দুঃখ ভাল। আমি আজ পর্য্যন্ত কামিনীর জন্যে সকল জলাঞ্জলি দিলাম! যা হয় তা হবে তা বলে আমি এত কষ্ট আর সহ্য করতে পারিনে। যাই ওপরে গিয়ে চিঠিখানা লিখি গে, এখানে আবার কেউ আস্‌বে? কাল বিকালে চিঠিখানা পাঠিয়ে দেবো।

(তারক বাবুর বৈটকখানা। তারক ও কেদার আসীন।)

তারক। না আমি তা কোন মতেই শুনব না। তোমার বল্‌তেই হবে যে মদ আর আমি ছোঁব না।

কেদার। আচ্ছা তুমি যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার যে, মদ ছোঁয়াতে পাপ আছে, তাহলে তুমি আমাকে যা বল্‌তে বল্‌চো তাই বলব।

তারক। মদ ছোঁয়াতে যে পাপ এত কেউ বলে না। খেতেই দোষ। তা আমি অক্লেশে তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি যে, মদ খাওয়া ভয়ানক পাপ।

কেদার। যদি কেউ অল্প খায়?

তারক। অল্প খেলেও পাপ।

কেদার। কেন?

তারক। অল্প খেলেই বেশি খেতে ইচ্ছে করে।

কেদার। কারু কারু করেও না।

তারক। আমার বোধ হয় এমন লোক আদতে নেই।

কেদার। আমি জানি অনেক আছে।

তারক। তা সে যা হোক, ও সকল কথায় আর কাজ নেই ; কিন্তু তুমি আর মদ খেলে চলবে না।

কেদার। দেখ আমি জানি যে মদ খাওয়া অন্যাই, কেন না মদ খেলে শরীর খারাপ হয়, অন্যাই কেন না মানুষ মাতাল হয়ে আপনার ওপর আর অন্যের ওপর অনেক অত্যাচার করে, অন্যাই কেন না মিছি মিছি টাকা অপব্যায় কোরে পরিবার আর ছেলে পিলেকে কষ্ট দেয়, অন্যাই কেন না যারা মদ খায় কেবল মন্দ লোকের সঙ্গে বেড়িয়ে শরীর মন নষ্ট করে, এর সওয়ায় আরো অনেক কারণ আছে যার জন্যে মদ খাওয়া অন্যায়। কিন্তু যদি কোন লোক কখোন বেশি না খায়, টাকা মিছি মিছি খরচ না করে, মন্দ লোকের সঙ্গে না বেড়িয়ে মনের মত ভদ্রলোকের সঙ্গে বেড়ায় তাহলে ত আমি মদ খাওয়াতে কোন দোষ দেখি নে।

তারক। কাজ কি খেয়ে? মদ না খেলে কি দিন কাটে না? এই যে আমরা মদ খাইনে, তাই বলে কি আমাদের মনে কখন আমোদ হয় না, না আহ্লাদ হয় না?

কেদার। হয়ত মদ খেলে তোমাদের আরো আমোদ হোত, আরো আহ্লাদ হোত ; কিন্তু মদ খাওনা বলে হয় না। আর যদি কোন জিনিস খাওয়াতে দোষ না থাকে অথচ খেতে ইচ্ছে হয়, তবে কেনই বা খাবো না?

তারক। দেখ ভাই কেদার, তোমার সঙ্গে আমার ছেলেবেলা থেকে আলাপ। তোমার মনও খুব ভাল তাও আমি জানি। আচ্ছা তুমি আমার কথাতে কেন মদটা ছেড়ে দাও না?

কেদার। আমি তোমাকে বলছি যে তোমার অনুরোধে আমি অনেক কাজ কর্ত্তে পারি ; কিন্তু যে কর্ম্ম আমি অন্যায় ভাব্বো, তা আমি কেমন করে করি? মদ খেতে নেই বোলে যে না খাওয়া, সে নিতান্ত দুর্ব্বল মনের কাজ। কিন্তু আমি বলতে পারি যে, যতদিন পর্য্যন্ত মনের মত লোক না পাবো, ততদিন মদ খাবো না : আর যদি কখন খাই ; তাহলে বেশি খাবো না।

তারক। আচ্ছা তুমি বল যে, পনের দিন তুমি আমাদের সঙ্গে বেড়াবে। আর পনের দিন তুমি মদ খাবে না। আর কালি কিম্বা দোয়ারির সঙ্গে বেড়াবে না?

কেদার। পনের দিন কেন? আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে এক মাস মদ খাবো না, আর খালি তোমাদের সঙ্গে বেড়াব।

(মন্মথ ও বিন্দু বাবুর প্রবেশ)

মন। নমস্কার তারক বাবু।

তারক। নমস্কার! আসুন বিন্দু বাবু।

মন। কেদার বাবু কেমন আছেন?

কেদার। অমনি এক রকম আছি মশাই! না ভাল, না মন্দ।

মন। এইবার কি 'এম. এ' দেবেন?

কেদার। ইচ্ছে ত আছে! দেখি কি হয়?

বিন্দু। তারক বাবু তবে আজ বিবাহতে নেমতন্ন রাখতে যাবেন ত?

তারক। বিলক্ষণ! আমি হলেম নীতবর[৮], আমি না গেলে চলবে কেন?

কেদার। আচ্ছা, ব্রাহ্ম বিবাহ কি ঠিক ইংরেজদের মত?

তারক। তা নয় ; কিন্তু আমাদের বিবাহ যে ভাষাতে হয়, সে সকলেই বুঝতে পারে। হিন্দু মতে

বিবাহ যা হয়, সে বাবা ভূতের বাবার সাদ্ধিতে নেই, যে বুঝতে পারে কেন না যখন তখন ভশ্চায্যির মুখ দিয়ে সংস্কৃত বেরোয়, তার উচ্চারণও হয় না, আর মানেও থাকে না, তার কিছুই থাকে না। সে আর এক রকম ভাষা বোলে বোধ হয়।

কেদার। এই যে বিবাহটি হবে, এর বর কত বড়, আর কোণেরি বা বয়েস কত?

তারক। বরের বয়েস বচর চব্বিশ আর কোণের বয়েস চোদ্দ-পোনেরর নিচে নয়।

কেদার। আমার বোধ হয় ; যে ক একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হয়েছে তাতে স্বামী আর স্ত্রী এমন সুখ লাভ করেছে, যা বিবাহতে ভারতবর্ষে অনেকদিন বাঙ্গালীর কপালে হয়নি।

তারক। সে কথা মিথ্যা নয়। হিন্দু ধর্ম্মের মতে বিবাহতে আমাদের দেশ অল্প দিনের মধ্যেই ছারখার হয়ে যাবে। এখন স্ত্রীলোকের বয়েস বার তেরো হতে না হতেই, সে ছেলে পিলে হয়ে একেবারে বুড়িয়ে যায়।

মন। ও কথা মশাই বলবেন না। আমার একটী ভগ্নী, তার বয়েস তেরোর অধিক নয়, কিন্তু ইরি মধ্যে সে দুই ছেলের মা হয়েছে, আর তার শরীর এমনি হয়েছে যে তাকে দেখলে দুঃখু হয়।

বিন্দু। ওহে! বিবাহতে যদি যেতে হয়, তবে আর দেরি করা উচিত হয় না।

তারক। যাবার সময় হয়েছে বটে।

মন। হ্যাঁ চলুন। (সকলের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিহর বাবুর বাটী কামিনীর গৃহ।

(কামিনী আসীন)

কামিনী। (কপোল দেশে হস্ত বিন্যাস পূর্ব্বক স্বগত) যে বিরহ-যাতনা সহ্য করেনি, সে পৃথিবীর দুঃখুই সহ্য করেনি। মনের দুঃখু কারুকে বলবার যো নেই ; মনের দুঃখু মনেই রাখতে হয়। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার কাছে কি এত ভয়ানক অপরাধ করেছি যে তুমি এত যাতনায় আমাকে নিমগ্ন করলে। উঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আর যার জন্যেই আমার এত দুঃখু, তাকেই বা কেমন করে মনের ভাব প্রকাশ করি? সে কখনই হতে পারে না। রোজ যখন তিনি স্কুলে যান, তখন আমি জানালা দিয়ে দেখি। তাঁকে যতক্ষণ না দেখি, ততক্ষণ এক লহমাকে আমার একযুগ বলে বোধ হয়। আমি চিরকাল কেমন কোরে এমনি কোরে কাটাই? পৃথিবীতে যে এত ব্যায়রাম আছে, আকাশে যে এত বাজ আছে, তবে কেন আমি এ বিষম যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ না পাই? হে পরমেশ্বর! কত লোকে তোমার কাছে কত কামনা করে, কিন্তু আমি তোমার কাছে এই কামনা কচ্চি যে, যে কালসাপ আমাকে সমস্ত দিন কামড়াচ্ছে, তার হাত থেকে তুমি আমাকে মুক্ত কর। আমার এ ছার জীবনে তবে কাজ নেই, আমাকে তুমি সকল যাতনা থেকে একেবারে উদ্ধার কর। (ক্রন্দন) আচ্ছা এতেই বা দোষ কি? ঈশ্বর আমাদের মন দিয়েছেন, সেই মনে আমাদের যাকে ইচ্ছে হয়, তাকেই ভালবাসব। আমি সুবোধকে ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি, আর কোন পুরুষকে কখনও ভালবাসিনি, বাসবোও না, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েচে, তার কথা মনে পড়লে আমার গা কাঁপে ;

তবে কেন আমি সুবোধকে আমার মনের ভাব প্রকাশ কোর্ব্বো না? আমি কি ভাবচি! আমি পাগোল হয়েছি নাকি? আমার পক্ষে এমন কাজ করা উচিত নয়!

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। দিদি কি করছ?

কামিনী। ঝি নাকি!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, একবার দেখতে এলেম।

কামিনী। তোর ত আর আসা নেই। এখন আমাকে সকলে ত্যাগ করেছে।

লক্ষ্মী। ও মা! তোমার কেমন কথা ভাই? আমি ত প্রায় আসি। তবে কি জান, সকল কাজ কর্ম্ম আমার কত্তে হয় কি না, তাই সময় পাইনে। আর ভাত খেলেই গা যেন মাটি মাটি করে, একটু গড়াতে ইচ্ছে হয়। বুড় হয়েচি কিনা দিদি?

কামিনী। নে ঝি, তুই আর ঠাট্টা করিস নে। তোর আবার কিসের বয়েস।

লক্ষ্মী। সে কি কামিনী! আমার কি বয়েসের গাছ পাথর আছে? আর দিদি তুমিও যেমন, আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই। এখন তোমাদের রেখে যেতে পাল্লেই্ বাঁচি!

কামিনী। মা কি কচ্ছেন ঝি?

লক্ষ্মী। তোমার মা শুয়ে আছেন, আর নলিনী তাঁকে রামায়ণ পড়ে শোনাচ্চে।

কামিনী। ঝি, নলিনীর সম্বন্ধর কি হলো?

লক্ষ্মী। কেন তুমি ত পরসুদিন বাড়ী গিয়েছিলে কিছু শোননি?

কামিনী। সে দিন খাওয়া দাওয়ার হুলোহুলিতে কি কথা কবার সাবকাশ পেয়েছিলেম? মুকুয্যেদের বাড়ীতে কি, সম্বন্ধ স্থির হয়েছে?

লক্ষ্মী। সেখানে কোথা গো? আমাদের সুবোধের সঙ্গে যে নলিনীর সম্বন্ধ হচ্চে?

কামিনী। (সচকিতে) বলিস কি ঝি! না না তুই ঠাট্টা কচ্চিস।

লক্ষ্মী। না ঠাট্টা নয়, সত্যি সত্যি।

কামিনী। সুবোধ কি বিয়ে কর্ব্বে? ঝি ঠীক করে বল, সুবোধ কি বিয়ে কত্তে চেয়েছে?

লক্ষ্মী। কেন চাবে না? সুন্দর বৌ হলে সকলেই বিয়ে কত্তে চায়?

কামিনী। সুবোধ কি বলেছে বল। ঝি তোর পায়ে পড়ি, তুই আমার মাথা খা সুবোধ কি বলেছে বল।

লক্ষ্মী। বালাই সেটের বাচা ষষ্ঠীর দাস। তোর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি কামিনী? ও কথা কি বলতে আছে?

কামিনী। তুই আমাকে যথার্থ করে বল, সুবোধ নলিনীকে বিয়ে কত্তে চেয়েছে কি না। আমি শুনেছিলাম সুবোধ আদতে বিয়ে কত্তে চায় না।

লক্ষ্মী। আমি কেমন করে জানব বল? আমিও শুনেছিলাম সুবোধ আদতে বিয়ে কর্ব্বে না। কিন্তু এখনত আবার শুনচি তার সঙ্গে আর নলিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে। আচ্ছা এর জন্যে তোমার এত ভাববার কারণ কি?

কামিনী। ঝি তোকে আর বলব কি? আমার চেয়েও দুঃখিনী আর পৃথিবীতে নেই।

লক্ষ্মী। একি বাছা তোমার কথা! হাতে নোয়া খয় যাক, পাকা মাথায় সিঁদুর পর, জন্ম এইস্তিরি[১] হয়ে থাক, শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে থাক, তোমার আবার দুঃখু কিসের? ও কথা কি বলতে আছে।

কামিনী। আমার আর কিছু ইচ্ছে করে না, আমি যান এক্ষুণি মরি।

লক্ষ্মী। বালাই! আমার মাথায় যত চুল তত তোমার প্রমাই[২] হোক। কামিনি, তোমার কি দুঃখু আমায় ভেঙে চুরে বল দিকি শুনি?

কামিনী। ঝি তোকে আর কি বলব। (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। আয় দিদি আমার কাছে আয় (কামিনীকে কোলে লইয়া) কাঁদিস নে মা, কাঁদিস নে। তোমার কান্না আমি দেখতে পারিনে। আমার পেটের মেয়ে ছেলে কিছুই নেই। তোকে আর সুবোধকে মানুষ করেছি। তোদের আমি ঠিক পেটের ছেলের মত দেখি। তোর কি মনের দুঃখু আমাকে বল, তোর যাতে ভাল হয় তা আমি কর্ব্বো ; এতে আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার।

কামিনী। (লক্ষ্মীর মুখের দিতে তাকাইয়া) ঝি তুই কি এখনও জান্তে পারিস নি?

লক্ষ্মী। তবে কি তোরা দুজনেই পাগোল হয়েছিস্?

কামিনী। সে আবার কি?

লক্ষ্মী। আজ আমাকে কে জেদ করে পাঠিয়ে দিয়েছে জানিস?

কামিনী। কে?

লক্ষ্মী। সুবোধ।

কামিনী। তা তুই আমাকে এতক্ষণ বলিস নি কেন?

লক্ষ্মী। তুইও তার মত খেপেছিস্ কিনা দেখছিলেম।

কামিনী। ছি ঝি! আমাকে এতক্ষণ কেন বলিস নি? সুবোধ তোকে কেন পাঠিয়েছে? কি বলেচে? সুবোধ কেমন আছে?

লক্ষ্মী। গোড়া থেকে বলি শোন। আজ রাস্তায় কি ভীড় বাবু। মনে হলো বুঝি গাড়ী চাপা পড়ি।

কামিনী। সুবোধ তোকে কি বলতে বলেছে?

লক্ষ্মী। বলি, একটা কাল দাড়িওয়ালা মিনষে কিনা আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। আমি—

কামিনী। ঝি, আমি সে সকল কথা এর পরে শুনব। এখন তুই কি বলতে এসেছিস বল্, শীগ্গির বল।

লক্ষ্মী। বটে গো বটে! আমি বুড় মানুষ অথর্ব্ব[৩] হয়ে পড়েছি। আমি যে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে মরি, সে ত তোমাদের ভালই লাগবে না! তোমরা আপনাদের কাজই বেশ বোঝো।

কামিনী। ঝি, আর তোকে রাস্তায় হাঁটতে হবে না। তুই এই বার অবধি পাল্কি কোরে আসিস, আমি পাল্কি ভাড়া দেবো। এখন তোর দুটী (পদস্পর্শ করিয়া) পায়ে পড়ি সুবোধ তোকে কি বলেছে বল। বল ঝি বল, তোর পায়ে পড়ি বল।

লক্ষ্মী। (কামিনীকে চুম্বন করিয়া) ছি! দিদি আমার। আমি তোমার ঝি, তোমার চাকরাণী, আমার পায়ে হাত দিতে আছে!

কামিনী। ঝি, আমি ত তোকে দাসীর মত দেখিনে, তোকে মার মত দেখি।

লক্ষ্মী। বেঁচে থাক মা! মা কালি তোমার ভাল করুন। হ্যাঁ কামিনী! একদিন কালিঘাটে মাকে দর্শন কত্তে যাবি?

কামিনী। ঝি আবার কেন দেরি কচ্চিস?

লক্ষ্মী। আঃ! তোর জ্বালায় আর বাঁচিনে (কামিনীর দিগে একখানি লিপি নিক্ষেপ করতঃ) এই নে, বাছা নে।

কামিনী। ঝি একি! এ কার চিটি? কে লিখেছে?
লক্ষ্মী। তোমার জন্যে একজন খেপে উন্মাদ হয়েছে, সেই লিখেছে, আবার কে লিখবে?
কামিনী। কার চিঠি ঝি? (পত্রের দিগে অবলোকন)
লক্ষ্মী। পড়ে দেখনা? আমার মাতা খেয়ে লেখা পড়াত কম শেখনি? উতিইত সর্ব্বনাশ হয়।
কামিনী। আমাকে সুবোধ কেন চিটি লিখেচে? না বাছা, পড়তে আমি চাইনে।
লক্ষ্মী। না পড়তে চাও ত তবে এতক্ষণ "ঝি বল কি বলেছে ঝি বল কি বলেছে" বলে আমার মাতার ওপর টিকটিক কচ্ছিলে কেন? না পড়ত চিটিখানা আমাকে দাও আমি তাকে বলিগে তোমার চিটি পড়লে না, টান মেরে ফেলে দিলে ; আর বল্লে আমি তার চিটি পড়তে চাইনে। (গমনোদ্যাত)
কামিনী। বাঃ! আমি বুঝি তোকে ঐ কথা বল্লেম? ছি ঝি দাঁড়া দাঁড়া। একটা কথা বলি শোন। (লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ)
লক্ষ্মী। না! আমার ঢের কাজ আছে, আমি চল্লেম।
কামিনী। আঃ! বোস না ঝি, রাগ করিস কেন? আমার ওপর রাগ কর্ব্বি? দেখ ঝি, আমাকে আজ পর্য্যন্ত কেউ কখন চিটি লেখেনি তাই চিটি খানা পাবা মাত্র আমার গা কেঁপে এল, তাই আমি বলেছিলেম, আমি পড়ব না, কিন্তু সত্যি সত্যি আমি সুবোধকে যত ভালবাসি সুবোধ আমাকে তত বাসে না। ঝি এখন চিটিখানা দে।
লক্ষ্মী। চিটি ফেলে দিয়েছি।
কামিনী। কোথায় ফেলে দিয়েছিস্? ও ঝি কি করেছিস্? (ক্রন্দন)
লক্ষ্মী। না না। আছে আছে। এই নাও। কামিনি, বুড়ির কথায় রাগ করিস নে ভাই! আমি সব বুঝি, কেবল একটু রঙ্গ কচ্ছিলেম।
কামিনী। এ বিষয়ে তোর ঠাট্টা করা উচিৎ হয়নি। আমার যত কষ্ট হয় তার অর্দ্ধেকও যদি তুই টের পেতিস্, তাহলে তুই আমার বদলে সমস্ত দিন কাঁদ্দিস। (অশ্রুপতন)
লক্ষ্মী। দিদি আমাকে মাপ কর। আর আমি এমন কখন কর্ব্বো না। দেখ, আমরা ছোটলোক, অত জানিনে। সে যা হোক এখন তুমি চিটিখানা পড়ে জবাব দাও।
কামিনী। তোকে সুবোধ আগে কি বল্লে বল?
লক্ষ্মী। বলবে কি? মধ্যে মধ্যে আমাব কাছে আসতো, আর কাঁদতো, আর তোমাকে বলতে বলত যে সে তোমাকে বড় ভালবাসে। কিন্তু আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে এত দিন রেখেছিলেম। কিন্তু আজ সকালে আমার বাসাতে গিয়ে খুনোখুনি হবার যো করেছিলো। আর তাকে বুঝোনো যায় না, সে এবার সত্যি সত্যি পাগলের মত হয়েছে। তাই কি করি কাজে কাজেই ঐ চিটিখানা নিয়ে এলেম। কিন্তু যখন দেখ্‌লেম, তোমারও তার প্রতি মোন আছে, তবে তোমাকে চিটি দিয়েছি।
কামিনী। (পত্রপাঠ করিয়া চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে) সুবোধ যে আমাকে এত ভালব্বাসে তা আমি জান্তেম না। ঝি তুই জানিসনে আমরা কত কষ্ট পাচ্চি।
লক্ষ্মী। আমাকে তা বলতে হবে না, আমি খুব জানি। কামিনি! আমিও এক সময়ে ঐ পোড়ান্‌তে পুড়ি।
কামিনী। আমি ত মনে করি আমাদের মত দুর্ভাগা ভারতে নেই।
লক্ষ্মী। তবে শোন বলি। আমি যখন চাকরাণী হয়নি, তখন আমি এক গেরোস্ত ঘরের বৌ ছিলেম। আমার যার সঙ্গে বিয়ে হয়, তার পাঁচ ভাই ছিল। যে সকলের ছোট তার সঙ্গে

আমার প্রথমে সম্বন্ধ হয়। যে মাসে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল, তার দু'মাস আগে তার বড় ভায়ের স্ত্রী মরে যায়। সেইজন্যে ছোটর সঙ্গে আমার বিয়ে না হয়ে বড়োর সঙ্গে হলো। সেটা বুড়ো, তার আবার কাশ রোগ ছিল। বচর ফিরে আসতে না আসতেই, সেটা গেল মরে। আমার শাশুড়ি মাগি ভারি বৌ কাঁটকী ছিল। ছুতয় নাতায় আমার সঙ্গে ঝক্‌ড়া কোরে আমাকে বকত, আর মারত। যার সঙ্গে আমার প্রথম সম্বন্ধ হয়, সে আমাকে বড় ভালবাসতো। আর নুকিয়ে ছাপিয়ে আমাকে অনেক জিনিস দিতো। ক্রমে ক্রমে আমারও মোন তার ওপর পোড়লো। শাশুড়ী মাগি আমাদের সন্দেহ কোরতো আর আমাকে যন্ত্রণা দিতো। একদিন বোঁটি দিয়ে আমায় কাটতে এসেছিল। তারপর আমরা দুজনে পরামর্শ কোরে, কোলকাতায় পালিয়ে আসি। এখানে এসে, তার ওলাউঠো হলো। আমি পথঘাট কিছুই চিন্তাম না। চিকিচ্ছেও হলো না। তিনদিনের মধ্যেই সে—(ক্রন্দন) সেই অবধি আমি তোমাদের বাড়ী আছি।

কামিনী। (লক্ষ্মীর হস্তধারণ করিয়া ক্রন্দন করতঃ) ঝি, পাছে আমাদের ঐ রকম হয়!

লক্ষ্মী। শেঠের বাছা যষ্টির দাস! অমন কথা বলতে আছে! কামিনি আমার পোড়া কপাল, তাই আমার অমন ঘটেছিল তোদের অমন কেন হবে? আর জন্মে যে কত পাপ করেছিলেম, কত গরু মানুষ হত্যা করেছিলেম ; তাই বিধি এখন আমাকে এত জ্বালান জ্বালাচ্ছে তা না হোলে, তোরা পরের মেয়ে পরের ছেলে তোদের জন্যেই বা আমার এত কষ্ট হবে কেন? (অশ্রুপতন)

কামিনী। ঝি তোর পায়ে পড়ি, কি করি বল? আর আমি কষ্ট সহ্য করতে পারিনে। তোর কামিনি আর বাঁচে না।

লক্ষ্মী। ছি দিদি, অমন অস্থির হলে কি কোন কাজ হয়ে থাকে? এসব তো আর মুখের কথা নয় যে মনে কল্লেই হবে। এতে কত চালাকি, কত বুদ্ধি দরকার করে। এ তাড়াতাড়ির কাজ নয়।

কামিনী। তুই আমার সুবোধকে এনে দে। আমি আজকেই তাকে একবার দেখব। কাল সমস্ত দিন আমি তাকে দেখিনি, সে বোধহয় কাল ইস্কুলে যায় নি।

লক্ষ্মী। ওমা! তুই খেপেছিস না কি। আজকে একে এই রাত্তির প্রায় হলো, তাতে আবার উয্যুগ সুয্যুগ চাই সে কেমন করে আসে বল দেখি। আর কোথা দিয়েই বা আসে!

কামিনী। ঝি তবে কি হবে?

লক্ষ্মী। রোস ভাবি। দুষ্টুমী বুদ্ধি না হোলে এসব কাজ হয় না।

কামিনী। ঝি আমি কখন দুষ্টুমী বুদ্ধি জানিনে। সুবোধ ছাড়া কখন কোন পুরুষ মানুষকে ভাবিনি। বয়েস প্রায় শোল শতের হতে চল্লো কখন মন্দ ইচ্ছে আমার মনে হয়নি। আর যদিও এই ভয়ানক কর্ম্ম কত্তে সাহোস কচ্চি বটে। কিন্তু লোকে যা বলুক আমি ত একে কখন পাপ বলবো না। ঝি আমি কিছু জানিনে, তুই আমার হয়ে সব কর। তুই আমাকে কি কত্তে হবে বল। আমার শরীর য্যান সব অবশ হয়ে পড়েছে। আমার হাত পা বেরুচ্ছে না।

লক্ষ্মী। কামিনি। তোমার কত কষ্ট হচ্চে, তা আমি বুঝতে পাচ্চি। তোমাকে সন্তুষ্ট কত্তে আমি সাদ্ধিমত চেষ্টা কর্ব্বো। তুমি আর কারুকে কিছু বলো না। খুব হেঁসে খেলে বেড়িও। যেদিন সুবোধ আসতে চাবে আমি তোমাকে বলে যাবো তুমি একটু সাবধানে থেকো।

কামিনী। সুবোধ কি করে আসবে, তাতো তুই কিছু বল্লিনে। যদি ওপর দিয়ে আসে তা হলে যে সকলে টের পাবে?

লক্ষ্মী। তাইত! তবে ত মুস্‌কিল!

কামিনী। ঝি, তবে কি হবে! সুবোধকে তবে আমি দেখ্‌তে পাব না? (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। কেঁদো না মা, দেখচি। (ভাবিয়া) হয়েছে!

কামিনী। বল! বল কি হয়েছে!

লক্ষ্মী। একটা দড়ির সিঁড়ি আমি কাল তোমাকে দিয়ে যাবো। যখন সুবোধ আসবে, তুমি জানালা দিয়ে ঐ সিঁড়িটা ঝুলিয়ে দেবে। সুবোধ তাই বেয়ে উঠে তোমার ঘরে আসবে।

কামিনী। আমি কেমন করে টের পাব যে, সুবোধ আসবে?

লক্ষ্মী। সুবোধ এসে তোমার জানালার নিচে থেকে বাঁশি বাজালে কি শিশ দিলে, তুমি টের পাবে।

কামিনী। আমি তোকে কি দেবো ঝি? আমার এমন বুদ্ধি কখন যোগাত না। ঝি তোর কাছে আমি আজ পর্য্যন্ত চিরকালের জন্যে বাধিত হয়ে রইলাম। তুই আমার মার চেয়ে আমার উপকার করলি। মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন বটে, কিন্তু জীবনধারণের কোন উপায় করে দেননি। ঝি, তুই আমাকে আজ প্রাণ দিলি, তোর কামিনী আজ পর্য্যন্ত তোর মেয়ে হলো। আজ অবধি তোকে আমি মা বলে ডাকবো। (অশ্রুপতন)

লক্ষ্মী। (কামিনীকে কোলে লইয়া চুম্বন করতঃ) মা তুমি বেঁচে থাক, সুখে থাক এই আমার ইচ্ছে। তুমি আমাকে মা বল, আর নাই বল, আমি তোমাকে আমার পেটের মেয়ের চেয়েও ভালবাসি। আমি আর কদিনই বা বাঁচবো। তোমরা দুজনে সুখে থাক এই দেখে য্যান আমি মরি। যখন আমি মরে যাবো, আর যখন তোমরা দুজনে সুখে থাকবে, তখন এক একবার তোমাদের এই বুড়োঝিকে মনে করো।

কামিনী। ঝি অমন কথা বলিস্‌নে; তোর আগে যেন আমি মরি। তুই মরে গেলে আমার দশা কি হবে! (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। না মা এখনও আমি মচ্চিনে। বিধাতা যে কত দুঃখু আমার কপালে লিখেচে, কে বলতে পারে? তবে এখন আমি যাই, তা না হোলে তোমার মা আমাকে বোক্‌বে। বিছানা পাতা হয়নি, দুদ জাল দেওয়া হয়নি, সব কর্ম্ম এখনও বাকী আছে।

কামিনী। ঝি তুই আমার এই দু ছড়া তাবিজ নিয়ে যা ভেঙ্গে দানা গড়াস।

লক্ষ্মী। ছি কামিনি! অমন কথা বলো না, হাত থেকে গয়না খুলতে নেই। দেখ দেখি তোমার হাতে কেমন দেখাচ্চে, আমি কি এমন সুন্দর হাত থেকে তাবিজ খুলে নিতে পারি?

কামিনী। (বাক্সর নিকট গমন করিয়া) তবে তুই এই টাকা কটা নিয়ে যা।

লক্ষ্মী। না মা, আমি টাকা নিয়ে কি করবো! আমার কেউ নেই যে বাড়ী পাঠিয়ে দেব। তোমার খরচের টাকা তুমি খরচ কোরো।

কামিনী। তোর নিতেই হবে (লক্ষ্মীর হস্তে টাকা অর্পণ) এই চিঠির জবাব আমি আজ রাত্রে লিখে রাখবো, তুই কাল এসে নিয়ে যাস। আর অমনি দড়ির সিঁড়ি আনিস।

লক্ষ্মী। সে আর তোমাকে বোলতে হবে না। (গমনোদ্যত)

কামিনী। আর দেখ ঝি! আজকে সুবোধের সঙ্গে দেখা করিস আর সব বলিস্‌।

লক্ষ্মী। বলবো বলবো!

কামিনী। ঝি শোন শোন্‌! কি বলবি বল দেখি?

লক্ষ্মী। বলবো যে, কামিনী তোমাকে দেখবার জন্যে অস্থির হয়েচে, আর কাল তোমাকে অবিশ্যি অবিশ্যি করে যেতে বলেচে। (গমনোদ্যত)

কামিনী। তা বলিস্‌নে তা বলিস্‌নে। বলিস্‌ যে তোমার চিঠির জবাব কাল দেবে।
লক্ষ্মী। আর নাচতে বসে ঘোমটা দেবার দরকার কি? (গমন)
কামিনী। ঝি! ও ঝি! ওলো শুনে যা শুনে যা! (ঝির প্রত্যাগমন)
লক্ষ্মী। যা বলবি বাছা একেবারে বল। আমার রাত্তির হয়ে গেল।
কামিনী। দেখ সুবোধকে বুঝিয়ে বলিস্‌, সে য্যান মনে দুঃখু না করে ; আর সে যে বলেচে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবে তা য্যান না যায়। (লক্ষ্মী গমনোদ্যত) দেখ তুই য্যান বলিস্‌নে ; আমি তোকে বোলে দিয়েচি। তুই এমনি কোরে বোলবি যেন তুই তাকে বারণ কচ্চিস, বুঝেচিস? আচ্ছা ঝি তুই এখন যা, কিন্তু কালকে আসতে ভুলিসনে।
লক্ষ্মী। না না— (প্রস্থান)
কামিনী। (স্বগত) কালকে সিঁড়ি দিয়ে আসবে। সুবোধ যদি কালকে না আসতে পারে, পোরশু তো আসবেই। সে এলে আমার এত যাতনা সব দূর হবে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) তবু আমার মনে এত কষ্ট হচ্চে কেন? সে যা হোক, আমি আর ভাববো না। এখন আমি কাপড় কাচতে যাই। আজ কাল দুদিন চোক কান বুজে থাকি। পোরশু দিন মনস্কামনা পূর্ণ হবে। (কপোলদেশে হস্ত বিন্যাস পূর্ব্বক চিন্তা) যা হবার তাই হবে, এখন আমি যাই।
(প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বৈঠকখানা।
হরিশ বাবু এবং সুবোধ আসীন।

হরিশ। হরিহর বাবুর কন্যার সঙ্গে।
সুবোধ। আমি তা জানতেম না।
হরিশ। সে কি! প্রায় পোনের দিন হলো যে হরিহর ভায়ার সঙ্গে এ বিষয়ের কথা স্থির হয়ে গেছে।
সুবোধ। আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এমন হয়েচে।
হরিশ। তুমি যে দেখচি আকাশ থেকে পোড়লে? বাড়ীর ভিতর এ কথা তোমাকে কেও বলেনি?
সুবোধ। আমি ত বাড়ীর ভিতর প্রায় যাইনে। কেবল যদি নলিনী পোড়তে আসে, তা হলে বৌকে আর নলিনীকে পড়া বোলে দিতে যাই।
হরিশ। তোমরা বয়ে গিয়েছ[৪] যাও, বৌ ঝিগুলোকে কেন আর বইতে দ্যাও। মেয়ে মানুষের আবার পড়া কি? সে যা হোক বোধহয় এখন তোমার বিবাহ করতে কোন আপত্তি নেই?
সুবোধ। আগে আমার বিয়ে কোরতে যত অনিচ্ছা ছিল এখন তার চতুর্গুণ বেশি হয়েছে।
হরিশ। এখনত আর বল্লে চলবে না। কথা ধার্য্য হয়ে গিয়েছে।
সুবোধ। তবে আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কোরচেন?
হরিশ। দেখছিলেম তোমার এই সম্বন্ধে মন আছে কি না?
সুবোধ। আমার মন নেই।
হরিশ। বাবা একটা কথা বলি শোন। আমি বুড়ো হয়েচি, কবে মরে যাব ; আমাকে আর কেন

জ্বালাস্, তোর বিবাহ হলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

সুবোধ। বাবা! আমি আজ পর্য্যন্ত কখন আপনার কথা অবহেলা করিনি। আপনি যাতে বিরক্ত হন, এমন কাজও কখন করিনি। ছেলেবেলা থেকে যা কোরতে বলেছেন, তাই কোরে এসেচি। কিন্তু তবে যেন এত বড় হয়ে বুদ্ধি হয়ে, জ্ঞান হয়ে, আপনার কথার প্রতিবাদী হচ্চি? বাবা তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার এই অনুরোধ রাখতে হবে। বিয়ে কোরলে বড় কষ্ট পাবো, কখন সুখী হতে পার্ব্বো না আর চিরকালটা কষ্টে যাবে।

হরিশ। সুবোধ তুমি কি পাগোল হয়েচ? বিবাহ কোরে কেউ কখন চিরকালের জন্যে অসুখী হয়? ও সকল পাগলামী ছেড়ে দাও। বিয়ে কর, কাজকর্ম্ম কর, মানুষের মত হও। ছি বাবা! অমন কি কর্ত্তে আছে? আমি তোমার বাপ হয়ে এত অনুরোধ কর্চ্চি, আমার কথা কি রাখতে নেই?

সুবোধ। আমি বিবাহ কোর্ত্তে পার্ব্বো না।

হরিশ। তবে তুই আমার সুমুক্ থেকে এখনি বেরো, আমি তোর মুখ দেখতে চাই নে। (সুবোধ দণ্ডায়মান) এমন অবাধ্য সন্তান! এত কোরে বল্লেম, তবু কথা গ্রাহ্য হলো না।

সুবোধ। আমি বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্বো না।

হরিশ। তবে বেরো? এখনি বেরো! বেরো!

(সুবোধের অগ্রে অগ্রে গমন, হরিশের অনুগমন এবং উভয়ের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বাটী সুবোধ বাবুর বৈঠকখানা।

সুবোধ বাবু আসীন।

সুবোধ। (স্বগত) তা না হয় আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন, তা বলে আমি নলিনীকে কেন চিরকালের জন্যে দুঃখিনী করি? তাকে আমি বোনের মতন ভালবাসি, স্ত্রীর মতন কখনো ভালবাসতে পারবো না। একজনকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি, অন্য স্ত্রীলোককে কেমন কোরে আমি বিবাহ কর্ব্বো? তাহলে কামিনী আমাকে কি বলবে? আমিই বা এত বড় ভয়ানক নিষ্ঠুর পাপ কেমন কোরে কর্ত্তে পারি? এতে যদি বাবার কথা অবহেলা কর্ত্তে হয়, তাহলে চারা নেই। এতে উনি রাগই করুন আর যাই করুন। আমি ত এক বছর পর্য্যন্ত ওঁয়াকে বলচি যে, আমি বিবাহ কর্ব্বো না, তবে কেন উনি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে সম্বন্ধের ঠিক কোরেচেন? সে যা হোক আজকে ত আমাকে কামিনীর কাছে যেতে হোচ্চেই; যদি দেখি এখানে থাকলে নিতান্তই বিয়ে কর্ত্তে হয়, তাহলে ত নিশ্চয়ই আমি বাড়ী থেকে পালাচ্চি। তাহলে আবার কতদিন পরে যে কামিনীর সঙ্গে দেখা হবে, তাও বলা যায় না। যদি আমি বাড়ী থেকে যাই, তাহলে ঝির নামে চিঠি দিলেই ঝি সেই চিঠি কামিনীকে দেবে, তাহলে কামিনী সব টের পাবে। যত দিন নলিনীর বিবাহ না হচ্চে, ততদিন আমি বাড়ী ফিরে আসচি নে। কেমন কোরে এত দিন কামিনীকে না দেখে থাক্‌বো? এক উপায় আছে। আমি যদি বিদেশে গিয়ে থাকি, তাহলে মধ্যে মধ্যে কোলকাতায় আসবো। আর যেদিনে আসবো, তা ঝির চিঠিতে লিখে দেব। তাহলেই কামিনী জানতে পার্ব্বে, আর কোন গোল থাকবে না। আজকে আমি কামিনীকে আমার একখানা চেহারা দেব (বাক্স

হইতে চেহারা বাহির করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করতঃ) আহাঃ কি চেহারা মরে যাই আর কি! কামিনী যে কেন আমাকে পছন্দ কোরেচে, তাত বলতে পারিনে। আজকে এই জামাটা পরি। একটু ল্যাবেন্ডার মাখা যাক। এই ধুতি হলেই হবে। হাপষ্টকিং জোড়াটা পরা যাক। (যদিও শুনিচি বাবা হাফষ্টকিংনের উপর ভারি চটা) চুলটা বড় উস্ক খুস্ক হয়ে রয়েছে, একটু আঁচড়ান যাক্; আর দেরি কর্ব্বো না। হয়ত কামিনী আমার জন্যে অপেক্ষা করচে।

(প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বাটী কালী বাবুর বৈঠকখানা।
কালি আসীন।

কালি। (একখানা পত্র পাঠ করিতে করিতে স্বগতঃ) হুঁ ভায়া বড় চালাক হয়েছেন। ভারি ধার্ম্মিক, বিদ্বান ছেলে, বাঃ? (পত্রপাঠ) "আমি আজ কলিকাতায় গমন পূর্ব্বক এক বন্ধুর বাটীতে থাকিব, রাত্রি দুই প্রহর, বা একটার সময় তোমার গৃহে গমন করিব। তুমি উক্ত সময়ে প্রস্তুত থাকিবে। দেখ! আমাকে নৈরাশ করো না।

তোমার সুবোধ।"

হ্যাঁ তার জন্যে তোমার বড় ভাব্‌তে হবে না; উত্তম লোকের হাতেই পড়েচ, যাতে আজ তুমি কামিনীর কাছে গিয়ে মজা কর্ত্তে পার, তার জন্যে আমি যৎপরোনাস্তি চেষ্টা কর্ব্বো এখন। বাবা আমাকে তেজ্য পুত্র করেছেন, আর এই সুবোধ সুশীল ছেলেকে সমুদায় বিষয় দেবেন। বুড়োর তিন কাল গিয়েছে এক কালে ঠেকেচে, এখনও মানুষ চিন্তে পারেন না! আচ্ছা তিনি যেমন আমাকে বরাবর তাচ্ছল্য করে সুবোধকে আমার চেয়েও ভাল বেসেছেন, আমিও তেম্নি তাঁকে জব্দ কর্ব্বো। দোয়ারি এই চিঠি দেখ্‌লেই আমার ভায়ার মনস্কামনা সিদ্ধি হবে। এখন দোয়ারিকে কেমন কোরে খবর দেওয়া যায়। কিন্তু দোয়ারি এলে, একথা একেবারে বলা হবে না; তাহলে হয়ত আমাকেই সে মেরে বসবে। সে যে গোঁয়ার। (দোয়ারির প্রবেশ) এই যে নাম কর্ত্তে কর্ত্তেই এসেচিস্। তুই ভাই অনেক দিন বাঁচবি।

দোয়ারি। কেন! আমার জন্যে তোমার এত ভাববার কারণ কি?

কালি। বাবা! তোর নাম করে না এমন লোক কি পৃথিবীতে আছে?

দোয়ারি। কেদার কোথায়? তুই যে একলা ঘরে চুপ করে বোসে আছিস?

কালি। তুই জানিসনে? কেদার যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েচে!

দোয়ারি। বলিস কিরে!

কালি। হ্যাঁ! তার গৌরাঙ্গের ভাব উদয় হয়েচে। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীদের সঙ্গে মিশেচেন, মদ ছেড়ে দিয়েছেন, আবার সমাজে গিয়ে চোখ বুজে ধ্যান করা হয়। দেখচিস্ কি? কেবল তুই আর আমি নরকে যাবো; আর সকলেই সোনার সিঁড়ী বেয়ে স্বর্গে চলে যাবে, আমরা কেবল জুল্ জুল্ করে চেয়ে থাকব।

দোয়ারি। ফের কেদার যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার না ফেরে, তা হোলে আমি ব্রাহ্মণের

ছেলে নই। কত শালা মদ ছেড়ে দিয়ে দুদিনের জন্যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়। আবার তেমন পাল্লায় পড়লে যে কে সেই।

কালি। একটু মদ খাবি?

দোয়ারি। দোষ কি?

(কালি আলমারি হইতে মদের বোতল এবং গেলাস বাহির করিয়া উভয়ের মদ্যপান)

দোয়ারি। ওরে আজকাল আমি কেমন 'গুডবয়' হয়িচি, তা জানিস্‌নে বুঝি?

কালি। কি রকম?

দোয়ারি। যহর তো ভাই একখানা, জড়োয়া গহনার জন্যে ভারি পেড়া পিড়ি করচে। আমার হাতে ত এক পয়সাও নেই। কাজে কাজেই বাড়ী থেকে ফাঁকি দিয়ে নিতে হবে। তাই এখন বাড়ীতে রাত্রিতে শুতে আরম্ভ করিচি। এক আদ বোতলের বেশি খাইনে। গুলিটা নাকি না খেলে চলে না, তাই কাজে কাজেই খেতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের লোকে গাঁজাগুলির ওপর অতো চটা নয়, যত মদের ওপর। তাই এখন বাড়ীতে সকলের এক রকম বিশ্বাস হয়েচে যে, আমি শুধরে উঠিচি, আর ভয় নেই।

কালি। আর একটু খা। আচ্ছা তুই এখন তোর স্ত্রীর কাছে রাত্রে শুস্‌তো?

দোয়ারি। কি জানিস ভাই, একদিন আমি বাড়ীর ভিতর খেতে যাচ্ছিলেম। অমনি আমার স্ত্রীকে দেখতে পেয়েছিলেম। দেখলেম মন্দ নয়, তাই একদিন রাত্রে বাড়ীর ভিতর শুতে গিয়েছিলেম। শালি আমার কাছে শুতে আসতে হবে বলে, এমনি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো, যে বাবা পর্য্যন্ত টের পেলেন। আর বাবা বারণ কল্লেন বোলে, কাজে কাজেই আমাকে বাইরে গিয়ে শুতে হলো। আচ্ছা বাবা, সে কেমন মেয়ে আমি দেখব। আমি বাঘ না ভাল্লুক ; যে আমার কাছে শুতে চায় না। সে বেটী হচ্চে আমার স্ত্রী, আমি তাকে যা বলবো, তা তার শুনতেই হবে। আচ্ছা আগে আমি টাকা গুণো হাত করি ; তারপর তাকে নাকের জলে চকের জলে করবো। তিনি জানেন না, তাঁর কেমন লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে!

কালি। তুই নাকি বিয়ে পর্য্যন্ত আদতে তার কাছে শুসনি, তাই তোকে দেখে তার ভয় হয়েছিল। প্রথমে অমন হয়।

দোয়ারি। কেন হবে! আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন আমি তার কাছে শোব। এর প্রথম আর শেষ কি?

কালি। হয়ত তোর স্ত্রীর আর কারুর উপর মন পড়েচে।

দোয়ারি। তা টের পেলেত হয়! তা হলে শালিকে একবার ঘুগরো বাণ দেখিয়ে দিই!

কালি। আমি যা বল্‌চি তা হতেও পারে। কেন না লোকে বলে, পুরুষ মানুষের চেয়েও মেয়ে মানুষের রিপু অনেক গুণে বেশি। তাতে মনে কর, তোর স্ত্রীর বয়েস প্রায় পোনের শোল হতে চল্লো।

দোয়ারি। ও সকল কথায় কাজ নেই।

কালি। ভাই! আমার ওপর রাগ করিস্‌নে, আমি যা তোকে বলছি, তা কেবল তোর ভালর জন্যে। আমি যদি তোর "বুজুম ফ্রেন্ড" না হতেম, তা হলে কোন শালা তোকে এ সকল কথা বলতো? আর একটু মদ খা। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

দোয়ারি। (মদ্যপান করিয়া) কি কথা?

কালি। আচ্ছা এই চিঠিখানা পড় দিকি। (লিপিপ্রদান)

দোয়ারি। (পত্রপাঠ করিয়া) তুই চিঠি কোথায় পেলি?

কালি। হরিহর বাবুর বাড়ীতে এক ঝি আছে তার নাম লক্ষ্মী। সে কামিনীকে আর সুবোধকে মানুষ করেছিল। সেই ঝির নাম, আমাদের এক নতুন ঝির নামে এক ; সুবোধ হয়তো তা জান্ত না। কামিনীর ঝির হাতে এই চিঠি না পোড়ে আমাদের ঝির হাতে পড়ে। সে ত পড়তে জানে না, তাই আমাকে পড়ে দিতে বলেছিল। চিঠি পড়ে ভায়ার বিদ্যে সমুদয় জান্তে পাল্লেম। দেখ দেখি ছোঁড়ার কতো দুষ্টুমী বুদ্ধি। আমরা বেশ্যালয়ে গিয়ে থাকি, এ ছোঁড়া আবার ভদ্রলোকের ঝি বৌ বের কত্তে আরম্ভ করেছে!

দোয়ারি। এই চিঠি পড়ে, আমার তোর পর্য্যন্ত হাড় ভাঙতে ইচ্ছে হচ্চে।

কালি। আমি ভাই তোমার কি করিছি? সুবোধ আমার ভাই, তার দোষ আমার ঢাকা উচিত ; কিন্তু আমি তোমার এম্‌নি বন্ধু, যে এই ঘটনা টের পেয়েই, তোমার কাছে সমুদয় ব্যক্ত কল্লেম।

দোয়ারি। কিন্তু আমার মনে যা আছে তাই আমি কর্ব্বো।

কালি। সচ্ছন্দে! তোর মনে যা আছে তাই তুই করিস্। আগুণ খায় যে, আঙরা হাগবে সে, তা আমাদের কি?

দোয়ারি। আজ রাত দুপুর একটার সময় যাবে, না?

কালি। তাই ত লিখেছে।

(উভয়ের মদ্যপান)

দোয়ারি। আচ্ছা কোথা দিয়ে ঢোকে বলতে পারিস?

কালি। বোধ হয় তাদের চাকোর চাকরাণিদের হাত কোরেছে।

দোয়ারি। তা যেখান দিয়ে যাগ্, আজ্ তো যাবেই ; তা হলেই হলো।

কালি। তোর স্ত্রী কোন ঘরে শোয় জানিস তো?

দোয়ারি। সেই রাস্তার ধারের ঘরটা। আর একটু ঢাল খেয়ে যাওয়া যাগ্।

(মদ্যপান করিয়া প্রস্থান)

কালি। (স্বগত) বোধ হয় ছোঁড়া আমার মাগের সঙ্গেও নষ্ট! শুনেছি রোজ তাকে পড়াতে যায়। যা হোক, যেমন বাবা তাকে ভালবাসে, আর সকলে তারে ভাল বলে জানে, তেমনি আজকে সকলে তার গুণ টের পাবে। দোয়ারি যেমন গোঁয়ার, তাকে কিছু দক্ষিণে[১] না দিয়ে ছেড়ে দেবে না। সকলেই বলে "আহাঃ! সুবোধের মত ছেলে দেখিনি" কিন্তু উদিকে যে সুবোধের পিঁপুল পেকেছে, তাতো কেউ জানে না। যে আবার আমার চেয়েও এক কাটী সরেশ্। তাই বোলি, ছোঁড়া বিয়ে কত্তে চায় না কেন? ভেবেছিলেন বুঝি বিয়ে করা পাপ, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেয়া দোষ, তাই বুঝি ভায়া ঘর বাড়ী ছেড়ে পালালেন। উদিকে ভায়া শোড়োঙ্গা কেটে বোসে আছেন, তা কে জানে বলো? যা হোক ছোঁড়া বেঁচে থাক ; কাজের লোক বটে। আমরা এতদিন টাকা খরোচ কোরে বদনাম কিনে, হরো বই যুটলোনা। ও একেবারে নির্ব্বিঘ্নে এক বুড়ো মানুষের বাড়ীর অন্দর মহলে গিয়ে উপস্থিত। বেঁচে থাক বাবা! "লঙ লিভ্ দি হ্যাপি পেয়ার" (মদ্যপান করিয়া) যাই হরোর কাছে যাই, আমার কামিনীও নেই, কিছুই নেই। যদিও এক কুসুম আছেন বটে, আগে আগে কাছে গেলে একটু একটু গন্ধ পাওয়া যেতো ; কিন্তু এখন একেবারে শুকিয়ে গিয়েছেন। (টলিতে টলিতে প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রামনারায়ণ বাবুর সম্মুখস্থিত রাস্তা।)

দোয়ারি। (রাস্তায় গমন করিতে করিতে স্বগত) আমার যে ঘরে একখানা আছে, তাতেই হবে। একটু পরিষ্কার করে নিলিই হবে। এখনও তার আসবের দেরি আছে, আর বাড়ীর কেউ কেউ জেগে আছে। (চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌ। সেলাম বাবু সাব্! হাম লোগ্‌কো বক্সিস বহুত রোজ্‌সে নেহি মিলা।

দোয়ারি। আচ্ছা বক্‌সিস্ মিল যাগা। সবেরে হাম্‌কো পাস্ আও, সব ঠিক হো যাঙ্গে। আচ্ছা তোম হাম্ কো এক বাত্ বল্‌নে সেক্‌তা?

চৌ। কোন বাত্ মহারাজ?

দোয়ারি। কই বাবু রাত কো হাম্ লোগ্ গোঁ বাড়ীপর আও তে হেঁ?

চৌ। হাঁমনে কুছ নেহি জান্তে হেঁ মহারাজ!

দোয়ারি। আচ্ছা! (বাটীর ভিতর প্রবেশ)

চৌ। (স্বগত) কৈ সুরৎ সে এ বাবুকো তো সব মালুম হুয়া। আচ্ছা! ল্যাকেন হাম্ আজ সুবোধ বাবুকো উপর্‌মে নেহি যানে দেঙ্গে। (প্রস্থান)

(সুবোধের প্রবেশ)

সুবোধ। (স্বগত) ঝি বোধ হয় কামিনীকে চিটি দেখিয়েছে। আমি চিটিতে লিখেছিলেম, একটার সময় যাবো। এখন তো দুকুর বেজেছে। দেখি দিকি কামিনী জেগে আছে কি না? (বংশী ধ্বনি)

নেপথ্যে। গীত—

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

হোল রজনী অবসান প্রাণকান্ত এলোনা।
সহেনা যাতনা আর বিরহ-যাতনা॥
কি জানি এ অধিনীরে, নয়নেতে নাহি ধরে,
বুঝি সখা ঘৃণা করে, করিল তাই প্রবঞ্চনা।

(সুবোধের বংশীধ্বনি)

ঐ ঐ বুঝি সখা, অবশেষে দিল দেখা,
নতুবা ও কার ডাকা, কার বাঁশীর স্বর॥
হায়রে ব্যাকুল মন, বৃথা করো আকিঞ্চন,
সুবোধ প্রাণের ধন, কৈ বলো এলোনা।

(সুবোধের বংশীধ্বনি এবং উপর হইতে দড়ির সিঁড়ি পতন)

(চৌকিদারের পুনঃপ্রবেশ)

চৌ। বাবু সাব আজ আপ্ জানে নেই সেকোগে।

সুবোধ। কায় নেই? সো রোজতো তোমকো হাম্ রোপেয়া দেয়াথা, আওর তোম্ বোলা যে হাম্‌কো কুছ নেই বোলেঙ্গে?

চৌ। সো ঠিক। ল্যাকেন আজ এই বাড়ীকা এক বাবু হাম্‌কো পাস্ আপকো বাৎ বোল্‌তাথা। আওর উস্‌কো কৈ গমসে সব মালুম হুয়া।

সুবোধ। তোম এই দো রোপেয়া লেও, আওর মত গুল্ করো।

(দড়ির সিঁড়ি দিয়া কামিনীর গৃহে গমন)

চৌ। (স্বগত) আজ হামকো মালুম হোতা যে কুছ গুল হোগা। কেয়া করে রোপেয়াতো মিল গেয়া, আওর কেয়া? (উচ্চৈঃস্বরে) হৈঃ! (প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামনারায়ণ বাবুর বাটী—কামিনীর গৃহ।

(কামিনী এবং সুবোধ আসীন।)

সুবোধ। (কামিনীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করতঃ) ভাই! আমি যে কি কষ্টে ছিলাম, তা আমি বোলে জানাতে পারি নে। এখন আমি হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেম।

কামিনী। মিথ্যা কথা কও কেন ভাই বল না? কেন আমাকে পছন্দ হয় না বোলে কি কোলকাতা ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছ?

সুবোধ। তুমি বুঝি জান না বৰ্দ্ধমানে গিয়েছি?

কামিনী। আমি ভাই কেমন কোরে জান্‌ব?

সুবোধ। এত দিন যদি বাড়ী থাকতেম, তাহলে আমার বিবাহ হয়ে যেত। (কামিনীর চিবুক ধরিয়া) তা আমার কামিনি! তোমার সুবোধ কি এমন চাঁদের মত মুখ ছেড়ে আর কারুকে বিয়ে কর্ত্তে পারে? কি আশ্চর্য্য! আমাদের কি মনে ছিল এমন সুখ হবে! ভাগ্যের কথা কেউ বলতে পারে না। এই এখন এত সুখে আছি, হয়ত এখুনি ভয়ানক বিপদও হতে পারে।

কামিনী। তোমার ভাই দুটী পায়ে পড়ি, তুমি দুঃখের ভাবনা ভেবো না। যখন দুঃখু হবে, তখন হবেই। তাই বলে যখন সুখ হচ্চে, তখন দুঃখের ভাবনা ভেবে সুখ নষ্ট কর কেন?

সুবোধ। (কামিনীকে চুম্বন করিয়া) তুমি ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু আমার নাকি দুঃখের ভাবনা ভেবে মনে কালি পড়েছে, তাই যখন আমার সুখ, সূর্য্যের আলোর মত এসে আমার মনের চারিদিক আহ্লাদে পরিপূর্ণ করে, তখনও কোথা থেকে এক এক করে কালো মেঘ এসে, এই সূর্য্যকে ঢেকে ফেলে, আর অন্ধকারে আমার মন আচ্ছন্ন হয়।

কামিনী। আমি কি কখন দুঃখু সহ্য করিনি? তোমার জন্যে কি আমাকে সমস্ত রাত কাঁদ্দে হয়নি? সমস্ত দিন তোমার মুখ মনে করে যাতনাতে শরীর মন পুড়ে যায়নি? সুবোধ! তোমার জন্যে আমাকেও অনেক সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু যখন তুমি আমার পাশে বসে আছ, তখন আমার কি দুঃখু? আর আমাকে চাতক পাখীর মত জল জল করতেই বা হবে কেন? চাতক মনের মত জল পেয়েছে।

সুবোধ। কামিনী! আমি যদি একশটা প্রাণ পেতাম, তা হলে তোমার পায়ে বিসর্জ্জন কত্তেম।

কামিনী। ছি ওকি ভাই! (মৌনাবলম্বন)

সুবোধ। না না আমার ঘাট হয়েছে, আমি আর ওরকম কথা বলবো না। তুমি যে গানটী গাচ্ছিলে সেটি কি তোমার তয়েরি?

কামিনী। কেন?

সুবোধ। বলো না? আমি অমন মিষ্টি গলা, আর ভাল গান কখন শুনিনি।

কামিনী। তোমার রাত্তিরে এখানে আস্‌বের কথা থাক্ আর নাই থাক্, আমি রোজ রাত্তিরে এই জানালার কাছে বসে থাকি। যখন কিছু নড়ে, কি বাঁশীর শব্দ শুনি, তখন মনে হয়,

বুঝি তুমি এলে। কিন্তু তুমি অনেক সময় এসো না। এক রাত্তিরে অনেকক্ষণ পর্যান্ত তুমি এলে না দেখে মনে ভারি কষ্ট হলো, তাই ঐ গানটী তয়ের করেছিলেম।

সুবোধ। (কামিনীকে আলিঙ্গন করিয়া) ভাই কামিনি! দেখচো ত আমি স্বাধীন নয়। তা যদি হতেম তা হলে সমস্ত দিন তোমার ঐ সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেম। এই সময় বৈ আর আসবের উপায় নেই, আর রোজও আসতে পারিনে। আর পাছে সকলে টের পায় বলে, সাবধান হয়ে চলতে হয়।

কামিনী। আমি জানি তোমার কোন দোষ নেই। তুমি কি কর্ব্বে? সকলি আমার কপালের দোষ। আর মধ্যে একটা ঘটনা হয়ে গিয়েছিল, সেও বড় সাধারণ নয়!

সুবোধ। (সচকিতে) কি রকম?

কামিনী। তুমি ত জান আমার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল সে কখন বাড়ীতে থাকে না। মধ্যে সে বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করেছে।

সুবোধ। বল কি! বল কি?

কামিনী। তোমার ভয় পাবার কোন প্রয়োজন নেই, কেন না প্রাণ থাকতে সে কখন আমার কাছে এগুতে পার্ব্বে না। যাহোক একদিন সে আমার ঘরে আসবার জন্যে পেড়াপিড়ি। আমি এমনি চীৎকার করেছিলেম, যে শ্বশুর পর্য্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেম। তারপরে সেটাকে বাইরে যেতে বল্লেন। সেই পর্য্যন্ত সে বাইরে শোয়। কিন্তু গতিক বড় ভাল নয়।

সুবোধ। কামিনি! তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না ; কিন্তু তুমি আমাকে সত্যি করে বল দিকি, দোয়ারি কখন তোমার কাছে শুয়েছে কি না?

কামিনী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) সুবোধ! তুমি আমাকে এত অবিশ্বাস কর? আমি তাহলে কি তোমাকে বলতেম না? তা তুমি আমাকে সন্দেহ করতে পারো বটে ; কেন না আমার সোয়ামী থাকতে আমি এমন কাজ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছি।

সুবোধ। (কামিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) কামিনী! আমার মাথা খাও চুপ কর। কামিনী! আমার ঘাট হয়েছে। আমি আর কখন তোমাকে সন্দেহ কর্ব্বো না। আমার দিকে একবার তাকাও।

কামিনী। তা বলেছ বলেছ, তাই বলে কি আমি তোমার ওপর রাগ কর্ব্বো? কিন্তু ভাই তুমি জেনো, যদি তোমার জন্যে নিতান্ত পাগোলের মত না হতেম, তা হলে পৃথিবীর কোন পুরুষই আমার গায়ে হাত দিতে পার্ত্তো না।

সুবোধ। সে যা হোক, এখন যখন দোয়ারি বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করেছে, আর যখন তোমার ঘরে আসতে উৎপাত করেছে, তখন আমার মতে তোমার এখানে থাকা উচিত নয়।

কামিনী। তা আমি জানি। কিন্তু কোথায় যে যাই, তা ত এখনও ভেবে ঠিক কত্তে পারিনি।

সুবোধ। দেখ ভাই, বর্দ্ধমানে আমি এক ইস্কুলের মাষ্টারি করচি। চল আমরা বর্দ্ধমানে বেরিয়ে যাই, ঝি আমাদের সঙ্গে যাবে। সেখানে কারুকে ভয় কর্ত্তে হবে না, চিরকাল সুখে থাকা যাবে। তুমি এতে কি বল?

কামিনী। যখন আমি এমন কর্ম্ম কত্তে নিযুক্ত হয়েছি, তখন কখনো না কখনো কলঙ্ক হবে। তা বাড়ী বসে থেকে লোকের গঞ্জনা না শুনে, যদি বেরিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ভাল বৈ মন্দ হয় না। কিন্তু সুবোধ, আমার কপালে কি এই ছিল! (ক্রন্দন)

সুবোধ। কেঁদো না ভাই কেঁদো না। কি কর্ব্বে বল? যদি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হোত, তাহলে আমি যেখানে যেতেম, তুমি ত আমার সঙ্গে যেতে?

কামিনী। সুবোধ! সে কথা মিথ্যা নয়। বিয়ে হোলে তোমার সঙ্গে যেখানে যেতাম ;এখনও সেখানে যাব। কিন্তু বিয়ে হয়ে হাজার দূর দেশে সোয়ামীর সঙ্গে থাকলেও ইচ্ছে হলে

কখনও না কখন, মা বোনের সঙ্গে দেখা হোত। এখন যদি তোমার সঙ্গে যাই, তাহলে সকলের কাছ থেকে একেবারে জনমের মত বিদায় নিতে হবে।

সুবোধ। কামিনী! তুমি যাতে সুখে থাকবে তাই কর। তুমি যাতে সুখে থাকবে, নিশ্চয় জেনো আমিও তাতে সুখে থাকবো। যদি তুমি বোঝ বিদেশে গেলে পরে তোমার মনে কষ্ট হতে পারে, তবে আমি তোমাকে কখন বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও যেতে বলিনে।

কামিনী। সুবোধ! দেখ যদি তোমার সঙ্গে যাই তবে কার কার জন্যে আমার দুঃখ হবে বটে; কিন্তু তোমাকে দেখতে পেলে আমার সকল দুঃখু দূর হবে। দেখ এখানে ত আমি আর থাকতে পারিনে। সে দিন য্যান ওর বাপ, ওকে মুখ কল্লে বলে চলে গেল; যদি আর একদিন জোর করে আমার ঘরে ঢোকলে, তাহলে আমি কি কর্ব্বো! আমি মেয়ে মানুষ, ওর জোরেত পার্ব্বো না!

সুবোধ। তোমার যা ভাল বোধ হয়, তাই তুমি কর্ব্বে।

কামিনী। তোমার কি ভাল বোধ হয়?

সুবোধ। আমার বোধ হয় এখানে থাকা আর উচিত নয়। কেননা বিদেশে থেকে নুকিয়ে কোলকাতায় এসে তোমার সঙ্গে দেখা করা খুব সম্ভব না। যদি এ বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আজ যখন আশ্ছিলেম চৌকিদার বেটা বলছিল যে, তোমাদের বাড়ীর কোন লোক টের পেয়েছে। যদিও আমার বোধহয় সে কেবল টাকা পাবার লোভে মিছেমিছি আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল; কিন্তু সেত অসম্ভব নয় হতেও পারে।

কামিনী। তবে আর আমাদের এখানে থাকা উচিত হয় না।

সুবোধ। আমি যে ঝির নামে তোমাকে একখানা পত্র দিয়াছিলেম, সে কি তুমি পেয়েছ?

কামিনী। ঝির অসুখ করেছে, তাই বোধহয় আসতে পারেনি।

সুবোধ। আচ্ছা আমরা যদি একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকি, আর ঝিকে নিয়ে যাই; তাহলে আমরা কি সুখী হই?

কামিনী। তাহলে আমাদের কোন ভাবনা থাকবে না, নিন্দের ভয় থাকবে না, আর কোন কথাই থাকবে না। আর তোমাকেও রাত্তিরে এত কষ্ট করে আসতে হবে না।

সুবোধ। আচ্ছা ঝিকে তুমি একথা বলেছ?

কামিনী। বলিছি, ঝি বলেছে আমরা যেখানে যাব, ঝি আমাদের সঙ্গে যাবে।

সুবোধ। কামিনী! তুমি সমস্ত দিন কি কর?

কামিনী। সমস্ত দিন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি আর তোমাকে ভাবি! (সুবোধের কামিনীকে চুম্বন) আগে আগে পড়তেম, এখন আর পড়াশুনোতে মন নেই। এখন খালি ময়না পাখীর মত, একজনকার নাম পড়ি। আর তুমি যে তোমার চেহারা খান দিয়েছ, সেইখানা সমস্ত দিন দেখি।

সুবোধ। আমি কি করি জান? সমস্ত দিন খালি কাগচ আর রং নিয়ে তোমার চেহারা আঁকি। (জামার পকেট হইতে একখানি প্রতিমূর্ত্তি কামিনীর হস্তে অর্পণ) দেখ দিকি এখানি তোমার চেহারার মত হয়েছে কি না?

কামিনী। অনেক হয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক হয়নি। আমার চোক এত ভাল নয়, নাক ত এত টিকোলো নয়; গাল আর ঠোঁটত এত রাঙ্গা নয়। তোমার চেহারা ভাল আঁকা হয়নি।

সুবোধ। তুমি যদি কালো হতে, তা হলে তোমাকে একবার দেখবার জন্যে আমি বর্দ্ধমান থেকে কোলকাতায় আস্তেম না। এত সহজ কথা, কিন্তু তোমাকে দেখতে যদি এটল্যান্টিক

মহাসাগর পার হওয়া আবশ্যক হয়, তাহলেও নিশ্চিন্ত হয়ে সাঁতার দিয়ে আমি পার হই ; যদি হিমালয়ের বরোফ ঢাকা পর্ব্বতে উঠে তোমার এই চাঁদ মুখখানি দেখতে পাই, তাহলেও সেখানে যাই। কামিনী! চিরকালের জন্যে তোমার চরণে বাঁধা হয়ে পড়েছি।

কামিনী। আমিও চিরকালের জন্যে তোমার দাসী হয়ে পড়েছি।

সুবোধ। তুমি দাসী! তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর। তুমি আমার শরীরের রক্ত, তুমি আমার আত্মার পরমাত্মা। কামিনী! বল দিকি, এই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে কে সুখী?

কামিনী। তুমি আর আমি।

সুবোধ। (কামিনীকে চুম্বন করতঃ) আচ্ছা আমাদের ভেতর বেশি সুখী কে?

কামিনী। আমি।

সুবোধ। এইবার ভাই তোমার হলো না। মনে কর একজন চাষা সমস্ত দিন রোদে তেতে পুড়ে যখন বাড়ী আসে, আর তার ছেলে তাকে এক ছিলিম তামাক সেজে দেয়, তার স্ত্রী তাকে এক খোরা পান্তা ভাত দেয় তখন যদিও চাষার স্ত্রী আর ছেলে তাকে দেখে সুখী হয় বটে, কিন্তু তামাক খেয়েই হোক, পান্তা ভাত খেয়েই হোক, আর সমস্ত দিনের পর স্ত্রী আর ছেলের মুখ দেখেই হোক, চাষা যে তখন সকলের চেয়েও সুখী হয়, এ স্বীকার করতেই হবে। তেমনি যদিও তুমি আমাকে দেখে সুখী হয়েছ বটে ; কিন্তু আমি কতদূর থেকে এসে, কত কষ্ট পেয়ে, কত বিপদ থেকে এড়িয়ে এখন তোমার কাছে এসে সুখ হলো, (চুম্বন করিয়া) তোমার মুখে চুমু খেয়ে আমি গায়ে জোর পেলেম, আর তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে, আমি চোক কান বুজে সুখে ডুব দিলাম।

কামিনী। সুবোধ! আমি তোমার মত অত বক্‌তে পারি নে, আমার কষ্ট হয়, কিন্তু (সুবোধকে চুম্বন করিয়া) এ কর্ত্তে আমার কষ্ট হয় না।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

সুবোধ। সচকিতে কে ও!

কামিনী। চুপ কর চুপ কর! আমি দেখচি।

সুবোধ। কে ঠেলচে জেনে, তবে দরজা খুলে দিও?

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

কামিনী। সুবোধ! তুমি খাটের নিচে লুকোও। আমি দরজাটা খুলে দিই।

সুবোধ। (মৃদুস্বরে) কে দরজা ঠেলচে, কিছু টের পেলে?

কামিনী। (মৃদুস্বরে) বোধহয় ঝি, কি ঠাকুর ঝি।

সুবোধ। আমি কোথায় লুকোব?

কামিনী। খাটের নিচে। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ওখানে থাকতে পার্ব্বেত, কষ্ট হবে না?

সুবোধ। না।

কামিনী। কপাট খুলি।

সুবোধ। খোল!

(কামিনীর দ্বার উদ্ঘাটন এবং দোয়ারির তরবারি হস্তে প্রবেশ)

দোয়ারি। (কামিনীর কেশ ধারণ পূর্ব্বক) তবে রে শালি! (তরোয়াল দ্বারা আঘাত)

কামিনী। মা গো! সু-সুবোধ!—(পতন)

সুবোধ। (নিভৃত স্থান হইতে বাহির হইয়া) শালা পাজি! কি করলি! (দোয়ারির হাত হইতে তরোয়াল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা এবং উভয়ের পতন। পরে দোয়ারির হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া দোয়ারিকে আঘাত।)

দোয়ারি। মেরে ফেল্লে রে! গে-লা—(মৃত্যু)

সুবোধ। (কামিনীর নিকট গমন পূর্ব্বক) কামিনী! ও কামিনী! ভাই আমার! একবার কথা কও! তোমার সুবোধ ডাকচে?

কামিনী। ভাই আমি মরি! আমাকে য্যান মনে থাকে! আমাকে একবার চুমু খাও! (সুবোধের চুম্বন) আর আমি উঠতে পারিনে। বড় কষ্ট হচ্চে! সুবোধ! তোমার কামিনীকে একবার মনে করো! আমি যাই! (মৃত্যু)

সুবোধ। (কামিনীকে কোলে লইয়া) কামিনী! আমাকে ফেলে যেতে পার্ব্বে না! কামিনী! (মূর্চ্ছা—পরে চেতন পাইয়া) এ কি! কামিনী কোথায়! এই যে কামিনী! তোমার বেশি কথা কইতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার কষ্ট হচ্ছে। ভাই একবার তাকাও! তোমার সুবোধের আর কেউ নেই। কামিনী! আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েচে। তুমি বল, ভাল হলে বর্দ্ধমানে যাবে? একি! কামিনীর চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? কামিনী! তুমি খালি বল এখনও বেঁচে আছ। নতুবা এই আমিও তোমার সঙ্গে চল্লেম। (বুকে তরবারি দ্বারা আঘাত এবং মূর্চ্ছা, কিঞ্চিৎ কাল পরে চেতন পাইয়া) হাঃ দেশের প্রথা! হাঃ নিষ্ঠুর পিতা মাতা! হাঃ দেশের নিষ্ঠুর লোক! হা! হতভাগ্য বঙ্গভূমি! তুমি কতকাল আর কুসংস্কারে আবৃত থাকবে! কতদিনে তোমার সন্তানগণ ন্যায়নুগত ব্যবহার কর্ত্তে শিখবে! কত দিনে যথার্থ বিবাহ প্রণালী জেনে আত্মীয়গণকে সুখসাগরে ভাসমান করবে। কত দিনে এই কুৎসিৎ দেশাচার এখান হোতে অন্তর্হিত হোয়ে যাবে! কত দিনে ভ্রমান্ধ জনগণের অন্তরে জ্ঞান ভানু বিরাজিত হোয়ে অজ্ঞানান্ধতা বিলুপ্ত কর্ব্বে! হায়! এমন দিন কবে হবে, যে দিনে, বঙ্গবাসীরা যথার্থ সুখসাধনে আত্মারে কৃতার্থ কর্ত্তে সমর্থ হবে! যে দেশের লোকদের দয়ামায়া নেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই, মান অপমানের প্রতি কটাক্ষ নেই, আপন সন্তানগণের উপর যথার্থ স্নেহ মমতা নেই; সে দেশে যেন মনুষ্য মাত্রই জন্মগ্রহণ না করে। রে বিবাহের রীতি প্রণালী! এই তোদের কাজ। তোর এই প্রথার জন্যে আমার মত কত শত লোকে প্রাণত্যাগ কচ্চে কেউ ভ্রক্ষেপও কচ্চে না! আহা! তারা যদি আমাদের কষ্ট একটুও বুঝতে পারে; তা হলে এই কুৎসিত বিবাহের প্রথা একেবারে উঠে যায়। উঃ! কি যাতনা! ঈশ্বর করুন য্যান বঙ্গবাসীগণের মন আরো দয়ালু হয়। আর আমার মত য্যান, আর কেউ না মরে। আর আমার দেরি নেই; মা! তোমার সুবোধকে একবার এই সময়ে দেখতে পেলে না, কি কর্ব্বে? বাবা তোমার কথা অবহেলা করে, তোমার মনে কত কষ্ট দিয়েছি; একবার দেখা হলে মাপ্ চাইতাম! দিদি! তুমি আমাকে কত ভালবাসতে, মরবের সময় একবার শেষ দেখা হলো না! ভাই প্রসন্ন! তোমার মত বন্ধু আর পাব না, পরে কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে? যদি এই পৃথিবীর পর আর কোন পৃথিবী থাকে, তাহলে আবার দেখা হবে। মা! তোমাকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। আমি ছোট ছেলে বলে কত ভালবাসতে। মা! যখন শুনবে তোমার সুবোধ মরে গিয়েছে, যখন এই রক্তমাখা মরা শরীর তোমার সুমুখে নিয়ে যাবে, তখন তোমার কত কষ্ট হবে। কিন্তু মা। তুমি কি কর্ব্বে? আমাদের দেশের ইচ্ছে এই!!! (নেপথ্যে পদের শব্দ) ঐ সকলে এই ঘরে আশ্চে আর আমি দেরি কর্ব্বো না। কামিনী! আর একবার তোমার মুখখানি দেখে নেই; তাহলেই আমার হলো। (মুখ চুম্বন করিয়া পুনরায় আপন বক্ষঃস্থলে অস্ত্রাঘাত) কামিনী! আমাকে নাও! এই যে কামি-নি। (মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতন এবং মৃত্যু)

সম্পূর্ণ

সার-প্রমুখ

পল্লীগ্রামের দুরবস্থা কতদুর, আমি বোধ করি, সর্ব্ব সাধারণের সেটি স্পষ্ট রূপে জানা নাই। বস্তুতঃ সেই অবস্থা অবলোকন ও শ্রবণ করিলে হৃদয় কোষ ক্লেশ প্রবাহে পরিপূর্ণ হয়। আমি বহু আয়াসে ও অনুসন্ধানে হতভাগ্য পল্লীবাসীগণের অবস্থার সহিত বিশেষ বিশেষ পল্লির শোচনীয় অবস্থা রূপ পারদে স্বভাব রূপ উপকরণে এই অভিনব দর্পণ খানি প্রস্তুত করিয়াছি। সেই দর্পণ খানি অদ্য দয়া দাক্ষিণ্যবান স্বদেশ হিতৈষী গুণী জনগণ সন্নিধানে সমর্পণ করিলাম। এই দর্পণখানি নেত্রগোচর হইলে যাঁহারা ইহাতে আত্ম প্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন, যোড় করে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ; আর যে সকল মহোদয় প্রাকৃতিক নেত্রে ক্লিষ্ট প্রজা কদম্বের প্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট নত শিরে সহায়তা প্রার্থনা—পল্লীগ্রামের লোকেরা যে কষ্টে কাল যাপন করে, প্রবলেরা দুর্ব্বলের প্রতি যে প্রকার সদ্ব্যবহার করেন, ঋতুবিশেষে পল্লী বিশেষের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহাই আমার এই নবীন দর্পণের বৰ্ণ্ণণী।

প্রকৃতি সতীকে শত নমস্কার! নাটক তাঁহার ছবি ; আমি প্রথম উদ্যমে সেই ছবির অসংসাহসী চিত্রকর। এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া না হওয়া নাট্যবন্ধু সমাজবন্ধুর হস্তাধীন।

স্বভাব আমার আদর্শ, এবং এখানি স্বভাবের আদর্শ। সফল যত্ন হইলাম কি না, সে বিচারে আমার ক্ষমতা নাই, অধিকারও নাই। মধ্যে মধ্যে স্বভাব প্রণেতা স্বভাব পতিকে স্মরণ করা হইয়াছে এই এক মাত্র ভরসা। যাহা হউক, এক্ষণে সাহিত্য সমাজ, এবং চির-প্রত্যাশিত নব-সংস্থাপিত জাতি সাধারণ নাট্য মন্দির ইহার প্রতি সস্নেহ সকৃপ কটাক্ষ করিলে সফল শ্রম হইব।

২৫ মাঘ ১২৭৯ সাল। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নাম	পরিচয়
ভবদেব মুখোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	জমীদার দ্বয়
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	ভবদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশ	ভবদেবের সভাপণ্ডিত
গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়	ভবদেবের মোশাহেব
নীলমাধব ঘোষ	ভবদেবের দেওয়ান
বিপীন	ভবদেবের পুত্র
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দিগম্বর হালদার ভগবান রায়	গ্রামবাসী লোক সকলে
বিনোদবিহারী হালদার	দিগম্বরের পুত্র
হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	কেশবের পুত্র
রামচাঁদ সরকার	গুরুমহাশয়, কেশবের বাটীতে অবস্থিত
উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ভবশঙ্করের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
মহেশ পাল	দোকানদার
শম্ভু গোপ সনাতন কলে	কৃষক দ্বয়
শরচ্চন্দ্র মিত্র হরিশ পরামাণিক	ডাক্তার দ্বয়

স্ত্রী।

নাম	পরিচয়
বিলাসময়ী	ভবদেবের স্ত্রী
মাতঙ্গিনী	ভূদেবের স্ত্রী
বিমলা	ভবদেবের দাসী
কাদম্বিনী	ভবশঙ্করের প্রতিবাসিনী
বিন্ধ্যবাসিনী	ভবশঙ্করের কনিষ্ঠা ভগ্নী
বড়বউ	ভবশঙ্করের স্ত্রী
প্রমদা	উমাশঙ্করের স্ত্রী

কনকমণি	
কাশ্মীমণি	পশ্চিমপাড়া বাসিনী রমণী দ্বয়
সরস্বতী	ভবদেবের কন্যা
সুলোচনা	কেশবের স্ত্রী
আনন্দময়ী	দিগম্বরের স্ত্রী
দাম্মিনী	কেশবের কন্যা
মালতী	ভবশঙ্করের কন্যা

পল্লীগ্রাম দর্পণ

প্রস্তাবনা।

(সূত্রধার ও নটীর প্রবেশ)

সূত্রধার। বরষারাজের ছবি, আঁকিতে ইচ্ছিলে কবি,
আঁখিতে রাখিতে নারে নীর।
তুলী তুলি চিত্রকরে, রহে মোহে স্থির করে,
মন কাঁপে অস্থির শরীর॥
মাঠময় জলময়, আনন্দে কৃষক চয়,
ধেয়ে যায় রুইবারে ধান।
পেকে মাথে বেন্না হাতে, লুসিয়ে পরিষ্টি ভাতে,
টেঁকে দোক্তা টেঁনা পরিধান॥
চাটুর্য্যে মুখুর্য্যে দাদা, আজানু চুম্বিত কাদা,
সম্বিত লম্বিত কোঁচা সব।
ছাতি ঘাড়ে হেলে হেলে, ফিরে ফিরে এলে এলে,
বলিছেন কি করহে সব॥
মেঘ করে কড় মড়, বাড়ি পড়ে হড় মড়,
পথে ইট গড়াগড়ি যান।
বৃষ্টি পড়ে টুপ টাপ, দ্যাল পড়ে ঝুপ ঝাপ,
ছেলে বলে "নদী এল বাণ"॥
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, পৌষ মাসে সর্ব্বনাশে,
দ্বেষ ভাবে মিশিয়াছে শেষ।
অমুকের গেছে বাড়ি, আজ চড়েনিকো হাঁড়ি,
কেহ বলে হইয়াছে বেশ॥
হেরিলে পথের মুখ, ফাটে বুক চটে সুখ,
বাবু সব এঁটে তুলে যান।
করে করে বিনামায়, কেহ বা মানের দায়,
পায়ে দিয়ে হন লবেজান॥
গুড়নি বৃষ্টির দায়, রমণীরা মারা যায়,
জলে মলে হেজে গেছে পা।
ভিজে খোঁপা ভিজে শাড়ী, টানাটানি ঘাট বাড়ি,
অলি গলি পাঁকুয়ের ঘা॥
বিশেষ বহুরি যারা, খেটে খেটে হয় সারা,
কিবা দিবা কিবা বিভাবরী।

অবলা সরলা বালা, সম্বরে বিবিধ জ্বালা,
ভিজে মাথা অম্বরে আবরি॥
ভিজে ঘুঁটে ভিজে কাট, ফুঁক দিয়ে গলা কাট,
নেত্র নীরে ভাসিছে হৃদয়।
ছোট কর্ত্তা এলে বাড়ি, এখনি ভাঙ্গিবে হাঁড়ি,
ভাত যদি পেতে দেরি হয়॥
দেখিয়ে তাদের দুখ, রবি শশী ঢাকে মুখ,
রজনীর চক্ষে বহে নীর।
কমলিনী কুমুদিনী, হয়ে অতি বিষাদিনী,
খেদে কাঁদে নত করি শির॥
কেবল জঙ্গল ভায়া, বৃদ্ধি করিছেন কায়া,
মাথা নেড়ে স্বর্গে যেতে চান।
শিয়াল খটাশ সাপে, সঙ্গে লয়ে বীর দাপে,
যেখানে সেখানে রোষে ধান॥
বরষারা ছয় ভাই, এ পক্ষে কেহই নাই,
বোধ করি ছাড়ালেন দেশ।
হাতে খাঁড়া খরষাণ, বধেন দুঃখীর প্রাণ,
বেশ করি দ্বেষ করি বেশ॥
সদাশয় মন্ত্রীবর, নাম সংক্রামক জ্বর,
রঙ্গপুর পূর্ব্ব বাস স্থান।
ছেলে পিলে নিয়ে শেষে, আসিয়ে এ মিঠে দেশে,
ছাড়িয়ে যাইতে নাহি চান॥
বসিয়ে মন্ত্রীত্ব পদে, ধন মদে মান মদে,
মদে মত্ত করী মদ হরে!
দেশ বেশ শাসিছেন, সবংশেতে নাশিছেন,
শুষিছেন পুষ্ট কলেবরে॥
মাঝে মাঝে ঝড় আসে, গাছ পালা ভিটে নাশে,
দ্রব্য সব অগ্নি মূল্য হয়।
শাক মাছ খড় ধান, থোড় মোচা কলা পান,
কষ্টে কিনি যা না হলে নয়॥
দয়া নাই ধর্ম্ম নাই, দাতা নাই বৈদ্য নাই,
এদেশেতে থেকে কাজ নাই।
চল ভাই বনে যেয়ে, বৃক্ষ কাছে মেগে খেয়ে,
অবশিষ্ট জীবন কাটাই॥

প্রিয়ে! বুজলে তো।

নটী। নাথ! আমার মনের কথা টেনে বলেচো। দেখ, আমার এইসব আঙ্গুলে ঘা হয়েচে, দেখেচো (পায়ের অঙ্গুলি ফাক করিয়া দেখান)

সূত্র। ঈঃ! সত্যই তো, তেল তপ্ত করে দিও।

নটী। তেল, মরবার সাবকাশ নেই, তা আবার তেল তপ্ত। যাই, ছেলের এখনো অষুদ খাওয়া হয় নি। তোমার কি বল, তুমি তো দিবে রাত্রি গান বাজনা নিয়েই আচ, তোমার তো কোন ভাবনা চিন্তে নেই, তৈয়েরি ভাত পাবে আর বদনে দেবে, তাও আবার ডেকে ডেকে সারা হতে হয়। আমাকে যে সব দিক দেখতে হয়, তার কি বল দেখি। যা জান, তা করগে, আমি এখন যাই।

সূত্র। আমি যে মিছে গান বাজনা নিয়ে মেতেচি, তা মনে করো না। বলি, আমাদের এই পোড়া দেশের দশা সব দেখচো তো, এখানে সব লোকে যেমন ধরা দুঃখ পাচ্চে, তা কেউ টের পায় না, তারি জন্যে যাত্রার রকম করে সব্বাইকে দেখাবার ইচ্চে করেচি, করে সুর টুর বাঁদচি আর সাজ গোজের উদ্যোগ কচ্চি। তা তোমাকেও চাই, তুমি খালী উননের কাছে বসে থাকলে কাজ চল্‌বে না। তুমি এসে না দাঁড়ালে আসরের শোভাই হবে না, একটু আধটু নাচতেও হবে গাইতেও হবে।

নটী। অবাগ্নির দশা আর কি! আমি নাচ্‌তে টাচ্‌তে পারব না। তা বসে বসে বেশ মতলব বার করেচো কিন্তু। তোমার যাত্রা শোনবার জন্যেই বুজি এত সব লোক জন এয়েচে?

সূত্র। ওদিকে দেখ্‌চো কি? একবার এদিক পানে তাকিয়ে দেখ, কত বড় মানুষের শুভাগমন হয়েচে, যেন কত শত চাঁদের উদয় এক জায়গায় হয়েচে, রূপের ছটায় এমন বাতির আলোকে ঝক্‌মেরে দিয়েচে। দেখ্‌চো কি? এঁরা যে সে লোক নন, এক একজন এক এক ইন্দির। এঁদের কারু নজরে যদি লেগে যায়, তা হলে আমাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে, এই দেশ আবার সোনার দেশ হবে। এঁদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।

নটী। খাসা হয়েচে, দেখে আমার ভারি আহ্লাদ হচ্চে। তা আমি কি তোমার মত ছাড়া, বল্লেই হাজির আচি। তুমি তত্ক্ষণ আরম্ভ করে দ্যাও, আমি ছেলেকে অষুদ খাইয়ে উননের জ্বাল্‌টা ঠেলে দিয়ে শীগ্গির আস্‌চি।

সূত্র। তবে চল আমিও যাই, দুজনেই সেজে গুজে আসিগে। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

মনোহরপুর।

ভবদেব মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা।

ভবদেব মুখোপাধ্যায়, গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমাধব ঘোষ আসীন।

(রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ)।

ভব। আসুন, আসতে আজ্ঞা হক, কদিন দেখিনি যে?

বিদ্যা। বলি, অগ্রে পদ সঞ্চালন করি। অতিশয় কর্দ্দম, বিশেষ আপনার পাড়ার এই খানটা আস্‌তে অত্যন্ত কষ্ট হয়। শান্তো, গাড়ুটো দেতো বাবা।

গোব। বিদ্যাবাগীশ মশায়, এবার অবধি এ পাড়ায় যখন আসবেন, পা দুটো মাথায় করে নিয়ে আস্‌বেন। বাবুর গোয়াল বাড়ির সামনে প্রাণ হাতে করে আস্‌তে হয়, কাল এমনি পপাত ধরণী তলে যে বাড়িতে মুখ দেখাতে পারিনে। বরষার বাহার যেমন আমাদের এখানে এমন আর কোথাউ দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের হয়েচে এই দোয়ার বই আর স্থান নাই, মরেও আস্‌তে হয়।

(গাড় হস্তে শান্ত চাকরের প্রবেশ ও বিদ্যাবাগীশকে গাড় প্রদান)

বিদ্যা। ভাল বলেচো গোবর্দ্ধন, পা দুটো মাথায় কত্তে পাল্লে ভাল হয় বটে। (পদ পক্ষালন করিয়া উপবেশন) বরষার কথা কেন বলচো ভাই, আমাদের দুঃখীর পক্ষে সব কালই সমান।

গোব। মশায় কি পা ধুলেন। বাঃ! হাঁটুর উপরে কাদা রয়েচে যে।

বিদ্যা। কই, (দেখিয়া) তাই তো, অমন ধরা অনুসন্ধান কত্তে গেলে মস্তকের উপরেও পাওয়া যায় (নস্য গ্রহণ করত ভবদেবের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অত্যন্ত বিপদে পড়েছিলাম, ঘোষজাকে সমুদয় বলেছি। আপনি তখন বাটীর মধ্যে ছিলেন।

ঘোষ। আজ্ঞে হাঁ, কি হলো মশায় সে বিষয়ের?

বিদ্যা। হলো মাথা আর মণ্ডু। সে সব কথা বাবুকে তুমি জ্ঞাত করনি? যেতে হয়েছিল, বাপের জন্মে যা কখন হয় নি।

ভব। কি? ব্যাপারটা কি?

বিদ্যা। ব্যাপার আর কি, আমাদের এই গ্রাম্য দলাদলির বিষয়ে গোপাল বাবুর একটু আন্তরিক রাগ আমার প্রতি আছে। আমি যে আপনার নিতান্ত অনুগত তা তিনি বিলক্ষণ জেনেছেন। তাঁর ইচ্ছা আমি সর্ব্বদা তাঁর নিকট আনুগত্য করি, তা যাবৎ কণ্ঠাগত প্রাণঃ। আপনাকে আশীর্ব্বাদ করি, আপনার শ্রীবৃদ্ধি হক, আপনার কল্যাণে আমার অভাব নাই। গোপাল বাবু আমার কত্তে আর বাকী করেন নি, এই দলাদলির উপলক্ষে বিশেষ উপরোধ অনুরোধ নানা খানা করে তাঁর পাড়ায় আমার যে কঘর যজমান ছিল সে সবগুলি ছাড়ায়ে নিয়েছেন। আবার আমার মাতামহ দত্ত কবিঘা ব্রহ্মাত্তর ভূমি তাঁর তালুক বিলগ্রামের মধ্যে ছিল, তাও সব কেড়ে লয়েছেন, অদ্য তিন বৎসর কড়া কবর্দ্দক পাই নাই।

গোব। ভাল বিদ্যাবাগীশ মশায়, বলি, যে বিপদের কথাটা পাত নামা করেছিলেন, তার তো কিছুই বল্লেন না, কেবল গৌর চন্দ্রিকাতেই রাত পোয়ায় যে।

বিদ্যা। ওহে তুমি থাম। কেন, যে গুলো উল্লেখ কল্লাম এ গুলো কি বিপদ নয়? তুমি এর কি বুঝবে।

গোব। আজ্ঞে, বুঝি আর না বুঝি, বলি বাপের জন্মে যা হয়নি, সেটা কি?

ভব। গোবর্দ্ধন, বিদ্যাবাগীশ মশায় যা বলচেন, স্থির হয়ে শোন না হে। তামাক দে রে।

গোব। আমাকে অস্থির আবার কোন্ কালে দেখলেন, তবে বোবার মতন চুপ করে বসে থাক্‌তে পারিনে, ভালই বলুন আর মন্দই বলুন। যত দোষ নন্দ ঘোষ।

ভব। (গুড়গুড়িতে তামাক ফুকিতে ফুকিতে) বিদ্যাবাগীশ মশায়, আপনি যা বলছিলেন, বলুন তো।

গোব। শান্তো, আমাদেব এই রেজপেয়ে কলকেটাও নিয়ে যাও। একবার নেড়ে বাঁদো, মুখ বন্দ হক। এখানেতো ভদ্র লোকের কথা কবার যো নেই। বিদ্যাবাগীশ মশায়ের বাপের জন্মটা না শুনেও ছাই বাড়ি যেতে পাচ্চিনে, নইলে আমার সে ডাবা লুকো সব চেয়ে আচ্ছা, প্রাণের সঙ্গে কথা কয়।

ভব। আর তোমার খেদে কাজ নেই, আমার এই কলকেটা নাহয় ন্যাও!

গোব। কি হিসিবি লোক, বলিহারি যাই, এমন নইলে কি বিষয় টেকে, পাছে এক ছিলিম তামাক জেয়দা খরচ হয়। আর কাজ নেই, আপনি গাল কাত্ করে খান, আমাদের অদৃষ্টে থাকে হবে। বিদ্যাবাগীশ মশায়, একটু নস্য দিন তো।

(শান্ত চাকর হেঁট মুখে হাসিয়া তামাক সাজিতে গমন)

ভব। গোবরার জ্বালায় লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হওয়া ভার, কুকুরকে নাই দিলে মাথার উপর ওঠে। (বিদ্যাবাগীশের প্রতি) তারপর?

বিদ্যা। হাঁ, তিন বৎসর খাজনা পাই নাই। ছোট বাবু নালিশ কত্তে বলেছিলেন, কিন্তু দলীল পত্র কিছু মাত্র নাই। আর আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, ওসব বড় একটা বুঝতেও পারিনে।

গোব। বোঝাবুঝি আকাশ থেকে পড়েনা, ক্রমেই হয়, "ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশ জনং"।

বিদ্যা। আঃ! তাক্ত কল্লে যে হে, ওহে জনং নয়, জনঃ। যাক, কি বলছিলাম ভাল, হাঁ, "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" বিবেচনা কল্লাম যে মৌনাবলম্বন করাই ভাল।

ভব। সম্প্রতি যে ঘটনার কথা বলছিলেন সেটা কি?

গোব। আমি বল্লেই দোষ হয়, "শক্তের তিন কুল মুক্ত" আমার বেলাই খিচ্য়ে ওটেন, কেউ আবার কুকুর আরো কত কি।

ভব। গোবদ্ধন, তুমি ভারি অসভ্য।

গোব। কাজেই। "যদি নাপড়ে পো, তো সভায় নিয়ে থো", এমন সভা এমন সভা পণ্ডিত, তবু আজও আমি অসভ্য, তবে মৌনং সম্মতি লক্ষণং, মৌনাবলম্বন করাই ভাল।

ভব। বিদ্যাবাগীশ মশায়, গোবদ্ধনের কথা ছেড়ে দিন। আপনি যা বল্‌ছিলেন তা বলুন।

বিদ্যা। হাঁ মাঝের পাড়ার ঘোষেদের যে ঘরাও বিবাদ উপস্থিত হয়েছে, বোধ করি আপনি তা জানেন। ছোটোর পক্ষে গোপাল বাবু বিলক্ষণ পুষ্টিপূরক হয়ে লেগেছেন। ছোটোরা আমাকে সাক্ষী মেনেছিল, আমি তা পূর্ব্বাহ্নে জান্‌তে পেরে সতর্ক ছিলাম। কএক দিন বাটীর বাহির হই নাই, তাতে করে আহারের অতিশয় কষ্ট হতে লাগ্‌ল। বিবেচনা কল্লাম চুপি চুপি নূতন পুকুরের ধার দিয়ে গিয়ে বাজার করে আনি। পেয়াদা যে এয়েছে, তাও আমি জান্‌তে পারি নাই। কেমন গ্রহের ফের, বাজার করে আসবার সময় গোপালবাবুর বাড়িতে থাকে, ঐ ছোঁড়াটা, নাম কি ভাল, ঐ যে গো—ঐ গিরের বেটা, সেই বেটাচ্ছেলে আমাকে দেখায় দিলে, দিতেই পেয়াদা বেটা আমাকে ধরে কেনা ময়রার দোকানে বসায় বলাৎকার করে রসিদ লিখয়ে নিলে, আর শমন না কি বলে, সেই খানা আমার হাতে দিলে। আমি তখনি মাছ তরকারী বাড়িতে ফেলে তাড়াতাড়ি এখানে এসে শুন্‌লাম যে আপনি বাড়ির ভিতর গেছেন। দেওয়ানজী বল্লেন যখন রসিদ দিয়েছেন তখন হাজির হতেই হবে। বৈকালে এসেও আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না, অসুখ হয়েছে শুন্‌লাম। দেওয়ানজী মোক্তারের নামে চিটী দিয়েছিলেন। মোক্তারটী যতদূর ভদ্র হতে হয়, আমাকে যথোচিত আপ্যায়িত কল্লেন। তা যা জানি একরকম বলে তো এলেম, বোধ করি তাতে ছোটোর পক্ষে বড় ভাল দাঁড়াবে না।

গোব। বাঁচ্‌লাম মশায়, ভাল হয়েচে, ভয় ভাঙ্গা হলো। বলি (আঙ্গুল বাজাইয়া) অর্থ সম্বন্ধে কেমন?

বিদ্যা। গাড়ি ভাড়া বলে আট আনার পয়সা সেই পেয়াদা বেটাই দিয়ে গেছ্‌ল।

গোব। সে কি মশায়, ভারি ফস্কেচে, এমন দাঁও তো পেলে হয়। একটু মোড় দিলেই হতো।

বিদ্যা। সে কি গোবর্দ্ধন, এ অতি ঘৃণিত কর্ম্ম।

গোব। ঘৃণিত, দুপাত ব্যাকরণ ঔল্‌টেই একেবারে জ্ঞান টন টনে। আপনি স্বকৃত ভঙ্গ কিনা, আধুনিক, তাতেই এত ভয়, গোবদ্ধন শর্ম্মা পিতামহ ঠাকুরে ভঙ্গ, এই বাড়িতেই। গোবদ্ধনকে ঠাওরেচেন কি? বড় একটা কেও নয়, "এতোর মাসীরে বাপা, কোন কর্ম্ম আছে ছাপা, আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে"। (ভবদেবের হাস্য)

(নেপথ্যে আর্ত্তস্বরে)

খিদেয় পেট জ্বলে গেল, জল তেষ্ণায় ছাতি ফেটে গেল, বসন্ত সিং. একটু জল দে বাবা, প্রাণ বেরুলো, মেরো না বাবা, সাত দই বাবা, এবার মাল্লেই মরে যাব।

বিদ্যা। রোদন করে কে?

ভব। (স্বগত) শালা (প্রকাশে) হাঁ বিদ্যাবাগীশ মশায়, আপনার সাক্ষ্য আদায় হলো কবে?

বিদ্যা। কল্য, সন্ধ্যার গাড়িতেই বাড়ি আস্‌তাম, তা মোক্তার মশায় কোন মতেই ছাড়্‌লেন না, রাত্রে সেই খানেই অবস্থিতি করেছিলাম। অদ্য নয়টার গাড়িতে এসেছি। এই টুকু আস্‌তে জল কাদায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। বিশেষতঃ মদনপুরের ভিতরে হাঁটু পর্য্যন্ত বসে যায়। এমনি গ্রহ, বাড়িতে এসে দেখি, কান্তির জ্বর, বৌমাটী আহারের পর লেপ গায়ে দিয়ে পড়েছেন, ছোট ছেলেটীও খ্যাঁত্ খ্যাঁত কচ্চে।

(বিমলা দাসী আসিয়া বৈঠকখানার দ্বারদেশে ভবদেবের নয়ন গোচরে দণ্ডায়মানা)

ভব। তুই যা, আমি যাচ্চি। শান্তে, ঘড়িটে নিয়ে আয়তো (ঘড়ি আনিলে দেখিয়া) পাঁচটা, পাঁচ, দশ, এগার, বার, তের মিনিট। বিদ্যাবাগীশ মশায়, আপনি একটু বসুন, আমি আস্‌চি।

বিদ্যা। এখন আর বড় বসতে পারব না, একবার ডাক্তারের বাড়ি যেতে হবে, সন্ধ্যার পরে এসে সাক্ষাৎ করব।

গোব। তবে আমরা বসে আর করি কি? চল ঘোষজা।

(সকলের প্রস্থান)

ভবদেবের অন্দর বাটী।

(বিলাসময়ী ও মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাত। দিদি, বট্‌ঠাকুর জল খাবার সময় বাড়ির ভেতর এলে, হেই দিদি, আমার মাথা খাও, বট্‌ঠাকুরকে বলে যাতে *** বিপীন বলছেলো মিন্সে নাকি খালী কাঁচ্চে। হাঁ দিদি, বিপীনকে দিয়ে চাড্‌ডি ভাত পাঠিয়ে দেবো।

বিলা। তুই যা জানিস্ করগে যা বোন, আমি কিন্তু কর্ত্তাকে বলে তাঁর মুখ নাড়া খেতে পারব না। তুই কেন ঠাকুরপোকে বলগে না। বরঞ্চ তার শরীরে দয়া মায়া আচে।

(মাতঙ্গিনী হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকা খনন)

বিলা। ছোট বৌ তোর যে ভারি টান দেখ্‌চি। যাও বোন যাও, কাপড় ছাড়্‌গে, ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়্য়ে থেকো না, যা হয় হবে এখন, যাও আর গায়ে জল বসও না। যাই, বলিগে একবার তো।

(উভয়ের প্রস্থান)

ভবদেবের শয়নাগার।

(বিলাসময়ী ও বিমলার প্রবেশ)

বিলা। বেমলা, দ্যাক্‌না লা, আফিম খাবার সময় যে উক্‌ড়ে গেল। ভাল বাবু জমীদারী ফন্দি, খাবার সময় খাওয়া, নাবার সময় নাওয়া তাও ছাই হবার যো নেই। পোড়া দলাদলি নিয়েই মেতেচেন, পরকালে সাক্ষী দেবে আর কি।

বিম। ঐ আসচেন, জুতোর শব্দ পাচ্চি।

(বিমলার প্রস্থান)

(ভবদেবের প্রবেশ ও উপবেশন)

বিলা। ভাল খাওয়া দাওয়া কি মনে থাকে না। এতক্ষণ কি হচ্ছেলো?

ভব। তোমার মতন নির্ভাবনার শরীর তো আমার নয়, কত কাজ কত্তে হয় তা জান। অপরাধটা

কি বল দেখি, এই তো বেমলা ডাকতে গেছলো, এতক্ষণ কত সামলে সামলে তারপর সে বেটাকে গোয়াল বাড়িতে পাঠয়ে দিয়ে তবে আস্‌চি। তোমার তাগাদায় বিদ্যাবাগীশ মশায়ের সঙ্গে পর্য্যন্ত ভাল করে কথা কইতে পাল্লাম না।

বিলা। তোমার যত অনাছিষ্টি, তোমার রকম সকম সব দেখে আমি অবাক হয়ে গেচি, মিছে সব হুজুগ নিয়ে তিন পহর বেলায় নাওয়া, তিন পহর বেলায় খাওয়া, এতে কি শরীর থাকে। তোমার কিসের অভাব আচে বল দেখি, সকাল সকাল করে নাও, দিব্বি করে খাও, হেসে খেলে আহ্লাদ আমোদ কর, তা তো হবার যো নেই, খালী লোককে ধরপাকড় আর মারধোর কত্তেই দিন যায়, গা জ্বালা করে। সত্তি, তোমার রাগাল মুখ দেখ্‌লে আমাদের হাত পা পেটের ভেতর সেঁদ্‌য়ে যায়। সে মিন্সে এখানে ছেলো মন্দটা কি? আবার তাকে গোয়াল বাড়িতে পাটয়ে দেওয়া হলো কেন?

ভব। বেটা ভারি বজ্জাত, ভিটকুমি করে চেঁচায়, আর সব লোকে শুন্‌তে পায়।

বিলা। তার ভারি অপরাধ। সমস্ত দিনটে গেল, শুন্‌লুম কাল রাত অবধি কিচ্ছু খায় নি, খিদেয় নাড়ি জ্বলে যাচ্চে, জল তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্চে, তা একটু জল চেয়েছিল বুজি। দয়ার সাগর আর কি, তোমার আমার এর মধ্যে কবার খাওয়া হয়েচে দেখ দেখি। তোমার যেমন মাগ ছেলে আচে তারও তেমনি মাগ ছেলে আচে। ভাল শরীরে কি এক রত্তিও দয়ামায়া হয় না, ছোট বৌটী পর্য্যন্ত কত দুঃখু কচ্ছেলো। বাপরে! পুরুষ মানুষের শরীর পাতরে গড়া।

ভব। তোমরা মেয়ে মানুষ ও সকল কথা কি বুঝবে বল। দয়া কত্তে গেলে বিষয় কর্ম্ম চলে না, তোমার কথা শুনে আমার জমিদারী গুলি বিকয়ে যাক। আবার শুন্‌লাম বিপীন নাকি বাড়ির ভিতর থেকে ভাত নিয়ে গিয়ে সে বেটাকে খাইয়েচে। ও ছেলেটারও কিছু হলো না, উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়।

বিলা। তা আমরা বুজি আর নাবুজি, ভাল একটা কথা বলি, বংশধর ঐ একটু গুঁড়ো আচে, কত দেবতা বামনের আশীর্ব্বাদে ও কত ঘি পুড়য়ে তবে ঐটী হয়েচে, তাকেও দিবে রাত্তির দূর ছাই কচ্চো, আর ছিষ্টির লোকের মন্নি কুড়্‌চ্চো, মনে একটু ভয় হয় না? যা হয় করগে, এ ছোট লোকের কথা ভাল লাগবে কেন, কিন্তু কাঙালের কথা বাসী হলেই মিষ্টি লাগে, তোমাকে বলা আর বনে বসে কাঁদা সমান। আমার খালি ভাবনা হচ্চে কি জান সে ওর মাগ ছেলে বসে বসে কাঁচ্চে আর তোমাদের ঘরে মন্নি কচ্চে।

ভব। তোমার যত উদঘট ভাবনা, অত ভাবতে গেলে বাড়ি ঘর সব ছেড়ে বনে যেতে হয়, সংসার ধর্ম্ম আর করা হয় না।

বিলা। আমি তোমাকে সংসার ধর্ম্ম কত্তে তো বারণ করিনি, কিন্তু যাতে লোকের মন্নি হয় এমন ধরা সব কাজে হাও দিও না। আমার বড় ভয় করে। তা সে এখনকার কথা নয়, এর পরে বল্‌ব।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শিবতলা, মহেশ পালের দোকান।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী হালদার,

গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও মহেশ পাল আসীন।

(সম্ভু গোপের প্রবেশ)

সম্ভু। ময়েশ দাদা, পান আচেন, থাকে তো আদ পয়সার দে দাদা, জামাই এয়েচে। আজ সমস্ত দিনটে বড় যোলে পাকনা মেরে পায়ের দফা নফা হয়েচে, যেই একটু দাওয়ায় এসে বসেচি, অমনি যা শালা যা দোকানে।

বিশ্ব। সম্ভু, এক ছিলিম তামাক খাও ভাই। তোমার মেয়ের বিয়ে হয়েচে কোথা সম্ভু?

সম্ভু। কলকেটা কোতা ময়েশ দাদা?

মহে। এই কলকে ন্যাও, তামাক ন্যাও, ঐ ধুচুনিতে টিকে আচে।

শম্ভু। (টিকা ধরাইয়া নাড়িতে নাড়িতে) মোর মেয়ের বিয়ে হয়েচেন গঙ্গা পারে গো। তারা ভারি কুটুম খারাপ গো দাঠাকুর। বৌ আদ্দিনে এক ধামা চালদে পেড়ে ডেঁগের ডাঁটা দিয়ে তত্ত করে পেট্য়েছেল, মুচি বৌ বয়ে নিয়ে যেতে পারে না এতো সামিগিরি দিয়েছেল, তা সে মাগীকে বসতেও বলেনি পয়সাও দেয়নি, সে তার কুটুম বাড়িতে ভাত খেয়ে তবে বাড়ি এসে। কবার এন্তে পেট্য়েছিনু, তা পেট্য়ে দেয়নি, গোপাল বাবুর কি দয়ার শরীল, বল্‌তে মোওই রবাই সদ্দারকে ডেকে তখুনি বলে দিলে, “কাল যাঁহা রাত্ যাঁহা দিন সম্ভুর মেয়েকে এনে দিবি।” আর শালাদের রেক্‌বের মকদুর হয়নি. সেই আমাবস্যের দিনই পেট্য়ে দিয়েচে। জামাই শালাও পেচনে পেচনে এয়েচে, তা শালাকে আচ্ছা করে খেট্য়ে নেবো, কালই সোনা যোলে বাক্ড়াচে ভাঙতে পেট্য়ে দেবো, শালার পান চেবোনো বার করে দেবো, বৌ বল্লেন তাই এনু। (কলিকায় শেষটান মারিয়া) বেশ তামাক হয়েচেন মশায় দাদা, আদ পয়সার দে দাদা, এই অ্যাকটা পয়সা নে। বাধ্ঞোত দোক্তা টিপে টিপে আজ সমস্ত দিনটে হয়রান হয়েচি, তবু তলব নাগে না।

মহে। নিছক বোম্বাই, এবার হোজা দিইনি।

বিশ্ব। তামাকটা হয়েছে ভাল বটে। পরশু ওপার থেকে এক বেটা তামাক বেচতে এয়েছিল, জান মহেশ, বেটা আমাকে ভারি ঠকান্‌টা ঠক্‌য়ে গেছে। বেটা হিঙলী বলে দিয়ে গেল, কিন্তু তামাকটা যাচ্ছেতাই হয়েচে, গলায় লাগে না, আবার খানিক বোম্বাই মিশেল দিতে হবে দেখতে পাচ্চি। সম্বু চল্লে যে, আর এক ছিলিম তামাক ভাল করে খাও, আর বোয়ের দুই একটা গপ্প কর শুনি।

সম্ভু। (হাস্য করত বসিয়া) মোদের বৌ বড্ডি লোক গো দা ঠাকুর। মুই না খেলে মজাল ভাত খান না, পসাদ পান, গায়ে পা ঠেক্‌লে অম্‌নি গড় করেন। তিরী রদ্ধ রঙ্গ, নয়গা দা ঠাকুর? বৌ আমাকে আবার বলে কি তা জানো—

ভট্টা। বাবা বলে বুজি রে সম্বো?

(সম্ভুর হাস্য)

বিনো। তামাকেই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হলো। অলশের মূল, মানুষকে অকর্ম্মণ্য কত্তে এমন আর কোন বস্তুই নাই। কোন কোন ডাক্তরে বলে অজীর্ণের এক প্রধান কারণ।

ভট্টা। নে বাবু, দুপাত ইংরিজি উল্‌টে তুই আর মিচে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস্‌নে।

সম্ভু। ভট্চাজ্জি মশায়, মুকুজ্জেদের হেম নাকি ইংরিজিতে বড্ডি নায়েক হয়েচে গা?
ভট্টা। সর্ব্বাই নায়েক রে সম্বো, কেবল আমিই নই।
বিশ্ব। হেমটী যথার্থ লেখাপড়া শিখেচে বটে, "ফলেন পরিচিয়তে" ফল ধল্লেই গাছ নুয়ে পড়ে, তা হেমকে দিয়েই দেখা যাচ্চে। পিতা মাতার প্রতি হেমের যথেষ্ট ভক্তি, কেশব দাদার শেষ দশায় বেশ সুখ হয়েচে। মধ্যে দিন কতক একটু কষ্ট হয়েছিল, তা অমন লোকের কষ্ট থাক্‌বে কেন। ব্রাহ্মণের মন অতি ভাল, সেই মনের গুণে হেমের চাক্‌রিটীও বেশ চাকরি হয়েচে। শুন্‌তে পাই হেম বড় একটা উপরি লাভের দিকে যায় না, তা হলে মাসে দুশো আড়াইশো টাকা রোজগার কত্তে পাত্তো। সাহেব নাকি খুব ভাল বাসে, মাইনে বাড়বার জন্যে চিটী লিখেচে। হেম ইংরেজিতে কেমন বিনোদ ভায়া তার সবিশেষ বল্‌তে পারেন।
ভট্টা। ইংরেজি আবার বিদ্যে তার আবার কথা। হল কি না, "আই জম্প, আমি লাপাই" আরে শালা লাপ্‌য়ে মরিস কেন? বল্লেন কি না, "তুমি কর যেমন আমি করি তেমন" গল্প হল কিনা "এক বালক একটা পাকীর ছানার ঠেঙ্গে দড়ি বেঁদে টেনে নিয়ে যাচ্চে, ধাড়ি পাকীটে কান্তে লেগেচে" এই তো বিদ্যে। হাঁ, বিদ্যে বটে ফারসী, এক এক কেচ্ছা শুন্‌লে প্রাণ জুড়য়ে যায়। অমনি ঘুম এসে।
বিনো। (ভট্টাচার্য্যের কথার প্রতি অমনোযোগ করিয়া বিশ্বনাথের প্রতি) কি বল্‌ছিলেন দাদা মশায়, হেমবাবু, তাঁর তুল্য বিদ্বান লোক আমাদের এ পড়সে নাই, তাঁর অভিপ্রায় অতি উত্তম, আমাদের গ্রামের কিসে ভাল হয় এই তাঁর চেষ্টা। এখানে একটী স্কুল হবার জন্যে তিনি ঐকান্তিক যত্ন পাচ্চেন, চাঁদার বই হাতে করে লোকের বাড়ি বাড়ি বেড়াচ্চেন। তাঁর মতন আর গুটি কতক লোক আমাদের গ্রামে থাক্‌লে গ্রামের শ্রী হতো। হেম বাবুর আচরণ অতি বিশুদ্ধ।
ভট্টা। ভারি শুদ্ধ, শুঁড়ির ভাত পেটে কত আচে, বোমা মাল্লে আরো কত কি বেরয়।
বিনো। ভটচায্যি মশায়, আপনি কি লোকের দোষ ব্যতীত গুণ দেখ্‌তে পান না? দোষটা কি আপনার এত মুখরোচক? নির্ম্মল স্বভাবের প্রতিও দোষারোপ করেন?
বিশ্ব। শুন্‌লাম, হেম নাকি অনেক গুলি ঔষধপত্র এনে বাড়িতে রেখেচে, চাইলেই পাওয়া যায়, তাতে করে বিস্তর লোকের উপকার হচ্চে। আমাদের এখানে রে ভাই যেমন রোগের দৌরাত্তি, তেমনি চিকিৎসার অভাব হয়েচে। মরে সব ভুট হয়ে গেল, এই শিবের তলায় সন্ধ্যার পর লোক ধত্তো না, যেন চাঁদের হাট বসতো। কি সর্ব্বনেশে রোগই এখানে এসে ঢুকেচে, সব ছার খার করে ফেল্লে।
ভট্টা। চিরকাল বাঁচতে কে এয়েচে বলো।
বিশ্ব। কেবল তুমি। (বিনোদের প্রতি) যাহক হেমের দ্বারায় তবু আমাদের গ্রামের লোকের অনেক উপকার হচ্চে বল্‌তে হবে। কেশব দাদাও বড় বাপের বেটা, নিজেও অনেক টাকা রোজগার করেচেন, কেবল দিয়তাং ভোজ্যতাং, এক পয়সাও ব্রাহ্মণ হাতে রাখ্‌তে পারেনি। অমন অমায়িক সরল লোক আজকের বাজারে প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না।
শম্ভু। মোর ছোট মেয়েটিকে বড্ডি ভালবাসে গো দাঠাকুর। বৌ দুদ দিতে যায় তাকে কোলে করে নিয়ে যায়, তাকে কাচে বস্‌য়ে খাবার দেয়, কত রাদর করে। আর বচ্ছর শীতকালে তাকে দিব্বি অ্যাক মনে ন্যাজাই দিয়েছেলো, তা সেখানা রিদুরে কেটেচেন। রিদুরের এমনি রূপদ্দব হয়েচেন দাঠাকুর, এতে যেন নড়ই করে। কাল্‌কে বৌ চাড়ড়ে রিদুর

মেরেচেন, সে তো কম নয় দাঠাকুর, যেন এক একটা হুলো বেরাল গো। বৌ তাদের কত সুখ্যেত করে, শালার মেয়েও বামুন বাড়ি যাবার নামে আগে দৌড়য়।

ভট্টা। কেশব মুখুয্যের দিন কতক খুব কষ্ট গেচে, ঘটি বাটি পর্য্যন্ত বেচে খেতে হয়েচে। আজও এক খানা থালা আমার বাড়িতে বাঁদা রয়েচে। যে যেমন লোক আমার আর জান্‌তে বাকী নেই, এখানকার সব বেটাকেই জানি।

সম্ভু। ভট্টচাজ্জি মশায়, বলি, তাদের এক দিনের খরচে তোমার এক বচ্ছর কেটে যান। যাই দাঠাকুর, গরুর জাব দিতে হবে।

বিশ্ব। খড়টা এ বৎসর অতিশয় দুর্ম্মূল্য হয়েচে। আমার খড় ফুরয়ে এলো ভাবনা হচ্চে।

সম্ভু। মোদের এ গাঁয়ে খর নেই দাঠাকুর। মদনপুরের মোড়লরা দুপোন করে বেচ্চে, তাও পড়তে পাচ্চে না।

বিশ্ব। হাঁ সম্ভু, গোপাল বাবুর কি বেয়ারাম হয়েচে নাকি?

সম্ভু। আজ্ঞে, গায়ে পিত্তি বেরয়েচেন তাই মশলা খাচ্চে। বড়ো মানুষদের নিত্তিই রোগ, আমাড় ট্যাকা আচে, দেদার খরচ করে, রোগ জব্দ মোদের কাচে দাঠাকুর। মেলাই টাকা খরচ কচ্চে গো দাঠাকুর তবু বাঞ্চোত সামাই খাচ্চে না।

ভট্টা। পিত্তি নয় রে, আসল। অমন মহাপাতকী কি আর আচে, আঁয়া বাঁয়া ব্রহ্ম হত্যা করেচে, তার ফল ফলবে না, আজও দিন রাত হচ্চে।

শম্ভু। যে শালা অমন কতা বলে তার মুখ ন্যাড়ার আগুণে পুড়্‌য়ে দিই।

ভট্টা। হ্যা দ্যাক শম্বো, মুখ সামাল কথা কস্, বেটা হারামজাদা, (চড় উচাইয়া মারিতে গেলে বিশ্বনাথ ও বিনোদ ধরিয়া বসাইলেন) ছেড়ে দেও হে, বেটাকে একবার দেখি। বেটার যদ্দুর মুখ তদ্দুর কথা। বেটা চাষা, বিচ্ছি কাটা।

সম্ভু। নে, অমন বামুন ঢের দেকেচি। এতক্ষণ অনেক সয়েচি তা জানিস, আপনার মান আপনার ঠেঁই। (আগে হাঁটিয়া) মার্ না। একবার দেকি, মুক ভেঙ্গে দেবো জানিসনে। ঠায় মারবে, তোর বামুনের কেঁতায় আগুণ, তোর বাপের বিয়ে দেকয়ে দেবো।

ভট্টা। বেটাকে জুত্‌য়ে লম্বা করে দেবো জানিস্‌নে বেটা।

সম্ভু। জুতো আগে তোর পায়েই উটুন, তারপর নম্বা করিস্।

বিশ্ব। (ধরিয়া) সম্ভু, আর কাজ নেই, থাম, বাড়ি যাও।

সম্ভু। (গামছা কোমরে বাঁধিয়া) ছেড়ে দেও দাঠাকুর, একবার দেকি ওর গায়ে কত জোর আচে। ওর বামুন নিয়ে তিন করেচে, অ্যাক চড়ে ওর দুপাটী দাঁত ভেঙ্গে ফেলবো।

বিশ্ব। না সম্ভু, ক্ষান্ত হও। এই তোমার পান ন্যাও, তামাক ন্যাও বাড়ি যাও।

(সম্ভু চিৎকার শব্দে গালি দিতে দিতে প্রস্থান)

বিশ্ব। ভটচায্যি ভায়া কারু কাছে একদিন উত্তম মধ্যম না হলে আর ঠাণ্ডা হচ্চেন না।

ভট্টা। ভাল আমি অন্যায়টে কি বলেছিলুম দাদা।

বিনো। চোরে চুরি করে, ঠেঙ্গারেতে মানুষ মারে, তারা যদি সেই সকল কর্ম্মকে অন্যায় বোধ কত্তো, তা হলে আর ভাবনা ছিল না।

ভট্টা। (সক্রোধে) নে বাবু, তোর আর জেটামিতে কাজ নেই। বেটা এঁচড়ে পেকেচে। খ্যাঁদা পুতের নাম পদ্দলোচন।

বিশ্ব। ভায়া, একটু স্থির হয়ে বোঝো দেখি, তোমার রাগেতেই সর্ব্বনাশ হলো। এত বয়েস হলো, আজও বুদ্ধি পাক্‌ল না হে, বালক কালে যেমন দেখেচি এখনও ঠিক তেমনি। ভাল

কটু কথা বলে লোকের নিন্দে করে কি লাভ হয় বল দেখি, খালী লোকের অপ্রিয় হও এই মাত্র। ছি ভাই, এখনও সম্‌জে চল, আক্কেল হবে কবে, "কাঁচায় না নুইলে বাঁশ, পাকায় করে ট্যাস ট্যাস"।

বিনো। স্বভাব যায় মলে, আর ইল্লৎ যায় ধুলে। "অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্ব নযায়তে"। ভট্‌চায্যি মশায় আমাদের কটু কথা কয়ে কেবল লোকের শত্রু হন। জিহ্বা কিছু কটু ভাষের নিমিত্ত নির্ম্মিত হয় নাই।

রসনা রসের খনি যশের ভবন।
তাই তাতে হাড় নাই কোমল গঠন॥
রসনা রস না দিলে কে বিতরে রস।
রসনা বশ না হলে ঘোষেনাকো যশ॥
বাক্য সুধা দানে যেই কাতর না হয়।
ছোট বড় সব লোক তার বশ হয়॥
কটু কথা খরশর মর্ম্ম বেধ করে।
দিন নাই রাত নাই সদা জ্বলে মরে॥
একবার সেই শরে ক্ষত যার কায়।
ঔষধের সাধ্য নয় শুকায় সে ঘায়॥
পরের সুখেতে যেই হয় অসন্তোষ।
পরের দুঃখেতে হয় পরম সন্তোষ॥
পর নিন্দা কটু ভাষা ভাষে যেই জন।
সতত সবার করে ছিদ্র অন্বেষণ॥
এরূপ খলের পায়ে কোটী নমস্কার।
যার নামে হাড়ে কাঁপে জগৎ সংসার॥
সর্পাঘাতে বরং ঔষধ পাওয়া যায়।
তার আর পার নাই খলে যায় খায়॥
একের কর্ণেতে দংশি অন্যেরে সংহারে।
এমন বিষম বিষ না দেখি সংসারে॥
যত পোষ তত তোষ পোষ নাহি মানে।
পাইলে সুযোগ শেষে গোড়া ধরে টানে॥
পরে কষ্ট দিতে নিজে বহু কষ্ট পায়।
সংসারের সব সুখ হেলায় হারায়॥
অহরহ মন দাহে দেহ তার দহে।
দারুণ দুঃখের ভার শিরে সদা বহে॥
কুত্রাপি না হয় প্রিয় এমন কুজন।
ভবন গহন তার জীবন মরণ॥
বরণ মরণ তার পরম মঙ্গল।
সংসার সচ্ছন্দ হয় জুড়ায় সকল॥

ভট্টা। কাল্‌কের ছোঁড়া, গাল টিপলে দুদ বেরয়, ও আবার পণ্ডিত হলো। খলো তুই, তোর বাপ, তোর সাতগুষ্টি। আশ্চর্য্য দেশের বিচার, ও বেটা যে এত গালাগাল দিলে তাতে

কারু মুখে কথাটি নেই, সব দোষ আমারই। বিশ্বনাথ দাদা, তোমরাই পাঁচজন মুটে ছোট লোকের বৃদ্ধি করে দিচ্চো। এখানে আর থাকতে নেই, কালই ভবদেব বাবুকে বাড়ি ঘর দোর বেচে এখান থেকে উটে যাব। ও বেটার নামে লাইবেলি কেস এনে বেটার মাগ ছেলে বেচে নেবো। অনধিকার প্রবেশও ঘট্‌তে পারে। বেটাকে যখন পিছ মোড়ঙ্গা করে বেঁদে নিয়ে যাবে তখন বেটা জান্‌তে পারবে যে আমি কে। আজ দশমী ছিল কতক্ষণ? ময়েশ পাঁজি খানা দে তো।

বিনো। ভটচায্যি মশায়, বেশ ঠাওরেচেন, আপনার এখান থেকে উঠে যাওয়াই কর্ত্তব্য, সব্বাই খুশী হয়, হাড়ে বাতাস লাগে। তা আপনি যদি বাড়ি বিক্রি করেন, তো অনেক খদ্দের হতে পারে। ভবদেব বাবুকে কেন দেবেন, গোপালবাবুর বিলক্ষণ চেষ্টা আছে, আমি বরং এ কথা কাল প্রাতে তাঁর কাছে উত্থাপন করব। আপনার ভদ্রাসন কি লাখরাজ[১] ? কেউ কেউ বলে মুকুন্দ বাটীর সামিল মাল নাকি, তা হলে কিন্তু দাম অধিক হবে না।

ভট্টা। নে, তোর আর পাকামোতে কাজ নেই, রসিক হয়েচেন। (সক্রোধে) অ্যাক চড়ে তোর দাঁত ভেঙ্গে দেবো। গট মট সট দুটো লিকে লম্বা কোঁচা ঝুল্‌য়ে বেটা যেন ধিঙ্গি হয়েচেন। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না, বেটা যেন নবাব সেরাজদ্দৌলার নাতি। বিলিতি ধুতি সস্তা হয়ে লম্বা কোঁচার তো আর ভাবনা নেই। তুই বেটা যেন এড়ি তোলা জুতো পায়ে দিয়ে লম্বা কোঁচা দুলয়ে বেড়াচ্চিস্, তোর মা এমনে যে ঘুঁটে কুড়ুচ্চে রে বেটা, পোঁটা চুন্নির ছেলে চন্নন বিলেস। তোর সব জান্‌তে আমার আর বাকী নেই। বেটা বোড় বামন, দলাদলির গাঁ বলেই চলে যাচ্চিস্।

বিনো। আপনি আর সকলের খবর বিলক্ষণ রাখেন কিন্তু নিজের খবর তো কিছুই রাখেন না দেখ্‌চি। তা রাখুন না রাখুন, আর সকলে কিন্তু তা নখ দর্পণে দেখতে পাচ্চেন। ভেবে দেখুন মনের অগোচর পাপ নাই। তবে খুঁচিয়ে অন্যের দোষ বার কত্তে যান কেন? লজ্জা করে না, শেষে কি কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরয়ে পড়বে।

> রাশি রাশি নিজ দোষ তার বেলা কাণা।
> কণা মাত্র পর দোষে কথা কও নানা॥
> শূকর যেমন সুখ সেব্য দ্রব্য ফেলে।
> খপ টপ লপ করে বিষ্ঠা গিয়ে গেলে॥
> শুনিকে শোয়াও যদি সন্দেশ শয্যায়।
> ছেঁড়া জুতো পানে তবু এক দৃষ্টে চায়॥
> পচা ক্ষত গন্ধে মাছী উঠে তো পড়ে না।
> উড়ে এসে যুড়ে বসে তাড়ালে নড়ে না॥
> গুণ ভাগ তেয়াগিয়ে দোষে রুচি যার।
> শূকর কুকুর মাছী সমতুল তার॥
> চালনি বলেন ছুঁচে মার্গে কেন ছ্যাঁদা।
> তেমনি তোমার ভাব ভট্টাচার্য্য দাদা॥
> বেশ বেশ বেশ দাদা দোষ কর গান।
> খর স্বর সেধে মার সপ্তমেতে তান॥
> থাক থাক বেঁচে থেকে পর মালা হর।
> হিংসা তাপে দিন রাত জ্বলে জ্বলে মর॥

নিন্দা করে ভাব করি পর গুণ ক্ষয়।
তা নয় তা নয় দেও নিজ পরিচয়॥
তুমি একা যার নিন্দা কর ঘরে বসে।
তার গুণে বশ হয়ে যশ গায় দশে॥
সুজনেরে খাট কত্তে কেহই পারে না।
স্বভাব সুবাস তার ধরায় ধরে না॥
তবে নিন্দা করে কেন বড় হতে যাও।
জাননা যে আপনি আপন মাথা খাও॥
দেবনে টানিছ দাদা দেহে পর পাপ।
পড়িয়ে নরকে পরে করে বাপ্ বাপ্॥

ভট্টা। সত্য যুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতা যুগে রাবণ, দ্বাপরে শিশুপাল আর কলিতে এই বেটা এসে জন্মেচে। দুষ্টের দমন মধুসূদন, বড় একটা ভাবিতে হবে না। বেটা আবার ছড়া কাটাচ্চেন, অমন ছড়া আমিও ঢের জানি।

বিশ্ব। বিনোদ, চুপ কর ভাই, তুমিও যেমন পাগল, বল কাকে, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। ওসব ছেড়ে দিয়ে অন্য অন্য কথা কও। ভাল ভটচাযিয় ভায়া, আজ বিদ্যাবাগীশ মশায়কে তোমার বাড়িতে দেখ্‌লেম যে।

ভট্টা। ঠাকুরদের কিছু তুলশী দেওয়া হচ্চে। এই দুটো মাস গেলে বাঁচি, মনঃপীড়া, বন্ধু বিচ্ছেদ, নানা রকম ব্যাঘাত ঘট্‌চে। আজ উঠলাম, তোমরা বসো, কাল একটু সকাল করে উঠতে হবে। যাই, দিন কতক বেড়ুয়ে আসিগে। এখানকার সব বেটা বদ লোক, দেখা যাক, একবার ফিরে তো আসি। (ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান)

বিনো। হাড় যুড়ুলো, এখন কথা কয়ে বাঁচা যাবে, ও সব মানুষের কাছে মনের কথা খুলে বলা যায় না। আমাদের এখানকার অধিকাংশ লোকই প্রায় ঐরূপ। এখানকার লোকের সঙ্গে সামলে সমলে কথাবার্ত্তা কইতে হয়, মন খুলে কথা কবার যো নেই। আজ একটা কথা শুন্‌লেম, সেটা কি রকম বলুন দেখি, আপনি বিদ্যাবাগীশ মশায়ের কি কোন নিন্দা বান্দা করেছিলেন?

বিশ্ব। সে কি বিনোদ, এ কথাটা কেন বল্লে ভাই, বিদ্যাবাগীশ মশায়ের নিন্দা আমি কেন করব, আমি তো তাঁকে ভাল বলেই জানি, তাঁর নিন্দার কি আছে। কেন, রকমটা কি?

বিনো। তিনি আজ সকালবেলা গোবৰ্দ্ধন বাঁড়ুয্যে মশায়ের সাক্ষাতে বল্‌ছিলেন শুন্‌লাম, যে "বিশ্বনাথটা অতি অর্ব্বাচিন, গোবিন্দ ভটচায্যির সাক্ষাতে ভাল খাকী ইত্যাদি কটু কাটব্য বলে ব্রাহ্মণীকে কতকগুলা যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়েচেন, আমি তাঁর কি করেচি, এ পর্য্যন্ত ভাল ব্যতীত কস্মিন্‌কালে তাঁর কিছু মাত্র মন্দ চেষ্টাও করি নাই। তিনি কি মনে ভেবেচেন যে আমি চেষ্টা কল্লে তাঁর মন্দ কত্তে পারিনে। কালের ধর্ম্ম আর কি, 'যার লেগে চুরি করি সেই বলে চোর'। এই সে দিনেও তাঁর ছেলের জ্বর হলে আমি আপনা হতে গিয়ে তিন দিন আপদোদ্ধার শুন্‌য়ে এয়েচি, তা কি তাঁর মনে নেই। ভবদেব বাবুর মেয়ের বিয়ের সময় যখন গোলমাল হয়, তখন তাঁর জন্য আমি কি না করেচি, তাও কি ভুলে গেচেন। কি বল্‌বো বল, আজকের কালে লোকের ভাল কত্তে নেই।"

বিশ্ব। একি সর্ব্বনেশে কথা। সে কি? কবে তাঁকে কি বল্লাম? বিদ্যাবাগীশ মশায় আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন। তিনি আমার পরম উপকারী, প্রাণ থাকতে আমি কি কখন তাঁর মন্দ

কথা বল্‌তে পারি। এ কথাটা কেন হলো, কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে যে, (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হাঁ একদিন কথায় কথায় এই বাজার করবার কথাতে বলেছিলাম মনে হচ্চে যে, আমাদের এখানকার মধ্যে বিদ্যাবাগীশ মশায়ের আহারের পরিপাট্য ভাল আছে, তাঁর স্ত্রীও মন্দ আহার কত্তে পারেন না, ভাল খান, এই তো ভাই জানি। কি আশ্চর্য্য দেশের লোক, বিদ্যাবাগীশ মশায়ের সঙ্গে আমার প্রণয় থাকা তাদের আর সহ্য হয় না। বিনোদ, তুমি ভাই অতি অবশ্য করে বিদ্যাবাগীশ মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে ভাল করে বুঝয়ে বলো তো, যেন তিনি আমার উপর রাগ না করেন। ভাগ্যে ভাই বল্লে, তা নইলে ভারি একটা মনান্তর ঘটবার সম্ভাবনা হয়ে উঠেছিল তো।

মহে। বিদ্যাবাগীশ মশায়ও যে মেয়ে মানুষের মতন দেখ্‌তে পাচ্চি। আমাদের গাঁটা ভারি খারাপ হয়েচে, কতকগুলো উনপাঁজুরে[২] বরাখুরে[৩] লোক হয়েচে, তারা খালী কথার সব কুতর্ক ঘটয়ে আর লোকের নিন্দে করে বেড়ায়, একটু মনে ভাবে না যে আমরা কি। আপনার গায়ে হাত দিয়ে কেউই কথা কয় না।

বিনো। আজ্ঞে হাঁ আমি এখনি গিয়ে তাঁকে বলবো। আমাদের গাঁয়ের দশাই এই দাদা, কাণ নিয়ে গেল কাকে, তো ধর কাককে, অমনি পিছনে পিছনে দৌড়য়, ল্যাজ তুলে দেখা নেই, যেমন শোনে তেমনি বিশ্বাস করে। বিবেচক মানুষের কর্ত্তব্য কোন নিন্দাবাদের কথা শুন্‌লে তৎক্ষণাৎ সেই নিন্দা কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি সে রূপ কথা বলেচেন কিনা, তার পর তাঁর উত্তর অনুসারে ক্রোধের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করেন। হঠাৎ একটা কথা শুন্‌লেই যে একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে ওঠা সেটাও কিছু নয়। আবার গোপন ভাবে মনে মনে রাগ সঞ্চয় করে রাখা সেটা আরো ভয়ানক, সেই রাগ তুষের আগুণের ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হতে থাকে, তখন তার ভাল কথাকেও মন্দ বোধহয় ও সেই আগুণকে বাতাস দেয়। এইরূপ রাগ সঞ্চয় করে রাখা সুহৃৎ ভঙ্গের একটি নিদান। এগুলো যে কত বড় মূর্খের কাজ তা বলা যায় না, রাগেতে কিনা হতে পারে। আরো হয়েচে কি জানেন, এই আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই বিবাদপ্রিয়, তারা বহুরূপীর রূপ ধরে বাড়ি বাড়ি বেড়ায়, কুটার্থ ঘটয়ে এর কথাটি ওর কাছে আর ওর কথাটি এর কাছে বলে বিরোধের যোঠণা করে। পোড়া দেশের লোক সকলও এমনি সুবোধ যে ঐ সকল মায়াবী বহুরূপী লোকের কথায় বিশ্বাস করে পরমাত্মীয় সুহৃজ্জনেরও অপমান ও অনিষ্ট করে। ঐ সকল ছদ্মবেশধারী লোকেরা কেবল গুড়ুক ফোকে আর মতলব আঁটে, বিড়াল ধার্ম্মিকের মতন আস্তে আস্তে পা ফেলে গিয়ে লোকের বাড়ি ঢোকে। তারা নারদ মুনির মতন শুদ্ধ কৌতুক দেখবার জন্যে যে ঝকড়া লাগায় তা নয়, তাতে তাদের বিলক্ষণ লাভ আছে, তারা যখন যার মনোরঞ্জন করে তখন তার বাড়ি থেকে শাকটা, বেগুণটো, থোড়টা, কলাটা, আর বাবুদের পুকুরে মাছ ধরা হলে চুনা চানা মাছের মুটিটে ফুটিটেও পেয়ে থাকে। আবার যদি মকদ্দমা মামলা বাধাতে পাল্লে তা হলে তো ভালই হলো, আরো আদর বাড়্‌লো, পরের কোঁদল তাদের দুর্গোৎসব। দাদামশায়, এমনি ধারা কতকগুলো লোকেতেই আমাদের দেশটাকে ছার খার করে তুল্লে। ভাল, এক জন করে নিন্দা আর এক জনার সাক্ষাতে করে তারা লোকের ভালবাসা যে কেমন করে হয় তার মানে বুঝতে পারা যায় না। তাদের কি এমন বিবেচনা হয় না, যে আমার সাক্ষাতে যে অন্যের নিন্দা করে সে অন্যের সাক্ষাতে আমার নিন্দাও কত্তে পারে। তাদের কথা সকল যদি মোকাবিলা করা হয় তাহলে তারাও জব্দ হয় আর সুহৃদ্ভেদও হয় না, তা কেউ করবেন না, একি খাট যন্ত্রণা।

বিশ্ব। ঠিক বলেচো ভাই, "জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গদপি গরিয়শী" এই বচন আমাদের কালে হয়েচে। জন্ম ভূমির মায়া ত্যাগ করা যায় না, নইলে এখান থেকে চম্পট দেওয়াই উচিত। এখানকার সব লোকেই প্রায় কুলোক, যে দুই একটি ভাল লোক আছে, তারা আওতায় পড়ে মারা যাচ্চে। আর কিছু নয় এদের কুহক দেখে আমি অবাক হয়ে গেচি, কাল স্পষ্টরূপে যার শত্রুতা করেচে, আজ আবার তারই পরম প্রিয়পাত্র হচ্চে। বিনোদ, তোমার মনে হয় কি? গোপাল বাবু ধান কাটার মকদ্দমা হার্‌লে গোরাচাঁদ চাটুর্য্যে গোপাল বাবুর অন্দরের পিছনে ও শম্ভুর বাড়ির উঠানে বোম পুড়য়েছেল, আর কালী তলায় পূজো দিতে গিয়ে গোপাল বাবুর দরজার সামনে হাত তুলে নেচে কত সকার বকার গান গেয়েছিল, সে দিনে গোপাল বাবু তার শির নেবার হুকুম দিয়েছিলেন। দেখ, সেই গোরাচাঁদ আবার আজকাল গোপাল বাবুর কেমন প্রিয়পাত্র হয়েচে, গোরাচাঁদের কথায় গোপাল বাবুর লাল পড়ে। এরা যে কেমন করে পটায় তার কিছু বোঝবার যো নেই। নিন্দা করে প্রিয় হওয়ার কথা বলচো, তার কারণ আর কিছুই নয়, সকলে পরের নিন্দা শুন্‌তে ভালবাসেন এই। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের নিন্দার কার্য্য কেউ টের পায় না, তাতেই পরের নিন্দা নিয়ে তাঁদের এত আমোদ।

বিনো। কি বলবো দাদা মশায়, আরো হয়েচে কি জানেন, এখানকার লোক সকল খোসামোদের অতিশয় বাধ্য, বিশেষতঃ যে ক ঘর ধনী লোক এখানে আছেন, তাঁরা বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা হয়ে বসেচেন। তাঁরা সর্ব্বদা অভিমানে অভিভূত, তাঁদের সেই অভিমানের পোষকতা যে ব্যক্তি করে তাকেই তাঁরা মনের সহিত ভালবাসেন। আপনার তুল্য বুদ্ধিমান, বিদ্বান, রূপবান, কুলবান, ধনবান আর কেহই নাই ইত্যাদি অভিমান পোষক শব্দ প্রয়োগ কত্তে পাল্লেই তাঁদের কাছে যথার্থবাদী ও আত্মীয় বোধে প্রিয় হওয়া যায়। অভিমানে মত্ততা হেতু তাঁরা নিজের দোষ কিছুমাত্র দেখ্‌তে পান না, পাঁচ জনে তোষামোদ করে তাঁদের ঘরে আরো আনন্দ বিহ্বল করে দেয়। সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী লোককে তাঁরা দুচক্ষে দেখ্‌তে পারেন না। বাড়ি ঢুকতেও দেন না। যেখানে কুকর্ম্ম কল্লে সুখ্যাতি পাওয়া যায়, সেখানে কুকর্ম্মকে কুকর্ম্মই বোধ হয় না, বরঞ্চ কুকর্ম্মের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি হতে থাকে। স্পষ্টবাদী ও শাক বেগুণের তোয়াক্কা না রাখা লোক প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না, যদিও কেউ থাকেন তো বাবুদের অসন্তোষ ও রাগের ভয়ে তাঁকে মুখটি বুজে থাকতে হয়। বাবুদের রাগ তো এমন নয়, যার উপর একবার রাগ হয় তার ভিটে মাটি পর্য্যন্ত চাটি করে তবে আর কাজ। বলতে গেলে অনেক কথা, রাত্রি অধিক হয়েচে, আজ ওঠা যাক।

বিশ্ব। আজ শনিবার নয়? বোধ করি হেম আজ বাড়ি আস্‌তে পারে।

বিনো। তিনি এখন প্রতি শনিবারেই এসেন। তাঁর বাড়ির পশ্চিম দিকের ছাতগুলো মেরামত হচ্চে।

বিশ্ব। হেমের বাসা খরচেই মবলগ[৪] টাকা যায় শুনেচি, তবু ভাল ঘরদোর গুলি যে সারাচ্চে শুনে কাণ জুড়ুলো। বড় লোকের বেটা বড় লোকের পৌত্র, ওর বাপ পিতমো ঢের অন্নদান করেচে।

বিনো। হেম বাবুর বাসায় লোক গেলে তো ফেরে না, তা যখন যাক, অবারিত দ্বার। আমাদের এখানকার তাবৎ লোকটাই প্রায় তাঁর বাসায় গিয়ে থাকে, তাঁর কাছে দল বিদল নাই, সকলকেই তিনি যথেষ্ট সমাদর করেন, যে যে রকমের লোক তাকে সেই রকমে আপ্যায়িত করা তাঁর অভ্যাস। যথা সাধ্য সকলের উপকারের চেষ্টা করেন, অমন পরোপকারী লোক

প্রায় দেখ্‌তে পাইনে। তাঁর গুণের কথা কি বলবো দাদা মশায়, মধ্যে উত্তর পাড়ার যদুনাথ ঘোষ কর্ম্মের উমেদারির জন্যে তাঁর বাসায় গিয়েছিল, আমিও তৎকালে সেখানে ছিলাম। এই গত মাঘ মাসে তার ওলাউঠা হয়, তাতে হেমবাবু তিনদিন আফিস কামাই করে দু তিন জন ডাক্তর আনয়ে তার চিকিৎসা করান, আপনি তিন দিন খাড়া রাত জেগেছিলেন, তার বিষ্ঠার শরা স্বহস্তে ধরে ছিলেন, কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ করেন নি। ছোঁড়ার নিতান্ত পরমায়ু নাই তা তিনি কি করবেন, বাঁচলে সার্থক হতো, তাতে তাঁর বিস্তর ব্যয় হয়। আমার কথা ধরিনে, একজন কনিষ্ঠা পরের সঙ্গেও তিনি সহোদর ভেয়ের মতন ব্যবহার করে থাকেন। এমন আশ্চর্য্য স্বভাব আমি আর কারু দেখি নি। দেখুন আমাদের গ্রামে দলাদলি আছে, তাতে করে এ দলের লোক ও দলের লোককে দেখতে পারে না, আদা কাঁচকলা ভাব, কিন্তু হেম বাবুকে সকলেই ভালবাসে, বোধ করি তাঁর শত্রু এ জগতে নাই।

বিশ্ব। কাল সকালবেলা ওদিকে যাবে? অনেক দিন হেমকে দেখিনি।

বিনো। আজ্ঞে হাঁ, কাল সকাল বেলাই যাব ইচ্ছে আছে।

বিশ্ব। তবে কাল সেই খানেই দেখা হবে। বিদ্যাবাগীশ মশায়কেও কথাটা অমনি বলে যেও, স্মরণ থাকে যেন।

বিনো। এখনই ঐদিক দিয়ে হয়ে যাচ্চি।

বিশ্ব। এক পয়সার মুড়কী দেও তো ময়েশ, কাল পয়সা দিয়ে যাব।

মহে। এই ন্যাও। দাঁড়াও দাদাঠাকুর, আমিও দোকানটা সেরে যাই। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দরজার কুঠরি।

(হেমচন্দ্র আসীন। বিনোদের প্রবেশ)

হেম। হ্যালো! (হস্ত পীড়নানন্তর) বসো ভাই, এদের কজনকে আগে ঔষধ দিয়ে বিদেয় করে তবে তোমার সঙ্গে কথা কই, অনেক কথা আছে। শামা, তামাক দিয়ে যা।

বিনো। আমি তামাক ত্যাগ করেচি তা জান।

হেম। হাঁ, মধ্যে মধ্যে ও রোগ তোমার আছে বটে, ভাল, আমরা তো আর ত্যাগ করিনি। আর কিছু ত্যাগ করনি তো? (ঔষধ দিয়া ক্রমে সকলকে বিদায় করিয়া) গত হপ্তার কাগজ দেখেচো? আমাদের এখানকার দুরবস্থার কথা অনেক প্রকাশ হয়েচে। স্কুলের জন্যে এডিটর খুব রেকমেণ্ড করেচেন।

বিনো। কাগজ খানা এনেচো কি?

হেম। এনেচি বইকি, তোমাকে না দেখালে হয়। শাম আমার বাক্‌সের উপরে খবরের কাগজ খানা আছে নিয়ে আয় তো।

(কাগজ লইয়া শ্যাম চাকরের প্রবেশ ও হেমের ইঙ্গিত মতে বিনোদের হস্তে প্রদান)

বিনো। (পাঠ করিতে করিতে) ভেরি ট্রু, থ্যাঙ্ক ইউ, ইনিউমরেবল থ্যাঙ্কস্‌, কি? বিষ্টস্‌, সে ভোরেসস্‌। যা হক তাই, তোমার কল্যাণে স্কুলটী অ্যাঙ্গলো ভরনাকিউলর হলে ভাল হয়।

হেম। হকই আগে, তারপর সে কথা, তোমার রাম না হতে রামায়ণ দেখচি যে। লোক্যাল সবস্ক্রিপসন ভিন্ন কিছুই হবে না, এখন তার কি? ভবদেব বাবু, গোপাল বাবু এঁরা সব কি বলেন? গেছলে?

বিনো। এক আধবার নয়, পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। ভবদেব বাবু বলেন যদি আমার পাড়ায় স্কুল হয়, তাহলে কিছু চাঁদা দিতে পারি, তা নইলে নয়। গোপাল বাবুরও ঐ কথা, কিন্তু দুপাড়াতেই বারয়ারির ভারি ধুম। আমি বলতে আর বাকী করিনি, তা "চোরা কি শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" গোপাল বাবুর ওখানে তো কতকগুলো ঠাট্টা খেয়েই এলাম।

(বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

হেম। আস্‌তে আজ্ঞা হক। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ) খুড়ো মশায় আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন।

বিশ্ব। তোমাকে স্নেহ করবো না তো করবো কাকে বাবা, তুমিতো আমার পর নও, তুমি আমার দাদা মশায়ের সন্তান, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার হাজার টাকা মাইনে হক, জেঠা মশায় দুর্গোৎসবে কাঙ্গালীদের ঘরে যেমন করে অকাতরে মণ্ডা মেঠাই খাওয়াতেন তুমি তেমনি করে জাঁকয়ে দুর্গোৎসব কর, আমরা তোমার খুড়ো হয়ে বসে কর্ত্তৃত্ব করি। অমন পূজো এখানে আর কোন সেঙাত কত্তে পারেননি। রাত্তির চার দণ্ড পয্যন্ত আমরা থাল হাতে করে পরিবেশন করে বেড়য়েচি, একটু বসবার সাবকাশ পাইনি, একজন ধরেচে অমনি দাঁড়ায় দাঁড়ায় তামাক খেয়েচি। তখন আমরা খুব খাটতে পাতাম, শরীরে জোরও ছিল অগাদ, এদানিসিন পট্‌কে গেচি, জ্বরেতে আর বাতেতেই আমার দফা সেরেচে। হেম, তোমার পিতামহকে তোমার মনে পড়ে কি? বাষট্টি সালে তাঁর মৃত্যু হয়, সেই বৎসর আমার মধ্যম কালাচাঁদেরও কাল হয়। কালাচাঁদ বরাবর তাঁর কাছেই থাকতেন, সেই দেশ থেকে জ্বর নিয়ে যে বাড়ি এলেন, সেই কালে ধল্লো। জেঠা মশায় দেখতে কি সুপুরুষই ছিলেন, ইয়া ভুঁড়ি, ইয়া গোঁপ, যেন একটা ইন্দির। মুক্ত হস্ত পুরুষ ছিলেন, তিনি যদি টাকা রাখতেন রে বাপু, তো ঘরে ধত্তো না, তোমার আর চাকরি কত্তে হতো না। দাদা মশায়ও অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন, তা কেউ কিছুই রাখতে পারেন নি, যত্র আয় তত্র ব্যয়। এখন কি লোকের ক্রিয়ে কর্ম্ম আর আচে, খালি বাড়ি চুনকাম আর মেগের গহনা, এই হলেই হলো।

হেম। আমার পিতামহকে আমার খুব স্মরণ হয়, আমার যজ্ঞ পবীতের পর তাঁর কাল হয়।

বিশ্ব। তোমার পইতের ঘড়া আজও আমার ঘরে আচে। আচণ্ডাল প্রভৃতি হাড়ি মুচি পর্য্যন্ত বকনো দিয়েছিলেন, এক এক বকনো তেল ঠাসা। এই দরজার সামনে দুই নবোত বসেছিল। আমরা পাঁচজনে নাড়ু ভাজতে বসেছিলাম, জেঠা মশায়ের সঙ্গে দুবেটো বামন এয়েছিল, সে দুবেটো অসুর অবতার, খুলীগুলো এক হাতে ধরে নাবাতো। দাদা মশায় তাতে বাড়ি আসতে পারেন নি, উনি তখন দিনাজপুরে পেশকারী কর্ম্ম করেন। আমরা তখন মাজোয়ান, লাঠিম ঘুরে বেড়াতাম, তোমার পিতামহীও বড় লক্ষ্মী ছিলেন, সাক্ষাত অন্নপূর্ণা, আমাকে ভারি ভালবাসতেন, বাড়িতে এলে কিছু না খাইয়ে আর ছাড়তেন না। তোমার মা ঠাকরুণের ধাতও হয়েচে ঠিক তাঁর মতন। এদানি বড় একটা আসা যাওয়া নেই, আগে দিন রাত এইখানেই থাকতাম, এই দরজায় বসে আমরা অনেক মজা মেরেচি, এক সের ডের সের তামাক পুড়েচে রোজ।

(কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

কেশ। (হেমের কন্যার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দরজায় আসিয়া বিশ্বনাথকে দেখিয়া) কেও, বিশ্বনাথ হয়?

বিশ্ব। আজ্ঞে হাঁ। (বাহিরে গিয়া কেশবের নিকট দণ্ডায়মান)

কেশ। শাম, টুলখানা নিয়ে আয়, এইখানে দে। (টুল আনিলে উভয়ের উপবেশন) তবে ভায়া,

কেমন আছ বল, তোমাকে বহু দিন দেখিনি, অত্যন্ত কাহিল দেখচি যে?

বিশ্ব। সে কথা আর বল্‌বেন না মশায়, বেয়ারামে বেয়ারামে গেলাম, এখন আবার দুদিন অন্তর জ্বর হচ্চে। কোলোড়ার অষুদ খেয়ে দুপালা কেন, আজ নিয়ে তিন পালা জ্বর হয়নি। আর জানেন নি তো, দাদাবই আর পাক নেই, একবার এসে যে চরণ দর্শন করবো, তা ছাই সংসারের কাজের জন্যে এক দণ্ড নড়তে পাইনে, আমার হয়েচ "এক দণ্ড ছেড়ে দেও তো জল খেয়ে আসি"। হেমকে অনেক দিন দেখিনি, মনটা কেমন কত্তে লাগল, বলি যাই একবার দেখে আসি গে। হেমের মতন ছেলে এ গাঁয়ে নেই, আপনি অনেক অন্নদান করেচেন, তার ফল যাবে কোথা।

কেশ। আশীর্ব্বাদ কর ভাই বেঁচে থাক্। এখন একটি নাতি কোলে কত্তে পাল্লেই সুখী হই। আর কদ্দিনই বাঁচবো, কাটয়ে তো দিলাম।

বিশ্ব। আপনার মতন কাটাতে কে পারে। জেঠা মশায়ের আমলের দুর্গোৎসবের কথা এতক্ষণ হেমের সাক্ষাতে বলছিলাম। ভাল দাদা মশায়, সেই যে বৎসর এঁড়েদর যাত্রা হয়, কি ধুমই হয়েছিল, লোকে লোকারণ্য, এই ঘোড় দৌড়ের উঠন, তবু জায়গা হয়নি। তখন এঁড়েদরের নতুন দল, কৈলেসা বারুই মালিনী সাজে, কি ঠমকের নাচ, কেমন সব নতুন নতুন সুর, একেবারে মাত করে দিয়েছিল। তেমন যাত্রা কিন্তু আর শুন্‌লাম না দাদা মশায়, এখন সব হয়েচে হেজি পেজির মধ্যে। এখানকার বারয়ারি পূজোর কল্যাণে সকল মিঞাকেই দেখা গেচে, বেলতলাই বলুন আর তালতলাই বলুন অমন জমাতে কোন সেঙাতই পারবেন না, তেমন জমাট আর কানে লাগে না।

কেশ। এত আত্মীয়তা এত প্রণয় ছিল, শেষ দশাটায় ত্যাগ করে গেলে?

বিশ্ব। তাতে আমার অপরাধ কি বলুন, আপনারাই আমাকে পায়ে ঠেলেচেন। কতকগুলো কুলোকের লাগানি ভাঙ্গানি শুনে মিথ্যামিছি একটা ফ্যাক্‌ড়া তুলে ভবদেব বাবুর মেয়ের বিয়ের সময় আমাকে নিমন্ত্রণ কল্লেন না। কেন, আমার কি জাত গেছলো; নাকি মেয়েছেলে বের্‌য়ে গেছলো, দোষটা কি পেয়েছিলেন বলুন দেখি। বলতে গেলে ঐ ভবদেব বাবুই বা কি, তবে কিনা আমরা দুঃখী মানুষ কোন কথা বলিনে। উনি এখনো কসুর কচ্চেন না, তা করুন, কিন্তু তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।

কেশ। তোমার জন্যে আমি যা করেছিলাম, বোধ করি শুনে থাকবে, কি করি শেষে একলা হয়ে পড়লাম। বিদ্যাবাগীশ প্রথমে আমার পক্ষ ছিলেন, কিন্তু শেষ রাখতে পাল্লেন না, ভবদেবের খাতির জেয়াদা। যাহক রে ভাই, কাজটা ভাল হয়নি, সেই অবধি আমার সঙ্গেও বড় একটা ইয়ে নেই, তবে করেন কি, আমা ভিন্ন চলে না। একটু ফেরে পল্লেই দাদা, তা নইলে দাদার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই। ওর কথা কেন কও, বাগে পেলে আমাকেই ছাড়ে না।

বিশ্ব। আজ্ঞে হাঁ, আমি সব শুনেচি। আপনি করবেন না তো করবে কে, আপনি বরাবর আমাকে সহোদর ভেয়ের মতন স্নেহ কল্লেন। আমি আপনার দাসানুদাস, আপনি তু করে ডাকলে ছুটে এসে আপনার পাতের ভাত খেয়ে যাব, কিন্তু ওঁয়ার বাড়িতে ইহ জন্মে আর নয়। আপনাদের আবার যদি কখন এক দল হয়, তাতে আমি একঘরে হয়ে থাকি সেও ভাল। গোপাল বাবুর দলে গিয়ে খুব সুখে আছি মশায়, অত যে আজ্ঞা করে বেড়াতে হয় না।

কেশ। তুমি রাগ কত্তে পার বটে অন্যায় নয়। তা থাক, তোমার বড় ছেলের কি চাকরি হয়েচে নয়? কে বলছেল ভাল, হাঁ গোবর্দ্ধন। কোথা চাকরি হয়েচে? লাভালাভ কেমন?

বিশ্ব। ওপারের রেলওয়ে আফিসে একটু কেরানী গিরি কর্ম্ম হয়েচে। লাভালাভ আর ছাই,

আমি তো কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

কেশ। কেমন, সংসারের আনুকূল্য হচ্চে তো?

(হেমের কন্যা বলিতে লাগিল, "ঠাকুদাদা, বাড়ি চল্ না, তুই যা দিবি বলেছিলি তা দিলিনে")

দেবো এখন রোস। (বিশ্বনাথের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ওকে চিনিস্, ও তোর আর একটা ঠাকুদ্দাদা, ওকে বিয়ে করবি?

বিশ্ব। এমন নব কার্ত্তিক আর পাবে কোথা। এসো দিদী এসো, একবার কোলে করি। (হাত ধরিতে গেলে সে কেশবের গলা জড়াইয়া ধরিল) কি বলছিলেন দাদা মশায়? আনুকূল্য, অমনি, রীতি মত নয়। সংসারের কষ্ট কিছুই দূর হয়নি, যে বিশ্বনাথ সেই বিশ্বনাথই আছেন, বাজার কত্তেও হচ্চে, গরুর খড় কাটতেও হচ্চে।

কেশ। তোমার বড় ছেলের নামটি কি ভাল? ভুলে যাচ্চি।

বিশ্ব। আজ্ঞে, কিশোরী মোহন।

কেশ। বাসা করেচেন কোথা?

বিশ্ব। তার মামাদের বাসাতেই থাকে, তারাই কর্ম্ম করে দিয়েচে।

কেশ। হাঁ হেম, কিশোরী মোহনের সঙ্গে তোমার দেখাশুনো হয় কি?

হেম। আজ্ঞে হাঁ, কাল একত্রেই বাড়ি এলাম। বড় অন্ধকার বলে তাঁর সঙ্গে আবার আলো দিলাম।

কেশ। ভাল করেছিলে, ও পথটা অতিশয় আওল, বিশেষ মোড়ল পুকুরের ধারটা বড় ভয়ানক হয়েচে।

(হেমের কন্যা পুনরায় রোদনস্বরে উঁ উঁ উঁ ঠাকুদাদা গোঁ বাড়ি চল)

বসো ভাই, খেঁদিকে রেখে আসি।

বিশ্ব। আজ্ঞে না, আর বড় বসবো না, খড়ের চেষ্টা কত্তে হবে। (কেশবের প্রস্থান)

(সনাতন কলের প্রবেশ)

সনা। এই যে চাটুজ্জে মশায় এখানে রয়েচে, মজা করে তামুক খাচ্চে। তোমার গড়ুতে মোরে সব ধান খেয়ে ফেল্লেন, শালার গড়ু এমনি কল ধরেচে তাড়ালে নড়ে না, ভুঁই খানা তল মাড় করে ফেলেচেন। যে ক্ষেতি করেচেন দেখলে পরাণ ফেটে যায়, জোয়াল বিচ ধান গুনো মুড়ো মেরে খেয়েচেন। এমন গড়ু পোষাও দেকিনি বাবু, খালি নোকের সব্বনাশ কত্তে। একন এসো মশায়, তোমার গড়ুটো ধরে নিয়ে যাও। এতক্ষণে আদ খানা, ভুঁই খেয়ে ফেল্লেন। কি বলবো দা ঠাকুর, তোমার গড়ু, নইলে শালার গড়ুকে ঠায় মাত্তুম।

বিশ্ব। সে কি সনাতন? আমার গরু, আমার গরু তো কোথাউ যায় না।

সনা। আর মশায়, মুই আর চিনিনে, তোমার সেই ধলা গাইটে।

বিশ্ব। চল দেখি দেখিগে, তবে বুজি কেমন করে দড়ি ছিঁড়ে এয়েচে।

(বিশ্বনাথ ও সনাতনের প্রস্থান)

বিনো। এই একটা অত্যাচার যে আমাদের এখানে হয়েচে, বড় ভায়ানক, গাছপালা আর হবার যো নেই। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে খানিকটে জায়গা ছিল, এবার সেইটে ভাল করে ঘিরে কলা গাছ দেওয়া হয়েছিল, কাল দেখি বেড়া ভেঙ্গে গরু ঢুকে গাছগুলি সব মুড়ো করে দিয়ে গেছে, দেখে এমনি দুঃখটো হলো, তা বলবার যো নেই, বাবুদের গরুগুলোও সব খোলা বেড়ায়। বাবুরো আবার পাঁটা খাবার লোভে ছাগল পুষতে আরম্ভ করেচেন। বিশ্বনাথ দাদার গরু বলেই সনাতন অত কথা বলতে পাল্লে। বাবা এক একবার রাগ করে

বলেন "এখান থেকে উঠে যাই, বাবুদের দৌরাত্তি আর সওয়া যায় না। দুটো গাছপালা আজ্জে খাব তারও ছাই যো নাই।" গরু বাছুর আর ছাগলের দৌরাত্তিতে তাবত লোকটাই ব্যতিব্যস্ত হয়েচে।

হেম। ভাল, আমাদের এখানে অনেকেই তো মকদ্দমাবাজ, এদের নামে অনধিকার প্রবেশের নালিশ কণ্ডে পারে না। ভারি দুঃখের বিষয়। এর উপর আবার বানর আছেন, একখানা নয়।

বিনো। খালি চার পেয়ে হলে তো বাঁচতাম, দুপেয়েও অনেক। রাজা রামচন্দ্র কটক গুলিন আমাদের এই দেশেই ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

হেম। কি ভয়ানক জঙ্গল হয়েচে ভাই, কই তার কাছে তো কেউ এগয় না, কত নূতন গাছ নূতন জানওয়ার সচরাচর দেখ্তে পাওয়া যাচ্চে। শিয়ালেরা সব বেড়ালের মতন বাড়িতে বেড়ায়। দত্তদের বাড়ি থেকে একটা ছেলেকে নাকি টেনে নিয়ে গেছলো?

বিনো। তারপর তাদের বাঁশ বনের ভিতরে ছেলেটিকে খুঁজে পেয়েচে নাকি। জঙ্গলের কথা বলচো কি? আমাদের যে জায়গাটা ঘিরে কলাগাছ দেওয়ার কথা বল্লাম, সেটা এক প্রকার সুন্দর বন আবাদি মহল বল্লেই হয়, আমাদের সংসারের প্রায় সম্বৎসরের কাটের সমস্থান হয়েচে। জঙ্গল ক্রমেই বাড়চে, জঙ্গল আবাদ করে কেউ যে দুটো গাছপালা দেবে, তারও তো যো নেই।

হেম। আমাদের দেশের ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হচ্চে। পীড়া কেনই বা হবে না, দিন কতক জঙ্গল কাটা ও পুকুরের পানা তোলার জন্যে থানাওয়ালারা ধূমধাম করেছিল, এখন আর সাড়াশব্দ কিছুই পাওয়া যায় না। বাবুদের পিতৃ পুরুষেরা পুষ্করিণী খাদ করে গেছেন, তাঁদের অভিপ্রায় যে সাধারণে সে সব পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করে উপকার লাভ করবে, বর্ত্তমান বাবুরো সে গুলিকে যে পরিষ্কার করে রাখবেন তাও তাঁদের ক্ষমতা নাই, সুতরাং লোকের উপকার দূরে থাকুক, সমুহ অপকারই হচ্চে। জলব্যবহার করা চুলয় পড়ুক, ছুঁলে জ্বর হয়, গন্ধে ভূত পালায়, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে বাবুদের বাবুগিরির ধূমধামের তো কম দেখা যায় না। হয়েচে কি জান বিনোদ বাবু, আমাদের এই গ্রাম জেলা ও থানা থেকে অধিক দূর, তাতেই সকল বিষয় পোলিশের গোচর হয় না। পোলিশ যদি নিকট হতো, তাহলে বাবুদের এত লাটী সোটা ও প্রজা পীড়নের এত ধূমধাম দেখা যেতো না। নিকটস্থ ঘাটীদারেরা বাবুদের ক্রিত দাস বল্লেও বলা যায়, উপুড় হস্তে তাদের মুখ সেলাই করে দিয়েচেন। এ সকল বিষয় খবরের কাগজে প্রকাশ হলেও অনেক উপকার হতে পারে, তারও তো উপায় দেখি না, বাঙ্গালাই বল কি ইংরাজিই বল, দুকলম লেখেন এমন লোকও বিরল। যদিও কেউ যেমন তেমন করে মাতৃভাষায় আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত কল্লেও কণ্ডে পারেন, কিন্তু তাও হওয়া কঠিন। বাবুদের ভয়ে সব্বাইকেই চুপ করে থাকতে হয়, দু ঠোঁট এক করবার যো নেই। ফলত এখানকার আর ভদ্রস্থ নাই, তবে যদি কখন বিদ্যার আলোক এসে প্রবেশ করে, তাহলে কি হয় বলা যায় না। মা সরস্বতীর দয়া ব্যতীরেকে মঙ্গলের সম্ভাবনা আর কিছুই দেখি না।

বিনো। যা বল্লে, এই সকল কারণেই বাবুদের অত্যাচার ও প্রজা পীড়নের বৃদ্ধি হচ্চে বটে, ঠিক কথা। আহা! প্রজাদের দুঃখ ভাবতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না, যেরূপ দেখ্‌ছি, তাতে করে প্রজারা জমীদারদের দাসানুদাসেরও অধিক। প্রজাদের অপরাধ কি, না তারা উপযুক্ত কোন কোন স্থানে বা অতিরিক্ত রাজস্ব দিয়ে ভিটায় বাস করে, ও জমীতে চাষ আবাদ করে, সেই রাজস্বের উপর আবার সুদ হিসবেয়ানা ও অন্যান্য বাব সবাব আছে। এ সেওয়ায়

জমীদার মশায়ের ছেলে মেয়ের বিয়ে বাপ মরে শ্রাদ্ধ এসকল উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাদের ঘরে আবার মাঙ্গন যথেষ্ট দিতে হয়, আর তো কথায় কথায় টাকার আঁকে আধ আনা এক আনা করে চড়চে। জমীদারদের আর একটা লাভের অঙ্ক, বাজে আদায়, সেটা কি না প্রজাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে সরকারে জমা হয়, তা স্ত্রী পুরুষে ঝকড়া হলেও জরিমানা দিতে হয়, একটু কুড়ং কাড়াং কল্লেই অমনি লাগাও জুতি। জমীদার মশায় মধ্যে মধ্যে প্রজাদের নামে হুকুমনামা জারী করেন, তা তৎক্ষণাৎ আমলে না আনলেই সর্ব্বনাশ। নিজের সহস্র কর্ম্মক্ষতি করেও তদ্দণ্ডে দৌড়ুতে হয়, আপনার জমীর চাস আবাদ ফেলে রেখে ঘর থেকে লাঙ্গল গরু নিয়ে গিয়ে জমীদারের জমী আগে আবাদ করে দিতে হয়, তার একটু এদিক ওদিক হলে জরিমানাও দিতে হয় ও গুঁতা গাঁতাও খেতে হয়। কারণ প্রজাদের নামে হুকুমনামা নিয়ে যাঁরা যান, তাঁরা যমের সহোদর ভাই, আগে আপনার গণ্ডা বিলক্ষণ করে বুঝে সুছে লন, তারপর যা মনে থাকে তাই করেন। আমাদের এই সকল জমীদারেরা দুঃখীর মা বাপ, দয়া দেবী এঁয়াদের এক যোজন পথ দিয়েও গমন করেন নাই। এঁয়ারা যেন রাজাকেই ফাকী দিচ্চেন, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী ও অন্তরযামী সেই রাজার রাজা যিনি দিব্য চক্ষে অতি গুপ্ত কার্য্য সকলও প্রত্যক্ষ কচ্চেন, তাঁকে তাঁরা যে কি বলে ফাকী দেবেন তাই ভাবচি।

যত ভাল যত মন্দ যাকর গোপনে।
নাহি থাকে অপ্রকাশ তাঁহার নয়নে॥
অমানিশী ভালবাসি চোরে চুরি করে।
অন্ধকারে পর দ্বারে পর দারে হরে॥
অর্থ লোভে কত লোকে অভয় অন্তরে।
পথিকের মাথা ভাঙ্গে বিজন প্রান্তরে॥
তলে তলে কত নরে ফিরে অত্যাচারে।
কোঁচার ভিতর থেকে ঢিল ফেলে মারে॥
ছদ্মবেশে এসে ঘেঁষে পড়সীর ঘরে।
অপ্রকাশে অনায়াসে সর্ব্বনাশ করে॥
রাজার বাজারে তারা লভিছে ব্যাপার।
জানে না যে তাঁর হাতে নাহিক নিস্তার॥
এখানে যেখানে হক দণ্ড পুরস্কার।
হবেই হবেই হবে জেনে রাখ সার॥
চুপি চুপি জল খেয়ে জলে মেরে ডুব।
মনে করে নরে হরে ফাকী দিই খুব॥
মিছে ফাকী দিতে চেষ্টা করা বারবার।
ধর্ম্ম ঢাকা কাঁধে করে করেন প্রচার॥
করা দূরে থাক মন্দ ভাবিলেও মনে।
জান সার নাহি পার তাঁহার সদনে॥

হে ধনি বাবুগণ, আপনারা মনুষ্য দেহ ধারণ করেছেন, এখন মনুষ্যের কর্ত্তব্য সমাধান করে যথার্থ মনুষ্য পদে বাচ্য হোন, ও একমাত্র চিরজীবি যে যশ তা সঞ্চয় কত্তে যত্নবান হোন, অনর্থক অর্থ সঞ্চয়ে বৃথা কাল হরণ করবেন না, পর পীড়ন দ্বারা আর অপযশ ক্রয় করবেন

না। হস্ত পদাদি অবয়ব বিশিষ্ট হলেই যে মনুষ্য হয় তা নয়, মনুষ্যের কাজ করা চাই। অন্যের নিকট হতে যেরূপ ব্যবহার আকাঙ্খা করা যায়, সেইরূপ ব্যবহার অন্যের প্রতি কল্লেই মনুষ্যের উচিত কাজ করা হয়।

মনুষ্য আকার ধর, মনুষ্যের কাজ কর,
চর চর পথে চর, সকলেরে সমভাবে তোষ না।
প্রিয় ভাষ ভাষ ভাষ, সমধুর হাস হাস,
শীলতা সলিলে ভাস, দয়া পাখী হৃদয়েতে পোষ না॥
হিংসা দ্বেষ পরিহরি, কলহে বর্জ্জন করি,
রাগের রাগেরে হরি, অভিমানে অবিরত রোষ না।
ত্যজিয়ে পর দূষণ, গুণ কর অন্বেষণ,
খুঁজে খুঁজে অনুক্ষণ, স্বীয় দোষে রোষভরে দোষ না॥
মিছে কেন ধুমধাম, জাঁকাতে আপন নাম,
দিয়ে বড় বড় থাম, কেন কর প্রতিবাসী মোষণা॥
কিছুই রবে না শেষ, অপযশ অবশেষ,
পরহিতে নিয়ে ক্লেশ, এই বেলা যশ করে ঘোষণা॥
আলবোলা বোলবোলা, সব রবে শিকে তোলা,
কাচা কল্‌শী আছে তোলা, দেখে শুনে মনে লাজ বাস না।
এর হরি ওকে মারি, অমুকের দফা সারি,
আর কেন মারামারি, কাল গেল ছাড় ছাই বাসনা॥
দিন দিন যায় দিন, নিকট শেষের দিন,
তবু মেরে ক্ষীণদীন, অনর্থক অর্থ কর শোষণা॥
ধনে অনাদর করে, ক্ষমাহার গলে পরে,
সন্তোষেরে কোলে করে, খুঁট ধরে চেপে ঘরে বস না॥

হেম। ক্যাপিটাল! ঠিক কথা, মনে এইরূপ স্থির নিশ্চয় করে রাখতে পাল্লে সংসারে আর কোন দুর্নীতিই ঘটে না, বরং সৎকর্ম্মের প্রতি লোভ অগ্রসর হয়, ও চরমে পরম সুখ লাভ করা যায়। আমি বলি, দেশের হিতের নিমিত্তে আমাদের এখানে একটি সভা স্থাপন কত্তে পাল্লে ভাল হয়, তাতে ধর্ম্ম চর্চ্চাও হতে পারে, ও এই হতভাগা দেশের হিত চিন্তাও হতে পারে। বোধ করি, তাহলে কিছুনা কিছু উপকার দর্শিতে পারে।

বিনো। সভার নাম শুন্‌লে গা জ্বালা করে রে ভাই। দিন কতক মধু বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম সভা হয়েছিল মনে হয় তো? সভ্যেরা ধর্ম্মের ভাণ করে কেবল লোকের সর্ব্বনাশ করেছেন, তাঁদের এক একটা কাজ মনে হলে গা শিউরে ওঠে। আমাদের এখানকার লোকের নীতি শিক্ষা অগ্রে আবশ্যক, তার পর ধর্ম্ম; নীতির সোপান ব্যতীত ধর্ম্মের সন্নিহিত হওয়া সুকঠিন। যা হক, সভা একটি হলে ভাল হয় বটে, কিন্তু এ দলাদলির ঢলাঢলি থাকতে হওয়া ভার। চেষ্টা করবার হানি নাই; ফলে এখানকার লোকের বিদ্যাশিক্ষার উপায় অগ্রে আবশ্যক, পরে অন্যান্য ব্যবস্থা।

(গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

গোরা। খুড়ো মশায় কোথা গা?

হেম। কেও? গোরাচাঁদ দাদা, কত্তাকে তল্লাস কচ্চেন? তিনি বাড়ির মধ্যে। আসুন, তামাক খান।

গোরা। (স্বগত) তবেই তো (প্রকাশে) তামাক তৈয়েরি নাকি? অনেকক্ষণ খাইনি বটে, দ্যাও। (হাই তুলিয়া টুসী মারণ) তাই তো, আবার বাড়ির মধ্যে।

হেম। কেন, কেন বিশেষ প্রয়োজন আছে কি? সম্বাদ দেব?

গোরা। না, এমন কিছু নয়, আজ হরে বেটা আমাকে ভারি মজয়েচে, বেটাচ্ছেলে পয়সা নিয়ে গেল সকাল সকাল আসবে বলে, তা এখনও তো তার দেখা নেই। বেটা ভারি নষ্ট, বেটাকে কটো পয্যন্ত দেখালাম, বেটার তবু হুঁশ নেই। অল্প আগুণে তামাক খাওয়া আর ছোট লোকের খোসামোদ করা সোমান।

হেম। শাম, যা তো, কত্তার কাছ থেকে একটু আফিম চেয়ে নিয়ে আয়। কতটুকু চাই?

গোরা। কাকার সঙ্গে দেখাটা হলে ভাল হতো। তাইতো, বেটা যদি ওবেলাও না আসে, তবেই তো।

হেম। শাম, তুই যা কত্তার কটোটা শুদ্ধ নিয়ে আয়।

গোরা। বেশ বলেচো বাবা, হবে না কেন, যেমন বাপের বেটা, অমন হাত দরাজ আর কোন বেটার নেই। দিচ্চেনই তো যে আসচে তাকেই দিচ্চেন। তাঁর খয়রাতে ঢের যায়, আর সব বেটাই পুঁটে তেলি। (হাই তুলিয়া টুসী মারণ) আমি কারু কাছে চাইনে ভাই।

(রামচাঁদ সরকারের প্রবেশ)

রাম। কলকেটা ছাড়ুন, একবার দিন। এযে মৌরুসী বন্দবস্ত দেখ্‌চি।

গোরা। ন্যাও, কিছু হলো না, আগুণটো ভাল করে কর দেখি। (কৌটা আনিলে দরিদ্রের রত্ন গ্রহণের ন্যায় লইয়া একটি বাঁটুল পাকাইয়া আপন কৌটায় রাখিলেন, পরে বড় মটর পরিমাণ আবার লইয়া বদনে নিক্ষেপ করিলেন ও অঙ্গুলী চুষিতে লাগিলেন) বেশ মাল, এখানে বেটারা ভেল দিয়েই খারাপ করে। (রামচাঁদের প্রতি) তুই কোথাকার বদ্ধোমেনে কাইত রে, মিষ্টি পেলে যে আঁটি শুদ্ধ গিলিস্। দে কলকে দে, (হুঁকা বাড়াইয়া দিলেন) তামাকটা বেশ তামাক, কলকাতার বটে। আমি ভাই কলকাতা গেলেই বটতলা থেকে একতাল করে তামাক কিনে আনি। এখানকার দোকানে তামাক গুলো যাচ্ছেতাই, খাওয়া যায় না। যা হক ভাই, তুমি খুড়ো মশায়কে খুব সুখে রেখেচো। কলকাতায় আজও আঁব পাওয়া যায় বোধকরি। ছেলেটা কদিন ধরে আঁব আঁব করে এমনি ধরেচে, থামাতে পারিনে।

হেম। আজ্ঞে হাঁ, পাওয়া যায় কিন্তু দুর্ম্মূল্য, এবার আনা হয়নি।

গোরা। যাই, গোপাল বাবুর বাগানের পুকুরে জেলে নেবেচে নাকি।

বিনো। যান, গোপাল বাবুর ছেলে সেখানে দাঁড়য়ে আছেন।

গোরা। বটে, তবেই তো। ভারি কিরেট বাবা, হাত দিয়ে জল সরে না, চক্ষুলজ্জার নাম গন্ধও নেই।

বিনো। যাদের কৃপণ স্বভাব তারা বড় ভয়ানক লোক, তাদের চক্ষুলজ্জা কি মান অপমান জ্ঞান কিছুই থাকে না, তারা পয়সার খাতিরে না কত্তে পারে এমন কর্ম্মই নাই। তাদের কাছে কিছুই আটক খায় না।

দয়া মায়া দান ধর্ম্ম যশ আর মান।
কৃপণের ভবনের সদনে না যান॥
নিষ্ঠুরতা কপটতা অভদ্রতা দ্বেষ।
মাথায় চড়িয়া তার নাচিতেছে বেশ॥
ভাল খাও ভাল পরা ভাল আভরণ।

পড়িলে নয়নে তার পুড়ে যায় মন॥
মাতা পিতা ভগ্নী ভ্রাতা অপত্য ললনা।
সকলেই তার কাছে লভিছে ছলনা॥
আত্ম বন্ধু যাক দূরে আপনারে ফাকী।
সকলি অসার তার সার মাত্র চাকী॥
টাকা তার ইষ্টদেব টাকা ধ্যান তপ।
সুদ সুদ তস্য সুদ করে করে জপ॥
টাকা টাকা করে হয় দিন রাত সারা।
নগদ পাইলে হাতে ছেড়ে দেয় দারা॥
কুকর্ম্মেতে লজ্জা নাই পাপে নাই ভয়।
আমার আমার বলে সব টেনে লয়॥
যেত তেন প্রকারেণ কোলে ঝোল টানে।
পীরের রেয়াত নাই কৃপণের স্থানে॥
বাড়াতে আপন ধন প্রাণপণ করে।
পরের জীবন ধন অকাতরে হরে॥
অর্থ লাগি তলে তলে কিনা বল করে।
অসতী যুবতী মত কত বুদ্ধি ধরে॥
পেটে মরে কাচা পরে যা করে সঞ্চয়।
ভূপতি অনল চোর যক্ষ ভোগে হয়॥
শমন আসিয়ে শেষ কশে আকর্ষিয়ে।
হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে যায় কাঁটা বন দিয়ে॥
লোহার মুগুরে তথা হাড় গুঁড়ো হয়।
হাড়ি হয়ে জন্মে শেষে হাঁড়ি মাথে বয়॥

হেম। গোপাল বাবুর ছেলে লেখাপড়ায় কেমন হয়েছে?

গোরা। তা প্রায় আমারই মতন। তার লেখাপড়ার জন্যে গোপাল বাবু টাকা খরচ কত্তে কসুর করেন নি, কিন্তু কিছুই হয়নি। বিদ্যার এক গুণ আলাদা, ধীর হবে, নম্র হবে, দয়া, ধর্ম্ম, শীলতা, এসব থাক্‌বে, তা তার কিছুই নেই, কেবল টাকা চিনেচে, তা সে বিষয়ে দিক বিদিক জ্ঞান নেই। গোপাল বাবু ছেলের জন্যে সর্ব্বদা অসুখী, মধ্যে মধ্যে দুঃখ করে বলেন "আমার ছেলে হতেই আমার নাম ডুবেবে, আমি মলে আমার বাড়িতে প্রস্রাব কত্তেও কেউ আসবে না।" গোপাল বাবু লোকটা খুব রাশভারি নাকি, তাতেই বড় একটা টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছেলের জন্যে ভারি দুঃখিত। বাপকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। ঐ একটি ছেলে অতিশয় আদরের নাকি, সুতরাং কিছু বলেন না, আবার কোন কথা বল্লে গিন্নী পাছে রাগ করেন সে ভয়ও আচে।

হেম। গোপাল বাবুর মেয়ের বিয়ের হচ্চে কি?

গোরা। পাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না, সোনার গাঁ বিক্রমপুর পর্য্যন্ত লোক পাঠান হয়েচে।

হেম। গোপাল বাবু এমনে বড় মন্দ নয়।

গোরা। গোপাল বাবু মস্ত লোক, সবদিকে সমান নজর, আর আলীনজর, মান বল, সম্ভ্রম বল, কি আও ভাও লোকলৌকতা বা আত্মীয় তাই বল, যদ্দিন ঐ মিন্সে, ও গেলেই সব

ফুরুলো। একটা মানুষের মতন মানুষ, মামলা মকদ্দমা, দাঙ্গা হাঙ্গাম কিছুতেই পিছপাও নেই। আজকের বাজারে অমন লাঠির জোর এখানে আর কার আছে বল, অত বড় ভবদেব মুখুয্যেকে হাজি হাজি গুম্‌রে দিয়েচে। আজকাল আমাদের গাঁয়ের সের, ওর কাছে মাথা নেড়ে ওঠেন এমন বেটাছেলে এখানে দেখিনে, আর অনুগত প্রতিপালক। দুঃখের বিষয় এই যে ছেলেটা কিছু হলো না, বাপের নাম রাখতে পারবে না। ছেলেটা হয়েচে ঠিক যেন "নরানাং মাতুল ক্রম"। এরপর নেশাটেশা কত্তে শিখলে কি রকম দাঁড়ায় বল্‌তে পারিনে, বেয়ে ছেয়ে দেখতে হবে।

বিনো। গোপাল বাবু, গ্রামের লোকের কার কি ভাল করেছেন, বরং অনেকের মন্দ করেছেন বিস্তর দেখতে পাওয়া যায়। অনুগত প্রতিপালন করা আর কি, কতকগুলো গঙ্গাজলে গুলি খোরকে পূষছেন এই মাত্র।

গোরা। কথা বলতে গেলেই কথা বাড়ে, বোবার শত্রু নেই, চুপ করে থাকাই ভাল। দেও, হুঁকো দেও, খেয়ে যাই, বিনোদের কথাগুলো ভারি ট্যাঁস ট্যাঁসে রকম, আচ্ছা বাবা, বলে ন্যাও, কারু কথাতে কারু গায়ে ফোস্কা পড়ে না।

হেম। আপনি ভবদেব বাবুর ওখানে এখন আর বড় একটা যান টান না বুঝি?

গোরা। ভবদেব আবার বাবু কিসে? আমরাই পাঁচ জনে বাবু করেছিলাম। বাবু তো গোপাল বাবু, বোনেদি ঘর, এ গাঁয়ের মাথা। দাতা ভোক্তা, সকলদিকে চৌচাপটে সোমান, ওর আস্তাকুঁড়ও ভাল।

বিনো। ভবদেব বাবু আপনার কন্যার বিবাহের সমুদয় আনুকূল্য করেছিলেন নয়?

গোরা। সে ভবদেব বাবুর দেওয়া আর কেমন করে, মফস্বলের আমলারা দিয়েছিল, তাঁকে তো আর ঘর থেকে দিতে হয়নি। অধর্ম্মে কথা বলতে পারিনে, বরং তাঁর ভাই দশ টাকা দিয়েছিল বটে।

হেম। (বিনোদের প্রতি চুপি চুপি) চুপ কর, আর কাজ নেই।

গোরা। আগুণটো হলো নারে। ভাল করে দেতো, খেয়ে যাই, অনেক কাজ আচে।

(গোরাচাঁদের প্রস্থান)

হেম। চল বিনোদ বাবু, স্নান টান করা যাগ্‌গে।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্দর বাটী।

ছোট বউ ও বড় বউ নিদ্রাবস্থায় অবস্থিতি।

(কাদম্বিনীর প্রবেশ)

কাদ। ছোট গিন্নী কোতা লো! (দেখিয়া) ওমা! দুজায়েই যে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমুচ্চেন। (উচ্চৈঃস্বরে) ছোট বৌ, ছোট বৌ, ওটনা লা, আর কি বেলা আচে। একেবারে সগ্‌গে নেই, ওলো বিচে, বিচে, কামড়ালে।

ছোট। (আস্ত্যে ব্যস্তে উঠিয়া ও কাপড় ঝাড়িয়া) তাই তো, বেলা গেচে যে। কাল ভাই সমস্ত রাত্তির মশায় ঘুমুতে দেয়নি।

কাদ। মশাই হক আর যেই হক, আমি তা বলচিনে। ঠাকুর ঘরে কে না আমি কলা খাইনি। চোরের মন পুঁই আঁদাড়ে। তা হক, এখন মাটে যাবি, নাকি বসে বসে গা চুলকোবি।

আমাদের হাড় যুড়য়েচে বাবু, রাত্তিরে হাত পা ছড়য়ে ঘুময়ে বাঁচি।

ছোট। তোর সকল কতাতেই ঠাট্টা, তা বলে কেউ আর ঘুময় না।

কাদ। তবে আবার ঘুমও, আমার ঘাট হয়েচে, কাঁচা ঘুমটো ভাঙালুম। সত্তি যাবি? যাস তো ওট, মিচে নল পত করিস্‌নে। আবার দড়ি বার হচ্চে কেন? মাতা বাঁন্তে হবে নাকি? (মুখের কাছে হাত নাড়িয়া যাত্রার সুরে) যার সহজ রূপে পরাণ কাঁদে, সে কেন গো চুঁড়ো বাঁদে। ওলো বিনোদিনী—ও তোর বিনোদ বিনোদ খোঁপা, খোঁপায় আবার বিনোদ চাঁপা, বিনোদ বিনোদ সাজে, চরণেতে চারগাচা মল বিনোদ বিনোদ বাজে—

ছোট। (কাদম্বিনীর মুখে হাত দিয়া) আর হাড় জ্বলাস্‌নে, চুপ কর ভাই, দিদী শুনতে পাবে।

কাদ। দিদীকেও কি মশা কামড়েছেলো নাকি? ওমা তাই তো, কামড়ে গাল পয্যন্ত রাঙা করে দিয়েচে যে! নে, যাবি? যাস্‌তো চল আর দেরি করিসনে, চল বেলা গেল।

ছোট। রোসনে ভাই, দিদীকে আগে ওটাই। (বড় বোয়ের গায়ে হাত দিয়া) দিদি, দিদি, বেলা গেচে, ওটো।

বড়। (উঠিয়া) ছোট্টাকুজ্জীকে বল্লুম, বলি উটয়ে দিস, তা মজা দেকচে বুজি। ছোট বৌ, তুই কদম ঠাকুজ্জীর সঙ্গে যা, কাপড় কেচে আসগে। আমি এ দিক্কের কাজ কম্ম দেকিগে। ঠাকুরপো এখনি বাড়ি আসবে, জল খাবার না পেলেই অনত্ত করে দেবে। দ্যাক দেকি ছোট্টাকুজ্জী কাপড় কেচে এয়েচে কিনা, তাহলে তাকে বল, রান্না ঘরের কুলুঙ্গির উপুর পেতেতে একটা পেঁপে আচে, ছাড়য়ে রাকে। যাঃ! মশারিটে রদ্দুরে দেওয়া হলো না, বকবে এখন কত। মশারিটে অমনি ছাতে ফেলে দিয়ে যাস্ তো। তোরা বড় একটা দেরি করিসনে, শীগ্‌গির আসিস।

(বিন্ধ্যবাসিনীর প্রবেশ)

বিন্ধ্য। এই যে উটেচেন সব।

বড়। ছোট্টাকুজ্জী, তোকে বল্লুম একটু সকাল করে উটয়ে দিস, তা ভাল লোককে বলেছিলুম কিন্তু।

বিন্ধ্য। কি বলবো কদি দিদী এসে উটয়ে দিয়েচে, তা নইলে আরো মজা হতো। (কাদম্বিনীর প্রতি) তুই কমেন দিয়ে এলি?

কাদ। আগাশ দিয়ে।

বড়। তোর কাপড় কাচা হয়েচে?

বিন্ধ্য। কাপড় আর কাচতে হয় না, রাকালের জ্বালায় এতক্ষণ কি নড়তে পেরেচি। বাপরে বাপ, যে দৌরাত্তিটে করেচে।

বড়। তবে তুইও যা এদের সঙ্গে। পেঁপেটা ছাড়য়ে রেকে যাস, ভুলে যাসনে যেন।

বিন্ধ্য। বেলা এখনো ঢের আচে, তোরা ঘুম চকে দেখতে পাচ্চিসনে। রাজেয়া এই মোত্তর কাজ কত্তে এলো। ছোটদার আসবার এখনো ঢের দেরি আচে।

বড়। তবে তোরা যা, আমি বিচেনাগুনো রদ্দুরে দিইগে। দ্যাক, বঠ্‌ঠাকুজ্জী যদি মামা শ্বশুর ঠাকুদ্দের বাড়িতে থাকে তবে অমনি ডেকে দিয়ে যাস্। এদের জল খাবার উজ্জুগটি করে দেবেন এ উবগারও তাঁকে দিয়ে হবার যো নেই। এক দণ্ডও বাড়িতে বসতে পারেন না, দিবে রাত্তির এর বাড়ি ওর বাড়ি করে বেড়াচ্চেন, খাবার সময় খালী একবার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন। এমন করে কি ঘরকন্না চলে, খেতে হলেই কত্তে হয়। কে বলবে বাবু, এখনি গলার মাস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। আমরাই সব যেন চোর দায়ে ধরা পড়েচি,

যেখানে থাকতে হয় সে সংসারের আলয় আশ্রয় দেকতে হয়, ভেয়েরা সোণার ভাই, তাই সাজে, নইলে হাড়ির হাল হতো। ওঁকে বল্লে বলেন "তুমি কিছু বল না, যা জানে তা করুগ্‌গে, তুমি কেন মিছে বলে অখ্যাতের ভাগী হও"। ঠাকুরপো বরং এক একবার ঝেঁকে ঝেঁকে ওটে, তা হলে কি হবে, কিছু বলবার তো যো নেই, তার মুকের কাচে টেঁকে কার বাপের সাধ্যি। একটি কথা বল্লে হাজার কথা শুনয়ে দেয়, সেদিনে ঠাকুরপোর ধূদ্ধুড়িটে ধূয়ে দিলে। (কাদম্বিনীর প্রতি) হাঁ ঠাকুজ্জী, তোদেরও তো ভাই ভেয়ের সংসার, তাকি তোরা এমনি করে গপ্প করে যেখানে সেখানে বেড়াস, সংসার হেজে মজে গেলেও কি একবার তাকয়ে দেকিস্‌নে।

কাদ। গপ্প আর কত্তে হয় না, একটু বসবার যো আচে। বিকেল বেলা তোদের বাড়িতে এসে তবে একবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তোরা তো দুজায়েই সংসারের কাজ কম্ম কচ্চিস, আমাদের বৌ নড়ে বসে না, তার তেলটুকু জলটুকু পয্যন্ত এগয়ে দিতে হয়, পান থেকে চুন খসলেই অমনি একেবারে কুলুক্ষেত্র করে ফেলে। আমি কোন কথা বলবো বলে দাদা বাড়ি এলে তাঁকে যেন পাশ দিয়ে আগলে আগলে বেড়ায়, বরং দাদার কাচে পাঁচখানি করে লাগায়, উলটে আমাকে বকুনি খাওয়ায়। কাকী বুড়ো মাগী, দিবে রাত্তির খেটে মচ্চেন, গোয়াল কাড়চেন, গরুর জাব দিচ্চেন, দোকানে যাচ্চেন, আর ছেলেটি তো গলয় গাঁতা, তাতেও তাঁর পার নেই, এক একবার এমনি খোয়ার করে, তাঁর দুচক্ষে সহস্র ধারা বয়। গরুর এত দুদ হচ্চে, দাদা কিছু বাড়ি থাকেন না, তা আপনি আর ছেলেটি, দশমী দোয়াদশীর দিনও এক ফোঁটা দুদ কাকীকে দেয় না। কাকী সেকেলে লোক অত শত বড় বুঝতে পারে না, তাই যা বলে তাই সাজে। আদ্দিনে কাকীর মূকের উপর বাপান্ত বল্লে, এবার দাদা বাড়ি এলে কাকী বলে দিয়েছিলো, তাতে দাদা আরো উলটে ধমকে কাকীকে বল্লে, "তোমাদের ওসব রকম আমি বুজেচি, তোমাদের জন্যে কি স্ত্রী ত্যাগ কত্তে হবে নাকি?" আমি তখনি জানি যে, "রাধার শাম রাধার হল, কেবল সখীদিদির দাঁতটি গেল।" আজকের কাল কেমন, "মাগ হয়েচেন মথার মণি, মাকে ধরে পায়ে ছানি"। সেই অবদি কাকীর আরো খোয়ার কচ্চে। তা কাকী কিচ্ছু বল্লে না, চুপি চুপি আমার সাক্ষাতে বলে আর খালী কাঁদে। আমি কিন্তু আমাদের বোয়ের কতা আসলে গায়ে মাকিনে, হাজার বলুক, শুনেও শুনিনে, যেন কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটচে, বলুকনো কেন, তারি মূক বেতা হবে, তা আমার কি। তোরা বল্লি তাই বলচি, নইলে আমি কারু কাচে বলিনে, বলে "সখী গো সখী, আপনার মান আপনি রাখি, কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাকি।"

বিন্ধ্য। সত্তি ভাই, সেজো কাকী কিন্তু খুব ভাল মানুষ। এমন আর আমাদের বাড়িতে বড় একটা দেকতে পাইনে, মা থাকতে দুবেলা আসতেন, কত গপ্প কত্তেন, মার সঙ্গে খুব ভাব ছেলো। দাদার সেই বড় বেয়ামোর সময় দুদিন দেখতে এয়েছিলেন, তা কত আশীব্বাদ করে গেলেন? আদ্দিনে মুক্তিদের বাড়িতে বেড়াতে এয়েছেলেন, তা আমাকে দেকে কত আদর কল্লেন, অনেকক্ষণ পয্যন্ত আমার কাচে বসে কত গপ্প কত্তে লাগলেন, তা বোয়ের তো কিছু নিন্দে বান্দা কল্লেন না।

কাদ। ওলো, বৌকে যোমের মতন ডরায়, সমস্ত দিনটে যদি উপস করে পড়ে থাকে, তো কারু কাচে বলবে না যে ভাত খাইনি। বোয়ের দোষ সব্বাইকের সাক্ষাতে ঢেকে ঢেকে বেড়ায়। কাকীর আমার আজও ঘোমটা দেকেচিস্ তো।

বিন্ধ্য। সত্যি, আজও এক হাত ঘোমটা। সেকেলে লোকের ভারি লজ্জা, পেটের ছেলেকে

দেকেও লজ্জা করে। হাঁ কদীদিদি, তুইও কি তোদের বৌকে অমনি ধারা ডরাস্?

কাদ। ডরাই লো ডরাই। চল বেলা গেল, আর ফষ্টি নষ্টিতে কাজ নেই। ছোট গিন্নী আবার গেলেন কোথা? আয় বিন্দু আয়, আমরা যাই। এই যে, আস্তে আজ্ঞা হক।

(সকলের প্রস্থান)

ছাতিম তলার মাঠ।

কাদম্বিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, ছোট বৌ আর কনকমণি নাতবৌ সঙ্গে করিয়া উপস্থিত।

কাদ। এটী কাদের বৌ পিসী?

কন। অ্যাঁ, কি বল্লি? রোগা হয়েচি। জ্বর হয়, খেতে পারিনে, অরুচি।

কাদ। (হাত তুলিয়া দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে) মুগুরে বড়ি খেতে পার নি?

কন। ভগার মার অষুদ খেয়েচি, বড়ো রুক্ষী অষুদ, সেই অবদি আরো বেড়েচে, এত তেঁতুল গোলা আমানী খাচ্চি মা, তবু ভাল হয় না।

বিন্ধ্য। আহা! জ্বরে জ্বরে সব সারা হয়ে গেল, এমন পোড়া জ্বরও এ পোড়া দেশে এসে ঢুকেচে। কৃষেণদের সব দশা দ্যাক, তবু বাছারা সব মরে মরেও খাটচে।

ছোট। না খাটলে চলে কই ঠাকুজ্জী, পেট আচে যে।

কাদ। (চিৎকার স্বরে) বলি পিসী, এ বৌটী কার?

কন। ওমা জানিসনে! আমার রতনের বৌ। (নাত বৌয়ের প্রতি) পেন্নাম কর, এঁরা তোমার পিসেস হন।

(নাত বৌ প্রণাম করিয়া কনকের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা)

বিন্ধ্য। (জনান্তিকে) ছোট বৌয়ের অদেষ্টে হলো না। (প্রকাশে কনকের প্রতি) ওমা ছেলে মানুষ, এরই মধ্যে ঝাঁপটা তুলে ফেলেচে!

কন। পোয়াতি হয়েছেলো, বাপেরা আদর করে নিয়ে গেছলো। কত আল্লাদ কচ্চি, তা এমনি কপাল, চার মাসে গা খসে গেচে।

বিন্ধ্য। বৌ বাপের বাড়ি থেকে এয়েচে কবে?

কন। রতন কাল বাড়ি এয়েচে, তা জল কাদা ভেঙ্গে পত চলে এসেই আবার জ্বর হয়েচে।

কাদ। (জনান্তিকে) বিন্দে দূতীর কর্ম্ম নয়। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি, বৌকে এনেচো কবে?

কন। এই উল্‌টো রতের দিন এনেচি, তা বৌ এসে পয্যন্ত রতন আর বাড়ি এসেনি, আবার এসেই ছাই জ্বর হয়েচে।

বিন্ধ্য। নে কদি, আর হাড় জ্বলাসনে, বেলা গেল, চল গা ধুয়ে বাড়ি যাই, তোর সঙ্গে এলেই দেরি হয়। নতুন পুকুরে হয় তো মিন্সেরা মাচ ধত্তে বসেচে, ছোট পুকুরে যাই চল।

কাদ। রোসনে, একটু দাঁড়া না, কনকীপিসীর সঙ্গে ভাল করে আর গোটা কত কতা কই। তোর জ্বালায় যে মানুষের সঙ্গে কতা কবার যো নেই। তোর ছেলে কাঁচ্চে বুজি।

বিন্ধ্য। তোর কি গলা বেতা করে না লা? আমরা বাবু সাত জন্মেও অমন ধারা করে চেঁচাতে পারিনে।

কন। (সক্রোধে) তোরা কি বিড় বিড় কচ্চিস্ লা?

কাদ। বলি, কোন্ পুকুরে গা ধুতে যাবে?

কন। কেন, নতুন পুকুরে।

কাদ। সেখানে মুকুয্যেদের ছেলেরা যে মাচ ধত্তে বসেচে।

কন। তা থাকলই বা, তাদের ঘরে আবার লজ্জাটা কি? হতে দেকেচি।

ছোট। না ঠাকুজ্জী, চল আমরা ছোট পুকুরে যাই। (সকলের প্রস্থান)

ছোট পুষ্করিণীর ঘাট।

কাদম্বিনী, বিন্ধ্যবাসিনী ও ছোট বৌ, পরে কাশীমণির প্রবেশ।

কাদ। ওমা, আমরা বলি, আমাদেরই বেলা গেচে! এই যে কাশী দিদী এখন আসচেন, বারয়ারির ধুমে পড়েছেলেন বুজি। হাঁ কাশী দিদি! তোদের পাড়ার পুজো কবে হবে গা?

কাশী। আর বোন পুজো, এবার পুজোর বড় গোল, হয় কি না।

কাদ। কেন, আদ্দিনে বিন্দুদের ছাত থেকে তোদের পাড়ার নিশেন দেকতে পেলুম যে। হ্যা দ্যাক কাশী দিদি! পরশু নতুন পুকুরে নাইতে যাচ্ছিলুম, তোদের পাড়ার ছোঁড়ারা সব বাঁশ ঘাড়ে করে যাচ্ছেলো। এক ছোঁড়া না আমাকে দেকে এক দিষ্টে চেয়ে রইলো, আবার ঠাট্টা করে কত কতা বল্লে, আমার গাঁ কাপতে লাগলো, আমি অমনি ঘাড় গুঁজে চলে গেলুম। ছোট বৌকে দেকলে তাদের আরো মাতা ঘুরে যেতো।

কন। সে ছোঁড়া কে লা কদম, চিন্‌তে পাল্লিনে।

কাদ। আমি ভাই তাকে কিন্তু আর কক্‌খনো দেকিনি। সোন্দর হোনো, এক হারা ডিগডিগে, নাকটা লম্বা পরা, একটু কোল কুঁজো রকম। ছোঁড়া ভারি বেহায়া, আর সব্বাই কিন্তু তাকে বকতে লাগলো। আসবার সময় গয়লা পাড়া দিয়ে ঘুরে তবে বাড়ি এলুম, সেই অবদি ভাই আর নতুন পুকুরে নাইতে যাইনে।

কাশী। হয়েচে কদম, চিনিচি, সে কে তা জানিস্, ঐ চক্কবত্তিদের বাড়িতে এয়েচে, গোলক চক্কবত্তির শালা, তা সে ছোড়া ঐ রকমের লোকই বটে। আদ্দিনে ক্ষিতি ময়রার সঙ্গে ধরা পড়েছেলো, ধরে বারয়ারিতে দশ টাকা নিয়েচে।

কাদ। তোদের পাড়াটা অমন ধারা কেন কাশী দিদি? আমাদের পাড়ায় ভাই ও সব নেই।

কাশী। হবে না কেন বলো বোন, কতকগুলো ছোঁড়া হয়েচে, গ্যাঁজা, গুলী, মদ খায়, আর অই করে বেড়ায়। নেশা কত্তে শিকেচে এখনে হাতে নেই কড়ি, লোকের ঘট্রে বাট্রে নিয়েও টানাটানি করে। বলবো কি ভাই, বামুনের ছেলে সব কৃষেণদের সঙ্গে গাঁতা করে ক্ষেতে খাটতে যায়। পাড়ায় কি আমাদের আর মানুষ আচে, নাকি সেকেলে দাব আচে, যে যা মনে করে সে তাই করে। "চাচা আপনার মান বাঁচা" আমাদের তাই হয়েচে।

বিন্ধ্য। হাঁ কাশী দিদী, তোদের পাড়ার ছোড়ারা কার পাঁটা চুরি করে খেয়েচে নাকি?

কাশী। তোরা আবার কার ঠেঁই শুন্‌লি?

বিন্ধ্য। ছোটদা গপ্প কচ্ছেলো, তাই শুন্‌তে পেলুম। বলছেলো তার জন্যে আবার মকদ্দমা হচ্চে নাকি।

কাদ। কি সব্বনেশে মকদ্দমা ভাই আমাদের গাঁয়ে এসে ঢুকেচে, কতায় কতায় মকদ্দমা। মকদ্দমা মকদ্দমা বই লোকের মুকে আর কতা নেই। কি হয়েচে দিদী? কে পাঁটা চুরি করে খেয়েচে?

কাশী। এই আমাদের পাড়ার গুণো পুরুষরো, আর কে। কার একটা পাঁটা রত ড্যাঙ্গার পড়া থেকে ধরে এনে চক্কবত্তিদের বাড়িতে বেঁদে রেকেছেলো, তার পর মেলাই সব ছোঁড়া যুটে পুটে রাত করে সেটাকে কেটে তাদের চণ্ড মণ্ডপে রেঁদে খেয়েছেলো। পোড়ার মুকোরা আমাদের ঢেঁকীটে চুরি করে নিয়ে গেচে। সে দিন ভাই আমরা চৌপর রাত ঘুমুইনি, ড্যাকরারা মদ খেয়ে পাড়া মাতায় করে বেড়য়েছেলো। বলতে গা শিউরে ওটে ভাই! বাঁড়য্যেদের মহিনী আর মেজ বৌ তাদের ছোট ঘরে শুয়ে ছেলো, এক ছোঁড়া না

গিয়ে দোয়ারের হাঁসকল খুলে ঘরে ঢুকে মহিনীর গায়ে হাত দিতে মত্তই মহিনী চেঁচয়ে উঠলো। ছোট বাঁড়ুয্যে অমনি একেবারে খাঁড়া হাতে করে বেরয়ে এয়েছিলো ; তা ছোঁড়াকে দেকতে পেলে না, দেকতে পেলে কেটে ফেলতো।

কাদ। একি সব্বনেশে কতা দিদী, এমনতো কখন বাপের জন্মেও শুনিনি। আমাদের গাঁয়ের দশা কি হলো ভাই। ভাল, আমাদের পাড়াতেও তো কেউ কেউ খায়, তাদের তো অমন ধারা রীত ভীত নয়। বাইরে বসে খেলে, হাসলে, গপ্‌প কল্লে, পড়া শুনো কল্লে, কি তাস খেল্লে, হলো বা গান বাজনা কল্লে, তারপর বাবু খেয়ে দেয়ে চুপ করে এসে শুলো। চুরি করা, লোকের ঘরে ঢোকা এ আবার কি ভাই ; তা ও ছাই না খাওয়াই ভাল, খেয়ে কি সুখ হয় তার নত্তি নেই। বলে মদ খেলে নাকি লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

কাশী। ওলো এদের কি লক্ষ্মী ছাড়তে আজও বাকী আচে তা বলচিস্। তোদের পাড়ার তাদের এক কথা আলাদা, তাদের পেটে বিদ্যে আচে, চাকরি বাকরি করে, পরের ট্যাকা ঘরে নিয়ে এসে, এদের মতন মুক্‌খু নিখাঁমুদে তো নয়।

বিন্ধ্য। পাঁটার আবার মকদ্দমা কি কাশী দিদি?

কাশী। ওলো, যার পাঁটা চুরি করে খেয়েচে, সে মিন্সে ছোড়াদের নামে নাকি সায়েবের কাচে নালিশ করেচে।

বিন্ধ্য। তা বেশ হয়েচে, হাতে দড়ি দিয়ে জেলখানায় নিয়ে যায়, তবে আমার গায়ের জ্বালা যায়। হাঁ দিদি, তোমাদের পাড়ার পূজোর কি হচ্চে? আমাদের পাড়ায় ভাই লোকা ধোবা কেমন গেয়ে গেচে।

কাদ। বৌ মাষ্টারের দলের সেই ছোঁড়া, কি মিষ্টি গলা ভাই। ছোট বৌ, হাঁ কি বিন্দু, পেমদা। পেমদা, তোর মনে আচে তো, সেই যে লা, সেই কি, "ভাল বেসে অবশেষে কোণে বসে কান্তে হলো।"

ছোট। "আমি যারে সদা চাই, সে নিধি পরের ঠাঁই, দিয়ে নিধি কেন বিধি ছল করে হরে নিলো।" আর একটা কলি মনে হচ্চে না, সেটি কিন্তু বেশ।

বিন্ধ্য। "প্রকাশিতে নাহি পারে, মনে মনে পুড়ে মরি, এত যদি ছিল মনে কেন বিয়ে করেছিলো।"

কাশী। বাঃ! খাসা গানটি! মত্তে তোদের পাড়ায় যদি শুন্তে আসতুম তো বেশ হতো। কে জানে বোন, আমাদের এমন ধারা দশা হবে।

কাদ। হয়েচে কি কাশী দিদি, এত মাগ্‌গিই[১] হচ্চিস কেন, বল না ভাই। পূজো হবে না কি?

কাশী। না ভাই, হবার গতিক দেখচিনে।

কাদ। কেন?

কাশী। কে করবে বলো, নিয়ে দিয়ে এক ভবদেব বাবু, তা তার যে বিপোদ। তার বাড়ির দরয়ানেরা পয্যন্ত বাইরে বেরুতে পারে না, যে লোকের কাচ থেকে জোর করে চাঁদা নিয়ে আস্‌বে।

কাদ। কেন, কি বিপোদ হয়েচে?

কাশী। শুনিস্ নি পরশু দারোগা এয়েছেল।

কাদ। গাঁয়ে দারোগা এয়েচে তা শুনেচি, কেন তা জানিনে। কেন গা?

বিন্ধ্য। সেই পাঁটা চোর ছোঁড়াদের ধত্তে এয়েছিলো বুজি।

কাশী। না লো, তা নয়। একটা মানুষকে নাকি গুম করেচে, তাই দারোগা মেলাই সব লোক জোন নিয়ে বাড়ি ঘিরে সদর খিড়কী বন্দ করে বাড়ির ভেতর পয্যন্ত গিয়ে খানা তল্লাসী

করেছেলো।

বিন্ধ্য। গুম কি কাশী দিদী?

কাদ। (কীল উঁচাইয়া) আয় দেক্‌য়ে দিই।

কাশী। বেশ বলেচিস্‌। এত বয়েস হলো আজও গুম কাকে বলে তা জানিস্‌নে, খালি খাস আর ঘুমুস। গুম কি তা জানিস্‌, এই জমীদার লোকেদের যার উপুর বড় রাগ হয়, তাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসে কোথাও লুকয়ে রেকে দেয়, কেউ টের পায় না, এমন ধারা জায়গায় রাকে।

বিন্ধ্য। এমনধারা কেন করে দিদী?

কাশী। কেন করে দিদী। আলাওনী! ওই যে কিছুই বুজতে পারিস্‌নে, অবাক করেচিস্‌। এই তোর যদি কারু উপুর রাগ হয় তাকে তুই জব্দ কত্তে ইচ্ছে করিস্‌নে।

বিন্ধ্য। তা যেন করি। (সোৎসুকে) হাঁ গা, কেউ টের পায় না এমন ধারা জায়গায় যদি লুকয়ে রাকে তাকে খেতে দেয় কি? সে কি খায়?

কাশী। খাবে আবার কি, যদি খেতেই দেবে তবে আর জব্দ করা হলো কি? অমনি না খেতে দিয়ে শুকয়ে শুকয়ে মেরে ফেলে।

বিন্ধ্য। ও মা না খেতে দিয়ে শুকয়ে মেরে ফেলে, একি মানুষ পারে গা! আহা হা, দগ্‌দে দগ্‌দে প্রাণ বেরয়ে যায়! হাঁ গা, তার কি আর কেউ নেই? এর অবিক্ষে আগুণে পুড়য়ে জলে ডুবয়ে মেরে ফেলা যে ভাল গা। বাপরে! এক একাদশীতেই অন্ধকার দেখায় দেয়।

কাশী। ওলো, এমন ধারা সব নইলে জমীদারী কাজ চলে না, লোকে ভয় করে না। থাকবে না কেন, মাগ ছেলে থাকলেও ভয়ে কেউ কি কতা কইতে পারে, তারা চেঁচয়ে কান্তেও পারে না।

বিন্ধ্য। পোড়া জমীদারী, অমন জমীদারী বেচে ফেলে চাকরি বাকরি করুগ্গে। হাঁ গা, এদের মনে একটু কি পাপের ভয় হয় না? এদের কি শরীরে দয়াধর্ম্ম কিচ্ছু নেই? এদের থোঁতা মুক ভোতা হবে কবে।

কাদ। হাঁ কাশী দিদী, ভবদেব বাবুর মাগ নাকি বড় ভাল, দেবতা বামনে নাকি তার ভারি ভক্তি? সব্বাই কিন্তু তার সুখ্যেত করে।

কাশী। অমন ভাল দেকিনে, আমাদের পাড়ার ছেলে বুড়ো সব্বাই তাকে ভালবাসে। লোককে দেওয়া থোওয়া আত্তি যত্ন কেমন, তার কাচে গিয়ে বসলে পুত্র শোক ভুলে যেতে হয়। তা এখন কি আর ভালোয় ভাল আচে, যে বেয়ামো হয়েচে, এখন বাঁচলে হয়।

কাদ। সে কি দিদী, বল কি? এই সেদিন যে খুব জাঁক করে বত্ত সার্‌লো গা, বামনদের ঘরে সব কাপড় জুতো ছাতি কত জিনিস দিয়েছেল। আহা! কার যে কখন কি হয়, তা বলা যায় না। কি বেয়ামো হয়েচে কাশী দিদী?

কাশী। দু দিনকের জ্বরেই বিগের হয়েচে। আমি কাল বিকেল বেলা দেকতে গেছলুম, কেবল জলজল কচ্চে, এক একবার ঝেঁকে ঝেঁকে উটচে, ধরে রাখতে পাচ্চে না, কাকে কি বলে তার ঠিক নেই, কত এলো মেলো বকচে। আমাকে যে এত ভাল বাসতো, একদিন না গেলে অমনি ডাকতে পাটয়ে দিতো, হয়তো আপনি আসতো, তা আমাকে চিন্‌তে পাল্লে না। আহা! যে বিপীন অন্ত প্রাণ, দিবে রাত্তির বিপীন বিপীন করেই সারা হন, সেই বিপীন কাচে বসে মা মা বলে ডাকতে লাগলো, তা বাছাকে হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিলে, বাছার আমার এক চক্ষে শতেক ধারা। মিন্সেও যেন কাটা ছাগলের মতন ধড় ফড় করে বেড়াচ্চে,

ট্যাকা ঘণ্ট কচ্চে। আগে একজন ডাক্তর এয়েছেলো, তারপর আবার দুজনকে এনেচে, চিকিচ্ছের হুদ্দ মুদ্দ কচ্চে, তা এখন বাঁচলে হয়, নইলে অত বড় সংসারটা একেবারে গেল।

কাদ। ঐ একটী ছেলে, আর একটী মেয়ে বুজি?

কাশী। সরস্বতী বলে মেয়ে, কোঁন দেশ থেকে মস্ত কুলীনের ছেলে এনে বিয়ে দিয়েচে, জামাইকে বাড়িতে রেকেচে, তারি বা আদর কত। বাছার কি রূপ, সরস্বতী তো সরস্বতী। আহা! মায়ের মুক পানে চেয়ে খালী চকের জলে ভেসে যাচ্চে। ওদের ছোট বৌটীও লক্ষ্মী, বড় ভাল, জায়ের খুব কন্না কচ্চে।

(নেপথ্যে)

ছোট পিসী, তোদের কি আজ বাড়ি আসতে হবে না? ছোট কাকা এসে কত বক্‌তে নেগেচে।

ছোট। চল ঠাকুজ্জী চল, মালতী ডাকতে এয়েচে, আর কাজ নেই, চল ভাই বেলা গেল, দিদী কত বকবেন এখন।

কাদ। ছোট বৌয়ের রকম দ্যাক বিন্দু, ছোটদার নাম শুনেই একেবারে হয়ে উটেচে, চল বুজেচি, যার যেখানে বেতা তার সেখানে হাত। কাশী দিদী, বলি একবার আমাদের বাড়ি যেও বোন, আমার মাতা খাও, একটা কতা আচে, ভারি কতা, আর এক জিনিষ তোকে দেকাব, অবিশ্যি করে যেও।

কাশী। যে তোদের বৌ, যেন তলো হাঁড়ি নাবয়ে বসে আচেন, দেখলে গা জ্বালা করে, সত্তি ভাই। যার বাড়ি যাই সে যদি কতা না কয় তো সেখানে যেতে চিত্তি হয় না।

(সকলের প্রস্থান)

উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শয়নাগার।

(উমাশঙ্কর ও প্রমদার প্রবেশ)

প্রম। পশ্চিম পাড়ার ছোঁড়ারা কার পাঁটা চুরি করে খেয়েচে নাকি?

উমা। তুমি আবার কার ঠেঁই শুন্‌লে, তোমার কাছে গাঁয়ের সব খবরই যে আগে এসে দেখতে পাই। তারে এসে বুঝি।

প্রম। তুমিই বাড়িতে বসে গপ্প করেচো, তোমার ছোট্ট বোন বলছেলো।

উমা। খেয়েচে বটে, এখন হজম কত্তে পাল্লে হয়। বোধ করি, কাল দারোগা আসবে তদারক কত্তে।

প্রম। কার পাঁটা?

উমা। উত্তর পাড়ার সুবল সদ্দারের পাঁটা। তার জন্যে ভারি ধূম যাচ্চে। গোপাল বাবু সুবল সদ্দারকে নালিশ কত্তে বলেচেন। শুন্‌লাম বলেচেন নাকি যে তুই পেচুসনে, যত টাকা লাগে সব আমি দেবো।

প্রম। গোপাল বাবুর এত মাথা বেতা পড়ে গেচে কেন?

উমা। বুঝতে পাচ্চো না, ওরা সব ভবদেব বাবুর দলের লোক কি না, তাতেই গোপাল বাবুর এত জেদ দাঁড়য়েচে।

প্রম। অবাক করেচো! তোমাদের গায়ের মতন গাঁ আমি কিন্তু কোত্থাও দেখিনি। আমাদের সেখানে বাবু এত সব ঝকড়া ঝাঁটি নেই, সব্বাইকের সঙ্গে সব্বাইকের ভাব সাব আচে, কেউ কারু হিংসে দ্বেষ করে না। লোকের বিপদ সিপদে সব্বাই বুক দিয়ে গিয়ে পড়ে। আর বচ্ছর বাবার সেই ভারি বেয়ামো হয়েছেলো, আমাকে সেই তাড়াতাড়ি করে নিয়ে গেল, আমি গিয়ে দেখি বাড়িতে লোক ধরে না, অমনি গিস্‌গিস্ কচ্চে, যাকে যা বলচে মুখের কথা খসাতে না খসাতে তখনি এনে দিচ্চে। ও বাড়ির বড় জেঠা, শিবু কাকা.

জেঠাইমা আর মুনী পিসী, এঁয়ারা প্রায় আঠারো দিন সোমানে রাত জেগেছিলেন। বড় -জেঠা আর শিবু কাকা এক একবার বাইরে গিয়ে শুতেন, তা থাকতে পাত্তেন না, আবার উটে আসতেন। তাঁরা যেন আপনার লোক কত্তেই পারেন, আমাদের পাড়াখানি শুদ্ধ লোক ঘমুতো না, যাকে যখন ডেকেচে, সে অমনি তখনি উটে এয়েচে, যেন এইখানে বসেছিল। আপনার মা বাপের বেয়ামো হলে যেমন ধারা কত্তে হয়, তারা সব্বাই তেমনি করে রাতকে রাত বোধ করেনি, রদ্দুরকে রদ্দুর বোধ করেনি, বিষ্টিকে বিষ্টি বোধ করেনি। তারা সব বলা কওয়া কত্তো শুন্‌তে পেতুম যে "পরমেশ্বর আমাদের ঘরে বুদ্ধি সাধ্যি দিয়েচেন, তাতে করে আমরা সব্বাই জড়য়ে সড়য়ে এক জায়গায় রয়েচি, কেন না আমার বেলা তুমি, তোমার বেলা আমি, তা নইলে কি কাজ চলে"। তোমাদের একানকার মতন দলাদলি আমাদের সেখানে নেই, সব্বাই সব্বাইকের বাড়িতে খায়, কারু বাড়িতে কুটুম এলে পরে এবাড়ি ওবাড়ি থেকে ব্যান্নন চেয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে কত ব্যান্নন দিয়ে ভাত খাওয়ায়। মকদ্দমার কথা আমরা কক্‌খনো শুনিনি, এই এখানে এসেই শুন্‌তে পাচ্চি। আবার বলে গুম না কি, বাপের জন্মেও শুনিনি।

উমা। তোমাদের সে অজ পাড়াগা কি না। জমীদার লোক তো সেখানে নেহ, তা থাকলে সব দেখ্‌তেও পেতে শুন্‌তেও পেতে।

প্রম। তা বই কি, আমাদের সে পাড়াগাঁই তো বটে। কিন্তু দুটো স্কুল আচে, মেয়ে মানুষে পয্যন্ত লেখাপড়া শিখ্‌চে। আবার হাট বাজার আচে, তোমাদের এ সহরে হঠাৎ একজন কুটুম এলে একেবারে অন্ধকার দেখতে হয়। কেবল খুঁড়ের ডেলের ওড়ন পাড়ন কত্তে হয়। আমাদের সেখানে দুপুর রেতে দশ জন কুটুম গেলেও ভাবতে হয় না।

উমা। ও সব জাঁক আর আমার কাছে কত্তে হবে না। আমি কি আর সেখানে কখন যাইনি, নাকি দেখিনি।

প্রম। আমি কি বলচি যে তুমি যাওনি, গেছলে, তা গিয়ে কি উপস করেছিলে, নাকি ডেঙ্গোর ডাঁটা, ঝিঙ্গে আর খুঁড়ের ডেলের বড়া দিয়ে ভাত খেয়েছিলে। সেই কি একজন মূলুকচাঁদ ছিল, তাকে হাজার ব্যান্নন দিয়ে ভাত দিলেও খুঁত ধত্তো, তোমার ভাই হয়েচে। যাক ও সব কথায় আর কাজ নেই, তোমাকে কোন কথা বলতে ইচ্চে করে না, বল্লেই রাগ করে ওটো। বলি, আমার ঝুমকো দুটো কি যাবে? বট্‌ঠাকুজ্জী দিবে রাত্তির খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে, বলে তারা আর রাখতে পারে না। বলছিলেন, হয় সব সুদ একেবারে মেরে দেও, না হয় জিনিস এলে দেও।

উমা। বড় বৌকে বলেছিলে? বড় বৌকে বলো।

প্রম। বড় বৌকে বলে কি হবে?

উমা। তা হলে বড় দাদা শুন্‌তে পাবেন।

প্রম। অবাক্! কি আশ্চয্যি বিবেচনা তোমার। তিনি শুনে কি করবেন বল। বট্‌ঠাকুরের সময় দেখতে পাচ্চো না। তিনি বাড়িতে বসে রয়েচেন, আজ দু বচ্ছর ধরে বেয়ারামে ভুগচেন, আর এই সংসার তাঁর ঘাড়ে। সংসারের যে দুঃখু যাচ্চে তা তুমিতো কিছু টের পাচ্চো না, দিদীর হাতে খালী খাড়ু গাছটী[২] সার হয়েচে, তবু তিনি আমার গহনায় হাত দিতে দেননি। আমাকে যা দুই এক খানা দেওয়া তো বট্‌ঠাকুরই তো দিয়েচেন, তোমার কুষ্টিতে সে সব তো আর লেখেনি। ঘোষেরা চাল দিতে বড়ডো দুঃখু দেয়, আর দিবে রাত্তির এসে টাকার জন্যে খ্যাচ্‌কায় বলে আদ্দিনে দিদী যখন মালতীর বাজু বাঁধা দিতে যান, তখন আমি বল্লুম,

"দিদী, তুমি মালতীর বাজু রেখে আমার বাজু নিয়ে যাও।" দিদী বল্লেন, "ছোট বৌ, তুই ও সব কিছু মনে করিস্নে, আচেই বা কি, তা যা আচে তোর ও দুখানা থাক, নেমন্তন্নে যেতে হলে শুদুগায়ে গেলে লোকে ভাব্বে যে এরা দুঃখী হয়েচে, এদের কিছু নেই। আমি তো কোথাউ আর যাইনে, মালু ছেলে মানুষ, ভেঙ্গে ফেলচে, ছিঁড়ে ফেলেচে, কি খুলে রেখেচে বল্লেও সাজে। আমাদের এমনি দিন কিছু চিরকাল যাবে তা নয়, শরীরটে একটু সাল্লেই বেরয়ে চাকরি বাকরি করবে, তা কিছু এমন বুড়ো হয়নি, মুক্‌খু নয়, বেরুলেই চাকরি হবে, তুই ভাবিস্নে, তাহলেই আমাদের দুঃখু ঘুচবে। হরিশ্চন্দ্র রাজার গপ্প শুনিস্নি, রাজা হয়ে আবার মাগ বেচতে হয়েছিলো, শূয়ার চরাতে হয়েছিল, তারপর আবার রাজা হয়েছিলো। মানুষের সকল দিন কিছু সোমান যায় না, কথায় বলে পুরুষের দশ দশা। দুঃখু ভাবতে গেলেই দুঃখু বাড়ে, তা কিছু না ভাবাই ভাল, কপালের লেখন কেউ কি ছাড়াতে পারে। তবু আমরা তো খেতে পাচ্চি, আবার এমন ধারা লোক অনেক আচে, তারা আবার আমাদের কাচ থেকে ভিক্ষে করে নিয়ে গিয়ে খায়, যেদিন ভিক্ষে না যোড়ে, সেদিন খেতে পায় না, উপস করে থাকে। তা বলে তুই ঠাকুরপোকে কোন কথা বলিস্নে, তারও তো শরীর ভাল নয়, মাজে মাজে আবার জ্বর হচ্চে। এমনো কপাল আমাদের!"

উমা। আমারও কি কখন চাকরি হবে না, বেরুলেই চাকরি করবো, টাকা আনবো।

প্রম। খুব বাহাদুর! তা তোমার চাকরি হলেই বা কি আর না হলেই বা কি। এই যে দুবচ্ছর চাকরি করে এলে, সংসারে কিছু দিয়েছিলে, নাকি আমাকেই দুখানা দিয়েছিলে। বাড়ার ভাগ চাকরি করে বাড়ি এসে আমার ঝুমকো দুটী বাঁধা দিলে, তাই জান্‌লুম যে সংসারের উপকারে লাগলো, তাও তো নয়। সে দশ টাকা নিয়ে কি ক্ল্লে বল দেখি? এক পয়সার নারকোল তেলের উপকারও তোমাকে দিয়ে হয়নি কখন।

উমা। আজকের কালে উপকার তো কেউ মানে না। তা থেকে দুটাকা তুমি নিয়েছিলে যে।

প্রম। (হাস্য করিয়া) অবাগি্‌গর[৩] দশা আর কি! চাবির শিকলি গড়াব বলে দু টাকা নিয়েছিলুম বটে, মিথ্যে নয়, তা নিয়ে কি হবে? আমার বাস্কোয় কি বাস বান্তে পেরেচে, তার দুদিন গৌনেই নিয়ে গেলে যে। মান থাকে না, ইয়ারদের ঘরে খাওয়াতে হবে বলে এসে স্বাল দিয়ে বার করে নিয়ে গেলে, মনে পড়ে না বুজি। ঝুমকো থেকে আর দুটাকা আনা হয়েচে, তা মনে আচে তো?

উমা। কবে আবার দু টাকা আনা হলো?

প্রম। কেন, সেই যে কলকাতা যাবার সময় জুতো কিন্তে হবে বলে নিয়ে গেলে। তোমার সকলই অন্যায়. তোমার আবার চাকরি হবে, অধম তারণ রেলওয়ের কল্যাণে একবার হয়েছিল, সেই ঢের। তোমার হুপ আচে, বুক আচে, নাকি মুখ আচে। বাড়ি থেকেও তুমি আর বেরুতে পার না, পাঁচ ছোঁড়াতেই তোমার পরকাল খেয়ে দিচ্চে। তাদের কি? তাদের বাপ পিতমোর বিষয় আচে, তোমার কি আচে বল দেখি।

উমা। কেন, আমার কি বাপের বিষয় নেই? আমি কি দাদার ভাত খাচ্চি নাকি?

প্রম। তোমাকে কোন বিধাতায় গড়েচে, তার যদি একবার দেখা পাই তো গোটা কতক কথা বলি। হাড় জ্বালা করে কথা শুনে! ভারি তো বিষয়, এই পরিবার গুলি দুমাস বসে খেতে হলে কোথা উড়ে যায় তার নত্তি নেই। অমন গুণের ভাই যেই পেয়েছিলে, তাই আজও এত নবাবি চল্‌চে, নির্ভাবনায় গোঁপে তা দিয়ে ইয়ারকি মেরে বেড়াচ্চো, আর রাজা উজির মাচ্চো।

উমা। কেন, ভাই আমার কি করেচেন? ছেঁড়া কাপড় পরে প্রাণ বেরুল্যে।

প্রম। তোমার সাত গুষ্টি যে ছেঁড়া কাপড় পচ্চে, তার বেলা প্রাণ বেরোয় না। অমন ভেয়ের নিন্দে কর, ঐ পাপেই তো তোমার কিছু হয় না, তুমি আপনার মনের দোষেই কেবল দুঃখু পাচ্চো, পাকপেয়ে যাচ্চো, তোমাকে খাইয়ে পরয়ে মানুষ কল্লে কে? তোমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য টাকা খরচ কল্লে কে? তোমার বিয়ে দিলে কে? তাকি সব ভুলে গেচো? আমি বারো বচ্ছরের বেলা ঘর কত্তে এয়েচি, সেই অবধি সব দেখতে পাচ্চি তো। তোমার এক এক দিনকের দৌরাত্তিতে গায়ের অদ্দেক রক্ত শুকয়ে গেচে, এ সকল দৌরাত্তি কে সয়ে থাকে বল দেখি। আরোতো সব লোকের ভাই আচে, কে এত সয়? তুমি তাঁর কত টাকা বরবাদ দিয়েচো, তাও তো সব শুনেচি আমি, কিন্তু তিনি একদিনের জন্যেও যে কথা মুখে আনেননি। আহা! আদ্দিনে দুঃখু করে বলতে লাগলেন যে, "আমার সুরেন্দ্র বেঁচে থাকলে আমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না, সচ্ছন্দে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেতাম আর ঈশ্বরের চিন্তা কত্তাম, তা হলে এত বয়েসে আমাকে আবার চাকরির চেষ্টা কেনই বা কত্তে হবে। আঠারো বচ্ছর বয়েসে এই সংসার ঘাড়ে করেচি, সেই অবধি এক দিনের জন্যেও বিশ্রাম কত্তে পাল্লেম না, বোঝা বইতে বইতে ঘাড় ভেঙ্গে গেল, কেবল পাতাই কুড়ুচ্চি, আগুন পোয়ান আমার আর হলো না। আরও কত কাল বেঁচে থেকে এ যন্ত্রণা যে ভোগ কত্তে হবে তা বলতে পারিনে। বেয়ারামে পড়ে পড়েও সংসারের ভাবনা ভাবতে হয়েচে, এমন পোড়া কপালও করে ভারতে এয়েছিলাম, যে সংসারের দায় থেকে একদিনও কেউ আমাকে নিশ্চিন্ত কত্তে পাল্লে না। এমন পীড়া থেকে পরমেশ্বর আমাকে কেনই বা মুক্ত কল্লেন, বোধ হয় এই অনাথা পরিবার গুলির মুখ চেয়ে আমাকে আরোগ্য করেচেন, এদের অদৃষ্ট হতেই আমি বেঁচে উটেচি। তাঁর মনে যা আছে তাই হবে, মাত্তেও তিনি, রাখতেও তিনি।" এই সব কথা বল্‌তে বল্‌তে তার চক ফেটে জল পড়তে লাগলো। দিদী "সুরেন্দ্র রে, বাবারে, কোথা গেলি রে!" বলে চেঁচয়ে কেঁদে উঠলেন, আমরাও সব রান্না ঘরে বসে কাত্তে লাগ্‌লুম। পেচন ফিরে শুলে যে বড়ো, রাগ হলো নাকি? বাপরে! কথা কবার যো নেই, নাকের আগায় রাগ। গা জ্বালা করে! মরণটা হয় তো বাঁচি।

উমা। ধন না থাকলে কারু কাছে মান সম্ভ্রম থাকে না। সব্বাই লাথি ঝাঁটা মারে।

ধনে রূপ ধনে কুল ধনে মান যশ।
ঘরে যদি ধন রয় ধরা হয় বশ॥
ধনবলে দুর্ব্বলেও হয়ে থাকে বলী।
ধন হয় নির্ব্বোধের বুদ্ধির পুঁটলী॥
ধনেতে বেরয় মুখে কোরা কোরা বাত।
ধনাভাবে সকলের ঢাকা থাকে দাঁত॥
গেবে ভরা সিন্দুকেতে টাকা যদি থাকে।
দেও বা না দেও লোকে বাবু বলে ডাকে॥
বাবু যদি বলে বলে ঝিঙ্গেকে বেগুণ।
কাঁচকে কাঞ্চন বলে জলকে আগুন॥
মন্দ কর ধরে মার কিছু ক্ষতি নাই।
'বাহাদুর' বলে যশ করিবে সবাই॥
কৃষ্ণ বর্ণ কদাকার হলে কালা খাঁদা।
সকলে আদর করে বলে লগ্ন চাঁদা॥

হাজার হাজার গুণ যদি দেহে রয়।
চাক্তির খাঁক্তি হলে সব বৃথা হয়॥
বুদ্ধিমান বলে যার আছে বড় নাম।
লক্ষ্মী বাম হলে হন ভেবা গঙ্গারাম॥
হুপ বুক মুখ তার শোভেনা সভায়।
লক্ষ্মী ছাড়া ক্ষেপা বলে খেদায় তাহায়॥
ভাই বল বন্ধু বল কেহ না আদরে।
বেঁচে থেকে লাথি ঝাঁটা গাল খেয়ে মরে॥
রমনী রমণ ছাড়ে মুখ হাঁড়ি হয়।
নাক তুলে নথ নেড়ে কত কথা কয়॥
দঁকে যদি বদ্ধ হয় করী মহাকায়।
ব্যাং এসে ঠ্যাং তুলে মুতে দেয় গায়॥
ধন হীন জন যথা শস্যহীন ধান।
ঢেকীর চাপটে তার সারা হয় প্রাণ॥
অনাদরে রাখে তারে এক পাশে ফেলে।
আগুণের মুখে দেয় পায়ে করে ঠেলে॥
তোমারে কি দোষ দিব কপালেতে করে।
"নির্ধন পুরুষ ফুসি" ব্যক্ত চরাচরে॥

যা হক এবার চাকরি করে এসে তোমার ঝুমকো আগে খালাস করে দিয়েএক পয়সার নারকেল তেল কিনে হাতে করে নিয়ে তবে বাড়ি ঢুকবো, আর মেগের লাথি খাওয়া যায় না।

প্রম। (হাস্য করিয়া) আমি কি তার জন্যেই তোমাকে এত করে বলচি। সত্তি, তোমাদের সংসারের দুঃখু আর বট্‌ঠাকুর দিবে রাত্তির গালে হাত দিয়ে বসে ভাবেন, এ সব দেখে এক দণ্ডও আমার মনে সুখ নেই, রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় না। তোমার কি, তুমিতো দিব্বি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমও। তোমার শরীরে যে একরত্তিও ভাবনা চিন্তে আচে তা বোধ হয় না। তোমার ভাবনার মধ্যে কেবল দেখ্‌তে পাই, জুতো আর কাপড় ছিঁড়লেই একটু ভাবনা হয়। আপনার খাওয়া পরা যদি ভাল হলো, তাহলে আর কিচ্ছুই চাইনে, তা বুড়োই মরুক আর চ্যাকড়াই ছিঁড়ুক। সংসারে দয়ে দ পড়ে গেলেও একবার ফিরে তাকান নেই।

উমা। আজ ভারি বক্তার হয়েচো দেখতে পাচ্চি যে। লেখাপড়া ওয়ালা মাগ বিয়ে করে ঝকমারি হয়েচে, ডান হাতে করে খেয়েচি।

প্রম। কে কত্তে বলেছেলো। মাইরি, আমি তামাসা কচ্চিনে, (টিক্‌টিকীর শব্দ শুনিয়া) সত্তি, সত্তি, বাড়ি থেকে বেরও, বেরয়ে গিয়ে চাকরি বাকরির চেষ্টা করগে। পাঁচজন ইয়ারের সঙ্গে যুটে বাম্বাদে আর টাকা উড়ও না, বিদেশে বাবু হওয়ার চেয়ে দেশে বাবু হওয়া ভাল, সেখানে যেমন তেমন করে থাক না কেন, কে দেখতে যাচ্চে বলো? আমি তোমাকে আর কিছু বলিনে, এখন যাতে সংসারের দুঃখু যায়, মান সম্ভ্রম বজায় থাকে, আর যে দাদা তোমাকে ছেলের মতন আত্তি করে মানুষ করেচেন, তাকে যাতে সুখে রাখতে পার তার চেষ্টা কর। দিদীকে আর বট্‌ঠাকুরকে যদি তুমি সুরেন্দ্রের শোক ভুলুতে পার তাহলেই জানলুম যে তোমার শরীর সার্থক। বাড়িতে বসে থাকলে তোমার রোগও সারবে না শরীরও গড়বে না। পশ্চিম থেকে দিব্বিটী হয়ে এয়েছিলে। বাড়ি এসেই যত রোগে ধরেচে।

উমা। তুমিই তো খুঁড়ে খুঁড়ে আমাকে সার্‌লে। আর বলতে হবে না, সব হালে ওয়াকিব হয়েচি। এখন ঘুমুতে হবে, নাকি? রাত শেষ হয়ে এলো যে। শিওরের দিক্কের জানালাট দিয়ে ভাল হয়ে শোও। আমি বাড়ি থেকে বেরুলেই তো তোমার মজা হয়, উৎপাত ঘুচে যায়।

(যবনিকা পতন)

পঞ্চম অঙ্ক।

ভবদেব মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা।

ভবদেব, গোবর্দ্ধন ও ঘোষজা আসীন।

ভব। (স্বগত) উঃ, কি যন্ত্রণা! আর সহ্য হয় না, এর চেয়ে আমার মৃত্যু হওয়া লক্ষ্য গুণে ভাল ছিল। মনকে আর বুঝয়ে রাখতে পারিনে যে, এক একবার মনে করি বিপীন আর সরস্বতীর মুখ দেখে শোক নিবারণ করবো, কিন্তু তাদের মুখ দেখলে আমার শোক যেন আবার নূতন ভাব ধরে। লোকে বলে যত দিন যায়, শোক তত খর্ব্ব হতে থাকে, তার প্রমাণ আমিতো কিছুই দেখতে পাচ্চিনে, বরং একদিন লোকের গোলমালে এক প্রকার অন্য মনস্ক ছিলাম, আর যে তিষ্ঠিতে পারিনে। এত বড় সংসারটা একেবারে গেল। কি করি, কোথা যাই, বিপীন আর সরস্বতীকে ভূদেবের হাতে দিয়ে বিষয় আশয়ের মায়া ছেড়ে দিয়ে কাশী চলে যাই। তাই ভাল। (প্রকাশে) জোর করে টান। ভয়ানক গ্রীষ্ম, রাত্রে ঘুম হবার যো নেই।

গোব। দুঃখের কথা বলবো কি, হাসিও পায়। মধ্যে ব্রাহ্মণী ভাইপোর বিবাহে গিয়ে প্রায় মাস খানেক বাপের বাড়িতে ছিলেন, তাতে করে আমার যা হয়েছিল তা আমিই জানি আর অন্তরযামী ভগবানই জানেন, রাত্রে আসলে ঘুম হতো না, হা করে পড়ে খালী শাঁড়োক গুণতুম। দুদিন বিচ্ছেদ সওয়া যায় না, তা এতো চির বিচ্ছেদ। যাহক আপনাকে পুনরায় বিবাহ কত্তে হবে, নইলে এ গরমিও যাবে না, রাত্রে ঘুমও হবে না।

ভব। (স্বগত) এ বয়েসে বিবাহ করা আর কোন মতেই ভাল দেখায় না, তা হলে লোকে পাগল বলবে, কিন্তু শরীরের রাগ এখনও সম্পূর্ণ রয়েচে। আমার চেয়ে অধিক বয়েসে লোকে বিবাহ করেচে, ও তাদের সন্তান সন্ততীও হয়েচে, এমন ধারা অনেক লোক এই গাঁয়েই দেখতে পাচ্চি। না, দূর কর, বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়। আপনি চেষ্টা করে বিবাহের উদ্যোগ করা লজ্জাস্করও বড়। (প্রকাশে) ঘোষজা, থানার লোক ফিরে এয়েচে কি?

ঘোষ। আজ্ঞে হাঁ, রিপোটের নকল দেখলাম। ইনিস্‌পেক্‌টর মশায়ের সঙ্গে আমাদের যেরূপ কথোপকথন হয়েছিল, তার অনেক এদিক ওদিক তিনি করেচেন। শুন্‌লাম গোপাল বাবুর লোকও নাকি থানায় গেছলো।

ভব। তা যাক, তার জন্যে ভয় করিনে, ওকে আমি লক্ষ্যও করিনে। হরির খুড়ো মাদাই দাস! উনি আবার আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে এসেন। দারোগা বেটাকে কিছু দেওয়ার পক্ষে আমার আসলেই মত ছিল না, কেবল তোমার আর ভূদেবের জেদ। কি বলবো অন্দরের বেয়ারামের জন্যে আমার মেজাজের ঠিক ছিল না, তা নইলে উনি কেমন দারোগার বেটা দারোগা তা একবার দেখয়ে দিতাম। মরুক, ও বেটা যেমন করে লিখুক না কেন, তাতে কোন দোষ হবে না, ফলে সাক্ষীগুলোকে ভাল করে তালিম করে রাখা চাই। যাহক এখন এদিক্কের লেঠা ফটকা এক রকম চুকে বুকে গেল, আমারও অনেক লেঞ্জার ঘুচে গেল, আর ভাবিনে,

অনেক সাবকাশ পেলাম। যত টাকা লাগুক এ মকদ্দমার তদবির ভাল করে কত্তে হবে। এ মকদ্দমা জিঁতলে আবার এতেই ওঁয়াকে উলটে ফেলে বিলক্ষণ নাকানি চোবানি খাওয়াব, ঘুঘু ডাক ডাকয়ে দেবো, কোন বেটা কত বুদ্ধি ধরে তা একবার দেখবো। হাঁ, দারোগা বেটা অনেক বেআইন কাজ করেচে, সন্ধ্যার পর কোথাউ যেওনা, এক খানা তাজ্জেরাতের মুশাবিদা কত্তে হবে, ও বেটাকেও একবার দেখতে হবে। শালা! ঘুঘু দেখেচেন ফাঁদ দেখেননি, ভবদেব শম্মাকে চেনেন না, এইবারে বেশ করে চিন্‌য়ে দিয়ে তবে আর কাজ। এ আর ভোলা তাঁতির বাড়ি পাননি, যে যা মনে করবেন তাই করবেন। পিপীলিকার পক্ষ উঠে মরিবার তরে! হাল আইনেই ওঁয়ার দফা সারবো।

(রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ)

রমা। (বসিয়া ভবদেবের মুখের প্রতি দৃষ্টি করত) আপনি এই কদিনের মধ্যেই কাহিল হয়ে পড়েচেন, শরীর আধ খানা হয়ে গেছে।

ভব। অপরাধ কি বলুন, চিন্তা মানুষের জ্বরের স্বরূপ, তা ছাই একরকম নয়। আর আহার নিদ্রারও সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটেচে।

গোব। ঘটবেই তো, এতো ঘটবারই কথা। নারী যস্য গৃহে নাস্তি গৃহং তস্য অরণ্য বৎ। ভূতানাং ভোজনাভাবে জঠরং যন্ত্রণা ভবেৎ॥ ভার্য্যাচ প্রিয়বাদিমী। অমন মিষ্ট বোল আর কেউ ছাড়তে পারে না, কথাতেই পেট ভরে যায়।

ভব। গোবর্দ্ধনের একখানা টোল নইলে আর তো চলে না দেখ্‌চি।

গোব। "করিমা ববক্‌সায় বব হাল মা, হাবিবে খোদারা কমন্দে হাওয়া" জীবন কচু পাতের জল, টল টল কচ্চে, একটু ঠেকা লাগলেই সরে পড়ে। হাওয়ার মতন কমেন দিয়ে যে উড়ে যায় তার কিছুই বিলি করা যায় না। ওর ভবিতব্যই মূল।

বিদ্যা। তা যাহক, চিন্তা করে আর কি করবেন, কোন উপায় তো নাই, উপায় থাকলেও চিন্তা করবার হানি ছিল না। ঈশ্বরের কার্য্যের প্রতি মনুষ্যের বাক্য ব্যয় করা বৃথা। তিনি অতি পুণ্যবতী ছিলেন তাই স্বামী, পুত্র, কন্যা, জামাই, এ সকল রেখে চলে গেছেন। চন্দন ধেনু হয়ে শ্রাদ্ধ হওয়া স্ত্রী লোকের পক্ষে কিছু সামান্য সৌভাগ্য নয়। শ্রাদ্ধও যা হয়েচে, তা সমারোহ পূর্ব্বকই হয়েচে, এ তল্লাটে তৎকালে এমন ক্রিয়া আর কেউ কত্তে পারেননি। কাঙ্গালীরে সব খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ির মেয়েরা বল্‌ছিল শুন্‌লেম যে তারা সব দু হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কত্তে কত্তে যাচ্চে। আশীর্ব্বাদ করবে নাই বা কেন, যেরূপ সব হাঁড়ি সাজান হয়েছিল, তাতে দুজন মানুষের খোরাক বেশ হয়। আর কোলের ছেলেটীকে পর্য্যন্ত সমানে পয়সা দেওয়া হয়েচে। দুঃখীদের দেওয়াই দেওয়া, তাদের ঘরে খাওয়ানই খাওয়ান, আর তাদের ঘরে পরানই যথার্থ পরান, তেলা মাথায় তেল সব্বাই দিয়ে থাকেন, তাতে বাহাদুরী নেই। দুঃখীদের প্রতি দয়া প্রায় কেউই করেন না। এখানকার মধ্যে আপনাকেই দেখচি, আর ছিলেন কেশব বাবুর পিতা। এ কর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েচে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যা দেওয়া হয়েচে, তাও কিছু মন্দ হয়নি। ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা যেমন এ বাড়িতে হয় এমন আর কুত্রাপি দেখতে পাওয়া যায় না। এইতো সেদিনে গোপাল বাবুর মাতৃ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরা কেঁদে গেছে। লুচি গুলো যাচ্ছে তাই, সন্দেশ গুলো চিনির ডেলা, তার উপর আবার পরিবেশনের বিশৃঙ্খলা, আর কাঙ্গালীরে পেটের জ্বালায় যে প্রকার আশীর্ব্বাদ করে গেছে, তা স্বর্গীয় কত্তারা পর্য্যন্ত বিলক্ষণ টের পেয়েচেন। আমাদের এখানে দ্রব্য গুলিন হয়েছিল অতি উত্তম, ব্রাহ্মণেরা তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করেচে, আর

আপনি, কেশব বাবু, ছোট বাবু ও আমিও মধ্যে মধ্যে দেখচি, তাতে করে পরিবেশনের কিছুমাত্র বিশৃঙ্খলা হতে পায় নাই। এক এক জন বেঁধে নিয়ে গেছে কত মশায়! খেতে না জান্‌লে খাওয়াতে জানে না এ বড় ঠিক কথা। আরও কি জানেন এই পুণ্য অপেক্ষা করে, তাঁর জন্যে আমাদের গ্রামের ছেলে বুড়ো আদি করে তাবৎ লোকটাই কাতর হয়েচে। আহা! সাক্ষাত লক্ষ্মী ছিলেন! ব্রাহ্মণী সর্ব্বদা তাঁর কথা বল্‌চেন আর কাঁদচেন, তার চক্ষের জলের বিরাম এক দণ্ডও দেখতে পাইনে।

ভব। এমন আশ্চর্য্য দেখিনি, গরু গুলো পর্য্যন্ত ভাল করে খায় না, কেমন যেন মন মরা মন মরা হয়েচে, সব রোগা হয়ে গেছে।

বিদ্যা। অমন গিন্নী কি আর হয়, সব দিকে দৃষ্টি ছিল। যত তাঁর গুণ ভাব্‌বেন, তত শোক আরও বৃদ্ধি হতে থাকবে। অনর্থক চিন্তা করে আপনার শরীরকে কষ্ট দিয়ে আর নষ্ট করবেন না। চিন্তা করে তো পাবার যো নেই, টাকা দিয়েও পাবার নয়। লোক লস্কর দিয়েও আনবার নয়।

ধন দিয়ে জন দিয়ে কিম্বা দিয়ে প্রাণ।
পাওয়া যদি যায় তায় বিনিময়ে আন॥
উপায় যদ্যপি থাকে বসে চিন্তা কর।
নইলে কেন ভেবে ভেবে তনূ তনু কর॥
যার লাগি ভাবি সদা দেহ কালী হয়।
সে যদি জানিতে পারে তবু সুখ হয়॥
যার তরে ভাবিতেছ সে না কহে কথা।
তবে কেন তার তরে এত মাথা ব্যথা॥
পিতামাতা ভগ্নী ভ্রাতা বন্ধু সুত দারা।
সকলেই কাল গ্রাসে পড়ে হয় সারা॥
যত কাল বেঁচে থাকে তোষ ততকাল।
মরে গেলে মনে ভাব ঘুচিল জঞ্জাল॥
আমি মনে করে যারে করিছ যতন।
রবেনা রবেনা হবে হবেই পতন॥
আপনার চেয়ে প্রিয় নাহি কেহ আর।
তার যদি নাশ ভাব সব অন্ধকার॥
(দেখাইয়া) এই ঝাড় এই ছবি এই স্বর্ণ ঘড়ি।
এই সাদা পাখা যায় শোভে রাঙ্গা দড়ি॥
এই ঘর এই দ্বার এই শ্বেত থাম।
এই বালাখানা যায় পঙ্খ চুনকাম॥
চিরকাল নহে কেহ যাবে ক্রমে ক্রমে।
তবে কেন মায়া করে সারা হও ভ্রমে॥
হয় ত সকলে ফেলে আগে যাবে তুমি।
কারে বা আমার বল মিছে আমি তুমি॥
যেমন জারজ সুতে পিতা যত্ন করে।
আদরে চুম্বন করে হৃদয়েতে ধরে॥
আমার আমার বলে যত স্নেহ করে।

প্রসূতী তাহার হাসে গাল কাত করে॥
এ আমার ও আমার বল তুমি যত।
হাসিছেন একজন দেখে অবিরত॥
এই সব মায়া মোহ তেয়াগিয়ে যেই।
আগে ভাগে ভেগে যায় ধন্য সাধু সেই॥
অতএব তিনি অতি পুণ্যবতী সতী।
তাই আগে নিত্যধামে নিলেন বসতি॥

আর কেন মিছে ভেবে শরীর আর মনকে ক্লেশ দেওয়া মাত্র। যা হবার তা হয়ে গেছে, সাক্ষাৎ শিব এলেও তার আর অন্যথা কত্তে পারেন না। এখন পুনরায় বিবাহ করে যাতে এই রাজার সংসার বজায় হয়, তার চেষ্টা করুন। গৃহে গৃহিনী না থাকা নিদারুণ কষ্ট, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিনী বলে শাস্ত্রে উল্লেখ করে, কারণ যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল সস্ত্রীক হয়ে কত্তে হয়, নচেৎ সিদ্ধ হয় না। দেখুন রাজা রামচন্দ্র জানকীকে বনবাস দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় কেমন বিভ্রাটে পড়েছিলেন।

গোব। আপনি ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা ছেড়ে দিন্। ভোজন শয়ন প্রভৃতি সাংসারিক সামান্য কর্ম্ম সকলও স্ত্রী ব্যতীত সুসিদ্ধ হয় না। স্ত্রী না থাকলে সব অন্ধকার দেখতে হয় মশায়! গৃহিনী গৃহমুচ্যতে, গৃহিনী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গৃহের শোভা। মরা ওদিকে থাক, বাপের বাড়ি পাঠয়ে দিয়ে দুদিন স্থির হয়ে থাকা যায় না, অমনি দৌড়ুতে হয়। ধন দৌলত লোকজন হাজার থাকুকনো কেন, গৃহিনী না থাকলেই গৃহ শূন্য বলে।

ধন জন পিতা মাতা, দাস দাসী ভগ্নী ভ্রাতা,
সন্তান সন্ততী দ্রব্য চয়।
যদি থাকে পোরা ঘরে, নারী না থাকিলে পরে,
সেই গৃহে গৃহশূন্য কয়॥
নারী যদি কাছে রয়, বন যেন ঘর হয়,
নারী বিনা ঘর বন ময়।
শয়ন ভোজনাগার, দিনে হয় অন্ধকার,
দশ দিশ বিষ বোধ হয়॥
দারুণ অরুণ করে, দেহ যদি দাহ করে,
শিলা জলে মাথা ভেঙ্গে যায়।
হাঁপাতে হাঁপাতে পরে, আসিতে পারিলে ঘরে,
মুখ দেখে সব দুখ যায়॥
শাস্ত্রে কয় লোকে কয়, নারী অৰ্দ্ধ অঙ্গ হয়,
ঠিক বটে কথা মিথ্যা নয়।
বিষম দুঃখের ভার, কাছে ফেলে দিলে তার,
হাস্য মুখে ভাগ করে লয়॥
(আহা) হাসি হাসি মুখ খানি, সরল মধুর বাণী,
দেখে শুনে সব যাই ভুলে।
সোজা মুখে যদি হেসে, বসে এসে কোল ঘেঁষে,
কত কথা কই মন খুলে॥

যদি কোন কর্ম্মেরই, বলে যদি আছে অই,
প্রাণ ভরে বুক পুরে খাটি।
খেটে খুটে এসে পরে, তারে না দেখিলে ঘরে,
বসে পড়ি করে ধরে মাটি॥
কোপানল শোকানল, মহাবল চিন্তানল,
দারা প্রেম জলে জল হয়।
রমণী রুচির তরী, তাহে আরোহণ করি,
সুখে লোক ভব পার হয়॥
দারা ধন হারা যারা, বেঁচে থেকে মরা তারা,
কিছুতেই সুখ নাহি পায়।
ঘর দ্বার শয্যা বাস, আত্ম বন্ধু প্রিয় ভাষ,
সব যেন শেল ফুটে গায়॥
বাপের শপথ করি, রাখিব হৃদয়ে ধরি,
কোথাউ দিব না তায় যেতে।
চরণ স্মরণ করি, আমি যেন আগে মরি,
তার হাতে জল খেতে খেতে॥

ভাল বিদ্যাবাগীশ মশায়, তা হলে আমারও তো চন্দনধেনু হবে। এ সকল পুন্য অপেক্ষা করে, এখন রেখে যেতে পাল্লে হয়।

(সকলের হাস্য)

(নেপথ্যে বহুলোকের একত্র চিৎকার ধ্বনি)

ভব। একটা কি গোলমাল শোনা যাচ্চে নয়? একটু চুপ করুণ তো, (মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া) ক্রমে বাড়তে লাগলো যে।

বিদ্যা। হাঁ, বটেই তো, ব্যাপার খানা কি?

গোব। (বাহিরে গমন করত শুনিয়া) গোলটা যেন ডাকাত পড়ার মতন বোধ হচ্চে, দিনের বেলা তাইবা কেমন করে বলবো। ও কিছু নয়, হয়তো মেচনীরে ঝকড়া কচ্চে।

ভব। না, ঘরে আগুণ লেগেচে বোধ হচ্চে।

বিদ্যা। এই যে, শিবের তলার দিকে একবার তাকয়ে দেখুন। উঃ! সব গেল, ও পাড়াটা শুদ্ধ গেল! যেতে হলো।

(দ্রুতবেগে বিদ্যাবাগীশের প্রস্থান)

গোব। আমাকেও যেতে হলো, খড়ো ঘরে বাস করা প্রাণ হাতে করে থাকতে হয়। না, ভাল হচ্চে না, ব্রাহ্মণী একলা আচেন। (গমনে উদ্যত হইলে ভবদেব হাভ ধরিলেন) না, ছেড়ে দিন্।

ভব। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী করেই যে সারা হলে দেখচি। হয় হয়ে যাক, তার আর ভাবনাটা কি, চন্দনধেনু করো, খরচপত্র সব আমি দেবো, তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে না।

গোব। না ভাব্বো কেন, একি আর ভাব্‌বার কথা। শনিবারের মড়া কি না, দোসর খুঁজ্জেন। খরচপত্র আর দিতে হবে না, এখন দুপা তুলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তিনি একশো বচ্ছরের হয়ে বেঁচে থাকেন, তাঁর হাতের লোয়া ক্ষয় যাক, আমি যেন হাসতে হাসতে সে জনার কোলে রওনা হই।

ভব। ভক্তি তো অচলা দেখছি, ব্রাহ্মণীর নামে লাল পড়ে। ভাল, মানুষটো কেমন ধারা, কালো কি ধলো একদিন দেখালে না হে।

গোব। বেশ বলেচেন, দেখাবার সময়েই এই বটে, আগে বিয়ে থা করুণ, ঘর ঘরকন্না হোক, তারপর সে কথা হবে, এত তাড়াতাড়ি কি। দেখবেন আর কি, ধান সিদ্ধ হাঁড়ির তলা, একটী চক কানা, দু পায়েই গোদ আচে। যা হক সে আজকেকার কথা নয়। (প্রস্থান)

দিগম্বর হালদারের বাটীর উঠান।

দিগম্বর, কেশব, বিদ্যাবাগীশ ও প্রতিবাসীগণের প্রবেশ।

বিদ্যা। একি, সব যায় যে, তিনখানা তো গেছে, এখানাও যায়। কি হলো, হা বিধাতা! দাঁড়য়ে সর্ব্বনাশ।

প্রতি। জল আন, জল আন, শীগ্‌গির নিয়ে আয় রে, শীগ্‌গির, মটকায় ঢাল। ওরে এদিক্কের চাল ধরে উটেচে, চাল কেটে ফেল, ঘোষেদের বাড়ি বাঁচা, চাল থেকে নাব, ঘোষেদের চালে জল দে।

বিদ্যা। কি হলো কেশব বাবু! দাঁড়য়ে পুড়ে গেল, চার খানি ঘরের এক খানিও থাকলো না, কেউ রক্ষা কত্তে পাল্লে না। আহা হা! বুক ফেটে যায় দেখে। জিনিষপত্র গুলো সব বার করা হয়েছিলো তো?

কেশ। জিনিষের মধ্যে তিনটে বাক্স, একটা সিন্দুক, কতক গুলো কাপড় চোপড় আর পিতল কাঁশার বাসন খান কতক বার হয়েচে এই মাত্র। আমি না এসে পড়লে তাও হত না। প্রথমে বড় ঘরে আগুণ হয়, বড় ঘর শেষ হয়ে গেলে পরে আমি এসে উপস্থিত হলাম। দেখি দিগম্বর দাদা বসে কেবল কাঞ্চেন। বিনোদের মাকে তবু বাহাদুর বলতে হবে, আঁচড়া পিঁচড়ি করে কতক গুলো জিনিষ বার করে ছিলেন। অদৃষ্ট হতে বিনোদ আবার আজ এখানে নেই।

বিদ্যা। কেন, বিনোদ কোথা?

কেশ। হেম একটা চাকরির যোগাড় করে বিনোদকে পত্র লিখেছিলেন, তাতেই তিনি এই বুধবার দিন কলকাতা গেছেন। আজ শনিবার, বোধকরি আসতে পারেন। হেমের আসবার তো নির্যাস কথা আছে।

বিদ্যা। আহা হা! এসে এই সর্ব্বনাশ দেখবেন আর কি। জিনিষপত্র যা বার করা হয়েচে সেগুলো সব সাবধান করে রাখা হয়েচে তো?

কেশ। সে সব আমার বাড়িতে পাটয়ে দিয়েচি।

বিদ্যা। ভাল হয়েচে, উত্তম করেচেন। কি বিড়ম্বনা! এক খানি ঘরও থাকলো না, তা ঘর গুলীও চালে চালে লাগাও, একটুও ব্যবধান নাই। স্থান অতি সংকীর্ণ, অপরাধই বা কি? ভাল, কেমন করে আগুণ হলো?

কেশ। তার কিছু নিশ্চয় পাওয়া যায় না। বিনোদের মা এত সাবধানী লোক যে প্রত্যহ রান্না বান্নার পরে উননের আগুণ নিবয়ে রাখেন, আর ঘুঁটের আগুণ অধিকক্ষণ থাকেও না, তাতে করে বাড়ির ভিতরের আগুণ থেকে যে আগুণ হওয়া তা কোন মতেই বোধ হয় না। শুন্‌লাম, জাঁতার খিল ভেঙ্গে গেছে বলে বিনোদের মা আহারাদির পরে ঘোষেদের বাড়ি থেকে কলাই ভেঙ্গে আন্‌তে গেছলেন; দিগম্বর দাদা বাইরের দোচালায় বসে মহাভারত পড়ছিলেন; বৌমা দক্ষিণ দিক্কের ঘরে বসে সল্‌তে পাকাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ধোঁয়া

দেখে কারণ জানবার জন্যে বাইরে এসে দেখলেন যে বড় ঘরে আগুণ লেগেচে, অমনি চিৎকার করে কেঁদে উটতেই দিগম্বর দাদা বাড়ির ভিতরে এসে দেখেন যে সর্ব্বনাশ। বাগানের দিক্কের চাল একেবারে ধূ ধূ করে জ্বলে উঠেচে। চেঁচাচেঁচি কত্তেই ক্রমে সব লোকজন এসে জড় হলো।

বিদ্যা। তবে এতো অন্য কর্ত্তৃক আগুণ দেওয়া বল্‌তে হবে।

কেশ। তার আর সন্দেহ কি।

বিদ্যা। হালদার মহাশয় অতি নিরীহ্ লোক, কোন বিরোধে কি কারও কোন মন্দ কথায় কদাপি থাকেন না। স্ত্রী অতি সুশীলা, প্রতিবাসীদের বিপদে বুক দিয়ে গিয়ে পড়েন, আর ছেলেটী তো শিশু পরামাণিক, কোন দোষ শরীরে নাই, গ্রামের লোকের কিসে ভাল হবে এই চেষ্টাতেই বেড়ান, তবে কোন নিষ্ঠুর নরাধম এমন সৎ পরিবারের শত্রুতা কল্লে? একেবারে নির্ব্বাসন।

কেশ। কেমন করে জানব ভাই। তোমাদের এখানকার লোকের মনে কার যে কি আছে তা স্বয়ং ঈশ্বর জান্‌তে পারেন কি না সন্দেহ।

(দিগম্বর হালদারের বাহিরের দোচালা ব্যতীত সমুদয় ঘর দগ্ধ হইলে পর আগুণের আর আশঙ্কা না থাকায় প্রতিবাসীদিগের প্রস্থান)

বিদ্যা। আমি সেই পর্য্যন্ত কেবল বিনোদের জন্যই ভাবচি। সে এসে দেখে যে কি করবে, আর তাকে কি বলেই বা বোঝান যাবে, তার কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চিনে। উঃ! কি ভয়ানক বিপদ, একেবারে সমূলস্য বিনশ্যতি। এখন এরা যায় কোথা? দাঁড়াবার স্থান দেখ্‌চিনে যে।

কেশ। ঈশ্বরই তার বিলি করে দেবেন, কিন্তু ভাই রে, বিপদ বলে বিপদ, এমন বিপদ মানুষের হয় না।

বিদ্যা। মিছে চিন্তা করা। যা বল্লেন ঈশ্বরের মনে যা আছে তা কে খণ্ডাতে পারে? তার জন্য অনুশোচনা করা বৃথা। বিপদের সময়ে যার বুদ্ধি অবসন্ন না হয় সেই মানুষই মানুষ।

দিগ। কেশব বাবু, তুমি আমার পরম আত্মীয় ও উপকারক, তোমার কথা আমি কোন মতে নাড়তে পারিনে। তুমি পরিবারদের লয়ে যাও। আমি এই চালায় পড়ে থাকি।

কেশ। দাদা, আপনি আমাকে ভালবাসার মতন কথা বল্‌চেন না, আমাকে যেন নিতান্ত পর ভাবচেন, সে বাড়ি আপনার নিজের বাড়ি বোধ করুণ, আমিও এ বাড়ি যাওয়াতে যেন আমার বাড়ি গেছে এমনি বোধ কচ্চি, আমার যা হয়েচে তা আমিই জানি। কি বলব বলুন, বুক চিরে দেখাবার হলে এখনি দেখাতাম। সেখানে স্থান যথেষ্ঠ আছে। উত্তর দিক্কের নীচে উপর দুটো কুঠরি আমি আপনার ব্যবহারের জন্য অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারব, তাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। বোধ করি সেই দুটো ঘর হলেই আপনার সম্পস্য হতে পারবে। দুটো জানালা একটু গরমেরামত আছে, ঘরে তক্তা মজুদ রয়েচে, কালই ছুতার লাগয়ে সারয়ে দেব। আরও আপনার সম্পস্য ও সুবিধার জন্যে যদি আর কোন মেরামতের আবশ্যক হয়, অনুগ্রহ করে বল্লেই তৎক্ষণাৎ করে দেব। আপনি যত দিন থাকুন আমার কিছুমাত্র গরসুবিধা হবে না, বরং আপনাকে পেয়ে আমি অনেক বিষয়ে লাভ বোধ করব। আসুন আর বিলম্ব করবেন না, চলুন, সেই খানে গিয়ে দুভেয়ে বসে দুঃখের কথা কওয়া যাগ্‌গে। বিনোদ হেমের সঙ্গে আজ বাড়ি আসবে তার আর সন্দেহ নেই, সেও সেখানে হেমের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় ভাল থাকতে পারবে। এই বিপদের জন্যে স্টেসনে লোক পর্য্যন্ত পাঠাতে পাল্লাম না, তাদের আসতে কষ্ট হবে দেখতে পাচ্চি, রাস্তা ভাল নয়, ভয়ও করে।

বলচেন এই চালায় শুয়ে থাকি, সে কি কথা দাদা? আপনার এখানে থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়, দুষ্ট লোকের অসাধ্য কি, রাত্রে যদি আবার এই চালায় আগুণ দেয়, তা হলে কি হবে বলুন দেখি? অপঘাতে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা। শামার মাকে ডাকতে পাটয়েচি, এলো বলে। বিনোদের মা আর বৌমা, এঁরা শামার মার সঙ্গে ষষ্টিতলা হয়ে রায়েদের বাড়ির ভিতর দিয়ে বরাবর একেবারে আমাদের খিড়ুকির পুকুরের ধারে গিয়ে উঠবেন। জনমানবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা নেই। জিনিষপত্র সব সেখানে পাঠয়ে দিয়েচি। (হাত ধরিয়া) উঠুন, গা তুলুন। বিদ্যাবাগীশ ভায়াও এসো, তবু দুঃখের সময়ে দুই একটা শাস্ত্রীয় কথা শোনা যাবে। (সকলের প্রস্থান)

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দরজা।

কেশব, দিগম্বর ও বিদ্যাবাগীশ আসীন।

হেম ও বিনোদ প্রবেশ করত ক্রমান্বয়ে সকলকে প্রণাম করিয়া পদধূলী গ্রহণ।

দিগম্বর বিনোদের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চক্ষের জলে
ভাসমান হইলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না।

কেশ। লোক পাঠাতে পারিনি, তোমাদের আসতে কষ্ট হয়েচে দেখতে পাচ্চি। কে আছ হে ওখানে? বাড়ির মধ্যে বলে এসো যে হেম আর বিনোদ এসে পৌঁছেচেন।

হেম। আজ্ঞে না, জ্যোৎস্নার আলো ছিল, বেশ এয়েচি আমরা, কষ্ট হয়নি। লোক না যাওয়াতে ভারি ভাবনা হয়েছিল, তারপর মদনপুরে এসে ভজহরি সরকারের কাছ থেকে সব খবর জান্‌তে পাল্লাম।

(নেপথ্যে চিৎকার স্বরে রোদন)

কেশ। স্ত্রীলোকের শোক অনিবার্য্য। তোমরা যাও, বাড়ির মধ্যে গিয়ে জল টল খাওগে, আর বৌ ঠাকরুণকে ক্ষান্ত করগে। হাঁ হেম, বিনোদের সে চাকরির কি হলো?

হেম। আজ্ঞা হাঁ, হয়েচে। আমাদের আফিসেই হয়েচে। পঁচিশ টাকার রুম। কাল বেরেয়েছিলেন, আজও বেরেয়েছিলেন। সে কাজ বিনোদ বাবু বেশ কত্তে পারবেন। সাহেব পরীক্ষা করে বিনোদ বাবুর প্রতি খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন।

কেশ। দাদা, আর ভাবনা কি? এ কমাস চুপ করে থাকুন, জন মজুর পাওয়া যাবে না, মাঘ মাস তাকাতাকি আপনার সব ঘর হবে, নিশ্চয় জানুন, কিচ্ছু ভাব্‌বেন না।

হেম। আমি পথে আসতে আসতেই স্থির করেচি যে কলকাতার বাসা খরচ তো লাগবেই না। এখানকার খরচ তাও এক রকম চলে যাবে। বিনোদ বাবুর মাইনের টাকা গুলিন সব যাতে ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারা যায় তার সম্পূর্ণ চেষ্টা কত্তে হবে।

কেশ। ধানের মরাই দুটি যেমন তেমনি আছে, কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। থাকবার মধ্যে মরাই দুটি আর বাইরের চাল খানা।

বিদ্যা। ধান্য গুলো সেখানে থাকলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। ধান্যের দর এখন বেশ আছে, আমার বিবেচনায় ছেড়ে দিলে ভাল হয়। চেষ্টা কল্লে খদ্দেরও অনেক হতে পারে বোধ করি।

দিগ। হাঁ, খাবার উপযুক্ত রেখে বেচে ফেলাই কর্ত্তব্য হয়েচে। আপনি দেখবেন যদি খদ্দের হয়, তাহলে মরাই ভেঙ্গে ভাচার ধান অমনি সেই খান থেকেই বিলি করে দেওয়া যাবে।

কেশ। বিনোদ, যাওনা বাবা, একটু কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা হওগে। হেম, যাও, বিনোদকে নিয়ে যাও। বলছিলাম কি ভাল, হাঁ দাদা রাত্রে কি আহার করে থাকেন, বৌ ঠাকুরুণকে সেটা জিজ্ঞাসা করে তার উদ্যোগ কত্তে বলো গে। তোমার জেঠাই মাকে ভাল করে বোঝাও

গে, বিনোদের চাকরি হয়েচে আর ভাবনা কি? আশীর্ব্বাদ করুণ আরো মাইনে বাড়ুক।

(হেম বিনোদের হস্ত ধারণ করত প্রস্থান)

বিদ্যা। কেশববাবু, বিনোদের চাকরি হওয়ার কথা শুনে আমার দুঃখের অনেক শমতা হলো। একটা না একটা উপায় তিনিই করে দেন। বিপদ দিতেও তিনি, আবার বিপদ থেকে উদ্ধার কত্তেও তিনি। বিপদের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ, আবার সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে বিপদ। বিপদ প্রেরণ করে তিনি স্থির হয়ে থাকতে পারেন না, অমনি সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারের উপায় পাঠয়ে দেন। সম্পদও কিছু চিরকাল থাকে না, সম্পদ মদে মত্ত হলেই অমনি বিপদ এসে উপস্থিত হয়। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ দয়া প্রতিক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায়, আমরা কিসে ভাল থাকব, কিসে আমাদের উন্নতি হবে, তার জন্যেই তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমাদের যে বিপদ সিপদ হয় এমন ইচ্ছা তাঁর কখনই নয়, আমরা আপনাপন দোষেই কেবল বিপদে পড়ে থাকি। মনুষ্যের শিক্ষার নিমিত্তই যে বিপদের বিধান হয়েচে, তা কেউ মনে করে না। আর এক আশ্চর্য্য দেখুন, বিপদের সময় ভিন্ন তাঁকে আর আমাদের স্মরণ হয় না, তখন তাঁকে স্মরণ করে করি কি, না তার প্রতি দোষারোপ করি, কিন্তু এমন ভাবিনে যে আপনা হতেই আমরা বিপদ টেনে এনেচি। নিজের দোষ ঢেকে রেখে সেই পরমোপকারকের প্রতি দোষ দেওয়া যে কত বড় মূর্খের কাজ তা বলা যায় না। ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম যথা বিধানে প্রতিপালন কল্লে কখনই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। আমি বলি, মানুষের বিপদ সর্ব্বদা হওয়া ভাল। মানুষ ফেরে না পড়লে পরমেশ্বরকে চিন্‌তে পারে না, আর কিসে কি হয় তাও শিখতে পারে না। কত ধানে কত চাল তা জানা আবশ্যক। তাঁর মতানুযায়ী চল্লে কিছুরই অভাব থাকে না।

তাঁর আজ্ঞা ধর কর নিয়ম পালন।
হবে না হবে না কভু বিপদ ঘটন॥
রবে না রবে না আর মনের বেদনা।
সবে না সবে না দেহ রোগের যাতনা॥
যাবে না যাবে না সুখ রবে কটি ধরে।
চাবে না চাবে না দুখ কট মট করে॥
যে করে তোমার সুখ সতত কামনা।
বহু কষ্টে করে তব ইষ্টের যোটনা॥
নিজ দোষে যদি সেই ইষ্ট নষ্ট হয়।
তাহারে ভর্ৎসনা বিধি কখনই নয়॥
হস্ত পাদ নাসা কর্ণ মানব আকার।
যার দ্বারা লভিতেছ এত উপকার॥
চলিবার দোষে কারু হলে অপচয়।
নিজ দোষ ভিন্ন অন্য দোষী কভু নয়॥
ধরা দেবী যত দ্রব্য করেছে ধারণ।
মানবের সুখ হেতু সব আয়োজন॥
এত খেয়ে এত পরে যে না মানে গুণ।
কপালে আগুণ তার মুখে কালী চুন॥
হায় হায় হাসি পায় সরে না বচন।

আপনি করিয়ে দোষ ঈশ্বরে অর্পণ ॥
আময় আনিয়ে যথা অমিত আহারে।
ক্রোধ ভরে লাঠী ধরে সুপকারে মারে ॥
অবোধ শিশুরা যথা পড়ে গেলে পরে।
কোপ দৃষ্টে ভূমি পৃষ্ঠে পদাঘাত করে ॥
অসিতে অন্যের অসু স্বকরে বিনাশি।
আপনি পবিত্র হয় কামারের ফাঁসী ॥
নিজ করে করে নরে বিপদ সঞ্চার।
তিনি কৃপা করে পরে করেন উদ্ধার ॥
পাপের শাসন হেতু বিপদ বিধান।
তার তাপে করে পরে নরে শিক্ষা দান ॥
সাবধানে অবধানে সোজা পথে চর।
চলিবার দোষে যেন পড়ে নাহি মর ॥
পদ ভ্রমে যদি কভু পিছলিয়া পড়।
আপনি আপন গালে কসে মার চড় ॥

কেশ। তা বই কি, সকলই তাঁর ইচ্ছা। কেমন, রাত্রি হয়েচে নয়? আজ ওটা যাক্। বিদ্যাবাগীশ ভায়া, কাল যেন একবার সাক্ষাৎ হয়। দাদা মশায়, চলুন, বাড়ির মধ্যে যাওয়া যাক্।

(সকলের প্রস্থান)

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অন্দর বাটী।
সুলোচনা ও আনন্দময়ী আসীন।
হেম ও বিনোদের প্রবেশ।

আন। (বিনোদকে দেখিয়া রোদন স্বরে) ওরে বিনোদ রে, কি সব্বনাশ হলো বাবা! আমি আবাগী এই চকে দাঁড়য়ে দেখলুম রে বাবা—সোনার লঙ্কা ধূ ধূ করে জ্বলে গেলো রে বাবা—তোমার খাট গেলো, গদি গেলো, মশারি গেলো, কোতা তুমি শোবে রে বা বা। হায়, হায়, হায়! কোন্ আঁট খুড়ো আমার এমন সব্বনাশ কল্লে গা, তার বাড়িতে কেন দ পড়ে না গা! প্রাতঃবাক্যে তার ভিটেতে যেন সন্দে দিতে কেউ না থাকে।

সুলো। দিদি কেঁদো না, কাঁদলে কি হবে বলো দেখি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তোমার বিনোদ বেঁচে থাক, তোমার ভাবনা কি দিদি, আবার তোমার সব হবে, সারা খুন্তি চকের জল ফেল্লে ছেলের অমঙ্গল হয়, আর কেঁদো না, বিনোদ, তুমিও যে কেঁদে কেঁদে চক রাঙা করেচো বাবা, বেটা ছেলে ভাবনা কি? ভেবে ভেবে বাছার আমার মুখ শুকয়ে গেচে। দামিনী, তোর দাদাদের ঘরে জল খাবার এনে দে।

(দামিনীর প্রবেশ)

দাম। এই যে, এই মাজের ঘরে ঠাঁই করেচি।

সুলো। তুই এইখানে নিয়ে আয়, এই রোয়াকে দে।

হেম। জেঠাই মা, আপনি ভাবচেন কেন, বিনোদ বাবুর বেশ চাকরি হয়েচে। বাবা বলেচেন এই মাঘ মাসের মধ্যেই উদ্যোগ করে সব ঘর করে দেবেন। আপনি আর কাঁদবেন না, চুপ করুন।

সুলো। আহা! হক, হক। তাই তো বলি বাবা বুড়ো শিব কি মুখ তুলে তাকাবেন না। দিদি!

মঙ্গলবার দিন বাবাকে দুদ গঙ্গাজল পাঠয়ে দিতে হবে। হাঁ হেম, কগণ্ডা ট্যাকা মাইনে হয়েচে?

হেম। পঁচিশ টাকা, ছগণ্ডা এক টাকা। আবার হয় তো এই পৌষ মাসের ভিতরেই মাইনে বাড়বে। আমাদের ঐ এক আফিসেই কর্ম্ম হয়েচে।

সুলো। তা হলে কি পোষ মাসে তোমারও মাইনে বাড়বে?

হেম। হাঁ, আমারও বাড়বার কথা আছে। সাহেব লিখেচেন, এখন সেখানকার মঞ্জুর হলেই হবে।

সুলো। তবে আর ভাবনা কি দিদী, তোমার যেমন গেচে তার চেয়ে আরো ভাল হবে। ছি, কেঁদো না, তোমার কান্না দেখে বিনোদ কিচ্ছু খেতে পাল্লে না। (বিনোদের প্রতি) সব পড়ে রইলো যে, কিচ্ছু খেলে না যে বাবা, খালী ঢক ঢক করে এক ঘটি জল খেলে। আ আমার দশা! খাও বাবা খাও, লক্ষ্মী বাপ আমার, এই ক্ষীরটুকু খাও। পেঁপে কখানা খেয়ে ফেলো, শরীর ঠাণ্ডা হবে এখন।

হেম। বিনোদ বাবু, বিপদের সময়ে তুমি আর সকলকে প্রবোধ দেও, উপদেশ দেও, আপনার বেলা এত আলগা কেন বল দেখি।

বিনো। না, তা নয়, আজ শরীরটে কিছু অসুস্থ বোধ হচ্চে।

হেম। তবে চল, একটু বিশ্রাম করা যাগ্‌গে। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী।
রাত্রিযোগে সকলের নিদ্রাবস্থায় অবস্থিতি।
নেপথ্যে ভয়ানক চিৎকার স্বরে।

তারা, রা—রা—রা। রে, রে, রে, হ্যা, হ্যা, হ্যা, হেইত, হেইত,

কেশ। (চমকিত হইয়া স্বগত) একি? ডাকাত পড়লো নাকি? (প্রকাশে) গিন্নী, গিন্নী, ওটো, ওটো, উটে দেখ দেখি, গোলমাল হচ্চে কিসের?

সুলো। (উঠিয়া) তাই তো (জানালার দ্বার মোচন করত দেখিয়া) ওমা! একেবারে আলো কুরখুট্টি[১] হয়েচে যে, আবার কাদের ঘরে আগুণ লাগলো বুজি। ওমা! তা নয়, মেলাই সব লোক মশাল হাতে করে বেড়াচ্চে। ওমা! যাব কোথা। কত্তা আমাকে ধরো।

কেশ। বাড়ির ভেতরে এয়েচে নাকি? (জানালা দিয়া দেখিয়া) এ যে মেলাই লোক। ও গিন্নী, তলওার চক মক কচ্চে দেখ। চেঁচানি শুনে পেটের পিলে চমকে যায় যে। (কম্প) ও গিন্নী, কি করি, পালাবার তো যো নেই, যাই কোথা? চল, ঐ চোর কুঠরির ভেতরে লুকুই গে। আমার হাত ধর। (কাঁপিতে কাঁপিতে চোর কুঠরির ভিতর উভয়ের প্রস্থান) কোণ ঘেঁষে বসে থাক, কথা কইও না।

(ডাকাইত দিগের প্রবেশ)

এক। হয়েচে, আয় সব ভেতরে আয়।

অন্য। এক শালা সরকার এই ঘরে থাকে, মার শালাকে, কেটে ফ্যাল।

এক। শালা পালয়েচে রে, এই বোনের ভেতর লুকয়েচে, খোঁজ বোন।

অন্য। মুই পারবো না বাবা, সাপে খেয়ে ফেলবে।

এক। মশাল নিয়ে আয় এদিকে, দ্যাক শালার কি আচে। ভাল করে ধর। এই যে পেটরা, ভাঙ, ভেঙে ফ্যাল, মার নাথী।

(পেটরা ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সকলের বাটীর ভিতরে গমন
ও দিগম্বরের শয়নাগারের কপাটে লাথী মারণ।)

দিগ। (উঠিয়া) কেও? এত রাত্রে কপাটে ঘা মারে।

ডাকা। তোর বাপ। কপাট খোল, শালা।

দিগ। গিন্নী, দেখচো কি? গতিক ভাল নয়, কপাট খুলে দেও।

আন। (কপাট খুলিবামাত্র ডাকাইত দিগের বিকৃত মুখ দেখিয়া) ওমা, অ্যাঁ! (পশ্চাৎ হাঁটিয়া দাঁড়াইলে একজন ডাকাইত তাহার নাসিকা হইতে নথ ছিঁড়িয়া লইল)

ডাকা। দে বেটী, তোর ঐ হাতের খয়ে নোয়া গাচটা খুলে দে, নইলে দেখচিস্ তো, (তলয়ার দেখান) তোর হাতের কবজা কেটে খুলে নেবো। আর কি আচে দে। নিয়ে আয় মশাল, বেটীর কাপড়ে ধরয়ে দে।

আন। এই ন্যাও বাবা (হাতের লোহা, গলার দানা ও কাণের নল খুলিয়া অর্পণ)

ডাকা। বুড়ো শালা, এই যে রে, ঘুপ্‌টি মেরে রয়েচে। নিয়ে আয় মশাল, পোড়া শালাকে, বল্ বেটা বল্, কোথা কি আচে?

দিগ। সাত দই বাবা, আমার কিচ্ছু নেই। ঘর পুড়ে আমার সব গেচে, আমি পরের বাড়িতে রয়েচি, সত্তি বাবা, আমার কিচ্ছু নেই।

ডাকা। কিচ্ছু নেই বাবা। শালা, ধান বেচা টাকা কোতা রাকলি রে বাঞ্চোত। নিয়ে আয় রে, মশাল নিয়ে আয়, পোড়া শালাকে, শালার ভুঁড়ি পুড়য়ে দে। (একজন মশাল দিয়া দিগম্বরের উদরদেশ পোড়াইতে লাগিল, ও আর একজন তলয়ার খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল)

দিগ। বাপরে, গেলুম রে, মলুম রে, ও বা বা! এই নে বাবা, সিন্দুকের চাবি নে। ঐ সিন্দুকে রয়েচে, ছেড়ে দে বাবা, চাবি খুলে দিই!

(কোমর হইতে চাবি খুলিয়া দিলে একজন ডাকাইত সিন্দুক হইতে
টাকার থৈলী বাহির করিয়া গণিতে আরম্ভ করিল)

ডাকা। সাত টাকা কম হচ্চে কেন রে শালা? কি কল্লি বল? নিয়ে আয় বড়শা, শালার ভুঁড়ি গেলে দে।

দিগ। ও থেকে সাত টাকা খরচ হয়েচে বাবা। সত্তি বাবা।

ডাকা। খরচ হয়েচে বাবা। কেটে ফ্যাল শালাকে। (একজন তলওয়ার উঁচাইয়া গমন)

দিগ। দোহাই বাবা, কালীর দিব্বি। দুদের দু টাকা কাল গোয়ালাকে দিয়েচি, আর আমার ছেলে পাঁচ টাকা নিয়ে গেচে।

ডাকা। তোর ছেলের চাকরি হয়েচে, সে আবার বাড়ি থেকে ট্যাকা নিয়ে যাবে কেন রে শালা? ব্যাটা তোর সব ভিটকুমি[২]। মার তলওয়ারের চোট, ব্যাটার মাতাটা মাটিতে নুটয়ে দে।

দিগ। মের না বাবা, দোহাই বাবা! ছেলে এখনো মাইনে পায়নি, তাই কাপড় চোপড় কেনবার জন্যে নিয়ে গেচে। সত্তি বাবা, কালী ঘাটের কালীর দিব্বি।

ডাকা। আচ্ছা, ছেড়ে দে শালাকে। চল সব চল, কত্তা শালাকে খুঁজিগে। ঐ ঘরে রে, শালাকে আজ এক হাত দেকাতে হবে। কি বলবো তার ছেলে শালা আজ এখানে নেই, থাকলে তাকে কুচি কুচি করে কাটতুম। শালা মিয়াদ খালাসী ধরবার জন্যে দরখাস্ত দিয়েছিল, আবার কুল ড্যাঙ্গার ডাকাতির কতা ছাবয়ে দিয়েছিল। ব্যাটার কি কাঁচা মাতা দেবার ভয় হয়নি তকন? আচ্ছা রাস্তায় দেকা যাবে, কিন্তু ব্যাটা আজ ভারি বেঁচে গেল। আচ্ছা, তার বাপ শালাকে দেকিগে চল। (কেশবের শয়নাগারে গমন) কৈ রে, শালাকে দেকতে পাচ্চিনে

যে, শালা পালয়েচে বুজি রে। খোঁজ শালা কোতা গেল। শালা পালয়ে বাঁচবেন মনে করেচেন। (মশাল লইয়া ইতস্তত খুঁজিতে খুঁজিতে চোর কুঠরির ভিতরে গিয়া কেশবকে ধরিল) শালা এখানে এসে লুকয়ে রয়েচে রে। কাট শালাকে, একেবারে ওয়ার[৩] করে ফ্যাল।

কেশ। প্রাণে মেরো না বাবা! এই চাবি ন্যাও, আমার যা আছে সব তোমরা নিয়ে যাও। আমার নগদ টাকা কড়ি কিছুই নেই বাবা।

ডাকা। চাবি ন্যাও, শালা চাবি, নগদ ট্যাকা। তোকে আর দিতে হবে না। জয় কালী! (বলিয়া তলওয়ারের কোপ উঁচাইলে)

সুলো। (গলা বাড়াইয়া দিয়া) তোমরা আমাকে কাটো বাবা, ওঁয়াকে কিছু বলো না বাবা, সাত দই বাবা! তোমাদের পায়ে পড়ি বাবা (পা ধরিতে হস্ত বিস্তার)

ডাকা। (সুলোচনাকে ঠেলে ফেলে দিয়া কেশবকে আঘাত করিলে কেশব শোনিতাক্ত কলেবর হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন) বস্, হয়ে গেচে। একন তোরা চাবি টাবি সব খুলে নে।

সুলো। (কেশবের দেহ আলিঙ্গন করত চিৎকার স্বরে রোদন) ওমা আমার কি হলো মাগো! ওমা আমার পোড়া কপাল পুড়ে গেলো মাগো! তোরা সব দেকে যা মা গো। হেম আমার কোথা রইলে বাবারে! কিছুই তুমি জাস্তে যে পাল্লে না, বাবারে! কত্তার জন্যে কতো জিনিষ আণ্ণে তুমি বাবারে! সে সব আমি গঙ্গায় গিয়ে ভাসয়ে দেবো বাবারে! ওগো! তোমরা আমাকেও কেটে ফ্যালো, লক্ষ্মী বাবা, আমার মাতা খাও। (শিরে ও বক্ষে করাঘাত) ওগো আমার কি হলো গো! ওগো আমি কোতা যাব গো! (উন্মাদিনীর ন্যায় দণ্ডায়মানা ও বক্ষে করাঘাত) ওমা, আমি কিচ্চু দেকতে পাচ্চিনে যে গা। ওমা আমি কোতা যাব গা, ওগো, ও বাবা, আমাকে কাটো। (ডাকাইতের হস্তস্থিত কেশবের শোণিত মণ্ডিত তলওয়ার ধরিতে অগ্রসর)

ডাকা। যাও, তফাত। (ধাক্কা মারিলে সুলোচনার ভূমে পতন) বাঁদ বেটীকে, ওর হাত পা মুক সব বেশ করে বেঁদে ঐখানে ফেলে রেকে দে, যেন চেঁচাতে না পারে। বাঁদনা শালা, একনো দেরি কচ্চিস্ যে। (দৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক বাহিরের বারাণ্ডায় ফেলিয়া রাখিলে সুলোচনা গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল) ওঁয়ার হেম, আদর কাড়াচ্চেন, শালার অনেক পেরমাই তাই শালা আজ এখানে নেই, থাকলে তাকেও আজ বাপের সাতী হতে হতো। কি বলবো তুই মেয়ে মানুষ, তাই বেঁচে গেলি। ওরে! কত্তা শালার কোমর থেকে চাবি খুলে নে, ও বেটীর গায়ে যা যা আচে সব খুলে নে। দ্যাক্ বেটীর কোমরে চাবি টাবি আচে কি না। (গহনা ও চাবি গ্রহণ) শীগ্‌গির জাল গুটো। জন কতক ও ঘরে যা, যা যা থাকে সব নিয়ে আয়, হাত চালায় নে।

(ডাকাইতেরা সকলে মিলিয়া অন্যান্য ঘরে প্রবেশ করত সকলের গহনা ও সিন্দুক বাক্স ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক বহির্গত হইল)

(আনন্দময়ীর প্রবেশ)

আন। হেমের মাঁ, হেমের মাঁ। (উত্তর না পাওয়ায় বাহিরে আসিয়া) দাঁমিনী, দাঁমিনী, দাঁমিনী।

(দামিনীর প্রবেশ)

দামি। (রোদন করিতে করিতে) কেন গা জ্যাটাই?

আন। একটু আগুণ পাবো কোতা মাঁ, পিদীপ জ্বেলে একবার সঁব দেকি।

দামি। পিদীপ জ্বালি, এদিকে এসো জ্যাটাই, একবার দ্যাকসে। (দেশলাই ঘর্ষণ পূর্ব্বক প্রদীপ

জ্বালিয়া প্রদীপ সহ বাহিরে আসিয়া) এসো দেকি জ্যাটাই দেকিগে। মা একবার চেঁচয়ে কেঁদে উটেছিলেন, তারপর মার আর কোন সাড়া শব্দ পাচ্চিনে। (আনন্দময়ীকে দেখিয়া) একি জ্যাটাই, কাপড়ময় রক্ত যে।

আন। আর বাঁছা, আমার নাঁক থেঁকে নঁতটা টেনে ছিঁড়ে নিয়েচে, আর তোমার জ্যাঁটাকে মঁশাল দিয়ে পুঁড়য়েচে। পঁড়ে পঁড়ে কাতরাচ্চেন, জ্বঁলে জ্বঁলে খুন হয়ে গেল মাঁ।

(দামিনী প্রদীপ হস্তে অগ্রে ও আনন্দময়ী পশ্চাতে কেশবের ঘরে প্রবেশ করত দেখিতে না পাইয়া ইতস্তত খুঁজিতে খুঁজিতে কেশবের শোণিতাক্ত দেহ দর্শন)

দামি। কি হলো গো, বাবা গো! (মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পতন)

(রামচাঁদ সরকারের প্রবেশ)

রাম। উপরে আলো আচে কি?

আন। কেঁও রামচাঁদ, এসো বাবা, এদিকে এসো। একবার দ্যাঁকোসে কি হলো। একটু ডাঁরাও বাবা, ও ঘর থেকে পিদীপটে জ্বেঁলে আনি।

রাম। (প্রদীপ জ্বালা হইলে পর উপরে গিয়া কেশবকে দেখিয়া) একি সাক্ষাত শিব যে, তাঁর এমন দশা, অপঘাত! হা বিধাতা! তোমার মনে এই ছিল, এমন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু ডাকাতের হাতে লিখেছিলে। কি সর্ব্বনাশ, আহা হা হা! এই দেখবার জন্যে আমি কি পালয়েছিলুম। এটা ইন্দিরপাত[৪] হয়ে গেল, এ গাঁয়ের শ্রী গেল। উঃ! রক্তে ঢেউ খেলয়ে যাচ্চে যে। ওদিকে কে? দিদি ঠাকরুণ। যা! সব গেল। কই ওঁয়ার শরীরে তো কোন আঘাত দেখতে পাচ্চিনে।

আন। ওগোঁ, দামিনী এই মোত্তর পিদীপ হাঁতে করে আমার আগে আগে এলো, তারপর এখানে এসে ঠাকুরপোঁকে দেকে অমনি আচাড় খেঁয়ে পড়ে ভিরমী গেল। সেই অবদি এত ডাঁকচি তা উত্তর পাইনে। কি হঁবে বাঁবা?

রাম। মা ঠাকরুণ কোথা? (প্রদীপ হস্তে ইতস্তত অন্বেষণ) এই যে এখানে পড়ে। (বন্ধন মোচন) বেটারা বেঁদেচে দেখ। মাঠাকরুণ, মাঠাকরুণ, (উচ্চৈঃস্বরে মাঠাকরুণ, মাঠাকরুণ)। (উত্তর না পাইয়া আনন্দময়ীর প্রতি) আপনি এইখানে একটু থাকুন, আমি ভবদেব বাবুকে ডেকে আনি গে। (রামচাঁদের প্রস্থান)

আন। (স্বগত) এমন পোড়া কপাল আমার! ঘর দোর আর একটা সংসারের জিনিষ তা সব ছাই হয়ে গেল, পরে দয়া করে যেই আশ্রয় দিয়েচে, তাই একনো ডাঁড়য়ে রয়েচি। ধান বেচে টাকাগুলি নিয়ে বুকে করে রয়েছিনু, মনে করেছিনু তবু একখানা ঘরও তো কত্তে পারব, তাওতো ফুরয়ে গেল। যাদের হিল্লেয়[৫] এলুম, তারাই ভাল থাক, না তাদেরও এই দশা হলো। আহা: ঠাকুরপো কত আদর করে আমাদের ঘরে এখানে এনেছিলেন, কত অত্তি যত্ন কত্তেন, আর দিবে রাত্তির কত ভাল কতা বলতেন, তা তিনিও তো গেলেন। আমরা কাকে নিয়ে আর এখানে থাকব, কে আর অত করে আদর করবে। এখানকার পাট আমাদের উটলো, আবার কোতা যাব, কে পাঁচ কতা বলবে। আমি আবাগী এদের বাড়ীতে পা দিতেই এদের অমঙ্গল হলো, এরা মুকে যদিও কিচু না বলতে পারে, মনে মনে তো গালাগাল দেবে। মা গঙ্গা আমাকে স্থান দিলেন না, ফিরয়ে দিলেন, সেইবারে যদি মত্তুম, গঙ্গাতীর থেকে ফিরে না আসতুম, তা হলে আমাকে আর এত ভোগ ভুগতে হতো না। কপালের লেখন কে ঘোচাবে বলো। এ পোড়াকপালীর অদেষ্টে যে আরো কতো দুঃখ আচে তা তো বলতে পারিনে।

(রামচাঁদ, ভবদেব ও লণ্ঠন হস্তে চাকরের প্রবেশ)

ভব। লণ্ঠন আগে নিয়ে যা, মোনাকাটা[৬] বেটা। (উপরে গিয়া) প্রদীপ হাতে করে ঘোমটা দিয়ে ওদিকে দাঁড়য়ে কে? বৌমা বুঝি?

রাম। আজ্ঞা না, বিনোদ বাবুর মাঠাকরুণ।

ভব। বৌ, তুমি আমাকে দেখে এত লজ্জা কচ্চো। ছি, একি লজ্জা করবার সময়? ঘোমটা খোল। বড় কম নয়, একটি হাত মাপা।

আন। না ঠাকুরপোঁ, লঁজ্জা করবো কেন? আমি বলি আর কেঁ আসচে বুঁজি।

ভব। ভূতের মতন নাকে কথা কচ্চো যে?

রাম। ওঁয়ার নাক থেকে নত টেনে ছিঁড়ে নিয়েচে।

ভব। হা দশা! কি নিষ্ঠুর। (কেশবের দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) যেমন অবস্থায় আছেন অমনি থাকুন, নড়াবার আবশ্যক করে না। দামিনীর এমন অবস্থা কেন? কই তা তো তুমি আমাকে কিছু বলনি।

রাম। ও আর কিছু নয়, হটাৎ এসে কত্তা মশায়কে এইরূপ দেখে মূচ্ছা গেছেন। মা ঠাকরুণের অবস্থা দেখুন, বোধ হয় তিনিও মানব লীলা সম্বরণ করেচেন।

ভব। (দেখিয়া) বড় বৌ, বড় বৌ, হেমের মা। (বসিয়া নাসিকা দ্বারে হস্তার্পণ) ভয় নাই, নিশ্বাস বচ্চে। রামচাঁদ, তুমি হরিশ ডাক্তরকে ডেকে এনে দামিনী আর বৌ ঠাকরুণকে দেখাও। আমি চল্লাম, এখানে আর বিলম্ব কত্তে পারিনে। হেমের কাছে লোক পাঠাতে হবে। সাতটার গাড়িতে লোক গেলে তবে তাকে বাসাতেই ধত্তে পারবে, তাহলে এগারটার গাড়িতে সে বাড়ি আসতে পারবে। থানাতেও এত্তেলা[৭] পাঠাতে হবে। দারোগা না এসে পৌঁছলে কোন কার্য্যই হবে না। পূর্ব্বদিক্ ফরসা হয়ে এলো, রাত আর নাই বোধ হচ্চে। টাকাকড়ি কেমন? হাতে কিছু আছে? লোকের গাড়ি ভাড়া চাই যে। কাকেই বা পাঠাই।

রাম। আজ্ঞা না, আমার পেটরাটি পর্য্যন্ত ভেঙ্গে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেচে। যা লাগে আপনার তবিল থেকে এখন দিন। বাবু বাড়ি এলে চেয়ে নিয়ে আপনাকে দিয়ে আসবো।

(সকলের প্রস্থান)

কলিকার বাসা বাটী।

হেম ও বিনোদ আসীন।

(মাধব সদ্দারের প্রবেশ)

হেম। মাধব যে, বাড়ি থেকে নাকি? সরকারী কার্য্যে এয়েচো বুঝি।

মাধ। আজ্ঞা না, আপনার কাচেই এয়েচি। বড় বাবু পাঠয়ে দিয়েচেন, পত্র আচে। (কোমরে বাঁধা চাদরের খুঁট হইতে পত্র অর্পণ)

হেম। কেমন, খবর সব ভাল তো? আমাদের বাড়ির সব ভাল আছে? কর্ত্তা ভাল আছেন?

মাধ। তা—তা—এই—এই, আজ্ঞে, পত্র পড়ুন।

(হেম ব্যগ্রতা সহকারে লিপি পাঠ করিতে করিতে চক্ষের জলে ভাসমান ও তাহা পাঠার্থে বিনোদের হস্তে অর্পণ)

বিনো। আবার কি? (লিপি পঠন)

"পরম শুভাশীষাং রাসয় সন্তু বিশেষ।

গত রাত্রে তোমার বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়াছে, দস্যুদিগের নিষ্ঠুর আঘাতে ঁদাদা মহাশয় স্বর্গগত হইয়াছেন, তুমি বাটী না পৌঁছিলে সৎকার্য্য সম্পন্ন হইবেক না, অতএব

শত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও এই এগারটার গাড়িতে বাটী আসিবা। চৌকীদারের মারফত থানায় এত্তেলা করিয়াছি, সবইনেস্পক্‌টর অদ্যই সরে জমীনে আসিবে। শ্রীমত্যা বড় বধু ঠাকুরাণীরও মমুর্ষাবস্থা, রীতিমত চিকিৎসা হইলে আরোগ্য হইলেও হইতে পারেন। শ্রীমান বিনোদবেহারী হালদার বাবাজীকেও সঙ্গে করিয়া আনিবা, ক্রুর কর্ম্মা দস্যুদিগের হস্তে তাঁহার পিতামাতাও আহত হইয়াছেন। সকল কথা পত্রীয় নহে, আমার মগজের ঠিক নাই এ জন্য সকল কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে পারিলাম না, সাক্ষাৎকার কহিব জ্ঞাপন ইতি।

শুভানুধ্যায়ী শ্রীভবদেব শর্ম্মণঃ।"

"পুঃ। টাকা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিবা, খরচ পত্রের অনেক প্রয়োজন, আর ভাল ডাক্তর একজন তথা হইতে আনিবা, আপাতত হরিশ ডাক্তরকে চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়াছি ইতি"।

হেম। আর কাঁদলে চলবে না। বিনোদ বাবু, ওটো, শরৎ বাবুর কাছে যাও। সেইখান থেকে একখানা গাড়ি ভাড়া করে অমনি একেবারে তাঁকে নিয়ে আসবে, কোন ওজর শুনবে না, আন্‌তেই চাও, একেবারে ষ্টেসন পর্য্যন্ত গাড়ি ভাড়া করো। আফিসে চিঁটী লেখবার ভার আমার আছে। কেমন, বাড়ির চিঁটীখানা শুদ্ধ পাঠয়ে দিই। তুমি আর দেরি কর না ভাই, এই এগারটার ট্রেনে আমাদের যেতেই হবে। টাকাকড়িও হাতে কিছু নেই, গোটা কতক টাকার আবার করি কি ছাই, যে কটি টাকার সমস্থান ছিল, তা তো রাজমজুরেই খেলে, ভাঙ্গা ঘরে খোত্তা[৮] দিতে দিতেই আমার সর্বস্বান্ত হলো।

বিনো। আছে কি না তা তো বলতে পারিনে।

হেম। তোমার সেই ধানের টাকা তো? সে প্রত্যাশা ছেড়ে দেও। (পত্রলিখন) এই খানা অমনি সারদা বাবুকে দিয়ে পঞ্চাশটে টাকা এনো। কি আশ্চর্য্য! কাঁদবার সময় পাইনে। তুমি যাও ভাই।

(সকলের প্রস্থান)

কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অন্দর বাটী।

আনন্দময়ী, দামিনী ও সুলোচনা উপস্থিত।

(রামচাঁদ সরকার ও হরিশ পরামাণিকের প্রবেশ)

রাম। এই যে দিদি ঠাকরুণ উটেচেন, বাঁচলাম!

দাম। রাম দাদা, মা কতা কয়েচেন।

রাম। কি বল্লেন, মা ঠাকরুণ কথা কয়েচেন। পরমেশ্বর আছেন। (দ্রুত গমনে দেখিয়া) মা ঠাকরুণ, আপনি কেমন আছেন?

সুলো। আমি বেশ আচি, আমাকে কত্তার কাচে রেকে এসো। হাঁ গা, হেম আমার বাড়ি এয়েচে?

রাম। আপনি একটু সুস্থ হন, তারপর কত্তাকে দেখবেন এখন। বাবুর কাছে লোক গেছে, তিনি এখনি আসবেন।

আন। হাঁ গা, বিনোদকে আঁসতে বলে দিয়েচো তোঁ?

রাম। ভবদেব বাবু পত্র লিখেচেন, তাঁরা দুজনেই আসবেন।

সুলো। (উঠিয়া বসিয়া) আমি কত্তাকে দেক্‌বো। (দামিনী সুলোচনাকে ধরিয়া কেশবের দেহের নিকট আনয়ন) ওমা! তোদের কেমন ধারা আক্কেল গা, তোদের শরীরে কি দয়া মায়া কিচ্ছু নেই, অমন করে ধূলোয় ফেলে রাকতে হয়। আহা হা! ধূলোয় পড়েই অজ্ঞান হয়ে ঘুমুচ্চেন। দে, পাকা দে, আমার হাতে দে, (পাখা লইয়া বাতাস করণ) দামিনী, জল নিয়ে

আয়, গামচা খানা নিয়ে আয়, বেশ করে গা ধুইয়ে পুঁচয়ে দে। দ্যাক গঙ্গাজল আনিস্। (শিরে করাঘাত ও রোদন) ও গো আমার কি হলো মাগো! আমার দশায় এই ছিলো মাগো! না, আর কাঁদবো না, অমঙ্গল হবে। তোমরা সব অমন ধারা কচ্চো কেন গা? তারা কি একনো যায়নি?

দামি। (কেশবের মুখে ও চক্ষে জল সেচন ও দেহের শোণিত ধৌত করিতে করিতে) মা, বাবা এই হাতটা যেন সরয়ে নিলেন।

সুলো। তুই আমার ঠেঁই জলের ঘটী দে, এই পাকা নে, খুব জোর করে বাতাস কর তো। (মুখে জল দিতে গিয়া দেখিল যে দাঁতে দাঁতে বদ্ধ হইয়াছে) রামচাঁদ এদিকে এস তো, হরিশকে ডাকো, কত্তার দাঁত কাপাটি লেগেচে।

হরি। (প্রথমে নাসিকা দ্বারে হস্তার্পণ, পরে হস্তধারণ) ভয় নাই, আপনারা উতলা হবেন না, কত্তা জীবিত আছেন।

রাম। (আহ্লাদে লম্ফ প্রদান করিলে শিকায় পাথর বাটীতে দই পাতা ছিল মাথায় লাগিল ও পড়িয়া ভগ্ন হইলে পিছু হাঁটিয়া) অ্যাঁ, তা কি হবে। আমি ভবদেব বাবুকে খবর দিই গে।

(দ্রুতবেগে রামচাঁদের প্রস্থান)

সুলো। দামিনী, বেশ করে পুরু করে বিচানা করে দে।

হরি। মাঠাকরূণ, জাঁতি একখানা চাই, আর আদা খান কতক ছেঁচে আন্‌তে বলুন। (দুই পাটি দাঁতের মধ্যে জাঁতির বাঁট প্রবেশ করান) এখন একটু একটু করে জল দিন দেখি। আর ভয় নেই।

সুলো। হরিশ, তোমার ধার শুদ্দে পারবো না বাবা। হেম বাড়ি আসুক। তোমাকে ভাল করে বিদেয় করবো, এখন এই শাড়ী খানা নিয়ে যাও, বৌ পরবে। (বালুচরে চেলী একখান প্রদান)

হরি। আজ্ঞে, আপনাদের খেয়েই মানুষ আমরা। বাবা গপ্প কত্তেন হেম বাবু হলে একশো টাকা আর এক যোড়া শাল পেয়েছিলেন।

(রামচাঁদ সহ ভবদেবের প্রবেশ)

ভব। (পথে আসিতে আসিতে স্বগত) হেমকে একেবারে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ লিখলাম, হেম বাড়ি এসে দেকে কি মনে করবে। আমি অতি অর্ব্বাচীন ও মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করেছি, হেমের মার নাকে হাত দিয়ে দেখলাম, কিন্তু এঁয়ার বেলা সেরূপ বুদ্ধি আমার ঘটে ঘটল না। অগ্র পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা না করে যে কাজ করে তার চেয়ে পাজি ভূ ভারতে নাই। হয় তো হেম এখন মনে কল্লেও কত্তে পারে যে তার বিপদে আমার আহ্লাদ হয়, হেমের মারও কিছু মন ভাল নয়, তিনিও মনে কত্তে পারেন যে ইনি জ্ঞাতিত্ব বাদ সাধচেন। যা হক, রামচাঁদের কাছে গাড়ি ভাড়ার টাকাটা চেয়ে ভাল কাজ হয়নি। (প্রকাশে রামচাঁদের প্রতি) কথা বার্ত্তা বেশ কচ্চেন কি?

রাম। আজ্ঞে না, কথা বার্ত্তা কি? জ্ঞানের সঞ্চারও হয়নি। আমি দেখে এয়েচি সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা, স্পন্দন নাই, শুদ্ধ নিশ্বাস বচ্চে মাত্র।

ভব। হ্যা, দ্যাখ রামচাঁদ, শুনে অবধি আহ্লাদে আর চকে কাণে দেখতে পাচ্চিনে। হাঁ রামচাঁদ, তুমিও কিছু পূর্ব্বে দেখে এখন স্থির কত্তে পারনি যে তিনি জীবিত আছেন। যাহক ভারি আহ্লাদের বিষয় হয়েচে। হাঁ বলছিলাম কি, গাড়ি ভাড়ার জন্যে মাধব সদ্দারকে একটা টাকা আমি দিয়েছি, তা আর হেমের কাছে চাবার আবশ্যক করে না, সামান্য বিষয়ের জন্যে ছেলে পিলেদের বলা উচিত হয় না, তবে আমার না থাকে তো সে এক কথা। হেম

যেমন আমার বিপীনও তেমনি, বরং হেম উপযুক্ত সন্তান, আমার ডান হাত।

রাম। আজ্ঞে হাঁ, তার আর সন্দেহ কি! কত্তা মশায় বিপীন বাবুকে কোলে কল্লে বুক থেকে নাবাতে চান না, বলেন বিপীনকে কোলে কল্লে আমার বুক জুড়য়। বিশেষতঃ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর স্বর্গারোহণ অবধি বিপীনবাবুর প্রতি তাঁর আরো স্নেহ বেড়েচে, কোন উত্তম দ্রব্য বাড়িতে এলেই অমনি বলেন বিপীনকে ডেকে আন, আগে তাকে দেও ; তিনিও কত্তা ডাকচেন শুনলে ছুটে এসেন, তাঁর যত আবদার এই বাড়িতে। মাঠাকরুণও অত্যন্ত স্নেহ করেন, ওদিনে একটা পাঁকাটি ধরয়ে এনে বৌ মাঠাকরুণের এক খানা ঢাকাই কাপড় পুড়য়ে দিয়েছিলেন, তাতে বৌ মাঠাকরুণ একটু বেজার হয়ে ধমকে ছিলেন বলে, মাঠাকরুণ তাকে যাচ্ছে তাই বলতে লাগলেন, শেষে বল্লেন যে "তুই দ্যাওরের আবদার সইতে পারিস্‌নে, আমার কি আর পাঁচটা আচে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ওরা দুটি ভেয়ে বেঁচে থাক, তা হলেই আমার সব।" তারপর তাঁকে কোলে করে কত আদর কত্তে লাগলেন।

ভব। তা বটেই তো, এই রূপই সম্বন্ধ বটে, আমাদের এই দুবাড়ী একই। (বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া) এখন কেমন আছেন?

সুলো। কেও, ঠাকুরপো? এসো। এই দুদ খেয়ে ঘুমুচ্চেন।

ভব। যখন দাদা মশায় বেঁচে উঠেচেন তখন আর কিছু চাইনে, টাকা কড়ি জিনিষপত্র সব থাক তার জন্যে আর ভাবনা নাই, হেম বেঁচে থাক আবার সব হবে, এখন এসে পৌঁছিলে হয়। এখনো এলো না কেন, ভাবনা হচ্চে।

কেশ। কে কথা কচ্চে?

ভব। আজ্ঞে, আমি ভবদেব।

কেশ। হেমকে পত্র লিখেচো?

ভব। আজ্ঞে হা, খুব ভোরে লোক পাঠিয়ে দিয়েচি, এই এগারটার গাড়িতেই আসতে লিখেচি, এলো বলে। বেলা প্রায় দুই প্রহর হয়ে এলো, আর হদ্দ এক ঘণ্টা, এর মধ্যেই এসে পৌঁছবে। আপনি একটু নিদ্রা যান, আমি এখন চল্লাম। বৌ, হেম বাড়ি এলে আমি যেন খবর পাই। আমি আর বসতে পারিনে, আবার দারোগা বেটা এলে তাদের খাবার দাবার উদ্যোগ করে দিতে হবে। তোমাদের খিড়কির পুকুরে মাছ কেমন?

সুলো। বলি ঠাকুরপো, তোমার এতসব বড় বড় পুকুর থাকতে আমার এই ডোবাটিতে তোমার দিষ্টি পল্লো কেন?

ভব। না, তার জন্যে নয়, বলি মস্ত পুকুর সব, জল অনেক হয়েচে, পাওয়া গেলে হয়। আমি জেলে ডাকতে পাঠয়ে দিয়ে তবে এখানে এয়েচি তা জান, যাই চেষ্টা দেখিগে।

(ভবদেবের প্রস্থান)

হরি। আঘাত যা দেখচি, শক্ত আঘাত হয়েচে, হাড়ে গিয়ে ঠেকেচে। তা ভাবনা নেই, দুদিনেই আরাম করে দেবো। দেখুন সরকার মশায়, ভবানী বাবুতে আর আমাতে যখন কানপুরে থাকতুম, তখন আমরা আদ খানা গলাকাটা রুগী আরাম করেচি, হাত কাটা, পা কাটা, মাথা কাটা লোক তো আমাদের ডাক্তরখানায় আকছের আসতো। একবার দুজনে তলওয়ার খেলতে খেলতে একজনকার হাতের কবজা কেটে ফেলেছিল, তারপর আমরা একটা মড়ার হাতের কবজা না কেটে নিয়ে তার হাতে যুড়ে দিলুম, আমরা দেখে এয়েচি সে সেই হাতে আবার বেশ তলয়ার খেলচে। আপনি একবার আসুন আমার সঙ্গে, একটা মলম তৈয়ের করে দিই গে, একদিনেই ঘা শুকয়ে যাবে। একটা শিশী হাতে করে লোন, হালদার

মশায়ের জন্যে এক রকম তেল দেবো, পোড়া ঘায়ের অমন ওস্তাদ আর নেই। আহার দুদসাবু করে দেবেন। (রামচাঁদ ও হরিশের প্রস্থান)

(দ্রুতবেগে হেম ও বিনোদের প্রবেশ)

হেম। বাবা কোথা? মা কোথা? (উচ্চৈঃস্বরে) মা—

সুলো। কেও হেম, এসো বাবা। বিনোদ এয়েচে তো?

হেম। কেমন আছেন?

সুলো। এতক্ষণ এই ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন। এসো তোমার জন্যে কত ভাবছেলেন।

কেশ। কেও, হেম, এদিকে এসো, কাচে বসো। ওদিকে কে? বিনোদ, এসো বাবা, এই খানে এসো। তোমরা অতিশয় উতলা হয়ে এয়েচো বুজতে পাচ্চি, খাওয়া দাওয়ার কি হয়েচে?

বিনো। আজ্ঞে, আমরা বাসা থেকে খাওয়া দাওয়া করে এয়েচি। আহারাদি করে আফিসে যাবার উদেযাগ কচ্ছিলাম এমন সময়ে মাধব সদ্দার গিয়ে উপস্থিত হলো। পত্র পাঠ করে আমরা আর জীবিত ছিলাম না। উত্তর পাড়ার কয়েকটি স্ত্রীলোক গঙ্গা স্নানে গিয়েছিলেন, পথে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে আপনার মঙ্গল সম্বাদ পেয়ে তবে সুস্থ হওয়া গেল। তারপর ডাক্তর বাবুকে জলটল খাইয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে আসচি। ডাক্তর বাবুর আসতে অতিশয় কষ্ট হয়েচে। ওঁয়াকে নিয়েই আমাদের এত বিলম্ব হল।

কেশ। তোমরা ডাক্তর মশায়কে ডেকে এনে একবার দেখয়ে তাঁকে নিয়ে একটু বিশ্রাম কর গে। আমার জন্যে তোমাদের আর ভাবতে হবে না, তোমরা যাও।

(হেম ও বিনোদের প্রস্থান)

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দরজার কুঠরী।

হেম, বিনোদ ও শরচ্চন্দ্র মিত্র আসীন।

শ্যাম চাকর দণ্ডায়মান।

শর। এক আশঙ্কা জ্বরের, তার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। আঘাত যা দেখলাম, সামান্য। বিনোদ বাবু, তোমার বাপের যদি পিলে টিলে থাকে রে ভাই, এই বারেই তার দফা রফা, বেটারা আচ্ছা পুড়য়েচে। তোমাদের সেই নাপতেটোকে ডাক দেখি, বলে কয়ে দিয়ে যাই, আমাকে আজই যেতে হবে। ভয়ানক রাস্তা, এখন পার করবার চেষ্টা কর ভাই, শেষে যে বলে বসবে হালে পানী পেলাম না তাহলেই গেচি। যদি বেয়ারা নাই পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু তোমরা দুভেয়ে আমাকে কাঁধে করে ষ্টেসনে রেখে আসবে। যা হবার তা হয়েচে আর আমাকে কখন তোমাদের দেশে আসতে বল না, তাহলে কিন্তু আর মুখ দেখা দেখি থাকবে না।

বিনো। তা এত ভাবনা কি, নিদেন ঝাঁকাওয়ালা মুটে।

(ঔষধ হস্তে রামচাঁদ সরকারের প্রবেশ)

হেম। হাতে ওকি? ফেলে দেও ঐ ডোবার জলে। শরৎবাবু, যাবার জন্যে এত ভাবনা কি, যদি কিছুই না হয়, শেষ গরুর গাড়ি।

শর। তোমাদের হাতে পড়েচি যেমন করে হয় এখন চালান করে তো দেও। একে কাদা চটকে প্রাণ ঠোঁটে এয়েচে তার উপর আবার বাক্যের যন্ত্রণা সয় না। আচ্ছা পথ, কি বাবুর বাগান ওটা বলে, আমরা যেন পুরুষ মানুষ এক রকম যো সো করে পার হয়ে এলাম। গিন্নীরে সব গঙ্গা নাইতে যান তো ঐ পথ দিয়ে, তাহলেই চিত্তির। অশথ তলার

ঐখানটায় হয়েছিল আর কি, এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে ফিরে বাড়ী যেতে পাল্লেই জান্‌লাম যে পুনর্জন্ম।

হেম। তা হক, বলি যাবার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্চো কেন? রামচাঁদ একটা পাঁটার চেষ্টা কর, পাঁটা হক খাসী হক যা পাও এখনি আনগে। ডাক্তর বাবু এলেন ওঁয়ার কল্যাণে ভাল করে খাওয়া যাক। দ্যাখ, জেলে চাই, অমনি পেঁচো জেলেকে ডেকে দিয়ে যেও।

শর। পাঁটা টাঁটা তোমরা খাও, আমার জন্যে বেয়ারা আনতে বল, আমি চলে যাই, আর গোল কর না। সত্য, আমি তামাসা কচ্চিনে, একটা শক্ত কেশ আমার হাতে আছে, যাওয়া খুব আবশ্যক।

হেম। আজকে বেহারা ঠিক ঠাক করে রাখা যাক, কাল মরনিং ট্রেনে চলে যেও কেউ তোমাকে ধরে রাখবে না। আমাদের দেশে এলে একটু আমোদ প্রমোদ কর, হলো বেড়য়ে চেড়য়ে আমাদের দেশটা একবার চর্ম্ম চক্ষে দেখ।

শর। আর কিছু ভাল লাগে না, এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পাল্লে বাঁচি। আবার তোমাদের দারোগা আসবে তো এখনি, সে আবার এক উৎপাত, ধর পাকড় হাঙ্গাম হুজ্জুত করবে, ও সকল গোলমাল ভাল লাগে না। শুন্‌তে পাই দারোগারা মফস্বলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তাঁরা যা মনে করেন, তাই করেন, সাধকে চোর কত্তে পারেন, আবার চোরকেও সাধ কত্তে পারেন, কেবল রুধির নিয়ে বিষয়। সত্য, ভয় করে।

হেম। তাতে তোমার ভয়টা কি? "কতকগুলো শিয়াল পালাচ্ছিল দেখে একজন জিজ্ঞাসা কল্লে যে তোরা এত তাড়াতাড়ি করে পালাচ্চিস্ কেন? তারা বল্লে যে রাজার হুকুম হয়েচে সব উঠ ধরে ধরে নিয়ে যাচ্চে। সে বল্লে তাতে তোদের ভয়টা কি? তারা বল্লে আমাদের ভয় নয় কেন? যদি উঠের ছানা বলে আমাদের ঘরে ধরে নিয়ে যায়"। তোমার ঠিক সেই রকম ভয়।

শর। (হাসিয়া) তা শিয়ালেরা মন্দই বা বলেছিল কি? পাড়াগেঁয়ে লোকের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়, যদি বলে এও ডাকাতদের একজন, তাহলে আপাতক ধরে তো টানাটানি করুক, তার পর অদৃষ্টে যা থাক।

(ভবদেবের প্রবেশ)

ইনি আবার কে? বাবা! কেঁদো লাশ।

ভব। (হেমের প্রতি) এসে পৌঁছেচো রে বাপু, বাঁচলাম। সব দেখে শুনে আমি হতভম্বা হয়ে গেছ্‌লাম, বিপদের সময় বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ হয়ে যায়। যাহক ঈশ্বরেচ্ছায় দাদা মশায় যে জীবন লাভ করেছেন এর বাড়া আনন্দ আর কিছুই নাই; আহ্লাদে আমার দিক্‌ভ্রম হয়েচে। আমি সকালবেলা অবধি এই খানেই ছিলাম, বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় বাড়ি গিয়ে তবে স্নান আহার করি! ডাক্তর আনা হয়েচে তো? এদিক্কের খরচপত্রেরও অনেক আবশ্যক হবে।

হেম। আজ্ঞে হাঁ, ডাক্তর আনা হয়েচে। এই বাবুর নাম শরচ্চন্দ্র মিত্র, ইনি মেডিকেল কালেজের একজন প্রধান সুশিক্ষিত ছাত্র।

ভব। ভাল হয়েচে, আমি আরও ভাবছিলাম। (ডাক্তরের প্রতি) কেমন দেখলে গো? হেম আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

শর। ভাল দেখলাম, ভয় নাই। (হেমের প্রতি চুপি চুপি) ইনিই বুঝি তোমার বাপের কেষ্ট পাওয়ার কথা লিখেছিলেন? (প্রকাশে) তোমাদের সেই পরামাণিকের পোকে ডাকাও না হে।

হেম। শাম, তুই এখানে এক ছিলিম তামাক দিয়ে হরিশ ডাক্তরকে চট্ করে ডেকে নিয়ে আয় তো। (শ্যাম চাকরের প্রস্থান)

ভব। সবইনস্পেক্টর এয়েচে, তাদের খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ আমার ঐ খানেই করে দেওয়া হয়েচে, অনেক চেষ্টা করে ছোট পুকুরে সের খানেক একটি মাছ পাওয়া গেছলো তাই মান রক্ষা হয়েচে। গোপাল বাবুর বাড়ির যেদো সদ্দার বেটা এর ওস্তাদ, বেটা সব জানে। পূর্ব্ব সন্ধান ভিন্ন ডাকাতি হয় না। তোমার উপর বেটাদের ভারি রাগ, তুমি কি ডাকাতির কথা নাকি গেজেটে ছাপয়ে দিয়েছিলে, ভাগ্যে কাল রাত্রে তুমি বাড়ি ছিলে না, গুরুদেব রক্ষা করেচেন। যাহক এখন তদারকটা ভাল করে করয়ে দিতে পাল্লে নিশ্চিন্ত হই। কাল সমস্ত রাত্রি চকের পাতা বুজিনি, একবার এ বাড়ি একবার ও বাড়ি টানা পড়েন কত্তে হয়েচে।

শর। হেম বাবুকে সর্ব্বদা বলি যে, মিছে পাড়া গেঁয়ে গোলমালে থেকো না, আবার দেশ হিতৈষী হতে যান, এই তো রিজল্ট। যদি সুখে থাকতে ইচ্ছা হয় তবে এখানকার বাড়ি ঘর বেচে কলকাতায় গিয়ে বাড়ি কেনোগে। ভারি তো গাঁ, না আছে স্কুল, না আছে ডাক্তরখানা, না আছে রাস্তা, বাড়ির ভিতরেও জুতো পায়ে দিয়ে চলা যায় না। এমন ভয়ানক জঙ্গল তো কোথাও দেখিনি, বাঘ লুকয়ে থাকতে পারে, আর প্রায় সকল পুস্করিণীই অপরিস্কার। এ বাবু ও বাবু অনেক বাবুর নাম তো শুন্‌তে পাচ্চি, কিন্তু কাজে তো কিছুই দেখতে পাইনে।

হেম। (চুপি চুপি শরতের গা টিপিয়া) থাম, আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই। (প্রকাশে ভবদেবের প্রতি) আপনি কত্তা আছেন, যাতে ভাল হয় করবেন, আমাকে বলা বাহুল্য, আমি ও সব হাঙ্গামে থাকতে ইচ্ছাও করিনে। (শরতের প্রতি) আমাদের দেশটা এপিডেমিকেতেই উচ্ছন্ন হয়েচে, চিকিৎসার অভাবে কত লোক অকালে কাল কবলে যে পতিত হয়েচে তার সংখ্যা করা যায় না, অনেক বৃহৎ অট্টালিকা বন সার হয়েচে। তুমি যদি একবার এদিক ওদিক বেড়য়ে দেখ, তা হলে চক্ষের জল সম্বরণ কত্তে পারবে না। আমাদের গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে তুলনা কত্তে গেলে আর জ্ঞান থাকে না, পূর্ব্বে আমাদের এই গ্রাম সমাজ বলে বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে সে আকারটা লোপ হয়ে গেছে।

ভব। কি বল্লে, হাঙ্গামে থাকতে ইচ্ছে করে না। বাপু হে! সব দিক চাই, খালি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বেড়ালে কাজ চলে না, আজকের কাল বড় শক্ত "আটে পিটে দড়, তো ঘোড়ার উপর চড়"। দেখ, তদারকে কি দাঁড়ায়, হয় তো ঢাকী শুদ্ধ সমরণ। মকদ্দমা কল্লেই হয় না, আর টাকা খরচ কল্লেই কিছু মকদ্দমা হয় না, বুদ্ধি চাই, কৌশল চাই, হোমরা চোমরা অনেক বেটাকেই দেখা গেছে।

(হরিশ ডাক্তরের প্রবেশ)

শর। ইনিই বুঝি? আপনার নাম হরিশ? আপনি চিকিৎসার কাজ কি রীতি মত লেখা পড়া করে শিখেচেন?

হরি। আজ্ঞে, লেখা পড়াই বটে। আমি ভবানী বাবুর কাছে অনেক দিন ছিলাম, আর সোণাডাঙ্গার ডিসপেনসরিতেও কিছুদিন ছিলাম।

শর। ড্রেশ কত্তে জান তো?

হরি। আজ্ঞে হাঁ জানি।

(শ্যাম চাকরের প্রবেশ)

শাম। ডাক্তর মশায়ের জল খাবার উজ্জুগ হয়েচে।

ভব। কেমন ডাক্তর মশায়, আর কোন ভয় নাই? তবে এখন আমি চল্লাম, দেখিগে আবার ওদিক্কের কি হচ্চে, আপনারা সহরে মানুষ এসব বড় একটা বুজবেন না।

শর। আজ্ঞে হাঁ, আসুন। আশীর্ব্বাদ করুণ যেন আমাদের ওসব বুজতে না হয়। দারোগা তদারক কত্তে এখান পর্য্যন্ত আসবে নাকি?

ভব। হাঁ, অকুর স্থান দেখতে আসবে বইকি।

(ভবদেবের প্রস্থান)

শর। অকু কাকে বলে হে?

হেম। আমাদের এখানে এসে অনেক শিখে নিলে। অকু বটে ঘটনার স্থানকে, যে স্থানে কোন ক্রিমিন্যাল কর্ম্ম করা হয়।

শর। তবে তার মানে তোমাদের এই বাড়ি। তা হক, বলি যিনি এসেছিলেন এ লোকটা টাকাওয়ালা বটে, চেহারাখানা দেখতে তো খুব জাঁকাল, কথাগুলোও খুব হাতেও সারে। বিদ্যে সাধ্যি আমারই মতন বোধ হচ্চে। ভারি অহঙ্কারী, তামাক খাবার রকম দেখেই আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। গুড় গুড়ি কি সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ায় নাকি? তোমাদের এখানকার যে কটি লোকের সঙ্গে দেখা হলো তার মানুষের মতন তো একটিও দেখলাম না, সকলই হাম বড়ার দল। ভাল, লেখা পড়ার চর্চা কি খবরের কাগজ দেখার রীতি কি এখানে নাই।

বিনো। (স্বগত) বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট কিছুই অপ্রকাশ থাকে না। (প্রকাশে) শরত বাবু, ঘণ্টা দুত্তিনের মধ্যেই আমাদের এখানকার সব হদিশ মেরে নিলে যে দেখতে পাই।

হেম। শরত বাবু, কটা মানুষের সঙ্গেই বা তোমার দেখা হয়েচে।

শর। ভাল, এখানে কি খবরের কাগজ কেউ লয় না?

হেম। অনেক চেষ্টা করে আমার ঐ খুড়ো মশায়কে একখানা বাঙ্গালা কাগজের গ্রাহক করে দিয়েছিলাম, তা দিন কতক নিয়েই বন্দ করে দিলেন, বলেন অনর্থক পয়সা খরচ, ছাপাওয়ালারা ফাকী দিয়ে পয়সা লয়। যে কদিন কাগজ লয়েছিলেন, তা যে পড়তেন এমন বোধ হয় না, তবে কোন অদ্ভুত সমাচার পেলেই নিয়ে আমোদ করা ছিল। ওঁয়ার টাকা আছে বটে, উনি একজন মস্ত জমীদার, তা হলে কি হবে। মামলা মকদ্দমা ও অলীক জাঁক জমকের জন্যে অকাতরে ব্যয় কত্তে পারেন, এদিকে একজন আতুর ভিক্ষুককে একমুটো ভিক্ষা দিতে বিরক্ত হন। ও দুঃখের কথা কেন বল শরৎ বাবু! আমাদের এখানে গোপাল বাবু বলে আর একজন জমীদার আছেন, তিনিও ঐরূপ, এক ভস্ম আর ছার। আমি অনুমান করি যে এই দুই জন ধনী জমীদার মকদ্দমা বারয়ারি পূজা ইত্যাদি কার্য্যে বৃথা গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রতি বৎসর অন্যূন চার পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করে থাকেন, এর উপর আবার যদি রোক চড়ে, তা হলে আর দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন না, জলের মতন খরচ করেন, কিন্তু রাস্তা ঘাট ও পুষ্করিণী এ সকলের দশা সব দেখচো তো এই দুই জনে অতিশয় বিবাদ, তাতে করে দলাদলি হয়ে অন্যান্য ব্যক্তিরাই পরস্পর সর্ব্বদা বিবাদ করে থাকে, এখানকার মাটি এমনি গরম হয়ে উঠেচে, যে স্ত্রী-পুরুষেই সদ্ভাব দেখতে পাওয়া যায় না।

শর। ভাল, তোমাদের গ্রামে কি স্কুল নাই?

হেম। স্কুল! গুরু মশায়ের এক পাঠশালা আছে, তাতেই লেখা পড়া শিখে সকলে পণ্ডিত হয়েচেন ও হচ্চেন, বাবুরো সব সেইখানকার আউট। দুঃখের কথা কেন কও, একটি স্কুলের জন্যে আজ দু বৎসর ধরে বাবুদের পায়ে মাথা খুঁড়চি, তা সে কথায় কেউ কাণ

দেন না, বরং নানা প্রকার কুতর্ক ঘটয়ে দ্বেষ ও রিশের কথা কন। আর ও সব দুঃখের কথায় কাজ নাই ভাই, চল এখন জল খাওয়া যাগ্‌গে। (রামচাঁদ ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

(কনষ্টেবল সহ দারোগা ও ভবদেবের প্রবেশ)

ভব। হেমচন্দ্র কোথা?

রাম। আজ্ঞে, বাড়ির মধ্যে, ডাক্তর বাবুকে নিয়ে জল খেতে গেচেন।

ভব। খবর দেও যে দারোগা মশায় এসেচেন, বাড়ির ভিতর পর্য্যন্ত তদারক কত্তে যাবেন।

(রামচাঁদের প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

রাম। আসুন আপনারা, বাবুর সঙ্গে সেই খানেই দেখা হবে।

ভব। তুমি দোয়াত কলম আর কাগজ এক তক্তা নিয়ে সঙ্গে এসো। (কাণে কাণে) গোটাকতক টাকা, পঞ্চাশটের কম নয় হেমের কাছ থেকে চুপি চুপি চেয়ে নিয়ে আমাকে এনে দাও, খবরদার, কেউ যেন টের না পায়, এ যা হয়েচে তা আমার খাতিরেই হয়েচে।

(দারোগা বাটীর মধ্যে গমন করত স্বচক্ষে সমুদায় দৃষ্টি করিয়া লিখন ও সকলের একত্রে বাহিরে প্রত্যাগমন)

দার। (ভবদেবের প্রতি) যাদু সদ্দার কি গোপাল বাবুর ইশমনবিশীর চাকর?

ভব। তার আর ভুল নাই। যাদু সদ্দারের সঙ্গে গোপাল বাবুর বখরা আছে। গোপাল বাবুর যা কিছু সঙ্গতি এই রকম করেই হয়েচে। ডাকাতের সদ্দার।

দার। আপনি তা প্রমাণ করে দিতে পারবেন?

ভব। অনায়াসে, সত্য কথার প্রমাণ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যাদু সদ্দারকে পীড়ন কল্লেই আপনি সব জান্‌তে পারবেন, আর বমাল শুদ্ধ ডাকাত ধত্তে পারবেন। গোপাল বাবুর খানা মহছেরা কল্লেই অনেক মাল বেরবে।

বিনো। (চুপি চুপি হেমের প্রতি) তোমার খুড়ো তোমার মাথাতেই কাঁঠাল ভাঙ্গলেন বো হচ্চে।

হেম। যা হক ভাই এখন চুকে গেলে বাঁচি। তা আমার বেশ হয়েচে, মড়ার উপর আবার খাঁড়ার ঘা।

দার। হনুমান সিং, ঘোড়া লাও। (ভবদেবের প্রতি) তবে চলুন, আপনার ঐ খান দিয়ে হয়ে যাওয়া যাক। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক।

ভবদেবের অন্দরবাটী।

(মাতঙ্গিনী ও সরস্বতীর প্রবেশ)।

মাত। সর! এখানে চুপটি করে ঘাড় গুঁজে বসে রয়েচ কেন মা? ওমা! ফুঁপয়ে ফুঁপয়ে কাঁচ্চে যে। কেন, কি হয়েচে সর? (দাড়ি ধরিয়া মুখ তুলিলে সরস্বতীর আরো রোদন) একি, কেঁদে কেঁদে চক ফুলেচে যে। বেমলা কোথা গেল। (উচ্চৈঃস্বরে) বেমলা, বেমলা, (উত্তর না পাইয়া) কোথা গেল আবার মত্তে। সর! তুমি তো আমার কাচে মনের কথা সব খুলে বল, আজ কিছুই বলচো না যে, আমার মুখপানে তাকয়ে চকের জল আরো বাড়ল যে। লক্ষ্মী মা আমার, কি হয়েচে বল। সর, তোর কান্না দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। আমার মাথা খাস্, আমার মরা মুখ দেখিস, সত্তি কি হয়েচে বল।

সর। (রোদন করিতে করিতে) তোর মরামুখ আমাকে যেন দেখতে না হয় কাকী, তোরা

আমার মরা মুখ দেখ। মা আমাকে ডেকে নিন, মা যে পথে গেচেন আমি সেই পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাই।

মাত। ষাট, ষাট, ষেটের বাছা! অমন কথা কি বলতে আচে। তোরা দুটি ভাই বোন আমাদের সব্বস্বধন, তোরা আমার পেটে হসনি, কিন্তু তার চেয়েও বাড়া। তোর কাকা বলে "বিপীন আর সরস্বতীর মুখ দেখলে আমার সব দুঃখ যায়, আমি সব ভুলে যাই"। তোর কি দুঃখ মনে হয়েচে আমায় খুলে বল, তাকে বলিগে, আয়।

সর। কাকী, সে বলবার কথা নয়, আমার যা হয়েচে তা আমিই জানি। মা আবানে আমার এই খোয়ার হলো, কোথা থেকে একটা রাক্ষসী এসে আমার মার বিচানায় শুলো, আমার এমন বাবাকে একেবারে ভ্যাড়া করে ফেল্লে, যেমনে ফেরায় তেমনে ফেরেন, যা বলে তাই করেন। আমাদের উপুর বাবার আর এক রত্তিও দয়া মায়া নেই। বাবা বিপীনকে একটু চক রাঙ্গালে মা কত কথা শুনয়ে দিতেন, বাবা অমনি চুপ করে থাকতেন, এখন সেই বিপীন হয়ে কে কথা কয় বল দেখি, বিপীন কিছু অজ্ঞান নয়, সব বুজতে পারে, খালী মন গুময়ে গুময়ে থাকে। কণ্ঠার হাড় বেরয়েচে, বাছার সোণার মুখে যেন কালী মেড়ে দিয়েচে।

মাত। তুই বিপীনের জন্যে এত ভাবচিস্, তা তোর ভাবতে হবে না। তোর কাকার বিপীন অন্ত প্রাণ, বলে "বিপীন আমার বুকের ধন"। না সর, তোর মনের ভেতর আর কি দুঃখ হয়েচে আমি বুঝতে পাচ্চি, তুমি তো বাছা আমার কাচে কোন কথা লুকয়ে রাখ না, সত্তি, কি হয়েচে আমাকে ভেঙ্গে বল।

সর। বিপীনকে কাকা খুব ভাল বাসেন, তা আমি জানি, তা হলে কি কি হবে বল, কাকা কি বাবার সঙ্গে ধমকে কথা কইতে পারেন, তা তো পারেন না, বাবা আরো ধমকে উঠলে কাকা চুপ করে থাকেন, বরং সেখান থেকে পালায় যান। এই বিদ্যেবাগীশ মশায় আর গোবদ্ধন বাঁড়ুয্যে এঁরা দুজন বাবার সঙ্গে ধমকে কথা কন বটে, তা হলেই বা কি হবে, তাঁরা তো আমাদের ঘরের ভেতরকার কথা কিছু টের পাচ্চেন না। মা গপ্প কত্তেন যে বচ্ছর আমি হই সেই বচ্ছর পদ্দায় চড়া পড়ে আমাদের কত টাকা খাজনা বেড়েছেল, আর বাবা ভারি ভারি তিনটে মকদ্দমা জিঁতেছিলেন, বাবাকে কএদ হতে হতো এমন ধারা সব মকদ্দমা। মা যখন তখন বলতেন সরস্বতী আমার বড় পয়মন্ত মেয়ে, তা কাকী আমার আয় পয়ে কিচ্ছু হয়নি, সেই সতী সাবিত্রী যিনি আমাদের মায়া দয়া একেবারে কাটয়ে স্বর্গে গেচেন, তাঁরি আয় পয়ে এই সব হয়েছেল। তাঁর হয়ে যদি আমি মত্তুম তো বেশ হতো, আমাকে এত জ্বালা আর সইতে হতো না। কাকী, আমার সে দিন কি আর আচে?

আগেতে ছিলাম ভাল, সুখেতে কাটিত কাল,
স্নেহ করে সদা কাল, সবে কোলে করিত।
যতন হৃদয়ে ধরে, হাসি দেখিবার তরে,
কত দ্রব্য দিয়ে করে, কত ভঙ্গি ধরিত॥
আধ আধ কথা বলে, ধরিতাম গিয়ে গলে,
জননী অমনি গলে, হেসে ঢলে পড়িত।
সব কাজ পরিহরি, বদন চুম্বন করি,
আমারে হৃদয়ে ধরি, যেন স্বর্গে চড়িত॥
শুনিলে রোদন ধ্বনি, জননী গিয়ে তখনি,
কেন কাঁদ যাদুমণি, বলে কত তুষিত।

আদরে আঁচল নিয়ে, নেত্র বারী মুচাইয়ে,
অদন বদনে দিয়ে, প্রিয় ভাষে ভূষিত॥
খেলিতে খেলিতে খেলা, যদ্যপি করিয়ে হেলা,
বাবার খাবার বেলা, ভুলিতাম আসিতে।
বসিয়ে আসনোপরে, ডাকিতেন উচ্চস্বরে,
মা অমনি ঘরে ঘরে, ছুটিতেন শাসিতে॥
সে দিন দিয়েছে ফাকী, জ্বালার নাহিক বাকী,
আরো বাকী আছে বা কি, তাতো কাকী জানিনে।
পাপিনী সাপিনী ঘরে, রহিয়াছে ফণা ধরে,
খেলে খেলে ভয় করে, মনে মানা মানিনে॥
নিশ্বাস লাগিয়ে গায়, কলেবর জ্বলে যায়,
কে বল জ্বালা নিবায়, আর জ্বালা সয় না।
অনেক আদর করে, পেলেছিলে করে করে,
এখন সে সর সরে, দেহে প্রাণ রয় না॥
আর বাছা মিছে কেন, প্রবোধ বচন হেন—
(চম্‌কে উঠিয়া) কাকা আসচেন বুজি। আমি এখান থেকে যাই। (সরস্বতীর প্রস্থান)

(ভূদেবের প্রবেশ)

ভূদে। বাঃ! তুমি এখানে? ঘর খাঁ খাঁ কচ্চে যে। ও গেল কে? সরস্বতী নয়? ও মেয়েটার প্রতি তোমাদেরও যত্ন নেই।

মাত। আমার নাকি আর পাঁচটা আচে, তাই ওদের ঘরে ভাল বাসিনে, বলতে একটু লজ্জা হলো না? আমার আর কে আচে বল দেখি, ওদের দুটিকে নিয়েই আমি ভারতে আচি।

ভূদে। তা থাক, বলি আমাদের কি ধোবা নাপিত বারণ হয়েচে নাকি? সরস্বতীর অত কাল কাপড় কেন?

মাত। আহা! বাছা এই খানে একলাটি বসে কাঁচ্ছেলেন।

ভূদে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা পরমেশ্বর! দাদা খেপেচেন, দাদার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপাপত্তি হয়েচে। আমিও আর সইতে পারিনে, এক দিক বাগে যাই চলে।

মাত। (অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) কেন, কি হয়েচে?

ভূদে। হয়েচে আমার মাথা আর মুণ্ডু। আজ ভোরে উঠে জামাই যে কোথা চলে গেছেন, তার কিছুই ঠিকানা কত্তে পাচ্চিনে।

মাত। ওমা! তাতেই বুজি সরস্বতী অমন ধারা হয়েচে। ভাল, জামাইকে তো সব্বাই ভাল বাসে, সব্বাই আদর করে, তবে তিনি রাগ করে গেলেন কেন? দিদি গিয়ে পয্যন্ত আমি জামায়ের সঙ্গে কথা কইচি, তিনিও সেই পয্যন্ত আমাকে মা বলে ডাকেন, আমাকে কত ভক্তি করেন। জামায়ের শরীরে যে এত গুণ আচে তা আগে আমি জান্‌তুম নো। বিপান আমার কাচে যেমন ধারা আবদার করে, তিনিও তেমনি ধারা আবদার করেন। পরশু পাঁটা খেতে হবে বলে দুটো টাকা আমার কাচ থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন।

ভূদে। জামাইটি বড় ভাল, ভাল হলেই বা কি হবে। যে সর্ব্বনাশী এসে আমাদের বাড়িতে ঢুকেচেন, তিনি সব খাবেন।

মাত। কেন জামাইকে নতুন দিদী কি কিছু বলেচেন নাকি?

ভূদে। নতুন দিদী বলুন না বলুন ধর্ম্ম জানেন, নতুন দাদা বলেচেন বটে। ছেলে পিলে কোথা কে কি কল্লে, পাঁচ জনে মিলে আমোদ করে খেলে, গান বাজনা কল্লে, তা বলে কি জুতো নিয়ে মাত্তে যেতে হয়। একি খেপার কাজ নয়? আজকের বাজারে অমন ধারা সব্বাই করে থাকে। অত বড় কুলীন পাওয়া ভার, তাকে আন্‌তে আমি সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করেচি।

মাত। এমন ধারা আহ্লাদ আমোদ জামাই তো আগেও কত্তেন, কই, তাতে বট্‌ঠাকুর তো কিছু বলতেন না, আজ কেন জুতো নিয়ে মাত্তে গেলেন? ছি! এমন কাজ কি কত্তে আচে।

ভূদে। দাদা আমার আর সে দাদা নেই। নতুন বৌ কি অযুদ বিষুধ করেচে বোধ হয়। শুনেচি নতুন বোয়ের মা নাকি ভারি ওস্তাদ ছিল। ওঃ! বসো তুমি, আমি আসচি এখনি।

(ভূদেবের প্রস্থান)

(বিমলার প্রবেশ)।

মাত। কোথা গেছলি বেমলা? এতক্ষণ তোকে খুঁজে খুঁজে সারা হলুম, ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে গেচে।

বিম। গেছনু যোমের বাড়ি আর কোতা যাব। একজন বল্লে জামাই বাবু জেঠা মশায়দের বাড়িতে নুকয়ে রয়েচে, তাই খুঁজতি গেছনু, আমাদের কি এমন কপাল তা সেখানে থাকবে, কাল অবদি সেখানে যায়নি। দিদীকে তো রাকা ভার, বল্‌চে গলায় দড়ি দি মরবো, আমি এতো করে বুজুনু তবু তার কান্না থামাতি পান্নু নো।

মাত। সরস্বতী কোথা? এখনো কাঁচ্চে নাকি?

বিম। একটু থেমেচেন। জেঠা মশায়দের বড় বৌয়ের কাচে চুপটি করে বসে রয়েচে, বড় বৌ কি বই পড়চে তাই শুন্‌চে।

মাত। থাক, তবু ভাল। হাঁ বেমলা, বট্‌ঠাকুর জামাইকে নাকি জুতো মাত্তে গেছলেন? কেন তা তুই কিছু জানিস্?

বিম। জানলেও জানি না জানলেও জানি, কিন্তু আমি সে কথা বলতি পারব না, আজ হক কাল হক টের পাবে। আমি দুঃখী সুঃখী নোক আমার কোন কতায় কাজ কি বাছা?

মাত। হেই বেমলা, আমার মাথা খাস্, এখনি বলতে হবে। আমি কিছু আর কারু সাক্ষাতে বলতে যাচ্চিনে।

বিম। ওমা! তর সয়না যে। একান্তই কি ছাড়বে না, বলতিই হবে, তবে এগয়ে এস, কাণে কাণে বলি। (কাণের কাছে মুখ অর্পণ) ধম্ম জানেন মা, নতুন মার বাপের বাড়ির দেশের যে মাগী নতুন মার কাচে থাকে, সেই চাকামুখো মাগী নাকি গল্প করেচে, জামাই বাবু নাকি মদ খেয়ে নতুন মাকে ধত্তি গেছলো, তাই নাকি নতুন মা বড় বাবুকে বলি দিয়েচে, তাতেই বড় বাবুর এত রাগ হয়েচে।

মাত। না বেমলা, এসব মিছে কথা! জামাই তো তেমন ধারা রীতের লোক নন। জামাই খান শুনেচি, কিন্তু বাছা আমরা কক্‌খনো তা টের পাইনি। (ক্ষণেক চিন্তা) না, একথাই নয়, সেদিন জামাই যখন ঘরে এসেন তা আমি জানি, তার অনেকক্ষণ আগে কিন্তু বট্‌ঠাকুর ঘরে এসে শুয়েছিলেন। (টিকটিকির শব্দ শুনিয়া) সত্তি, সত্তি।

বিম। কে জানে মা, কার মনে কি আচে তা কেমন করি বলবো বল। দেখে শুনে সব অবাক হয়ে গেচি। নতুন গিন্নীরও কিছু রীত ভীত ভাল নয়। চাকামুকী এসে অবদি আমি বড় একটা ওদিক বাগে আর যাইনে, বড় বাবুও আর আমাকে ডাকেন না। ও মাগীকে দেকলে আমার গা জ্বালা করে, একেতো নাকের মাঝখানটা নেই, তবু ডগা তুলে তুলে কতা কন, কতা

গুনো শুনে হাড় জ্বালা করে, গায়ে যেন বিষ ছড়য়ে দেয়। ঠিক সেই ভরতের মার দাসীর মতন আমাদের রামকে বনি পাটালে। হাঁ মা, কিরূপ! দেকলে চকের পাপ পালায়। আমাকে কত ভালবাসতেন, ঠাকুজ্জী বলে কত তামাষা কত্তেন। আহা! তোমার সোনায় পিতিমে ধূলোয় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, একবার এসে দেকে যাও; আমরা তোমাকে ধরি রেকবো না।

মাত। তুই যা দেখি, সরস্বতীকে একবার ডেকে আনগে যা। (উভয়ের প্রস্থান)

ভবদেবের বৈঠকখানা।

ভবদেব আসীন।

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোব। কাল রাত্রে গোপাল বাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েচে, তার কিছু খবর রাখেন?

ভব। তুমি কেমন করে জান্‌লে? লুচি পটেছিল বুজি। কি রকম বিয়ে, গান্ধর্ব্ব না কি? কার সঙ্গে গিরের বেটার সঙ্গে নয় তো। কটা গর্ব্ভপাতের পর?

গোব। এত করেও তো কিছু কত্তে পাল্লেন না, এবার আচ্ছা দাদ তুলেচে। ছেলেও তেমনি চাঁদ ছেলে পেয়েচে, কুলীনের চূঁড়ামণি।

ভব। কি বল্লে? দাদ তুলেচে, তার মানে কি?

গোব। তার মানে আপনার বুদ্ধি আর শুদ্ধি।

ভব। আমার বুদ্ধি! এত বড় কথা? ঐ গোপালেকে চরকী পাকে ঘরয়েচি, তাকি তার মনে নেই, নাকি তোমরাই তা জান না।

গোব। জানবনা কেন, সব জানি, কিন্তু এবার পরকালে হস্তার্পণ।

ভব। কি খেপার মতন বকচো? ব্যাপারটা কি ভেঙ্গেই বলনা কেন?

গোব। আচ্ছা মজা করেচে, এবার সাত চোঙ্গার বুদ্ধি এক চোঙ্গায় পুরেচে। আপনি যেমন বুনো ওল সেও তেমনি বাঘা তেঁতুল!

ভব। বিষয় কর্ম্মে মস্করামি ভাল লাগে না, তোমার কেমন স্বভাব, সকল তাতেই তামাসা। সত্তি, কি হয়েচে বল্?

গোব। ব্যস্ত হচ্চেন কেন, বিদ্যাবাগীশ মশায় এলেই সব শুন্‌তে পাবেন।

ভব। দ্যাখ গোবরা, তুই মার না খেলে আর বলবিনে দেখতে পাচ্চি, (হাত বাড়াইয়া) গলা টিপে ধরবো, বল্ বলচি।

গোব। আজকাল আপনি তা অনায়াসে পারেন, বিচিত্র নয়। যখন জামাইকে জুতো মাত্তে গেছেন, তখন আমরা তো কিসের কি। ঐ ন্যাও তোমার বিদ্যাবাগীশ মশায় আসচেন, এখন যা হয় করুন। যাচ্চেন কি আসচেন তাও ছাই বোঝবার যো নেই।

(ভবদেব অন্য মনস্ক হইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন)

(বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ)

আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হক। বাঁচলাম, হাড় জুড়লো। মাত্তে হয় গলাটিপি দিতে হয়, ঐ ওঁয়াকে দিন। এতক্ষণ আমাকে নিয়ে ছড়াছড়ি কচ্ছিলেন। খুব সময়ে এয়েচেন মশায়, তেরেস্তার উপর সরে গেচেন, আর অধিক কি বলবো। এখন গোপাল বাবুর মেয়ের বিয়ের কথাটা বলে বাবুর ধুকু ফুকুনিটে ঘুচয়ে দিনতো।

বিদ্যা। গোপাল বাবুর কন্যার বিবাহের কথা আপনি কি শোনেননি?

ভব। কই না, বিশেষ কিছু শুনিনি তো।

বিদ্যা। আপনার জামাতার সঙ্গেই তাঁর কন্যার বিবাহ হয়েছে, গত রাত্রে বিবাহের কার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেছে, অদ্য কুষণ্ডিকা শেষ হলে আগত কল্য মহা সমারোহ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন হবে অমন কুলীন অমন নিখুঁত আঁটা ঘরের ছেলে গোপাল বাবু বলে খালী নয়, এ তল্লাটের মহা মহোপাধ্যায়দের কোন পুরুষে আন্‌তে পারেন নি। আপনকার মা বাপের পুণ্যে ও ছোট বাবুর বিশেষ যত্নে এই সুপাত্রটি পাওয়া গিয়েছিল, তা আপনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে করে ঠেলে দিলেন, আমরা তার আর কি করব বলুন।

ভব। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল, কুষণ্ডিকা না হলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না নয়?

বিদ্যা। কুষণ্ডিকা না হলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ করে বটে, কিন্তু দেশাচারে তা চলিত নাই।

গোব। সে গুড়ে বালি, এতক্ষণ সে কাজ শেষ হয়ে গেল। বাবুর আমাদের বুদ্ধিটে উত্তর উত্তর কটের মার গোচের হয়ে আসচে। আর কেন বুদ্ধি খরচ করেন, পুঁটুলী বেঁদে রেখে দিন, পাকুক।

ভব। ভাল, কাল কি আপনারা এর কোন বো বাস টের পাননি?

গোব। টের পেলেই বা কি হতো?

ভব। (সক্রোধে) তোমার শ্রাদ্ধ হতো।

গোব। আমাকে পিণ্ডি অনুগ্রহ করে সব্বাই দেন, তা আবার সর্ব্বাগ্রে।

বিদ্যা। কাক পক্ষীও টের পায়নি, তার আমরা কি। জামাই বাবু এবাড়ি থেকে গেছেন কবে? পরশু নয়?

গোব। একেই বলে এড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা। নাবুঝে খাইলে কচু—

(বসন্ত সিংহের প্রবেশ)

বস। ছোটা বাবু বিদ্যাবাগীশ বাবুকো বোলাতে হেঁ। বাঁড়ুজ্জা বাবুকো ভি চাহিয়ে।

বিদ্যা। বল যে আসতা হেয়।

ভব। (অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া) দেখ, ঘোষজাকো বোলা দে যাও।

বস। জো হুকুম মহারাজ।

(বসন্ত সিংহের প্রস্থান)

বিদ্যা। আপনি এসকল প্রশ্ন এখন কেন কচ্চেন, তার ফল কি?

গোব। তার ফল বুড়ো আঙ্গুল আর কি। যা জানেন তা করুন, আপনি আর উলুবনে মুক্ত ছড়ান কেন?

বিদ্যা। (সক্রোধে) ওটো গোবর্দ্ধন, ওটো।

(বিদ্যাবাগীশ ও গোবর্দ্ধনের প্রস্থান)

ভব। (স্বগত) রাগটা মানুষের পরম শত্রু, রাগে জ্ঞান হত ও অন্ধ হতে হয়। আমাকে সকলেই তিরস্কার কচ্চে, আমি কারু কাছে মুখ তুল্‌তে পাচ্চিনে। জামাই যে অপরাধ করেচেন তা রক্ত মাংসের শরীরে সহ্য হওয়াও ভার, হাতের ঢিল ছেড়ে দিলে আর পাওয়া যায় না। সকলই গ্রহের ফের, আমার এক স্ত্রী যাওয়াতেই আমার সব গেচে, আমার লক্ষ্মী ছেড়ে গেচে। কি শুভক্ষণে আমি তাকে বিবাহ করে এনেছিলাম, যেদিন সে আমার বাড়িতে পা দিয়েচে সেই দিন থেকেই আমার সকল বিষয়ের সুপ্রতুল হয়েচে। সে বেঁচে থাকতে আমি কখন শত্রুর নিকটে পরাভব হইনি, যা মনে করেচি তাই সফল হয়েচে, ধূলো মুটো ধরেচি তো সোণা মুটো হয়েচে। এখন আমাকে শত্রুর নিকটে পদে পদে অপমানিত হতে হচ্চে।

যেখানে সিংহ হয়ে কাল কাটয়েচি সেখানে শৃগাল হয়ে বাস করা বিধেয় নয়। কি করি, কোথা যাই। পরমেশ্বর শেষ দশায় আমাকে যে এমন উৎকট বিপদে ফেলবেন তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তাম না। বোধ করি আমার এই স্ত্রী যাবতীয় অমঙ্গলের মূল। বিপীন ও সরস্বতীর প্রতি এর তাদৃশ যত্ন দেখচিনে, এত বুঝয়েও তো পাল্লাম না, তাতে করে বোধ হয় ভূদেবেরও আমার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মেচে ; কেন না বিপীন আর সরস্বতীর প্রতি তার অত্যন্ত স্নেহ। তাদের গর্ব্ভধারিণী বর্ত্তমান থাকলে আমার সব দোষ ঢেকে যেতো, এখন বিন্দু সিন্ধুবৎ হয়ে উঠবে। আমার চেয়ে নিষ্ঠুর নরাধম পৃথিবীতে আর নাই, যে স্ত্রী হতে আমার শ্রী, ও যা হতে আমি পুত্র কন্যা পেয়েচি, তার মৃত্যুর দুমাস পরেই আমি আবার অন্য স্ত্রী গ্রহণ কল্লাম। শুনেচি ইংরাজেরা এক বৎসর শোক চিহ্ন ধারণ করে, আমার দুদিনও দেরি সইল না।

(নীলমাধব ঘোষের প্রবেশ)।

(চমকে উঠিয়া) অ্যাঁ! হাঁ। (প্রকাশে ঘোষজার প্রতি) বলছিলাম কি, গোপাল বাবুর মেয়ের বিয়ের ব্রাহ্মণ ভোজন নাকি কাল হবে?

ঘোষ। আজ্ঞে হাঁ, বোধ হচ্চে কালই হবে। আজ সকাল বেলা আমি যখন বাগান থেকে আসছিলাম, তখন দেখলাম গোপাল বাবুর বাড়ির কয়েক জন চাকর ঝাঁকা মাথায় করে উত্তর মুখো যাচ্চে, আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম, কিন্তু তারা কোন উত্তর কল্লে না। পরম্পরায় জান্‌তে পাল্লাম যে তারা হাটে যাচ্চে।

ভব। আচ্ছা, সন্দান কর দেখি, কোন ময়রাকে সন্দেশের বায়না দেওয়া হয়েচে, আর কোন গয়লাকেই বা দুধ দয়ের ফরমাস দেওয়া হয়েচে। সত্বর জেনে আমাকে সম্বাদ দেওয় চাই।

ঘোষ। যে আজ্ঞা। (উভয়ের প্রস্থান)

ভূদেবের বৈঠকখানা।

ভূদেব আসীন।

(বিদ্যাবাগীশ ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

ভূদে। আসুন, বসুন, (অনেকক্ষণ পরে) আপনারা দেখচেন কি? আমাদের এ শ্রী আর থাকে না। আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে পৃথক করে দিন, আমার সন্তান সন্ততী কিছুই নাই, আমার ভ্রাতষ্পুত্র ও আমার ভ্রাতষ্কন্যা এরাই আমার সন্তান আর সন্ততী, এদের কষ্টে আমার সমূহ কষ্ট বোধ হয়। দাদা তো উন্মাদ হয়েচেন, তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ হয়ে গেছে। আমি এত দিন বিষয় কর্ম্ম কিছুই দেখি নাই, দাদা কর্ত্তা আছেন তাই জানি, আমাকে দয়া করে যা দেন, আমি তাই যথেষ্ট বোধ করে সন্তুষ্ট হই ও সুখে কাল যাপন করি। আমি কস্মিন কালে এমন কথা বলি নাই যে আমার এতে হবে না এত চাই, কি ভাল পোশাক চাই, কি ভাল খাবার চাই ; যা ওঁয়ার কাছ থেকে আবদার করে চেয়ে নিয়েচি তা কেবল বিপীন আর সরস্বতীর জন্যে। উনি বিবাহ করে অবধি বিপীন আর সরস্বতীর প্রতি যেরূপ অযত্ন কচ্চেন, তাতে করে ওঁয়ার সঙ্গে আমার বনি বনাও হওয়া সুকঠিন। বিষয় কিছু ওঁয়ার স্বোপার্জ্জিত নয়, বিষয় আশয় বলুন, বাড়ি ঘর বলুন, সকলই আমার পিতামহ ঠাকুর করে গেছেন, তার পর পিতা ঠাকুরও অনেক বৃদ্ধি করেচেন, ওঁয়ার আমলে যা বৃদ্ধি হয়েচে তা অদৃষ্টাধীন, বরং উনি মিথ্যা মামলা মকদ্দায় বিস্তর টাকা বরবাদ দিয়েচেন। যা হক, সে কথা আমি এখন ধরি না, ফলে পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হয়ে বাঁদুরের বাঁদরের

মত আমার আর থাকা ভাল দেখায় না। এ পর্য্যন্ত আমি বিস্তর সয়েচি, কিন্তু আর পারি না। আমার নিজের সহস্র কষ্ট ও ক্ষতি আমি অম্লান বদনে সহ্য কত্তে পারি, কিন্তু বিপীন কি সরস্বতীর কিছু মাত্র ক্লেশ আমি সহ্য কত্তে কখনই পারব না, তাতে এস্পার কি ওসপার যা হয় এক খানা হয়ে যাবে। ওদের জন্যে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেচি। আপনারা ভদ্র লোক ও আমাদের পৈতৃক বিষয় গুলিন বণ্টন করে দিন। এই আসনে বসে প্রতিজ্ঞা কল্লাম যে, আমি আজ থেকে বিপীন আর সরস্বতীকে ওঁয়ার মহলে যেতে দিব না, তাতে যা হয় হবে।

বিদ্যা। ছোট বাবু, আমরা বড় বাবু অপেক্ষা আপনাকে অধিক মান্য করি, যেহেতু আপনার শরীরে বিদ্যা আছে, আপনি অনায়াসে মনকে বুঝয়ে শান্ত কত্তে পারেন। বড় বাবুর সম্পূর্ণ দোষ তার আর সন্দেহ নাই, কি করবেন, আকাশে থুতু ফেলতে গেলে গায়ে পড়ে, আপনি রাগ করে শত্রু হাসাবেন না। বড় বাবুর বিবাহে উদেযাগী হয়ে আমরা আপনকার কাছে অপরাধী হয়েচি বটে, কিন্তু কি করি, ভাবলাম এক, হলো আর। যা হক, আপনাদের ভেয়ে ভেয়ে সদ্ভাব আছে বলেই আপনারা সকল বিষয়ে জয়ী হচ্চেন। আপনাদের ঘরাও মনান্তর শুন্‌লে শত্রু পক্ষরা নেচে উঠবে। ভ্রাতৃ বিরোধের বাড়া বিরোধ আর নাই, প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে এর প্রতীকার লেখে না। ভ্রাতৃ বিরোধে অনেক বড় বড় ঘর পয়মাল হয়ে গেছে। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধটো একবার ভেবে দেখুন দেখি। আপনাকে বোঝাই এমন সাধ্য আমাদের নাই, বৃহস্পতিকে বুদ্ধি দেওয়া বড় কঠিন। আপনি না বুঝলে কেউই বোঝাতে পারে না, ফলতঃ ক্রোধের বশীভূত হয়ে এত বড় সংসারটা ছারখার করবেন না, আপনাকে আর অধিক কি বলব।

ভূদে। বাঁড়ুয্যে যে বড় ঘাড় গুঁজে রইলে, কিছুই বলচো না যে?

গোব। আপনার কাছে আমাদের আর মুখ তোলবার যো নেই। মারুণ আর কাটুন বড় বাবুকে একচোট বলব, তা যা থাকে কপালে। সকাল বেলা জামায়ের কথা নিয়ে আমার সঙ্গে বেশ এক হাত হয়ে গেছে, শেষ রাগটা তামাকের উপর দিয়েই গেল। ছোট বাবু! আপনাদের শ্রী থাকলেই আমাদের ডান হাত চলবে, আপনাদের যাতে মঙ্গল হয় তা আমাদের কত্তেই হবে, তা বলে আপনি এত উতলা হয়ে সংসারটা মানে খারাপ করবেন না।

বিদ্যা। চল তো গোবদ্ধন, এখনি যাওয়া যাক। বলতেও তো আর বাকী করা যায়নি, যা বলবার তা অনেক বলচি। এবার যদি না শোনেন, তা হলে আমরা ছোট বাবুর পক্ষ অবলম্বন করব। ছোট বাবু যা বলচেন সকলই ন্যায্য কথা।

গোব। (জনান্তিকে) বিদ্যাবাগীশ মশায়, চল, মজা বেদেচে। (সকলের প্রস্থান)

ভূদেবের শয়নাগার।

(ভূদেব ও মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

ভূদে। আমাদের জামায়ের সঙ্গে গোপাল বাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েচে।

মাত। হিঁ, বেমলা বলছেলো বটে। কবে হলো? এই পরশু তিনি বাড়ি থেকে এয়েচেন গিয়ে বই তো নয়। তারা কি পথে বসেছিল না কি? সে জামাই কি পড়তে পায়, একে মস্ত কুলীন, তাতে আবার যেমন রূপ তেমনি গুণ, দেকলে চকের পাপ পালায়।

ভূদে। তাই তো, জামাই যে শাশুড়ীদের পর্য্যন্ত পটয়েচেন দেখচি।

মাত। তা বইকি, আমি তো আর তোমাদের নতুন বড়বৌ নই, যে জামায়ের পানে হা করে তাকয়ে থাকবো, আর লুকয়ে লুকয়ে জানালা দিয়ে ঢিল মারবো।

ভূদে। সে কি, এ যে আবার নতুন কথা, কার ঠেঁই শুনলে?

মাত। যার ঠেঁই শুনিনে কেন, তোমার সে কথায় কাজ কি।

ভূদে। সত্তি বল, আমার মাথা খাও।

মাত। আমি তো আর শিয়াল কুকুর নই যে লোকের মাথা খেয়ে বেড়াবো। সত্তি, তোমাদের বাড়িতে যা কক্‌খনো হয়নি ত। তোমাদের এই নতুন বৌটি হতে হবে। জামায়ের তো কোন দোষ নেই, যত দোষ ঐ খানকীর। জামাই আর পেটের ছেলে সোমান, তা পোড়ার মুকীর একটু লজ্জা হলো না, (দাড়িতে অঙ্গুলী দিয়া) অবাক করেচে মা! ওর মাও লোক ভালছেলনা, ওদের সাও গুষ্টি অমনি, ওরা কুজড়োর ঝাড়। ওর একটা রাঁড় বোন ঘরে আচে, তার আর ঢলাতে বাকী নেই, কলঙ্কের ডালি মাথায় করে নিয়ে বেড়াচ্চে। ঐ যে চাকা মুকী এয়েচে সে মাগী একটি আসল, মাগী যেন রায় বাগিণী, দেখলে ভয় করে। বাছার যেমন রূপ তেমনি গুণ! আবার ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়ে না, মাগীর এমনি চোঁপা, কথা গুলো শুন্‌লে গা জ্বালা করে, সত্তি কিন্তু। কি বলবো, বট্‌ঠাকুর কি আর কোথাও কনে পাননি, এমন ধারা সব দেখে শুনে কেন বিয়ে কত্তে গেলেন। ভাল, তোমাদেরই বা কি বিবচনা, আন্‌লে তা ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে আন্‌তে পাল্লে না।

ভূদে। বিবাহের কথা আমি কিছুমাত্র টের পাইনি, পাছে অমত করি বলে আমাকে সব বিষয় গোপন করেচেন, বিবাহ হয়ে গেলে তার পরে জান্‌তে পাল্লাম, বিদ্যাবাগীশ মশায় আর গোবদ্ধন বাঁড়ুর্য্যেকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বল্লেন যে এ বিবাহে তাঁরাও মত দেন নি। তাঁরা সুবর্ণপুরের চৌধুরিদের বাড়িতে কথার স্থির করেছিলেন, ছোট মেয়ে বলে দাদার আমার তাতে মত হয় নি। এই মেয়েটি সুন্দরী ও বয়স্থা শুনে আপনি লুকয়ে দেখতে গেছলেন, যেমন দেখতে যাওয়া অমনি একেবারে বিয়ে করে আসা; সুতরাং তাঁরাই বা কি করবেন আর আমিই বা কি করব বল।

মাত। তা যেমন কম্ম তেমনি ফল মশা মাত্তে গালে চড়। যেমন তোমাদের ঘরে বলেননি তেমনি বেশ হয়েচে, আপনার বুদ্ধির দোষে আপনিই সাজা পাচ্চেন। এরপর আরো কত খোঁটা হবে।

ভূদে। সাজা পাচ্চেন আর কই, মজা মাচ্চেন বল। রাত্রে হাসির হোর্রায় আমাদের পর্য্যন্ত ঘুমের ব্যাঘাত হচ্চে, আবার সাজা। কই এই বিপীনের মা তো ছিলেন, তাঁর গলার শব্দ কখন শুনতে পেয়েচো।

মাত। কার সঙ্গে কার কথা, তাঁর কথা ছেড়ে দেও, অমন সতী লক্ষ্মী কি আর হয়, তাঁর মতন লোক পাঁচ খানা গাঁয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি গিয়েই তো আমাদের লক্ষ্মী ছেড়ে গেচে, এত খোয়ার হচ্চে। আমার মা যে মরেচেন তা আমি এক দিনের জন্যেও টের পায়নি, তিনি যাওয়াতেই আমার মা মরার সব দুঃখ এসে উপস্থিত হয়েচে। তাঁর কথা মনে হলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। আহা! ঠাকুরপো কি খাবে, ঠাকুরপো এখনো খেলেনা, বেলা হলো এখনো নাইলে না, তাই নিয়েই ব্যস্ত। যখন তখন বলতেন "কত্তা যেন দরবেরে পুরুষ দরবার নিয়েই মেতেচেন, খাওয়া দাওয়া মনে থাকে না, ঠাকুরপো তো সে রকমের লোক নয়, তবে তার নাইতে খেতে এত বেলা হয় কেন? ছোট বৌ তুই কি আজো কচি খুকিটী আচিস্, ছেলে হলে এদ্দিনে যে পাঁচ ছেলের মা হতিস্, এখনো তোর লজ্জা গেলনা। বলতে পারিস্ নে যে সকাল সকাল করে নাও, সকাল সকাল করে খাও। হ্যা দ্যাখ, মেয়ে মানুষদের ধম্ম কম্ম আর কিচ্ছু নেই, স্বোয়ামীর সেবা কল্লেই তাদের পরকাল ভাল হয়"।

ভূদে। তাতেই বুঝি এত উঠে পড়ে লেগেচো বটে।

মাত। আর ঠাট্টা কত্তে হবে না, সকল তাতেই আমাকে ঠাট্টা করেন। তুমি যদি সকাল করে না নাও, সকাল করে না খাও, তার আমি কি করিব, ছেলে মানুষটি নও যে মেরে ধরে গিলয়ে দেব। বাপরে! এক একবার করে চকরাঙানী দেখলে গায়ের অৰ্দ্ধেক রক্ত শুকয়ে যায়। বাইরে থেকে রাগ করে এসে ঝাল ঝাড়েন আমার উপুর, ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আমিই আচি বই তো নয়। তা যাহক, এখন কি ঠাওরাচ্চো বল দেখি।

ভূদে। ঠাওরাব আর কি। আজকে বিদ্যাবাগীশ মশায় আর গোবৰ্দ্ধন বাঁড়ুয্যেকে ডেকে বল্লাম যে দাদাকে গিয়ে বল, বিপীন আর সরস্বতীকে নিয়ে আমি পৃথক হব, তিনি মাগ নিয়ে আলাদা থাকুন। আর তোমাকেও বলচি, বিপীন কি সরস্বতীকে কদাচ দাদার মহলে আর যেতে দিও না ; জানি কি, কোন দিন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। বংশের মধ্যে ঐ একটি ছেলে আর ঐ একটি মেয়ে, এই তো বংশ বৃদ্ধি। তোমার ভরসা তো বাঁয়ে ছুরি, টুঁ শব্দটি নেই।

মাত। পুরুষ মানুষেও নাকি বাঁজা হয় শুনেচি, তা তুমি বাঁজা কি আমি বাঁজা তা কেমন করে জানবো।

ভূদে। তা জানবার এক ফিকির আছে। তুমি একটা বিয়ে কর, আর আমি একটা বিয়ে করি, দেখা যাক কার ছেলে হয়। চুপ করে রইলে যে, কথা কচ্চোনা যে বড়?

মাত। চুপ করে থাকবো না তো কি, তোমার মত উচ্ছিষ্টির কুচ্ছিষ্টি, তোমার কাথার গড়ন দেখে গা জ্বালা করে। সত্তি কিন্তু, মেয়ে মানুষের যদি বিয়ে কত্তে থাকতো, তাহলে আমি কালই সরস্বতীর বিয়ে দিতুম, যেমন জামাই গেচে তার চেয়ে ভাল জামাই ঘরে আনতুম। ভাল, সরস্বতীর জন্যে কি একটুও ভাবনা হচ্চেনা?

ভূদে। বুক চিরে দেখবার হলে দেখাতাম।-সরস্বতী এ সকল কথা শুনেচে বোধ করি।

মাত। শুনেচে বই কি, এই শুনে পয্যন্ত একটু হাসচে টাসচে দেখতে পাচ্চি, সে রকম কান্না কাটনা এখন আর নেই। আমার সাক্ষাতে কোন কথা ভেঙ্গে বলে না, বেমলার সাক্ষাতে বলেচে নাকি শুনলুম "হ্যা দেখ বেমলা, গোপাল বাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েচে বলে তোরা এত দুঃখ কচ্চিস কেন, সে আরো বেশ হয়েচে। আমি ভাবছিলুম যে রাগ করে গেল, কোথা যাবে তার ঠিক নেই, হয় তো বাগে খাবে কি ভালুকে খাবে কি ডাকাতে মেরে ফেলবে, তা না হয়ে তার যে একটা হিল্লে লেগেচে, তাতে আমার খুব আহ্লাদ হয়েচে। আমাদের বাড়ির চেয়ে সে গোপাল বাবুদের বাড়িতে খুব আদরে থাকবে, কেননা গোপাল বাবুর মেয়ের মা আচে, সে তাকে আত্তি করবে। আমাদের বাড়িতে থাকলে হয়তো কোন দিন তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলত, কি পাগলা গুঁড়ো খাইয়ে দিত, শুনেচি নতুন মার বাপের বাড়ীর ঐ মাগী নাকি অনেক গুণগান জানে। তোরা আশীৰ্ব্বাদ কর, আমার হাতের নোয়া আর শিঁতের সিঁদুর থাকুক, তাহলেই আমার ঢের। মা সিদ্ধেশরী আমার কাকা আর আমার ভাইটিকে বাঁচয়ে রাখুন, আমার ভাবনা কি, সচ্ছন্দে খেয়ে পরে ধম্ম কম্ম কত্তে পারব, তা হলেই এক রকমে দিন কেটে যাবে"। (চক্ষু মাৰ্জ্জন) এমন পাকা পাকা কথা কারু মুখে শুনিনি, বাছা আমার ঠিক মায়ের ধাত পেয়েচেন। তুমি আদ্দিনে আমাকে ধমকে উটলে, তা আমি কি করব বল দেখি, বাছার ঘরের আলনায় থরে থরে সব ভাল কাপড় সাজান রয়েচে, তা পরবেন না। যেদিন অবদি জামাই এখান থেকে এয়েচেন, সেই দিন অবদি বাছা আমার কাল কাপড় পরে থাকেন, দাঁতে মিশি দেন না, পান খান না, ধূলয় কাদায় পড়ে থাকেন, বিচানায় শোন না।

ভূদে। (চক্ষুমার্জ্জন করিয়া গদগদ স্বরে) আমার এ প্রাণ থাক আর যাক জামাইকে বাড়িতে এনে তবে আমার আর কাজ, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে। হেমের সঙ্গে জামায়ের অত্যন্ত প্রণয়, বোধ করি হেম এ সকল সম্বাদ পায়নি, পেলে সে ছুটে আসত। কালই হেমকে পত্র লিখব, আর দাদা রাগ করবেন, তা করুণ, সকাল বেলা বিপীনকে একবার জামায়ের কাছে পাঠয়ে দেব।

মাত। আমি বলি বিপীনকে পাঠয়ে কাজ নেই, তাহলে বট্‌ঠাকুর ভারি রাগ করবেন। চুপি চুপি বেমলাকে পাঠয়ে দেওয়া যাক। সরস্বতী যে সকল কথা বেমলার সাক্ষাতে বলেচে, বেমলা গিয়ে সেই সকল কথা জামায়ের সাক্ষাতে বল্লেই জামাইয়ের মন নরম হবে।

ভূদে। তা হল, বেমলাকেই যেন পাঠান গেল, কিন্তু বেমলাকে তারা যে বাড়ি ঢুকতে দেয় এমন বোধ হয় না। দেখ দেখি, গ্রামের লোকের সঙ্গে অনর্থক ঝকড়া করে মুখ দেখা দেখি থাকে না, তারা আমাদের মন্দ চেষ্টা করে, আমরা তাদের মন্দ চেষ্টা করি, একি খাট দুঃখের কথা! এক গ্রামে একত্রে বাস করবার তাৎপর্য্য কি, না তুমি আমাকে সাহায্য করবে, আমি তোমাকে সাহায্য করব। ঝকড়া করবার জন্যে কিছু একত্রে বাস করবার পস্তুতি হয়নি, তাহলে মানুষেতে কুকুরেতে তফাত কি। একটু আগুণের দরকার হলে প্রতিবাসির বাড়ী থেকে আন্‌তে হয়। এমনি ধারা সব, তোমার যা নেই তা তুমি আমার বাড়ী থেকে নেবে, আবার আমার বাড়ীতে যা নেই তা আমি তোমার বাড়ী থেকে নেব। প্রতিবাসির সঙ্গে প্রতিবাসির সম্বন্ধ এইরূপ, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও তাই, তা নইলে একজন কেন এ মাঠে আর একজন কেন ওমাঠে বাড়ী করে না ; কিন্তু আমরা এমনি বোকা, ঠিক তার উল্‌টো কাজ কচ্চি। গোপাল বাবুর সঙ্গে আমাদের বিবাদের মূল ধত্তে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। প্রথমে একটি খেজুর গাছ নিয়ে ঝকড়ার সূত্রপাত হয়, তার দাম আট গণ্ডা পয়সা, বড় জোর এক টাকা। সেই খেজুর গাছ নিয়ে উত্তর উত্তর বিবাদ বৃদ্ধি হয়ে কমবেশ এ পক্ষের পঞ্চাশ হাজার ও পক্ষের পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এই টাকা কেবল বার ভূতের ভোগে লেগেছে। এই তো টাকা খরচ, তার উপর আবার ছোটলোকের খোসামোদ, ঘরের টাকা দিয়ে লোকের খোসামোদ করা, এর বাড়া পেজমো কাজ কি আর কিছু আছে। স্কুল, রাস্তা, ঘাট কি কোন সাধারণ উপকারের কাজে একটি টাকাও দাদার হাত থেকে বেরয় না, কিন্তু মকদ্দমার নামে হুড় হুড় করে টাকা ঢালেন। দেখ দেখি, আমাদের এখানকার কত লোক আহার অভাবে কষ্ট পাচ্চে, কত লোক চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্চে, গাঁয়ে মড়া পড়ে থাকে, ওঠে না, তার বেলা একটি পয়সা কারু হাত দিয়ে বেরয় না, একটি লোকও কারু বাড়ী থেকে বেরয় না ; এমনে সাক্ষির নামে টাকাও হুড় হুড় করে বেরয়, লোকও পালে পালে যোটে। একি খাট দুঃখ! যা হক গোপাল বাবুর সঙ্গে প্রণয় করা আমাদের খুব উচিত হয়েচে। আমাদের গ্রামে কোন বিবাদ বিসম্বাদ না থাকে হেমের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, হেম ছোকরাও অতি সুবোধ ও ক্ষমবান। আমি বোধ করি, হেমের দ্বারা এ কাজ অনায়াসে সুসিদ্ধ কত্তে পারব। আমার এই অভিপ্রায় শুন্‌লে সে আহ্লাদে নেচে উঠবে, আর তার ভুল নেই। বিনোদও সেখানে আছে, সেও এ বিষয়ে খুব উদ্যোগী। আমার পত্র পেয়ে তারা যে কত আহ্লাদ করবে, তা আমি এইখানে বসেই বেশ টের পাচ্চি।

মাত। ভাল, বট্‌ঠাকুর যদি এতে রাজি না হন, তাহলে কি হবে?

ভূদে। তিনি কেন রাজি হবেন না, এত আর মন্দ কথা নয়। আরও আমি যদি একটু বেঁকে বসি, তাহলে তাঁকে রাজি হতেই হবে।

মাত। আমার ভাবনা হচ্চে, পাছে পরের কোঁদল ঘরে এসে পড়ে।

ভূদে। তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। দাদা কিছু এত নির্ব্বোধ নন, তাঁকে আমরা ভাল করে বোঝালে অবশ্যই বুঝবেন। যাহক্, কাল হেমকে তো পত্র লিখি, হেম বাড়ী আসুক তারপর সব্বাই যূটেপুটে দাদাকে গিয়ে ধরব। দাদাকে রাজি কত্তে পাল্লেই কাজ হবে, কেন না গোপাল বাবু একরকম সাদাসিদে লোক ; আর গোপাল বাবুর কাছে লোকের এজ্জত আছে, তিনি লোকের মান মর্য্যাদা ও উপরোধ অনুরোধ রক্ষা করে থাকেন ; দাদার কাছে তা নেই, ইনি কেঁতো বোড়া, কাঁদুনি শোনেন না। আগে বেশ ছিলেন, এদানি আফিম খেয়ে ভারি কুরুটে হয়ে পড়েচেন। যেমন করে হয় রাজি করবই করব, তাঁর পায়ে রক্ত গঙ্গা হব আরও কি জান, এত দিন এ সকল বিষয়ে ভাল করে চেষ্টা করা হয়নি। আমিও এ পর্য্যন্ত বরাবর দাদার মতেই মত দিয়ে গেচি, আর সকলেও দাদাকে উৎসাহ দিয়েচেন, তাতে করে এগুলো যে মন্দ কাজ তা তিনি এ পর্য্যন্ত জানেন না। আর সকল কাজেতেই প্রায় জয়ী হতেন, তাতে করে উত্তর উত্তর আরো বুক বেড়ে গেছে, এখন ঠেকেচেন অবশ্যই শিখবেন ঈশ্বরেচ্ছায় ঝকড়া ঝাঁটি গুলো মিটে গেলে দেখতে পাবে যে আমাদের গাঁয়ের কে... সুখ হবে ; রাস্তা, ঘাট, স্কুল সব হবে। গাঁয়ে দলাদলি থাকলে তাবৎ লোকই আসকারা পায়, কুকর্ম্মের শাসন হয় না, যে যা মনে করে সে তাই করে। এ দলে আঁটা আঁটি কত্তে গেলে ও দলে গিয়ে আদর পায়। ঝকড়া ঝাঁটি থাকতে এ গাঁয়ের আর ভদ্রস্থ নেই। যে গাঁয়ে দলাদলি এসে ঢোকেন, সে গাঁ থেকে মা লক্ষ্মী বাপ্ বাপ্ করে পালয়ে যান। যা হক, কাল এর একটা হেস্ত নেস্ত করে তবে আর কাজ।

(যবনিকা পতন)

-শিবতলা।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভগবান রায় আসীন।

বিশ্ব। এখনকার কালে ভাল মানুষের ভাল দেখতে পাওয়া যায় না। দেখ, দিগম্বর হালদার মানুষটি অতি নিরীহ, কারু পাত খানি কেটে ভাত খায় না, তার ঘর গেল, বাড়ী গেল হেদে ধানবেচে যে টাকাগুলি পেলে তা শুদ্ধ গেল। আর দেখ, কেশব মুখুয্যের তুল্য সৎলোক আজকের বাজারে পাওয়া যায় না, তার দশা দেখ ; তবু ব্রাহ্মণ যে বেঁচে উঠেচে এই ঢের।

ভগ। দিগম্বর হালদারের ঘরে আগুণ দেওয়ার বিষয়ে অনেকে গোরাচাঁদ চাটুয্যেকে সন্দে করে।

বিশ্ব। কেমন করে জানব বল ভাই, আবার কেউ কেউ বলে গোবিন্দ ভটচায্যির কর্ম্ম। যে করুক, এমন কাজ কি কত্তে আছে।

ভগ। বিনোদ হালদারের উপর এদের দুজনকারই ভারি রাগ দেখতে পাই, বলে বেটার অতিশয় দেমাক হয়েচে, সকলকার মুখের উপর শক্ত বলে, কিসের দেমাক করে তার ঠিক নেই।

বিশ্ব। কই, বিনোদ তো অশিষ্ট নয়, বিনোদ এখনে মাটির মানুষ, তবে কিছু মুখফোড় হয়, অন্যায় সইতে পারে না, মুখের উপর পট করে বলে ফেলে। আমি বলি ও রকম মানুষ এক প্রকার ভাল, দোষের কথা সাক্ষাতে যে বলে সেই তো বন্ধু, আর দোষের কথা লুকয়ে যে অন্যের সাক্ষাতে গপ্প করে সে শত্রু। এতে যিনি রাগ করেন, তিনি ঘরের ভাত জেয়াদা করে খান।

ভগ। তুমি যা বলচো দাদা, সে কথা ঠেলতে পারিনে, তবে কি জান, এই আমাদের যে দেশে বাস, সেখানে ও সব রকম চলে না।

বিশ্ব। চলে না, দুঃখী বলেই চলে না, যাদের টাকা আছে, বাড়ীতে পাক সিক আছে, তারা কারু বাড়ী থেকে মাগ কেড়ে নিয়ে গেলেও তো কেউ কিছু কত্তে পারে না, করা ওদিকে থাক, মুখেও আন্‌তে পারে না, বরং তাদের আরো ভয় করে খোসামোদ করে। এই দেখ, ভবদেব বাবু একটা মানুষকে গুম করে অনায়াসে পার পেয়ে গেল, কই, কেউ কিছু তার কত্তে পাল্লে।

ভগ। হাঁ, সে গুমের মকদ্দমার কি হলো দাদা?

বিশ্ব। হবে আর কি, জিঁতেচে নাকি শুনচি। মকদ্দমা রে ভাই সাক্ষির মুখে, হয় কে নয় করে ফেলে, প্রমাণ না পেলে হাকিম কি করবেন। আরো কি জান, এই টাকার জোর থাকলেই সব দিকে জয়, ওর এখন খুব সময়, যা ধচ্চে তাই করে তুলচে। কেমন কালের গতি, এখনে দেখ দিগম্বর হালদারের ঘর পুড়ে গেল, কেশব মুখুয্যের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল। যুধিষ্ঠির বনে গেল, আর দুর্য্যোধন রাজা হল, ওর কিছুই বলা যায় না।

ভগ। কজন ডাকাত ধরা পড়েচে তা শুনেচেন, জিনিষপত্র সব বেরয়েচে।

বিশ্ব। কই না, তা তো কিছুই শুনিনি। গোপাল বাবুর বাড়ী থেকে যাদু সদ্দারকে ধরে নিয়ে গেছে এই পর্য্যন্ত জানি রে ভাই।

ভগ। সেই যাদু সদ্দারই সব সন্ধান বলে দিয়েচে। দারোগাটা খুব সেয়ানা লোক, যাদু সদ্দারকে বলেচে মালের সন্ধান করে দিতে পাল্লে বক্‌সিস পাবি, তাই যাদু সদ্দার সব দেখয়ে দিয়েচে নাকি। ডাকাতি কমিসনর হয়ে দিন কতক লোকের খুব উপকার হয়েছিল, চোর ডাকাত বেটারা আচ্ছা জব্দ হয়েছিল, ধড়াধড় বেঁধে নিয়ে গিয়ে তুরং ঠুকত। সেটা উঠে গিয়ে কিন্তু ভাল হয়নি, আবার উৎপাত আরম্ভ হয়েচে। যাদের টাকা আছে তাদেরই ভাবনা।

বিশ্ব। তা হক রে ভাই, এখন দিগম্বর হালদারের টাকা গুলো পাওয়া গেছে কি না বলতে পারিস্।

ভগ। প্রায় সব পেয়েচে, কিছু নাকি এদিক্ ওদিক্ হয়েচে। শুনলাম দারোগা বেটা কিছু হেতয়েচে।

বিশ্ব। কি খুসীই কল্লে ভাই, তবু ভাল, এখন জান্‌তে পাল্লাম যে ঈশ্বর আছেন।

ভগ। ঈশ্বর নাই কে বলে দাদা, সে কি কথা, এত বড় রাজ্যের সমূদায় কার্য্য কে করে, তিনিই একাকী স্বহস্তে সব কচ্চেন। চন্দ্র, সূর্য্য, অনল, অনিল প্রভৃতি সব্বাই তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে যথা নিয়মে ফিরচেন ও বিধিমতে আমাদের উপকার কচ্চেন।

প্রভাকর খর খর শিরে করে ছুটিয়ে।
যথা স্থানে অবস্থান ভোরে ভোরে উঠিয়ে॥
ক্রমে ক্রমে পথ ভ্রমে দীপ্ত দেহ দুলিয়ে।
চারি যাম সারি কাম বাড়ি যান চলিয়ে॥
যশোধর শশধর ব্যোম যানে আসিয়ে।
কান্ত করে শান্ত করে ধ্বান্ত হরে হাসিয়ে॥
মহীসতী বুক পাতি নগ নদ বহিছে।
তাঁর ভয়ে মাটি হয়ে কত ভার সহিছে॥
উদ্ধ শিরে ঘুরে ফিরে পুতাশন ধাইছে।
অনিবার সবাকার ঘর দ্বার খাইছে॥

অনলের বিরাগের বারণের কারণে।
জল আছে পড়ে কাছে ঢেলে দেও চরণে॥
গন্ধসহ গন্ধবহ ইতস্তত মেতেছে।
সবাকার নাসিকার দ্বারে গিয়ে দিতেছে॥
ঘন চয় করে ভয় শূন্যময় ঘুরিছে।
মাঝে মাঝে ধরা মাঝে বৃষ্টি ধারা পূরিছে॥
পেয়ে জল করে বল শস্য দল বাড়িছে।
বায়ু পেয়ে খুসী হয়ে মাথা সব নাড়িছে॥
ফল ভরে সবে পরে নত শিরে দুলিছে।
কৃষাণের জীবনের আশা তায় ঝুলিছে॥
যাহা দেখ যাহা শুন ঘোরে তাঁর মায়াতে।
আমি বল তুমি বল বাঁচি তাঁর দয়াতে॥
মায়া ভুলে মন খুলে ধর তাঁর চরণে।
সদাশিব পাবে জীব ভয় যাবে মরণে॥
শুন শুন বলি মন নিত্যধন ধর রে।
হরি কাম করি নাম পরিণাম তর রে॥

বিশ্ব। তাও সব দেখতে পাচ্চি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা যায় না, বড় কঠিন ব্যাপার।

ভগ। কঠিন কি দাদা, কঠিন ভাবলেই কঠিন। আমি তো সোজাসুজি এই বুঝি যে, ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা, আমাদের ঘরের পিতার অপেক্ষাও তিনি বড় ; কেননা এ পিতার অনাবধানতা জন্য কখন কখন আমাদের ঘরে আহারের কষ্ট পেতে হয়, ও সুখ হতে ভ্রষ্ট হতে হয়, কিন্তু সেই পরম পিতা আমাদের আহারের ও সুখের বিলি একেবারে করে দিয়েচেন, ও সে সকল আহরণের জন্য আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বুদ্ধি সঙ্গ দিয়েচেন, আমরা নিয়ে থুয়ে খেয়ে দেয়ে সুখ কত্তে পাল্লেই হলো। মনে মনে ভাবতে হবে যে যাঁর দ্বারা আমরা এত উপকার পাচ্চি, তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া ও তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা খুব উচিত। সত্য কথা, আর পরোপকার, এই দুটিকে হৃদ্বদ্ধ কল্লে কোন ধর্ম্মেরই আর অনটন থাকে না। আরও ভাবতে হবে যে আমরা যত লুকয়ে যত কুকর্ম্ম করিনে কেন, সব তিনি দেখতে পান, ও তার জন্য শাস্তি দেন, তাহলে কুকর্ম্ম কত্তে ভয় হবে। সুতরাং কুকর্ম্ম না ঘটলে বিপদ ঘটবারও সম্ভাবনা আর থাকে না। কুকর্ম্ম কল্লে যে দণ্ড হবে না, তা কখনই মনে করবেন না, আজই হক, কি দুদিন গৌণেই হক, হবেই হবে। সুকর্ম্মেরও ফল তেমনি জানবেন। ভাল কাজ আর মন্দ কাজ এ সর্ব্বাই বুজতে পারে, দিবসের শেষে যখন আমাদের আব কোন কাজ কর্ম্ম না থাকে, তখন ভেবে দেখা উচিত যে আজ আমরা কি কি কাজ কল্লাম। যদি কোন মন্দ কাজ করে থাকি, তার জন্য দুঃখ করা ও ঈশ্বরের কাছে মাপ চাওয়া আমাদের কর্ত্তব্য, তা হলে কাল আবার তেমন ধারা কাজ কত্তে ভয় হবে। আর একটা কথা বলি, এই আমাদের এখানে সব যেমন ধারা কচ্চেন, ধন থাকলেই যে মস্ত হয়ে লাফালাফি কত্তে হয়, তা নয়। খুঁড়য়ে বড় হতে গেলেই আছাড় খেতে হয়। (তোমার টাকা আছে, বেশ তো, সেই টাকা দিয়ে লোকের উপকার কর, যারা খেতে না পায় তাদের খাওয়াও, যারা পরতে না পায় তাদের পরাও,) কাণা খোঁড়া প্রভৃতি যাদের সম্পূর্ণ অভাব, তাদের ঘরে দেও যে কত আশীর্ব্বাদ করবে।

রূপে মেতে গুণে মেতে আর ছার ধনে।
হরকাল পরকাল নাহি ভাব মনে॥
আছে বটে রূপ গুণ আছে বটে ধন।
তার তরে তম তব কিসের কারণ॥
তোমা চেয়ে তাবড় তাবড় বহু আছে।
কোথায় লাগ বা তুমি তাহাদের কাছে॥
তবে কেন বড় বলে কর অহঙ্কার।
করিতেছ চক বুজে পর অপকার॥
হরিতেছ পর ধন মারিতেছ দীন।
তার প্রতি খুব জোর যারা অতি ক্ষীণ॥
বসে কসে মার সার যে জন না ঝোঁকে।
ল্যাজ তুলে মার দৌড় বড় যদি রোকে॥
মশা মাছী মেরে কেন কর ফতো জাঁক।
যাও না বাঘের কাছে পোস্বা হবে চাক॥
বসিয়াছ বন গাঁয়ে হ্রয়ে শ্যাল রাজা।
করিতেছ দুঃখীদের হাড় ভাজা ভাজা॥
বালীশেতে ভুঁড়ি কাত মুখে আলবোলা।
হুকুম সাদের যেন নবাবের পোলা॥
এইরূপে হরিতেছ ভরিতেছ থলে।
মরণ সময়ে নাহি বেঁধে দিবে গলে॥
বড় যদি হতে চাও ছোট হও ভাই।
হিংসা তাপে তনূ পুড়ে হবেনাকো ছাই॥
অধ দিকে দৃষ্টি ভাই যতই করিবে।
মানসিক তাপ তুমি ততই হরিবে॥
দয়া দেবী দেহে আসি দীপ্তি প্রকাশিবে।
দুর্গত দীনের দুঃখ হাসিয়ে নাশিবে॥
বিবাসে বসন দিবে অশন ক্ষুধিতে।
বিমল শীতল জলে তুষিবে তৃষিতে॥
শোকাতুরে দিবে প্রিয় প্রবোধ বচন।
রোগাতুরে করাইবে ঔষধ সেবন॥
যেখানেতে দয়া থাকে ধর্ম্ম তথা যায়।
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে পাপ তাপেরে তাড়ায়॥
আত্ম তূল্য সবে ভেবে যদি কর কাজ।
কোন কালে কারু কাছে পাবেনাকো লাজ॥
অন্য হতে যে কারণে কষ্ট বোধ কর।
সে কারণ অন্য প্রতি সম্বর সম্বর॥
যে ধন করে না পর দুঃখ বিমোচন।
যে মন না ধায় পর হিতের কারণ॥

যে দেহ করে না কভু পর উপকার।
বৃথা ধন বৃথা মন বৃথা দেহ তার॥
তাই বলি পর হিতে দেহ দেহ মন।
মিথ্যা পরিহরি লও সত্যের শরণ॥
তোমার মঙ্গল যিনি অহরহ চান।
কৃতজ্ঞতা সুরে কর তাঁর গুণগান॥

বিশ্ব। পরোপকারই বল, আর সত্য কথাই বল, তা আমাদের এখানে পাবার যো নেই। উপকার করা চুলয় পড়ুক, সব্বাই সব্বাকের মন্দ চেষ্টাই তো করে দেখতে পাই। কি আশ্চর্য্য! কেউ কারু ভাল দেখতে পারে না হে! দুসন্ধে আঁচয়ে পান খেয়ে ফরসা কাপড় পরে যদি বেরুলে, তো কিসে বেটা উচ্ছন্ন যায়, সব্বাই তারি চেষ্টা করে, কিছুতে না পাল্লেও অল্পে ছাড়ে না, নিদেন ঠাট্টা করে নিন্দে করে তাকে একেবারে মাটি করে ফেলে। কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা উদিকে থাক, বরং আরও জড়য়ে ফেলবার চেষ্টা করে ; এমনে মুখে এমনি জানায় যে তার বাড়া আত্মীয় তোমার আর নেই। প্রথমে বন্ধু হয়ে প্রবেশ করে বিশ্বাস জন্মে তার পর সর্ব্বনাশ করে। কেউ কেউ বলেও থাকেন শুন্‌তে পাই যে আত্মীয়তা না কল্লে মন্দ করবার খুব বাগ পাওয়া যায় না। বাগে পেলে তো কেউই ছাড়েন না দেখচি। এখানকার তাবৎ লোকটাই প্রায় পরশ্রীকাতর, কেউ কারু ভাল দেখতে পারে না, সব হিংসায় পোরা। তারা মনের দোষে আপনাপনিই কিন্তু সাজা পায়। আরও হয়েচে কি জান ভাই, এই উপকার কল্লেও কেউ মানে না, এই দেখ, কেশব মুখুয্যের বাপ পিতমোর না খেয়েচে এমন লোকই প্রায় এখানে নেই, আর ওরাও বাপ [illegible]য়ে সাত গুষ্টি লোকের কিসে ভাল হবে তারি চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু তাদের এই বিপদে অনেকে হেসেচেন। এই একজন ভবশঙ্কর বাঁড়ুয্যে, ওর যখন সময় ভাল ছিল, তখন অনেকের চাকরি করে দিয়েচে, বাসায় যে গেছে তাকেই আদর করে খাইচে পরয়েচে, যার চাকরি করে দিতে দেরি হয়েচে, তার বাড়ির খরচ পর্য্যন্ত আপনার গেঁটে থেকে দিয়েচে, কিন্তু তার এই দুঃসময়ে কেউ একবার উঁকিটি মারেন না ; বরং তার একজন পরমাত্মীয়, যার পেটে আজও ভবশঙ্করের ভাত গজ্ গজ্ কচ্চে সে ওদিনে ভবশঙ্করের যৎপরোনাস্তি অপমান কল্লে। আহা! ব্রাহ্মণের কান্না দেখে আমি আর কেঁদে বাঁচিনে। এখানে আর এক মজা দেখেচো, এই সব ফুল তুলে বিল্লিপত্র পেড়ে পূজো আহ্নিক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, তার পর লম্বা লম্বা ফোঁটা কেটে নামাবলি খানি গায়ে দিয়ে বকা ধার্ম্মিকের মতন আস্তে আস্তে পা ফেলেন, তাঁদের ঘরে সব চেন তো? তাঁরা আরও ভয়ানক লোক। তাঁরা আপনাদের দোষকে আমল দেন না, কেবল পরের নিন্দে নিয়েই হেসে হেসে কাল কাটান, চক বুজে নাক ধরে প্রতিবাসির সব্বনাশের পন্থাই কেবল ঠাওরান, মালা হাতে করে মুখে হরি হরি বলেন, কিন্তু মনে মনে কেবল এর হরি, ওর হরি, ওকে হরি, তাঁদের প্রায় সকল ইন্দ্রিয়ই প্রবল। এখানকার লোক সব ভারি বিশ্রী রে ভাই, ভুলেও সত্য কথা কেউ মুখে আনে না, বরং মুক্তকণ্ঠে বলে যে মিছে কথা না কইলে ভাত হজম হয় না।

ভগ। যা বল্লেন হিংসক লোকেরা আপনা হতেই কষ্ট পায়, তারা মনের ক্লেশ ডেকে আনে। সুখ দুঃখ সব আপনার মনে, মনকে যদি খাটী করা যায় তো দুঃখ কাছে ঘেঁষতে পারে না, মন্দকে যদি ভাল ভাবা যায়, সেও ভাল হয়, আবার ভালকে যদি মন্দ ভাবা যায়, সেও মন্দ হয়, আমি তো মোটামুটি এই বুঝি দাদা। সন্ধ্যা আহ্নিকের কথা বলচেন, এখানে ঈশ্বরের

উপাসনা কচ্চি বলে কি কেউ সন্ধ্যা আহ্নিক করেন? কত্তে হয়, কল্লে লোকে ভাল বলবে, তাই করেন। সন্ধ্যা আহ্নিক যা করেন তার অর্থ প্রায় কেউই জানেন না, অর্থ জানা ওদিকে থাক, শুদ্ধ করে আওড়াতেও কেউ পারেন না, ঠিক পাখির রাধাকৃষ্ণ বলা ; এমনে আবার মনে বিশ্বাস আছে যে ত্রিসন্ধ্যা কল্লেই দিনগত পাপ ক্ষয় হয়। এই বিশ্বাস আরও সর্ব্বনাশের মূল ; এমন ধারা বিশ্বাস আছে বলে তাঁরা পাপ কর্ম্ম কত্তে ভয় করেন না ; মনে স্থির করে রেখে দিয়েচেন যে এখনি বাড়ী গিয়ে সন্ধ্যা করব, তাহলেই হলো, আর ভাবনাটা কি, সব পাপ কেটে যাবে। আমি বলি ওরকম সাপের মন্ত্র আওড়ান অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকলে মনোগতভাবে আপন বাক্যে তাঁর উপাসনা করা ভাল। বাক্য বিন্যাস করে তাঁর উপাসনা করা বাহুল্য, তাঁকে কত্তা বলে জেনে সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করে তাঁর আজ্ঞা প্রতি পালন কল্লেই তাঁর প্রিয় কার্য্য করা হয়, ও তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন ; তার প্রমাণ দেখুন, যে ছেলে কথা শোনে তাকে কত ভাল বাসতে হয়, আর যে ছেলেটা বল্লে শোনে না, তাকেই বা কত ভালবাসা যায়। মন যুগয়ে কাজ করুক বা না করুক বল্লে কল্লেও ভাল বাসতে হয়। দেখুন, আপনার সন্তান অবাধ্য হলে লোকে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে থাকে। দাদা! সকলই বৃথা! মলেই সব ফুরুলো, তবে যে কটা দিন বাঁচতে হয়, লোকে যাতে সুখ্যাত করে তাই করা উচিত। এই তো শরীর, কখন আছে কখন নেই, হয় তো এখনি প্রাণ বেরয়ে যেতে পারে, তা হলে সব পড়ে থাকবে, কেউ সঙ্গে যাবে না ; তবে কেন রে বাবু! এত দেমাক করিস্, আর বিষয়ের প্রতি লোভ করে পরের মন্দ করিস্। মরে গেলে কিছুই থাকবে না, থাকবার মধ্যে সুখ্যাত আর অখ্যাত, এই বিবেচনা করে কাজ কল্লেই সব দিক বজায় থাকবে। সংসার ধোঁকার টাটি, যাত্রার আসর।

সংসার সাজ ধরে সেজে নানা সঙ।
ঘুরে ফিরে নেচে গেয়ে করে নরে রঙ॥
কেহ বা পুরুষ সাজে কেহ বা কামিনী।
ধরায় পতিরে পায়ে হইয়ে ভামিনী॥
কেহ ভিস্তি ঘাড়ে করে কেহ ঝাড়ু ধরে।
"তলব নামিলে বাবু" বলে গান করে॥
কেহ রাজা কহে প্রজা কেহ কাঁধে বয়।
কেহ গোঁপে চাড়া দিয়ে চড়া চড়া কয়॥
কেহ প্রভু বেশে দাসে ভাষে কটু বাণী।
কেহ ঢলাঢলি ভজে ভাঁড়ে মা ভবানী॥
কেহ হনুমান কেহ কেহ সীতা রাম।
কেহ বা রাবণ হয়ে বলে "বড়া হাম॥
ধর ছাতি মার জুতি বোলাও বেহারা"।
ভয়ে ছেলে কেঁদে উঠে দেখিয়ে চেহারা॥
কড়া বলে কোড়া মারে দশ মুখ নাড়ে।
শেষ সব ঝোঁক পড়ে মশালচীর ঘাড়ে॥
মুনি এসে বাসদেবে মারে চড় কীল।
রোগা যোগা হলে তার দাঁতে লাগে খিল॥
কেহ মারে কেহ খায় কেহ গালি পাড়ে।

কেহ লাফ দিয়ে কারু চড়ে বসে ঘাড়ে ॥
কাণা ভিক্ষু হয়ে কেহ ফিরে দ্বারে দ্বারে।
কেহ কিছু দেয় কেহ কেহ ধরে মারে॥
বেশ করে বেশ করে লও এই বেলা।
ভেলা নাচ ভেলা গাও মেলা পাবে পেলা।
ভাল গান শুনে সবে লভিয়ে উল্লাস।
করে বেশ বেশ ভাই সাবাস সাবাস॥
যদি না লাগাতে পার কর ভেড়া গোল।
মেরে ধরে খেদাইবে কেড়ে নিবে ঢোল॥
নিশাকালে এইরূপ কত খেলা খেলে।
উষা এলে চলে যাও ভূষা সব ফেলে॥
কিছুই কিছুই নয় জেনে রাখ সার।
নয়ন মুদিলে ভাই সব অন্ধকার॥
পাইয়াছ হস্ত পাদ চক্ষু কর্ণ নাসা।
পাইয়াছ বুদ্ধি বল সব চেয়ে খাসা॥
ভাল করে কাজ করে লও এই বেলা।
ফুরালে মানের ঘর নাহি পাবে পেলা॥
হেলা করে বেলা আর ভাল নয় ফেলা।
মেলা মনে ঠেলা মেরে কর তাঁর চেলা॥
কই কই করে কেন কর হই হই।
হাতে দই পাতে দই তবু কও কই॥
কেহ নাই দিতে ভাই এক তিনি বই।
ভুলোনা ভুলোনা তাঁরে কই পই পই॥

সম্পূর্ণ।

জমীদার দর্পণ

নাটক

শ্রীমীর মশাররফ হোসেন কর্তৃক
প্রণীত

কলিকাতা
সিমূলীয়া ২০১ নং কর্ন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট
মধ্যস্থ যন্ত্রে
শ্রীপ্রাণসর্ব্বস্ব চক্রবর্তী কর্তৃক
মুদ্রিত

১২৭৯ বঙ্গাব্দ

উপহার

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মাহাম্মদ আলী সাহেব পূজ্যপাদেযু

আর্য্য ! আপনি আমাদের বংশের উজ্জ্বল মণি বিশেষ। আমাকে বাল্যকাল হইতে একাল পর্যন্ত অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছেন। সামান্য উপহার স্বরূপ, আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি। একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক শত্রু দর্পণ খানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

আজ্ঞাবহ

শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন

পাঠকগণ সমীপে নিবেদন

নিরপেক্ষ ভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় "জমীদার দর্পণ" সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন।

কুষ্ঠীয়া, লাহিনী পাড়া
সন ১২৭৯ সাল, চৈত্র।

অনুগত
শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন

নাটকোক্ত পুরুষগণ

হায়ওয়ান আলী	...	জমীদার
সিরাজ আলী	...	জমীদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
আবুমোল্লা	...	অধীনস্থ প্রজা

জামাল প্রভৃতি ... জমীদারের চাকরগণ। জিতুমোল্লা, হরিদাস ... সাক্ষীদ্বয়।

আরজান বেপারী, জুরি, নট, সূত্রধর, মোসাহেব চারিজন, জজ, বারিষ্টার, ডাক্তার সাহেব, ইন্‌স্পেক্টর, কোর্ট সব্ ইন্‌স্পেক্টর, উকীল, মোক্তার, পেস্কার, ম্যাজিস্ট্রেট, কনস্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

নূরন্নেহার ... আবুমোল্লার স্ত্রী　　আমিরণ ... আবুমোল্লার ভগ্নী

কৃষ্ণমণি (বৈষ্ণবী), নটী।

জমীদার দর্পণ

নাটক

প্রস্তাবনা

(সূত্রধরের প্রবেশ)

সূত্র। (পাদচারণ করিতে করিতে)
হা ধর্ম্ম! তোমার ধর্ম্ম লুকাল ভারতে ;
জমীদার অত্যাচারে ডুবিলে কলঙ্কে!
পাতকীয় কর্ম্ম দোষে হলে পাপভাগী,
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়—
না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী,
দ্রুত বেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া দুকূল ;
রাজ-প্রতিনিধি রূপী মধ্যবর্ত্তী সম,
জমীদার! রাজ-রূপে পালক প্রজায়,
সর্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী।
রবি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে
করেন শীতল করে ভুবন শীতল,
সে পদবিহীন পদে শোষিছে মেদিনী,
শোষে যথা চৈত্র মাসে খর প্রভাকর,
নদ নদী জলাশয় খরতর করে।
কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এ দেশে,
স্মরিয়ে বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে
ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জ্বলন্ত আগুন,
তুষানলে জ্বলে যথা ঢাকা হুতাশন
ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ
সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর।

(নটের প্রবেশ)

নট। একা একা পাগলের মত কি ব'লছেন?

সূত্র। কেন? অন্যায় কি ব'লেছি, সত্য ব'লতে ভয় কি?

নট। আমি সত্য অসত্যর কথা ব'লছিনে, ভয়ের কথাও ব'লছিনে। বলি কথাটা কি?

সূত্র। কথা এমন কিছু নয়। কলিকালে প্রজারা মহা সুখে আছে। কলিরাজও প্রজার সুখ-চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত, কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে, এরি সন্ধান ক'চ্ছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্ব্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য ক'র্চ্ছে তার খোঁজ খবর নেই।

নট। কেন এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, ধনী নির্ধনী, সুখী দুঃখী সকলি সমান। সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজ কাল আবার দীন দুঃখীদের প্রতিই বেশী টান।

সূত্র। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! সহরে তাদের কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র ; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না! ব'লব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট। কি কথাই বল্লেন, বাঘ বুঝি আর জানওয়ার নয়?

সূত্র। আপনি বুঝতে পারেন নাই। এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই—লেজও নাই। এরা খাসা পোষাক পরে, দিব্বি সরু চেলের ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও গদীর আশে পাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হ'চ্ছে তাই ক'র্চ্ছে। বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমান ভয়ে নিজে কোন কার্য্যই করে না। ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলি অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নাই। দেখতে খাসা হাত, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী হাতে করে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়। কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়' এরা আবার দুই দল।

নট। দল আবার কেমন?

সূত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট। ঠিক বলেছ। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চমকে যায়—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক!!

সূত্র। এখন পথে এস। আমিও তাই বল্‌ছি।

নট। থাক্ ও সকল কথা আর বলে কাজ নাই, কি জানি।—

সূত্র। কেন বলব না? আপনি তো বলেছিলেন যদি কোনো দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনের কথা ব'লবো। আজ আমাদের সেই শুভদিন হয়েছে।

নট। কি ক'রে?

সূত্র। একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না?

নট। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের আজ পরম ভাগ্য।

সূত্র। আর বিলম্বে কাজ নাই! আমাদের চির-মনোসাধ আজ পূর্ণ ক'রবো। যত কথা মনে আছে সকলি ব'লবো। এমন দিন আর হবে না। কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্সা এই রঙ্গ-ভূমিতে উপস্থিত ক'র্ত্তেই হবে।

নট। তাই তো ভাব্‌ছি, কোন নক্সা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল ক'রে বেছে নিতে হবে?

সূত্র। আপনি শুনেন নাই "জমীদার দর্পণ নাটকে" যে নক্সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে!

নট। তবে আর কথা নাই, আসুন তারই যোগাড় করা যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পুষ্পাঞ্চলে করিয়া নটীর প্রবেশ।)

নটী। বেশ, ইনি তো মন্দ নন। আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন? পুরুষের মন পাওয়া

ভার। নারী জাত্‌কে ঠকাতে পাল্লে আর কসুর নেই। তা যাক্ আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারি নে। এই অবসরে মালাটা গেঁথে নেই।

(উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সঙ্গীত)

রাগিনী মল্লার—তাল আড়া।

পাষাণ সমান প্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
মনে এক মুখে আর ভিন্ন-ভাব অন্য মতি॥
কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে
হাসি হাসি কতবোলে বলে,
মজায় অবলা জাতি॥
নিত্য নব বসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,
দ্বিপদ ষট্ পদগুণ, কি হবে এদের গতি॥
এই মালা নিয়ে আজ আমোদ ক'রবো।

(নটের প্রবেশ)

নট। প্রিয়ে! সকলই তো বলেছি, আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম। এখন আর বিলম্ব কি ; আর কথাই বা কি?

নটী। না, আমার আর কোনো কথা নাই ; আপনি যা মানস করেছেন, আমি কি আর তাতে কোন বাধা দেই? দেখুন আমি মনের সাধে এই মালা ছড়াটি গেঁথেছি, এই হাতে ঐ গলে পরাব ব'লে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

নট। (সহাস্যে) একবার তো পরিয়েছ, আবার কেন?

নটী। (মৃদু হাস্যে) এও এক সুখ!

নট। প্রিয়ে! মালা তো পরালে এখন একটী গান গাও।

নটী। আর কি গান গাইব? মনের কথাই বলি, কিন্তু আপনি না বল্লে আমি ব'লবো না।

নট। তাতে আর ক্ষতি কি?

(উভয়ের সঙ্গীত)

লক্ষ্ণৌয়ের সুর—তাল কাওয়ালি।

মরি দুর্বল প্রজার পরে অত্যাচার
কত জনে করে, করে জমীদার॥
তারা জানে মনে, জমীদার বিনে,
নাহি অন্য কেহ, দুঃখ শুনিবার।
প্রজা কত সহে, কিছু নাহি কহে,
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর॥
জমীদার ধরে, জরিবানা করে,
মনো সাধ পূরে, নাশিছে প্রজার।
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন
দেখাইব আজি অভিনয় তার॥ (উভয়ের প্রস্থান)

পটক্ষেপন (নেপথ্যে সঙ্গীত)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

ওরে প্রাণ মিলন সলিলে কর দান

যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ,
বিনে প্রেম-বারি পান।
মন প্রাণ সঁপেছি হেরে ও বয়ান,
তবে কেন হেন জনে হান প্রিয়ে বিষ বাণ?

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর
হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা
হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন।

হায়। দেখেছো?

প্র, মো। হুজুর দেখেছি।

হায়। কেমন?

প্র, মো। সে কি আর বলতে হয়, অমন আর দুটী নাই।

হায়। কিন্তু ভারি চালাক, কিছুতেই পড়ছে না!
তোমরা বোধকর সামান্য ; কিন্তু আমি বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখেছি, স্বভাব-চরিত্র যতদূর জেনেছি তাতে বোধহয় সেটি অসামান্য!

প্র, মো। অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন?

হায়। টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না।

প্র, মো। ওর স্বামীও তো এমন সুশ্রী নয় যে, তাতেই ভুলে রয়েছে।

হায়। না তাই বা কি করে? আবুমোল্লা নব কার্ত্তিক। বিধির নির্বন্ধ দেখ, চাষার হাতে গোলাপ ফুল, একি প্রাণে সয়? "হায় বিধি! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।"

প্র, মো। (ক্রোধে) কি আর বলবো! যদি আমার হাতে পড়তো, তবে দেখতে পেতেন, কি কৌশলে হাত কর্ত্তুম! শুধু টাকাতেও হয় না, কথাতেও হয় না, পায়ে ধল্লেও হয় না, হওয়ার আরো উপায় আছে ; একদিন—

হায়। আমি যে না বুঝি তা নয়। যে কাজ, তাতো জানতেই পাচ্ছো, তাই যদি বলপূর্ব্বক করা হয়, সে আরও অন্যায়। অর্থের লোভ দেখিয়ে, কি অন্য কোন কৌশলে হলে সকল দিকেই বজায় থাকে, আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি[১] এঁচেছি, সেটা পরক্[২] ক'রে দেখে যদি না হয়, শেষে অন্য উপায়—

প্র, মো। কি এঁচেছেন হুজুর।

হায়। একটা ভাণ করে মোল্লাকে ধরে আনা যাক। এদিকে একটু নরম গরম আরম্ভ করে, ওদিকে কৃষ্ণমণিকে পাঠিয়ে দিই। সে গিয়ে বলুক, তুমি আজ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে' দেখা কর, সব গোল চুকে যায়।

প্র, মো। বেশ যুক্তি হোয়েছে, হুজুর, বেশ যুক্তি হোয়েছে! এখনই চার পাঁচজন সর্দ্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক, তা হোলে আজ রাত্রেই—

হায়। আজ রাত্রেই?

প্র, মো। রাত্রেই—এখনি—

হায়। যেদিন তারে দেখেছি, সেদিন হোতেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান,—যে উন্মত্ত! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল!

(সর্দ্দার বেশে জামালের প্রবেশ)

জামাল। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান) হুজুর।

হায়। আর সকলে কোথায়?

জামাল। (যোড়হস্তে) সকলেই দেউড়িতে[৩] হুজুর!

হায়। পাঁচ আদমী যাও, আবুকে পাকাড় লাও আবি লাও।

জামাল। যো হুকুম। (সেলাম করিয়া প্রস্থান।)

হায়। দেখা যাক, ফাঁদ তো পাতলেম, এখন কি হয়। যদি এতেও বিফল হয়, তবে যা তাই! (মৃদুস্বরে) সাবেক আমল হলেও কোনদিন কাজ শেষ করে দিতুম। তা কি বলবো। এখনকার আইন খারাপ! মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল, তা দেখি, যদি এতেও না হয়, তবে—

প্র, মো। বোধহয় এই বারেই হবে। আর অন্য চেষ্টা কর্ত্তে হবে না, এইবারেই হবে।

হায়। কৈ তা হয়? ক'মাস হোল কত চেষ্টা করিছি, কত হাঁটাহাঁটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)।

প্র, মো। অধঃপাতে গেছেন। আপনাদের পূর্ব-পুরুষের মতন তেজ থাকলে এতদিনে কবে হয়ে যেত।

হায়। ওহে আমাদের তেজ না আছে এমন নয়; আমরা যে কিছু কর্ত্তে না পারি তাও নয়, তবে সে এতকাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিষদাঁত ভাঙ্গা।

প্র, মো। সে রোজাও[৪] এদেশে নাই।

হায়। এক রকম সত্য বটে, আগে আগে মপস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন ল'র মার প্যাঁচ বোঝে।

প্র, মো। হুজুর, যে ফন্দি এঁটেছেন এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন—

(নেপথ্যে আজানদান, নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে কর্ণকুহরে অঙ্গুলি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে)

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আসহাদো আন্‌লা এলাহা এল্‌লেল্লা। আসহাদো আন্‌লা এলাহা এল্‌লেল্লা। আসহাদো আন্না, মহামদ্দার রছুলল্লা আসহাদ আন্না মহামদ্দার রছুলল্লা। হাইয়ে আলাস্‌সলা, হাইয়ে আলাসসলা হাইয়ে আলাল ফলা, হাইয়ে আলাল ফলা। আল্লাহো আকবার। আল্লাহো আকবার। লা এলাহা এল্‌লেল্লা।"[৫]

হায়। নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ প'ড়ে আসি। ততক্ষণ হারামজাদাকে ধ'রে আনুক (গাত্রোত্থান)।

(নেপথ্যে গান)

রাগিনী সিন্ধু—তাল যৎ

কুবাসনা যার মনে, তার উপাসনা কি?
মনে এক, মুখে সুধু হরি বলে ফল কি?
মধু-মাখা-বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,
হেন ছদ্ম-বেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি?

সতীর সতীত্ব ধন হরিবারে করে পণ,
মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি? (উভয়ের প্রস্থান)
(পটক্ষেপণ)

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আবুমোল্লার বাহির বাটীর ঘর।
(সর্দ্দারগণ বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবুমোল্লা)

আবু। (কাতরস্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনারা বসুন ; চাদরখানা নিয়ে আসি, মনিব ডেকেছেন না গিয়ে বাঁচতে পারি?

জামাল। নেওয়াতী[৬] রাখ, রাখ তোর নেওয়াতী রাখ, মান রাখতে পারিস, একটু দাঁড়াই। নৈলে চল। (গলাধাক্কা)

আবু। (সক্রন্দনে) দোহাই আপনাদের, চাদরখানি আনি। আমি কোমর খোলাই[৭] দিচ্ছি।

জামাল। দিচ্ছি কি? ক'টাকা দিবি? আগে টাকা আন, তবে বসবো, তোর কথায় বসবো? তেরা বাত সে বায়ঠেকা? চল্। (গলাধাক্কা)

আবু। দিচ্ছি এখুনি দিচ্ছি।

জামাল। আন পাঁচজনার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা আন, বলছি। তা না দিস্, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান ম'লতে ম'লতে কাছারি মুখো করবো (ঘাড় ধারণ)।

আবু। দোহাই খাঁ সাহেবরা, আমায় বেইজ্জত করবেন না, আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।

জামাল। টাকা দিচ্ছি দিচ্ছি তো কতবারই ব'ল্লি, টাকা আন না।

আবু। আমি নিতান্ত গরীব। (কোচার মুড়া হইতে এক টাকা এবং কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই টাকা লইয়া) আপনাদের পান খাবার জন্য এই দুই টাকা।

জামাল। [মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ?] বেটা কি টাকা দেনেওলা। আমরা ভিক্ষে কর্ত্তে এইছি? দু'টো টাকা নেব? চল। [ঘাড়ে হাত দিয়ে পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চার পাঁচটি মুষ্টি প্রহার]

আবু। দোহাই পেয়াদা সাহেব, আমি তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি। [নেপথ্যে—অন্তরাল হইতে স্ত্রীলোকের হাতে তিন টাকা। ন্যাও, আর কি করবে যা কপালে ছিল তাই হলো।]

আবু। (হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন এই পাঁচ টাকাই নেন।

জামাল। (টাকা হাতে উপবেশন ও সঙ্গীদের প্রতি) ব'সো হে ব'সো।

আবু। (তামাক সাজিতে সাজিতে) আমি তো কোন অপরাধ করিনি, তবে এ জুলুম কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সবই আমার নসীবে দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাই নে, কোন হের ফের বুঝি নে (টিকায় ফুঁ দেওন) কেউ চড়া কথা বললে কি দু'ঘা মারলেও পিঠে সই। দোষ কল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাচ্চা আছি—তখন—সকলি নসিবের দোষ [ডাবা হুকায় কলিকা চড়াইয়া টান] একালে যে যত সোজা থাকে তার পাছে কাটি দিতে কেউ রেয়াত[৮] করে না। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, আমার উপর পাঁচজন প্যায়দা! বাবা! কাকের উপর কামানের আওয়াজ। (গাত্রোত্থান এবং যোড় করে পশ্চিমদিকে ফিরিয়া) এ আল্লা তুই জানিস্ আমি কারো মন্দ করিনি, হাকিমেরই বা কি করেছি কে নাকে

মাচ্ছেন? মাষ্টায় হাকিমের কুনজরে পল্লে কি আর বাঁচা যায়? কথায় বলে, "রাজা বাদী, উত্তর না দি"। আপনারা বসুন, আমি চাদরখানা নিয়ে আসি।

জামাল। না, কখনোই হবে না—এইভাবেই কাছারী নে যাব। যেমন আছ তেমনি চল। হুকুম মত কাজ কত্তে হয়, এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয়, হুজুরের যে রাগ, তাতে যে কি হবে তা খোদা জানেন আর তিনি জানেন!

আবু। এমন ঘাট আমি কি করেছি? আপনারা কিছু শুনেছেন?

জামাল। আমরা আর কি শুনবো? গেলেই শুনবে চল। (সকলের গাত্রোত্থান)

আবু। তবে চল, কপালে যা থাকে তাই হবে। (সকলের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে গান।)

[রাগিণী ঝিঁ ঝিট খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা]

সুখী বলে কোন জন?
অধীনতা পাশে বাঁধা যাদেরি চরণ॥
ক্ষমতা হোল না আর করি পদ অগ্রসর
দেখে আসি একবার প্রেয়সী বদন॥
দুজন দুহাত ধরে লয়ে যায় জোর করে
কেহ মিছে রোষ ভরে মারে অকারণ
দেখিলে চক্ষের পরে, কেমন প্রভুত্ব করে,
আনিতে দিল না মোরে আমারি বসন॥

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদিগের সহিত তাস-ক্রীড়া। হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব এক দিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে)

হায়। (তাস দেখিতে দেখিতে) বিন্তি পাই?

দ্বি, মো। প্রত্যেক হাতেই যে বিবী বড়? আপনার নিকটে বিবীর বড় বাড়াবাড়ি দেখ্‌তে পাচ্ছি! বিবী যে আর ছাড়ে না!

হায়। বিবী ছাড়ে বৈ কি, সাএবই ছাড়ে না! খেল না। দেখুন দেখি সেই বিবীর জন্যে কত খানা হয়ে যাচ্ছে, কৈ একবারও সাএবের পানে ফিরেও তাকায় না! রঙের দশ আমার।

দ্বি, মো। আপনি তাকে যথার্থ ভাল বেসে থাকেন, সেও ভাল বাস্‌বে ; এতো চিরকালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভাল বাসে সেও তাকে ভাল বাসে।

হায়। সে যথার্থ, কিন্তু আমার ভাই কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যার জন্য একেবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ, পূর্ব্ব যে বড় ভালবাসার ছিল, তাকেও আর দেখতে ইচ্ছে করে না। ব'ল্‌বো কি জিয়ন্তে মরার যাতনা ভোগ ক'র্চ্ছি। অদৃষ্টের এমন দোষ যে সে আমার নামও শুন্তে পারে না! কাবার বিন্তি।

দ্বি, মো। (তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেল হে দেখে খেল। গোচ বড় ভাল নয়।

প্র, মো। কাবার ইস্তক।

দ্বি, মো। তবে ঠ'ক্‌লেম।

তৃ, মো। কাজেই ওঁদের পড়্‌তা পড়েছে, পড়্‌তা প'লে এই হয়। (গান) 'পড়্‌তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হত লো!' এই টেক্কা, হাতের পাঁচ আমার।

হায়। হাতের পাঁচ নিলে কি হবে, ওদিগে যে চা'র কুড়ি সাত দেখাতে হবে। আর এই বারেই পঞ্জা (প্রথম মোসাহেবের প্রতি) ওহে একখান কাগজ ধর। (তাস একত্র করিয়া সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি।

দ্বি, মো। (হস্ত বাড়াইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেম না, গোলামেই সব হবে।

হায়। কি হবে? এত ভয় কেন?

দ্বি, মো। আবার ভয় কেন? সব হবে—গোলামেই সব হবে।

হায়। ওহে! আমরা সাধে জিৎছি, আমাদের যাত্রা ভাল ; ওদিগের খবর শুনেছ তো?

দ্বি, মো। কতক কতক! কৈ এতক্ষণও যে আন্‌ছে না? বোধ হয়, পালিয়েছে।

হায়। পালাবে কোথায়? একটু ব'সো না, এখনই দেখতে পাবে।

তৃ, মো। দেখ্‌বে এই দেখ (তাস নিক্ষেপ) হন্দর হয়েছে!

হায়। এমন সময় কাজ ক'ল্লে? হাতে না তুল্‌তেই হন্দর—

প্র, মো। (দূরে সর্দ্দারগণকে দেখিয়া) ঐ আবুকে আন্‌ছে।

হায়। (তাস বাঁটিতে বাঁটিতে) চুপ কর, ওদিকে তাকিও না—এই বারে খেলাটা হয়ে যাক্।

(সর্দ্দারগণ- বেষ্টিত আবুর প্রবেশ)

আবু। [সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান]

জামা। হুজুর! আবু হাজির।

হায়। কাঁহা হায়? পঞ্চাশ? (হেঁট মুখে সক্রোধে) আরে আবু! তুই জানিস্, আমি তোর কি করতে পারি? তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি?

আবু। (ভয় কাতর স্বরে) হুজুর! আপনি সব কর্ত্তে পারেন ; আপনি রাজা ;—জান্-জাহানের মালিক ; মাল্লেও মার্ত্তে পারেন ; রাখলেও রাখতে পারেন।

হায়। তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা? আমার সঙ্গে অকৌশল? তুই ভেবেছিস্ কি? আমি তোকে সোজা ক'র্ব্বই ক'র্ব্ব। কাবার পঞ্চাশ—জামাল। হারামজাদ্‌সে পচাশ রোপেয়া, জ'রবানা আদা কর্।

জামা। যো হুকুম!

আবু। [যোড় করে] হুজুর! আমি কি ঘা'ট[৯] করেছি?

হায়। চোপরাও হারামজাদা! আব্ তাক্ হাম্‌রা সামনে মু'খোলকে বাৎ কাহতাহায়। আভি লেজাও! [ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে] ঘণ্টেকাদারমিয়ান[১০] রোপেয়া আদা কর্।

জামা। (মোল্লার হাত ধরিয়া টান) চল্।

আবু। খোদাবন্দ, আমায় মাপ করুন।

হায়। মাপ ক্যা, এঁহা মাপ হায় নেই! জামাল! ওকে চোদ্দ পোয়া ক'রে[১১] মাথায় ইট চাপিয়ে দে—তা না হলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবে না।

জামা। (চোদ্দ পোয়া করণ)।

আবু। খাঁ সাহেব, আমার মাথায় ইটই দেন আর আমায় কবরেই দেন, আমায় দিয়ে এত টাকা হবেনা, বাড়ী ঘর ছেড়ে দিলুম, বেচে নিন্।

হায়। হারামজাদ্! আমি তোর ঘর বেচ্‌বো! তুই যেখান থেকে পারিস্ টাকা এনে দে। (সর্দ্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলিনে।

[একজন সর্দ্দারের প্রস্থান]

আবু। হুজুর! আমি বড় গরীব, কুপুষ্যি গলায়, বিষয় আশয় হুজুরের অজানা কি? এত টাকা কোত্থেকে জোটাই, দোহাই খোদাবন্দ্। মাপ্ করুন।

প্র, মো। কেন? তোমার কুপুষ্যি এমন কে?

দ্বি, মো। আরে, জান না ছোট লোকের ঘরে যার এক্‌টু সুন্দরী বিবি তার এক পুষ্যিতেই একশ। নিত্যি নতুন ফরমাস্—নিত্যি নতুন আবদার।

প্র, মো। ওর বিবি বুঝি খুব খুপসুরৎ?

দ্বি, মো। উরির মধ্যে।

হায়। তবে অবিশ্যি টাকা দিতে পার্ব্বে। তার গয়নাই থাক, নগদই থাক, আর যার কাছ থেকেই হ'ক, টাকার আর অভাব কি?

[ইঁট লইয়া সর্দ্দারের প্রবেশ]

হায়। দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে!

[সর্দ্দার কর্ত্তৃক আবুর মাথায় ইঁট দেওন]

আবু। দোহাই সাহেব! আর সয়না—আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাড়ী গে ঘটীবাটী যা থাকে বেচে এনে দিচ্ছি। হুজুর! কপালে যা ছিল তাই হ'ল। আমার কোনো পুরুষেও এমন অপমান হইনি! এর চেয়ে মরণই ভাল!

হায়। চোপ্‌রাও, চোপ্‌রাও [মোসাহেবগণ প্রতি] কি বল আর খেলবে? না আর কাজ নেই (চ, মোসাহেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যা'ন।

চ, মো। (নিকটে গিয়া) বলুন?

হায়। (কানে কানে প্রকাশ) এখনই যা'ন, আর বিলম্ব কর্ব্বেন না, গিয়েই পাঠিয়ে দিবেন।

চ, মো। যাচ্ছি।

হায়। যদি সুখবর আনতে পারেন তবে গাল ভ'রে চিনি দেব।

আবু। (চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি চুপে চুপে) কর্ত্তা! আমার জন্যে একটু—আমি আপনারে (পাঁচ অঙ্গুলি প্রদর্শন) দেব।

চ, মো। (হায়ওয়ান আলীর নিকট যাইয়া চুপে চুপে) আবু কি ততক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবে? ও অবস্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না।

হায়। (মৃদুস্বরে) আচ্ছা, আপনি ওর জন্যে উপরোধ করুন। আপনার আসা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ্‌তে হুকুম দিচ্ছি।

চ, মো। দেখুন হুজুর! আবু আপনারই প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে অবাধ্য হয়? এখানে ওকে এপ্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা আদায় হবে না। জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় ক'রে নিয়ে আসুক।

হায়। তা হবে না ; আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না ; তবে আপনি ব'লছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেউড়িতে কয়েদ থাকুক, সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই ক'র্ব্বো তখন আর কারোর উপ্‌রোধ শুন্‌বোনা।

চ, মো। আপনি সব কর্ত্তে পারেন। আমার কথায় যে এই ক'ল্লেন, এতেই কৃতার্থ হলাম।

[প্রস্থান]

হায়। জামাল! আবুকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ্। —সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা ক'র্ত্তে হয় কর'বো। এখন দেউড়িতে নে যা।

[জামাল, আবুমোল্লা এবং সর্দ্দারগণের প্রস্থান]

দ্বি, মো। আমি এ ধার ধোর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে—

"সীতা নাড়ে অঙ্গুলি, বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা।"

হায়। বুঝ্‌বে কি, আজও যে গাল টিপলে দুধ পড়ে!

দ্বি, মো। দুধ পড়ুক ক্ষতি নাই, হুজুর কিন্তু বুঝে চলবেন, শেযে চক্ষের জল না পড়ে। তখন আর ঠারে ঠোরে চলবে না।

"ঠারে ঠারে উনিশ বিশ দাদার কড়ী—"

প্যাঁচ ঘটাতে সকলে পারে, কিন্তু ম্যাও ধরবার সময় কেউ নাই।

হায়। [মুখের ওপর হাত নাড়া দিয়া] অধিকারী মহাশয় চুপ করুন, আপনার আর ছড়া কাটতে হবে না।

দ্বি, মো। চুপ ক'ল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না, যাই করুন, আগে পাছে বিবেচনা করে ক'রবেন।

হায়। সে জন্যে আপনাকে বড় ভাবতে হবে না! আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি— চল আড্ডায় যাওয়া যাক্।

দ্বি, মো। গুলীতে যে হাড় কালী হয়ে চল্লো।

হায়। চুপ কর হে চুপ কর, বেশী ব'কোনা মাথা ঘুরবে। (সকলের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু মোল্লার অন্দর বাড়ী [নুরন্নেহার ও আমিরণ আসীন]

আমি। [কাঁথা সেলাই করিতে করিতে] আর কাঁদ্‌লে কি হবে, জমীদারের হাত এখনও এড়াতে পার্ব্বে না, টাকা দিতেই হবে।

নুর। পঞ্চাশ টাকা কোথা পাব? আজ যে করে প্যায়দার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা দিয়েছি, তা আর কি ব'লবো। আর একটি পয়সাও ফিকির নাই, জিনিসপত্র ঘর কয়েকখানা বেচ্‌লে কিছু টাকা হতে পারে, তা এই অবস্থায় কেই না কিনতে সাহস করে? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই। আমি কি করবো? এত টাকা কোথা পাব? তিনি কাছারিতে আটক রৈলেন, আমি মেয়ে লোক কোথা থেকে এত টাকা দেবো? গরিব ব'লেও কি তাঁর দয়া হোল না? পঞ্চাশ টাকা একসাথে তো আমরা কখনও চক্ষেও দেখি নাই। আজ আর কোথা হতে দেব?

আমি। না দিয়ে কি আর বাঁচবে? জরিমানা না দিয়ে যে অন্য কোন হাকিমের মাটিতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাঁই দিও না।

নুর। পালাব! সে তো পরের কথা, রাত্রে যে তাঁরে কত কষ্ট দেবে, কত মারই মার্ব্বে, কতবারই যে খাড়া ক'র্ব্বে, আমার সেই কথাই মনে প'ড়ছে! তাঁর হাতে একটা পয়সাও নেই।

(রোদন) টাকার জন্য তাঁকে মেরে মেরে একেবারে খুন ক'রে ফেলবে।

আমি। মাটির হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি ক'র্ব্বে? তার নামে তো আর সাএবদের কাছে নালীস ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে না? নালীস ক'ল্লে এই হবে, একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথা? সে কি না ক'র্ত্তে পারে?

নুর। পারেন বলেই কি একেবারে মেরে ফেলবেন? এই কি জমীদারের বিচের?[১] জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন প্রাণ মান রক্ষা কর্ব্বেন। ওমা! তা গেল মাটী চাপা! উল্টে দিনে ডাকাতী!

আমি। চুপ কর চুপ কর, ঐ কৃষ্ণমণি আস্‌ছে, যদি কিছু ওরে কানে গে থাকে, তবে এখনই ব'লে দেবে, মাগো, ও তো সামান্যি মেয়ে নয়।

নুর। তাই তো ও আবার আস্‌ছে কেন? ওকে দেখ্‌লেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায়।

[ঝোলা কক্ষে, ঘটী হস্তে কৃষ্ণমণির প্রবেশ]

কৃষ্ণ। "জয় রাধেকৃষ্ণ বল মন।" মা ভিক্ষে দেও গো! ওমা তোমায় আজ এমন দেখ্‌ছি কেন গা? কেঁদে কেঁদে দুটো চ'ক যে একেবারে রাঙা ক'রেছ, ওমা একি গো?

আমি। ও ম'রে গেছে, ওকি আর আছে! মোল্লাকে যে কাচারি ধ'রে নে গেছে, তুমি শোন নি?

কৃষ্ণ। দুই চ'কের মাথা খাই মা, আমি কিছুই শুনিনি। ধরে নিয়ে গে'ছে? সে কি? কেন আবু তো দোষ কর্‌বার লোক নয়।

আমি। সুদু ধ'রে নিয়ে গেছে! ধ'রে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিবানা হেঁকেছে, আরও কত অপমান কর্চ্ছে, টাকার জন্যে মাথায় ইঁট দিয়ে খাড়া করে নাকি রেখেছে! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোয় না, অত টাকা কোথা পাবে? এই কি হাকিমের বিচের?

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আহা হা, এত করেছে? হা কৃষ্ণ! কি ক'র্‌বে বাছা, জমীদার দণ্ড ক'ল্লে আর বাঁচবার উপায় নেই। টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্যে ধ'ল্লে আর এড়ান নেই। তবে তাকে ভয়ও ক'র্ত্তে হয়, তার কথাও শুনতে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ।

নুরু। দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে। এই কি তাঁর বিবেচনা? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস ক'রেও কাটাতে হয়, এতে যে, বিনি দোষে এত টাকা জরিবানা ক'ল্লেন, কোত্থাকে দেব? ঘর দোর ঘটীবাটী বেচলেও তো পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা এ তাঁর কেমন বিচের? হাকিমে এমন ক'রে অবিচার মা'ল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব? এরপর যদি হাকিমের পর হাকিম থাক্‌তো তবে এর বিচের হোতো!

কৃষ্ণ। ওমা। হাকিম থাক্‌লে কর্ত্তে কি? জমীদারের হাত কদিন এড়াবে? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে বসে থাকবেন না? জমীদার যখন মনে ক'র্ব্বে তখনই ধ'রে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় ক'র্ব্বে; মা! বেলা গেল আর থাকতে পারিনে, একমুটো ভিক্ষে দেও যাই, আর কি কর্ব্বে মা। (দীর্ঘনিশ্বাস)

নুর। (ভিক্ষা আনিতে গমন)

কৃষ্ণ। (পশ্চাৎ যাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান)

নুর। (ভিক্ষা আনিয়া ভিখারিণীর ঘটীতে দান)

কৃষ্ণ। (ভিক্ষা লইতে লইতে চুপে চুপে) শুন মা, জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পা'র্ব্বে না, আমি শুনিছি তোমার জন্যে একেবারে পাগল। দেখ মা একমাস হ'লো তোমার পাছেই নেগে আছে, তুমি মনে ক'ল্লে সব মিটে যায়।

নুর। (সক্রন্দনে) আবার কি মনে কর্ব্বো।

কৃষ্ণ। আর এমন কিছু নয়, আজ রাত্রে যদি তাঁর বৈঠকখানায় যেতে পার, তাহলে যত রাগ দেখ্‌ছো একেবারে জল হয়ে যাবে! তুমি উল্টে আবার তার ডবল টাকা ঘরে আনতে পার্ব্বে।

নুর। আমি বৈঠকখানায় যাব মাসি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এতকাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে? তাঁর কি এমন কর্ম্ম করা উচিত? অধীনে আছি ব'লেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ কর্ব্বেন? এই কি তাঁর ধর্ম্ম? এ বড় দারুণ কথা, আমা হতে এমন কর্ম্ম হবে না। তিনি যা করুন তা করুন প্রাণ থাকতে আমা হ'তে এমন কুকাজ হবে না। আমি বৈঠকখানায় কখন যেতে পার্ব্বো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্ব্বো।

কৃষ্ণ। (জিব কাটিয়া) সেও তো ভদ্র সন্তান, তায় আবার জমীদার, এ কথা কে শুনবে? কেউ জান্তে পার্ব্বে না, জান্‌লেও কার দুটো মাথা একথা মুখে আনে মা। তুমি রাজার রাজরাণীর মত সুখে থাকবে। দেখ জমীদার সে কি না কর্ত্তে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তার ক্ষ্যামতা আছে! জবরাণ[২] ক'ল্লেও তো কর্ত্তে পারে। সে যখন পণ ক'রেছে, তখন ছাড়বে না, কখনই তোমায় ছাড়বে না। তবে কেন অপমানে কুল্ মজাবে? মান্ থাক্‌তে আগেই গিয়ে তাঁর কাছে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে। তিনি যা বলেন তাইতে রাজী হওগে মা! তুমিই যে একা এ কাজ কচ্ছো তা তো নয় ; জমীদারের নজরে পড়ে অনেক কনে বউ পজ্জন্ত এ কাজ করেছে ; চৌধুরীদের কথা শোননি? ওমা! তারা আস্ত ডাকাত। পাড়াপড়শী জ্ঞাত্ কুটুম, পের্জার ঘর কাউকেও ছাড়েনি। যার ওপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে? কৈ কে তার কি করেছে? যে তার অবাধ্য হয়েছে, তার ভিটে মাটী একেবারে উল্‌কুড়[৩] উটিয়ে দিয়েছে! মা আমি তোমার ভালোর জন্যেই ব'লছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর জান্তেই পাচ্ছো—বুঝেছ—।

নুর। বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পার্ব্বো না, জান্ থাক্‌তে তো নয়। আগে আমায় খুন করুন, তারপর যা ইচ্ছে তাই কর্ব্বেন।

[ঘৃণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে শশব্যস্ত গমনোদ্যতা]

কৃষ্ণ। দাঁড়াও না শু—

নুর। আমি শুনবো না! (আমিরণের নিকট গমন)

কৃষ্ণ। শুন্‌লে না শুন্‌লে না, আচ্ছা যাই আগে, খাঁ সাহেবের কাছে এই সতীপনার যা শোনাতে হয়, তা হবে অকন! শেষে জানতে পার্ব্বে আমি কেমন "কৃষ্ণমণি।" [সক্রোধে প্রস্থান]

আমি। কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি বল্‌ছিল বউ?

নুর। তোমার আর শুনে কাজ নেই। সে কথা আর মুখে আন্‌বো না, ছি, ছি বড় মানুষের এই আচরণ!

আমি। কি কথা, বল্‌না শুনি?

নুর। তবে শোন [কানে কানে প্রকাশ]।

আমি। [গালে হাত দিয়া] এমন! তা হবেই তো ; ওরা ছাগলের জাত!—পর্য্যন্ত পার পায় না, তুমি আমি তো ছার কথা। ব'লতেও নজ্জা করে, ব'ন ; শুনতেও নজ্জা! ওদের মেয়ে মানুষ দেখলেই চ'খ টাটায়, জমীদার হলেই প্রায় এক খুরে মাথা মুড়নো, কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে! যেখানে যান সেখানেই মরেন, একদিনের জন্যেও ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না! বাই! বাই! বাই! বাই বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই! এঁরাই আবার বড়লোক! সাএবদের কাছে ব'সতে পান্, কত খাতির হয়, তাতেও আরও ন্যাজ ফুলে ওঠে! সৎকাজের বেলা এক পয়সা মা-বাপ! কিন্তু ওদিকে

কল্পতরু! চুল পেকেছে, দাঁত প'ড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক্ এমনি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিব লক্ লক্ করে! সেই বাজারে মেয়েগুলো এসে কম নাঞ্ছনা দিয়ে যায় তবু নজ্জা নেই! কিছুদিন খাবার পরবার নোভে থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালি দিয়ে চ'লে যায়, আবার বেদিনী, চাড়াল্নী কলুনী চা'র যেতের চা'র জনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড় বয়সে রঙ্গ ক'চ্ছেন ; কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিণী নে উন্মত্ত, কেউ ঘরের দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল্ কাটাচ্ছেন তা ব'ন্ এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই! তা ব'লে আর কি ক'র্ব্বে বল? যে গতিকে পারে তোমার মাথা খাবে তা এখন চল, ওদিকে—

নুর। ওদিকে আর তুমি কি ব'লবে ভাই (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি আজ বুঝিছি। আজ মাসাবধি লোকের দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে! খাঁ সাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর মিছি মিছি শিকারের ছুতো করে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! আমি আজ সকলি বুঝিছি! আমি যা যা বলিছি বোধ হয় কৃষ্ণমণি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে ব'লবে। আমার কি হবে? আমি কোথা পালাব? এখনই যদি আমাকে ধ'রে নিয়ে যায়, তবে আমার কি দশা হবে? কার কাছে গেলে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব? এমন কি কেউ নেই?

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে গান)

(রাগিণী খাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা)

আর, কে আছে আমার?
এ দুঃখ পাথারে কেবা হবে কর্ণধার?
যে তরিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,
না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, ঝুরি অনিবার।
আমারি আমারি লাগি, প্রাণকান্ত দুঃখ ভাগী
বিপক্ষ হোলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার!
শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্ট জন দণ্ডধারী,
তবে, মাগো, কেন হেরি, হেন অবিচার।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গুলির আড্ডা।

হায়ওয়ান আলী, মোসাহেব চারিজন এবং একজন গুলিখোর[৫] আসীন

হায়। ওহে ব'সো ব'সো, কেবলই টা'ন্ছো, দু একটা গল্প চলুক!

তৃ, মো। হুজুর! গৌরী নদীর পুল বেঁধেছে—

প্র, মো। বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলের গাড়িও চ'ল্ছে বটে, কিন্তু—

তৃ, মো। [সক্রোধে] কিন্তু আবার কি?

প্র, মো। [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে] সে পুল টেঁকবে না ; দুমাস পরেই হ'ক আর ছ'মাস পরেই হ'ক ভেঙ্গে পড়বেই প'ড়বে। যত ব্যাটারা গাড়ীর মধ্যে থেকে উঁকি মেরে হাত নাড়া দিয়ে চ'লে যায়, তারা গৌরীর জল খাবেই খাবে। গৌরী তাদের খাবেনই খাবেন।

হায়। নাহে না, ভাংবে না। শুনছি, ভারি ভারি লোহার থাম পুতেছে।

প্র, মো। হুজুর থাম পুৎলে কি হবে? ওদিকে যে, গোড়া নড়্বড়ে—

হায়। নড়্ব'ড়ে, কি রকম?

প্র, মো। শুনিছি পদ্মার কাছে গৌরী গিয়ে নালিস করেছিল যে, পুলের ভার আর সৈতে পারি নে, তাতে পদ্মা বলেছেন যে, লেস্লী সাহেব পুল বেঁদে বেলাত মুখো হ'ন, আমি একদিন ভেঙ্গেচুরে একেবারে কুমারখালী গিয়ে ধ'র্ব্বো!

হায়। এতো শুনলেম। জোৎদার বেটারা খৃষ্টান হবে বলে পাদ্রি সাএবের কাছে গিয়ে প'ড়েছিল, তার কি হয়েছে?

প্র, মো। হুজুর খৃষ্টান হওয়া মিছে মিছি। খৃষ্টান হওয়া ওদের কাজ নয়। তবে যে গিয়েছিল, সে কোন কাজ পাবার লোভে। ওদের দলের যিনি কর্ত্তা, তাঁব কোন মতেই বিশ্বাস নাই। আসলে যদি ধরেন, তবে তারা সেই এক রকমের লোক। ভাল মানুষ হ'লে স্বভাব চরিত্র ওরকম হতো না। দেখ্তে সেই লাঙল ঘাড়ে চাষাদের মত দেখায়! মুসলমানের আবার আচার ব্যাভার? ধর্ম্ম কিছুই নাই—ব'লতে কি; তারা কোরান কেতাব কিছুই মানে না, কোন বিদ্যার ধার ধারে না, কেবল বড়াই ক'রে বাড়ীর ভেতরে মেয়েদের সামনে অপরের নিন্দে ক'র্ত্তে মজবুদ।

হায়। আমি জানি ওদের দলের যিনি কর্ত্তা তিনি সকল বিষয়েই কর্ত্তা!

প্র, মো। হুজুর! কুঠীর কর্ত্তা সাহেব একবার কর্ত্তার বড় কর্ত্তামী বা'র ক'রে ছিলেন। মাথায় ইঁট চাপানো পর্য্যন্ত বাকি ছিল না। ওরা—

"যখন দেখে আঁটা আঁটি,
তখন কেঁদে কেটে ভেজায় মাটী!"

তারপর অম্নি চ'ক উল্টে ব'লে ফেলে, তো তো তুমি কেডা হে?

হায়। সে কথা থাক্ আনন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো?

প্র, মো। সে কথা আর কি ব'লবো? কলিকালে সকলই গেল। রমজানের চাঁদে রোজা রেখে মস্ত মস্ত কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা সাএবরা তস্‌বি' টিপ্‌তে টিপ্‌তে হলফ প'ড়ে হাকিমের সাম্‌নে মিছে কথা কৈলেন, শুনে অবাক্ হয়েছি, যে এ বাবাজিদের অসাধ্যি কিছুই নাই!

হায়। তা তো কৈলেন, তারপর?

প্র, মো। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, টাকার জোরে কিনা হয়? ডিস্‌মিস্ হয়েছে।

হায়। বেশ হয়েছে! ভদ্রলোকের জাত্ বাঁচলো। শুনেছিলেম, এ মকদ্দমায় বড় জোগাড় হয়েছিল।

প্র, মো। জোগাড় ক'ল্লে কি হবে? অমন বিচক্ষণ হাকিমকে কি কেউ ঠকাতে পারে? হুজুর আর এক কথা শুনেছেন? হিঁদুদের নিকে হ'চ্ছে!

হায়। শুনিছি। আমাদের সঙ্গে কি হিঁদুদের মেয়ের নিকে হতে পারে না? না বাবা? তায় কাজ নাই, পাবনায় সেদিন রাঁড়্ কনে আর তার বরকে বাসর ঘরেই পাড়ার হিঁদুরা জুটে পুড়িয়ে ফেল্‌ছিল, ভাগ্যিস হরিশ ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হলো। তবেই তো বাবা! একেবারে আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌বে!

প্র, মো। সে কথা থাক, এদিগের কি হোলো?

হায়। আজ যে যোগাড় করেছি, তাতো শুনিইছ!

প্র, মো। হুজুর আমি শুনেছি সে নাকি গর্ভবতী আছে।

হায়। নাহে না সে কোন কাজের কথা নয়, ও কথা শুনলেম না। আমি কালও দেখেছি, ওসব ভোঁ কথা। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য মিছিমিছি একটা রটনা কর্চ্চে, আমি তাইতেই প্রায় ভুলে গেলেম আর কি! এ কি ছেলের হাতের পিঠে।

প্র, মো। (হেঁট মুখে) আপনি দেখেছেন, তাতে কোন কথাই নেই, কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম সে সত্য সত্যই গর্ভবতী।

হায়। হ'ক্ তায় ক্ষতি কি?

[চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ]

হায়। চালাকদাস। খবর কি? গাল ভ'রে চিনি দেব, না দুটো ছিটে টান্‌বে?

চ, মো। (কুঁজ হইয়া অঙ্গুলি নাড়িয়া) ছিটেফোটা কাজ নয় (নিঃশ্বাস ত্যাগ) সব দফারফা—

হায়। সে কি? একেবারেই যে শেষ ক'ল্লে? ব্যাপারখানা কি?

চ, মো। কোন মতেই না। সে হাত মুখ নেড়ে কত কি ব'ল্লে! আরো ব'ল্লে, এদের ওপর হাকিম থাক্তো তা হ'লে এর শোধ নিতেন। কি আশ্চর্য্য! মেয়েমানুষের এমন কথা। কৃষ্ণমণি আরও অনেক ব'ল্লে। সে কথা ব'লবো না, আর এক সময় শুনতে পাবেন।

হায়। কি? তার স্বামীকে এনে কানমলা, নাকমলা দিচ্ছি, খাড়া ক'রে রেখেছি আর তার এতবড় আস্পর্দ্ধা। মেয়ে মানুষের এত হেম্মত! হাকিম দেখায় আমাকে! তবে এর প্রতিফল এখনি দিচ্ছি। আর ব'লতে হবে না আমি সব বুঝতে পেরেছি। আপনি সর্দ্দারদের ডাকুন।

[চতুর্থ মোসাহেবের প্রস্থান]

প্র, মো। আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বুকের পাটা! আমি—

হায়। এখনি তারে হাকিম দেখাচ্ছি। বড় সতী হয়েছে। সতীপনা এখনই মালুম পাওয়া যাবে!

[জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ]

জামাল। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায়। দেউড়িতে যত সর্দ্দার আছে, সব যাও। মোল্লাকো জরুকো[৬] পাকড় লাও, মোল্লাকে ছেড়ে দেও! আমি মোল্লাকে চাই না, নুরুন্নেহারকে চাই!

জামাল। হুজুর আমরা চাকর, যে হুকুম কর্ব্বেন তামিল কর্ব্বোই। কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই।

হায়। তোমাদের কি? এর জন্য যদি আমার সর্ব্বস্ব যায়—তাও স্বীকার। নুরুন্নাহার কেমন সাচ্চা দেখবো। আর বিলম্ব করো না, এখনই যাও, আর সহ্য হয় না। মেয়ে মানুষের এত বড় কথা!

জামাল। হুজুরদের হুকুম, চ'ল্লেম! [সেলাম পূর্ব্বক জামাল ও কামালের প্রস্থান]

হায়। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাব্‌লে কি হবে, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে! (তৃ, মোসাহেবের প্রতি) ওহে টান না?

তৃ, মো। (গুলি টানিতে আরম্ভ)

গু, খো। (আগুন দিতে অগ্রসর)

হায়। সুদু সুদু টান্! কেউ একটা গান ধর না—

তৃ, মো। আচ্ছা ছিটেটা ওড়াই[৭]।

গু, খো। কর্ত্তা আমি সারাদিন কিছুই খাইনি।

হায়। কিছুই খাস্‌নি, এই যে এত ছিটে খেলি।

গু, খো। কর্ত্তা না, জলটুকুও মুখে দেই নি।

তৃ, মো। আচ্ছা এই দুটো পয়সা নে বাজারে জলপান কিনে খেগে যা। (দুটো পয়সা দান)

[সেলাম পূর্ব্বক গুলিখোরের প্রস্থান]

হায়। একটা গান ধরো না।

তৃ, মো। আচ্ছা। (মোচে তা দিয়া একটু চাট্ খাইয়া) তবে একটা মধ্যমান গাই।

রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড়খেম্‌টা।

যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টান্‌লে পরে।
দুগালে চার্ চড়্ লাগাই তার, দেখা পেলে রাস্তার ধারে।
যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়ছে তার নামের ধ্বজা,
মনে মনে হয় সে রাজা যখন, আড্ডায় এসে আড্ডা করে।
দু চা'র ছিটে উড়িয়ে দিলে, চতুর্বর্গ ফল্‌টী ফলে,
নবাব জাদা কাছে এলে,
কে আর তারে কেয়ার করে?
নয়ন দুটী বুজে বুজে, ঢুলি যখন মাথায় গুঁজে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখি খুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে!

(প্র, মোসাহেব ব্যতীত সকলের উচ্চৈঃস্বরে গান)

প্র, মো। এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান?

তৃ, মো। নয়? তবে এটা কি? ভায়া ভারি কালোবাত![৮]

প্র, মো। ওরে তোর মাথা! এটা আড়খেম্‌টা, আর রাগিণী শঙ্করা!

তৃ, মো। কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্করা!

হায়। (উষ্ণভাবে) একটু চুপ কর হে চুপ্ কর। (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে! তোমরা কি পাগল হয়েছ? একটু চুপ কর না। (মোসাহেবগণ পূর্ব্বমত উচ্চরবে তাক্‌লাক্‌ সিন ধিনিতাক্)

হায়। (হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাত) চুপ কর না, তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই। ওদিকে যে ভয়ানক গোল হ'চ্ছে। (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ)

হায়। শুনেছ? বড়ই গোল হ'চ্ছে। চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক্।

সকলে। চলুন, আপনি যাবেন আমরাও যাচ্ছি।

(উচ্চৈঃস্বরে আল্লা আল্লা করিয়া সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে-উচ্চৈঃস্বরে—ছোট বিবি ম'লেম, আমায় নি চ'ল্লো, এইবারে গেলেম।)

(দ্বিতীয়বার নেপথ্যে—এগোরে নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই মহারাণীর তোরা এগোরে।)

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা

(মোসাহেবগণ, সর্দ্দারগণ এবং হায়ওয়ান আলী নুরুন্নেহার হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান। নুরুন্নেহার হেঁট বদনে কম্পিতা।)

হায়। কেমন? এখন তো হাতে প'ড়েছ? এখন আর কে রক্ষা কর্ব্বে? বাড়ীতে ব'সে ব'সে যে বলেছিলে ওঁর উপরে কি হাকিম নেই? কই কাকেও দেখতে পাইনে? তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখে না! এসে রক্ষা করে না! সতী-সতী ক'রে বড় ঢুলে প'ড়তে! এখন

সতীত্ব কোথায় থাকবে? আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এত ভিরকুটী ক'ল্লে কেন? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাও তো দেখলে? আরও এখনি দেখতে পাবে জান্! এতদিন আমার জান্‌কে যে এত হয়রাণ করেছ জান্! এস তার প্রতিফল দিই!

নুর। (সকরুণে) আপনি সব কর্ত্তে পারেন! আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! জাত্ মান রক্ষে কর্ত্তেও আপনি প্রাণ রক্ষা কর্ত্তেও আপনি। আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! (রোদন) আপনিই আমার জাত্‌কুল রক্ষা কর্ব্বেন!

হায়। এই যে তাই কর্চ্ছি! (নুরুন্নাহারকে টানিয়া লইতে উদ্যত)

নুর। (মাটীতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমায় ছেড়ে দিন। গলায় কাপড় দে বলছি— আমায় ছেড়ে দিন। আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ। আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পড়ি, ছেড়ে দিন!

হায়। (রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি।

নুর। (গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে) পায়ে ধ—র'—আমা—

হায়। (মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুইজন হারামজাদীর পা ধরুন, আমি হাত ধ'রে টেনে নিচ্ছি।

[তৃ, এবং চ, রেগে পদ ধারণ এবং খাঁ সাহেব কর্তৃক লম্বমানা নুরন্নেহারকে আকর্ষণ ও প্রস্থান]

দ্বি, মো। (ক্ষণচিন্তার পর হুজুরের যে রাগ দেখতে পাচ্ছি এতে যে কি ক'রে বসেন তার নিশ্চয় কি? কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগ্‌তেই হবে!

জামা। দেখুন আমরা চাকর; হুকুম করলে আর অদুল[৯] কর্ত্তে পারিনে। এ কাজটা বড়ই অন্যায় হ'চ্ছে! মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জবরাণ[১০]! কাজটা বড় অন্যায় হ'চ্ছে! কি করি? এঁর অধীনে থেকে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে। এঁর তো দিগবিদিগ কিছুই জ্ঞান নেই, ন্যায় হ'ক, অন্যায় হ'ক একটা ক'রে বসেন, যা ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল থাকাই ভার। আজ আবুমোল্লার যা দশা হ'লো কোনদিন বা আমাদেরই ঘটে।

(হায়ওয়ান আলীর পুনঃপ্রবেশ)

হায়। ওহে তোমরা এখানে কি ক'চ্ছো? তোমরা বুঝি ভাগ চাও না? যাও না—এমন দিন আর কবে পাবে!

প্র, মো। আচ্ছা যাই। (প্রস্থান)

হায়। (সর্দ্দারগণের প্রতি) তোমরা আমায় বড় খুসি ক'রেছ, আমি মনের মত খুসি কর্ব্বো।

জামা। হুজুর! আমরা—হুকুম পেলে কাউকে ভয় করিনে, তবে দেখ্‌বেন শেষে যেন একেবারে ডুবে না মরি। সময় বড় খারাপ। সাবেক আমল হলে এত ভাবতেম না।

হায়। তার জন্য ভয় কি? মকদ্দমা আছে—মামলা আছে, আমি আছি। যত টাকা লাগে, বেপরওয়া, জান কবুল[১১]। জামাল ওকে কি করে ধল্লে?

জামা। আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। কোন মতে আর ফাঁক পাইনে। অনেকক্ষণ পর কানে আওয়াজ এলো যে, একটু দাঁড়াও আমি বার থেকে আসি। আবার শুনলুম, যাও চাঁদনির রাত ভয় কি? তার পরেই দেখি যে নুরুন্নেহার বাইরে এয়েছে। তখন একেবারে লাফিয়ে ধ রে শূন্যে শূন্যে আস্তে লাগলুম। ও কেবল মুখে ব'ল্লো ছোট বিবি ম'লেম। তার পরেই আপনি গিয়েছেন। মোল্লাকে যে ভাবে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন। হুজুর আমরা যেন নষ্ট না হই।

হায়। তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি?

জামা। হুজুর! সে যথার্থ, কিন্তু আমরা গরিব সেইটি যেন মনে থাকে!

হায়। মনের মত বক্‌সিস কর্ব্বো।

(প্র, মোসাহেবের প্রবেশ)

প্র, মো। হুজুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

হায়। কি হোলো?

প্র, মো। আর কি দেখছেন, নুরন্নেহার কেমন কর্চ্ছে বুঝি বাঁচে না!

হায়। বটে। (ত্রস্তে উঠিয়া)

প্র, মো। তার ভাব দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না—

[উভয়ে প্রস্থান এবং জামাল কামাল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সর্দ্দারগণ অপর দিক দিয়া বেগে পলায়ন।]

জামাল। অদৃষ্টে কি জানি কি হয়? গতিক বড় ভাল বোধ হ'চ্ছে না।

[হায়ওয়ান আলী মোসাহেবদ্বয়ের সাহায্যে হাত পা ধরিয়া নুরুন্নেহারকে লইয়া প্রবেশ]

হায়। (মাটিতে রাখিয়া) যথার্থই কি মরে, না ওর সব মিছে? ও কিছুই নয়, ও এক কাপ্ ক'রে রয়েছে!

দ্বি, মো। না, না, দেখুন যথার্থই গর্ভবতী ছিল, ঐ দেখুন তলপেট তোলপাড় করছে।

হায়। (নিকটে যাইয়া বিস্ময়ে) যথার্থই গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তলপেট অত নড়ে কেন?

নুর। (মৃদুস্বরে) হা খোদা! আমার কপালে এই ছিল? নারীকুলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেম না। হায় এই জন্যে কি আমার জন্ম হয়েছিল, জন্মেই কেন মরে গেলুম না! তা হোলে এত যন্ত্রণা সইতে হতো না। না! কুলেও খোঁটা হতো না। কি করি উপায় নেই, এ দুঃখ কাকে জানাব? এমন সময় প্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো না! মা বাপের মুখও দেখ্‌তে পেলেম না! প্রতিবাসীরা আমাকে দেখতে পেলে না! (দীর্ঘনিশ্বাস) হা খোদা! তোর মনে এই ছিল? জমিদার হয়ে এমন কাজ ক'ল্লে? ধর্ম্মের দিকে চাইলে না। এত কষ্ট কি আর এক প্রাণে সয়? হায় হায় এদের দমন-কর্ত্তা কি আর কেউ নেই? এদের উপরে কি আর হাকিম নেই? হায় হায় জাত গেলো, দেশজুড়ে কলঙ্ক হোলো; প্রাণও গেল সুদু আমার প্রাণই যে গেলো, তা নয়, পেটে যে একটা ছিলো তারও গেলো! খাঁ সাহেব! আপনার মনে এই ছিল? এই কল্লেন? খোদায় আপনার বিচার কর্ব্বেন! শুনেছি যে মহারাণী সকলের উপরে বড়; আমরা যেমন তোমার প্রজা তুমিও তেমনি তাঁর প্রজা। তিনি কি এর বিচার ক'র্ব্বেন না। প্রজার প্রজা বলে কি আর দয়া হবে না? মা! মা! তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম্য হ'চ্ছে তুমি কি জানতে পাচ্ছো না? কেবল বড় বড় লোকই তোমার প্রজা? আমরা গরিব বলে কি আমাদের মা হবে না? মা-আ-মার-আ-মা—সয় না, মা-মা-মা আমি মেয়ে দয়া-কর তো-পা-য়—(মৃত্যু)

হায়। ওহে যথার্থই মলো। (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই। মরেছে, না ঐ যে তলপেট নড়ছে। কই আর নড়ে না, বুঝি পেটেরটাও মলো। (বুকে হাত দিয়া) একেবারে ঠাণ্ডা হয়েছে, আর নাই (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) এখন উপায়? (প্র, মোসাহেবের প্রস্থান)

দ্বি, মো। আর উপায়! তখনই তো বলেছিলাম যা কর্ব্বেন আগে পিছে বিবেচনা করে করবেন এখন তো খুনের দায়ে ঠেকতে হ'ল।

হায়। চুপ! চুপ! খুন খুন ক'রো না। যা হবার তা হোলো, এখন কি করা যায়? অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, বসে বসে ভাবলে আর কি হবে। রাত থাকতে থাকতে এর একটা উপায় করা চাই।

দ্বি, মো। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নেই। আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েছি। যা আপনি ভাল বোঝেন করেন।

হায়। জামাল! তোমার বিবেচনা কি হয়?

জামাল। আপনি যে হুকুম করেন তাই কর্ব্বো। এতে আর আমাদের বিবেচনা কি?

(প্র, মোসাহেব এবং নিদ্রোত্থিত বেশে সিরাজ আলীর প্রবেশ)

সিরাজ। আরে পাজিরে। এমন কাজ কল্লি? এ্যকবারে হাবু খাঁর নাম ডুবালি? তোর কি কাণ্ড জ্ঞান নাই? চিরকালই কি তোর এইভাবে গেলো? লক্ষ্মীছাড়া আর কি মরবার জায়গা ছিল না? এমন কাজ কি কর্ত্তে হয়? যত গোঁয়ার এক ঠাঁই জুটে এই কাজ ক'র্চ্ছে। পূর্ব্ব-পুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারে পাগল হোয়েচিস? এখন আর কি বলবো? তোরে এ বুদ্ধি কে দিলে? (দ্বি, মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নেই। পাজিরা এখন যেন কেউ নয়। সর্ব্বনাশ কল্লি। জুটে পুটে মজালি। রাগ আর বরদাস্ত হয় না—(দ্বি. মোসাহেবকে মুষ্ট্যাঘাত) তোরাই আমার সর্বনাশ কল্লি। তোদের কু পরামর্শতেই হয়েছে!

দ্বি, মো। দোহাই আল্লার! কোরাণের কিরে। আপনার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, আমি দফায় দফায় মানা করেছি, এমন কাজ ক'র্ব্বেন না। তাকি উনি শোনেন, উনি না একজন।

সিরাজ। জামাল তোরাই আমার সর্ব্বনাশ কল্লি। তুই কি এই বদমাইশের দলে মিশে গিছিস্।

জামাল। আমি কি আর কর্ব্বো? হুকুম কল্লে তো আর অদুল কর্ত্তে পারি নে।

সিরাজ। আর সব বেটারা কোথায়?

জামাল। সব পালিয়েছে।

সিরাজ। (উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হেঁটমুখে চিন্তা)

হায়। এখন কি হবে? উপায়? বাঁচবার উপায় কি? এখন কি আর সেদিন আছে? এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কর্ম্ম করেছি, সাবেক কাল হলে আর এত ভাবতে হোতো না। পাজিরা শোনেও নাই। আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন। আর আমরাও কত কি করেছি, এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝবিনে।

জামাল। তা বলে আর কি হবে? এখন বাঁচবার পথ দেখা যাক।

সিরাজ। এক কাজ করা যাক, রাত শেষ হয়ে এল। আর উপায়ই এখন হয় না। তবে সকলে হাতাহাতি করে ধরে নিয়ে আবু মোল্লার বাড়ীর উত্তর দিকে খেজুর বাগানে ফেলে আসা যাক। শেষে নসিবে যা থাকে, তাই হবে। ভোর হোলো নেও নেও—উঠ উঠ আর দেরী করো না।

দ্বি, মো। হুজুর যা বল্লেন সেই ভাল, চল আর বিলম্ব করে কাজ নেই। রাত ফর্সা হোয়ে এলো! (নেপথ্যে দুইবার কুক্কুট ধ্বনি) ঐ হয়েছে আর রাত নেই, ধর ধর।

সিরাজ। জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে।

জামাল। [কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে] তবে আর দেরী করা নয়, ভোর হয়েছে। এই সেই পাগল বৈরাগী ব্যাটা গান গাচ্ছে। (কামালের প্রতি) কামাল ধর ভাই, একটা মেয়ে মানুষকে নে যেতে আবার আর কেউ কেন? আমরা থাকতে বাবুরা হাত দেবেন।

[জামাল ও কামাল কর্তৃক শবদেহ লইয়া গমন, পশ্চাতে পশ্চাতে অধোমুখ সকলের প্রস্থান।]

(পটক্ষেপণ)

নেপথ্যে গান

রাগিণী ললিত—তাল জলদ্ তেতাল

চেতরে চেতরে চিত! এই তো দিন ঘনায়ে এলো।
সারানিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল॥
মায়াবিনী এই নিশি, আসল্ ঘুমপাড়ানী মাসী,
ভোগ দিয়ে সর্ব্বনাশী, সার কথাটী ভুলিয়ে দিল!
শিষ্ট যারা নিশিযোগে, রয় কি তারা নিদ্রাযোগে?
মনে রেখে সেই পদযুগে, যোগে ম'জে জেগেছিল।
দুষ্ট লোকে রেতের বেলা, ঠিক যেন হয় কলির চেলা
কেউ চুরি কেউ কামের খেলা, খুন করে কেউ লুকাইল!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবুমোল্লার খেজুরবাগান।

(কনষ্টেবলদ্বয় নুরন্নেহারের শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

প্র, কন। বাবু যে এতক্ষণও আসছেন না?

দ্বি, কন। উটতে পাল্লেতো আসবেন!

প্র, কন। সে তো আর নতুন নয়।

দ্বি, কন। তাতে আর কি নতুন পুরাণ আছে; বেশী মাত্রা হোলেই দিন কাবার। আমার যে লক্ষ্মী কাঁদে ভর ক'রেছেন তিনি তো—জানিই আর কি!

[কাস্তে বগলে তামাকু টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ।]

প্র. চা। এ গাঁয় বাস্তব্বি হয় না। ও গেল না, ওরে ধরে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে।—জমিদার বহুত আছে, অনেক জমিদারের নামও শুনেছি। এরা কেমন বাবা!

দ্বি, চা। মামুজি, কি নকমে মাল্লে?

প্র, চা। আমি কি দেখ্‌তে গিছি?

দ্বি, চা। বুঝিছি, বুঝিছি ও ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের বেলা আমাগোর বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরেই বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়। পাছ দুয়োর দিয়ে বাড়ীর মদ্দিও আসে, বেটার চাল-চলন বড় খারাপ মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন[১] পাড়ার জোলা বড় হ্যাকমত[২] ক'রে বলেছ্যাল। উনি তো তার মেয়েকে দেখে বাড়ীর সামনেই ঘোরেন, সে বল্লো হুজুর দিনে মুনিব ব'লে মানবো, নাত্তিরে অজায়গায় দেখলি আর হাকিম ব'লে ন্যাত[৩] কর্ব্বো না।

(ইনিস্পেক্টরের সহিত আবু মোল্লার প্রবেশ)

ও মামুজি, ওই সাএব (পলাইতে উদ্যত)।

ইনি। খাড়া রাও, কাঁহা যাতা হায়?

প্র, চা। (হুঁকা ফেলিয়া করযোড়ে) কর্ত্তা! আমরা কিছু জানিনে।

ইনি। (শবের নিকট যাইয়া) এই মেয়েনোকটি কে? কি হয়েছে? এ রকম এখানে প'ড়ে কেন?

প্র, চা। মরে গেছে, শুনিছি খুন হয়েছে।

আবু। ধর্ম্মাবতার আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার মাথায় বাড়ী হয়েছে। হুজুর আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল (সক্রন্দনে) হায় আমার কি হবে?

ইনি। (কনষ্টবলের প্রতি) তোমরা কি অবস্থায় দেখেছো?

প্র, কন। এইভাবেই দেখেছি।

ইনি। লাস উল্টাও।

প্র, কন। (ঐ রূপ করিয়া) এই তো দাগ জখম দেখছি।

ইনি। কোথায়, কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।

প্র, কন। হুজুর এই পিঠে পাঁজরে গালে দাগ দেখা যাচ্ছে। আর অধোদশে ফুলো আর থান থান রক্ত।

আবু। হায়, হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল? (কপালে আঘাত করিয়া) হায়! খোদা এই ক'রে এই দেখালে।

ইনি। দুজন কুলি বোলাও।

প্র, কন। ঐ দুই ব্যাটাকেই ডাকি।

ইনি। আচ্ছা লে আও। ডাক্তার সাহেবের কাছে লাস পাঠাতে হবে।

প্র, কন। (দুই চাষাকে ধৃত করিল) তোদের লাস নে জেলায় যেতে হবে।

প্র, চা। কর্ত্তা আমরা মোসলমান, মরা মানুষ ছুঁতে পার্ব্বো না।

দ্বি, চা। আমাদের জাত যাবে, আমি পার্ব্বো না।

প্র, কন। কি পার্ব্বিনে পার্ত্তেই হবে (ঘাড়ে ধরিয়া) শালা পার্ব্বিনে, উঠাও লাস উঠাও।

দ্বি, চা। না বাবা। মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল আমরা পার্ব্বো না, আমাদের জাত যাবে। এ কাম আমাদের নয়।

প্র, কন। (মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) নে বাঞ্চত লাস নে।

দ্বি, চা। এই নিচ্ছি। [চাষাদ্বয়ের লাস লইয়া প্রস্থান]

ইনি। জমিদারের পক্ষের লোক কোথায়?

প্র, কন। হুজুর তারা ভয়ে আপনার কাছে আসছে না। গ্রামে আছে—চলুন।

ইনি। আচ্ছা চল। [সকলের প্রস্থান]

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি।

(ম্যাজিষ্ট্রেট, কোর্ট ইনিস্পেক্টর, কয়েকজন আসামী, আবুমোল্লা এবং উকীল মোক্তার, দর্শকগণ, আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত।)

ম্যাজি। হামি আর সাক্ষী চাই নে।

কোর্ট, ইনঃ। (নিকটে যাইয়া) আসামীদের পক্ষে আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত আছে।

ম্যাজি। নেই, সাবুদ[৪] হুয়া (ফরিয়াদির মোক্তারের প্রতি) টোম্‌রা কুচ সওয়াল হায়?

মোক্তা। ধর্ম্মাবতার (গাত্রোত্থান)

উকি। (আসামীর পক্ষে) ধর্ম্মাবতার—

ম্যাজি। ও হ'টে পারে না, টুমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্তৃতা শেষে হ'টে পারে! (বাদীর মোক্তারের প্রতি) টোমার আর কি আছে?

মোক্তার। (স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া) ধর্ম্মাবতার! এই মোকদ্দমার বাদী আবু মোল্লা প্রজা। আসামী হায়ওয়ান আলী জমীদার। প্রজা মোল্লার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা, বলাৎকার করিতে থাকা ও তদ্‌হেতু মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ হইয়াছে। আর সেই জমীদার, সেই জমীদার আসামী আর কয়েকজন আসামীকে সঙ্গে করিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পালিয়েছে তার সন্ধানমাত্র নাই। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণরূপে দোষী ও অপরাধী। ধর্ম্মাবতার! খোদাবন্দ! হায়ওয়ান আলী (থুথু ফেলিয়া থুবড়ি) হায়ওয়ান আলী খাঁ জমীদার! মপস্বলে প্রজার হর্ত্তাকর্ত্তা জমীদার। তাদের আদালত ফৌজদারী জমীদারই নিষ্পত্ত্য করিয়া থাকে—প্রজার পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্ত্য হ'ক্ বা না হ'ক আপনি নজরের টাকা হলেই হল। প্রজারা শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই, জমীদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্যি হইতে পারে না। জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তার ভিটেমাটী একেবারে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেন। আর ইহাও অপ্রকাশ নয় যে—

ম্যাজি। চুপ, চুপ আসল কথা বল—

মোক্তার। খোদাবন্দ ধর্ম্মাবতার! এই মকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী সুতরাং প্রমাণ হওয়াই দায়, তবে যে হুজুর এতদূর হয়েছে সে কেবল সত্যি ঘটনা বলেই হয়েছে। নতুবা গরীবের সাধ্যি কি যে মকদ্দমা করে। হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন—(রায় দর্শন) ইতিপূর্ব্বে সাহেবজাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জাবরাণে ধরে এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, নষ্ট করেছেন, মাথা খেয়েছেন, জাতপাত করেছেন, সে আমি বলতে চাই নে। ধর্ম্মাবতার ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে। প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে। (উপবেশন)

উকীল। ধর্ম্মাবতার মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ ব'কে গেলেন এ মকদ্দমা সম্বন্ধে কি বলেছেন, কিছুই বলেন নাই। জমীদার এমন করে জমীদার প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করে—জমীদার প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে—সে কথা এ মকদ্দমায় কিছুমাত্র সংশ্রব নাই; হায়ওয়ান আলী কি করিয়া দোষী হইতে পারে,—তিনি অতি ধনবান, বিশেষতঃ বিচক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ, বয়স এ পর্যন্ত ৪০ বৎসর হয় নাই। তার দ্বারা এমন কাজ হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালীশ উপস্থিত হয়েছে, কোন সাক্ষীতেই এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই, যে আমার মক্কেল নুরন্নেহার আওরতকে জবরাণ বলাৎকার করেছেন, আর সেই বলাৎকারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, ফরিয়াদী আবু মোল্লা বড় ফেরেববাজ।[৫]

আবু। (গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধর্ম্মাবতার আমি নিতান্ত গরীব, আমার সাধ্য কি যে, জমীদারের নামে মিছে মকদ্দমা করি? হুজুর সে—

ম্যাজি। চুপ চুপ—(কোর্ট সব-ইনিস্পেক্টরের প্রতি) দারগার রিপোর্ট পড়।

কোর্ট ইঃ। (রিপোর্ট-পাঠ আরম্ভ) ফরিয়াদীর স্ত্রী নুরন্নেহার আওরতের মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জোবানবন্দীতে ও তমিজদ্দীন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের মর্ম্মে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাসস্থান গ্রামের তালুকদার ১নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও তস্য

ভ্রাতা সিরাজ আলী সহিত গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতল মারিয়া নিবাসী লাল বিহারী সাহার জমাজমী লইয়া বিবাদ ও মনবাদ[৬] হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ খাঁদিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে সাহাদের অনুগত ও বাধ্য হওয়ায় হায়ওয়ান আলী অতি লম্পট ও দুষ্ট স্বভাবের মনুষ্য বিশেষ উক্ত মনোবাদে বাদীকে নির্যাতন ও স্বীয় কু প্রবৃত্তির সাধন জন্য আপন চাকর ও অনুগত ২ হইতে ১৮নং প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবদ্ধ হইয়া অমুক তারিখে অধিক রাত্রে ফরিয়াদীর প্রতিবাদী ২নং আসামী বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের স্ত্রী প্রস্রাব করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিলে ঐ স্ত্রী সোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া সোর করায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা হটাইয়া স্ত্রী মজুকুরার মুখাদি বন্দ করিয়া হতাসাঙ্গে শূন্যভাবে আপন বাহির বাটীর পূর্ব দ্বারি বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া ও মুখ বন্ধ করিয়া বলাৎকার করা ও নানা মত অত্যাচার করিয়া কষ্ট দিয়া হত্যা করা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রকাশ পাইলেক যে ২নং হইতে ১০নং আসামীগণ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২। ৩৫৪। ৩০২। ৩৭৬ ধারার অপরাধ ক্রমে ধৃত হইয়া ইত্যগ্রে ফৌজদারি আদালতে চালান হইয়াছে। ১নং প্রধান আসামী ও ১১ হইতে ১৮নং আসামীগণ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করায় অনেক তলাসে এ যাবত তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করত ধৃত করার পক্ষে যথোচিত চেষ্টা থাকিয়া (এ) ফারাম সহ আবশ্যকায় সাক্ষীগণকে হুজুরে পাঠানো হইল। আর সিরাজ আলী মজকুর অপরাধী দ্বারায় বাদীর স্ত্রীর মৃতদেহ বাগানে ফেলিয়া রাখা অর্থাৎ দণ্ডবিধি আইনের ২০২ ধারার অপরাধে করা প্রকাশ ও যে জন্য জামানত থাকাতে তাহার গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্ট প্রচার হওয়ার জন্য কোর্ট ইনিস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া বিদিতার্থ নিবেদিলেক হুজুর মালিক্ নিবেদন ইতি।

সন তারিখ মাস।

ম্যাজি। ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট কোথায়?

কোট ইঃ। নথিতেই আছে।

ম্যাজি। (নথি উল্টাইয়া দেখেন, কিছুকাল পরে রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনস্পেক্টর দ্বারা পাঠ)

কোর্ট ইনঃ। হুকুম হইল যে গড়হাজিরা আসামীগণের নামে ওয়ারিন করিয়া গ্রেপ্তার হয়, আর হাজিরা চালানী আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ্দ করা গেল।

সন তারিখ মাস

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত

[দায়রা বিচার]

(জজ, উকীল, ব্যারিষ্টার—আসামী, সাক্ষী, পেস্কার, আরদালী, জুরীগণ ও দর্শকগণ)

পেস্কা। (জজের নিকট গিয়া) হুজুর, জুরির সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই একজন গরহাজির।

জজ। ডেকে আনতে পার।

পেস্কা। (দর্শকগণ মধ্যে একজনকে সংকেতে ডাকিল) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শক। (নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেস্কা। আপনি জুরি হ'তে পারেন?

জজ। আপনি কে আছে?

দর্শ। খোদাবন্দ আমি আমি (যোড় হাত) না না খোদাবন্দ কিছু কসুর নাই, আমি জলপান খাচ্ছি। (বস্ত্র হইতে চিড়েমুড়কী পতন)

জজ। নেই টোমার জুরি হ'তে হবে।

দর্শ। দোহাই ধর্ম্মাবতার আমার কোন কসুর নাই, আমি কিছু ঘাট করি নাই; আমি কোষ্টা[৭] কিন্তে যাচ্ছি। পথে শুনলেম যে আবু মোল্লার বৌয়ের খুনি বিচার হচ্ছে। হুজুর! তাই আমি দেখতে এয়েছি, ধর্ম্মাবতার ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমি আর কিছু জানিনে হুজুর! দোহাই ধর্ম্ম—

জজ। নেই, নেই হাম টুমকো জুরী করে গা, টোমারা ক্যা নাম? (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শিশ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য)

দর্শ। (সক্রন্দনে) হুজুর দেশের মালিক যা মনে করেন তাই ক'র্ত্তে পারেন, কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ। (ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে) তোমার নাম ক্যা হ্যায়?

দর্শ। (সরোদনে করযোড়ে) আব্ জান বেপারী হুজুর। খোদাবন্দ—

জজ। টোম ঐ চেয়ারমে বয়ঠো।

আব। (বেগে পলায়নোদ্যত)

জজ। পাকড়ো—পাকড়ো। (আরদালী কর্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসন)

আব। (চেয়ারের একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হুজুর! আমি কিছুই জানি না, সকলকে জিজ্ঞাসা করুন আমি কিছু জানি না।

জজ। চুপরাও!

আব। এইবারই গেলুম! (নিস্তব্ধ) (বিচার আরম্ভ)

পেস্কার। [জজসাহেবের নিকট করযোড়ে] হুজুর, ছাপাই সাক্ষী আরও দুজন আছে।

জজ। লে আও—

পেস্কা। (আরদালীর প্রতি) জিতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক।

(আদালত রীতিমত আরদালীর দ্বারা তিনবার ফোক্‌রানো)[৮]

[ঢিলে পাজামা, সাদা চাপকান পরা, মাথার পাগড়ী, তসবি গলায়, হাতে যষ্টি, বৃদ্ধ জিতু মোল্লা প্রবেশ এবং হলফ পাঠ]

জিতু। আমার নাম জিতু মোল্লা, বাপের নাম ফেদু মোল্লা, বয়স ৬০।৭০ বৎসর, মোল্লাকি ব্যবসা।

জজ। মোল্লাকি কি?

জিতু। কোরাণ প'ড়ে আমরা মুরিদকে[৯] শোনাই, দুটো আখেরের কথা কই যাতে দীনদুনিয়ার ভালাই হবে! বিয়ে সাদীর কলমা পড়াই। মানিকপীরের সিন্নি ফয়তা[১০] দেই, আর মুরগী জবাই করি, হুজুর এই সকল কাজ আমার—

জজ। (গাত্রোত্থান করিয়া) টুমি এ মকদ্দমার কি জানে?

জিতু। আমি আবু মোল্লার কুটুম। যেদিন এই মামলার বাত হয়েছে, আমি সেদিন আবু মোল্লার খলিফা ঘরে[১১] বসে সারারাতি আল্লা আল্লা ক'রে জেহীর[১২] করেছি ; আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না।

জজ। টুমি ঘুম পাড়ো না, তবে কি কর?

জিতু। সারারাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিট্না[১৩] করি।

ব্যারি। নেই, ও বাত নেই, টুম কুচ্ গোলমাল শোনা হ্যায়?

পেস্কা। হাকিম জিজ্ঞেস কর্চ্চেন সে রাত্রে তুমি কোনো গোলমাল শুনেছিলে?

জিতু। সে রাত্রে কোন গোলমাল হয় নাই, এ সকল কেবল মিছে করে আবুমোল্লা এদের বাদিয়েছে।

ব্যারি। টুমি মক্কামে গেয়া?

জিতু। জোনাব! গেছলাম। আমি চারবার আজ[১৪] করেছি।

ব্যারি। মোল্লার জরু কি করে মরেছে, টুমি তার কিছু জানে?

জিতু। জানবে না ক্যা? আবুই মারতে মারতে একেবারে খুন করেছে।

ব্যারি। আবু কেঁও মারা?

জিতু। ও নাহি কার সঙ্গে কথা কৈল।

ব্যারি। হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে—

জিতু। (তসবিতে কপাল চুল্‌কাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা অমন লোক দুনিয়া জাহানে আর নাই! বড় দিনদার, বড় দাতা ; মক্কায় যাইবার সময় হামারে পঞ্চাশটি টাহা দেয়।

ব্যারি। হায়ওয়ান আলী নুরন্নেহারকে মারিয়াছে?

জিতু। (দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা[১৫]! সে কি এমন কাজ কর্ত্তে পারে তা কহনো হবার নয়!

ব্যারি। আচ্ছা তুমি যাও। [কলম ছুইয়া জিতুর প্রস্থান]

[নামাবলি গায়ে, কৌপিন এবং বহির্বাস পরিধান সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তে গলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুঁড়াজালী, কক্ষে ঝুলি, হরিনাম জপ করিতে করিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসের প্রবেশ এবং পূর্ব্বমত হলফ্ পাঠ]

হরি। আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস ; বয়স ৪০। ৫০ বৎসর। আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করি।

ব্যারি। আবু মোল্লার স্ত্রীকে কে খুন ক'রেছে টুমি কিছু জানে?

হরি। (মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ। আমি কিছু জানি না।

ব্যারি। কিছু শুনিয়াছে?

হরি। শুনেছি হুজুর।

ব্যারি। ক্যা শুনা হ্যায়?

হরি। হরিবোল! হরিবোল! শুনেছি আবু মোল্লাই মেরে ফেলেছে। উঃ কি পাপিষ্ঠ !! হরিবোল হরিবোল!

ব্যারি। আবু মোল্লা কেমন লোক?

হরি। সে বড় ফরাববাজ, একদিন আমি—

জজ। তুমি কি? ফেরব করিয়াছে (উচ্চহাস্য করিয়া পূর্ব্ববৎ তুড়ি ও শিশ দিয়া নৃত্য এবং ইংরেজী গান করিয়া দর্শকদের প্রতি দৃষ্টি করতঃ হাস্যপূর্ব্বক উপবেশন) তুমি—একদিন তুমি কি?

হরি। হুজুর! একদিন আমি ভিক্ষে কর্ত্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম। ফাঁকি দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে; শেষে ঝোলাটা পায়ে প'ড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা ফেরেববাজ! ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে মল। রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ!

ব্যারি। মোল্লার স্ত্রীর চরিত্র কেমন ছিল?

হরি। (দুই কানে হাত দিয়া) রাধেগোবিন্দ। আমার মুখ দিয়া সে কথা বেরুবে না—(দীর্ঘনিশ্বাস) মেরে ফেলেছে কি জন্য—দীনবন্ধু!

ব্যারি। এই আসামীরা কেমন লোক?

হরি। বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড়লোক, বড় ধার্ম্মিক। গরিব লোকদের প্রতি তার ভারি দয়া। আমার বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে যান তিনি কাপড়, টাকা, পয়সা, চাল দয়া ক'রে দিয়ে থাকেন!

বা, উকিল। তোমার বৈষ্ণবীর নাম কি?

হরি। কৃষ্ণমণী।

বা, উকিল। হুজুর সেই কৃষ্ণমণী।

জজ। হাঁ, হাঁ, আমি জানে।

(ডাক্তার কানিংহাম সাহেবের প্রবেশ)

জজ। How are you ?

ডাক্তার। Thanks! Quite well.

জজ। Please take your seat. How is Mrs. CUNINGHAM ? I have not seen her for a long time. (মৃদুস্বরে) More than six months.

ডাক্তার। Thanks ! She is in delicate state and this is the seventh month.

জজ। Oh ; (ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দন্তাঘাত) Do you like to go soon ?

ডাক্তার। Yes, she is alone.

জজ। (আসামীর ব্যারিষ্টারের প্রতি) DR. CUNINGHAM is in hurry and I think it is better to take his deposition first.

ব্যারি। Yes, I have no objection.

বা, উকিল। (দণ্ডায়মানপূর্ব্বক) হুজুর হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল আছে।

জজ। Wait, wait (ঈষৎক্রোধে) Baboo, can't you wait (মৃদুস্বরে) natives ! Let me take DR. CUNINGHAM's deposition first.

(বাদীর উকিল নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন)

(ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবেল দান)

ডাক্তার। (বাইবেল চুম্বনপূর্ব্বক) My name is F. B. CUNINGHAM ; aged 72 years. I am the G. Surgeon of Bensaff district. I made the port-mortem examination of the body of Nooren-nehar, a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the officer-in-charge of Dharmoshala Police Station, No marks of external violence except on the genetal profuse discharge of blood from the said part ; the lungs highly conjected on digesting away the skin of throat extravasation of blood observed, all

other organs found healthy, (ত্রস্তভাবে) In my opinion she must have died of sanguinous apoplexy of the brain.

জজ। (মৃদুস্বরে) Must be brain disease. (বাদীর উকীলের প্রতি) টোমার কুছ সওয়াল আছে?

বা, উ। ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে যে স্ত্রীলোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্ম্মের নীচে রক্ত জমা হইয়াছিল ঐ কারণে কি ব্রেণ ডিজিজে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা?

জজ। হাঁ, কেন হবে না? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন ; হোবে, হোবে।

বা, উ। হুজুর ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত।

জজ। (বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট্! (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the Vegina and extravasation of blood beneath the skin of the throat, produced sanguineous apoplexy of the brain?

ডাক্তার। (উচ্চহাস্যপূর্ব্বক) হা হা হা! If fever can produce enlargement of spleen then why not the soft blood will produce sanguineous apoplexy of the brain?

জজ। আর কিছু সওয়াল আছে?

বা, উ। হুজুর, আমরা মেডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না। আর কোন সওয়াল নাই। (উপবেশন)

জজ। (ব্যারিষ্টারের প্রতি) Have you anything to ask Dr. CUNINGHAM ?

ব্যারি। (সাশ্চর্য্যে) To whom ? To DR. CUNINGHAM ?

জজ। Yes.

ব্যারি। Certainly not ; he is perfectly right.

জজ। (ডাক্তারের প্রতি) Then you can go ; give my compliments to Mrs. CUNINGHAM.

ডাক্তার। Thanks. (প্রস্থান)

ব্যারি। (হরিদাসের প্রতি) টুমি কোন কোন তীর্থ দেখেছ?

হরি। গয়া, কাশী, পেঁড়ো আর কত তার নামও জানিনে।

জজ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) টুমি লেখাপড়া জানে?

হরি। নাম সই কর্ত্তে পারি।

জজ। আচ্ছা, দস্তখত কর। [নাম সই করিয়া হরির প্রস্থান]

জজ। (বাদীর উকীলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।

[পাঁচ মিনিটকাল উকীলের বাঙ্গালা বক্তৃতা]

[পনেরো মিনিটকাল ব্যারিষ্টারের ইংরাজী বক্তৃতা]

আবু। দোহাই ধর্ম্মাবতার—আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—বড় দৌরাত্ম্য হয়েছে।

ব্যারি। টুম চোপরাও।

আবু। আমার বাড়ীঘর সব গিয়েছে জাত্ও গেছে হুজুর ; আমার কিছুই নাই ; (ক্রন্দন) আমার সর্বনাশ হয়েছে।

জজ। চুপ্ রাও।

আবু। দোহাই ধর্ম্ম অবতার। আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—আমি নিতান্ত গরীব।

জজ। চুপ্ রাও। (কিঞ্চিৎ পরে জুরীগণের প্রতি) Is the case guilty or not ?

জুরি। (যথাস্থানে এক ঐক্য হইয়া) Not guilty.

ব্যারি। (হো হো শব্দে হাস্যপূর্ব্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তেকরণ এবং জজের একটু খোসামোদ)

জজ। (রায় লিখিতে আরম্ভ, ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিস্‌মিস্—আসামীগণ খালাস। (হাতে তুড়ী দিয়া নৃত্য)

ব্যারি। (হাস্য করিয়া) সেক্‌হেণ্ড।

(পটক্ষেপণ)

(নটীর প্রবেশ)

নটী। (স্বগত) হায়, হায় এ কি হলো? হা ভগবান তুমি কোথায়? হায় হায় এ জগতে অর্থই সকল দোষের মূল।

হায়রে পাতকি অর্থ! তোর লাগি ভবে—
সুধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যাহিত!
অবলা অমূল্য রত্ন সতীত্ব রতন,
হরিল দুর্ম্মতি পাপ পাষণ্ড বর্ব্বর
জমীদার! ধর্ম্মাসনে হলো না বিচার!
কারে কই মনো দুঃখ কারে বা জানাই
এ বারতা? শোকসিন্ধু উথলিছে মনে—
কারে বা জানাই? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা?
দুজন জিজ্ঞাসা-পাত্র সম্মুখে আমার—
জানাইব তাঁরে যিনি সর্ব্ব নেত্রবান্,
সর্ব্বদশী মহেশ্বর, জগত-কারণ,
সর্ব্বময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সব্বশাস্তা বিভু,
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
অনুগত ধর্ম্ম যার সদা আজ্ঞাবহ,
তাঁরে বিজ্ঞাপিব শোক মনে যত আছে—
এইভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব,
হবে না কি দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন?
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন?
আরো বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি তাঁর কাছে,
ঈশ্বর-প্রসাদে যিনি ভারত-ঈশ্বরী,
যাচিল কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার,
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার।

সঙ্গীত। রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কাতরে ডাকিমা তোরে শুনমা ভারতেশ্বরী।
অবহিত অবিচার আর বাঁচিনে মরি মরি॥
থাক মা সাগর পারে কভু না হেরি তোমারে,
রক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে, বিনয়ে মিনতি করি।
অবলা সরলা সতী, তাহে ছিল গর্ভবতী

সে সতীর এ দুর্গতি উহু মরি মরি!
সবল দুর্ব্বল পরে, হেন অত্যাচার করে?
রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণ ধরি ॥
দয়া মমতা পালিনী, প্রজার দুঃখ বিমোচিনী,
দীন দুঃখ-নাশিনী, মা তুমি শুভঙ্করী ;—
জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিন্ধু পারে থাকি,
করুণা কটাক্ষ রাখি, তার মা ভারতেশ্বরী।

(নটের প্রবেশ)

নট। প্রিয়ে! আর দুঃখ কর্ল্লে কি হবে? আমাদের কথা কে শুনে? আর কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়? হায়! চ'খের উপর এমন অন্যায় হলো? হায়! হায়! দিনদুপুরে ডাকাতি হলো! দীনহীন প্রজার ধন মান প্রাণ পর্য্যন্ত গেল, তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না! (ক্ষণকাল চিন্তা) যাক্ আমাদের আর সে কথায় কাজ না। আমাদের কথায় কেবা কান দেয়?

নটী। বলেন কি? আমাদের এই কান্না কি কেউ শুনবে না। গরিবের প্রতি কি কেউ নজর কর্‌বেন না?

[দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবুমোল্লার প্রবেশ।]

নট। আবার কি হয়েছে? উঃ কি ভয়ানক।

আবু। আমার সর্ব্বনাশ ত হয়েইছে—হায়ওয়ান আলী মোকদ্দমা জিতে আমার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে চুরে খানে-ওয়ারাণ[১৬] ক'রে ফেলেছে। আমার আর দাঁড়াবার লক্ষ[১৭] নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়! আমার ধন মান প্রাণ সকলি গেলো, বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলি লুটে নিয়েছে। আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমার অন্ন বস্ত্র কিছুই নাই। (ক্রন্দন)

নট। কি নির্দয়!! কি নিষ্ঠুর!!!

নট নটী। (উভয়ের দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী।
উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি ॥
কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে সুখকর,
নাশিবেন তম ঘোর, ঘোর অন্ধকার ছবি?
ওহে বিপদ বারণ, কর বিপদে তারণ,
তম কর নিবারণ নিবেদন করিঃ—
তুমি দেব সর্ব্বময়, কাতরে করুণাময়,
নাশ করি দীন ভয়, শ্রীপদ কমল ধরি ॥

যবনিকা পতন।

THE MIRROR OF A TEA PLANTER

OR

চা-কর দর্পণ নাটক

শ্রীদক্ষিণা চরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

"HONI. SOIT. QUI. MAL. Y. PENSE" *

কলিকাতা

৫৩ সীতারাম ঘোষের ইষ্ট্রীটস্থ

সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে

শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত

সন ১২৮১। পৌষ।

*এই ফরাসী কথাটির অর্থ—'গৃহিণীরা ভেবে দেখুন, অত বাড়াবড়ি ভাল কিনা।

ভূমিকা

চা-কর দর্পণ পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে উল্লেখ করিয়া ইহা লিখিত হয় নাই ; কেবল পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থ এই নাটকের চরিত্র কল্পিত হইয়াছে। তবে যদি কোন মহাত্মা গায় প'তিয়া লইয়া আপনাকে উল্লিখিত মনে করেন, তবে নাচার। আমার বাস্তব উদ্দেশ্য বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না ; সহৃদয় পাঠকবৃন্দ দোষগুণের বিবেচনা করিবেন। যদি আমি তাহাদিগের কথঞ্চিৎ চিত্ততুষ্টি সাধন করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

১৯ পৌষ। ১২৮১। গ্রন্থকার

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

সারদা	···	রাইয়ত।
বরদা	···	সারদার ভাই রাইয়ত।
কেশব	···	ডিপো কণ্ট্রাক্টর।
হরিদাস চক্রবর্ত্তী	···	কেশবের সরকার।
সাধু	···	চাকর।
ভোলানাথ	···	একজন ডিপো দর্শক।
মাধব	···	একজন কুলি।
ম্যাক্লিন সাহেব	···	চা-কর।
নিধুরাম	···	সাহেবের দেওয়ান।

স্ত্রী।

নৃত্যকালী	···	সারদার স্ত্রী।
সরমা	···	বরদার স্ত্রী।
শ্যামা	···	

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাধবপুর (মেটেঘরের দাওয়া)। সারদা ও বরদা আসীন।

সারদা। আর ভাই মাথায় হাত দিয়ে পড়িচি, কি করে সংসার প্রতিপালন কোরবো?

বরদা। তাইতো দাদা ধান জন্মাল না, মেয়েগুলো খাবে কি?

সারদা। সেই এক ভাবনা, তার উপর আবার জমিদারের খাজনা না দিলে গরু বাছুরগুল বিক্রি হয়ে যাবে।

বরদা। আমাদের জমিদার বড় মন্দ লোক নয়। তবে কিনা নায়েব বেটা ভারি হারামজাদা।

সারদা। নায়েবদের জন্যই তো প্রজাদের এত ক্লেশ, তারা যদি জমিদারকে একটু বুঝিয়ে বলে, তাহলে কি জমিদার প্রজাদের একেবারে মেরে ফেলবে।

বরদা। দাদা তুমি বোঝনা, খাজনা আদায় না হলে নায়েব শালাদের লাভ হবে কিসে?

সারদা। বরদা এক কাজ কোরবি, এ বছর ধান জন্মায় নাই, আমরা জমিদারের কাছে কেঁদে পড়ি গিয়ে চল্।

বরদা। তাতে কিছুই হবে না। নায়েব গোমস্তা শালারা না মলে কোন ফল দেখবে না।

সারদা। তবে এখন ঠাওরালি কি?

বরদা। আর ঠাওরাবো কি? ভগবান কপালে যা লিখেছেন তাই হবে।

সারদা। আমি সেদিন শুনলুম ও গ্রামের জমিদার তার প্রজাদের নিকট এ বৎসরের খাজনা নেবেনা বোলেচে। আমরা এক কাজ করি আয়। ঘরদ্বারগুল বিক্রি করে ও গ্রামে গিয়ে বাস করিগে চল্।

বরদা। ও বাবা, তাহলে কি রক্ষা আছে, আমাদের জমিদার তাহলে একেবারে প্রাণে মেবে ফেলবে।

সারদা। তা কি কত্তে পারে, কোম্পানীর মুল্লুক।[১]

বরদা। আরে নাও, জমিদারদের অসাধ্য কি আছে, তারা প্রজাদের মাত্তেও পারে, রাখ্তেও পারে।

সারদা। তবে এখন উপায় কি?

বরদা। উপায় ভগবান। যদি আর এক পশলা বৃষ্টি হয়, তা হলেই ধানগুল বোনা যাবে।

সারদা। এবছর যেকালে এখনও বৃষ্টি হয় নাই, সেকালে আর বোধ হয় না যে হবে।

বরদা। আর বছর ভালরূপ জল হয়নি, এবছর না হলে সকলেই মারা যাবে।

সারদা। তা বইকি, ক বছরের জমিয়ে যে কয়খানি রূপোর গহনা গড়িয়েছিলুম, গেল বছর সবগুলি বিক্রি করেচি, এবছর গরুলাঙ্গলগুলি সব বিক্রি করে যতদিন খাওয়াতে পারি খাওয়াব।

বরদা। তাতে কয়দিন হবে?

সারদা। যে কয়দিন হয়।

বরদা। তার চেয়ে আর এক কাজ করি এস দাদা।

সারদা। কি কাজ?

বরদা। বাবুদের বাড়ি চাকরি করি গিয়ে চল।

সারদা। চাকরি করে কি এতগুলি পরিবার খাওয়াতে পারব?

বরদা। তা হবে।

সারদা। চাকরিই বা আমাদের দেবে কে?
বরদা। কেন ও গ্রামের চৌধুরীমশাইদের বাড়িতে।
সারদা। শুনিচি তারা চাকরদের বড় মারধর করে।
বরদা। তা না হলে আর এক জায়গায় থাকবো।
সারদা। তাই যা হয় করা যাবে। ঐ কে একজন এদিকে আসচে না?
বরদা। হ্যাঁ চক্রবর্ত্তী মশায় আসচেন।

(হরিদাস চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ)

সারদা। চক্রবর্ত্তী মশায় প্রণাম হই। (প্রণাম)
হরি। কল্যাণ হোক। তোমরা কেমন আছ বাপু।
সারদা। আর মশায় কেমন আছি, বাড়িঘর বেচে পালাবার যোগাড় কচ্চি।
হরি। সে কেমন।
সারদা। দেখচেন না মশায় জল হয়নি, এ বৎসর লাঙ্গল দিতে পাল্লুম না, পরিবারগুলকে খাওয়াব কেমন করে, তাই ভেবেই অস্থির হয়েচি।
হরি। এই কথা, তার উপায় আছে।
বরদা। (শশব্যস্তে) আর উপায় কি আছে?
হরি। আরে তুমি ওরূপ ব্যস্ত হলে চোলবে কেন? তোমরা এখন ঠাউরেছ কি?
সারদা। ঠাউরেছি আমাদের পোড়া কপাল! ভাই আমার বোলছিলেন চাকরি কত্তে।
হরি। সেতো মন্দ কথা নয়। তোমরা কোরবে?
বরদা। কোথায় মশায়?
হরি। আরে বাপু সে এদেশে নয়, অনেক দূর।
বরদা। হলুই বা কতদূর?
হরি। কাছাড়, সিলেট[২]! তোমরা যেতে পারবে?
বরদা। কেন পারবো না, মোটা মাইনে দিলেই যেতে পারি, কি কাজ কত্তে হবে?
হরি। আরে সে বড় সোজা কাজ, আজকাল মেয়ে মদ্দে সকলেই যাইতেছে।
বরদা। তবু কাজটা কি?
হরি। চা গাছ শুনিছিস, তারির পাতা তুলতে হবে।
বরদা। এই কাজ? তা আমরা পারবোনা কেন?
হরি। তবে তোমরা রাজি হওতো তোমাদের পাঠিয়ে দিই।
বরদা। মাসে কত করে মাইনে দেবে?
হরি। (স্বগত) মাইনের কথাটা বেশি করে নাবল্লে বেটারা যাবে না দেখচি, তবে তাই বলি (প্রকাশ্যে) মাইনে মাসে দশ টাকা আর খোরাক পোষাক দেবে।
বরদা। তবে মন্দই বা কি, দাদা কি বল যাবে?
সারদা। আমার যাবার ইচ্ছে হয়েছে। পরিবারগুল খেতে পোরতে পাবে।
বরদা। তবে চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের যাবার ইচ্ছে আছে, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাদের যোগাড় করে দিন।
হরি। আরে বাপু তোদের ভালবাসি বলে তাই এই খপরটা দিতে এলুম, অন্য লোক হলে কি বোলতুম।
বরদা। হ্যাঁ আপনি আমাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, অন্য লোক হলে কি চাকরি বাকরির কথা বলে?

হরি। দশ টাকা করে মাইনে কিছু নিতান্ত অল্প নয়, আজ কাল যারা পাস করেচে, তারাও পেলে ছুটে যায়। তোরা তো চাষা কিছুই জানিস নে।

সারদা। আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা মশায়, কতগুলি লোকের দরকার হবে?

হরি। লোক আমরা ফিরাইনে, যত লোক আসুক, আমরা সকলকেই কাজে লাগিয়ে দিই।

বরদা। তবেই ভাল, আমরা মনে করেছিলুম বুঝি দু চারিজনের দরকার। আচ্ছা ওপাড়ার দু পাঁচজনকে নিয়ে গেলে হয় না?

হরি। বেশতো, বেশতো। কয়জন যাবে?

বরদা। বোধকরি আমরা গেলে, আরো দুই দশজন যেতে পারে।

হরি। তবে তাদের চেষ্টা দেখ। আমি তবে এখন চল্লুম।

সারদা। কিসে করে যেতে হবে?

হরি। জাহাজে করে, তা কোন ভয় নেই।

সারদা। বাবা, জাহাজে কেমন করে যাব।

বরদা। ভয় কি দাদা, লৌকয় যেমন করে যায়, এতেও তেমনি করে যাব।

সারদা। না ভাই আমার বড় ভয় লাগে।

হরি। আরে বাপু এর তো বড় ভয় দেখতে পাই, এত লোক যাচ্চে আসচে, কটা লোক মরেচে?

সারদা। বলি তা নয়, তবে কিনা কখন তো জাহাজে উঠিনে তাইতো ভয় করে।

হরি। ভয় কি? তবে অন্য যারা যাবে তাদের যোগাড় দেখো।

সারদা। বসুন না তামুক খান। ওরে বরদা, চক্রবর্ত্তী মশায়কে তামুক খাওয়া।

হরি। না আমি এখন তামাক খাবো না চল্লুম। (প্রস্থান)

বরদা ও সারদা। প্রণাম হই,

(উভয়ের প্রণাম)

বরদা। দাদা এ বড় মন্দ কথা নয়, চাকরি করা যাক্, এস, তারপরে যখন ধান জন্মাবে, তখন চাকরি নাই কল্লুম।

সারদা। এ বড় মন্দ কথা নয়। ওরে দৌড়ে গিয়ে চক্রবর্ত্তী মশায়কে জিজ্ঞাসা করে আয় দিখিন কবে আসবে? (বরদার প্রস্থান)

সারদা। ভাই আমার একেবারে খেপে উঠেচেন, এখন মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করি, তারা কি বলে।

(বরদার প্রবেশ)

বরদা। দাদা চক্রবর্ত্তী মশায় কাল আসবে।

সারদা। আচ্ছা তবে এখন আমরা যাই চল, বেলা অনেক হলো। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কেশববাবুর বৈঠকখানা।

হরি। (স্বগতঃ) আজ বাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা না বার কল্লে আর চলে না। আর তিনি এই সুখপরটা শুনেও বড় সন্তুষ্ট হবেন, আমারও বাবুর কাছে এক মাসের মাইনে পাওনা

হয়েছে। কেবল যে এক মাসের মাইনে পাওনা হয়েছে এমন নয়, এই যে লোক কয়টাকে হাত করে এসেছি, তার হিসাবেও পাওনা আছে। আজ অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন, আমাকে যেমন রোজ বোলতেন যে চক্রবর্ত্তী কোন কাজের লোক নয়, আজ তেমনি দশবারো বেটাকে হাত করেছি। তাঁর তো এত সরকার রয়েছে, আমার মত একদিনে দশবারো জনকে হাত কত্তে কেউ পেরেছে? যাই বাবু কোথায় গেল একবার দেখি (গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন) না একটু বসি এখনই আসবেন এখন। আজ পেট ভরে খাব, টাকা নেব, তবে এখান থেকে যাব।

(কেশবের প্রবেশ)

কেশব। কি হে চক্রবর্ত্তী, এত সকাল সকাল এসে যে বসে আছ?

হরি। আর বসে আছি, ঘুরে ঘুরেই প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

কেশব। ঘুরে ঘুরে তো বড় কাজ করে এলে, এ মাস কাবার হয়ে যায়, একটা মানুষ যোগাড় কত্তে পাল্লে না। তোমা হতে কোন কাজ হয় না, বরং আমার অন্য সরকারগুল যশোহর জেলা, নদীয়া জেলা থেকে দুই পাঁচজন মানুষ[৫] হাত করে আনতে পারে। তোমায় যে আমার মাইনে দিতে হয়, সেটী কেবল বৃথা। তা বাবু তোমাকে আমি এই বেলা বোলচি, তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম্ম কর তবে থাক, আর তা নইলে অন্যস্থানে যাও।

হরি। তবে আমার মাইনে কড়ি চুকিয়ে দাও, আমি তোমার কাজ কত্তে চাই না। আমি যে লোকগুল যোগাড় করে এসেছিলুম তাদের নিষেধ করে আসি। (গমনোদ্যত)

কেশব। বলি রাগ কর কেন? লোক যোগাড়ের কথা কি বোলচ্চিলে?

হরি। আমি কাল মাধবপুর গিয়েছিলেম, সেখানে দশ বারো জন লোকের ঠিক করে এসেছি, তারা যেতে স্বীকার হয়েছে।

কেশব। বলি তাই আগে বোলতে হয়, তবে তারা কয়জন যাবে বল্লে? (সহাস্যে)

হরি। বোধ করি দশ বারোজন যাবে।

কেশব। বোধকরি ছেড়ে দাও, ঠিক কয়জন যাবে?

হরি। তাদের যাবার কথা নিশ্চয় হয়েছে।

কেশব। বেশ বেশ, আজ আমারও ডান চোকের পাতাটা নাচতেছিল। তবু যা হোক এ মাসের কতকটা খরচ চোলবে।

হরি। এতে আর কত হবে?

কেশব। তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। মাসে আড়াইশত তিনশত লোক না পাঠাতে পারলে দশ টাকা পাওয়া যায় না।

হরি। তা নাহলে খরচ পোষাবে কোথা থেকে। আট দশজন সরকার, পেয়াদা, বেহারা রয়েছে, আবার বাবুর নিজ খরচও আছে।

কেশব। আরে বাপু আমার খরচ চাইনে, তোমাদের দশজনকে প্রতিপালন কত্তে পারলেই আমার পরমলাভ।

হরি। পরোপকারী ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, ঈশ্বর আপনার ভাল কোরবেন।

কেশব। আরে বাপু তোমাদের দশজনের আশীর্ব্বাদই আমার সব। এখন এই আশীর্ব্বাদ কর যে ; মানে মানে কাটিয়ে যেতে পারলেই হয়।

হরি। মানি লোকের মান ঈশ্বর রক্ষা করেন।

কেশব। সে যাহা হউক, হ্যাঁ দেখ চক্রবর্ত্তী মশায়, এদেশে আর বড় কিছু হবার যো নাই, এখানকার লোকেরা সব বুঝেচে।

হরি। ঠিক বলেছেন ; আমি এতস্থানে ঘুরে বেড়াই কেউ আর যেতে চায় না। আমি যদি পাড়া দিয়ে যাই, তাহলে পাড়ার ছোঁড়াগুল বলে কি ঐ মানুষ ধরা যাচ্ছে। আমার শুনে বড় লজ্জা হয়।

কেশব। বাস্তবিক আমারও মনে এক এক সময় ঘৃণা হয়। মনে করি, আহা কত লোককে এদেশ থেকে আসাম, কাছাড়ে পাঠালুম, কতলোক স্ত্রীপুত্র ফেলে চলে গেল, কত স্ত্রীলোক স্বামীপুত্র কন্যা ত্যাগ করে গেল। এখানে কিছু বলুক আর নাই বলুক সে দেশে গিয়ে আমাকে কত গালাগাল দেয়। আর তাদেরই বা দোষ কি? এ জন্মের মত তাদের এদেশ থেকে তাড়ালুম দেখেচ চক্রবর্ত্তী মশায় সেইজন্য আমার একটা ছেলে বাঁচেনা।

হরি। ওসব বোঝবার ভ্রম। আমাদের শাস্ত্রে বলে "নিয়তি কেন বাধ্যতে" নিয়তি কি কেহ খণ্ডাতে পারে?

কেশব। তা মিছে নয়। সে বেটাদের অদৃষ্টে লেখা আছে আসাম কাছাড়ে যাবে, চা-করদের জুতা নাতি খাবে। তাতে তোমারই বা দোষ কি, আর আমারই বা দোষ কি?

হরি। এ কথা যা বোলেচেন, তা মানি। বিধাতা যা কপালে লিখেচেন তা তিনিই খণ্ডাতে পারে না।

কেশব। ওহে তাই কেন দেখ না, এখানকার লোকেরা সে দেশে যাবে কেন? আর সেখানে তো সুখ বড়, দিবারাত্র চা গাছের চাষ কত্তে হবে, চা-করেরা দিনের মধ্যে বিশ বার বিশ ঘা জুতো মারবে আর এক এক মুঠো খেতে দেবে, তাতে বাঁচ আর মর। এ অদৃষ্টের লিখন ভিন্ন কি তোমার আমার দ্বারা হয়ে থাকে?

হরি। তাতো বটেই মশায়। আচ্ছা তবে এখন কি উপায় করা যাক্ বলুন দেখি?

কেশব। কোন্ বিষয়ের? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) ও হো বুঝেছি, লোক পাঠাবার কথা বোলচো? তা এদেশে না হয়, পাহাড়ী দেশ থেকে আনতে হবে।

হরি। বেশ বোলেচেন, এদেশের গরীব দুঃখী কোন লোকেই আর যেতে চায় না, পাহাড়ী বেটাদের ভুলিয়ে আনতে পারলেই ঠিক হবে। কিন্তু তাতে বেশি খরচ পোড়বে না?

কেশব। খরচ পড়ে পোড়বে, সেতো আমার বাবারও যাবে না আর তোমারও যাবে না, যাবে সেই চা-কর বেটাদের, তা গেল গেলই, আমাদের তাতে ক্ষতি কি?

হরি। তা মিছে নয়, সে বেটারা পয়সা খরচ কোর্ত্তে কাতর হয় না।

কেশব। ওহে কাতর হয়না জানি। আমিও যদি অত লাভ কোত্তুম ; তাহলে শর্ম্মাও পয়সা খরচ কোত্তে কাতর হোতেন না।

হরি। ঠিক বোলেচেন, বেটাদের লাভ তো অল্প টাকা নয়। চাকরগুলদের কেবল পেট-ভাতা দিয়ে সমস্ত দিনরাত্র খাটিয়ে নেয়।

কেশব। আমারও লাভ হলে, আমিও তোমাদের খুব খ্যাঁট দিতে পাত্তুম।

হরি। মশায় বা অল্প লাভ কোরেচেন কি? আগে টাকার আণ্ডিল করে নিয়েছিলেন।

কেশব। ওহে তখন এক দিন কাল ছিল, এদেশের লোকেরা অতশত বুঝতো না, চাকরি কোরবি, তাহলেই তারা বোলতো কোরবো, আমি অমনি পাঠিয়ে দিতেম। তখন ভগবানের ইচ্ছে দুপয়সা রোজকার করেছি।

হরি। তানা হলে মশায় যেরূপ দিনকাল পোড়েচে এতে চোলতো কেমন করে?

কেশব। তা মিছে কি বাপু। সেধো বেটা গেল কোথায়, তারে একবার ডাকি। (উচ্চৈস্বরে) ওরে সেধো তামাক দিয়ে যা।

নেপথ্যে। আজ্ঞা যাই।

(সাধুর তামাক লইয়া প্রবেশ)

সাধু। বাবুমশায় আপনার আহার প্রস্তুত হয়েছে আসুন। (সাধুর প্রস্থান)

হরি। তবে এখন পাহাড়ী লোকদের আনবার চেষ্টা করা যাক, কি বলেন?

কেশব। আগে এই দেশে দেখ।

হরি। আর একটা বড় সুবিধা হয়েছে, এদেশে এ বৎসর ধান জন্মায় নাই চাষিরা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদচে। তাদের ভুলিয়ে পাঠাতে পারলেই ঠিক হবে।

কেশব। তা মিছে নয়।

হরি। আরে মশায় তা জানেন না বুঝি, সেদিন আমি রাস্তা দিয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলুম— মনে কল্লুম এই চাষাদের বাড়ি হয়ে যাই। তারপরে সেখানে গিয়ে একটু বোস্‌লুম, তারা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদচে, আমাকে বল্লে চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের কোনখানে কাজ করে দিতে পারেন, আমি অমনি যোগাড় পেলেম। তাদের গড়ে পিটে ঠিক করে রেখে এসেছি, তারা আসাম ও শিলেটে যেতে ইচ্ছুক হয়েছে।

কেশব। বটে তবে যেন তারা হাত ছাড়া হয় না দেখো দেখো। ভাঙচি দেবার লোক অনেক আছে, এই যে কতকগুল খপরের কাগজওলা হয়েছে সেই বেটারাই সকলের চোক কান ফুটিয়ে দিচ্চে, আমাদেরও অন্ন মাচ্চেন, অধঃপাতে যাবেন।

হরি। সে কথা আপনাকে আমায় বোল্‌তে হবে কেন? আচ্ছা তবে চল্লুম।

কেশব। আমিও যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মাধবপুর (অন্তঃপুরের গৃহ)। নৃত্যকালী উপবিষ্টা।

নৃত্য। পরমেশ্বরের ইচ্ছেয় কয় বছর দিব্যি ধান জন্মেছিল, আমারও দুই পাঁচখানা করে গহনা হয়েছিল, কিন্তু পোড়া আকাল হয়ে আমার রাঁড় হাত হয়েছে। কেবল যে আমার গয়নাই গেল এমন নয় হাল লাঙ্গল পর্য্যন্ত পোড়া পেটের দায়ে বিক্রি হলো। কর্ত্তাটি কপাল চাপড়ে বেড়াচ্ছেন, কি কোরবেন, ভেবে স্থির কর্ত্তে পাচ্চেন না। ঠাকুর-পোও হাহা করে বেড়াচ্চে। ভগবান কি এমনি দিনই রাখ্‌বেন।

(সরমার প্রবেশ)

সরমা। দিদি বসে কি কচ্চো?

নৃত্য। বসে আর কি কোরবো, ভগবানকে ডাক্‌চি।

সরমা। ভগবানকে ডাক আর যাই কর। পরশ্ব থেকে উপবাস করে মারা যেতে হবে।

নৃত্য। তা আমি জানি। আমার আর কি আছে যে দিব? যে কখানা গহনা ছিল, সবগুলি বিক্রি করে পেট পূজো হয়েছে। এখন আর কি আছে? কেবল যে আমাদের পেটটি তাতো নয়, এ ছাড়া গরু ও চাকর রয়েছে। আমরা খাব আর তাদের উপবাস করিয়ে রাখবো এতো হতে পারে না।

সরমা। দিদি আমি বোলচি কি, এদের সব চাকরি কর্ত্তে বলো। তাহলে খেয়ে বাঁচা যাবে, ভাতের জন্য এমন করে ভেবে আকুল হতে হবে না। আবার জমিদার বাবুদের বাড়ীতে ধার রয়েছে, তাঁরা আজিও কিছু বোলচেন না, যেদিন ধোরবেন, সেদিন গলায় কাপড় দিয়ে আদায় কোরে নেবেন। শেষকালে আর কি আছে, ঘরদোরগুলো বেচে কিনে নেবে।

নৃত্য। আমি বোন কত বলেছিলুম, ওঁরা দুই ভাই চাকরি কর্ত্তে চাননা, যদি চাকরির কথা শুনেন, তাহলে অমনি ফোঁস করে উঠেন। ঠাকুরপোর যদিও চাকরি বাকরি করবার ইচ্ছে আছে, কর্ত্তাটির তো চাকরির নামে বাঘ বোধ হয়। তাঁকে চাকরির কথা বল্লেই বলেন কি, খেপি চাকরি কল্লে হবে কি, পেট চোল্‌বে না, তার চেয়ে জমিগুল চাষ কত্তে পারলে সম্বচ্ছর দেখে পরে আরো সঞ্চয় হবে। তা বোন কিছু মিছে কথা নয়। ওঁরা চাকরি করলে আমাদের পেট চলা ভার হয়ে পোড়বে। আর ওঁরা এমনই বা কি কাজ জানেন, যে দশ বারো টাকা মাইনে হবে। এই আকালের বছরে হদ্দ মেরে কেটে ওঁদের দেড় টাকা না হয় দুই টাকা মাইনে হতে পারে।

সরমা। তাই তো দিদি উপায় হবে কি? গেল বছর ধান জন্মায় নাই, তবু মরায়ে যে ধানটি ছিল, তাইতে সম্বচ্ছর চল্লো। এ বছরে পোড়া আকাশে বৃষ্টি নেই, ধান বোনাই হলো না, তা জন্মাবে কি?

নৃত্য। তুই বোন আজ ঠাকুরপোকে চাকরি করবার জন্য বলিস্, আমিও এঁকে আজ বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবো।

(সারদার প্রবেশ)

সারদা। হ্যাদে আজ একটা বড় সুখপর আছে। চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের বাড়ী এসে একটা কথা বলে গিয়েছে।

সরমা। দিদি আমি যাই। (গমনোদ্যত)

সারদা। বউমা এখানে একটু বসো, আমি গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা কোরবো?

নৃত্য। বোসনা, কি বোলবেন শুন।

সারদা। আজ চক্রবর্ত্তী মশায় এসেছিলেন, তিনি আমাদের দুই জনের কর্ম্মের যোগাড় করেচেন, আর তোমরা গেলেও সেখানে কাজ করতে পারবে।

নৃত্য। (সহাস্যে) কি কাজ?

সারদা। কি বলে আসাম কাছাড় নাম শুনেচ কি? সেখানে চা-র বাগানে কাজ কর্ত্তে হবে। বেশ মোটা মাইনেও পাওয়া যাবে। এদেশে তো ধান জন্মাচ্চেনা, পেটের ভাতের জন্য কার দোরে দোরে ঘুরে বেড়াব?

নৃত্য। চা-র বাগান কি? আর কি কাজ কর্ত্তে হবে?

সারদা। আমি তো চার বাগান কখন দেখিনি, তবে লোকের কাছে শুনিচি চা নামে গাছ আছে, তারির পাতা তুলে শুখাতে হবে আর তারির আবাদও কর্ত্তে হবে।

নৃত্য। সে দেশ কতদূর?

সারদা। সে এ মুলুক নয়, জাহাজে করে যেতে হবে।

নৃত্য। না বাবু তাতে আর কাজ নেই। এমন চাকরি করবার দরকার নেই।

সারদা। আমারও আগে ভয় হয়েছিল, তারপর শুনলেম লৌকার মত জাহাজে চড়ে যেতে হয়। জাহাজে চোড়লে বোধহয় যেন ঘরে বসে আছি, কি মাঠে বসে ধান কাট্‌ছি।

নৃত্য। জাহাজে চড়ে যেতে বড় ভয় কোরবে, আর মনে কল্লেই কি দেশে আসতে পারবো?

সারদা। তা আমি জানি না। চক্রবর্ত্তী মশায় কাল আসবে বলে গিয়েছে, এ কথাটি জিজ্ঞাসা কোরবো। আমাদের চাকরি কর্ত্তে ইচ্ছে না হলেই চলে আসবো। আমাদের তো ধরে রাখতে পারবে না।

নৃত্য। মাইনে কত করে দেবে?

সারদা। আমাদের দুই ভাইকে দশ টাকা করে দেবে আর মেয়ে লোকদের ছয় টাকা করে দেবে বলেচে। তা মন্দ কি? আমরা কয়জনে যদি সেখানে চাকরি করি, তাহলে দশ বছরের ভিতর দেশে ফিরে এসে ঘরবাড়ি কোরবো, জায়গা জমি কিন্‌বো, মেলা লাঙ্গল গরু কিন্‌বো; কিছুরই ভাবনা থাকবে না।

নৃত্য। ভাল বটে, কিন্তু কোন্ মুল্লুক যেতে হবে। আপনার জন্মভূমি ছেড়ে, কোন মুসলমানের মুল্লুকে গিয়ে মোরবো।

সরমা। তুমি আর বাগড়া দিওনা।

নৃত্য। কি লো তোর যাবার ইচ্ছে হয়েছে? এখন ঠাকুরপোর মত হলে হয়।

সারদা। বরদা মত করেছে, এখন তোমাদের মতের জন্যই বাকি আছে।

নৃত্য। আমাদের অনিচ্ছা নাই; মন্দই বা কি, সোনাদানা হবে, দশ টাকা রোজকারও হবে।

সারদা। তাইতো আমিও সেই কথাই বলি।

নৃত্য। একটা কথা হচ্ছে। দেশের মায়াটা একেবারে ছেড়ে যেতে পারা যাবে না।

সারদা। দেশ ছাড়বো কেন? দুই বছর থেকে পাঁচ বছর হোক, দশ বছর বাদে হোক কতকগুল টাকা করে দেশে চলে আসবো। তবে এখন চল্লুম। (সারদার প্রস্থান)

সরমা। দিদি আমরা যে পরামর্শ করছিলুম, তাই হয়েচে। এখন ভগবান করেন, শিগগির যেন যাওয়া হয়।

নৃত্য। আমার কিন্তু ভয় হচ্চে।

সরমা। ভয় কি? আমরা সকলেই একসঙ্গে থাক্‌বো। এখন কাজ করিগে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা। কেশববাবুর ডিপো। (কেশববাবু উপবিষ্ট)

কেশব। (স্বগতঃ) এ বৎসরটা কি দুর্বৎসরই পড়েচে, সেদিন আচার্য্য ঠাকুরকে কুষ্ঠিখানা দেখালেম তিনি বোল্লেন এ বৎসর আমার শনির দশা যাচ্চে। তা বাস্তবিকই আমারও ঠিক মিলেচে, অন্য বৎসর এমন সময় কত লোক পাঠাতেম, কত টাকা আমার লভ্য থাকতো, এ বৎসর দুর্গা পূজাটা পর্য্যন্ত কর্ত্তে পাল্লেম না, কত টাকা কর্জ্জ করেছি, কিসেই বা পরিশোধ হবে, কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। মার মনে যা আছে, তাহাই হবে। আহা পূর্বে আমি কত টাকা উপার্জন করেছিলেম, সেগুলি যদি সঞ্চয় করে রাখতেম, তাহলে কি আমার এত কষ্ট হতো। এখন ভগবানের মনে যা আছে তাহাই হবে, আমি ভেবেচিন্তে আর কি কোরবো। আজ দক্ষিণ দিকের চক্ষুটা স্পন্দন হচ্ছে কেন? লভ্য হবে, তা বোধ হয় শনির দশায় কখনই হবে না। আমি আজ বেলা দশটা না বাজতে বাজতে অফিস খুলেছি, কিন্তু এখনও “কাকস্য পরিবেদনা” কাহাকেও দেখতে পাচ্ছি না।

(হরিদাসের প্রবেশ)

হরি। (স্বগতঃ) তাইতো বাবু আজ বিষণ্ণ মনে কি ভাবচেন, এত ভাবনা কিসের, চার চাল মাথায় ভেঙে পড়েচে নাকি? (প্রকাশ্যে) বাবু আমি এসেছি।

কেশব। কে ও হরিদাস এসেছ, এস, এস। প্রণাম হই (মস্তক অবনত করত করযোড়ে প্রণাম)

হরি। (হস্তোত্তলন পূর্ব্বক) জয়স্তু।

কেশব। সংবাদ কি বল দিখিন? কিছু যোগাড় হয়েছে? আমি তোমার জন্য ভেবে অস্থির হয়েছিলেম। তুমি দশটা এগারোটার সময় আসবে বলে গিয়েছিলে, এত বিলম্ব হলো কেন?

হরি। আজ্ঞে আমি বলে গিয়েছিলেম বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে করে আস্তে বিলম্ব হয়ে গেল।

কেশব। তাদের এনেছ তো, তবে বিলম্ব হয়েছে হয়েছে, তাতে বড় ক্ষতি নাই। তোমার উপর আজ আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম, দেখ দিখিন আজ প্রায় দুই তিন মাস হলো বসে বসে মাহিনা দিতেছিলুম, তোমার দ্বারা কোন কাজ পাই নাই।

হরি। কাজ পাবেন কি মশায়, আমার পেট ভরে না তা কাজ করবো কিসের জোরে?

কেশব। আচ্ছা, আচ্ছা তোমায় বোলতে হবে না, আমি তোমার মাহিনা বাড়িয়ে দিব। এখন যাদের নিয়ে এসেছ, তাদের আফিস ঘরে একবার আন দিখিন, রেজেষ্টারিটা একবার করিয়ে লওয়া যাক্।

হরি। হ্যাঁ মশায় বেশ বলেছেন, রেজেষ্টারিটা শীঘ্র করাই ভাল। তা নাহলে আবার পাঁচ জনে ভাঙচি দিবে। আমি এদেশ ওদেশ কত ঘুরে ঘুরে মাধবপুর থেকে এদের এনেছি, এখান থেকে যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহা হইলে সে দুঃখ আর রাখিবার স্থান থাকবে না। তার পরে রেজেষ্টারি হয়ে গেলে লোকে ভাঙচি দিক, চা-করদের অত্যাচারের কথা বলুক, যা খুসি তাই করুক, তখন আর এড়াবার যো থাকবে না, একবার ধরে বেঁধে টোপ গেলাতে পারলে হয়।

কেশব। তুমি আর বিলম্ব কোরোনা, শীঘ্র তাদের আন।

হরি। তা আনচি, এখন আমার প্রতি কি বিবেচনাটা হয়। মশায় বড় নেঞ্জারে[১] পড়িচি, আমার প্রতি সদয় হবেন। (প্রস্থান)

কেশব। (স্বগতঃ) দক্ষিণ চক্ষুটি যে স্পন্দন হতেছিল, যা হোক তার কিছু ফল পেয়েছি। এখন ভগবানের ইচ্ছায় শীঘ্র করে রেজেষ্টারিটা[২] করাতে পাল্লে যা হোক কিছু হবে এখন। মা কি এমন দিনই রাখবেন।

(হরিদাসের সহিত সারদা, বরদা, নৃত্যকালী ও সরমার প্রবেশ)

হরি। বাবু এই এরা এসেছে। তোরা বাবুকে নমস্কার কর্। বাবু এরপর তোদের ভাল করে দেবেন ভয় কি?

(সারদা, বরদা, নৃত্যকালী ও সরমার নমস্কার)

সারদা। মশায় আমরা চাষাভূষ লোক, ক-বছর খ্যাতে ধান জন্মায় নি বলে আমরা মারা যেতে বসেছি। যে দুই একখানা রূপার গহনা গড়িয়েছিলেম, সেগুলি বিক্রি করিচি, এই পোড়া পেটের দায়ে লাঙ্গল গরু পর্য্যন্ত বেচে ফেলেচি! মশায় বলবো কি? আমরা না খেতে পেয়ে মর্ত্তে মর্ত্তে বেঁচেচি। এই চক্রবর্ত্তী মশায় মোদের বড় অনুগ্র করেন, ইনি বল্লেন তোদের ভয় নেই, কল্‌কেতায় নিয়ে গিয়ে চাকরি করে দিব। তাই আমরা এসেচি।

বরদা। (করযোড়ে) মশায়, আমরা চাষা জাতি, আমাদের কখন এত কষ্ট হয় না, আমরা ধান তয়ের করি বলে বাবু লোকেরা খেয়ে বাঁচেন, কিন্তু এ বছর আমাদের ঘরেই ধান নেই।

আমাদের যে কি ক্লেশ হয়েচে, তা আপনাকে কি জানাব। এই দেখুন আমার বউকে আর দাদার বউকে সঙ্গে নিয়ে এসেচি। তা এখন আপনার অনুগ্রহ।

হরি। ওরে বাপু তোদের কিছুই বলতে হবে না, আমাদের বাবু বড় দয়ালু, ইনি পরের কষ্ট দেখতে পারেন না, তোদের অধিক বলতে হবে কেন?

কেশব। আমি সব বুঝিচি, তোমাদের অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, আমি মাসের মধ্যে দুই তিন শত লোককে চাকরি করে দিই, তাতে তোমাদের ভয় কি? তোমরা চারিজন এসেছ বই তো নয়, তোমরা যদি পঞ্চাশজন আসতে, তাহা হইলেও আমি তোমাদের যোগাড় করে দিতে পারতাম।

সারদা। মশায়! গরীব কাঙ্গালের বাপ মা, আপনি না করে দিলে আর কে দেবে?

কেশব। হরিদাস তুমি রেজেষ্টারি ফরমখানা নিয়ে এস তো।

হরি। আজ্ঞে এই নেন।

কেশব। (সারদাকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার নাম তোমার পিতার নাম, কোন ডিষ্ট্রিক্‌টে যাইবার ইচ্ছা আছে বল।

সারদা। আমার নাম সারদা, আমার বাপের নাম গোবিন্দ; মশায়ের যেখানে ইচ্ছে সেইখানে যাইব।

কেশব। আচ্ছা তোমাদের আসামে পাঠাইব। তবে লিখি। (রেজিষ্টারি ফরমে লিখন) ১৬ই অক্টোবর ১৮৭৪ সাল, রেজিষ্টারি নম্বর ৫৩৭, নাম সারদা চাষা, পিতার নাম গোবিন্দ, আসাম ডিষ্ট্রিকট, হরিদাস চক্রবর্ত্তীর দ্বারা আনান হয়, রেজিষ্টারি হইল, কেশববাবুর ডিপো হইতে পাঠান হইল।

বরদা। মশায় আমার নামটাও লিখে নেন।

কেশব। তোমার নাম বল।

বরদা। আমার নাম বরদা, বাপের নাম গোবিন্দ, আর সব মশায় লিখুন।

কেশব। আচ্ছা আমি লিখে নিতেছি। (লিখন) একবার তোমরা শুনবে? ১৬ই অক্টোবর ১৮৭৪ সাল, রেজিষ্টারি নম্বর ৫৩৮, নাম বরদা চাষা, পিতার নাম গোবিন্দ, আসাম ডিষ্ট্রিকট, হরিদাস চক্রবর্তীর দ্বারা আনয়ন এবং রেজিষ্টারি হইল, কেশব বাবুর ডিপো।

সারদা। এই দুই বউয়ের নাম লিখুন।

কেশব। লিখিব বই কি? (জনান্তিকে) তোমাদের নাম কি বল বাছা?

নৃত্য। আমার নাম নৃত্যকালী, বাপের নাম যদু।

সরমা। আমার নাম সরমা, বাপের নাম গিরিশ, আমাদের বাড়ী গোবিন্দপুর।

কেশব। আচ্ছা আর তোমাদের বলতে হবে না, আমি সমস্ত লিখিয়া নিতেছি। (লিখন)

হরি। মহাশয় এই লোকগুলি বড় ভাল, এরা পরের কথা শুনে না। গরীব লোক পেটের দায়ে চাকরী কর্ত্তে এসেছে।

কেশব। আমি সব বুঝেছি। আচ্ছা এদের অবশ্য ভাল করে দেব। এখন এদের রেজিষ্টারী হয়ে গেল। তারপরে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট[৩] হইতে সহি করাইয়া লইলেই হইয়া যাইবে। কেমন তোমাদের যাইবার ইচ্ছা আছে তো?

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেশব। তোমাদের শীঘ্রই পাঠাইব। দুই এক দিবসের মধ্যে যে জাহাজ যাইবে, তাহাতেই তোমাদের যাইতে হইবে।

সকলে। যে আজ্ঞে।

কেশব। দেখ হরিদাস, যে কয়দিন ইহাদের যাওয়া না হয়, সেই কয় দিন ভাল করিয়া যত্ন করিবে, যাহাতে ইহাদের আহারাদির কোন রূপ কষ্ট না হয়, তাহার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিবে। আমার ইহাদের উপর বড় দয়া হয়েছে, আচ্ছা তবে এখন তোমরা হরিদাসের সঙ্গে যাও।

সকলে। যে আজ্ঞে। (মস্তক অবনত পূর্বক নমস্কার)

হরি। সকলে আমার সঙ্গে এস। (সকলের প্রস্থান)

ৰতায়

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ডিপোর অপর পার্শ্বের ঘর

সারদা। ভাই বরদা, বাবু কেমন উত্তম লোক, চক্রবর্তী মশায় আমাদের এখানে আনিবামাত্রই বাবু আমাদের কাজ করে দিলে। আহা! বাবুর মন যেমন ভগবান যেন তাঁর ভাল করেন। বাবু একজন মস্ত হিন্দু, নাকে তিলক কাটা, ঠিক যেন কৃষ্ণ বলরামের মত। এই আকালের বচ্ছর; ভাগ্যিস আমাদের চাকরি হলো তাইতো রক্ষা, না হ'লে উপবাস করে মারা পড়তাম।

বরদা। তাই তো দাদা, চক্রবর্তী মশায় কিন্তু আমাদের বড় ভালবাসে। ভাগ্যি আমাদের চাকরির খপরটা দিয়েছিল, তাইতো হলো, তা নাহলে কি হতো? আমাদের দেশের লোকেরা চাকরির খপর শুন্‌লে কখন কাহাকে বলে না।

সারদা। আমার কিন্তু প্রাণটা কেমন কেমন কচ্চে, আপনার দেশটা ছেড়ে যেতে মনটা কাঁদে, এখানে খাই আর না খাই, তবু মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে ভাল থাকি। আপনার দেশের বড় গুণ, খাই না খাই লোকে তো বোল্‌বে আমাদের দেশের লোক। এ যে কোথাকার গাঁয়ে যাব, তার ঠিক নেই। এতক্ষণ আমার আহ্লাদ হয়েছিল, এখন কিন্তু বুকের ভিতর গুর গুর কচ্চে, আমি বোধ করি আর এদেশে ফিরতে হবে না। (ক্রন্দন)

বরদা। কাঁদ কেন দাদা আমরা পুরুষ বাচ্ছা কিছু টাকা হাতে করে মনে কল্লেই চলে আসবো। আমরা টাকা রোজকার কর্ত্তে যাচ্ছি, আমরা তো সেখানে প্রাণ হারাতে যাচ্ছি না। ভয় কি? শুনেচি সেখানে আজ কাল হাজার হাজার লোক যাচ্ছে।

সারদা। সে কি আমি জানি না তা নয়, তবে কিনা দেশটা ছেড়ে যাওয়া বড় দুঃখের কথা।

(ভোলানাথের প্রবেশ)

বরদা। কে গা তুমি?

ভোলা। আমার নাম ভোলানাথ, আমার এই কলকেতাতেই বাড়ি, অনেকদিন এদিকে আসি নাই, আজ একবার এই ডিপোটা দেখতে এলেম্। কত হতভাগার কপাল ভেঙেচে একবার দেখে যাই।

সারদা। কেন মশায় কি হয়েচে, বলুন না?

ভোলা। না বাপু, আর বলে কি হবে? তোমাদের বাড়ি কোথায়?

সারদা। আমাদের বাড়ি মাধবপুর, আমরা চাষা জাত, আজ কয় বচ্ছর খেতে ধান জন্মায় নাই বলে আমরা চাকরি কর্ত্তে যাচ্ছি।

ভোলা। কোন চুলয় চাকরি কর্ত্তে যাবে?

সারদা। কেন মশায়, এমন কথা বল্লে কেন?

ভোলা। না তাই বল্‌ছিলুম।

সারদা। আমরা আসাম মুল্লুকে চাকরি কর্ত্তে যাব, সেখানে মোটামোটা মাইনে দেয়, ভাল খেতে দেয়, কোন দুঃখ থাকবে না।

ভোলা। চাকরি যমের বাড়ি গিয়ে একেবারে করবে, আর কি ফিরতে হবে ঠাউরেছ?

বরদা। কেন মশায়, তুমি আমাদের গরীব পেয়ে গালি দাও কেন? আমরা কি তোমার জমিদারিতে ঘর করি, না তোমার রাইয়ত আমরা?

ভোলা। ওরে বাপু আমি তোমাদের গালি দিচ্চি না, ভাল কথাই বল্‌চি। তোমরা এত রাগ কর কেন?

সারদা। মশায় আমরা রাগ করি না, তুমি সব বল।

ভোলা। তোমাদের বাড়ি কোথায়?

সারদা। আমাদের দেশ মাধবপুর ; আমরা চাষা।

ভোলা। তোমাদের কে এনেচে?

সারদা। চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের চাকরি করে দেবে বলে এনেচে, আমরা চক্রবর্ত্তী মশায়কে কত খোসামোদ করেছিলুম, তাই তিনি এনেছেন।

ভোলা। ঐ মোটা বামন ব্যাটা?

সারদা। হ্যাঁ : তুমি কেমন লোক গা ; ব্রাহ্মণকে গালাগালি দাও কেন?

ভোলা। ব্রাহ্মণকে কি গালাগালি দিই? যে বেটারা পাজি নচ্ছার, যাহারা সকল লোকের মাথা খায়, যাহারা এ দেশ থেকে লোকগুলোকে ধরে পাকড়ে কোন দেশে পাঠায়, তাহাদের আর কি বোল্‌বো।

সারদা। কেন গা ভেঙে চুরে বল না?

ভোলা। আর তোদের বলে কি হবে, তোঁদের নাম লিখে নিয়েছে?

সারদা। হ্যাঁ আমাদের নাম, আমাদের বাপের নাম সব লিখে নিয়েছে, এক সাহেবের সাক্ষাতে আমাদের জিজ্ঞাসা কল্লে তোদের যাবার ইচ্ছে আছে, আমরা বল্লুম হ্যাঁ।

ভোলা। তবে তো ব্যাটা, তোরা আপনার পায়ে আপনারা কুড়ুল মেরেছিস, আর তোদের বলেই বা কি হবে, আর না বলেই বা কি হবে?

বরদা। না মশায় একবার বল।

ভোলা। আর বাপু তোমরা বলতে বলছ তবে বলি। আসাম, কাছাড় এবং সিলেট এই তিন স্থানে চা-কর সাহেবদের চা-র বাগান আছে, এদেশ থেকে সব কুলি ধরে নিয়ে যায়, আর সেখানে পেটভাতায় রাখে, হলো সময়ে সময়েও বা কিছু কিছু করে দেয়। আর তাদের বুকে হাঁটু দিয়ে খাটায়, যারা এদেশ থেকে যায়, তাদের প্রায় আর কাহাকে ফিরে আসতে হয় না।

বরদা। বলো কি মশায়, তবে আমাদের কি উপায় হবে? আমরা এই দুই ভাই, আর আমাদের দুই বউ ; চারিজনে যাচ্ছি, আমরা এ মুল্লুকে ফিরে আসতে পারবো না? (ক্রন্দন)

ভোলা। নারে বাপু, তোদের আর বলে কি হবে? আমি চল্লুম।

বরদা। মশায় তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের একটা উপায় করে দিয়ে যাও।

ভোলা। এখন আর কি উপায় হবে, তোদের যেকালে নাম রেজিষ্টারি হয়ে গেছে, সেকালে আর পালাবার যো নাই।

সারদা। মশায় গো শেষকালে কি আমাদের অদৃষ্টে এই ছিল, আমরা চাষালোক, দশ টাকা

রোজকার হবার জন্য অন্য মুল্লুকে চাকরি কর্ত্তে যাচ্ছি, যদি ফিরেই না আসতে পারবো তবে যাবারই বা দরকার কি? (ক্রন্দন)

ভোলা। দেখ বাপু! তোমরা এক কাজ কর, জাহাজ যাবার এখনও দুই এক দিবস বিলম্ব আছে, তোমরা আজ রাত্রে এখান থেকে পলায়ন কর। খপদ্দার খপদ্দার সেখানে যাইও না, তাহলে আর এজন্মে ফিরে আসতে হবে না। আমি এখন চল্লুম। (প্রস্থান)

সারদা। ভাই বরদা আমার প্রাণটি এরই জন্য ধরফড় কচ্ছিলো। আমার এদেশ ছেড়ে যাবার ইচ্ছে করে না।

বরদা। ভাগ্যিস্ দাদা এই মানুষটা এসেছিল, তাই তো সব কথা শুনা গেল, তা না হলে তো একবার জাহাজে আমাদের তুল্লে আর ফিরে আস্তে পারতুম না। ভগবান আছেন কিনা।

সারদা। সে যাহা হউক, আজ রাত্রে যাতে পালান যায়, তার যোগাড় করা যাক এস।

বরদা। ভয় কি? আমরা না গেলে তো আর ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। আমরা যাব না, তা হলে আর কি করবে? আমি এই খপরটা বড় বউ আর ছোট বউকে দিইগে। (প্রস্থান)

সারদা। কি কুক্ষণেই আমরা চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সঙ্গে এসেছিলুম। বেটা আমাদের যোগাড় করে এদেশ ছাড়া করবে। তাতো আমরা কখনই যাব না। যদি আমাদের ধরে বেঁধে নিয়ে যায়, তাহলে দুই ভেয়ে পড়ে তার পা ভেঙ্গে দিব।

(হরিদাস চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ)

হরি। কিরে তোরা কেমন আছিস?

সারদা। আমরা কেমন আছি, উনি আমাদের জিজ্ঞাসা করতে এলেন। আমাদের দেশ ছাড়া করবার যোগাড় করেছ? আমরা তো কখন যাব-না। এখন ভাল চাও তো রেখে এস! ব্রাহ্মণ বড় না আমাদের কাছে টাকা চেয়েছিলে। টাকা দিব, এই কলাটি দিব। (বুড়ো অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

হরি। কি বোকছিস্ মিছে? এত রাগ করছিস্ কেন?

সারদা। রাগ করবো কি? একজন বাবু এসেছিল সেই বলে গেল, সে মুল্লুক গেলে আর ফিরতে হবে না। তাই বুঝি ঠাকুর আমাদের চাকরি করে দেবে বলে ভুলিয়ে এনেছ। তোমার বাবু তিলক কেটে কৃষ্ণ ঠাকুরের মত বসে আছে, আর তুমি তার চেলা হয়ে কেবল লোক জুটিয়ে বেড়াও, তা আমরা তো কখন যাব না।

হরি। কি বোলছিস হারামজাদা, তুই যাবি না তোর বাবা যে সে যাবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে স্বীকার করিচিস এখন যাবি না বলচিস্? সাহেব দ্বারবান দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে। তোর জোরেই জোর।

সারদা। (উচ্চৈস্বরে) বরদা, বরদা, ও বরদা।

বরদা। যাই দাদা যাই।

সারদা। ডাক দিখিন তোর সাহেব বাবাকে, আমাদের কেমন ধরে নিয়ে যায়।

(বরদার প্রবেশ)

বরদা। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তুমি আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে এসেছ। এখন ভাল চাও যদি তাহলে আমাদের দেশে রেখে এস। আমরা ঘর দ্বার ফেলে বউদের নিয়ে কোন মুল্লুকে যাচ্ছি তার ঠিক নেই। তাই তুমি আমাদের বল্‌তে ভাল চাকরি করে দিব।

হরি। (স্বগতঃ) বাবা এদের নিয়ে তো বড় মুস্কিলেই পড়লুম এ বেটারা সব জাস্তে পেরেছে, এখন উপায় কি? (প্রকাশ্যে) বলি তোরা এত রাগ করচিস কেন? কি হয়েছে? আমি কি জেনেশুনে তোদের কষ্ট দিব।

সারদা। ঠাকুর আর তোমার কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, তুমি আমাদের দেশে রেখে এস।

বরদা। আমরা এখন কলকেতায় আছি আমাদের ভয় কি? এখান থেকে আমাদের দেশ বড় কিছু অধিক দূর নয়, মনে কল্লেই চলে যাব। আজ রাত্রে যাবার যোগাড় করবো। আমাদের কে ধরে একবার দেখবো।

হরি। (স্বগতঃ) বেটা তোমাদের এ কাটামর[৬] মত যাওয়া আর নেই, তোমাদের পিণ্ডি আমিই দিয়েছি। বেটারা এখন আসামের চা-বাগানে গিয়ে হাড় মাটি কর, দেশে যাবে কি? চা-কর সাহেবরা জুতানাতি মারবে, আর কাজ নেবে, এখন এইতো সন্ধ্যা। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা এখন তবে চল্লুম। (প্রস্থান)

সারদা। বরদা, চল একবার আমরা কল্‌কেতা সহরটা দেখে আসি।

বরদা। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

আসাম—চা-বাগান

(সারদা, বরদা, মাধব, নৃত্যকালী, সরমা এবং শ্যামার প্রবেশ)

মাধব। তোমরা তো সেদিন এসেছ হে? আমি ছেলেবেলা থেকে এখানে হাড় মাটি কল্লুম, কত বছর এসেছি যে তা মনে পড়ে না। আমার বাপ, মা, ভাই, বোন এদের কথা মনে পড়লে বুক ফেটে যায়। আর এ জন্মে যে তাদের সঙ্গে দেখা হবে তাও বোধ হয় না।

সারদা। ভয় কি একসঙ্গে যাব। তুই কোথা থেকে এসেছিস্?

মাধব। আমাদের বাড়ি কলকেতা থেকে বিঁশ ক্রোশ হবে।

সারদা। তোদের সব মেয়েছেলে আছে?

মাধব। আমার সব আছে, আমি একদিন বাড়িতে ঝগড়া করে কলকেতায় পালিয়ে আসি। কলকেতায় আমার চাকরি হলো না। শেষে শুনলেম, আসামে গেলে মোটা মাইনে হবে। আমি তাড়াতাড়ি নাম লেখালেম। তারপরে যে জাহাজ এলো, তাইতে করে এখানে এলেম।

বরদা। তোর ভাই মন কেমন করে না?

মাধব। মন কেমন করে আর কি করবো; পালাবার যো তো নাই। চা-কর সাহেবদের চারিদিকে লোক রয়েচে, পালাতে গেলে তারা সাহেবকে বলে দেবে, তা হলেই কয়েদ করবে। আর যদিও জাহাজে করে যাওয়া যায়, তাহলে ঢের টাকা খরচ হয়, সে টাকা কোথায় পাব?

সারদা। তুই এত বছর আছিস টাকা জমাতে পারিস্ নাই?

মাধব। আর ভাই টাকা জমাব, যা পাই, তা খেতেই কুলয় না।

বরদা। আচ্ছা ভাই সাহেবরা কেমন লোক?

মাধব। সাহেবরা কেমন লোক, এর মধ্যে টের পাবে মা, এখন তোমরা নূতন এসেছ, দিন কতক হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে।

বরদা। না না কি হয়েচে বল।

মাধব। চা-কর সাহেবদের অসাধারণ গুণ, না ভাই আর বলবো না, কোন বেটা কোন্ দিক থেকে এসে শুনবে তাহলে তারা সাহেবদের গিয়ে বলে দেবে, আমি তাহলে মারা যাব।

বরদা। সাহেবরা মারে নাকি?

মাধব। তা বুঝি জানিস না? কত বেটা মার খেয়ে একেবারে মরে গিয়েছে।
বরদা। বাবা! শুনলে গায়ে জ্বর আসে। আমরা মন জুগিয়ে চলবো, তাহলে আর কি করবা?
মাধব। তোরা কে কে এসেছিস্?
বরদা। আমি, আমার সারদাদাদা, সারদাদাদার বউ, আর আমার বউ।
মাধব। তবে তোদের মার ধর খেতে হবে না, তোরা অনায়াসেই মন যোগাতে পারবি।
বরদা। কেন ভাই?
মাধব। আবার কেন কি? আমার তো তিন কূলে কেউ নেই, তারির জন্য মারধর খেয়ে মরি।
বরদা। তা আমাদেরই বা সঙ্গে কে আছে?
মাধব। কেন তোরা দুই ভাই রয়েচিস, আবার তোদের সঙ্গে দুই বউ রয়েচে।
বরদা। তা এতে আর কি হবে?
মাধব। হবে আবার কি? তোরা অনেক টাকা রোজকার কর্ত্তে পারবি, সাহেব তোদের যথেষ্ট ভালবাসবে, এর চেয়ে আর সুখ কি হবে?
বরদা। কিসে ভাই বল না?
মাধব। তুই তো বড় বোকা লোক দেখতে পাই।
বরদা। আমরা চাষা লোক, আমরা বোকা নয় তো আর কি?
মাধব। এই তোদের বউরা সাহেবের পা টিপে দেবে, আর তোরা সাহেবের কথা শুনবি, তাহলেই অনেক টাকা রোজকার হবে।
সারদা। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, আমাদের বউরা সাহেবের কাছে যাবে, হিঁদু হয়ে সাহেব ছোবে? তুই কি জাত?
মাধব। আমি যে জাতই হই না, এরপর বাবা টের পাবে।
সারদা। আর টের পাব কি? আমাদের মার ধর করে, এখান থেকে চলে যাব।
মাধব। চলে আর এ জন্মের মত যেতে হবে না।
বরদা। কেন? এরপর যদি বেঁচে থাকিস্ তো দেখবি।
মাধব। আমার অনেক দেখা আছে, আমি এখানে ছেলেবেলা থেকে এক রকম বুড় হয়ে গেলুম, কত হাজার হাজার লোক এলো, কতহাত সাহেব এলো, আমরা কাকেও দেখতে বাকি নেই।
সারদা। তোর পিটে ঘা হয়েচে না কি?
মাধব। আর বাবা ঘা হয়েচে, এ ঘা হয় নাই, মারের ঘা, ও কথা আর জিজ্ঞাসা কর না।
সারদা। কেন কেন কি হয়েচে বল?
মাধব। যদি এক কাজ কর্ত্তে পার তাহলে বলি।
সারদা। আমাদের ক্ষমতা হয়, অবিশ্যি করবো।
মাধব। তোমরা অনায়াসেই পারবে। তোমাদের ছোট বউটিকে যদি সাহেবের সাক্ষাতে আমার স্ত্রী বলে পরিচয় দাও।
সারদা। তাহলে কি হবে?
মাধব। তাহলে মারের হাত এড়াব।
সারদা। তা আমরা পারবো না।
মাধব। এই তো বাবা, এই কাজটি কর্ত্তে পারলে না, তোমাদের সঙ্গে আমার একরকম বন্ধুত্ব হয়েচে। আমি কিছু তোমাদের স্ত্রীকে নিলুম না, যার স্ত্রী তারির রইলো। তবে কিনা আমি

মারের হাত এড়ালুম।

(নিধুরাম ঘোষের বেত্রহস্তে প্রবেশ)

নিধু। শালারা এখানে বসে গল্প কচ্চ। জাননা যে নিধুরাম এখানে আস্‌বে। ফাঁকি দিয়ে মাইনে নেবে?

মাধব। না বাবা আমি কিছু করি নাই।

নিধু। তুই শালা যত নষ্টের কু। এই নূতন লোকগুন এসেছে, এদের ভাঙচি দিচ্চ। শালাকে আজ মেরে খুন কোরবো। (মারিতে উদ্যত)

মাধব। না বাবা। না বাবা। (দ্রুতবেগে প্রস্থান)

নিধু। তোমরা আজ কি কাজ করেছ হে?

সারদা। মুই এক কোঁচড়[৪] পাতা তুলেচি।

নিধু। তাতে কি হবে? রোজ দশ সের করে তুলে দিতে হবে তো। তোমার কি এইতে রোজ সই হলো?

সারদা। মশায় গাছ আর দেখতে পাইনা যে। সব গাছ মুড় হয়ে গেছে, পাতা আর খুঁজে পাবার যো নাই।

নিধু। পূর্বদিকের বাগানে যাও, অনেক পাবে।

বরদা। মশায়, আমার এই হয়েচে।

নিধু। ঐ গুলিতে তো আর হবে না। ভাল করে কাজ কর, সাহেবকে বলে তোমাদের ভাল করে দিব।

সারদা ও বরদা। যে আজ্ঞে আমরা ও বাগানে চল্লুম। (উভয়ের প্রস্থান)

নিধু। (স্ত্রীলোক দিগকে দেখিয়া স্বগতঃ) আহা, এদিকের এটি কি সুন্দরী, কেমন গোলাল শরীরটী, মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের মত, সদাই হাসিহাসি। এরে যদি হস্তগত করে সাহেবকে দিতে পারি, তাহলে অবশ্যই সাহেব আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হবেই হবে। আর আমার মাহিনাও বেড়ে যাবে। আর শুধু যে সাহেব একলা ভোগ দখল করবেন তাও হতে পারে না। আমারও বক্ষস্থল সুশীতল হবে। বাস্তবিক চাষাদের ঘরে কিন্তু এমন মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় না ; এরা কি চাষা হবে, আমার বিশ্বাস হচ্চে না, আর এরা যদি ভদ্র কুলোদ্ভবা হয়, তাহলেই বা এ চা-বাগানে চা তুলতে আসবে কেন? (প্রকাশ্যে) তোমাদের কতদূর কাজ হয়েছে?

নৃত্য। আমি এক চুপড়ি তুলিচি।

সরমা। আমারও ঐ রকম হয়েছে।

নিধু। এদিকে কে শ্যামা? হারামজাদী—গুখেগোর বেটী খানকি ; তুমি এই ভদ্রলোকের মেয়েদের মজাতে এসেছ। তুই এখানে কেন এসেছিস, এখানে বুঝি বসে বসে কেঁসে দেওয়া হচ্চে, দেখি তোর কত কাজ হয়েছে?

শ্যামা। আমি বুঝি এখন পুরণ হলুম। আগে যে বলতে "তুই আমার বুক জুড়ান শ্যামা" এখন আমি হারামজাদী হলুম, এখন আমি ভদ্রলোকের মেয়েদের মজাতে এসেছি।

নিধু। না তো কি?

শ্যামা। আমি মজাতে এসেছি, না তুমি?

নিধু। (রাগান্ধ হইয়া) এখানে আবার তর্ক হচ্ছে।

শ্যামা। না তাই বলচি, একটা কথায় বলে কি—

নূতন হলে বাপের ঠাকুর।
পুরণ হলে ছেঁচের কুকুর ॥

নিধু। হারামজাদী খানকি এখান থেকে চলে যা, মার না খেলে যাবি না বটে। (মারিতে উদ্যত)

শ্যামা। আমি যাচ্চি, আর মারতে হবে না। তাই বলছিলুম। কথায় বলে কি—

নূতন হলে বাপের ঠাকুর।
পুরণ হলে ছেঁচের[৫] কুকুর ॥

ওলো তোরা ভাই সাবধান, তোদের যেন এ মিনসে মজায় না। আমার তো শেষকালের দুর্দ্দশা এই দেখলি। (প্রস্থান)

নিধু। বেটি খানকি যত নষ্টের কুঃ, এত ছেনালিও জানে। হারামজাদীকে তোমাদের কাছে আসতে দিও না।

নৃত্য। মশায় আমরা কেমন করে জানবো?

নিধু। (সরমার দিকে যাইয়া) তোমার কতগুলি তোলা হয়েচে দেখি?

সরমা। (চুপড়ি দেখাইয়া) এই দেখুন।

নিধু। উঃ তোমরা তো ঢের কাজ করেছ, আজ আর তোমাদের কর্ত্তে হবে না। আবার হাত ব্যথা হবে।

নৃত্য। মশায়, আমরা গরীব লোক, আমরা কাজ না কল্লে চোল্‌বে কেন?

নিধু। তোমরা কিসের গরীব?

নৃত্য। নয়ই বা কিসে?

নিধু। বরদার বউ কোন্‌টি?

নৃত্য। (সরমাকে নির্দ্দেশ করিয়া) এইটি ঠাকুরপোর বউ।

নিধু। বটে, বটে, ভাল ভাল। এটি দিব্য লক্ষ্মী মেয়ে।

নৃত্য। হ্যাঁ বাবু তোমাদের আশীর্বাদে ওটি বড় লক্ষ্মী।

নিধু। তোমাদের আজ আর কিছু কর্ত্তে হবে না, হাতটাতে ব্যথা হবে। (স্বগতঃ) তোমার ঐ কোমল হস্ত আমার এই বক্ষস্থলেই রইলো, বেদনা হতে দিব না। (প্রকাশ্যে) তবে আমি চল্লাম। (প্রস্থান)

নৃত্য ও সরমা। আমরাও চল্লুম। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আসাম—ম্যাক্‌লিন সাহেবের কুঠি। (ম্যাকলিন চেয়ারে উপবিষ্ট)

ম্যাক্। (স্বগতঃ) শালা নিধেকে জব্দ না কল্লে শাসিত হবে না, শালা মোর সাক্ষাতে বোলে কিনা কাজ হোচ্চে, লাভ হবে। তার মাথা হবে; last year (গত বৎসর) মোর Nearly 50 fifty thousand rupees (প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা) লোকসান হয়েছে। এ বছর কি হোবে তা কে বোলতে পারে, only God knows (কেবল ঈশ্বরই জানেন) যে বছর হইতে এই tea garden (চা-বাগান) কিনিয়াছি, সে সন হইতে মোর কেবল one year (এক বৎসর) profit (লভ্য) হয়েছিল। মোর যে সাবেক দাওয়ান ছিল, সে মন্দ লোক না ছিল। তারে মুই কত love (ভালবাসতুম) করত, সে মোরে বড় obey (বাধ্য। মান্য)

করত। এ শালা বড় না-লায়েক আছে, এরে চাবুক না মারলে সিধা হোবে না।

(নিধুরামের প্রবেশ)

নিধু। খোদাবন্দ সেলাম।

ম্যাক্। শালা তুমি আমার কাছে, কেন মিথ্যা কথা বল?

নিধু। ধর্ম্মাবতার আমি কি মিথ্যা কথা বলিছি?

ম্যাক্। You have fargotten now ? (তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?)

নিধু। (করযোড়ে) আমি ভুলি নাই, চেষ্টা করে তবে তো এনে দিব।

ম্যাক্। তোমায় মারিলে চেষ্টা হইবে।

নিধু। আপনি কথায় কথায় গালাগালি দেন, এমন কর্ম্ম নাই কল্লুম।

ম্যাক্। শালা তুমি আমার মেজাজ জান না? নীলকর সাহেবদের শ্যামচাঁদ[১] আছে, মোর চাবুক আছে, সেই চাবুক তোমাকে না দিলে, তুমি সিধা হোবে না।

নিধু। (স্বগতঃ) বাবা আগে টাকার যোগাড় করি, তবে বোল্‌বো। (প্রকাশ্যে) অনেক টাকার দরকার।

ম্যাক্। শালা সেই কথা কেন টুমি আগে বল নাই, সাহেব লোক টাকার তরে কি ভাবনা করে। যেত্‌না টাকা দরকার হোয় তোম বোলো, হাম তোমকো দেগা।

নিধু। (স্বগতঃ) এখন বাবা পথে এস, তোমার ঘাড় ভাঙচি আমি। (প্রকাশ্যে) সে আপাততঃ একশত টাকা চাহে তারপর এখানে এলে দুইশত টাকা দিতে হবে।

ম্যাক্। শালা, একশ রোপেয়া লে যাও।

নিধু। (করযোড়ে) যো হুকুম খোদাবন্দ।

ম্যাক্। নিধে আমি টোরে বড় love করি, তুই তা জানিস।

নিধু। (স্বগতঃ) এখন জানবো বৈকি, মন যোগাতে পাল্লে সকলেই সকলকে ভালবাসে। (প্রকাশ্যে) তা জানি।

ম্যাক্। নিধে, এ বছর কেমন লাভ হবে বলতে পারিস, তুই তো সব দেখছিস্। এবার চা কেমন জন্মিয়াছে।

নিধু। এ বৎসর বিলক্ষণ জন্মিয়াছে, এবারে অনেক লভ্য হইবার সম্ভাবনা আছে। গত সনে যে টাকা ক্ষতি হইয়াছে, বোধহয় সে টাকা উঠিতে পারিবে।

ম্যাক্। আমি তোমার এই কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

নিধু। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি দিন দিন আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক, বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় হউক, আমরাও সুখে প্রতিপালন হই। কিন্তু ধর্ম্মাবতার আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে বেতন আপনার নিকট হইতে আমি পাই, তাহাতে আমার উপকার দর্শে না। আমার বিস্তর পরিবার।

ম্যাক্। কেন তোমাদের কুলান হয় না। আমি শুনিয়াছি বাঙালীদের ৪্ চারি টাকা হইলে এক একজন লোক বেশ খাইতে পারিতে পারে।

নিধু। আজ্ঞা, বাঙালীদের খরচ অল্প সত্য, কিন্তু আমাদের পরিবার অনেক।

ম্যাক্। তোর কে কে আছে?

নিধু। আমার মা আছেন, দুইটা ছোট ভাই, তিনটা ভগ্নি, তাদের ছেলেপুলে, আবার ভগ্নিপতিরাও কখন কখন আসেন, আমার পিসি ও খুড়ি আছেন।

ম্যাক্। আমি তো তোর মাকে দেখিয়াছি, তোর ভগ্নিদের কেন দেখাস্ নি।

নিধু। (স্বগতঃ) শালা বলে কি? আমরা প্রায় ওঁদের মতন কি না যে মা বোনদের রাস্তায় রাস্তায় নিয়ে বেড়াব? (প্রকাশ্যে) তারা কি বাড়ির বাহির হয়?

ম্যাক্। কেন হয় না? আমরা তো কত বাঙালী স্ত্রীলোকদের রাস্তায় দেখিতে পাই।

নিধু। সে সকল ভদ্রলোকের পরিবার না হবে।

ম্যাক্। কখন না, আমি তোর কথা বিশ্বাস যাই না, মোদের কেমন জাতি দেখ দেখিন, মোদের সব পরিবার রাস্তায় যাচ্চে। এতে কত মনের আনন্দ হয়।

নিধু। হয় বটে, কিন্তু আমাদের পরিবারেরা রাস্তায় যাইতে লজ্জা বোধ করে।

ম্যাক্। আর এক মজার কথা শুনিয়াছিস, a few days ago (কিছুদিন গত হইল) আমি কলকেতা শহরে বেড়াতে গিয়েছিলেম, সেখানে দেখলেম যে, বাঙালী বাবুরা তাহাদের পরিবারকে সাথে নিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে যাচ্চে ; আমার একজন friend (বন্ধু) বল্লে এরা বাঙালীবাবু। তবে তুই কেন ঝুট বাৎ বল্লি?

নিধু। ধর্ম্মাবতার! আমি মিথ্যা বলি নাই, সকল বাঙালী বাবুরা পরিবার নিয়ে যান না। তবে যাঁরা civilized (সভ্য) হইয়াছেন, তাঁহারাই এই করেন।

ম্যাক্। তুই কেন civilized হয় না?

নিধু। আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, ও সকল করলে আমাদের দেশের লোকেরা গায়ে থুথু দিবে।

ম্যাক্। আচ্ছা তোর কত (পরিবার) আছে?

নিধু। আমার সর্বশুদ্ধ পনের জন পরিবার আছে, এ ছাড়া চাকর দুইজন আছে।

ম্যাক্। তোর এ তলবে হয় না?

নিধু। খোদাবন্দ! আমি মাসে পঞ্চাশ টাকা মাহিনা পাই, আমার এতগুলি পরিবার? কিসে চলবে?

ম্যাক্। Very well from the next month you shall get 100 Rupees (আগামী মাস হইতে ১০০ টাকা পাইবে)

নিধু। খোদাবন্দ! আপনার অনগ্রহতেই আমি এখানে রয়েছি, আমার বাপ নাই, আপনি আমার বাপ, আপনি কেন বিবেচনা করে দেখুন না, আপনি একলা মানুষ, তবু আপনার মাসে কত টাকা খরচ হয়।

ম্যাক্। আমার monthly not less than 500 Rupees (মাসিক ৫০০ শত টাকার ন্যূনে) হয় না।

নিধু। ধর্মাবতার! আপনারা নবাবের জাতি, আপনাদের বিস্তর খরচ।

ম্যাক্। মোরা যা খাই, তোর বাবা তা কখন চকে দেখেচে কিনা বোলতে পারিনা।

নিধু। তা ঠিক কথাই তো, আমার বাবা কোথায় কি পাবে যে দেখবে।

ম্যাক্। আচ্ছা মোর tiffin (খানা) খাবার time (সময়) হলো। তোরে মুই যা বলিচি, তা করিস্।

নিধু। Good morning Sir (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আসাম—সারদা ও বরদার মেটে ঘর। (নৃত্যকালী ও সরমা উপবিষ্টা)

নৃত্য। সরমা, আমাদের দেশ ছেড়ে আসা ভাল হয় নাই।

সরমা। কেন দিদি, এখানে মাসে মাসে যাইহোক মাইনের টাকাটা পাওয়া যাচ্চে, আর ভাত

কাপড়ের ভাবনা ভাবতে হচ্চে না। মন্দব বা কি?

নৃত্য। তা সত্য, কিন্তু দেশের লোকদের সঙ্গেতো দেখাসাক্ষাৎ হচ্চে না। এখানে কেবল দেশ বিদেশের কুলি, ইহাদের সঙ্গে কথা কহিতে সুখ নেই, প্রাণটা কেমন ধড়ফড় করে।

সরমা। দিদি তুমি ও কথা বলচো কি? আমার আজ কয়দিন আত্মা পুরুষটা কেমন কেমন কচ্চে, বুকের ভিতর গুরগুর কচ্চে, আর কেবল এই আশঙ্কা হচ্চে, যে দেশে বুঝি আর ফিরে যেতে হবে না।

নৃত্য। বালাই, অমন অমঙ্গলের কথা বলিসনে, দেশে যাব বই কি। ভগবান করেন তো দুই তিন বছরের মধ্যে কিছু টাকার যোগাড় করে দেশে ফিরে যাব।

সরমা। না বোন্, আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়েচে।

নৃত্য। ভয় কি? বিদেশে এলে অমন সকলকারই হয়।

সরমা। দেখ দিদি, সাহেবের দেওয়ানজী বাবুটি বেশ লোক, আমাদের দেখে কত তাঁর দুঃখ হয়েছিল। তিনি বোল্‌লেন কিনা, আর তোমরা এখন কাজ করো না হাত ব্যথা হবে।

নৃত্য। ভদ্রলোক কিনা, স্ত্রীলোকদের কষ্ট চক্ষে দেখতে পারেন না, তারির জন্য ও কথা বলেছিলেন।

সরমা। দিদি, আমাদের দেশ থেকে এখানে চিঠি পত্তর আসতে পারে না?

নৃত্য। তাতো আমি জানি না।

সরমা। তা যদি হয়, তাহলে কাহাকে দিয়ে একখানি পত্র লিখে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিই। বাবা আসবার সময় কত কাঁদতে লাগলেন, মা বললেন সরমা তোর সঙ্গে বুঝি আমার আর দেখা হবে না। আমার প্রাণটা তারির জন্য ব্যাকুল হয়েছে, বোধ হয় তাঁদের কিছু অমঙ্গল হয়ে থাকবে।

(নিধুরামের প্রবেশ)

নিধু। (স্বগতঃ) যদি এ বেটারা ঘরে থাকে, তাহলেই বড় গোল হবে, গোলই বা হবে কেন? আমি বলবো সাহেবের নিকট থেকে তোমাদের মাহিনা দিতে এসেছি, দেখি একবার (চতুর্দিকে অবলোকন) তাইতো কাহাকেও দেখিতে পাচ্চিনা, এরা কি ঘরে নাই? আমি তো এদের চা-বাগানেও দেখতে পেলেম না, তবে বুঝি ঘরে আছে, একবার ডেকে দেখি। (প্রকাশ্যে) ঘরে কে আছ গা?

নৃত্য। আমরা আছি গো। কে তুমি?

নিধু। আর নাম নিধুরাম, সাহেবের দাওয়ান—

নৃত্য। (শশব্যস্তে) এই দিকে আসুন।

নিধু। সারদা, বরদা কোথায়?

নৃত্য। চা বাগানে গিয়েছে।

নিধু। (স্বগতঃ) আঃ বাঁচা গেল, ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়লো। (প্রকাশ্যে) তোমরা এখনও যাও নাই?

নৃত্য। আমরা একটু পরে যাব।

নিধু। এরা কতক্ষণে ফিরে আসবে?

নৃত্য। খাবার সময় হলেই ফিরে আসবে।

নিধু। তবে এখনও দেরি আছে?

নৃত্য। হ্যাঁ এখনও একটু বিলম্ব আছে। তুমি কি মনে করে এসেছ গা?

নিধু। সাহেব তোমাদের গত মাস্‌কাবারের মাহিনার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নৃত্য। আহা! তুমি বাবু বড় ভদ্রলোকের ছেলে, তুমি এই কষ্ট করে আবার টাকা নিয়ে এসেছ। আমাদের ডেকে পাঠালেই তো আমরা যেতে পারতুম।

নিধু। (স্বগতঃ) এইবার যেতে হবে, আমি কি আর তোমাদের বাড়ি রোজ আসবো? (প্রকাশ্যে) না তাতে আর দোষ কি? আমিই এলেম, না হয় তোমরাই গেলে।

নৃত্য। বাবুঁ তোমার বাড়ি কোথায়?

নিধু। আমার বাড়ি চুলয়, এখন সাহেব বাহাদুরের বাড়িই আমার বাড়ি।

নৃত্য। বালাই অমন কথা বলো না।

নিধু। আমাদের সাহেব বড় ভদ্রলোক, বড় দয়ালু, গরীব দুঃখীর উপর তাহার ভারি দয়া। তাঁর প্রিয় হতে পারলে তিনি তাঁকে দু-দিনে বড় মানুষ করে দেন।

নৃত্য। আহা! তবে আমাদের কর্ত্তাদের উপর সাহেবের একটু অনুগ্রহ করে দিন না।

নিধু। ভয় কি? সাহেব আমার মুটোর ভিতর, আমি তাঁকে তোমাদের ভাল করে দিতে বলবো।

নৃত্য। আচ্ছা বাবা, যাতে হয় তাই করো।

নিধু। (স্বগতঃ) আ মর এ শালি আমাকে বাবা বোললে। ছোটটা এখন না বল্লে বাঁচি। (প্রকাশ্যে) সাহেব তোমাদের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়েচেন। তোমাদের বোক্‌শিস করবেন বলেছেন।

নৃত্য। সাহেব খুশি হয়েছেন, আমরা কি কাজ করেছি বাবা যাতে সাহেব আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

নিধু। এই নাও তোমার মাহিনার টাকা। (টাকা প্রদান)

নৃত্য। দিন। (টাকা গ্রহণ)

নিধু। তোমার নাম কি? তুমি এত লজ্জা করচো কেন? আমি সাহেবের দেওয়ান। তোমাদের কোন বিপদ পড়লে বুক দিয়ে করবো।

সরমা। আমার নাম সরমা।

নিধু। দিব্য নামটি তো? তোমার কাজ আমি দেখেছি, তুমি দিব্য কাজ কর, সাহেব দেখেও সন্তুষ্ট হয়েছেন।

সরমা। (লজ্জাবনত মুখে) আপনার আশীর্বাদে।

নিধু। এই নাও তোমার মাহিনার টাকা।

সরমা। দিন। (টাকা গ্রহণ)

নিধু। দেখ, এ তো তোমরা মাহিনার টাকা পাইলে, আর সাহেব তোমাদের বোকশিস দেবেন বলেছেন, আজ বৈকালে যদি তোমরা একবার যাও, তা হলেই পেতে পারবে।

নৃত্য। বৈকালে যে মশায় আমরা কাজে যাব।

নিধু। তা আজ তোমরা নাই গেলে, তাতে ভয় কি? আমি যেকালে তোমাদের মুরুব্বি রয়েছি, তাতে কি অন্য লোকে তোমাদের এক কথা বলভে পারে।

নৃত্য। যে আজ্ঞা, আমরা যাব। কিন্তু আমাদের সাহেবের নিকট যেতে ভয় করে। কর্ত্তাদের সঙ্গে নিয়ে যাব?

নিধু। না না কিছু ভয় নাই, আমাদের সাহেব বড় ভদ্রলোক, তাঁর স্বভাব বিশুদ্ধ। খপদ্দার সারদা কি বরদাকে সঙ্গে লইও না। সাহেব ওদের দেখলে চটে যাবে।

নৃত্য। তবে যে মশায় ওঁরা টের পেলে আমাদের গালাগালি দেবেন, মারধর করবেন।

নিধু। তোমরা বলবে কেন? বলবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি তোমাদের বৈকাল বেলা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তারপর সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে টাকা নিয়ে বাড়ি

চলে আসবে।

সরমা। আমরা সন্ধ্যার সময় একলা আস্‌তে পারবো না।

নিধু। ভয় কি? তুমি এত ভয় তরাসে কেন? আমি তোমাদের রেখে যাব।

নৃত্য। তা যদি বলেন, তবে আমরা যেতে পারি।

নিধু। তার কিছু ভয় নাই। কিন্তু সাবধান, সাবধান, ওদের বলবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। এখন আমি যাই, বেলা হলো। কিন্তু আমি নিশ্চয় বৈকালে আস্‌বো। (প্রস্থান)

নৃত্য। (আহ্লাদিত চিত্তে) সরমা, সাহেব খুশি হয়েছেন।

সরমা। সাহেব খুসিই হউন, আর যাহাই হউন, আমার কিন্তু বাপু বড় ভয় করে। সাহেবের কাছে বোক্‌শিস আনতে যাওয়া আবার কি?

নৃত্য। তুই তো বড় পাগল, আমরা টাকা উপায় করতে এসেছি। সাহেব টাকা দেয় নিয়ে চলে আসবো। আর আমরা কিছু একলা যাচ্চি না, দেওয়ান বাবুর সঙ্গে যাব।

সরমা। আচ্ছা তা যা হয় তাই হবে এখন।

নৃত্য। এখন তবে শীঘ্র শীঘ্র খাবার দাবার যোগাড় করি গিয়ে চল্।

সরমা। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ম্যাক্‌লিন সাহেবের কুঠির এক গৃহ। (নিধু, নৃত্যকালী ও সরমার প্রবেশ)

নিধু। এই দিকে এস, এই দিক দিয়ে এস।

নৃত্য। চলুন আমরা যাচ্চি।

নিধু। (উচ্চৈস্বরে) বেহারা, বেহারা, এঁদের পা ধোবার জল দে।

নৃত্য। আমাদের পা ধোবার জল দিতে হবে না, আমরা তো আর নিমন্ত্রণ খেতে আসি নাই।

নিধু। আচ্ছা, তবে বস। (নৃত্যকালী ও সরমার উপবেশন)

সরমা। সাহেবের তো বেশ কুঠি, আমাদের দেশের জমিদার বাবুদের বাড়িও এই রকম।

নিধু। এ তো দেখলে, সাহেবের ওদিকের ঘর আরো চমৎকার। আচ্ছা, তোমরা বস, আমি একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি। (প্রস্থান)

সরমা। দিদি আমার ভয় লাগচে যে।

নৃত্য। ভয় কি? জমিদার, মনিব এরা বাপের তুল্য, এদের নিকট ভয় কি?

সরমা। শুনেছি সাহেব বেটা বড় দুষ্ট।

নৃত্য। না না এ সাহেব বড় ভদ্রলোক।

সরমা। সে যাই হউক, যে কালে এসেছি, এখন বাপ বলতেও নেই, আর মা বলতেও নেই, ভগবান অদৃষ্টে যা লিখেছেন তাই হবে।

নৃত্য। তুই এত ভাবিস কেন?

সরমা। ভাবনা চিন্তে সকলই মনের ভিতর।

(নিধুরামের পুনঃপ্রবেশ)

নিধু। সরমা, তুমি উঠে এস, সাহেব একবার ডাকচেন।

সরমা। না দিদি, আমি আগে যেতে পারবো না।

নিধু। তাতে আর ভয় কি? আগে গেলেও যেতে হবে আর পরে গেলেও যেতে হবে।
নৃত্য। যা না লো। একে সাহেব তায় মনিব, বাপের তুল্য।
নিধু। তা তো বটেই।
সরমা। আমার গা কাঁপচে।
নিধু। তুমি বড় লাজুক দেখচি। তোমার কথাও কহিতে হবে না, কিছু বলতেও হবে না। একবার গিয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম করবে। তা হলেই সাহেব তোমাকে বোক্‌সিসের টাকা দেবেন।
সরমা। দিদি তুই আগে যা।
নৃত্য। যা না লো, অমন কচ্চিস কেন? অমন যদি কর্ত্তে হয় তাহলে আসতে নেই।
নিধু। বিলম্ব কর না, উঠে এস, দেরি কচ্চ কেন? সাহেবের আবার টিফিন খাবার সময় হলে সাহেব উঠে যাবেন। তাহলে দেখাও হবে না।
নৃত্য। যা লো বেলা গেল। শীঘ্র শীঘ্র বাড়ি যেতে হবে।
সরমা। ভগবানের মনে যা আছে। যাচ্চি।
নিধু। চল আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসচি।
সরমা। চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)
নৃত্য। বা! এ ঘরটি কেমন সাজান এখানে ছবি রয়েছে, এখানে আলো দিবার লণ্ঠন রয়েছে, দিব্য সুন্দর বাড়ি।

(নিধুরামের পুনঃপ্রবেশ)

নিধু। এ মেয়েটির মতো এমন লাজুক আর দেখি নাই।
নৃত্য। তুমি এর মধ্যে চলে এলে যে?
নিধু। আমি তাকে সাহেবের ঘর দেখিয়ে দিয়ে এলুম।
নৃত্য। না না, সে বড় ভয় তরাসে মেয়ে, এখনি কেঁদে কেটে একাকার করবে।
নিধু। ভয় কি? আমাদের সাহেব সেরকম লোক নয়।
নৃত্য। সাহেবের কে কে আছে?
নিধু। এখানে সাহেবেরও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই, সাহেবের দেশে সব আছে।
নৃত্য। সাহেবকে রেঁদে বেড়ে দেয় কে?
নিধু। বাবুরজি আছে, চাকর নকর আছে।
নৃত্য। সাহেবের বউ আছে?
নিধু। না, সাহেবের আজিও বিবাহ হয় নাই। সাহেবরা কি শীঘ্র বিবাহ করে? ইহাদের বিবাহ কর্ত্তে অনেক টাকা খরচ হয়। আর ৩০। ৩৫ বৎসরের ন্যুন্যেও বিবাহ হয় না।
নৃত্য। আচ্ছা সাহেব কয় বছরের বউ বিবাহ করবে।
নিধু। এই ২০। ২১ বৎসরের।
নৃত্য। বাবা! ২০। ২১ বছর আমাদের দেশে ছেলে হয়।
নিধু। তোমাদের সরমার বয়স কত?
নৃত্য। ১৫। ১৬ বছর হবে।
নিধু। সরমার ছেলেপুলে হবার সময় হয়েছে।
নৃত্য। কে জানে বাবু ওর আজও ছেলেপুলে হলো না।
নিধু। এদেশের জলহাওয়া ভাল, এখানে ছেলে হবে।
নৃত্য। তা ভগবান জানেন।

নিধু। দেশে তোমাদের আর কে কে আছে?

নৃত্য। আমাদের আর কে আছে, আমরা বাড়ি ঘরদ্বার তুলে এখানে এসেছি।

নিধু। সরমার কে আছে?

নৃত্য। সরমার বাপ, মা, ভাই, বোন সকলেই আছে, সরমা যখন এদেশে আসে, তখন ওর মা বাপ কত কাঁদতে কাটতে লাগলো। কিন্তু সরমা রইলো না, সরমা বল্লে আমি তোমাদের কাছে থেকে কি কোরবো, আমার স্বামী যেখানে যাচ্চে, আমিও সেইখানে যাব। আমার স্বামী যদি বনে জঙ্গলে গাছতলায় নিয়ে যায়, তাহলে আমিও সেখানে যাব। এ কথা শুনে তারা আর কিছু বল্লে না। এখন ভালয় ভালয় সরমাকে নিয়ে গিয়ে ওর বাপ মার কাছে দিতে পাল্লে বাঁচি।

নিধু। তার ভয় কি? নিয়ে যেও।

নেপথ্যে। (উচ্চৈস্বরে) নৃত্য দিদি আমায় বাঁচা।

নৃত্য। (শশব্যস্তে) কে আমায় ডাকলে, সরমার মত গলা না? হ্যাঁগো সরমার এত দেরি হচ্চে কেন?

নিধু। বোধকরি সাহেব এতক্ষণ কাজ করতেছেন, তাই সরমা সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে।

নৃত্য। নানা আমার মন কেমন কচ্চে। তুমি একবার দেখ।

নিধু। দেখতে হবে না, এই আসে বলে। তবে তুমি বলছ একবার দেখি। (চতুর্দিকে অবলোকন)

নৃত্য। আমার প্রাণ ধড়ফড় কচ্চে, তুমি দেখ না গো।

নিধু। আঃ চুপ কর না, ঐ বুঝি আসছে।

(সরমার এলোথেলো বেশে প্রবেশ)

নৃত্য। এস দিদি এস, বস।

সরমা। (ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈস্বরে) নৃত্য দিদি আমাকে আর তুমি দিদি বলো না। আমি এজন্মে আর কাহার দিদি হবো না। (নিধুকে দেখিয়া) হ্যাঁরে আঁটকুড়ির বেটা, ও নির্বংশের বেটা তোর মা আজও আঁটকুড়ি হয়নি কেন? তুই না বাড়িতে বলিছিলে সাহেব বোক্‌সিস করবে। তাই বুঝি বোক্‌সিস দিতে এনেছিলি? তোর মা বোনকে সাহেবের কাছে বোক্‌সিস নিতে পাঠালিনি কেন? আমার বাপ, মা, ভাই, এ সময় কোথায় রইলো। তারা থাক্‌লে কি আমাকে এরূপ অত্যাচার করতে পারতো। সাহেব বাঙালীর মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে, আমার কি আর জাতি আছে? দিদি আমাকে ছুঁয়না ছুঁয়না। ও আঁটকুড়ির ব্যাটা, আমি তোকে শাস্তি দিতে পারলেম না, ভগবানের কাছে তোর অবশ্য শাস্তি হবেই হবে। আমার স্বামী একথা শুনলে অবশ্যই আমার দোষ দিবেন, কিন্তু স্বামী আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো না; আমি শপথ করে বলতে পারি, আমার তিলমাত্র দোষ নাই। দিদি তোমার সঙ্গে যদি আমার বাপ মার দেখা হয়, তাহলে বলো তাঁদের এত আদরের সরমা জাতিভ্রষ্টা হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। মা মা মা এজন্মের মত তোমার সঙ্গে দেখা হলো না।

(ভূমিতলে পতন ও মৃত্যু)

নিধু। আমি যাই ডাক্তার ডেকে আনি। (প্রস্থান)

নৃত্য। (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) সরমা, সরমা, তোর মনে কি এই ছিল? আমি ঠাকুরপোর কাছে গিয়ে কি বোল্‌বো। চা-কর সাহেবের এই অত্যাচার, সাহেবরা কোথায় বাঙালীদের মনিব, বাপের সমান, তাদের এই কাজ? আমি যে তোর বাপের কাছে বলে এসেছিলুম, সরমাকে আমি নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেব। আমি এখন কি বলে মুখ দেখাব। এখানে কি কেউ নেই গা। যদি কেউ থাক তো এ সময় একবার এসে দেখ। সরমা, আমি

যে তোরে এত ভালবাসতুম, তুই একবার মুখ তুলে দেখ্। বাবাগো, কি হলো গো। সরমা, আমার প্রাণের সরমা, আমায় ফেলে যাস নি। আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যা। আমি এ পোড়া মুখ আর কাহাকে দেখাব না। চা-কর সাহেবের এই কাণ্ড !!!

(পটক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক

আসাম—চা-ক্ষেত্র।

(চারিজন পাইকের সহিত সারদা, বরদা ও নিধুরামের প্রবেশ)

নিধু। শালার মাগ মরেছে বলে সাহেবের নামে আদালতে নালিশ কর্ত্তে যাচ্ছেন। আদালত ওদের রক্ষা করবে। এখন শালারা তোদের রাখে কে?

১পা। চল্ শালারা চল্। সাহেব আজ তোদের ফাঁসি দেবে।

সারদা। সাহেব এই আমাদের কলাটি করবে, (বুড় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) আমরা এমন চাকরি কর্ত্তে চাই না, আমরা দেশে চলে গিয়ে লাঙ্গল করে খাব।

২য় পা। শালা তুমি যমের বাড়ি গিয়ে একেবারে লাঙ্গল করবে।

বরদা। ব্যাটারা তোরা তো সাহেবের কুত্তা, তোদের কি ক্ষমতা তোরা গাল দিস।

৩ পা। এখন তো গাল দিচ্চি, এরপর এই রুলের বাড়িতে পিঠ ভেঙে দিব।

বরদা। মারবি তোদের ক্ষমতা কি? এ কোম্পানীর মুল্লুক তোরা জানিস না।

৪ পা। চুপ কর বাবা। এ সাহেবই তো আমাদের কোম্পানী; এদেশে আবার কোম্পানী কে? জানিস্‌নে কথায় বলে "জোর যার মুল্লুক তার।"

সারদা। বরদা চুপ কর, ও বেটাদের সঙ্গে কথা কয়ে কি হবে? ওরা ছোট লোক বই তো নয়।

১ পা। ছোট লোক তোর বাবা। (রুলের দ্বারা প্রহার) এবার কে ছোট লোক?

সারদা। গেলুম রে বাবারে। (ক্রন্দন) শালা তুই জানিস না তোর মাথাটা ছিঁড়ে ফেলবো।

বরদা। দাদা তুমি বলতো হারামখোর বেটার মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দিই।

৩ পা, ৪ পা। চোপ, চোপ। তুই বেটাও মার খাবি নাকি?

নিধু। না, না এখন ওদের মেরে ধরে কোন আবশ্যক নাই, সাহেব এদিকে এলে যা হয় হবে এখন।

বরদা। সাহেব এদিকে এলে আবার হবে কি? জানিস না আমরা তোর নামে আর তোর সাহেবের নামে নালিস করবো।

নিধু। কি জন্য নালিস করবি?

বরদা। এরপর টের পাবি। আমার বউকে না ঘর থেকে তুই বার করে এনেছিলি?

নিধু। এনেছি, তা কি হবে?

বরদা। জানিস না কি হবে। তোর মুণ্ডুটা আমি ছিঁড়ে ফেলবো।

নিধু। তোদের কর্ম্ম নয়। তোর বাপকে ডেকে নিয়ে আয়।

বরদা। সম্বন্ধি তুই আমার বাপ তুলিস।

নিধু। বেশ করেছি, তোর ক্ষমতা যা হয় তাই করগে যা।

সারদা। তোর হাড়গুলো থুড়ে থুড়ে ফেলি।

বরদা। দাদা চুপ কর না। আমি আদালতে বল্‌বো এখন, যে এই বেটা, আর সাহেব বেটা আমার বউকে খুন করেছে।

নিধু। করেছি তা কি হবে?

বরদা। ব্যাটা, ফাঁসি কাঠে ঝুলবে।

নিধু। আমিই মাসের মধ্যে ১০। ১৫টাকে ফাঁসিতে ঝোলাই, ও আবার আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে।

সারদা। আমরা চাষা লোক, আমাদের মেয়েছেলের ওপর চা-কর সাহেবের নজর। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। দাদা, সাহেব বেটার কি একলা দোষ, এই শালাই তো যত নষ্টের কু। (উচ্চৈস্বরে) শালার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলবো।

নিধু। এ বেটারা বড় বাড়িয়েছে (জনান্তিকে) তোরা ঘা কতক বাগিয়ে দেতো।

১পা। (বরদার প্রতি) তোর এত বাড় হয়েছে কেন? (প্রহার)

বরদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বড় বাড় হয়েছে কি, আজ এস্‌পার কি ওস্‌পার। আজ হয় তোদের একদিন, না হয় আমার একদিন।

নিধু। সে তুই যা কর্ত্তে হয় করিস। তুই কাল কাজ কর্ত্তে আসিস না কেন? কোথায় যাচ্ছিলি।

সারদা। আমরা তোদের এখানে কাজ করতে চাই না, আমাদের মাহিনা কড়ি চুকিয়ে দে আমরা দেশে চলে যাব।

নিধু। দেশে গিয়ে আর কাজ নেই অমনি ভাল।

বরদা। ভাল বইকি যখন চলে যাব, তখন দেখবি।

নিধু। আমার ঢের দেখা আছে।

বরদা। আমরা কি অম্‌নি যাব: আগে থানায় খবর দিব যে আমার বউকে সাহেব আর তুই মেরে ফেলেচিস তারপরে তোদের ফাঁসি দিয়ে বাড়ি যাব।

নিধু। আমার সাহেবের মুটোর ভেতর থানা পুলিস। তুই জানিস আমার সাহেব যদি একটা ছেড়ে হাজারটা খুন করে, তাহলে আমার সাহেবের কিছু হবার যো নাই।

বরদা। তোর সাহেব কোম্পানী আর কি?

নিধু। এখন তো কেবল তোর স্ত্রীকে এনেছিলুম, এইবার বড় বেটিকে এনে সাহেবের কাছে দিব।

সারদা। (রাগান্ধ হইয়া) কি, তোর বাবার ক্ষমতা আছে, তোরে আজ খুন করবো।

নিধু। শালারা এইবার আমায় খুন করো। (দুইজনকেই প্রহার)

সারদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) শালা তোর মা বোনকে সাহেবের কাছে এনে দে না।

নিধু। হারামজাদা বেটা মুখ সামলে কথা কস্‌। পাজি বেটারা জানোনা যে নিধুরামের হাতে তোদের মৃত্যু। (জুতার দ্বারা প্রহার)

সারদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ভগবান আমাদের কপালে কি এই লিখেছিলে? আমরা কোথায় ছিলুম, কোথায় এলুম। আমরা গরীব লোক, আমাদের এখানে কেউ নেই। এই শালারা আমাদের এইরূপ করে মারচে ধরচে।

বরদা। (রাগান্ধ হইয়া) শালা আজ তোদের মেরেই ফেলবো।

নিধু। তুই বেটাও আজ মার না খেলে সোজা হবি না? (জুতার দ্বারা প্রহার)

বরদা। (চিৎকার স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) সরমা, ও সরমা, তুই কোথায় গেলি, তোরে সাহেব বেটা এইরূপ করে জাত খেয়েছে। সেই দুঃখে তুই জন্মের মত চলে গেলি। বাবা গো, বাবা গো! এখানে আমাদের কেউ নেই বলে আমাদের এত করে অপমান করচে, জুতা মারচে। (রাগান্ধ হইয়া) শালারা এমন করে মারচিস কেন? একেবারে মেরে ফেল না, তাহলে আমি বাঁচি। সরমা, আমি তোমার কাছে যাব।

নিধু। কেমন, আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলি না, এখন ফাঁসি দিবি?

বরদা। (রাগান্ধ হইয়া) আমি তোকে না দিতে পারি, ভগবান দিবেন।
নিধু। সে যা হবার তাই হবে।
সারদা। (ক্রন্দন স্বরে) তুমি বাবা আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই। আমরা নালিস কর্ত্তে চাই না, একথা কাহাকেও বলতে চাইনা।
নিধু। তুই বলবি বলে আমি সেই ভয় কচ্চি কিনা, আমাদের এ সকল যখন তখন হয়ে থাকে। তা কে না জানে, কে না শুনেছে, তা আমাদের কেউ কিছু কর্ত্তে পারে? আমরা তো আর লুকিয়ে চুরিয়ে করি না।
সারদা। ভগবানের ইচ্ছায় তোমরা এইরূপ জন্ম জন্ম কর। আমাদের আর কেন যাতনা দাও, আমরা দেশে চলে যাই।
বরদা। দাদা, অমনি দেশে চলে যাব, এ বেটাদের জব্দ না করে, কখনই তো যাব না। না হয় সরমার যে দশা হয়েছে, আমাদেরও তাই হবে।
নিধু। শালা আচ্ছা করে টিট করবো। (প্রহার)
সারদা। তুমি কথায় কথায় মার কেন?
বরদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) এত লোকের মরণ হয়, আমার কেন হয়না? আমাদের এতদূর অপমান হয়েছে, আমার প্রাণের সরমার জাত মেরেছে।[১] আহাহা! সরমা, ও সরমা, আমি তোমাকে কি আর দেখতে পাব না? আমাকে তুমি ডেকে নিয়ে যাও, আমি আর এ যন্ত্রণা ভোগ করতে পারিনা।
নিধু। চুপ কর, চুপ কর, সাহেব এদিকে আসচে।
সারদা। সাহেব এলে আর কি হবে।

(ম্যাক্‌লিন সাহেব কুকুর সমভিব্যাহারে প্রবেশ)

ম্যাক্। এ শালা লোক সব আয়া?
নিধু। খোদাবন্দ, সকলেই এসেছে।
ম্যাক্। ও শালা লোক কো চাবুক দিয়া?
নিধু। হুজুর দেওয়া হয় নাই!
ম্যাক্। তব্ তোমকো চাবুক দেগা। (চাবুকের দ্বারা প্রহার)
নিধু। ধর্মাবতার! আমি আপনার কি করেছি?
ম্যাক্। শালা ; তুমি কেন ওদের চাবুক দিলে না?
নিধু। জলপানির মত কিছু দেওয়া হয়েছে।
ম্যাক্। তব্ তোম কাহে ঝুট বাৎ বোলা?
নিধু। আমি মিথ্যা কিছুই বলি নাই।
ম্যাক্। (সারদা ও বরদার দিকে চাহিয়া) তোমরা বাড়ি যাইবে না? কেন আমার কাজে আইস না? (যষ্টিদ্বারা প্রহার)
বরদা। তোমার কাজ মানুষে করে? আমরা তোমার কাজ কর্ত্তে চাই না, আমাদের মাইনে চুকিয়ে দাও, আমরা চলে যাব।
ম্যাক্। আমার কাজ কেন মানুষে করবে না?
বরদা। কেন করবে না আবার কি? তুমি আমার বউয়ের জাত মেরেছ কেন? আহা! সেই দুঃখে প্রাণত্যাগ করেছে। (ক্রন্দন)
ম্যাক্। (হাসিতে হাসিতে) তোমার বউয়ের তো আমি জাতি মারি নাই, আমি তাহাকে

সভ্য civilezed করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে আমার বাৎ শুনিল না, প্রাণে মরিয়া গেল।

বরদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি তোমার নামে থানায় নালিশ করবো। তুমি জাননা এ কোম্পানীর মুল্লুক?

ম্যাক্। (হাসিতে হাসিতে) হা হা হা! তুমি আদালতে নালিস করবে, সাহেব লোক তাতে ভয় করবে না। থানা পুলিস in my hand (আমার হস্তের ভিতর) সে তো আপনি মরিয়াছে; তোমাকে যদি আমি খুন করি, তাহা হইলে আমার কিছুই হইবে না। আমি bible (বাইবেল) হস্তে করিয়া বলিব তোমার spleen ছিল। আমার সহিত থানা ইন্সপেক্টর, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার সকল লোকের আলাপ আছে। তারা মোর জাতিভাই।

বরদা। এখন আর সেকাল নাই।

ম্যাক্। হাহাহা! তুমি পাগল আছ! সেদিন আমার এক জাতিভাই মিয়াস সাহেব কি করিয়াছিল। হাইকোর্ট তাহার কি করিল? তিন মাস মিয়ার্দ হইল, তাহাতে সাহেব লোক fear (ভয়) করে না। সাহেব লোকদের জেল father-in-law's house আছে (শ্বশুর বাড়ি) doctor's certificate (ডাক্তারের সার্টিফিকেট) দিতে পারিলে আর কোন চিন্তা থাকবে না। বুঝেচে তুমি শালালোক।

বরদা। দেখ সাহেব, শালা বলে গালি দিও না।

ম্যাক্। চোপরাও you brute.

সারদা। কেন সাহেব আমাদের ইংজিরি গালি দাও।

ম্যাক্। you devils তোমাদের চাবুক দিলে সিধা হোবে।

বরদা। চাবুক অমনি পড়ে রয়েছে আর কি?

ম্যাক্। শালা তুমি আমায় জাননা। (জুতাশুদ্ধ লাথি)

বরদা। (চিৎকার স্বরে) ও বাবাগো, গেলুম গো, শালার বেটা শালা আমাকে মেরে ফেল্লে গো। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আমার কপালে এই ছিল, ভগবান কি পাজি বেটাদের জুতালাতি খাওয়াবার জন্য এ মুল্লুকে পাঠিয়েছিলেন! সরমা, ও সরমা, এই হারামখোর বেটা কি তোরে এমনি করে মেরেছিল। আহাহা! এদেশে কি কেউ নেই গা যে এদের শাসিত করে।

ম্যাক্। এই আমি এখানে আছে। তোর বাবা এখানে আছে।

(জুতা ও তৎপরে চাবুক দ্বারা প্রহার)

বরদা। (চিৎকার স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবারে! গেলুম রে! শুয়োর বেটা শালা, আমাকে মেরে ফেল্লেরে। চৌকিদার, চৌকিদার, বাবা! আমাকে এখানে মেরে ফেল্লে। বলি ও হারামখোর বেটা! আমাকে যদি মারবি, তো একেবারে মেরে ফেল না, অমন করে মারচিস্ কেন? আমার সরমা যেখানে গিয়েছে, আমিও সেইখানে যাই।

সারদা। সাহেব তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দাও, আমাদের মাইনে না দাও না দিলে। আমরা দেশে চলে যাই।

নিধু। কেমন বেটারা তখন না বলছিলি আমাকে আর সাহেবকে ফাঁসি দিবি? এখন এ কথা বেরুচ্চে কেন?

ম্যাক্। শালা, তুমি আমাকে ফাঁসি দেবে? (পদাঘাত)

সারদা। (ভূমিতলে পতিত হইয়া) বাবাগো, গেলুম গো, বেটারা মেরে ফেল্লে গো। (উচ্চৈস্বরে)

যদি এখানে কেউ থাক বাঁচাও গো।

ম্যাক্। শালা এইবার আমি তোমাকে বাঁচাব। (যষ্টি দ্বারা প্রহার) দেখ্ নিধু! এই বেটা বড় বজ্জাত।

নিধু। এই বেটা যত নষ্টের কুঃ।

সারদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, আমাকে একটু জল দাও।

ম্যাক্। বেটা তোমাকে আমি জল দিব, প্রশাপ করিয়া দিব।

সারদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা, তোমাদের শরীরে কি দয়া মায়ার লেশ নাই। আমার প্রাণ যায়, আমাকে একটু জল দাও। ও পাইক বাবারা আমাকে একটু জল দে। আর তা না হলে মেরে ফেল। এমন করে দগ্ধে মাচ্চিস্ কেন? আহাহা। চা-কর সাহেবের এই কাজ!!

ম্যাক্। নিধু! নৃত্যকো হিঁয়া জল্‌দি লে আও।

নিধু। যে আজ্ঞা খোদাবন্দ! (প্রস্থান)

সারদা। বাবা! আমাকে আগে মেরে ফেল, তারপর তোদের যা ইচ্ছা করিস। আমি চক্ষের উপর দেখতে পারবো না। (চিৎকার স্বরে) আমাকে শীঘ্র মেরে ফেল। হায়! পোড়া প্রাণ এ সকল দেখেও এখন তুমি বেরুচ্চ না।

ম্যাক্। শালা লোক Rogue (চুপ চুপ)

বরদা। (অবসর পাইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান)

ম্যাক্। (পাইকদিগের প্রতি) পাকড়াও পাকড়াও!

১ম ও ২য় পাইক। যো হুকুম। (দ্রুতবেগে গমন)

ম্যাক্। (কুকুরের প্রতি) টেবি, টেবি (শিসপ্রদান)।

সারদা। সাহেব বাবা, আমাকে মেরে ফেল, কেন আর এ যন্ত্রণা দাও। আমি তোমার কি অপরাধ করেছি।

ম্যাক্। আমি তোমাকে একেবারে মারবো না। ক্রমে ক্রমে তোমার জান বাহির করবো।

সারদা। (বলপূর্বক হস্ত ছিনাইয়া লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান)

ম্যাক্। (চিৎকারপূর্বক) পাকড়াও, পাকড়াও।

৩য় ও ৪র্থ পাইক। যো হুকুম। (দ্রুতবেগে গমন)

ম্যাক্। My servants are good for nothing. নিধে শালাকে পাঠালুম। এখন আসচে না, শালাকে এমন মারবে যে হাড় ভেঙে দিবে। এই দুই শালা পালাল, মোর বোধ লাগচে এরা নৃত্যকে আনিতে দিবে না।

Very well, Let me see. (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সাগর মধ্যস্থ দ্বীপ। (নৌকারোহণে সারদা, বরদা, দুইজন পাইক ও নাবিকগণ)

১ম পাইক। যা তোরা এই দ্বীপে নেবে যা।

সারদা। বাবা, তোদের পায়ে পড়ি, আমাদের এখানে ফেলে দিয়ে যাসনি।

১ম পাইক। তাকি হবার যো আছে, নেবে যা।

সারদা। বাবা, তোরা আমাদের আর জন্মের বাপ ছিলি, আমাদের এখানে ফেলে দিয়ে যাসনি। বরং যে দেশে মানুষ আছে, সেইখানে আমাদের নাবিয়ে দিও, আমরা দশ জন মানুষের মুখ দেখেও বাঁচবো।

২য় পাইক। ওরে ভাই, তাই করি আয়। আহা! এদের এ দ্বীপে ফেলে দিয়ে গেলে বাঘ, ভাল্লুকে খেয়ে ফেলবে। আহা, এরা কোন দেশ থেকে চা বাগানে কাজ কর্ত্তে এসেছিল, না মর্ত্তে এসেছিল।

১ম পাইক। তুই তো ভারি বোকা! চা-করদের কাছে থেকে এত বোকা হলি কেন?

২য় পাইক। না ভাই, আমার বড় দুঃখ হচ্চে। এদের দুটি ভাইকে দেখলে মায়া হয়। আহা! এরা বোকা মানুষ, এ দ্বীপে ফেলে দিয়ে গেলে এখনি বাঘে টেনে নিয়ে যাবে।

১ম পাইক। আমরা অন্য দেশে রেখে যাব, তারপর এরা একটু খেয়ে দেয়ে গায়ে জোর পেলেই আমাদের সাহেবের নামে নালিশ করবে। আর সাহেব আমাদের মেরে ফেলুক?

সারদা। না বাবা, এই আমরা জলের উপর বসে বলছি কখন নালিশ করবো না।

১ম পাইক। ওরে বেটারা তোরা আমার সাহেবের নামে নালিস করেই বা কি করবি? সাহেব কি তোদের নালিশে ভয় করে?

সারদা। তবে আমাদের বাঘ ভাল্লুকের মুখে ফেলে দিয়ে যাচ্চ কেন?

বরদা। দাদা, তুমি কেন ওদের বারণ কচ্চ, আমাদের এইখানেই ফেলে যাক, আমাদের বাঘে খেয়ে ফেলুক, এ যন্ত্রণা হতে এড়াই!

১ম পাইক। বেটারা এখানে নেবে যা। তা নাহলে তোদের এই জলে ফেলে দিব।

সারদা। বাবা, তুই এত নিষ্ঠুর কেন? আমি তোরে বাবা বল্লুম, তবু তোর একটু দয়া হয় না? ঐ দেখ্ দেখিন ও পাইক বাবা কেমন ভাল মানুষ।

১ম পাইক। আর ভাল মানুষ হয়ে কাজ নেই। আমরা তোদের অন্য দেশে রেখে যাব, তারপর তোরা একটু ভাল হয়ে কোম্পানীর কাছে নালিশ করবি। সাহেবরা একথা জানতে পাল্লেই আমাদের মেরে ফেলবে।

সারদা। (করযোড়ে) না বাবা, কখন চা-করদের কথা কাহাকেও বলবো না। আর আমরা যে সে দেশে গিয়েছিলুম, একথাও কেউ টের পাবে না।

১ম পাইক। না তা হবে না। তোরা নৌকা থেকে নেবে যা।

সারদা। (১ম পাইকের পায়ে ধরিয়া) বাবা, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা তোদের পায়ে পড়ি। আমাদের এখানে ফেলে দিয়ে যাস্‌নি। আমাদের আসামেই নিয়ে চল, আমরা চা-করদের একটি কথাও বল্‌বো না। আমাদের একমুটো করে খেতে দিও, আর আমরা তোমাদেরই ধরে পড়ে থাকবো। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা শত দোহাই তোদের, এ দ্বীপে ফেলে দিস না।

বরদা। দাদা, তুমি তো বড় নির্লজ্জ! দেখ দেখিন, চা-কর বেটা আমার প্রাণের সরমার জাত খেলে। আহাহা! সেই দুঃখে সরমা দেহ পতন করলে। দাদা তুমি আবার সেই দেশে যেতে চাও। ছিঃ ছিঃ! তোমার এত প্রাণের ভয়। আমাদের চা-কর বেটা একেবারে মেরে ফেল্লে না কেন? তাহলে আপদ চুকে যেত। আমাদের এ দ্বীপে রেখে যাবে, যাক্। আমাদের বাঘে খাবে। এখনই খেয়ে ফেলুক। তার জন্য তুমি ওদের পায়ে ধচ্চ কেন?

সারদা। না ভাই, আর বল্‌বো না।

১ম পাইক। তোরা নৌকা থেকে নেবে যা।

(বলপূর্ব্বক নৌকা হইতে সারদা ও বরদাকে অবতারণ)

২য় পাইক। ভাই আমার কোন দোষ নেই, আমি তোদের ওদেশে রেখে যাবার জন্য কত বলেছিলুম, কি করবো বল্। (নৌকা লইয়া পাইকদিগের প্রস্থান)

সারদা। (গমন করিতে করিতে) কোথায় এলুম, কেনই বা এদেশে চাকরি কর্ত্তে এসেছিলুম। এখানে এসে কত দুঃখই ভোগ কর্ত্তে হলো। চা-কর সাহেব সরমার এই দুর্দ্দশা করলে। আহা! সরমাতো সামান্য মেয়ে নয়, ঠিক যেন লক্ষ্মী! কি আশ্চর্য! সাহেব তার জাত খেলে!! সরমা মনের ঘৃণায় প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত করলে। আহা! চা-কর সাহেবের কি দয়া। সাহেবেরা কোথায় গরীব লোকদিগের প্রতি দয়া শ্রদ্ধা করেন, তা এঁদের এই বিচার হল। ভগবান তোমার মনে যা আছে। আমাদের মেরে ধরে শেষে দ্বীপে ফেলে দিয়ে গেল। এখানে না আছে মানুষ, না আছে খাবার সামগ্রি, এখানে কিছুই নেই। এখনি আমাদের বাঘ ভাল্লুকে খেয়ে ফেলবে। ভাই বরদা! আমি এ প্রাণ আর রাখবো না, আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করি। লোকের কাছে কি বলে আর মুখ দেখাব? আসামে নৃত্যকালী রইল তারির দশাই বা কি হলো? সরমার দশা কি তারও হয়েছে। তা হোকগে। যে চা-কর সাহেব, তার গুণের ঘাট নেই, সে নিশ্চয়ই নৃত্যর জাত খেয়েছে। (অশ্রুত্যাগ) আমাকে তাতো দেখতে হবে না।

বরদা। দাদা আমাদের এদেশে আসাটা ভাল হয় নাই।

সারদা। ধরে নিয়ে এল, তা কি করবো?

বরদা। পাইকদের কিছু ঘুষ দিয়ে চা-করের নামে নালিশ কল্লে ভাল হতো।

সারদা। (অশ্রুত্যাগপুর্বক) ভাই আমাদের হয়ে কে সাক্ষ্য দিত?

বরদা। তা দেখা যেতো।

সারদা। (শশব্যস্তে) বরদা, পালাই আয় পালাই আয়, ঐ এদিকে বাঘ আসচে।

বরদা। দাদা তুমি পালাও। আমি পালাতে চাই না, বাঘ এসে আমাকে খেয়ে ফেলুক। আমার সরমা যেকালে প্রাণত্যাগ করেচে, আমার এ পোড়া প্রাণ রেখে কাজ কি?

সারদা। বরদা, ভাই উঠে এস। চল্ আমরা সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াই, যদি জাহাজ আসে, আমাদের তুলে নিয়ে যাবে।

বরদা। আমি যাব না, আমার প্রাণধারণ করবার প্রয়োজন নাই।

সারদা। শীঘ্র এস এস, ঐ যে বাঘ এল।

বরদা। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আসাম—সারদার মেটে ঘর। (পাগলবেশে নৃত্যকালী উপবিষ্টা)

নৃত্য। সরমা এদিকে আয় না বোন্ একবার (উচ্চৈস্বরে হাসি) দেওয়ানজী চতুর, আমাদের ভুলিয়ে বোকশিস্ দেবে বলে সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। সাহেব বেটা কি পাষণ্ড, তার কি দয়ামায়ার লেশ নেই, আহা! সে সরমার এই দুর্দ্দশা করলে। সরমাটা পাগল, মলো

কেন? (হাসি) ঠাকুরপো তার পাপের প্রতিশোধের চেষ্টা করলে না কেন? চা-ক্ষেত্র আমার এখন জন্মস্থান, আমি এই খানেই জন্মেছি, এইখানেই মরবো। আহা! আমার স্বামীকে মেরে ধরে একাকার করেছিল, হাড়গুল সব ভেঙে দিয়ে, শেষে কোন্ দ্বীপে পাঠিয়ে দিলে। (হাসি) আহা! সরমা বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিল, আহা, তার মুখে একটি কথাও ছিল না। তার এমন দশা হলো কেন? বোধ করি, আর জন্মে সে কোন পতিব্রতা সতীর জাত কেড়ে নিয়েছিল, এইজন্য সে এজন্মে অকালে প্রাণ হারালো। তার মুখে সদাই হাসি লেগেছিল, সে ফিক্‌ফিক করে হাসতো, আমি হাহা হাহা করে হাসি। চা-কর সাহেব বেশ লোক, এদের বিয়ে থা কর্ত্তে হয় না, পরের বউঝিকে কেড়ে বিগড়ে নিতে পারলেই হলো। (হাসি) লোকের মর্ত্তে ইচ্ছে হলে, আর কোথাও যেতে হয় না, আসাম কাছাড়ে এলেই তাদের বাপ বলতেও নেই, আর মা বলতেও নেই। (হাসি) শুনেছিলেম যে সাহেবেরা বড় দয়ার জাতি, এঁরা দাস ব্যবসা দেখতে পারেন না, তারির জন্য এঁরা কত জায়গায় যুদ্ধ করে বেড়িয়েছেন। আবার এঁরাই তাই করেন কেন? ও বুঝেছি "আপনার বেলা আঁটিশুটি প'রের বেলা দাঁত কপাটী" যা হোক, কোম্পানীর মুল্লুকে এ প্রকার হওয়া বড় আক্ষেপ বলতে হয়। (ক্রন্দন) বাঃ, আমিই বা কাঁদি কার জন্য "আমি কার কে আমার"। যা হোক্ লোকে যেন এ চা-ক্ষেত্রে কর্ম্ম কর্ত্তে না আসে ঈশ্বর এই করুন। অ্যাঁ নিধে বেটা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সতীত্ব নষ্ট করবে। সরমার যে দশা করেছে, আমারও তাই হবে। (ক্রন্দন) আমি কোথায় এলুম, আমার এখানে কেউ নেই আমার স্বামী আর ঠাকুরপোকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। শেষে আমার সতীত্ব যাবে। (চিৎকার স্বরে) তা কখন হতে দিব না, দিবঁ না। যেখান থেকে এসেছি, সেইখানে যাব, তবু সতীত্ব নষ্ট করবো না। সতীত্ব নেবে? নেবে? ইস! প্রাণ থাকতে না। আত্মহত্যা করবো। সতীত্ব নষ্ট কর্ত্তে এসেছিস? নে দেখি তোর সাধ্যি। (সম্মুখস্থ বঁটি লইয়া গলদেশে আঘাত ও পতন)

যবনিকা পতন।

(প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র)

জেল-দর্পণ

নাটক।

চা-কর দর্পণ নাটক প্রণেতা

শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি নমুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং॥

মোহমুদ্গর।

"এসা দিন নেহি রহে গা"

"কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় রে নরকের প্রায়।
মুহূর্তের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় রে স্বর্গ সুখ তায়॥

"England with all thy faults I love thee still.'

কলিকাতা।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৫৩ নং ভবনে

শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

১২৮২।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শিবনাথ বাবু	...	জমিদার।
গোপাল	...	শিব বাবুর বন্ধু।
তারিণী	...	ঐ
মধু	...	ঐ
শ্যামচন্দ্র	...	দেওয়ানী জেলের কয়েদী।
গোবিন্দ চন্দ্র	...	ঐ
পরাণ	...	ফৌজদারী কয়েদী।
নিধিরাম ভট্টাচার্য্য	...	জনৈক চোর।
কেষ্ট ও বেষ্ট	...	দুই জন পাগল।
তারা	...	জমিদারের অনুগত।

পাহারাওয়ালা, সার্জ্জন, গোয়েন্দা, দারগা, ইন্সপেক্টর, মাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার, চাপরাসী, জমাদার, নেটিভ ডাক্তার, সিবিল সার্জ্জন, ইন্সপেক্টর, জেল-সুপারিন্টেণ্ডেট, নাপিত।

স্ত্রী।

সুরবালা	...	জমিদারের স্ত্রী।
বসন্ত	...	প্রতিবাসিনী।
বিরাজ	...	শিব বাবুর বেশ্যা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিমুলিয়া—মুক্তিমণ্ডপ।
(গোপাল ও তারিণী আসীন)

গোপাল। (গুলি খাইতে খাইতে) দেখ বাবা তারিণী খপদ্দার খপদ্দার যেন প্রকাশ না হয়।

তারিণী। তা কি হবার যো আছে। আমার ঐ কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে, চিরকালটা কেটে গেল। এই বয়সে কত লোকের সর্ব্বনাশ কল্লুম, কত লোককে খুন কল্লুম, কত লোকের বউ ঝির দফা রফা কল্লুম, কেহ আমার কিছু কর্ত্তে পারে নাই, আর আজ কি না বাবুর দুই জোড়া শাল আর পাঁচটা হিরের আঙ্গটী আর খান কতক রুপার জিনিস চুরি করেছি বলে ধরা পড়বো? ছিঃ বাবা তুমি একথা বল্লে কি করে?

গোপাল। না তোরে সাবধান করে দিতেছিলাম।

তারিণী। আমাকে তোমার সাবধান করে দিতে হবে না। তুমি আপনি সাবধান থাক, তাহা হলেই হলো। আচ্ছা বাবা তুমি যে জিনিসগুলি গেঁড়া[১] দিয়েছ তার কত টাকা দাম হবে?

গোপাল। দামের কথা এখন জিজ্ঞাসা করো না, সে সকল লুকিয়ে রেখেছি।

তারিণী। তা তো জান্‌লুম, তবু আন্দাজ কি একটা নেই। আমার জিনিসগুলির দাম ৫/৬ হাজার টাকা হবে।

গোপাল। ও বাবা, তবে তো তুমি একটা দাঁও[২] মেরেছ, আমি যা গেঁড়া দিয়াছি, তার দাম বড় জোর এক হাজার টাকা।

তারিণী। (স্বহাস্যে) না বাবা, এটী তোমার মিছে কথা। যাক্ সে সকল কথায় প্রয়োজন নেই, এখন আপনার আপনার কাজ করা যাক এস।

গোপাল। আজ নেসাটা জম্‌চে না কেন?

তারিণী। তবে বুঝি কাল দই খেয়েছিলে?

গোপাল। না বাবা, কাল আমি দই খাই নাই। আজ প্রায় একমাস হলো, ও পাড়ার ঘোষেদের বাড়ি নিমন্ত্রণ গিয়েছিলেম, সেখানে তারা কোনমতে ছাড়বে না, আমিও খাব না। শেষ এক ফোঁটা দই কপালে ঠেকিয়েছিলুম।

তারিণী। ঠিক কথা তাইতেই নেসাটা জম্‌চে না। আর আমিও তোমার কাছে বসে আছি কি না, সেইজন্য আমারও কিছু আজ হচ্চে না।

গোপাল। না বাবা, আড়ডাধারীকে একবার ডাক তো এর বেওরাটা[৩] কি জিজ্ঞাসা করি।

তারিণী। এখন্ থাক্ বাবা, বাবু এলে বলে দিব, তিনি ধরে চাবকালেই এর বেওরা বল্‌বে এখন।

গোপাল। আজ কালকার একটা নূতন খপর শুনেছ?

তারিণী। কৈ না।

গোপাল। আরে ছিঃ। এ খপর তুমি শুন নাই।

তারিণী। কৈ না বাবা।

গোপাল। বরদার নাম শুনেছ? সেখানকার রাজা মল হার রেও ইংলিস রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াইতে গিয়েছিলেন বলে ধরা পড়ে। তারপর অনেক মামলা মোকর্দ্দমা হলো, রাজা বিলাত থেকে একজন ভাল বারিষ্টার, তার নাম ব্যালাণ্টাইনকে দুই লক্ষ টাকা খরচ কোরে এনেছিলেন। ব্যালাণ্টাইন দিন রাত্রি ধরে বক্তৃতা কল্লে, তা কিছুতেই কিছু

হলো না। ইংরাজদের গোঁ আর বুন সুয়ারের গোঁ একই রকম, এ যাবার নয়। রাজাকে কলে কৌশলে রাজ্যচুত করা হলো।

তারিণী। সে কি রকম, বল বল শুনা যাক।

গোপাল। রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ার ভারি মজার লোক তার রাজা হবার ইচ্ছা হয়েছিল, সে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট নালিস কল্লে যে, গুইকবার তাকে বিষ খাওয়াইতে গিয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর তাড়াতাড়ি এক প্রোক্লাথেসন্ জারি কল্লেন, গুইকবারকে সিংহাসনচ্যুত করে এক শিক্‌লি দিয়ে বাঁধা হলো। ওদিকে কমিস্যন বস্‌লো মোকর্দ্দমা আর নিস্পত্তি হয় না, তিনজন এদেশীয় রাজা আর তিনজন ইংরাজ কমিস্যনের বিচারপতি হলেন, আর সার্জ্জেণ্ট ব্যালাণ্টাইন আদা জল খেয়ে বর্ক্তৃতা কর্তে লাগ্‌লেন। তা কিছুতেই কিছু হলো না। এখানকার মোকর্দ্দমার রিপোর্ট বিলাতে পাঠান হলো। ষ্টেট সেক্রেটারী বল্লেন গুইকবারকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে না। লাট সাহেব বল্লেন, গুইকবারকে যদি সিংহাসন দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি কর্ম্মত্যাগ করবো। চারিদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেলো। হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে লেখা হলো "আমরা শত শত গুইকবারকে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় শাসনকর্ত্তাকে ছাড়িতে পারি না।"

তারিণী। তারপর কি হলো বাবা?

গোপাল। তারপর লাটসাহেব সাঁকের করাতে পড়লেন, যে সকল এদেশের রাজারা কমিস্যন ছিলেন, তাঁরা সকলেই গুইকবারকে নির্দ্দোষী বলে ছিলেন। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর গুইকবারকে রাজ্যচ্যুত করিলে পাছে এদেশীয় রাজারা রাগ করেন, সেই জন্য এক কল খাটিয়ে বল্লেন গুইকবার অনুপযুক্ত, ইনি রাজ্যশাসন করিতে পারেন না, ইহার উপর সকল প্রজাই অসন্তুষ্ট সেই জন্য ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হইল।

তারিণী। বাঃ ইংরাজেরা বড় মজার লোক তো? আর তা না হলেই বা কি করে এতবড় ভারতবর্ষ মুটোর ভিতরে নিয়েছে। যাহা হউক ভারি সুচতুর বল্‌তে হবে।

গোপাল। তা আবার একবার করে বোল্‌তে? আচ্ছা বরদার রাজার বিবাহ হয়েছিল কি করে তা জান?

তারিণী। কৈ না, বল বল শুনি।

গোপাল। আরে তাইতো আমি বলছিলাম গুইকবার বড় ইয়ার লোক। গুইকবার লক্ষ্মীবাইকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মীবাই বড় সুন্দরী, ইনি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন, গুইকবার বল পূর্বক লক্ষ্মীবাইকে বিবাহ করেন, লক্ষ্মীবাইয়ের পূর্ব্ব স্বামী দম্ ফেটে মারা যেতে লাগলো, নালিস কর্ত্তে গেলো, তা কি হবে? রাজা কেড়ে নিয়েছে, তার উপর আর কথা নেই। তারির মাস কতক পরেই লক্ষ্মীবাইয়ের এক পুত্র হলো। সকল খপরের কাগজ ওয়ালারা লিখলেন যে, লক্ষ্মীবাইয়ের পুত্র কখনই রাজা হতে পারবে না। শেষে গবর্নমেণ্ট থেকে হুকুম জারি হলো, অবশ্য রাজ্যধিকারী হইবে। তখন নিস্তার, লক্ষ্মীবাইয়েরও ধড়ে প্রাণ এলো। আর খপরের কাগজ ওয়ালাদেরও মুখে চুন কালি পড়লো।

তারিণী। তুমি এসব কোথায় শুনলে?

গোপাল। আর কোথায় শুন্‌লে, আজ কালি যে খপরের কাগজ শস্তা হয়ে পড়েছে, এক পয়সা, দুই পয়সা বড় জোর চারি পয়সা দিলেই একখানি ভাল কাগজ পাওয়া যায়।

তারিণী। আরো দুই একটা গল্প কর, শুনা যাক।

গোপাল। না বাবা ; আমার গলা শুখিয়ে উঠেছে, এখন দুই চারিটা ছিটে টানা যাক এস।

তারিণী। সেই ভাল। (উভয়ে গুলি খাইতে লাগিল)

গোপাল। বাতাসার জল দিয়ে নেসা কর্ত্তে ভাল লাগে না।

তারিণী। একটু সবুর করো বাবু আগে আশুন। কথায় বলে "সবুরে মেওয়া ফলে।"

গোপাল। আহা কি জিনিস বাবা প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো।

তারিণী। আমি আর দুই চারিটা ছিটে টানি।

গোপাল। না না, মিছে বাজে নেসা করবে কেন। বাবু এলেই গাঁজা, দিশি ও বিলিতি ব্রাণ্ডি সব রকম হবে এখন। ভরপুর নেসা করে বাড়ি যাব, আর মিছে কতকগুল ছিটে টান্‌লে কি হবে?

তারিণী। বাবু আজ এখনও আস্‌চেন না কেন?

গোপাল। (পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাত করিয়া) বড় মশা।

তারিণী। এ কল্‌কেতা সহর বাবা, এখানে মশা হবে না তো কি, গঙ্গার পারে মশা হবে? তবু, ড্রেণেজ হয়ে আজি কালি অনেক মশা কমে গেছে। উঃ আমাকেও কামড়াচ্চে (পৃষ্ঠে চপেটাঘাত)

(মধুর সহিত শিবনাথ বাবুর প্রবেশ)

শিবনাথ। আচ্ছা মধু বল দিখিন এ ফল কেমন শস্তা কেনা হয়েছে।

মধু। তা আবার বোলতে। এমন কেউ কখন কেনে নাই, কিন্‌বেও না। এসব মহাশয় কলকেতার অনেক বাবু চিন্তে পারে না, আপনার নাকি অনেক দেখা আছে, তাই চিনে এনেছেন।

গোপাল। মধু দাদা তোমার হাতে কি ফল?

মধু। ভেঙ্গে চুরে বলে না। বুঝে নিতে পার ভালই, না-পার-বয়ে গেল।

গোপাল। কৈ দাও দিখিন দেখি?

মধু। (ক্রোধান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) এ আর দেখে না, দইটা করে টাকায় বিক্রী হয়ে থাকে।

তারিণী। (জনান্তিকে) ওহে গোপাল, ও বুঝতে পার নাই, যেমন হাবাচন্দ্র রাজা, তেমনি গবাচন্দ্র মন্ত্রী। পাকা গাব ফল কিনে এনেছেন দুইটা করে টাকায়।

গোপাল। বাবুর এত আস্‌তে বিলম্ব হলো কেন?

শিবনাথ। কাল যে বেঁচে গিয়েছি এই ঢের, এখানে না এলে মনটা নাকি কেমন করে, তাই হামাগুড়ি দিয়ে এলেম।

গোপাল। (ব্যস্তে) কেন কি হয়েছিল, কি হয়েছিল?

শিবনাথ। আর কি হয়েছিল, আমার নাকি প্রমাই আছে তাই বেঁচে গিয়েছি। কাল শিঁড়ি থেকে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে গিয়েছিলাম।

তারিণী। আঃ সর্বনাশ! তবে তো শরীর বড় বেদনা হয়েছে?

শিবনাথ। না তা বড় হতে পারে নাই। ডাক্তার এসে বল্‌লেন তোমাকে আর ঔষুধ দিব কি? আউন্স কতক ব্রাণ্ডি খেয়ে ফেল। তা আমি ৩০/৩২ আউন্স আন্দাজ (র) ব্রাণ্ডি টেনে শুয়ে রইলেম।

মধু। এখন সে সকল কথায় প্রয়োজন নেই, সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, হাই উঠতে লেগেছে।

শিবনাথ। দুই চারিটা ছিটে টানা যাক এস।

মধু। সেই ভাল। (সকলেই গুলি খাইতে লাগিল)

গোপাল। আহা আমাদের শিব বাবুর কেমন মুখ সেট হয়ে গেছে দেখেছ, এক এক দমে

একেবারে আগুণ।

তারিণী। তা আর হতে হয় না, বাবু আমার সঙ্গে পারে?

মধু। তুই থাম্ বাবা। তোর আমাদের কাছে হাতে খড়ি। আগে তুই আমার সঙ্গে লড়াই কর, তারপর আমাকে হারাতে পাল্লে বাবুর সঙ্গে।

তারিণী। এখন বুঝি ভুলে গিয়েছ মধু দাদা? সে দিন তোমাকে কেমন নাকাল দিয়েছিলাম, তোমারে ছাতা, চাদর-জামা সেইসঙ্গে খানিকটা মাংস পর্য্যন্ত পুড়ে গিয়েছিল।

মধু। আচ্ছা আজ এস। (উভয়ে গুলির লড়াই)

গোপাল। শিব বাবু আপনি একটু পেছিয়ে বসুন, গায়ে আবার আগুণ এসে পড়বে।

শিব। হ্যাঁ সেই ভাল।

গোপাল। আমিও একটু পেছিয়ে বসি।

তারিণী। (উচ্চৈস্বরে) কেমন মধু দাদা এবার হার হয়েছে বল, তা না হলে আমি ছাড়বো না।

মধু। (ব্যস্তে) উঃ হুঃ উঃ হুঃ বেটারা আমায় পুড়িয়ে মারলে। আমার কাপড়ের ভিতর আগুণ গিয়েছে।

শিব। থাক্ থাক্ আর কাজ নেই।

মধু। (স্বক্রোধে) এই নাকে কানে খত, আর কখন লড়াই করব না। বাবা আগুণের সঙ্গে চালাকি।

শিব। ছিটে ছাটা তো টানা গেল, এইবার বড় তামাক খাওয়া যাক এস। তোমরা একবার আমার নাম করে নাও তা হইলেই নেসা হবে এখন।

মধু। হরা হরা বোম্ শিব। আমার কাছে তয়ের করা আছে, বাবু যদি আজ্ঞা করেন, তা হলে আগুণ চড়াই।

শিব। তা আবার বলতে, তা না হলে আমার নামে কলঙ্ক হবে যে।

সকলে। (উচ্চহাস্য)

মধু। শিব বাবু অগ্রে প্রসাদ করুন।

শিব। দাও তবে (গাজায় দম্)

তারিণী। গোপাল, মধু আমরাও একবার টানি।

শিব। দেখ বাবা আমার গাড়ির ভিতর দু বোতল ধান্যেশ্বরী আছে, নিয়ে এস শরীরটা গরম করে স্নান করিগে।

মধু। আমি আনচি। (প্রস্থান)

তারিণী। শিববাবু, ধান্যেশ্বরীটা গ্লাসে ঢেলে খাওয়া হবে না, তা হলে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হবে।

শিব। সে তো ঠিক্।

গোপাল। বাবু, আমাকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করবেন্ না।

(বোতল হস্তে মধুর প্রবেশ)

শিব। দেখ মধু, একেবারে দুইটী বোতলের ছিপি খুলে ফেল। ও আর গ্লাসে ঢালবার প্রয়োজন নেই।

মধু। সেই ভাল। আপনাকে আদত[৪] দিই।

শিব। দাও। তোমাদের একটায় হবে তো, বল?

মধু। আমাদের ঢের হবে।

শিব। তবে খাওয়া যাক। (বোতল ধরিয়া মদ্যপান)

মধু। তারিণী, আমরা এইটী খাই এস। (মদ্যপান)
গোপাল। আমাকে আর পীড়াপীড়ি কর না।
তারিণী। আর ছেনালীতে[৫] কাজ কি, খাও। (মদ্যপান)
মধু। গোপাল, আমরা দুজনেই প্রায় শেষ করেছি, তলায় একটু আছে খেয়ে ফেল।
গোপাল। (মদ্যপান)
শিব। স্নান করবার বেলা হলো চল যাওয়া যাক। (সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবনাথ বাবুর অন্তঃপুর—সুরবালার গৃহ।
(সুরবালা—আসীনা)

সুর। অদৃষ্টের লিখল খন্ডন করে কাহার সাধ্য? পোড়া বিধি কি আমার কপালে সুখ লেখে নাই? আমি কি চির-দুঃখিনী হবো? আমা অপেক্ষা যাহারা গাছ তলায় পতিসনে থাকে তাহারা অধিক সুখী, আমার পিতা মাতা বড় মানুষের ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন? সোনা দানা পর্‌বো বলে। তাতে আমার প্রয়োজন কি? লোকে কি তাতে সুখী হয়। আমি এমনি স্বামীর হাতে পড়েছিলাম যে একদিনের জন্য সুখী হলেম না। আহা! স্বামী গুরু, তাঁর নিন্দা করা বৃথা। আমার অদৃষ্টে সুখ নাই তাঁহার দোষ কি? আমার এমনি পোড়া কপাল যে একদিনের জন্য তাঁর পদ সেবা কর্ত্তে পারলেম না! দূর হক ও সকল ভেবে আর হবে কি? কেবল শোক উথ্‌লে উঠলে উঠে বৈতো নয়। একখানি বই পড়ি-কি বই পড়বো? বীরাঙ্গণা বাক্য[৬]; এও ভাল লাগে না। তবে মৃণালিনী পড়ি (পুস্তক পঠন)। দূর হক্ এখন আর পড়বো না, মনটা কেমন হলো। তবে একটী গান গাই। কি গাইব?

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা
(যাহা) অদৃষ্টে লিখন।
নাহিক কাহার সাধ্য করিতে খন্ডন॥
দিয়ে পোড়া বিধি, হেন গুণ নিধি,
করেছেন মোর, দুখের অবধি,
বিধি তোরে সাধি, ত্বরা মোরে বধি,
শীতলো দগ্ধ জীবন॥

ছার অলঙ্কার, মণি মুক্তা হার,
বৃথা গৃহ দ্বার, সকলি অসার,
যে করে অহঙ্কার, নাহি তার পার,
বোঝে না অবোধগণ॥

(ক্রন্দন) এ সংসারে তো আমার অন্য কোন অসুখ নাই; এক স্বামীর অসুখেই যাবতীয় অসুখ। তা আমি কি তাঁকে পাব না? কেন পাব না, এই বার একবার দেখা পেলে পায়ে ধরে কাঁদবো, তা হলে কি তিনি আমাকে ঠেলে ফেলে দিবেন এমন হতে পারে না।

(গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে শিবনাথের প্রবেশ)

শিব। কি গো পেঁচা মুখী, হুলো মুখী, মালশা মুখী, বই পড়া হচ্চে? বই পড়ে আমায় রাজা

করবেন। বই পড়া আবার কিরে ছুড়ি? আমি কখন পড়িনে আমার বাবাও কখন পড়ে নাই। তোর আবার এ রোগে ধর্‌ল কেন? কৈ আমার বিরাজও তো কখন বই টই পড়ে না। কি বই পড়চো? পোলের পাঁচালী। (পুস্তক লইয়া দূরে নিক্ষেপ) ও সব আমার কাছে নয় বাবা, দুই এক গ্ল্যাশ মদ খাও, দুই একটা ছিটে ছাটা টান, একটা রকমারী গান গাও, একটু আধটু নাচতে পার, তা হলে তোমায় বুকে করে রাখ্‌বো।

সুর। (পদযুগল ধারণ করিয়া) নাথ, আমাকে এত কটু কাটব্য বল্‌চ কেন? আমি কি অপরাধ করেছি। আমি যে বইখানি পড়ছিলেম, ওখানি তো পাঁচালি নয় মৃণালিনী, তাতে কি দোষ হয়েছে।

শিব। কি বল্‌লে পাঁচালী নয়—ওর নামটা কি বল্লে?

সুর। মৃণালিনী।

শিব। মৃণালি—ইনি। আমার মধুদাদা বলেছে ওখানি পাঁচালির বাবা, তুমি ও পড়ে কি করবে? দপ্তরখানায় খাতাপত্র লিখবে, মুহুরি হবে? হা হা হা (হাস্য)

সুর। নাথ, আমায় এত ঠাট্টা করচ কেন?

শিব। আঃ নাথ নাথ করে গাটা জ্বলিয়ে মারলে, আমাকে নাথি মারবি না কি? নাথ নাথ আবার কি?

সুর। আমার ঘাট হয়েছে আমায় ক্ষমা কর।

শিব। ঘাট হয়েছে না শিঁড়ি হয়েছে? আ মরে যাই কত রঙ্গই শিখেছেন। আমার বিরাজ কেমন সভ্য, তার বাড়ি যাবা মাত্র বাপান্ত, বস্‌তেই খেংরা[৭], উঠতেই ঝেঁটা, এ কি না ঘরে আসবা মাত্র নাথ। নাথ আবার কি করে বাবা! বই পড়ে বুঝি নাথির বদলে নাথ শিখেছ?

সুর। তোমার মুখে কালিমা পড়্‌লো কেন? অমন কার্ত্তিকের মত সুন্দর শ্রী বিবর্ণ হয়ে গেল কেন?

শিব। আমার মুখে যা কালি পড়ল কেন? আমি কালীর সেবা না করে জল গ্রহণ করি না। তুমি তো জান আমি সকালে উঠেই শিবের আরাধনা, কালীর ভোগ এ সকল না দিয়ে কোন কাজ করি না। আর আগে কার্ত্তিক ছিলেম, এখন ময়ুর উড়ে গেছে বলেই বিবর্ণ হয়ে গিয়েছি।

সুর। তোমার নাকি অনেক টাকা দেনা হয়েছে?

শিব। তোর বাবার কি? আমার হয়েছে হইছে, তুমি তো সে দেনা দিবে না, আর তোমার বাপও তো আমার দেনার জন্য দায়ী হবে না।

সুর। কথায় কথায় তুমি বাপান্ত কর কেন? ভাল কথা বল্‌তে গেলে তেড়ে মারতে আস যে?

শিব। এখন তো মারি নাই, ফের যদি ও সকল কথা কবে তাহলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিব।

সুর। মারতে প্রায় বাকি রাখ্‌চ কি না?

শিব। আ'রে মলো যা, উনি আবার আমায় বুঝাতে আসেন, আমি প্রায় ও সকল বুঝিনে কি না? দেনা হয়েছে তাতে আমার আর কি হবে। পৃথিবীতে আসা দশ দিনের জন্য, এতে যদি প্রাণের আয়েস মিটিয়ে না লব, তা হলে পৃথিবীতে আসবার দরকার কি? টাকা নিয়ে কে এসেছে, কে বা সঙ্গে নিয়ে যাবে। হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো। আরে তুই এ বুঝিসনে ইয়ার কি প্রাণ খ্‌লে দিয়ে মরে গেলেই স্বর্গ লাভ হয়। বাবা জানলে না আমার তো সামান্য বিষয়; কলিকাতার বড় বড় লোক গুল খরচ পত্র করে সুখে কাটিয়ে গিয়েছে।

সুর। সব আমি বুঝেছি, এখন দেনার উপায় কি করবে?

শিব। ঐতেই তো আমার রাগ হয়, দেনায় খপরে তোর কাজ কি? আমি ও সকল একবার ত মনে আনি না। যতক্ষণ আমার ঘরখানা বাগানখানা যা কিছু থাক্‌বে আমি প্রাণ খুলে ইয়ারকি দিব। তাতে তোর কি?

সুর। এই সে দিন আমি খাতাঞ্জির কাছে শুনলেম, তোমার চার দিকে দেনা হয়েছে, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক লক্ষ টাকা, এছাড়া জমিদারী বন্ধক আছে।

শিব। এক লক্ষ টাকা, খাতাঞ্জির বাবা কখন দেখেছে?

সুর। (ক্রন্দন করিতে করিতে) তা যাই কর, আমাকে পথের ভিকারী করলে আর কি? আর তুমি তো এখনও বদ চাল ছাড়বে না।

শিব। (নাকি সুরে) আমাদের পথের ভিকারী করলে আর কি? তাতে তোঁমার বাঁবার কি?

সুর। আমার বাবা দুঃখী মানুষ, তাঁরে কথায় কথায় গালি দেও কেন? তিনি তোমার বাড়ি আসেন? না তিনি তোমার কথায় কথা কন?

শিব। তবে তুই এমন কথা বলিস কেন?

সুর। আমি তোমায় কিছু বল্‌ব না। তুমি নেসা ভাঙ্গ আর বেশ্যা বৃত্তি ছেড়ে দাও।

শিব। না তোমাকে আর কিছু বোল্‌তে হবে না, আমি তোমার বক্তৃমা বুঝেছি। তুই মেয়ে মানুষ, বুঝিস কি বলতো? আঃ পোড়া কপাল, উনি আমাকে বোঝান, আমি প্রায় কলসি কি না যে জল দিয়ে বোজাবে, আমি প্রায় ছিটে টানবার কল্‌কে কি না যে জাসু[৮] দিয়ে বোজাবে।

সুর। আমি তোমার সঙ্গে কথায় পারবোনা এখন যা বল্লেম, তুমি আমার কথা রাখবে কি না, তুমি আমার কথা শুনবে কি না বল?

শিব। (ত্যক্ত হইয়া) আর ঐ জন্যই বাড়ির ভিতর বড় আসি না। তোমার নাক্ তুলে তুলে কথা, মুখ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঘাড় নেড়ে বক্তৃমা আমার আপদ মস্তক জ্বলে যায়। ওসব কি? দুটা মিষ্ট করে কথা কও একটা ভাল গান গাও প্রাণ ঠাণ্ডা হক। আর তা না হলে নাক্ তুলে কথা আমার সহ্য হয় না. মিষ্টি করে তুমি বাপান্ত কর, সেও বরং ভাল লাগে।

সুর। (লজ্জাবনতমুখী হইয়া) ওসব কি কথা বল? আমি এখানে বস্‌বো না উঠে যাই।

শিব। না তা কি আমি বলচি? বললেও বরদাস্ত হয়।

সুর। নাথ, আমি তোমার পায়ে ধরচি, আমি তোমাকে মিনতি করে বল্‌ছি নেসা টেসা গুল ছেড়ে দাও। চিরকাল কি এক দশায় যাবে?

শিব। (রাগান্ধ হইয়া) যা যা যা যা, আরে মলো যা। আর তোর পায়ে ধরতে হবে না। আমি বিরাজের বাড়ি যাই। এক দণ্ড ঘরে এসেছিলুম, তা আমাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক করলে। মলো যা, তুই আপনি বুঝগে যা, বই পড়গে যা, চুলয় যা, আমার সঙ্গে কথা কহিতে হবে না। (বেগে প্রস্থান)

সুর। (ক্রন্দন করিতে করিতে) নাথ, আমি কি এত অপরাধ করেছি, কেন ভুমি আমার প্রতি এত বিরক্ত হলে। হে বিধি, আমার কপালে কি তুমি এত দুঃখ লিখেছ? এতো যে হবে তা যদি পূর্ব্বে জানতে পারতেম, তা হলে আগেই তার বিধান কর্ত্তেম। যাই একবার দেখিগে।

(প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোণাগাছী—বিরাজের বাটী।

শিব। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) আমার বিরাজমণী আমার ফেরজা বিবি কোথায়?

নেপথ্যে। কে গা?

শিব। আমি শিব বাবু।

বিরাজ। (স্বগতঃ) তুমি আবার এখানে কেন মর্ত্তে এলে যখন দশ টাকা পেতুম, খাতির রাখতুম, এখন টাকার সঙ্গে খোঁজ নেই, কিন্তু দু বেলা আসা আছে, আজ আমি স্পষ্ট বলব তুমি আর এখানে এস না। (প্রকাশ্যে) এদিকে এস।

শিব। আঃ বাচ্‌লুম, তোমায় না দেখতে পেয়ে আমার প্রাণটা যে এতক্ষণ কি করছিল, তা বোলতে পারি না। "মনে ২ তোমায় যে ভালবাসি। লোক লাজ ভয়ে তা নাহি প্রকাশি।"

বিরাজ। আমারও ভাই তাই। একটী কথায় বলে কি—দেখলে তোমার মুখ। পাঁচ হাত হয় বুখ॥

শিব। ঠিক বলেছ। এক হাতে কি তালি বাজে বাবা। আমি তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তুমিই বা আমাকে ভাল না বাসবে কেমন করে?

বিরাজ। শিব বাবু আজ কেন তোমার বিলম্ব হলো?

শিব। না—না—না।

বিরাজ। বল, না বল্‌লে ছাড়বো না।

শিব। এই আজকে বাড়ির ভিতর গিয়েছিলেম। তা সুরি আমার হাতে ধরে পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল, আবার ঘাড় নেড়ে নেড়ে নাক তুলে তুলে কত বক্তৃতা কর্ত্তে লাগলো, আমাকে আবার নাথ্ নাথ্ বলে গালাগালি দিতে লাগ্‌লো, তা আমি নাথি মেরে চলে এলেম। সে বসে বসে কাঁদতে লাগলো। আমি মার টেনে দউড়। তা আমি তাকে বলে এসেছি যে, বিরাজের বাড়ি না গেলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না।

বিরাজ। তা আর বোলতে হয় না বোঝা গেছে। আজ নাথি ঝেঁটা খেয়ে এসেছ, আর এখানে এসে সাওখুড়ি[১] করচ।

শিব। মাইরি বলচি, আমি কখন মিথ্যা কথা কই না। দেখেছ তো, যে দিন যা হয়েছে তোমাকে সব বলেছি। আজি মিথ্যা কথা কইলাম, এ কি তোমার বিশ্বাস হয়?

বিরাজ। আর তোমার ঠাট করে কাজ নাই, সব বোঝা গেছে, তুমি আমাকে যা ভালবাস, তা আর ছাপা নেই।

শিব। তোমার পায়ে পড়ি রাগ করো না। তোমার মুখখানি ম্লান দেখ্‌লে আমার বুখ ফেটে যায়। আমি কি অপরাধ করেছি, তুমি কেন আমার উপর রাগ করলে? আমি সুরর কাছে গিয়েছিলেম বলে রাগ হয়েছে? তা আমি এঁই দিব্বি করে বল্‌ছি আর কখন যাব না। আমি তো ইচ্ছা করে যাই নাই, সে আমার কাছে এসে কাঁদতে লাগ্‌লো, তা আমি গালাগালি দিয়ে চলে এসেছি। তুমি যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তা হলে আমি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি করছি।

বিরাজ। আর তোমার পা ছুঁতে হবে না, সব বোঝা গিয়েছে। (মান ভরে উপবেশন)

শিব। ছিঃ ভাই, আমি তোমাকে এত করে বললেম তবু শুনা হলো না তা আমার কি জরিমানা কর্ত্তে হয় কর, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।

বিরাজ। (স্বহাস্যে) তোমার আর কি জরিমানা করবো? আমাকে সেই যে তোমার গলার মুক্তার মালা ছড়াটা দেবে বলেছিলে দিলে না? (গলদেশে হস্ত দিয়া) ভাই, তোমাকে যে আমি ভাল বাসি তা আর কি বল্‌বো? আমি এতক্ষণ তোমার মন বুঝছিলুম।

শিব। তা কি আর আমি বুঝতে পারি নাই। দেখ বিরাজ বিবি, আমি যে তোমাকে আমার গলার মুক্তার মালা ছড়াটী দিব বলেছিলেম, সেইটী হারিয়ে গিয়েছে। আমি ঘর আতি পাতি করে তল্লাস করেছিলেম পাই নাই। আচ্ছা তোমাকে সেইরকম এক ছড়া কিনে দিব, তা হলেই তো হলো।

বিরাজ। হারিয়ে গিয়েছে বলে মিথ্যা কথা বলবার প্রয়োজন? দেবে না তাই বলো। আমাকে বুঝি তুমি বোকা বুঝিয়ে দেবে? আর কাজ নেই, সব বুঝতে পেরেছি, যাকে মুক্তার মালা পরালে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে, মন খুসি হবে তাকেই পরাওগে। আবার একছড়া কিনে দিবে বলে দম্[১০] দিচ্চ? আমরা মেয়ে মানুষ বোকা বটে, তা বলে তোমার দমে আমি ভুলবো না।

শিব। আমি তোমাকে দম দিব? আমি তো ছেলেমানুষ আমার বাবা এলেও তোমাদের দম্ দিতে পারে না।

বিরাজ। কেন, আমরা কি এমনি ছোট লোক? আমরা বেশ্যা বটে, তবু বাবুদের মাথার মণি। আর দেখ না কেন আমার মা প্রায় ৩০/৪০ টি দুঃখীর ছেলের স্কুলের মাহিনা, পড়বার বহি, তাহাদের কাপড়, খাওয়া দাওয়ার টাকা দিচ্চেন, আবার সময়ে সময়ে কোন কন্যা ভারগ্রস্ত লোক তাঁকে এসে ধরলে, তারা যাহাতে উদ্ধার হন, তার ও টাকা দিতেছেন, কাহারো বাপ মা মরলে মার আমার টাকা দেওয়া আছে। আমার মা দুঃখী বটে, তবু খরচ পত্র করেই ফকির।

শিব। বিবিজান চুপ কর, তুমি আমাকে পরিচয় দেবে তবে কি আমি জান্‌বো? তোমার মার দয়ার বিষয় সব জানি। আচ্ছা তুমি অমন মার মেয়ে হয়ে এত নির্দ্দয় কেন?

বিরাজ। আমি নির্দ্দয় কিসে হলুম?

শিব। আর বোল্‌তে হবে না। আমি তোমাকে এত ভাল বাসি, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে পার না।

বিরাজ। আমরা যে জাত, তাতে রূপচাঁদের[১১] চেয়ে কাহাকে ভালবাসি না। বেশ্যারা কি বাবুদের ভালবাসে? তাদের টাকাকে ভালবাসে। টাকা না দিলে ভাল বাসা থাকা না।

শিব। ও বাবা, তা আমি জানতেম না। এত দিনের পর আমি জানলেম, আগে জানলে উপকার দেখ্‌তো।

বিরাজ। সে যাহা হউক ভাই, আজি তোমার এখানে থাকা হবে না। আজ সকালে সুন্দর-বাজারের রাজা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তিনি এখানে রাত্রি থাক্‌বেন। তুমি এই বেলা বাড়ি যাও, তিনি এসে আবার দেখতে পাবেন।

শিব। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বিরাজ তুমি আজি আমার মুখের উপর এই কথাটা বল্লে কেমন করে? তোমাকে আমি ৭/৮ বৎসর ধরে রাখ্‌লাম, তোমার জন্য আমার সমস্ত বিষয়টা ছার ক্ষার হয়ে গেল। আমি তোমারই জন্য পাগল ; তোমাকে আমি তো অল্প টাকা দিই নাই, আজ কিনা তুমি আমাকে থাকতে বারণ কর। এখন তুমি রাজা রাজড়া পেয়েছ বলে আমাকে পা দিয়ে ঠেল্‌লে। তোমার জন্য আমার স্ত্রীর মুখ দেখা দেখি নাই, তোমার জন্য আমার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিবাদ হয়েছে, তোমার জন্য আমার আত্মীয় স্বজনের নিকট কত তিরস্কার খেতে হচ্চে, তা আজি কি না তুমি আমাকে এত বড় শক্ত কথাটা বল্‌লে। এখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) ভগবান তুমি না কর্ত্তে পার

এমন কার্য্যই নাই, কখন কাহাকে কি করচ কিছুই বলা যায় না। বিরাজ তুমি কেন আমাকে দশ ঘা জুতো নাথি মারলে না? তা হলে তো আমি রাগ কৰ্ত্তেম না। আজ আমাকে এমন নিদারুণ হৃদয় বিদারক কথা বলে কেন পাগল করে দিলে?

বিরাজ। শিব বাবু, আমি যে তোমারই তাই রইলুম, কিন্তু ভাই কি করি বল, আমাদের ব্যবসাই এই রকম। আমরা যাকে ধরি তাকে অল্পে ছাড়ি না। যতক্ষণ না ঘুঘু চরে, যতক্ষণ না ভিটে মাটি চাটি হয়, ততক্ষণ তিনি নিস্তার পান না।

আমাদের এ ফাঁদ।
নয় বালির বাঁদ॥

শিব। বিরাজ আমাকে পরিত্যাগ কর না, আমি তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি, দেখ তোমারই জন্য আমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে।

নেপথ্যে। (উচ্চৈস্বরে) শিব বাবু এখানে আছে? দ্বার খুলে দাও।

বিরাজ। কে গা?

নেপথ্যে। ওয়ারেন্ট আছে শীঘ্র দ্বার খুলে দাও।

শিব। (শসবস্তে) বিরাজ তোর পায়ে পড়ি, আমাকে ধরিয়ে দিও না। তুমি বল সে এখানে আসে নাই।

বিরাজ। না বাবু আমি সে সব কর্ত্তে পারবো না, তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। তা না হলে সার্জ্জেন পাহারাওয়ালা এসে আমার ঘরে জ্বালাতন করবে। তুমি যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

শিব। (বিরাজের পদধারণ পূর্ব্বক) বিরাজ আমাকে রক্ষা কর। তুমি দয়া না করলে আজি আমি মারা যাই। দেখ আমি তোমার যা করেছি, তুমি তার এক আনা করো।

বিরাজ। বাবা থানা পুলিসের সঙ্গে আমি মিথ্যা কথা কহিতে পারবো না। এখনিই আমাকে শুদ্ধ ধরে নিয়ে যাবে। তুমি বাবু আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও না। তোমাকে কিসের জন্য ধরতে এসেছে?

শিব। দেনার জন্য।

বিরাজ। আর এখন কথায় কাজ নেই, যাও, আমাকে শুদ্ধ আর কেন মজাও, পালাও পালাও। আমার মা যদি এ কথা শুনতে পায় তাহলে এখুনি দ্বারবান দিয়ে তোমাকে বার করে দিবেন। তাতে কি তোমার মান বৃদ্ধি হবে?

শিব। আমার মান এখন ছাই চাপা আছে। (করযোড়ে) তোমার পায়ে পড়ি, তোমার মাথা খাই, আমাকে এ যাত্রা রক্ষা কর। আমি তোমাকে এর পর খুসি করবো।

নেপথ্যে। (উচ্চৈস্বরে) বিরাজ, শিববাবুকে বাড়ি থেকে যেতে বল। দেরি করচ কেন?

বিরাজ। ঐ মা আমাকে বক্‌চে ; তুমি ভাই এখন যাও।

শিব। ভগবান তোমার মনে কি এই ছিল? আমাকে এতদূর অপমান হতে হবে জানলে তার আগেই একটা উপায় করতেম। না আর বলব না অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হউক।

(দুই জন পেয়াদার সহিত সার্জ্জনের প্রবেশ)

সার্জ্জন। Well baboo get up.

পেয়াদা। চলিয়ে বাবু চলিয়ে।

শিব। আমি এগিয়ে আছি, চল। বিরাজ তোমার নিকট আমার এই করযোড়ে নিবেদন তুমি আমাকে ভুলিও না। তোমার জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা হলো। ভগবান আমার এত বিষয়

দিয়েছিলে, কিন্তু বুদ্ধির দোষে সে সমস্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে হাত দিয়ে শত শত সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করেছি, আজ সেই হাত সামান্য একজন পেয়াদা ধরলে। ইহার অপেক্ষা ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় কি হতে পারে? মনুষ্য মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে না কর্ত্তে পারে এমন কার্য্যই নাই। আমারও তাই হয়েছে। চল—

(বিরাজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বিরাজ। তাই তো গা, এত বড় মানুষের ছেলে, এত বিষয় সব নষ্ট করে এখন জেলে যেতে হলো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তা ওঁরই বা দোষ কি? কলকেতার কত বড় লোকের এইরূপ দশা ঘটেছে। যাই একবার ছাদ থেকে দেখিগে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিমুলিয়া—মুক্তিমন্ডপ।

(মধু ও তারিণী আসীন)

মধু। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন আমাদের থাকায় না থাকায় সমান কথ হয়েছে।

তারিণী। তাই তো ভাই এত বড় লোকের ছেলে সামান্য ২০/৩০ হাজার টাকার জন্য জেলে গেল। যার বাপের নামে বাগে গরুতে জল খেত, যার বাপ একজন দলপতি ছিলেন, বিষয়ের তো সীমা পরিসীমা ছিল না, এমন কি গল্প শুনা গিয়েছে, তিনি দিয়ালে নোট, কোম্পানির কাগজ টাঙ্গিয়ে রাখ্‌তেন।

মধু। তা আবার বলতে। শিব বাবুর বাপের মত বড় মানুষ কলকেতায় ছিল কি না সন্দেহ। আমরা শুনিছি, তিনি মৃত্যুর সময় প্রায় এক ক্রোর টাকার বিষয় রেখে গিয়েছিলেন। আর শিব বাবু এক ছেলে, বিষয়টা ভাগও হয় নাই, কিছুই নয়, কেমন করে এত টাকা উড়িয়ে দিলে?

তারিণী। এক ক্রোর টাকা আর হতে হয় না, তবে হ্যাঁ কিছু অধিক বিষয় রেখে গিয়েছিলেন বটে। শিব বাবু যে দিল্‌দরিয়া বোকা লোক, পাঁচ রকমে বিষয়টা লণ্ডভণ্ড করে ফেল্‌লেন। প্রথম যে সময় খেলার উপর ভারি ঝোঁক হয়েছিল, সেই সময় হিন্দুস্থানী বেটা কিছু গেঁড়া দিয়েছিল। তারপর বিরাজের পাল্লায় পড়ে বিস্তর টাকা নষ্ট হয়েছিল। বিরাজ তো এক পুরুষে বেশ্যা নয়, ওর মা কতগুল বড়লোককে ফেইল করেছে। বিরাজেরও এই হাতে খড়ি। হাতে খড়ি দিয়েই শিব বাবুর দফারফা করলে। দেখ মধুদাদা, শিব বাবু আমাদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেন বটে, কিন্তু বিরাজের বাড়ি নিয়ে যেতে বল্লে, তাতে হেঁসে উড়িয়ে দিতেন। আমার বোধ হয় বিরাজ বেটী বারণ করতো?

মধু। তা আবার বলতে—একদিন শিব বাবু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমাকে দেখে বিরাজ বেটির মুখ শুখিয়ে গিয়েছিল। আমার উপর রাগ কত—আমাকে তখন কিছু বোল্‌তে পারে না কারণ বাবুর সঙ্গে গিয়েছি। আমাকে কিছু বোললে পাছে বাবু রাগ করেন, এই ভয়ে তখন আমাকে কোন কথা বোল্‌তে পারলে না, তারপর বাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফুসফাস করে কি বোল্‌লে আমি তখন কাহাকেও দৃকপাত করি না, দিব্ব করে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছি। ক্ষণেক পরে শিব বাবু আমার কাছে এল, আমি তখনই বুঝতে পেরেছি এ আর কিছু নয়, বিরাজি বেটী হয় তো বারণ করে দিয়েছে। শিব আমাকে

চুপি চুপি বললেন মধু দাদা রাত্রি হলো, তুমি বাড়ি যাও। আমি আর কি বলব, আস্তে আস্তে চলে এলেম। সেই দিন থেকে ও বেটীর বাড়ি প্রস্রাপ কর্ত্তেও যাই নাই।

তারিণী। দেখ মধু দাদা, তুমি তাই চলে এসেছিলে, আমি হলে সেদিন একটা কাণ্ড করে বসতুম। সে বেশ্যা, আমাকে একটা কথা বলবে তার ক্ষমতা কি? বিশেষ আমি আমার বৃন্ধুর সঙ্গে গিয়েছি। আমার বন্ধু যদি আমাকে দশ ঘা জুতা নাথি মারে, সেও ভাল, তাও সহ্য করতে পারি, তা বলে কি তার বেশ্যার কথা শুন্‌ব। সে যাহা হউক, আমাদের শিব বাবু তারির ফাঁদে পড়েই যথা সর্ব্বস্বটা নষ্ট করে ফেললে। আচ্ছা তুমি শিব বাবুর পরিবারকে দেখেছ? বলব কি ঠিক যেন লক্ষ্মী-ঠাকরুণ ; আহা অমন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করে কি একটা হতভাগা বেশ্যার সঙ্গে আমোদ করে ছারক্ষার হয়ে গেল। যা বল আর যা কহ, শিব বাবুটা অত্যন্ত বোকা, আর তা না হলেই বা এমন হয়ে যাবে কেন। আমার বোধ হয়, বিরাজী বেটী জিনিসপত্রে আর নগদ টাকায় ৮/১০ লক্ষ টাকা গেঁড়া দিয়ে থাকবে। যাহা হউক, ধন্য খানকি জন্মেছিল। একটা কাপ্তেনকে ফেইল কত্তে পারলেই বেশ্যারা বড় মানুষ।

মধু। আহা। শিব বাবু আমাকে কত বিশ্বাস করতেন, লোহার সিন্দুকের চাবি, তোসাখানার চাবি, ক্রিয়া কর্ম্মের সময় ভাঁড়ারি আমাকে ভিন্ন আর কাহাকে বিশ্বাস করতেন না। যখন মাতাল হয়ে পড়তেন, আমি ঘড়ি চেইন জামার পকেটে টাকা কড়ি থাকলে সব তুলে রেখে দিতেম, তারপর যে সময় নেসা কাটিয়ে ঝেড়ে উঠতেন, আমি সেই গুলি তার সম্মুখে ধরে দিতুম। সেই জন্য আমার উপর আরো বিশ্বাস ছিল। শিব বাবুর এমন দুর্দ্দশা হওয়াতে আমার স্ত্রী খাওয়া দাওয়া পরিত্যাগ করেছে। আমি যদি মনে করতুম তা হলে শিব বাবুর সংসার থেকেই লক্ষ টাকার বিষয় করে নিতে পারতুম। আমিই বা এমন কাজ কেন করব? কিন্তু শিব বাবু আমাকে প্রতি মাসে ৫০/৬০ টাকা করে দিতেন। এখন বাবা বলব কি নেসা করবার পয়সা পাই না।

তারিণী। এখন বাবা মউতাৎ[১] করা যাক এস। তাইত গোপাল এখনও আজি আস্‌চে না কেন?

মধু। তারির জন্যই তো আমি এতক্ষণ চুপ করেছিলেম, তুমি এখন মনে করে দিলে, আর চুপ করে থাকা যায় না।

(গুলি খাইতে আরম্ভ)

তাবিণী। শিব বাবুর যে কয়দিন জেল হয়েছে, সেই অবধি আমাদের নেসাটা আর ভাল হয় না। চাট[২] খেতে পাওয়া যায় না, আর নেসাও জমে না। এখন দুই চারিটা ছিটে টানা যাক।

(গুলি খাওয়া)

মধু। আমার গোপালের জন্য মনটা কেমন করচে তাই তো সে আজি কোথায় গেল।

(দ্রুতবেগে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। আঃ আজ বাবা যে কষ্টটা গিয়েছে, ত আর কি পর্য্যন্ত বল্‌বো।

মধু। আমরা তোমার জন্য ভেবেই অস্থির হয়েছিলাম।

গোপাল। এখন বাজে কথায় কাজ নেই, দুই একটা ছিটে টানি আগে, তার পর সব বলব।

তারিণী। আমরা গোপালকে না দেখলে গোপাল হারা হই। দেখেছ মুখখানি। ও মুখখানি না দেখতে পেলে প্রাণটা কেমন করে।

মধু। গোপাল আমাদের বড় সজ্জন লোক, আজিও গোপালের সঙ্গে পৃথিবীর কোন লোকের বিবাদ বিসম্বাদ দেখতে পেলেম না, নেসা ভাঙ্গ করে, আপনার আনন্দে আপনি থাকে। শাকেও নেই অম্লেও নেই।

তারিণী। সে বিষয়টার কি হলো?

গোপাল। আর বাবা—শর্ম্মা যে কাজে যাবেন, তা কি আর কাহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয়? কিন্তু দেখ একটী হাজার টাকার লোক্‌সান হলো। তা মন্দই কি হয়েছে—দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ বিক্রি করতে গেলে প্রায় হাজার টাকাই লোকসান হয়ে থাকে।

তারিণী। কি নাম সই করলে?

গোপাল। তা আর তোমাকে শিখাতে হবে না। দিব্য করে শিব বাবুর নাম সই করলুম। একটা বড় সুবিধা করে ছিলেম, আইডেন্টিফাই অর্থাৎ আমাকে চেনে এমন লোককে জামিন দিতে হয় কি না তা একজন ইয়ার লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে অম্লান বদনে বল্‌লে আমি এঁকে চিনি ইঁহারই নাম শিব বাবু। তারে কিন্তু বাবা কিছু দিতে হয়েছে।

তারিণী। তা হগকে, এখনু কার্য্যোদ্ধার হয়েছে তো।

মধু। দেখ বাবা, আমার বকরাটা যেন মারা যায় না। আজ কালি বড় খাঁকতি[৩]র সময়।

গোপাল। তারিণী তোমার কি হলো?

তারিণী। হবে কি বাবা—নম্বরারি নোটখানা ভাঙ্গিয়ে ফেলিচি। হিরের আঙ্গটী কটা বিক্রি করতে পারি নাই।

গোপাল। আচ্ছা, সে গুল কাল আমাকে দিও, আমি হিন্দুস্থানী জহুরির কাছে নিয়ে গিয়ে বেচে আস্‌বো। জহুরি আমাকে বিলক্ষণ জানে। আর কিছু কম করে ছেড়ে দিলেই তারা বাবা বলে কিন্‌বে শিব বাবুর মহার্ঘ কেনা ছিল।

মধু। এই বেলা যা বেচ্‌তে হয় শীঘ্র করে বেচে ফেল। তা না হলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা। এখনও অনেকে জানে না যে শিব বাবুর জেল হয়েছে।

তারিণী। আরে তুমি রেখে দাও। কার বাবার ক্ষমতা আমাদের ধরতে পারে?

গোপাল। সে যা হউক বাবা, বড় ফিকির[৪] করে কোম্পানির কাগজটা বিক্রি করা গিয়েছে। যে রকম চালাকি খেলা গিয়েছে, তাইতেই হলো তা না হলে কোন ক্রমেই হতো না।

(একজন গোয়েন্দাসহ সার্জ্জন ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

গোয়েন্দা। সার্জ্জন সাহেব এই তিন বেটাই এইখানে বসে আছে। কিন্তু সাহেব আমাকে ভাল করে খুসি কর্ত্তে হবে।

সার্জ্জন। আচ্ছা, আচ্ছা, কুচ পারাও নেই। জমাদার, এই তিন লোক্‌কা পাকড়াও।

মধু। আমি কিছুই জানি না বাবা। এরা দুই বেটা শিব বাবুর সর্ব্বনাশ করেছে, কোম্পানির কাগজ হিরের আঙ্গটী সব চুরি করে বিক্রী করেছে। আমি এদের সঙ্গে নেসা করি বটে, চুরি কখনই করি নাই।

তারিণী। হ্যাঁ বাবা, তুমি জান না বই কি? বকরা নেবার সময় নিতে পারবে?

মধু। আমি কেন বকরা নিতে যাব রে বেটারা? তোরা চুরি করেছিস, তোরা তার ফল ভোগ করবি, আমার সঙ্গে তোর এলাকা কি? সার্জ্জন সাহেব আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমি কিছুই জানি না, আমাকে ছেড়ে দাও।

গোয়েন্দা। না তুমি জান না বইকি, তুমিই তো সর্দ্দার।

সার্জ্জন। নেই নেই জলদি চল।

পাহারা। চল চল চোট্রা আদ্‌মি আবি চল। (রুলের দ্বারা আঘাত)

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আলিপুর—দেওয়ানী জেল।

(শিবনাথ, শ্যামচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র আসীন)

গোবিন্দ। (তামাক খাইতে খাইতে) বৃদ্ধ বয়েসে জেলে থাকা বড় ভয়ানক কষ্ট। এ সময় কোথায় বাড়ি থাকবো গঙ্গা স্নান করে দেবতার নাম করবো, তা না হয়ে জেলে পচে মরতে লাগলুম। আর জন্মে কত পাপ করেছিলেম তার ভোগ অবশ্যই ভুগতে হবে। পরমেশ্বর অদৃষ্টে কত কি লিখেচেন, তা কে বলতে পারে।

শ্যাম। এ আবার কষ্ট কি মহাশয়? বলি যাদের দেনা ছিল, তারা তো আর কিছু কর্ত্তে পারবে না। মরবার বাড়া গালি নাই, বেটারা আমাদের জেলে দিলে তাদের দেনাপত্র সব চুকে গেল। যারা দেনার জন্য জেলে দেয়, তাঁরা অত্যন্ত বোকা—কেন না এক তো টাকা ধার দিয়েছে, তারপর কত মোকর্দ্দমা মামলা করে ডিক্রি করলে, শেষ কালে জেলে দিলেই তাদের সব পাওনা চুকে গেল। কেবল যে পাওনা গেল তা নয়, আবার ঘর থেকে রোজ রোজ খোরাকি দিতে হয়। আমি যদি কাহাকে টাকা ধার দিতুম, আর সে যদি না দিতে পারত, তা হলে কোন শালা তাকে জেলে দিত। জেলে দিয়ে লাভ তো বড়, ঘর থেকে খোরাকি দেওয়া বড় শক্ত কথা—তার কি? সে যেন শ্বশুর বাড়ি বসে খেতে থাক্‌তো। একি বোকার কাজ নয়।

গোবিন্দ।। হ্যাঁ নির্ল্লজ্জদের পক্ষে বোকার কাজ বটে।

শ্যাম। আরে ছিঃ মহাশয়, আপনি কিছুই বুঝেন না। আপনার কষ্টটা কি হচ্ছে বলুন না? দিব্ব পার উপর পা দিয়ে বসে বসে খাচ্চেন, গল্প গুজব কচ্চেন, এক রকম না রকমে দিন কেটে যাচ্চে। তাতে আপনার লাভ বই লোকসান নাই। বলি—ঘরের খোরাকির টাকাটা তো বেঁচে যাচ্চে। পরমেশ্বরের নাম ঘরে বসে করতে পারতেন, আর এখানে কি করা হয় না। বরং ঘরের চেয়ে এখানে আরো হয়। একে নির্জ্জন, তাহাতে আবার কষ্টে পড়লে ঈশ্বরের উপর অধিক ভক্তি হয়।

গোবিন্দ। যা বলেচ সব সত্য। কিন্তু তোমাকে বুঝাতে আমার বাবা এলেও পারবে না।

শিব। শ্যাম, তুমি থাম। বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে তোমার তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন কি? উনি যা বুঝবেন, তাই করবেন তুমি যা বুঝেছ তাই কর।

শ্যাম। হ্যাঁ ভাই সেই ভাল।

শিব। মনটা বড় আমার খারাপ হয়েছে। আহা! বিরাজের জন্যই প্রাণটা ধড় ফড় করে। আমি তাকে কত ভাল বাসতেম, এমন পৃথিবীতে কাকেও ভাল বাসতুম কি না সন্দেহ। তাও বটে, আর আমার বাপের এত বড় নাম, তা আমা হতেই ডুবে গেল, এও অল্প দুঃখের কথা নয়, ভগবান কাকে কি করেন, কিছুই বলা যায় না। আমার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, আজ আমি কি না সামান্য ৪০/৫০ হাজার টাকার জন্য জেলে রইলেম। আমাকেই ধিক্।

শ্যাম। "চিরদিন কখন সমান না যায়"। ভগবানের কলই এইরূপ, কাহাকে ভাঙ্গচেন কাহাকে গড়চেন, তাতে তোমার আমারই দোষ কি বল?

শিব। মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে। শ্যাম তুমি একটী গান গাও। আমার সেই বিরাজের গানই মনে পড়ে। আহা! সে কি চমৎকার গান গাইত।

শ্যাম। আমার তো ভাই তোমার বিরাজের মত গলা নেই। এ তোমার ভাল লাগবে কেন?

শিব। তামাসা নয়, একটী গান গাও।

শ্যাম। তবে গাই কিন্তু ভাই আমার গলা ভাল নয় সে অপরাধ লইও না।

রাগিণী সিন্ধু—আড়াঠেকা

চুরি করা যে লাঞ্ছনা, বুঝিয়ে অনেকে বুঝে না।
আমিও আগে জানি না, হইবে এমন ঘটনা॥
মহাজনে দিয়ে ফাঁকি, মহত হইব না কি,
কপালেতে আছে বা কি, ধর্ম্ম ভিন্ন কেহ জানে না॥

শিব। ভাই শ্যামচন্দ্র, এ দিব্য গান হয়েছে। আর এর ভাবটীও সুন্দর।

শ্যাম। আমাদের তো আর রিতীমত শিক্ষা করা নয়, তবে পাঁচ জনে গায়, আমিও তাই দেখাদেখি শিখিছি।

শিব। ভাই, আমার বড় মনে লেগেছে, তোমাকে আর একটা গান গাহিতে হবে। তোমার গলাটা বেশ সুমিষ্টি।

শ্যাম। সে যা তোমার বল নিজ গুণে ; আমার যা গলা, তা মা গঙ্গাই জানেন।

শিব। তামাসা নয় আর একটী গাও। আর কোন্ শালা তোমাকে আজ গান গাইতে বোল্‌বে?

শ্যাম। তবে গাই—

রাগিণী মুলতান—আড়াঠেকা।

অহরহ ভেবে মরি টাকার কারণ।
পরের টাকা থাকে যদি হয় মম জ্ঞান॥
অন্যে ধন পাব কিসে, কারে বলি মেসো পিসে,
তাহাতে নাহিক করি মান অপমান॥
মিছামিছি বাবু গিরি, করিয়াছি ঝকমারি।
বেশ্যা মদে অপব্যয়, হইয়া অজ্ঞান॥

গোবিন্দ। বেশ্ বেশ্ আমি আগে যাহা ঠাহরেছিলেম, তা নয়, শ্যামের গুণ আছে। ধর্ম্ম ভয় টুকুও আছে, আমি শুনে বড় খুসি হয়েছি।

শিব। আহা! ভাই আগে যদি এ গানটী শুনতেন, তা হলে অনেকটা বুঝতে পারতেন। শ্যাম, তুমি এটীতো গান গাহিলে না, পাকে প্রকারে আমাকে গালাগালি দিলে।

গোবিন্দ। গালাগালি দিবে কেন? যথার্থ কথা বললেই লোকের গালি হয়। তুমি যদি বাবু এই সব আগে বুঝতে, তা হলে কি তোমার বিপুলার্থ নষ্ট হতো?

শিব। হ্যাঁ মহাশয় তার ভুল কি আছে? (শ্যামের প্রতি) ওহে দেখ দিখিন চাকরটা ডিপে করে আফিং দিয়ে গেছে কি না? বাবা ব্রাণ্ডি খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছে, আজ যদি আফিং না খাই, তা হলে মারা যাব যে। অমনি মশারির ভিতর বালিসের পাশে ব্রাণ্ডির বোতলটা দেখ।

শ্যাম। (ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া) শিবনাথ বাবু আফিং অনেক আছে। ব্রাণ্ডি আধ বোতলটাক রয়েছে।

শিব। আফিংয়ের কোটটা দাও।

শ্যাম। এই নাও।

শিব। বাঃ সব দিলে যে, তুমি যতটুকু খাবে, নাও।

শ্যাম। আমি বড় অধিক খেতে পারি না। তবে একটু নিই (অহিফেন গ্রহণ)

শিব। আমার একটু বেশী না খেলে চলে না।

শ্যাম। আমি ভাই আগে বড় ব্রাণ্ডি খেতে পারতুম, এখন আর তত খেতে পারি না।

শিব। এই বেলা ব্রাণ্ডির বোতলটা বার কর। একটু একটু টেনে লওয়া যাক। এরপর আবার পাঁচ বেটা আসবে, জেল-ইন্সপেক্টর আসবে, তা হলে সব দিকে বাগড়া পড়বার সম্ভাবনা।

শ্যাম। হ্যাঁ ঠিক বলেছ। (ব্রাণ্ডির বোতল গ্রহণ)

শিব। পাঁচ আউন্স পাঁচ আউন্স ঢেলে ফেল, ঝাঁ করে টেনে লওয়া যাক।

শ্যাম। এই নাও, তুমি আগে খাও।

শিব। দাও (মদ্যপান)

শ্যাম। গোবিন্দ বাবুকে দিব একটু? (মদ্যপান)

গোবিন্দ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ মদ্যপান কিরে হতভাগা বেটারা, তা আবার আমাকে দেবে? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, সন্ধ্যা আহ্নিক করি ; আমি মদ খাব। আমাদের পরিণামদর্শী মুণিরা যাহা বলে গিয়েছেন, তাহা কদাচ অন্যথা হবার নয়। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে :—

অন্নানাং নিয়মো নাস্তি, যোণীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তেতু কলৌযুগে॥

ভবিষ্যদ্বক্তা প্রাজ্ঞ ঋষিগণ কহিয়াছেন, কলিযুগে অন্ন ও ক্ষেতের বিচার থাকিবে না। সকলে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া বেড়াইবে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পথেও গমন করবে না।

শিব। যা বলেছেন, মহাশয় ঠিক কথা। আমাদের মুণিরা যাহা বলে গিয়েছেন, তার কি অন্যথা হবার যো আছে? তবে মহাশয় আমাদের অপরাধ কি?

গোবিন্দ। ছিঃ বাবু, তুমি বুদ্ধিমান হয়ে এমন কথা বল্‌লে তোমার মুখে এমন কথা শুনে বড় দুঃখিত হলাম। আর এক স্থলে লিখিত হয়েছে :

নানুপচ্ছন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদর পরায়ণাঃ।
বেদবাদরতাঃ শূদ্রাঃ বিপ্রাঃ যবন সেবিনঃ॥
সচ্ছন্দাচারিণঃ সর্ব্বে বেদমার্গ বহিস্কৃতঃ।
ম্লেচ্ছোচ্ছিষ্টান্ন ভোক্তারঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছা কলৌযুগে॥

"সকলেই শিশ্নোদর" পরায়ণ হইবে, শূদ্রগণ বেদপাঠে রত হইবে, বিপ্রগণ যবন সেবায় আসক্ত হইবে, সকলেই প্রায় বেদমার্গ বহিস্কৃত হইয়া ম্লেচ্ছোচ্ছিষ্টান্ন ভোজন পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ হইবে।" এক্ষণে সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সার্থকতা সম্পাদিত হয়েছে।

শ্যাম। আর বাবা, তোমার সংস্কৃত বুক্‌নি ঝাড়তে হবে না, আমরাও সকল জানি।

গোবিন্দ। দূর ম্লেচ্ছ বেটা! তোদের কাছে বসলে পাপ হয়, নরকগামী হতে হয়। (প্রস্থান)

শিব। শ্যাম, তুমি ব্রাহ্মণকে রাগিয়ে দিয়ে ভাল কাজ কর নাই। ও বেটা এসকল কথা প্রকাশ করে দিতে পারে।

শ্যাম। প্রকাশ করলেই তো সব হবে। জেল ইন্সপেক্টর দারগা, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ রয়েছে।

শিব। আজ চাকর বেটাকে একটা মেয়ে মানুষ আনবার জন্য বলেছি।

শ্যাম। কি করে আনবে?

শিব। সে সকল বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। ছুঁড়িকে বেটা ছেলের কাপড় পরিয়ে আনবে, আর এদিক ওদিকে দুই পাঁচ টাকা খরচ করলেই হবে এখন।

শ্যাম। হা হা হা (উচ্চহাস্য) আজ বাবা পাথরে পাঁচ কিল। শিবনাথ বাবু, তুই বাবা বেঁচে থাক। তোর সার্থক জীবন, তুই জেলে এসেছিলি, তাই জেল পবিত্র হবে। চল আমরা একটু বেড়াই গে। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আলীপুর—ফৌজদারী জেল।

(জেল দারগার সহিত গোপাল, তারিণী ও মধুর প্রবেশ)

দারগা। তোরা এইখানে কাপড় চোপড় ছেড়ে রাখ।

তারিণী। কাপড় ছেড়ে রেখে কি পরবো?

দারগা। (বিরক্ত হইয়া) অ্যাঁ কাপড় ছেড়ে রেখে কি পরবেন ; প্রায় শ্বশুরবাড়ি এসেছেন কি না, ধুতি চাদর পরে ফুলবাবু সেজে বেড়াবেন। আর বাক চাতুরিতে কাজ নেই, শীঘ্র শীঘ্র কাপড় ছেড়ে ফেল।

গোপাল। দাও না মশাই, কি পরবো?

দারগা। তোমার জন্য ফরেসডাঙ্গার কাপড় কুঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কেমন তা হলেই তো সন্তুষ্ট। আরে মর হতভাগারা নেঙ্গট[৬] পর না।

মধু। ও বাবাঃ, ও পরলে যে এক প্রকার উলঙ্গ হয়ে থাকতে হয়। বোধ করি আধ গজ কাপড়ের তয়েরি হবে। ও যে কপ্‌নি[৭]র বাবা।

দারগা। তোরা তো ভারি বাবু দেখতে পাই। নেঙ্গট পরতে পারবে না সিমলার কি ফরেসডাঙ্গার ধুতি এনে তোমাদের দিতে হবে? যদি প্রাণে এত সাধ আছে, তবে চুরি কর্ত্তে গিয়েছিলে কেন? সে সময় এসকল মনে হয় নাই যে গবর্ণমেন্টের জেল আছে, সেখানে পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ঘানি টান্‌তে টান্‌তে কল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে মুখে রক্ত উঠতে থাক্‌বে।

মধু। বাবা কখন চুরিও করি নাই, জেলও কখন দেখ্‌তে হয় নাই। গোপাল আর তারিণীর সঙ্গে থেকে আমার এই দূর্দ্দশা হয়েছে।

দারগা। জান না চোরের সঙ্গে থাক্‌লে চোর হতে হয়।

তারিণী। তবে তুমি কি?

দারগা। আমি কি তা জান না? (রাগান্ধ হইয়া গণ্ড দেশে দুই চপেটাঘাত) আমার সঙ্গে চালাকি যুড়ে দিয়েছ? এতক্ষণ ভাল মানুষি করে কথা কহিছিলেম বলে আমার রাস পেঙ্গে[৮] নিয়েছ?

তারিণী। কেন। আমি মন্দ কি বলেছি?

দারগা। আবার ফের তর্ক হচ্চে? যখন আগাগোড়া বেত মারবো, তখন বলবে হ্যাঁ বাবা ঠিক হয়েছে। ইন্সপেক্টর সাহেব এখনি আসবেন এদিকে, তোমরা কাপড় ছেড়ে ফেল।

মধু। আচ্ছা বাবু, সেই তো কর্ত্তে হবে, তবে আগে করাই ভাল। (ন্যাঙ্গট পরিধান)

গোপাল। আমিও রাখাল বেশ পরিধান করি। (পরিধান)

দারগা। (তারিণীর প্রতি) তুমি বেটা কিছু বেশী বাবু বটে, এখনও যে কাপড় ছাড়া হচ্চে না? (মুষ্টাঘাত)

তারিণী। কই দাও মাথা মুন্ডু পরচি। (পরিধান)

দারগা। দেখ দিখিন এখন কেমন মানিয়েছে। ঠিক যেমন কৃষ্ণের সঙ্গে রাখালেরা গরু চরাতে এসেছে।

গোপাল। (স্বগতঃ) আঃ মরে যাই, উনি কৃষ্ণ ঠাকুর হবেন। হ্যাঁ দারগা মহাশয়, তোমার কাছে আমার একটী নিবেদন আছে। আমাকে অন্য কোন কাজ দিও না, আমি পারবো না,

আমাকে মেথরের কাজ দাও তো বড় ভাল হয়। তোমার পায়ে পড়চি, আমি তাহা হলে মারা যাব। (হস্ত যোড় করিয়া) আমাকে অন্য কাজ দিও না।

দারগা। তুমি ভদ্র লোকের ছেলে দেখ্‌চি, মেথরের কাজ করবে কি করে?

গোপাল। আমার পক্ষে সেও ভাল। কলে কিম্বা ঘানি গাছে কাজ কর্ত্তে গেলেই সদ্য সদ্য মারা যাব। মেথরের কাজ নিলে বরং একটু বিশ্রামের সময় পাব।

দারগা। আচ্ছা, তা যা হয় দেখা যাবে। এখন তুমি ও দিকে যাও।

গোপাল। তুমি শ্রীজীবী হও। আমাকে যে তুমি মেথরের কাজ দিলে বড়ই ভাল হলো, আমি এযাত্রা বাঁচলেম দারগা মহাশয়, তবে আমি এখন ওদিকে চল্লাম। (প্রস্থান)

দারগা। তোমরা কল ঘরে চল।

(পট পরিবর্তন কল-ঘর)

মধু। ও বাবা এ আবার কিরে?

দারগা। এই তোমাদের শ্রী মন্দির, এইখানে তোমাদের কিছুদিনের জন্য লীলা খেলা করতে হবে। তারপর এখান থেকে উতরে যেতে পার, তা হলে আবার অন্য কর্ম্ম পাবে। আর না হলেই এইখানে তোমাদের গয়া গঙ্গা বারাণসী।

তারিণী। আচ্ছা দেখা যাক্ তো।

দারগা। তোমরা কাজ কর আমি আসছি। (প্রস্থান)

মধু। বাবা, তোমাদের মনে কি এই ছিল? আমি চুরি করিনে ডাকাইতি করিনে, আমাকে তোরা কেন ধরিয়ে দিলি।

তারিণী। ভাই আমাদের দোষ কি? মোকর্দ্দমার সময় যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব শিব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যদি সে সময় আমাদের দোষ কাটিয়ে দিতেন, তা হলে অনায়াসে২ সকল গোল চুকে যেত। তাঁর ইচ্ছা, তিনি জেলে এসেছেন, তাঁর বন্ধুবর্গ সকলেই জেলে আসুক।

মধু। তাই তো ভাই, শিব বাবু এত বড় লোকটা, আর এই সামান্য কয় হাজার টাকার জন্য তাঁর যত ক্ষতি হলো। তোমরা যে কোম্পানির কাগজ আর নোট শিববাবুর নাম সই করে বিক্রি করেছিলে, শিব বাবু যদি বলতেন যে আমি সই করে বিক্রি করেছি তা হলেই কাজ সাফাই হয়ে যেত। তা আর তিনি বোল্‌তে পারলেন না।

তারিণী। ওহে কথাটা কি জান, যখন একটা হনুমানের মুখ পুড়েছিল, তখন সে সকল হনুমানের যাতে মুখ পুড়ে যায়, তার জন্য সীতা দেবীর কাছে বর চাহিয়াছিল।

মধু। ঠিক বলেছ। সে যাহা হউক, গোপাল মেথরের কাজ কর্ত্তে স্বীকার করলে কেন?

তারিণী। মধু দাদা, তুমি তো বোঝ না, ও এ যাত্রা বেঁচে গেল। আমাদের মত তো উহাকে কল্ ঠেল্‌তে হবে না। তুমি আজ এসেছ, তাই বলচ ও কথা। ভাই আর পাঁচ দিন বাদে বোল্‌তে হবে যে আমিও যদি গোপালের মত মেথরের কাজ নিতুম্, তা হলে হতো ভাল। মেথরের কাজে একটা সুখ আছে। সকাল বেলা একটু খেটে খুটে সমস্ত দিন বিশ্রাম করতে পাওয়া যায়।

মধু। না বাবা, এ কাজ করে যদি মরে যাই সেও ভাল, তবু ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে নরক ঘেঁটে বেড়ান ভাল নয়। একটী কথায় বলে কি জান স্বর্গ আর নরক ভোগ করতে হয়, তা বাবা মরিলে কর্ত্তে হয়।

(ইন্সপেক্‌টর সাহেবের প্রবেশ)

ইন্স। তোম্‌লক কিয়া কাম করতা?

মধু। সাহেব আমার বড় জ্বর হয়েছে।

ইন্স। ও বাৎ হাম শুনেগা নেই। আমার যেতনা কাম হায়, সব সাফাই কর দেও।

মধু। সাহেব, আমার বড় জ্বর হয়েছে, বরং তুমি আমার হাত দেখ আমার এমনি তৃষ্ণা পেয়েছে যে বুকের ছাতি ফেটে যাচ্চে, বুক শুকিয়ে গিয়েছে।

ইন্স। নেই নেই হাম শুনেগা নেই।

তারিণী। সাহেব, ও মিছে কথা কচ্চে না, প্রকৃতই জ্বর হয়েছে, একটু জল খেতে চাচ্চে, তাতে আপনি বারণ করচেন কেন?

ইন্স। (তারিণীর প্রতি) দেখি কিতনা কাম হুয়া।

তারিণী। সাহেব আমার আজ বড় অধিক হয় নাই। আমাদের আজ নূতন দিন, শিখতেই পাঁচ দিন যায়।

ইন্স। হাঁ হাঁ হামি সম্‌জা, তোম্ বড় চালাক্ আদমি তোম্‌বি কাম করেগা নেই, আউর ওস্‌কোবি কাম করনে দেগা নেই।

তারিণী। সাহেব তো ক্ষুব বুজতে পেরেছেন। ও বেচারির জ্বর হয়েছে, ওকে একটু জল পর্য্যন্ত খেতে দেবে না, এ তো বড় মজার কথা দেখ্‌তে পাই।

মধু। (যোড়হস্তে) সাহেব তোমার পায়ে পড়ি একটু জল খেতে দাও। আমাকে যদি জল খেতে না দাও, তো আমি এখনি মারা যাইব। আমার ছাতি শুখাইয়া গিয়াছে, এই দেখ সাহেব আমার মুখে আর কথা বাহির হয় না। সাহেব, তুমি ধর্ম্মরাজ! তুমি ধার্ম্মিক চূড়ামণি তোমার শরীরে দয়া মায়ার লেশ নাই, ইহা কেহ কখন বিশ্বাস করিবে না।

ইন্স। নেই নেই হাম তোমারা বাৎ শুনেগা নেই। তুমি কাম বাজাও।

তারিণী। সাহেব তোমাদের শরীরে তো বড় দয়া, তোমাদের এ গালে চড় মারলে না ও গাল পেতে দাও? এদেশের লোকেরাও বলে, আর সকল দেশের লোকেই বলে, ইংরাজদের মত দয়াশীল আর এ জগতে নাই। তাইতে বুঝি তোমার দয়া প্রকাশ হচ্চে? এক গ্লাশ জল খেতে কত সময় নষ্ট হয়। (বিকৃতস্বরে) ইন্সপেক্টর সাহেব নেমকহারাম নন, গবর্ণমেণ্টের মাহিনা খান, জল খেতে সময় নষ্ট হবে, এ কি তিনি চক্ষের উপর দেখতে পারেন?

ইন্স। You stupid brute ; আমি তোমার lecture শুনতে আসবে না। ইংরাজ লোকদের দয়া ছিল না ছিল, তোমারা কেয়া হুয়া। তুমি কাম করেগা নেই, বৈঠা বৈঠা খাগা। (চাবুকের দ্বারা প্রহার)

মধু। (স্বগতঃ) সাহেব ওদিকে গিয়েছে, এই বেলা কল্‌সি থেকে একটু জল ঢেলে খেয়ে ফেলি। (গাত্রোত্থান করত জলপানে উদ্যত)

ইন্স। (বেগে আসিয়া) কিয়া করতা? সুয়ার তোম হামকো জান্‌তা নেই? (জলের গ্লাস কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ)

মধু। সাহেব, আমার প্রাণ যায়, তুমি যদি এক ছটাক জল খেতে দিতে তা হলে ঠাণ্ডা হতেম। সাহেব তুমি যেমন আমার মুখের জল কেড়ে নিয়েছ, ভগবান যেন তোমার তেমনি জল কেড়ে নেন।

ইন্স। আমি জলদি আওয়েগা, তোমলক্‌কা দুই এক রোজমে সিধা করেগা। (প্রস্থান)

তারিণী। সাহেব বেটা কি পাজি, আমাকে এমনি মেরেছে যে আমার পিটটে দুই আঙ্গুল ফুলে উঠেছে। ও বাবা, আমাদের উপর এর মধ্যে এই রকম আরম্ভ করলে, এরপর কি করবে, তা তো বুঝতে পারচি না। অদৃষ্টে কত দুঃখ আছে তা ভগবানই জানেন।

মধু। আমাদের এখানে বড় অধিক দিন রাখবে না, অন্য স্থানে বদলি করবে। তা হলে বাঁচব, ও যে রকম ইন্সপেক্টর সাহেব, এর কাছে এক মাস থাক্‌তে হলে এই হাড় কখানা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তারিণী। ও বাবাঃ লোকের পিপাসা পেলে একটু জল খেতে দেয় না। এ বড় অল্প দুঃখের কথা নহে।

মধু। তাই তো ভাই, আমি একটু লুকিয়ে জল খেতে গিয়েছিলেম, বেটা আমার হাত থেকে গ্লাশ ছুড়ে ফেলে দিলে, ঐ দেখ্‌না গ্লাশটা ভেঙ্গে কুচি কুচি হয়ে গিয়েছে। তাই তো কি করে জল খাব? (কল্‌সি ধরিয়া জলপান)

তারিণী। লোকে বলে জেলে এখন অত্যাচার নাই। ও বাবাঃ, এটা কম হলো কি? যারা জানে না, যারা ইংরাজদের দোষ দেখতে পায় না, তারাই বলে।

মধু। আহা! আমার জন্য তোমাকে বেত্রাঘাত খেতে হলো। বাবা, একেবারে দকড়া দকড়া হয়ে ফুলে উঠেছে ভাই আমি শুনেছিলেম, জেলে এখন আর বড় মারধর করে না, কয়েদির দ্বারা কাজ কর্ম্ম করিয়ে নেয়। তা কি এই রকম নাকি?

তারিণী। এ জেলে আমরা থাক্‌তে পারবো না। এখান থেকে আমাদের শীঘ্র বদলি করে, তা হলে বাঁচি।

মধু। হ্যাঁ তুমি খেপেছ নাকি, এর মধ্যে বদলি করবে, এই তো আমাদের কলে দিয়েছে, এরপর ঘানিতে দেয় কি কি করে কিছুই বল্‌তে পারি না।

তারিণী। বাবা, জেলের মধ্যে ঘানিটানা আর ট্রেড মিলে কাজ করা, এর অপেক্ষা অধর্ম্ম আর নাই। ট্রেড মিলে কাজ কর্ত্তে দিলে আর জ্ঞান থাকে না। সকালে যে মানুষটীকে দেখিয়েছিলাম, তুমি জিজ্ঞাসা করলে তার পাটা পচে গিয়েছে কেন? আমি তোমাকে তখন সে কথা উত্তর দিতে পারলুম না। তার কি হয়েছে জান? তাকে ট্রেড মিলে কাজ কর্ত্তে দিয়েছিল, তাই তার পা দিয়ে রক্ত পড়ে পড়ে শেষ কালে ঘা হয়েছে।

মধু। বাবাঃ নমস্কার আমাকে ঐ কাজ দিলে আমি সদ্য সদ্য মরে যাব।

তারিণী। জেলখানায় ঘানিগাছ আর ট্রেড-মিলের মত কষ্টদায়ক শাস্তি আর পৃথিবীতে আছে কি-না সন্দেহ।

মধু। গবর্ণমেন্টের পায়ে নমস্কার। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। চল একবার ওদিক্‌ দেখে আসি।

তারিণী। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যশোহর জেল।

(গোপাল ও পরাণের প্রবেশ)

পরা। তুমি বদলি হয়ে এসেছ নাকি?

গোপা। সে দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। আমি মিছামিছি ধরা পড়ি, আমাকেও চোরের সঙ্গে চোর করে কল্‌কেতার শেসন থেকে পাঁচ বৎসর মিয়াদ হয়েছে। এতদিন আলিপুরে ছিলেম, সেখানে বড় অধিক দিবস রাখলে না, এইখানে বদলি করে দিয়েছে।

পরা। আমার ভাই ছয় মাস হয়েছে। আমাকে বোধ করি অন্য দেশে বদলি করবে না, আমার বাড়িই এইখানে যদি আমাকে বদলি করে, তাহা হইলে বোধ হয় নড়াল[১] কিম্বা তারির কাছে আর একটা কি জেল আছে না, সেইখানে দিতে পারে।

গোপাল। ভাই, তোমাদের এ জেলের কর্ত্তা সাহেব কেমন লোক?

পরা। সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন? চক্ষে দেখলে কেউ শুন্‌তে চায়। দেখতেই পাবে, তা আর জেনে কি হবে?

গোপাল। না ভাই বল, আমার বড় শুনবার ইচ্ছা হয়েছে।

পরা। তা আমি বল্‌চি, কিন্তু খপদ্দার কাহার সাক্ষাতে গল্প কর না। আবার কোথা থেকে কোন বেটা শুন্‌বে। আমি ভাই সত্য জানি না, যা শুনেছি তাই বল্‌চি।—একদিন সন্ধ্যার সময় এই জেলে কয়েদিরা খেতে বসেছে, একজন চিৎকার করে বললে আমার রুটী কম হয়েছে, আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই। বড় সাহেব সেই কথা শুনতে পেলেন, রাঁধুনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেবের জোর তলপ—তার আর খাওয়া হল না—তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতে হইল। সাহেব তাহাকে মারিবার জন্য হাত কাম্‌ড়াইতে লাগিলেন, এমন কি টিক্‌টিকিতে বাঁধিবার বিলম্ব সইল না। একজনকে সেই রাঁধুনীর হাত ধরতে বলিলেন, আর একজনকে দশ, না পোনের বেত মারতে হুকুম হলো।

গোপাল। যাহা হউক, বড় সাহেবের ভাই তবে দয়া আছে, দেখনা কেন কয়েদীদের পেট না ভরলে রাঁধুনীকে ধরে মারলেন। তবু ভাল এখানে পেটের জ্বালায় অস্থির হতে হবে না। আমি যখন আলিপুরে ছিলেম তখন এক বেলা খেতে পেতুম, একবেলা হয়তো ধানে চেলে চারিটী দিত। বলব কি? ক্ষুদায় ইট পাট্‌কেলে কামড় দিতুম। তারপর রাঁধুনী কি করলে?

পরা। রাঁধুনী আর কি করবে? কাঁদতে কাট্‌তে লাগলো মাটিতে পড়ে ছটফট কর্ত্তে লাগলো, সাহেব তার যন্ত্রণার পানে চেয়ে দেখ্‌লেন না,—অম্লান বদনে বললেন যাও খাও গে। সাহেব বড় দয়ালু কি না, সে খেতে বসেছিল তা খাওয়া হয় নাই, সাহেব বেত মেরে হুকুম দিলেন খাওগে। বাঙ্গালা একটী কথায় বলে কি 'গোড়া কেটে আগায় জল।' বড় সাহেবেরও ঠিক তাই হলো!

গোপাল। তবু ভাল তোমাদের এখানকার সাহেব তো তাকে খেতে বল্লেন, আলিপুরে হলে তার ভাতগুল শিয়াল কুক্কুরকে দিবার হুকুম হতো। তারপর বলো কি হলো?

পরা। রাঁধুনী তখন বেতের জ্বালায় অস্থির হয়েছিল, তা সাহেবের কথা শুনবে কি? সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো, ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগলো। সাহেব তাকে খাবার জন্য যেতে বল্‌লেন। রন্ধনি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল সাহেব এখন আমাকে মাপ কর, আমি যা খেয়েছি তাই আগে সামলাই, এরপর একটু সুস্থির হয়ে খাব। সাহেব এই কথা শুনে রাগান্ধ হলেন, সেই রন্ধনিকে পুনরায় বললেন সে যদি সাহেবের কথা না শুনে, তাহা হইলে তিনি আবার দশ বেত মারতে হুকুম দিবেন। রাঁধুনী এই কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে খেতে বস্‌লো।

গোপাল। আহা! সাহেব লোকদের কেমন দয়া দেখেছ? এদিকে মারা হলো, আবার ওদিকে খাওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করা হলো।

পরা। বিশেষতঃ জেলের সাহেবদের।

গোপাল। চুপ কর। কে একজন সাহেব এইদিকে আস্‌চে।

(বেত্র হস্তে মাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ)

মাজি। আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা কোন্ জেল হইতে আসিয়াছে।

পরা। আজ্ঞা না।

মাজি। (সহাস্যে) ভাল, ভাল। এত ঘড়ি তোমরা কি কাজ করিয়াছিলে?

গোপাল। ধর্ম্মাবতার, আমরা কিছুই করি নাই।

মাজি। (উচ্চৈস্বরে) হিঁয়া কোই হায়।

চাপরাসী। যো হুকুম, খোদাবন্দ, (জনান্তিকে) আয় রে বাবু তোরা আয়। মিছে গোলমাল করিসনে, শেষকালে চাবুক খাবি আবার। (স্বগতঃ) মানুষগুলকে ঘানিতে তুলে দিলে যেমন চমৎকার দেখায়, বলদগুলকে জুতে দিলে তত সুন্দর দেখায় না। গরুগুলর যেমন ল্যাজ আছে, এই বেটাদের তেমনি ল্যাজ থাক্‌তো, তা হলে ল্যাজ ধরে ঘুরপাক খাবার বড়ই মজা হতো।

গোপাল। ওঃ বাবা, আমি যে ভয় করেছিলেম, এখানে তাই হলো। এই দুঃখে আমি আলিপুরে মেথরের কাজ নিয়েছিলাম (চাপরাসির প্রতি) বাবা, একটু আল্‌গা করে বাঁধ, তা না হলে মরে যাব। এই তো শরীর দেখচ, এরে বাঁধলে এখনি গঙ্গা যাত্রা করতে হবে।

চাপ। একটু শক্ত করে না বাঁধলে এরপর ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে গড়াগড়ি দেবে যে?

গোপাল। তোমার যেমন করে খুসি তেমনি করে বাঁধ, মোদ্দাটা[২] না মরে গেলেই হলো।

চাপ। (পরাণকে বন্ধন করিতে করিতে) আরে মর এ বেটার শরীর দেখ, যেন কেঁদ বাঘ, দেখ্‌চো কি বাবা, দুই দিনে ছারক্ষার হয়ে যাবে।

পরা। কেন বাবা? তোর পায়ে পড়ি, আমাকে যা খুসি তাই করিস্ মোদ্দা মারিস নে। বরং কিছু পয়সা চাও, এরপর দিব এখন।

চাপ। (চুপি চুপি) আগে দেও।

মাজি। You rascal শুস্তি এখনও হইল না?

চাপ। সাহেব ঠিক হয়েছে।

মাজি। তোমরা ঘানি ঘুরাইতে থাক।

পরাণ ও গোপাল। যে আজ্ঞা। (ঘানি ঘুরাইতে আরম্ভ)

মাজি। জেল—দুষ্ট লোকদের শাসনের জন্য হইয়াছে, এখানে দুষ্টু বদমায়েস লোক বিলক্ষণ শাসন হয়। god যেমন heaven-য়ে শাস্তি দেন এখানে অন্যায় কাজ করিলে government সেইরূপ punishment দেন। আমার মতে prisoner দের বিলক্ষণ কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত in that case either they live or die.

গোপাল। সাহেব আর পারি না, আমাকে ছেড়ে দেও।

মাজি। তোমরা বাৎ হাম শুনেগা নেই! তুমি হামারা বাৎ শুনেগা। ঘুমাও ঘুমাও।

গোপাল। দোহাই বাবা, আমি আর পারি না আমার গা কাঁপ্‌চে।

মাজি। (সহাস্যে) বাবা যেমন কাম করিয়েছ, এখন তার ফল পাও। আমি শীঘ্র ছাড়িব না যখন দেখিব মাটিতে ছটাফটি করবে, যখন মুক দিয়ে রক্ত বাহির হইবে তখন ছাড়িয়া দিব।

পরা। ধর্ম্মাবতার আমিও আর পারিনা, আমাকেও ছেড়ে দিন। এই দেখুন এক কল্‌সি ঘাম বেরিয়ে গেল। এখনকার মত ছেড়ে দিন।

মাজি। আমি ও বাৎ শুনেগা নেই। ঘুমাও ঘুমাও, আমি যেৎনা ঘড়ি এই এক বর্ত্তণ oil না হইবে, ততক্ষণ আমি কখন ছাড়িব না। (সহাস্যে) বাবা কাম কর।

গোপাল। তোমার পায়ে পড়ি সাহেব। আমার এক কলসি জলের তৃষ্ণা পেয়েছে, এই দেখুন আমার গা থর থর করে কাঁপতে লেগেছে। (কম্পন)

মাজি। চপরাও you সুয়ার। এই বেত না খাইলে তোমরা সিধা হইবে না (বেত্রাঘাত)
পরা। ওঃ বাবা গেলুম, আর পারিনে পারিনে।
মাজি। নেই নেই, ঘুমাও। (বেত্রের দ্বারা ঠেলিয়া দেওন) এখন কেমন মজা হইতেছে, চুরি করবার সময়, পরের দ্রব্য লইয়া আসিবার সময় এসকল মনে ছিল না। (উচ্চৈস্বরে) (জল্‌দি ঘুমাও)
গোপাল। সাহেব আমাকে এক ঢোক জল খেতে দাও।
মাজি। (সহাস্যে) জল খাইবে? না lemonade খাইবে? জল খাইলে শরীর ঠাণ্ডা হয় না, ice দিতে হইবে। (হাঃ হাঃ হাঃ)
পরা। (কাতরস্বরে) বাবাগো আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল। সাহেব তুমি ধর্ম্মবতার, তুমি আমার বাপ মা, তুমি পরমেশ্বর—আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দাও। এই দেখ আমার গা কাঁপছে, আমি আর দাঁড়াতে পারি না।
মাজি। আমি কোন কথা শুনিব না। জল্‌দি ঘুমাও।
পরা। সাহেব—তুমি দয়াময়, তুমি গরিবের, বাপ মা—তুমি আমার বাপ—আমি তোমাকে ধর্ম্মবাপ বলচি—একবারের জন্য খুলে দাও। চাপরাসি বাবা, একবার খুলে দে, তারপর একটু ঠাণ্ডা হলে আবার যুড়ে দিও কিছু বল্‌ব না। আমার গা কাঁপচে, আমার পা আর স্থির থাকে না। আমাকে খুলে দিবে তো দাও। (উচ্চৈস্বরে) তা না হলে পড়লেম। (ভূমে পতন)
চাপ। সাহেব—পড়ে গেল যে।
মাজি। Never mind what is to you.
চাপ। আহা! একটু বাতাস করি, বোধ-হচ্ছে সরদি-গরমি হয়েছে।
মাজি। নেই নেই—সুয়ার কি বাচ্ছা। তোমারা কেয়া হুয়া। যেমন কর্ম্ম করেছে, তার ফল অবশ্যই সহ্য করতে হইবে।
গোপাল। সাহেব, আমার বুকের ভিতর কেমন কচ্চে, আমাকে একটু জল দাও-দাও বুক ফেটে গেল, বুক শুকিয়ে গিয়েছে। সাহেব, আমি আর দাঁড়াতে পারি না। আমাকে খুলে দাও, সাহেব তোমার পায়ে পড়ি একবার ছেড়ে দাও। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি মলুম, মলুম, আমার মাতার ভিতর কেমন করচে, বুক কেমন করচে। আমাকে ধর ধর পড়লুম। (ভূমে পতন ও মুখ দিয়া রক্ত নির্গত)
মাজি। এ আদমির Consumption ছিল। তা না হলে blood পড়বে কেন? (সহাস্যে) আচ্ছা হুয়া। এ রকম না হলে বাঙ্গালী লোকেরা জব্দ হয় না। জেল punishment দিবার জন্য—এখানে কয়েদি মরে থাক বেঁচে থাক তাহাতে আমাদের কি? We must do our duty. চাপরাসি, দেখত এ আদমি মর গিয়া কি নেই?
চাপ। না সাহেব, এখনও মরে নাই।
মাজি। আচ্ছা, এ দুই আদমিকো hospital লে চল। আমি ডাক্তারের সাতে পরামর্শ করিগে। (প্রস্থান)
চাপ। কেন বাছারা চুরি করতে গিয়েছিলে? ফল তো দেখ্‌লে। (দুই জনকে ধরিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যশোহর জেলস্থ ডাক্তারখানা।

(ডাক্তার বাবু আসীন)

ডাক্তার। (স্বগতঃ) আর পারা যায় না, জেলে থেকে থেকে আমারও হাড়ে দুর্ব্বা গজিয়ে গেল। আমিও যেন কয়েদিদের সামিল হয়েছি। একবার যে বাহিরে প্রাকটিস করবো, তারও যো নাই। কোথায় মনে করি পাঁচ জন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করবো তা এ জেলে থেকে হবার যো নাই। আর এছাড়া কয়েদিদিগের শাপ খেতে খেতেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করেন একে কত বেত মারা যেতে পারে, ওকে ৩০ বেত মারা যায় কি না। আমাকে অবশ্যই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের রায়েই রায় দিতে হয়, তাতে কত সময় হিতে বিপরীত ফল হয়। কোন কয়েদি হয় তো দশ বেত খেতে পারে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মন রক্ষার্থ আমাকে বলতে হয় এ কয়েদী ২০ বেত অনায়াসে সহ্য করতে পারে। মাজিষ্ট্রেট আমার কথার উপরও দুই চারি ঘা লাগিয়ে দেন। শেষকালে আমায় ধরে টানাটানি। দূর হোক, এ কাজ ছেড়ে দেওয়াই আমার উচিত, লোকের মনঃকষ্ট দিলে তার কখনই ভাল হয় না। আর আমার যে উন্নতি হচ্চে না, তার একমাত্র কারণ গালাগালি আর অভিসম্পাৎ। এদেশ ছেড়েই বা যাব কোথায়? এস্থান নিতান্ত কিছু মন্দ নয়। এখানকার কর্ম্ম ছেড়ে দিলে হয় তো কোন্ বন জঙ্গলে পাঠিয়ে দেবে তার ঠিক নেই।

(দুইজন চাপরাসী গোপাল ও পরাণকে ক্রোড়ে লইয়া প্রবেশ)

চাপ। ডাক্তারবাবু এদের আগে শীঘ্র করে ঔষুধ দিন, এদের ভারি অসুখ করেছে। একজনের মুখ দিয়ে এক ঘটি রক্ত পড়েছে, আর একজনের এক কলসি ঘাম হয়েছে।

(চাপরাসী দ্বয়ের প্রস্থান)

ডাক্তার। (গোপালকে নির্দ্দেশ করিয়া) তোমার নাম?

গোপাল। আমার নাম গোপাল।

ডাক্তার। তোমার আর কখন রক্ত উঠেছিল?

গোপাল। কৈ তা তো মনে পড়ে না।

ডাক্তার। (হস্ত ও বক্ষঃস্থল দেখিয়া) হ্যাঁ তোমার কন্‌জম্‌সন্ আছে। তুমি কোন নেসা কর্ত্তে?

গোপাল। হ্যাঁ আফিং খেতাম।

ডাক্তার। আর কিছু?

গোপাল। গাঁজা টাজা, কখন কখন গুলিও খেতাম।

ডাক্তার। আর কিছু?

গোপাল। শিব বাবুর সঙ্গে কখন কখন মদও খেয়েছি।

ডাক্তার। তাই বল তোমার আবগারী মহল একচেটে। তবে এতক্ষণ হ্যাঁ না করছিলে কেন? আমি তো সঙ্কটে পড়লাম। তোমাকে কি ঔষুধ দিব স্থির করতে পারচি না। তুমি আবগারী একচেটে করেছ, তোমার তো কোন ঔষুধ খাটবে না। আচ্ছা, তোমাকে অগ্রে একটু ওপিয়ম দিই।

গোপাল। আঃ মহাশয় আমাকে বাঁচালেন, আমার প্রাণ ধড়ে এল।

ডাক্তার। আচ্ছা, তোমাকে একটা ঔষধ দিচ্ছি, এ কিন্তু তোমার পীড়ার প্রকৃত ঔষধ হলো না। তা হোক এতে কাশীর পক্ষে উপকার দেখ্‌বে ইপিকেক, পোটেসাই নাইট্রোসাই, টিংচার ক্যাম্‌ফার। এইতে একটী মিক্‌সচার করে দিতেছি, তাই খেলে সুবিধা হবে।

গোপাল। আমার বুকটা কেমন করচে। এই ঔষধটা শীঘ্র করে দিন।

ডাক্তার। (পরাণকে) তোমার নাম কি?

পরা। প-রা-ণ।

ডাক্তার। তোমার কি হয়েছিল?

পরা। আ-মা-র বড় অ-সু-খ করেছে।

ডাক্তার। আচ্ছা মাথায় বরফ দিলে শরীর ঠাণ্ডা হবে এখন।

গোপাল। আর একটা কিছু ঠাণ্ডা জিনিস খেতে দিন, তা হলে শরীর সুস্থ হবে এখন।

ডাক্তার। আচ্ছা, একটা লেমনেড দিচ্ছি। (একটা লেমনেড গ্লাশে ঢালিয়া) এইটা খাও তো।

ডাক্তার। জেলের ডাক্তার হওয়া মহা পাপের কার্য্য। (স্বগতঃ) কি জ্বালাতনেই পড়া গিয়েছে, সাহেব আমার কথা শুনেন না, যাকে যত খুশি সাজা দেন—তা মরুক আর বাঁচুক। এই যে লোকটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে, এর কোন পুরুষে কন্‌জম্‌সন্ ছিল না—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় অল্প রক্ত উঠেছিল, তা না হলে এই লোকটা শীঘ্র মারা যাইত। এই যে লোকটীর সর্দ্দি গরমি হয়েছিল, আর একটু হলে এও মারা যাইত। অধিক কথায় কাজ কি এখনও পর্য্যন্ত সামলাইতে পারে নাই। বাবা, এ সকল দেখ্‌লে দুঃখ হয় এবং পাপও হয়! যে লোক যে পরিমাণে সহ্য করতে পারে, তাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করাই উচিত। বাবা জেল কি মনুষ্যদিগের বধের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে? না এখানে দুষ্ট লোকদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য হইয়াছে? এখানে চরিত্রের পরিবর্ত্তন হওয়া দূরে থাক, আরো বিকৃত হইয়া যায়। কারাগারের চতুঃসীমা হইতে দয়া ধর্ম্ম পলায়ণ করে এখানে একটী দয়ালু ব্যক্তি আসিলে দিন দিন নিষ্ঠুর হইয়া পড়েন। এখানে একটী ধার্ম্মিক চূড়ামণি আসিলে পাপে কলুষিত হন। কয়েদিদিগকে কোথায় সৎ উপদেশ দেওয়া হইবে, তাহা না হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলে বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। কল টানিয়া ঘানি টানিয়া প্রতি বৎসর যে কত লোক প্রাণত্যাগ করে। তাহার সংখ্যা করা যায় না। অপরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়া হউক, তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ফল কি? আর ব্রিটিশ রাজত্বে এটী শোভাও পায় না।

গোপাল। আঃ বুক গেল বুক গেল। ডাক্তার বাবু প্রাণ বেরিয়ে গেল। আমার বুকটা চিরে দাও।

ডাক্তার। দেখি কি হয়েছে?

গোপাল। আমার বুক ফেটে গেল। উঃ উঃ উঃ (রক্তবমন)

ডাক্তার। তাইতো এতো রক্ত উঠলো। তবেই বড় মুস্‌কিল এখন কি করি? এরেই বা কি ঔষধ দিই।

গোপাল। ডাক্তার বা-বু, আমাকে আর ঔষধ দিতে হবে না, এখন আমি মলেই বাঁচি।

ডাক্তার। আচ্ছা আমি ভাল ঔষধ দিতেছি।

গোপাল। আঃ আঃ আঃ।

ডাক্তার। কেমন একটু সুস্থ হয়েছ?

গোপাল। উঃ হুঃ গেলুম। বুক যায়, বুক যায়। ডাক্তার বাবু আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। (রক্ত বমন)

ডাক্তার। (স্বগতঃ) তাইতো একে আর বাঁচান গেল না। (প্রকাশ্যে) একটু বরফ খাও।

গোপাল। (বরফ খাইয়া) আঃ প্রাণটা ধড়ে এলো।

ডাক্তার। (পরাণকে নির্দ্দেশ করিয়া) তুমি কেমন আছ?

পরাণ। আমি বড় ভা-ল ন-য়।

গোপা। ডা-ক্তা-র বা-বু, আ-মাকে বি-দা-য় দাও। আমা-কে তু-মি অ-নে-ক যত্ন ক-রে-ছ, তার শো-ধ দি-তে পার-লু-ম না। ভগ-বান তো-মার ম-ঙ্গ-ল কর-বেন। সা-হে-বকে আ-মার সে-লা-ম জানা-বেন, তিনি আ-মা-র হি-তের জন্য ক-লে ঘু-রা-ইয়া ছি-লে-ন, আ-মি বাঁ-চি-লে তাঁর খো-স-নাম ক-র্ত্তুম।

ডাক্তার। ভয় কি? তুমি বাঁচবে? ঈশ্বর তোমাকে অবশ্যই আরোগ্য করবেন।

গোপাল। আ-মা-কে বি-দা-য় দা-ও। যা-ই যা-ই গে-লু-ম-গে-লু-ম। (মৃত্যু)

ডাক্তার। (হস্ত দেখিয়া) আহাহা এ লোকটী বড় ভাল। আকস্মাৎ মরে গেল গা। এর মৃত্যুতে আমারও চক্ষে জল এসেছে। (অশ্রুত্যাগ) যাই ডুলিদের একবার ডাকি।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নড়াল-জেল।

(জমাদারের সহিত নিধিরাম ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

জমা। ঠাকুর তুমি ব্রাহ্মণ জাতি, তোমার এমন কু-প্রবৃত্তি হলো কে·!? আর দেখ ঠাকুর, তোমরা ভদ্রলোক তোমরা যদি এরূপ কার্য্য কর, তবে ভাল কাজ করবে কে? তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তায় আবার ভট্টাচার্য্য, তোমরা ঠাকুর সেবা করবে, শিষ্যদের মাথায় পা তুলে দিবে সুখে দিন যাপন হবে, যাহা হউক বড় দুঃখের বিষয় ছিঃ ছিঃ।

নিধি। (অধোবদনে) দেখ জমাদার বাবা, তুমি যা বলেছ ঠিক কথা। আমাদের বাপ পিতামহেরা তাই করে গিয়েছেন, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে তাহা হবার যো নাই। আমাদের যে সকল শিষ্য রহেছে, সে বেটারা ঘোর নাস্তিক হয়েছে, ক্রিয়া কলাপ করে না—বাপ মার শ্রাদ্ধ শান্তি করে না—পূজা আশ্রয়ের তো এককালীন নাম উঠে গিয়েছে। তবে আমরা দিনযাপন করি কিসে বল? তাদৃশ লেখাপড়া জানি না যে অধ্যাপক টধ্যাপক যাহা হউক একটা হবো। তা বাবা, শিষ্যের বাগানে এক কাঁদি কলা চুরি করেছিলেম বলে ধরিয়ে দিলে। বেটা কি পাষণ্ড, কি নির্দ্দয়, ছোটলোকের মুখ দর্শন কর্ত্তে নাই।

জমা। (সহাস্যে) ঠাকুর, তোমার অমন শরীর রহেছে—পরিশ্রম কর সুখে দিনযাপন হবে। পরের বাগানে আঁবটা কাঁঠালটা চুরি করে কয় দিন চলবে?

নিধি। জমাদার বাবা তোমাকে একটা কথা বল্‌ব? আমার ব্রাহ্মণী গর্ব্ভবতী হয়েছে। সে এ জিনিস খাব সে খাব বলে আমার কাছে আবদার করে। আমার এমনা পয়সা নেই যে ক্রয় করিয়া দিই। সুতরাং এর বাগান থেকে আঁবটা ওর বাগান থেকে কিছু গোলাপ জাম, পাচ রকম ফলমূল নিয়ে গিয়ে সাধ দিই।

জমা। পরের বাগানে নিতে গেলে ধরিয়ে দিবে না?

নিধি। ও বেটা যে অমন পাষণ্ড তা কি আমি আগে জানতাম। আমি যদি মিত্রদের বাগান থেকে নিয়ে আসতাম, তা হলে তারা দেখলেও কিছু বলতো না।

জমা। তুমি তো ব্রাহ্মণীকে সাধ দিতে। এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমার উপর যে হব কুড়ি বেতের হুকুম দিয়েছেন। সে বেত তো আর তোমার ব্রাহ্মণী খেতে আস্‌বে না। এখন তো তোমাকেই খেতে হবে।

নিধি। তা জমাদার বাবা, তুমি একটু অল্প করে মের। আমার বাবা কখন মার ধর খাওয়া অভ্যাস নাই।

জমা। তা কি হবার যো আছে ঠাকুর? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডাক্তার সাহেব, এইখানে দাঁড়িয়া থাকিবেন, যা হউক, ঠাকুর তুমি একটা বড় বোকার কাজ করেছ?

নিধি। কি বলচ বাবা?

জমা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তুমি ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলে কেন? ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপর ভারি রাগ। অন্য জাতিকে যদি দশ বেতের হুকুম দেন, তাহা হইলে কায়স্থ ব্রাহ্মণকে কুড়ি ঘা বেতের হুকুম দেবেনই দেবেন। আমি প্রায় দেখ্‌ছি কি না?

নিধি। কেন বাবা কায়স্থ ব্রাহ্মণ কি করেছে?

জমা। করবে আবার কি? আমাদের সাহেব ভদ্র লোকদের বড় দেখতে পারেন না। ছোটলোকের উপর আমাদের সাহেবের ভারি দয়া। ছোটলোকেরা সময়ে সময়ে সাহেব টাহেব মানে না কি না, তাইতো সাহেবেরা বুঝেন ভদ্রলোকদের একটী কাজ কর্ত্তে দিলে তারা দ্বিরুক্তি করে না। সাহেব সেইজন্য ভদ্রলোককে অধিক পীড়ন করেন।

নিধি। বল কি বাবা? আগে জান্‌লে একটা যাহা হউক হাড়ি কাওরার[৩] নাম করতুম। এখন তো হবার যো নাই।

জমা। চুপ কর ছোট ডাক্তার আসচে।

নিধি। ডাক্তার বাবা আস্‌বেন কেন? কিছু কেটে কুটে ফেল্‌বে না তো?

(একজন নেটিভ ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। জমাদার, এই ব্যক্তিকে শয়ন করাও তো, একবার এক্‌জামিন করি।

জমা। ঠাকুর একবার চিৎপাত হবে?

নিধি। তা হচ্চি। কিন্তু বাবা তোমাদের পায়ে পড়ি কিছু কেটে কুটে নিয় না। (শয়ন)

ডাক্তার। (পৃষ্ঠদেশে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া) না এ ব্যক্তি আর কখন বেত খায় নাই, আর ইহার শরীর বড় কোমল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহাকে কুড়ি বেতের হুকুম দিয়াছেন, আমি তা তো পারি না। এরা ব্রাহ্মণ চাল কলা বাঁধে, দই দুধ খায়। কুড়ি কুড়ি বেত সহ্য করিতে পারবে কেন?

নিধি। তোমার জয় জয়কার হউক, পরমেশ্বর তোমার ভাল করুন, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। ডাক্তার বাবা আমি বাড়ি গিয়েই নারায়ণের মাতায় তোমার কল্যানার্থে তুলসি দিব, বিনা পয়সায় সস্তয়ণ করবো।

ডাক্তার। এখন তো তুমি সামলাও, এ যাত্রা তো রক্ষা পাও, তারপর নারায়ণের মাতায় ফুল তুলসি দিবে (উচ্চৈস্বরে) জমাদার দোয়াত কলম আর কাগজ নিয়ে এসতো। একখানি সার্টিফিকেট লিখে দিই। (স্বগতঃ) এ ব্রাহ্মণ দশ বেতের অধিক সহ্য করতে পারবে না। কি করি? মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কথাটা অমান্য করবো। তাও ভাল হয় না। এখন উপায়?

জমা। দোয়াত কলম নিন বাবু! (প্রদান)

ডাক্তার। তবে লিখে ফেলি। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া লিখন) এ কাজটা কিন্তু ভাল হলো না। একবার চেঁচিয়ে পড়ি? (পাঠ)—I do hereby certify that Nedheeram Bhottacharjec will be unable to suffer more than ten stripes.

জমা। বাবু বড় ভাল কাজ করেছেন। তা না হলে ব্রাহ্মণ আজি মারা যাইত।

ডাক্তার। তোমার দশ বেতের কথা লিখে দিলেম। মাজিষ্ট্রেট শুন্‌তে পারেন। (প্রস্থান)

নিধি। আহা! ডাক্তার বাবু শ্রীজীবী হয়ে থাকুন।

জমা। বড় সাহেব এ দিকে আসচেন।

(মাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ)

মাজি। (জমাদারের প্রতি) সার্টিফিকেট দেখ্‌লাও।

জমা। এই দেখুন সাহেব। (প্রদান)

মাজি। (পাঠ করতঃ) I cannot believe it. Native doctors are good for nothing, they are some what better than Compounders. What they know ? জমাদার, ডাক্তার সাহেবকো আবি বোলাও।

জমা। যো হুকুম। (প্রস্থান)

নিধি। (করযোড়ে) ধর্ম্মাবতার, আপনি আমার বাপ, আপনি আমার মা, আমার এখানে আর কেহই নাই। আপনি যদি দয়া না করেন, তা হলে আমাকে কে রক্ষা করবে (যজ্ঞ পবিত হস্তে ধারণ করিয়া) সাহেব তুমি শ্রীজীবী হও, লক্ষ পুষী হও, তোমার জয় জয়কার হউক।

মাজি। চপরাও You brahmin তুমি আমাকে নীতি-শাস্ত্র শিক্ষা দিবে? তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবে; তাহাতে মোর কি হইবে? আমি যে পদ পাইয়াছি, তাহা তোমার কথায় যাইবে না, আর তোমার কথায় ফিরিবে না।

(জমাদারের সহিত সিবিল সার্জ্জনের প্রবেশ)

সি-সা। What is the matter ?

মাজি। See the certificate.

সি-সা। (পাঠ করতঃ) Oh no—he can easily suffer 20 stripes.

মাজি। (সহাস্যে) Yes, I knew it before. জমাদার এ আদ্‌মিকো টিকটিকিতে বাঁধ।

জমা। যে আজ্ঞা। (ব্রাহ্মণকে টিকটি্তে বন্ধন)

মাজি। ২০ বিস বেত লাগাও।

জমা। (বেতে চরবি মাখাইয়া) ঠাকুর সমান থাক, যদি এক ঘা পিছলাইয়া যায় তা হলে আর এক ঘা খাইতে হবে।

নিধি। (জনান্তিকে) বাবা একটু আস্তে আস্তে।

জমা। (প্রহার) এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়।

নিধি। (আর্ত্তনাদ) বাবা প্রাণ যায়, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এমন কাজ আর কখন করবো না, গেলুম গেলুম।

সি-সা। ও হুয়া নেই। ও আমাকে মিছামিছি কষ্ট দিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব যো হুকুম দিয়া, সে বাৎ কখন মিছা হয় না। নেটিব ডাক্তার কিয়া জান্‌তা? এমন বোকা পাঁটার মত চেয়ারা, এস্‌কো আউর দশ বেত দেনেসে কুচ হোগা নেই আমাকে For nothing trouble দিলে কেন।

মাজি। Yes, Yes জমাদার আউর দশ বেত লাগাও।

জমা। যে আজ্ঞা। (প্রহার)

নিধি। (ক্রন্দন করিতে করিতে) গেলুম গেলুম। আ—আমাকে একেবারে মেরে ফেল। (উচ্চৈস্বরে) আর সহ্য হয় না। প্রাণ যায়, প্রাণ যায়—দোহাই কোম্পানি—দোহাই কুইন ভিক্টোরিয়া। (মূর্চ্ছা) (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৰ্দ্ধমান-জেল।

(মধু ও তারিণী আসীন)

মধু। (পাথর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) বাবা আলীপুর থেকে এসে বাঁচা গিয়েছে। সেখানে যে কষ্ট—এখানকার সাহেব কেমন লোক তা এখন বল্‌তে পারি না।

তারিণী। (পাথরে ঘা মারিয়া) তা যাই বল, আর যাই কহ, সেখানে ছিলেম ভাল। এখানে এসে অবধি আমার প্রত্যহ বৈকালে জ্বর হতে আরম্ভ হয়েছে। খেতে পারি না, মুখে কিছুই ভাল লাগে না—ডাক্তারকে হাত দেখালে বলেন, ও কিছুই নহে। আলীপুরে ঐ একটা সুখ ছিল, ডাক্তারকে বলবা মাত্র, তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করতেন। আমরা যেমন নেসাখোর মানুষ অহিফেন খেতে টেতে দিতেন। এখানে ঐ একটী মহা যন্ত্রণার ভোগ হয়েছে।

মধু। তা আবার বোল্‌তে?

তারিণী। দেখ্‌চো, গায়ে কিছুমাত্র বল নাই, তা কাজ করবো কি? ওদিকে আবার ইন্সপেক্টর এসে ঠেলা ঠেলি করবে এখন। আমার এই কয়খানা বই ভাঙ্গা হয় নেই। কোথায় দুই থলে বোঝাই করে দিতে হবে, তা না হয়ে কিছুই হলো না। সামর্থ না থাক্‌লে কাজ করবো কি করে।

মধু। শুনেছি বটে, এদেশে বড় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব। আমার বোধ হয় তোমাকে ম্যালেরিয়াতে ধরেছে।

তারিণী। তা কি আরাম হবে না?

মধু। আরোগ্য হবে না কেন? তবে কি না কথা হচ্চে এখানে ততটা তদারক তো হয় না। রীতিমত তদারক করিলে শীঘ্র আরাম হয়। বিশেষ এখানে না ঘটলে তো গবর্ণমেন্ট বসিয়ে বসিয়ে খাওয়া দেবে না। খাটতে হবে চারিগুণ খেতে দেবে অর্দ্ধগুণ। বিশেষতঃ সময়ে স্নান ও আহার হয় না, এতে কি ব্যারাম শীঘ্র আরোগ্য হয়।

তারিণী। তবে কি করা যায় বল দিখিন?

মধু। তুমি ডাক্তারের সঙ্গে একটু ষড়যন্ত্র কর, তিনি সার্টিফিকেট দিলেই তোমাকে কাজ কর্ত্তে দিবে না, হাঁসপাতালে রেখে দিবে। চিকিৎসা হবে ভাল, সময়ে খেতে পাবে, সময়ে ঔষুধ পাবে, তা হলে শীঘ্র আরোগ্য হতে পারবে।

তারিণী। ডাক্তার কি আমাকে এত অনুগ্রহ করবেন?

মধু। তা একটু খোসামোদ করলে কি হবে না? দেখ, মানুষকে দুই রকমে হস্তগত করা যায়, এক যদি অধিক পয়সা থাকে, তা হলে খোসামোদ করবার আবশ্যক হয় না, এমন কি অন্য লোক এসে তার উল্টে খোসামোদ করে। আর যদি পয়সা না থাকে তা হলে হাতে পায়ে ধরতে হয়, জল উঁচু নিচু বলতে হয়, তবে মানুষকে হস্তগত করা যায়। তোমার পয়সা নাই, কাজেই তোমাকে তাই কর্ত্তে হবে।

তারিণী। তা মধু দাদা, তুমি যদি কোন উপায় করে দাও। তুমি এত কালের বন্ধু শেষ সময়ে একটা যাহা হউক কিছু উপকার কব। আমি মরবার দাখিলে পড়েছি বল।

কী? প্রত্যহ জ্বর হয় তার উপর এই খাটুনি। আবার তার উপর আহার নাই।

মধু। তাতো দেখ্‌তে পারচি। কিন্তু ডাক্তার কি আমার কথা শুনবে। আমার সঙ্গে একে আলাপ পরিচয় নাই, তাহাতে আবার টেঁক খর[১] মানুষ। যাহা হউক ভাই একবার বলে দেখবো এখন।

তারিণী। (কাতরস্বরে) তোমার পায়ে পড়ি একবার দেখো।

মধু। তা হবে এখন। ইন্সপেক্টরের আসবার সময় হয়েছে কাজ কর। বেটা এসে আবার মার ধর করবে।

তারিণী। আমি একে মরা—তার উপর মার ধর করলে আর বাঁচবো না। ইন্সপেক্টর আসুন, আমি স্পষ্টই বলব এখন। হাতে পায়ে ধরে কাঁদবো।

মধু। বাবা—কোম্পানির চাকরেরা হাতে পায়ে ধরে কাঁদলে কাটলে শুনে না। ওরা বুকে পাথর দিয়ে কাজ নেবে, তবে চারটি চারটি খেতে দিবে। তোমার জ্বর হয়েছে, তাদের কি বয়ে যাচ্ছে?

তারিণী। এমনই কি বা কোম্পানির চাকর। তারা তো মনুষ্য, তাদের শরীরে তো দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা আছে, একটা মানুষ মরে যাচ্চে, আর তাদের দেখে দয়া হবে না। তাদের ঘরেও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বাপ এ সকল পরিবার আছে, তাদের উপর যখন দয়া হয়, তখন অন্য মানুষের উপর তাতো না হউক, তার অর্দ্ধেকও তো হবে।

মধু। ভাই সে তর্ক তোমার সঙ্গে করবার কোন প্রয়োজন নাই। কাজেই দেখ্‌তে পাবে। এখন পাথর ভাঙ্গতে আরম্ভ কর।

তারিণী। সেই ভাল, (পাথরের উপর হাতুড়ির আঘাত)

মধু। (পাথর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) আজ মনটা কেমন অস্থির হয়েছে। আমার যার জন্য প্রাণ কেমন কচ্চে সে কি আমায় মনে করে?

জেলে বাস যার তরে, সে কি মোরে মনে করে?
আমি যদি যাই মরে। সে হাসিবে বসে ঘরে॥

তারিণী। যা বলেছ, মধু দাদা। সংসারে কেহই কাহার নয়, সকলেই আমার আমার করে মরে, কিন্তু চক্ষু মুদ্‌লে কেহ কাহার নয়। বল্‌ব কি সংসারের জন্য এমন কাজ নেই যে তা করি নাই। চুরি করেছি, ডাকাতি করেছি।

মধু। সে তো যাহা হউক হলো। ইন্সপেক্টর যে এখনি তদারক করতে আসবে, এসে কি বল্‌বে?

তারিণী। আমি তো আজ হাতে পায়ে ধরে কাঁদবো।

মধু। আমার উপায় কি?

(বেত্র হস্তে ইন্সপেক্টরের দ্রুতগতিতে প্রবেশ)

ইন্স। তোমরা কি করচ?

তারিণী। বাবা, আমার বড় জ্বর হয়েছে, আমি মোটেই কাজ করতে পারি না। আমার মর্জ্জাগত জ্বর হয়েছে—

ইন্স। (রাগান্ধ হইয়া) খাবার বেলা জ্বর হয় না, আমি ও কথা শুন্‌তে চাই না। (বেত্রাঘাত) কেমন এখন জ্বর সেরেচে?

তারিণী। আমাকে আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন দেন? একে আমি মর্ত্তে বসেছি, তার উপর আর মার কেন?

ইন্স। কাজ করবার বেলা হবার যো নাই, কিন্তু কথা কইবার সময় নাক দিয়ে মুক দিয়ে কথা বাহির হয়। আমি তা শুনতে চাই না। (বেত্রাঘাত)

তারিণী। উঃ হু, গেলুম গেলুম। মরণ হলেই বাঁচি আর এ যন্ত্রণা, এ কষ্ট সহ্য হয় না। ভগবান কত দুঃখই কপালে লিখেছেন। একবার যদি তাঁর দেখা পাই তো সকল কথা জিজ্ঞাসা করে নিই।

ইন্স। (মধুর প্রতি) তোমারও কাজ কর্ম্ম কিছুই হয় নাই কেন? দুই জনে গল্প হচ্ছিল বুঝি?

মধু। আজ্ঞা না মহাশয়। এক্ষণে নাই হলো বৈকালে আপনাকে সমান কাজ দেখিয়ে দিলেই তো হবে।

ইন্স। তা তুমি কেমন করে পারবে?

মধু। আপনি তো দেখ্‌বেন, না পারি তার ফল অবশ্যই ভোগ করবো।

ইন্স। আচ্ছা এক্ষণে আমি চল্লাম। (প্রস্থান)

মধু। তারিণী, তোমাকে একবার ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাই চল। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাঁকুড়া জেল।

জেল-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আসীন

সুপা। (স্বগতঃ) Late Lieutenant governor said : "That the pettiest criminals should be kept hard at work on the oil mill, while the worst criminals are at once placed on comparatively easy work, is obviously unreasonable". This circumstance has unfavorably impressed the lieutenant governor during his various visits. আহা! আমাদের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বড় বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা philosophically prove করা যাইতে পারে। Fool he is! Pettiest criminals দের অধিক Punishment দেওয়া উচিত। আর যাহারা worst criminals তাদের অল্প অল্প শাস্তি দিয়ে ক্রমে সিধা করে না আনিলে ঠিক হইতে পারে না। স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল একজন উপযুক্ত, very clever ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির মধ্যে বাঙ্গালীরা enter কর্ত্তে পারতো না। (সংবাদ পত্র পাঠ)

(একজন দারগার সহিত মধুর প্রবেশ)

মধু। (স্বগতঃ) বাবা, বাঁচা গেল। বর্দ্ধমানে যে ম্যালেরিয়া হচ্চে, সেখান থেকে এসে বড় সুবিধাই হয়েছে, এ যাত্রা রক্ষা পেলেম আর কি? এ সাহেবটিও মন্দ লোক না হতে পারেন। ইঁহার মুখ দেখে বোধ হচ্চে, ছোট লোক না হতে পারেন। সকল সাহেবেরাই যে ছোট লোক হয়, এমন নয়। যাহারা সে দেশ থেকে এখানে ধর্নোপার্জ্জন কর্ত্তে এসেছে তারাই বদমায়েস হয়, কোন মত প্রকারে এদেশ থেকে লুটে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আহা এখানকার লাট সাহেব আমাদের বড় মন্দ লোক নয়, তবে সকল সময় লোকের সমান মতি থাকে না। সে যাহা হউক, আমাকে সে অধিক দিন বর্দ্ধমানে রাখে নাই, এই পরম লাভ, সেখানে আর কিছুদিন থাকলেই মারা যেতাম আর কি। তাইতো আমারও সময় উত্তীর্ণ হয়ে আস্‌চে। ক্রমে ক্রমে আমাকে কোন্ দেশে ঠেলবে যে তার সীমা নাই।

সুপা। (সংবাদ পত্রের দিকে তাকাইয়া) তোমার নাম কি ছিলো?

মধু। আজ্ঞা, আমার নাম মধু।

সুপা। তুমি কি এই দেশ থেকে আসিয়াছ?

মধু। আজ্ঞা, আমি প্রথমে আলীপুরে থাকি, তার পর সেখানে থেকে আরো দুই চারিটী জেল বেড়িয়ে তারপর এই খানে পাঠিয়াছে।

সুপা। all right তুমি পুরাতন কয়েদি আছ?

মধু। আজ্ঞা হ্যাঁ।

সুপা। তবে তোমাকে comparatively easy work দিতে হইবে। (মধুর দিকে তাকাইয়া) তোমার মাতায় এত বড় চুল কেন আছে।

মধু। কৈ না, এমন বেশী বড় তো হয় নাই।

সুপা। নেই নেই আমি তোমার কথা শুন্‌বে না, আমার চক্ষু আছে। হিঁয়া কোই হায় (উচ্চৈস্বরে) নেপথ্যে। আজ্ঞা যাই খোদাবন্দ।

(চাপরাসীর প্রবেশ)

সুপা। বারবারকে ভেজ দেও।

চাপ। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

মধু। আমার মাতার পীড়া আছে, একটু বড় বড় চুল না রাখ্‌লে, মাতার পীড়া হয়।

সুপা। আমার এ জেলে ও কথাটী হইবার যো নাই।

(নাপিতের প্রবেশ)

নাপি। গুডমরনিং খোদাবন্দ।

সুপা। এই আদ্‌মিকো জল্‌দি করকে shave করে দেও।

নাপি। যে আজ্ঞা (মধুর প্রতি) এম এস শীঘ্র এস, সাহেব শীঘ্র করে তোমাকে নেড়া করে দিতে বলেছেন।

মধু। পরামাণিক দাদা, তোমার নাম কি?

নাপি। আমার নাম রক্তকিঙ্কিনী, রক্ত ঝিন্‌ঝিনী।

মধু। আহা, বেশ নামটী তো।

নাপি। এখন তো নাম শুনে খুসি হয়েছ, এর পর কার্য্যেও খুসি হবে এখন।

মধু। সে কি রকম পরামাণিক দাদা?

নাপি। দেখ্‌বে দেখ্‌বে ; শীঘ্র এখন এস। আমার অনেক কাজ আছে।

মধু। (স্বগতঃ) নেড়া হওয়া বিষম বালাই, কি করি সাহেব বাহাদুরের কথা না শুন্‌লে এরপর বলপূর্বক নেড়া করে দিবে। (প্রকাশ্যে) তবে এস পরামাণিক দাদা।

নাপি। (মধুর মস্তকটা নিচু করিয়া জল দেওন) (জনান্তিকে) সাহেবের কিরূপ হুকুম।

সুপা। (জনান্তিকে) তোমাকে যেরূপ বলা আছে।

নাপি। (ক্ষুরের প্রতি বলপূর্ব্বক টানিতে আরম্ভ) মাতা সোজা করে রাখ।

মধু। পরামাণিক দাদা, গেলুম যে, আমার মাতা ঝন্ ঝন্ করচে একটু ভাল করে কামাও না।

নাপি। আমার নাম শুনেছ তো রক্ত কিঙ্কিণী রক্ত ঝিন-ঝিনী। আমি যখন যাকে কামাই রক্ত না পড়লে ছাড়ি না। ক্ষুরের প্রতি বলপূর্ব্বক টানা।

মধু। বাবা গেলুম! উঃ বাবা গেলুম গেলুম।

নাপি। চুপ কর চুপ কর মাতা সোজা করে রাখ, নাড়লে চাড়লে চামড়া কেটে যাবে।

মধু। উঃ হুঃ বাবা। চামড়া কাটতে কি এখনও বাকি আছে, ঝরঝর করে রক্ত পড়চে।

নাপি। কোথায় রক্ত? তুমি কখন কামাও নাই বটে?

(বলপূর্ব্বক ক্ষুর টানা)

মধু। পরামাণিক, গেলুম, গেলুম, মলুম, মলুম, আমাকে ছেড়ে। যাই যে—গেলুম রে বাবা। আমাকে আর তোমায় কামাতে হবে না। হয়েছে হয়েছে (উচ্চৈস্বরে ছাড় ছাড় ক্রন্দন)

সুপা। (স্বগতঃ) বেশ হয়েছে, আমার হাজামত very clever (প্রকাশ্যে) কেন তুমি ও রূপ কচ্চ? তুমি কখন কামাও নাই বটে।

মধু। উঃ হুঃ বাবা গো বাবা, গেলুম রে বাবা, আমাকে আর কামাতে হবে না, যা কামিয়েছে এখন কিছুদিনের মত ঘা সারতে যাবে।

নাপি। চুপ কর চুপ কর, এই হয়ে গেল বলে।
(ব্রহ্মতল ক্ষৌরীকৃত) আব লাগবে না।

মধু। ও বাবা যাই যে—পরামাণিক দাদা তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দেও। আমার বড় পিপাসা পেয়েছে।

নাপি। এই যা হয়ে গেল।

মধু। (একখানি কাপড় দিয়ে মাথা মুছন) ও বাবা, এক খানি কাপড় রক্তে ডুবে গেল যে। পরামাণিক দাদা একটু পায়ের ধুলা দাও।

সুপা। তোমার মাতায় কোন Desease আছে বটে?

মধু। আজ্ঞা আমার মাতায় ডিসিস ফিসিস্ কিছুই নাই।

নাপি। আজ্ঞা আমি এখন তবে চল্লাম। (প্রস্থান)

সুপা। তুমি আমার সঙ্গে আইস, তোমাকে আমি কিছু Lighter punishment দিব।

মধু। চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাগলা-গারদ
(কেষ্ট ও বেষ্ট আসীন)

কেষ্ট। হ্যাঁরে ভাই বেষ্ট আমরা কি পাগল?

বেষ্ট। কে বলে হিঃ হিঃ হিঃ (হাস্য) আমাদের মাতা গোল। আমাদের কোন্ খান্টা গোল। He who tells us mad, surely he is bad.

কেষ্ট। বেষ্ট, তোমাতে বাইরান এসে আবির্ভাব হয়েছে নাকি? Spiritualism ?

বেষ্ট। তবে একটী লেকচার দিই—স্বদেশের হয়ে।

কেষ্ট। দেখ যেন ছাঁকা সংস্কৃত ভাঙ্গা কথা হয়।

বেষ্ট। যখন কলেজে পড়তেম, তখন সংস্কৃত মনে ছিল এখন সব হজম করে বসে আছি। বিশেষতঃ মনের মালিন্য।

কেষ্ট। তোমার হয়ে গেলে, আমি আবার একটী বলবার ইচ্ছা করচি।

বেষ্ট। (দণ্ডায়মান হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক) হে ভারতবাসীগণ, হে প্রিয় ভ্রাতাগণ! আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমরা এই আমার পাগলামিটা প্রাণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করবে। "ভারতবাসীগণ, তোমরা আর নিদ্রায় অচেতন হইয়া, অভীভূত হইয়া থাকিও না, একবার চক্ষুন্মিলন করিয়া দেখ ভারতের কি দশা হয়েছে। সোনার ভারত কি ছিল, কি হলো? এদিকে কাবুলের আমীর পিতা-পুত্রে বিবাদ বিষম্বাদ করে রুসিয়ানদিগের পদতলে লুণ্ঠিত, ওদিকে ব্রহ্মরাজ কেরিণী লইয়া বিবাদ করিতে প্রস্তুত, এদিকে চিনেরা যুদ্ধ করিতে ধাবিত ; তোমরা যে সেই নিরীহ মেষের ন্যায় পরিশ্রম শীল গর্দ্ধবের ন্যায় পরীক্ষোত্তীর্ণতেই ব্যতিবস্ত। ভারত কি নির্জ্জীব? একথা কে বলিবে? এখানে কোটী কোটী ভারতবাসীর বাস, এখানে সহস্র

সহস্র মহীপাল, ভূপাল, নৃপালের বাস, এখানে অসংখ্য অসংখ্য রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ও রাজা বাহাদুরের বাস, এখানে অগর্ণনীয় মেষ, বৃষ, মহিষ রুপী নব্য দলের বাস। তবে কি ইহারা সজীব? একথাই বা কে বলিবে? ইহাদের মরণ বাঁচনের কাটি ইংরাজদিগের নিকট ; ইংরেজরা ইহাদের গাত্রে যখন যে কাটিটী ছোয়োইয়া দেন, তখনই তাহারা সেই দশা প্রাপ্ত হয়। ভারতের পূর্ব্বাবস্থা মনে পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। এক্ষণকার অবস্থা দেখিলে হতজ্ঞান হইতে হয়, ভারতের পূর্ব্ব পুরুষদিগের বীরত্ব পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়, এক্ষণকার যুবক-দিগের বীরত্ব দেখিলে হাঁসিয়া গড়াগড়ি দিতে হয়, আর বালিসের নীচে মুখ লুকাইতে হয়। ভারতবাসীগণ, তোমরা এক ঐক্যতা অভাবে এরূপ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছ, তাহা কি একবার নয়ন মেলিয়া দেখিতেছ না, তোমাদের অনৈক্যতায় বাঙ্গালী নাম অন্তর্হিত হইবার উদ্যোগ হইল তোমাদের অনৈক্যতায় ছোট বড় লাট সাহেবেরা যখন যে আইন কানুন ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতেছেন। তোমরা কি এ সকল দেখিয়া অন্ধপ্রায় হইয়া থাকিবে। তোমাদের স্বাধীন হইতে বলি না, সে আশা তোমাদের পক্ষে দুরাশা, সে তোমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। আমার ইচ্ছা, তোমরা ঐক্যতা স্থাপনে যত্নবান হও, বাণিজ্যের উন্নতি কর, কৃষি কার্য্যের উন্নতি বিষয়ে সচেষ্ট হও। শারীরিক বল বীর্য্যের উৎকর্ষ সাধনে প্রাণপণ কর, মানসিক বৃত্তির উন্নতি যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও ; দেখ এককালে এমন কি কিছু দিনের মধ্যে তোমাদের উন্নতি হয় কি না ; দেখ তোমরা পূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতে পার কি না, দেখ তোমাদের দিন দিন গৌরব বৃদ্ধি হয় কি না। আমি পাগল বলে আমার কথা হাঁসিয়া উড়াইয়া দাও, দিলে, যদি আমার পরামর্শানুসারে চল, তাহা হইলে নিশ্চযই তোমাদের উন্নতি হইবে। এ কথায় যদি কেহ তোমরা বিশ্বাস না যাও, তাহা হইলে আমি বাপান্ত দিব্বি কুরে বোল্‌তে পারি। শুন ভালই, না শুন নাচার। (উপবেশন)

কেষ্ট। বেস্ট বেস বলেছে ; কিন্তু তোমার ও সকল কথা বলা আর দূর্ব্বা বনে মুক্তা ছড়ান একই কথা।

বেষ্ট। আঃ আমার মাতাটা গরম হয়ে উঠেছে। জল তৃষ্ণাও পেয়েছে, একটু জল খাই। (জলপান ও মাতায় জল দান)

কেষ্ট। আমিও একটী বক্তৃতা করবো প্রতিশ্রুত হয়েছি, তবে যাহা হউক একটা পাগলামো করে ফেলি। হিঃ হিঃ হিঃ (হাস্যসহকারে গাত্রোত্থান) হে বঙ্গবাসীগণ, তোমরা সুরাপান কর, তোমাদের পেটে প্লীহা, যকৃত, অগ্রমাস[২], কাঁসঁর[৩], ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ রূপ পুত্র জন্মিবে, তাহারাই তোমাদিগকে পাকা আঁবের[৪] মত চক্‌লা চক্‌লা করে ছাড়িয়ে ভক্ষণ করবে। তোমাদের আর বঙ্গে মুখ দেখাইবার প্রয়োজন কি? তোমরা অকাল কুষ্মাণ্ডবৎ ; তোমরা বঙ্গমাতাকে অনাথিনী ;—পাগলিণী,—ভিকারিণী,—কাঙ্গালিনী দেখিতেছ, তথাপি, তাহার একটী কোন সদুপায় করিতেছ না। তোমাদের মাতা বিজাতীয়ের দাসী, তোমাদের মাতা অনেক দিবসাবধি পরের দাসত্ব করিতেছে, তথাপি তোমরা একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখ না। তোমরা লেখা পড়ার গর্ব্ব কর, তোমরা সভ্য হইয়াছ পথে পথে বলিয়া বেড়াও. তোমরা ধার্ম্মিক হয়েছ বলিয়া ভাণ করিয়া বেড়াও। তোমাদিগকে ধিক্ তোমাদের জাত্যাভিমানকে ধিক, তোমাদের লেখাপড়া শিক্ষা করাকে ধিক্। তোমরা না আর্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছ? তোমরা না ম্লেচ্ছদিগকে ঘৃণা করিতে তোমরা না আর্য্য বংশীয় বলিয়া ভুবন বিখ্যাত? তোমাদের এখন যে বীর্য্য কোথায়? তোমাদের এখন সে সাহস কোথায়? তাই বলিতেছি যাহাতে তোমাদের নাম লোপ না হয়, যাহাতে অন্য জাতীয়েরা তোমাদিগকে

ঘৃণা করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও। তোমাদের এ রোগ উপশমের এক মাত্র উপায় সুরা, সেই সুরা তোমাদের এখন সুধা হউক, তাহাই এখন তোমাদের অমৃত হউক। তোমরা সেই সুরা রূপ সুধা গ্লাস গ্লাস বোতল বোতল পিপা পিপা পান কর, শীঘ্রই রোগের উপশম হইবে। যাহারা তোমাদিগকে সুরাপান করিতে নিষেধ করে, যাহারা সুরপান নিবারণী সভা স্থাপন করে, তাহারা তোমাদিগের শত্রু, তোমাদের পরম বৈরী। আমি তোমাদের একজন যথার্থ হিতেচ্ছু, আমিও ভুক্তভোগী, আমার মনোবেদনা তোমাদিগকে জানাইলাম, এখন তোমাদের যাহা ভাল বিবেচনা হয়, কর। (উপবেশন)

বেষ্ট। কেষ্ট দাদা, বেশ বলিছিস। এখন দুই জনে নৃত্য করি আয়। (উভয়ে নৃত্য)

বাউলের সুর।

মন আশা যাওয়া এক্কা।
ধুমধড়ক্কা দেখ সকলি হয় ফক্কা॥
চক্‌চকি চাক্‌চিক্য চাকি, মন জোরে দিচ্চ ছক্কা।
ভস্মেতে ঘি ঢাল্‌চো কেবল পড়ে মনের ধোক্কা॥
মন নয়-দরজার ঘরে থাক, মন বলচি তোরে পাক্কা।
এই নিশ্বাসকে বিশ্বাস করো না, কখন পাবি অক্কা॥
মন আপ্ত ধর্ম করে বেড়াও, খেয়ে ষড় রিপুর ধাক্কা।
তীর্থ ভ্রমন করে বেড়াও আর কাশী কাঞ্চী মক্কা॥

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবনাথ বাবুর অন্তঃপুর সুরবালার গৃহ।

সুর (গণ্ডদেশে হস্ত রাখিয়া) বিধি তুমি কি নির্দয়? একথা তোমাকে কে বলিবে ; আমার অদৃষ্টের লিখন, অবশ্যই ফলিবে, তোমার দোষ দেওয়া বৃথা। ভগবান তোমার মনে যে এই সকল ছিল, আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ লেখা আছে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। আমি বাপ মার বড় আদুরে মেয়ে ছিলাম, তাঁরা সাধ করে জমিদারের বাড়ি বিবাহ দিয়েছিলেন, কেননা আমি সুখী হবো। ইহা অপেক্ষা যদি আমার দরিদ্র পথের ভিকারীর সহিত বিবাহ দিতেন। তাহা হইলে আমি শত সহস্র গুণে সুখী হতাম। এখন আমি অনাথিনী, পথের ভিকারিণী। এখন আমার বোল্‌তে কেউ নেই, আমার মুখ পানে চায়, এ পৃথিবীতে একজনও দেখিতে পাই না। তবে এ পোড়া জীবন ধারণে ফল কি? পোড়া মন, তুমি কি পরে সুখী হবে আশা করিতেছ? তুমি কি পরমারাধ্য স্বামীর পদ সেবা করিবে ইচ্ছা করিতেছ? সে তোমার পক্ষে বিড়ম্বনা। তোমার অদৃষ্টে যদি সুখ থাকিত, তাহা হইলে এতদূর দুর্দ্দশা কখনোই হতো না। এখন পিতা মাতার অবর্ত্তমানে বাপের বাড়ি যাব কি বলে? আমার ভাইরা কি বলিবে? মামারা দরিদ্র, আমি গেলে তাঁদের কষ্ট ব্যতিরেকে আর কিছুই হবে না। শ্বশুর বাড়ির এই দশা হলো? তবে কোথায় যাই? কি করি? এখন কে আমার মুখ পানে চাহিবে। (ক্রন্দন) আমার শ্বশুরের অন্নছত্র ছিল, তিনি শুনেছি সহস্র সহস্র অনাথাকে প্রত্যহ অন্ন দান করতেন, আমার স্বামীও শত শত দরিদ্র লোককে প্রত্যহ অন্ন দিয়েছেন। এখন আমি এক মুষ্ঠি অন্নের জন্য লালায়িত-বাসনাভাবে গামছা পরিধান—দাসী অভাবে

দাস্যবৃত্তি। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের আর কি হইতে পারে? আমি আর কত দিন আশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিব। জগদীশ্বর, পরমপিতা পরমেশ্বর, আমাকে তোমার নিকট লয়ে যাও ; এ পোড়া মুখ আর লোকের নিকট দেখাতে চাহি না। স্বামী প্রভু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবো ; তোমার দোষ নাই, আমার পোড়া অদৃষ্টের দোষ (ক্রন্দন) না, আর বৃথা ক্রন্দন করবো না ; তারা দাদার যাবার সময় হলো। কাল যে পত্রখানি লিখে রেখেছি, সেইখানি দিই। কি উত্তর লেখেন তারির আশায় রহিলাম। পত্র একবার পাঠ করে দিই, যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে। (পত্রপাঠ)

নাথ! এ দাসী তোমার চরণ দর্শন আশায় আজিও জীবন ধারণ করে আছে, তা না হলে এতদিন পৃথিবী পরিত্যাগ করত। চাতক যেমন জলপান আশায় ঊর্দ্ধে হাঁ করিয়া বেড়ায়, এ দাসীও তদ্রূপ আপনার মুখচন্দ্র দেখিবে বলিয়া চাতকিণী হইয়া আছে। আমি তোমা বিহনে অনাথিনী পাগলিনী, কাঁঙ্গালিনী, ভিকারিণী হয়ে আছি। আমাকে, আমার বলতে কেহই নাই। আমি মাসের মধ্যে পোনেরো দিবস অনাহারে থাকি, তথাপি আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কেহই নাই। না, এ দাসী এক মুষ্ঠি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়াছে, একখানি বস্ত্রের জন্য কোপীন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে ; তথাপি দুঃখিত নহে, সে কেবল তোমার শ্রীচরণ দেখিবার মানসে। নাথ, এ দাসীর এই ভিক্ষা এই প্রার্থনা, আপনার সময় অতীত হইয়া আসিল, আপনি বাটী আসুন ; তাহা হইলেই এ দাসী চরিতার্থ হইবে, সকল কষ্ট সকল দুঃখ বিস্মৃত হইবে। নাথ, এক্ষণে আপনার দাস দাসী নাই বলিয়া কষ্ট হইবে একথা কখনই মনে স্থান দিবেন না, আপনি বাটী আসুন, আমি আপনার দাসী, আমি আপনার পদসেবা করিবো, আমি আপনার শ্রীচরণ ভূমে নামাইতে দিব না, বক্ষে ধারণ করিয়া থাকিব।

শ্রীচরণাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমতী সুরবালা

আর বিলম্ব করা হবে না, তারা দাদা এখনি বাবুর কাছে চলে যাবে, তা হলে আজ আর দেওয়া হবে না। একবার ডাকি। (উচ্চৈস্বরে) তারা দাদা, যাবার সময় আমার নিকট একবার হয়ে যেও।

নেপথ্যে। আচ্ছা যাব এখন।

সুর। (স্বগতঃ) পত্রের প্রত্যুত্তর আন্‌তে বলে দিতে হবে। তা না হলে তাঁহার মনোগত ভাব কি, জানতে পাববো না।

(তারার প্রবেশ)

তারা। কৈ কি বলবে বল, আজ আমার বাড়িতে অনেক কাজ আছে, আজ বাবুর সঙ্গে দেখা করেই চলে আস্‌বো।

সুর। (অধোবদনে) তারা দাদা, আর খালাস পেতে কয়দিন বাকী আছে।

তারা। আর দুই এক দিনের মধ্যেই আসবেন।

সুর। আচ্ছা তুমি এই পত্র খানি তাঁকে দিও। (পত্র প্রদান) আর এক খানি প্রত্যুত্তর লিখিয়ে এন। তারা দাদা, তুমিই আমার যথার্থ দুঃখের দুঃখী ; দেখ, এত পাড়া প্রতিবাসী আছে, এত লোক জন আছে, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করবার কেহই নাই। দুঃখের সময় কেহই কাহার পানে চায় না। (ক্রন্দন)

তারা। দিদি, তোমাকে কিছু বোল্‌তে হবে না, আমার যতক্ষণ জীবন থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের

কর্ম্ম করব। আর কাঁদবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে পত্রের জবাব এনে দিব।

(প্রস্থান)

সুর। আমার এ সংসারে একবার সুখের কথা কয়ে জিজ্ঞাসা করবার কেহ নাই। বসন্ত একবার একবার আসতো, ইদানি আমি খেতে পাই না দেখে, আমি একখানি ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে থাকি বলে, তাহারও আমার প্রতি ঘৃণা হয়ে থাকবে। সময়ের গুণ এমনি দুঃসময় পড়লে বন্ধু বিচ্ছেদ হয়, আপন পর হয়, দাস দাসী বিরূপ হয়। কাহারও সঙ্গে সুখাদ সম্পর্ক থাকে না।

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। কি হচ্চে সুরবালা?

সুর। বসন্ত দিদি এসেছ, এস দিদি এস, তবু ভাল তোমার যে মনে পড়লো এই ঢের! অনেকদিন আস নাই, আমি এইমাত্র মনে করছিলাম যে তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়া থাক্‌বে। তা দিদি যদি গরীবের বাড়ি এলে তো বস।

বসন্ত। (উপবেশন করণান্তর) আজ তুমি আমাকে এমন কথা বলে দুঃখ করলে কেন? আমি কি দিদি তোমার পর? বাড়িতে ব্যায়ারাম হয়েছিল বলে এ কয়দিন আসতে পারি নাই: তাহাতে তুমি আমার উপর রাগ করলে?

সুর। না বোন তা না, এখন আমার দুঃসময় পড়েছে বলে মনে মনে কত চিন্তাই হয়। দেখ না। কেন বোন আমাদের যখন ভাল সময় অর্থাৎ সুসময় ছিল, তখন পাড়ার যাবতীয় লোক আমাদের বাড়ি আস্‌তেন গল্প গাছা কর্ত্তেন, মনে মনে কত আনন্দ হতো। এখন দেখ— কর্ত্তার জেল হওয়া পর্য্যন্ত কেহই আমাদের বাড়ির চতুঃসীমায় আসেন না, আমার সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যান।

বসন্ত। আমার ভাই সেরূপ স্বভাব নয়। আমায় দেখ না কেন বোন্ আগেও যা ছিল, এখন তার কিছু বৈলক্ষণ্য দেখেছ?

সুর। না বোন তোমাতে আমাতে তো সে ভাব নয়। বোধ হয় যেন আমরা দুজনে এক মায়ের পেটে জন্মেছি।

বসন্ত। তা আবার বলতে? আচ্ছা শিব বাবুর আসবার আর কত বিলম্ব আছে?

সুর। আর বড় বিলম্ব নাই, দুই একদিনের মধ্যে খালাস পাবেন।

বসন্ত। আহা, ভগবান তাই করুন। শিব বাবুর সুমতি হউক, সুসরস্বতী স্কন্ধে চাপুন, বাড়ি আসুন, এইবার কিন্তু বোন তুমি হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে বুঝিয়ে বলো।

সুর। তা কি দিদি তোমাকে বলতে হবে?

বস। আহা, শিব বাবু এত বড় লোকের ছেলে যাঁর বাপের নামে বাঘে গরুতে একত্রে জল খেত, যাঁর টাকায় ছাতা ধরত, যাব টাকাতে শুক্‌তি বাদ যেত, তাঁর ছেলে হয়ে কি না সামান্য ২০/৩০ হাজার টাকার জন্য জেলে বাস করতে হলো। ছিঃ ছিঃ এ কি কম ঘৃণার কথা গা। দেখেছ বোন্ ইদানী শিব বাবুর কি বিশ্রী চেহারা হয়েছিল। আহা! অমন কার্ত্তিকের মত চেয়ারা, চাঁপা ফুলের মত রং; গোলগাল শরীর খানি; এদিকে একেবারে বিবর্ণ হয়েছিল। বাস্তবিক দেখ্‌লে চক্ দিয়ে জল পড়তে থাকে। বিরাজী বেটীই তো শিব বাবুর সর্ব্বনাশ কল্লে; যথা সর্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিলে ভাল ভাল কাশ্মীরি শাল, বারাণসী কাপড়, মুক্তার মালা, জড়োয়া গয়না, এ ছাড়া নগদ প্রায় একলক্ষ হবে।

সুর। দিদি ও সকল কথা আর মুখে এন না প্রাণটা হুঃ হুঃ কর্ত্তে থাকে। এত টাকা বৃথা অপব্যয় করলেন, কিন্তু এখন আমি অন্নের জন্য লালায়িত। (ক্রন্দন)

বস। ছিঃ বোন্ কেঁদ না, অদৃষ্টের লিখন কেহই খণ্ডন কর্ত্তে পারে না।

সুর। বসন্ত দিদি, আজ তারা দাদাকে দিয়ে একখানি পত্র পাঠিয়েছি, আর প্রত্যুত্তর আনবার জন্যও লিখে দিয়েছি। তাই তো তারা দাদা বলে গিয়েছিল যে শীঘ্র আস্‌বে। কিন্তু এক্ষণেও আস্‌চে না কেন?

বস। যদি শীঘ্র আসবে বলে গিয়ে থাকে, তা হলে আসে আর কি ভাবনা কেন?

সুর। তা নয়—তবে কি না মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে।

(তারার প্রবেশ)

বস। এই তুমি যার জন্য ভেবে আকুল হয়েছিলে, সেই এসেছে। শিব বাবু কিছু চিঠির জবাব লিখেছেন?

তারা। লিখেছেন এই নাও। (পত্র-দান)

সুর। দেখি, দেখি একবার, আমার মনটা কেমন করচে।

বস। ভয় নাই, আমি খেয়ে ফেলবো না।

সুর। রাগ করলে বোন? আমার মনটা নাকি বড় ব্যাকুল হয়েছে, তাই পত্রখানি পড়বার জন্য কিছু ইচ্ছুক হয়েছি।

বস। আচ্ছা তুমি একটু চেঁচিয়ে পড়, আমি শুনি।

সুর। সে ভাল কথা—(পত্র পাঠ) "তোমার আর আদর কাড়াতে হবে না, তোমার আর ভাল বাসা জানাতে হবে না, আমি সব জানি। তুমি অনাথিনী, কাঙ্গালিনী, ভিখারিনী হলে তো আমার সকলই বয়ে গেল। আমার বিরাজ বেঁচে থাক, তা হলেই আমি সুখী হবো। তুমি মর আর বাঁচ তাতে আমার ক্ষতিও নাই লাভও নাই। তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর—আমার আশায় থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

বস। শিব বাবু কি নিষ্ঠুর, এমন শক্ত-শক্ত কথাগুল কি করে লিখেছেন?

তারা। আমি চল্লাম, অনেক দরকার আছে। (প্রস্থান)

সুর। (বসন্তের গলা ধরিয়া) দিদি, আমার এ সংসারে আর কেহই নাই। (ক্রন্দন) আমি এত দিন যাঁর মুখ পানে চেয়ে ছিলেম, যাঁর জন্য এতদিন এই শরীর মাটি করেছি তিনি আজ আমাকে এমন হৃদয় বিদারক কথা কি করে বল্লেন? বিরাজ তাঁর আপনার হলো, আর আমি পর হলেম? আমি মরে যাই, আর বেঁচে থাকি, তাঁর তাতে লাভ নাই ক্ষতিও নাই, তার বিরাজ বেচে থাকলেই হলো। (ক্রন্দন) এ কথা শুনে আমার শরীর কাঁপচে, আমার বুক দুড় দুড় কচ্চে। একথা শুনে এখনও আমি মরি নাই কেন? নিষ্ঠুর প্রাণ, তুই এই বিদীর্ণকর কথা শুনে এখনও এই পোড়াদেহে রহেছিস। তোরেই ধিক! তোর কি অভাগিনীকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করচে না? (ক্রন্দন) বসন্ত দিদি, তুমি আমার মার পেটের বোনের মত, তুমি যদি আমাকে, সুখী করতে চাও, তা হলে তরোয়ার দিয়ে আমার মাতাকে দ্বিখণ্ড করে ফেল। আমার শরীর শীতল হউক, মন ধৈর্য্যাবলম্বন করুক, প্রাণ ঠাণ্ডা হউক। আমি আর মনের আগুণে জ্বলতে পারি না। (মূর্চ্ছা)

বসন্ত। আহা, ছুঁড়ির কি কষ্ট গা—একটু বাতাস করি (তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন) তাই তো শিব বাবুর আজিও চৈতন্য হলো না? তিনি কচি খোকা নন যে তাঁরে বুঝাতে হবে। সে কি গো? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আর কিছু নয় ছুড়ি পাগল হয়ে গেল আর কি? একে সুরর মূর্চ্ছাগত পীড়া আছে, তার উপর আবার এই কষ্ট, এই যাতনা।

সুর। দিদি, আমাকে বিদায় দাও—এ যাত্রা—তোমার নিকট আমার এই শেষ ভিক্ষা—তোমার নিকট যে অপরাধ করেছি, তাহা ক্ষমা কর—(ক্রন্দন)

বসন্ত। ছিঃ তুমি তো অবুঝ নহ। অমন সব পাগলামি করে। শিব বাবু রাগের মাতায় কি লিখেছেন, সেইটা কি ধর্ত্তে হয়? তিনি বাড়ি আসেন দেখ না—তিনি তোমারই হবেন। আচ্ছা আমি এখন বাড়ি চল্লাম্। বাড়ি গিয়াই মল্লিকাকে পাঠিয়ে দিব। তুমি উঠে বস।

সুর। দিদি ক্ষমা কর—আমার অপরাধ লইও না—

বসন্ত। ছিঃ পাগল কোথাকার। আমি মল্লিকাকে এখনি পাঠিয়ে দিতেছি। (প্রস্থান)

সুর। স্বামী—গুরু—প্রভু তোমার নিন্দা করা তোমার অপযশ করা আমার কখনই উচিত নয়। "আমার বিরাজ বেঁচে থাক্ তা হলেই আমি সুখী হবো" এই কি তোমার উক্তি হলো? নাথ এ দাসী তোমার চরণে কত অপরাধ করেছে, এ দাসী তোমাকে কত জ্বালাতনই করেছে। তা কেন জীবীতেশ্বর তুমি আমাকে একদিনের জন্য বল নাই। এ দাসী পৃথিবী পরিত্যাগ করে, আর থাকবে না, আর তোমার সুখের পথে কণ্টক হবে না। নাথ, তুমি মনের সুখে থাক, তুমি চিরসুখী হও। এই আমার ইচ্ছা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তোমাকে কখন অসুখী করবেন না। "বিরাজী বেচে থাকলেই তোমার সুখ,—আর কণ্টক হবো না।" (গলদেশে ছুরিকাঘাত পতন ও মৃত্যু)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোনাগাছী—বিরাজের বাটী

(বিরাজ আসীনা)

বিরাজ। (স্বগতঃ) তাই তো ছোট রাজা বাহাদুর আজ কয়দিন আস্চেন না কেন? আমার বোধ হয় সেই যে বাড়িখানা কিনে দিবার কথা বলেছিলেম তাইতে বোধ করি পেচিয়েছেন। তা আমাকে বল্লেই হতো—আমি কি টাকা দিতে পারতেম না। আমি আজিও এত গরীব হই নাই যে একখানা বাড়ি ১০/২০ হাজার টাকা দিয়ে কিন্তে পারি না। আজ বোধ করি আস্বেন—এলে পরে খুব কাড়ব এখন।

নেপথ্যে। বিরাজ আমার ফেরজা বিবি।

বিরাজ। কে গা? (স্বগতঃ) এ তো রাজা বাহাদুরের মত গলা নয়, তবে আবার কে এল। আবার আদর করে ফেরজা বিবি বলে ডাকা হচ্চে?

নেপথ্যে। চিন্তে পারবে না, একবার দ্বারটা খুলে দিতে বল তো দেখা করে যাই।

বিরাজ। নাম না বল্লে দ্বার খোলা হবে না।

নেপথ্যে। আমার নাম শিব।

বিরাজ। আচ্ছা যাচ্চে। (স্বগতঃ) হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) শিবনাথ বাবু জেল থেকে এসেছে, আজ বিলক্ষণ এক চোট বোল্তে হবে।

(শিবনাথের প্রবেশ)

শিব। প্রাতঃপ্রণাম, কোটী কোটী প্রণাম তব চরণে। বাবা ফিরে আসবো আর মনে ছিল না।

বিরাজ। তারপর শিবু বাবু শ্বশুর বাড়ি থেকে এলে কবে?

শিব। শ্বশুর বাড়ি—সে যে যমের বাড়ি।

বিরাজ। এই যে বেশ মোটা হয়েছ দেখতে পাচ্চি?

শিব। তোমার চকে আগুণ লাগুক। আমি ছিলেম সেখানে মরে, উনি বল্লেন তুমি মোটা হয়েছে।

বিরাজ। সে যাহা হউক শ্রীঘর শ্রীমন্দির থেকে কবে এলে?
শিব। এই মাত্র আসচি, এখনও বাড়ি যাই নাই। তোমার উপর নাকি আমার প্রাণ পড়ে আছে, তোমার মুখ খানি আমার শয়নে স্বপনে মনে পড়তো তাই একবার দেখতে এলাম।
বিরাজ। বাড়ি আর যাবে কোন চুলয়?
শিব। কেন আমার বাড়ি কি হয়েছে?
বিরাজ। সে বিক্রয় হয় নাই?
শিব। তা কি হবার যো আছে। সে যে দেবত্তর।
বিরাজ। তারপর জেলখানায় কেমন থাকা হয়েছিল। কেমন সুখে ছিলে?
শিব। না বাবা সেখানে কিছু মাত্র কষ্ট ছিল না ডাক্তার রহেছে, কবিরাজ রহেছে, চাকর রহেছে, ব্রাহ্মণ রহেছে। কোন অসুখ ছিল না। আর সেখানে অনেক বন্ধু বান্ধব হয়েছিল, আমার আসবার ইচ্ছাই ছিল না। বড় সুখের স্থান।
বিরাজ। এখন বাড়ি যাও। গিন্নি ভেবে অস্থির হয়েছে।

ওহে শিবনাথ বাবু,
এখন হয়েছ কাবু,
রহিল কোথায় তাঁবু?
বাড়ি ফিরে যাও বাবু॥

শিব। এত তাড়াবার জন্য চেষ্টা কেন?
বিরাজ। তা নয় ভাই—ছোট রাজা বাহাদুর এখনি আসবেন, তিনি যদি তোমাকে এখানে দেখতে পান, তা হলে আমাকে কেটে টুকর টুকর করে জলে ভাসিয়ে দিবেন, তাই বলছিলাম বাড়ি যাও।
শিব। (স্বগতঃ) দুঃসময় হলে কেহই মান্য করে না, এই বিরাজ আগে কত মনোরঞ্জন করত, এখন আমার কপাল ভেঙ্গেছে বলে ভাল করে কথা কয় না। হাঃ পোড়া অদৃষ্ট, হাঃ পোড়া কপাল, হাঃ বিধি, আমার অদৃষ্টে কি এতদূর অপমান লিখেছিলে? (প্রকাশ্যে) তা এত অপমান করিবার প্রয়োজন কি? দ্বার খুলে না দিলেই হতো।
বিরাজ। অপমানটা আর কি করলেম? নাতি মারি নাই, জুতা মারি নাই, যোঙ্গরা মারি নাই—এতে আর অপমানটা কি করা হলো? বলবার মধ্যে বলেছি বাড়ি যাও?
শিব। এর অপেক্ষা ভদ্রলোককে আর কি বল্‌তে যাও?
বিরাজ। আজ কালি যে ভারি অভিমান হয়েছে। এই যে কথায় কথায় বলে, "ভাঁড় আছে কর্পুর নাই" তোমারও তাই হয়েছে দেখতে পাই যে।
শিব। আমার ঘাট হয়েছে—তোমার বাড়ি এসেছি, এই আমার বাবার ঘাট হয়েছে। এই নাকে কানে খত দিলেম, আর কখন বেশ্যালয়ে যাব না। তোমার বাড়ি যদি না আসতেম তা হলে কি আজ আমার এ দুর্দ্দশা হয়? তোমার বাড়ি এসেই তো আমার ভিটে মাটি চাটি হয়েছে। এখন পথে পথে দ্বারে দ্বারে রাস্তায় রাস্তায় সাধারণকে সাবধান করে বলে বেড়াব, আর যেন কোন ভদ্রলোক বেশ্যালয়ে না যান। আমার বাপের অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার পাদপদ্মে ঢেলেছি, এখন একবার তোমার বাড়ি এসে বসেছি, বলে বেরিয়ে যেতে বলো? আমি ঠেকে শিখলেম্; এখন আমি সকল ভদ্র সন্তানকে সাবধান করে দিব, কেহ যেন বেশ্যার মায়া কান্নায় ভুলে না যান। আমি বিপুলার্থ ব্যয় করে বেশ্যার প্রিয় হতে পারলেম না, আর লোকে দুই পাঁচ শত টাকা দিয়ে তাদের প্রিয় হবে, বড় আশ্চর্য্য।

আর বসিব না, যাই রাস্তায় রাস্তায় বলে বেড়াইগে কোন ভদ্র সন্তান আর যেন আমার মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হন।

(বেগে প্রস্থান)

বিরাজ। আহা, শিব বাবুকে এতদূর অপমান করা ভাল হয় নাই—যার হতে আমি এত বিষয় করলেম, যার হতে মুক্তার মালা হীরে জহরৎ পরলেম, যার হতে এখন রাজা রাজরা পেলাম, তারে এতদূর বলা ভাল হয় নাই। আমার পোড়ার মুখ, আমার পোড়া কপাল। যাই একবার বারন্দা থেকে ডাকি গিয়ে। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবনাথ বাবুর বৈঠকখানা।

(শিবনাথ বাবু একাকী উপবিষ্ট)

শিব। তাই তো বিরাজী বেটীকে জব্দ করি কি করে—বিরাজী আমার যথা সর্ব্বস্ব নিলে, পথের ভিকারী করলে আমাকে জেলে বাস করালে। এর চেয়ে ভদ্র সন্তানের আর কি হতে পাবে? আমি তো বিলক্ষণ ঠেকে শিখেছি, এখন অন্যান্য ভদ্রসন্তানকে কি করে বারণ করি? তাঁদের বাড়ি বাড়ি বলে বেড়ান হতে পারে না, তা হলে লোকে গায়ে থুথু দিবে। তবে কি করি? একখানি বিজ্ঞাপনে আমার দুর্দ্দশাটী বিশেষ করে বর্ণনা করিয়ে ছাপাইয়া রাস্তা রাস্তায় গলি গলি মেরে দিই; লোকে পড়ে অবশ্যই বেশ্যালয়ে যাইতে ঘৃণা করবে। সে যাহা হউক আমার এত বড় বাড়ি জন শূণ্য হয়েছে, যে বাড়িতে লোক ধরত না, যে বাড়িতে নিত্য ক্রিয়া কলাপ হতো, যে বাড়িতে বার মাসই ব্রাহ্মণ ভোজন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ হতো, সেই বাড়ি আজ জঙ্গলে আবৃত হয়ে আছে। যে বাড়িতে প্রবেশ করলে লোকে খুসি হতো, সে বাড়িতে প্রবেশ করতে শরীর ভয়ে কম্পবান হয়, এখন শিয়াল কুক্কুরের বাসস্থান হয়েছে। যে বৈঠকখানায় বড় বড় গাহকে অষ্টপ্রহর নানা প্রকার রাগ-রাগিণী মিলাইয়া সংগীত করত, সে বৈঠকখানা এখন চড়াই পক্ষির আবাস স্থান হয়েছে। তাহারা কিচ্‌মিচ্ করে আপনার মনের সাধে গান করচে। যা হোক, এখন তো বাড়ি এলেম, কি করি কোথায় যাই? এদেশে তো যতদূর অপমান হবার তা হয়েছি; এখানে থাক্‌লে অপমান ভিন্ন মান বৃদ্ধি হবে না, জগদীশ্বর কাহাকে ভাঙ্গচেন, কাহাকে গড়চেন। কিছুই বলবার যো নাই। ভগবান, আমার অদৃষ্টে যে এতদূর অপমান, এতদূর কষ্ট লিখেছিলেন, এ স্বপ্নের অগোচর। দয়াময়! আর পৃথিবীতে থাকতে চাই না, এখন আমাকে শীঘ্র শীঘ্র তোমার কাছে নিয়ে চল তা হলেই এ জলন্ত শরীর নির্ব্বাণ হবে। পরমেশ্বর আমাকে কেন দীন দরিদ্রের ঘরে পাঠাও নাই, তা হলে তো আমার মান অপমানের ভয় থাকতো না, আর আমার এমন নীচ প্রবৃত্তিও হতো না। জগদীশ্বর সে যা হবার তা হয়েছে, এখন আমাকে শীঘ্র শীঘ্র ডেকে নাও। আর এক মুহূর্ত্ত পৃথিবীতে থাকতে ইচ্ছা হয় না। (মৌনভাবে উপবেশন)

নেপথ্যে। বাড়িতে কে আছ গা?

শিব। কে ও এই দিকে এস।

(মধুর প্রবেশ)

মধু। কবে এলে শিব বাবু? কেমন আছ তা বলো? (উভয়ে কোলাকুলি)

শিব। আর মধু দাদা কেমন আছি? আমাতে কি আর আমি আছি? যা দেখ্‌চো কেবল কায়াটা আছে। আমি কাল রাত্রে এসেছি। তুমি কবে এলে বল?

মধু। আমি এই মাত্র আস্‌ছি। এখনও বাড়ি যাই নাই, মনে করলেম তুমি এসেছ কি না একবার দেখা করে যাই।

শিব। তা বেশ করেছ, আমাকে না কি তুমি যথেষ্ট ভালবাস, তাই এলে। আচ্ছা গোপাল, তারিণী কোথায়?

মধু। আমি শুনেছি, তারা উভয়েই মারা গিয়াছে।

শিব। কেমন করে মারা গেল?

মধু। শুনেছি, গোপাল যশোহর জেলে রক্ত বমন করে প্রাণত্যাগ করেছে। আর তারিণী যখন বর্দ্ধমানে ছিল, তখন ম্যালিরিয়া জ্বরে ভুগে ভুগে প্রাণত্যাগ করেছে।

শিব। আচ্ছা, গোপালের তো কন্‌জম্‌সন্‌ ছিল না? আমার সঙ্গে এতদিন বেড়িয়েছে, কৈ তা তো কখন দেখি নাই।

মধু। রক্ত উঠা কাশ আগে বুঝি মানুষের থাকে? জেলে গেলেই মারের ধমকে, আর কল ঠেলে আপনা আপনিই রক্ত উঠতে থাকে।

শিব। বল কি?

মধু। তা নয় তো কি? তোমরা তো দেওয়ানী জেলে ছিলে; সেখানে আর কষ্টটা কি বলো? খাও দাও নিদ্রা যাও। বাবা যদি ফৌজদারী জেলে যেতে, তা হলে আজ ও হাড় ক'খানা খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি নাকি নিতান্ত আটকপালে ছেলে, আর মা বলতেন আমি নাকি এগারো মাসে হয়েছিলেম, সেই জন্যে হাড় ক'খানা ফিরিয়ে এনেছি।

শিব। বল কি? এ যে ব্রিটিশ রাজত্ব?

মধু। তা বলে কি হবার যো আছে। গবর্ণমেন্ট কি বলে দিয়েছেন, যে দশ বেত সহ্য করতে পারবে না, তাকে কুড়ি বেত মারবে। যে আধঘণ্টা কল ঘুরাতে পারবে না, তাহাকে দুই ঘণ্টা কল ঘুরাতে দিবে। যে একমন পাথর ভাঙ্গতে পারবে না, তাকে পাঁচ মন পাথর ভাঙ্গতে দিবে। ও সকল কর্ম্মচারী বাহাদুরেরা যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা, তাহাকে সেই রূপ খাটিয়ে নেন।

শিব। বল কি এমন গতিক?

মধু। হ্যাঁ ভাই, আমার পেটে এখনও অনেক কথা আছে, এখন বলবার সময় নাই।

শিব। মধু দাদা তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না। দেখ এত বড় বাড়ি জনপ্রাণী নাই।

মধু। কেন তোমার স্ত্রী?

শিব। সে বাড়ির ভিতর একা আছে বইতো নয়।

মধু। ধন্য মেয়ে যাহা হউক, ধন্য বুদ্ধিমতী, একেলা তবু তো সংসার করচে।

শিব। হ্যাঁ তা আবার বলতে।

মধু। তবু তুমি তাকে দেখতে পারতে না, সে সর্ব্বদাই ক্রন্দন করতো।

শিব। সে যাহা হউক। এখন কি করা যায় বল দিখিন। মধু দাদা বল্‌তে কি আমার তো এদেশে থাকতে এক মুহূর্ত ইচ্ছে করে না। যে দেখ্‌বে সেই গায়ে থুথু দিবে।

মধু। আমি এইবার কাশীবাস করবো মনে কচ্চি। স্ত্রী পুরুষে কাশী গিয়ে থাকবো।

শিব। মন্দ কথা নয়। বেশ বলেছ। আমিও বাড়িঘর খানা বিক্রয় করে স্ত্রী পুরুষে কাশী গিয়ে থাক্‌বো। তবে একত্রে যাওয়া যাক চল। এ মন্দ পরামর্শ দাও নাই।

মধু। তা হলে বড় ভাল হয়। আমরা সকলে একত্রে থাকবো। ভগবান্ এক রকম না রং চালিয়ে দিবেন।

শিব। তবে বাড়ি খানা যাহাতে বিক্রয় হয়, তাহার চেষ্টা করি।

মধু। হ্যাঁ তা করবে বই কি।

শিব। তবে তুমি এখন বাড়ি যাও, মোদ্দা শীঘ্র এস।

মধু। আস্‌বো বই কি। (প্রস্থান)

শিব। তাই তো সুরবালার কাছে কি বলে মুখ দেখাই। যাই দেখি গিয়ে। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(শয্যা উপরে সুরবালার মৃতদেহ)

শিব। (স্বগতঃ) তাই তো সুরবালার কাছে কি করে মুখ দেখাবো? এই কাল অমন কর্কশ চিঠি লিখেছিলেম, আজ কি বলে সম্ভাষণ করবো? আমার সুরবালা সেরূপ লোক নয়। আহা, ভগবান আমাকে এমন স্ত্রী দিয়েছেন, কিন্তু যথার্থ কথা বোলতে কি আমি এক দিনের জন্য তাকে সুখী করলেম না। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করতঃ দৃষ্টি) এই যে সুর একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করি নিদ্রা যাচ্চে। আহাঃ সুর এতদূর কষ্ট পেয়েছে, এত যন্ত্রণা সহ্য করেছে। তবু দুঃখিত নহে। দিব্য অকাতরে নিদ্রা যাচ্চে। এমন স্ত্রীকেও আমি যন্ত্রণা দিয়েছি। (নিকট গমণ করতঃ শর্য্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান) আহা, এমন সুখে নিদ্রা যাচ্ছে, এ নিদ্রা ভঙ্গ করিলে মহাপাতক হয়। আমার সুর কত কষ্ট পেয়েছে, উদরান্নের জন্য কত ক্লেশ পাচ্চে, চাকর চাকরাণী না থাকাতে নিজে দাসীর কাজ পর্য্যন্ত করছে, এ সকল মনে পড়লে আর জ্ঞান থাকে না। কতবড় লোকের বউ, আমার স্ত্রী হয়ে এতদূর দুঃখে পড়বে, এ স্বপ্নের অগোচর। আমি শত শত লোককে অন্নদান করেছি, আমার অন্নে কত লোক প্রতিপালিত হয়েছে; আজ কি না আমার স্ত্রী অন্নাভাবে মারা পড়তে বসেছে। বিরাজ কিনা আমার বেশ্যা, সে আমার ধনে বড় মানুষ হয়ে গেল, দশ পনেরো জন দাস দাসী নিযুক্ত রেখে পালঙ্গ থেকে নিচে পায় দেয় না। আর আমার বিবাহিতা স্ত্রী কি না নিজে দাস্য বৃত্তি করচে, এও আমাকে দেখতে হলো। জগদীশ, আমাকে জেলে মেরে ফেল্লে না কেন? তা হলে তো আমাকে আজ এ সকল দেখতে হতো না। (প্রকাশ্যে) সুরবালা উঠ, আমি এসেছি। আমার সঙ্গে দুটো কথা কহ, তার পর আবার সুখে নিদ্রা যাইও এখন। এই যে আমি যে পত্রখানি লিখেছিলেম, সেখানি সুরর বক্ষস্থলে রয়েছে, এই বেলা তুলে নিই (গ্রহণ) এ পত্র খানি ছিঁড়ে ফেলি। আমি যে শক্ত শক্ত কথাগুল লিখেছিলাম তাইতে বুঝি সুর আজ আমার সঙ্গে কথা কহিবে না, রাগ করেছে। তা ভাই, গলায় কাপড় দিয়ে বলছি আমার উপর আর রাগ কর না। না বুঝতে পেরে লিখেছিলাম। (উচ্চৈস্বরে) সুরবালা উঠ, আমার উপর কতক্ষণ রাগ করে থাকবে? আমি তোমার কাছে অনেক বিষয়ে অপরাধী বটে, তা বলে কি একেবারে ত্যজ্য? তা আমাকে যদি ত্যাগ করতেই হয়, তা উঠে বল যে আমি তোমাকে চাই না; আমি এখনই বাটি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমার ঘাট হয়েছে আমাকে মাপ কর।

যদি আমাকে পায়ে ধরতে বল তাতেও আমি রাজী আছি। (পদযুগল ধারণ) একি বিছানায় রক্ত কিসের? অ্যাঁ! এই যে সুরবালার কাপড় রক্তে ভেসে গিয়েছে! (হস্ত ও বক্ষস্থল দেখিয়া) এমন কাজ কে করলে? (চিৎকারস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) হা ভগবান, আমাকে আজ এই দেখতে হল? শূন্য বাড়ী পেয়ে কোন্ দুরাত্মা আজ আমার এ সর্বনাশ করে গিয়েছে। রে দুরাত্মা তুই যদি এ খানে থাকিস, তো আয়। এসে আমাকেও বধ করে যা। আমার সুরবালা যেখানে গিয়েছে, আমিও সেইখানে যাই। রে পাপিষ্ঠ, আমার প্রাণ পুত্তলিকাকে হত্যা করে লুক্কাইয়া রয়েছ। ভয় নাই--ভয় নাই—আমি তোমাকে হত্যা করব না, আমি তোমাকে পুলিসের হস্তে দিব না, যে কেহ তুমি হও, আমার কাছে এস— আমি অভয় দান করিতেছি। আমার বন্ধু হও হলে, আমার শত্রু হও হলে ; আমি যে কালে একবার অভয় দান করেছি, সেকালে তুমি অবধ্য। (সুরর মুখের উপর পড়িয়া) প্রাণেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী আমাকে বল কে তোমার এরূপ করলে, আমি তাহাকে এখনি পাপের প্রতিশোধ দিব। (বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া) আহা প্রিয়ে বল্‌লে না। (ক্রন্দন) না, অন্য কেহ তোমাকে হত্যা করে নাই, তুমি তো কাহার অনিষ্ট কর নাই। তুমি তো ইহজীবনে কাহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ কর নাই। এই যে তোমার হস্তেই ছুরি রয়েছে। ও হো বুঝেছি, আমি যে নিষ্ঠুর পত্রখানি তোমাকে লিখিছিলেম, তাই পড়েই তুমি এরূপ কাজ করেছ। তবে আমিই তোমার হন্তা—আমাকে উচিত শাস্তি দাও। প্রিয়ে তুমি আর একদিন অপেক্ষা করতে পারলে না? আমাকে কেন তুমি স্বহস্তে হত্যা করলে না, তা হলে তো তোমার রাগ পড়তো। তুমি এরূপ আত্মহত্যা করে কেন আমাকে শোকে অধীর করলে? জগদীশ, আমি মহাপাপী। আমার পাপের সীমা পরিসীমা নাই ; ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি আমাকে বলে দিন? স্ত্রী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত জীবনদণ্ড অপেক্ষা যদি কিছু গুরু দণ্ড থাকে, আমাকে আজ্ঞা করুন আমি প্রস্তুত আছি। প্রিয়ে, আমার জেলই তোমার মৃত্যুর কারণ হলো, আমি যদি জেলে না যেতেম তা হলে কখনই তোমার এ দশা ঘটত না। সুরবালা, তুমি যে ছুরিকাতে আত্মহত্যা করেছ, আমিও আজ সেই ছুরিকা দ্বারা প্রাণত্যাগ করবো। জগদীশ্বর তুমি সাক্ষী— আমার পাপের প্রতিফল তুমি দিও। সুরবালা, আমি চল্লুম, চল্লুম, চল্লুম। (ছুরিকাঘাত পতন ও মৃত্যু)

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত

টাইটেল দর্পণ।

বা

সুখে থাক্‌তে ভুতে কিলোয়।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ পালিত এম, এ, বি, এল

প্রণীত।

" লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ।। "

এস, সি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স দ্বারা প্রকাশিত।

হিন্দুপ্রেস

৬১ নম্বর আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

শ্রীগোপালচন্দ্র মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের সম্মুখে বিশ্বরূপ অভিনয় গৃহ পতিত রহিয়াছে তথাপি অনেকে ভ্রম প্রমাদ বশতঃ নাটক লিখিতে অভিলাষ করেন। হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস যে কোন রসের আস্বাদন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইবে আমরা এই বিশাল নাট্যমন্দির মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদিগের সকল আশাই পরিপূর্ণ হইতে পারে। যাহা হউক এস্থলে আমাদিগের উক্তরূপ মহৎ বিষয়ের আলোচনার আবশ্যকতা নাই। প্রিয়নাথ বাবু এই প্রহসন খানি প্রণয়ন করিয়া জন সমাজে নীত করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য কেবল জন সমাজকে হাসাইবার নিমিত্ত নহে। যাহাতে লোকে মোহবশতঃ মনুষ্য প্রদত্ত পুরস্কারের আশায় ধাবমান না হয়, যাহাতে তাহারা সলিল ভ্রমে মায়াবিনী মরীচিকার প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ বিপজ্জালে জড়ীভূত না হয়, যাহাতে তাহারা স্বীয় অসামর্থ্য বুঝিতে পারিয়াও অত্যুন্নত মেরু শিখর উল্লঙ্ঘন করিতে অভিলাষী হইয়া পরিশেষে বিকলাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত না হয়, ইহাই তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মূখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে যদি পাঠকগণ অন্যবিধ মনে করেন, তবে তাঁহারা একবার পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন যে তাহাদিগের নিকটেও তাঁহাদিগের শিখিবার বিষয় আছে।

ইতি।—

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

আশুতোষ বাবু	...	রাজা টাইটেলপ্রাপ্ত ব্যক্তি (নায়ক)
গোরাচাঁদ	...	আশুবাবুর পুত্র।
নদের চাঁদ	...	আশুবাবুর ভাগিনেয়।
দীনবন্ধু	...	আশুবাবুর মোসাহেব।
সত্যবাবু	...	একজন প্রতিবাসী।
তারক, উত্তম, সুরেন, বিপীন	...	গোরাচাঁদের ইয়ার গণ।

আরদালী, দ্বারবান, ভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রী।

পান্নামতী	...	আশুতোষ বাবুর স্ত্রী (রাণী)।
প্রমীলা	...	আশুতোষ বাবুর পুত্রবধু।
নেপী	...	দাসী।

কাপড়ওয়ালী, মুক্তওয়ালী ইত্যাদি।

সুখে থাক্‌তে ভুতে কিলোয়।

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আশুতোষ বাবুর বৈঠকখানা।
আশুতোষ ও নদের চাঁদ আসীন।

আশু। তোমায় বলব কি আর, সেবেটার যে খোসামোদ করিচি, রাম রাম রাম—এমন খোসামোদও কি কখন মানুষে মানুষের করে!

নদে। আজ্ঞে—তা এখন কাযত সফল হয়েছে। দেখুন্ আপনার এ টাইটেলটা[১] পাওয়াতে আপনার মুখ কেমন উজ্জ্বল হলো। আর আমাদেরও বল্‌তে হবে। কারণ আমি এখন পাঁচটা সভাতে জাঁক করে বল্‌তে পার্‌ব যে আমার মামাবাবু রাজাবাহাদুর।

আশু। হ্যাঁ—রাইচরণ বাবুর খোসামোদ কত্তে পাল্লে লাভ আছে, এখন সে হাতে মাথা কাট্‌চে বল্লে হয়। তা বৈকি—মুখ উজ্জ্বল হলো তার আর সন্দ[২] কি?

নদে। রাইচরণ বাবুকে আমরা কত জিনিষই প্রেজেন্ট দিয়িছি, এই কোথা তোমার গিয়ে নেপোলিয়ান প্রাইসের সাবান এক বাক্‌স, এই কোথা গস্ নেলের হোয়াইট রোজ্, এই কোথা ইস্মিথের লেভেণ্ডার—

আশু। আরে ওসব তো আছেই, এসওয়ায় খাবার দাবার কত রকম—

নদে। সে কি আর আমি জানিনে? কোথায় পেস্তার বর্ফি কোথা—

আশু। আবার সেই তুমি একদিন বিষ্টিতে ভিজে ভিজে কেষ্টনগর থেকে সর্‌পুরিয়া নিয়ে এলে—

নদে। আজ্ঞে সে কথায় কায কি আর। আঁবই[৩] কত রকম দেওয়া হয়েছে ২০ টাকা শ = ২৫ টাকা শ নেংড়া, বোম্বাই, হীমসাগর, সীতে ভোগ, আবার কি বলে—সাহেব খায় বিবি চায় নানা বিধ—

আশু। যাহোগ আমার কায সিদ্ধি হয়েছে ত?

নদে। আজ্ঞে সিদ্ধি বলে সিদ্ধি—এখন চিরকালের জন্যে। আপনার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অপ্পার্ টেন থাউজেণ্ডের মধ্যে গণ্য হবে। পূর্ব্বকার সব ইয়েই ঢেকে যাবে।

আশু। তা বৈকি নদের চাঁদ, আর কি কেও আমাদের জেটের ঘোঁট্ কত্তে পার্‌বে। এখন রাইচরণ বাবু আমার সহায় হলো, আমি এখন উচুঁদরের কায়েৎ।

নদে। সুদু উনি কেন—ওঁর দলস্থ সকলেই—এই ধরুন্‌গে আমাদের প্রতাপনারাণ-বাহাদুর, তবেগে আমাদের মহারাজ প্রভাসকৃষ্ট সকল—বড়লোকই ধত্তে গেলে রাই বাবুকে লিডার বলে মানে।

আশু। আমাকেও এখন থেকে মান্‌তে হবে।

নদে। তা মানলেইবা। কত রাজা রাজরা গড়াগড়ি যাচ্চেন্ তার বৈঠকখানায়। জেতে ছোট হলে কি হয় মানেত বড়।

আশু। তা নৈলে আর আমি কায়েৎ বাচ্ছা হয়ে তাকে দাদা দাদা করি—তোর পায়ে পড়ি না তোর কাজের পায়ে পড়ি—সে বেটা আমার ছেলের বয়িসি হুঃ—

নদে। তা এ আমরা ঘরে ঘরেই জান্‌লেম। কল্‌কেতার আর আর মামুরা জানবে যে আশুতোষ বাবুকে সাহেবরা কম্‌পিটেন্ট ভেবে ডেকে খেতাব দিয়েছে।

আশু। এখন আমাকে সব চাল্ চুল্ বাড়াতে হচ্ছে—

নদে। এখন উচুদরের লোকের মতন চল্‌তে হবে।

আশু। আচ্ছা তুমি এক কাজ কর, গোটা দুই জাঁদরেল গোচের দর্‌ওয়াণ এনে তাদের পোষাক আর তক্‌মা[৪] পরিয়ে দিয়ে দেউড়িতে[৫] খাড়া করে দাও আপাতক্। আমি রাজা হব জেনে এক মাস আগে থেকে তক্‌মা তোয়ের করে রেখিছি। বাড়ির সাম্‌নাটাও এক চোট্ কলি ফিরিয়ে দিতে হচ্চে।

নদে। আপনি বলে যান আমি এখনি সব কচ্চি।

আশু। আর দেখ সে বেটাদের শিখিয়ে দিও যে আমরা ডাকলে পরেই যেন "মহারাজা" বলে সাঁড়া দেয়, আর কি কথায় "হুজুর" "হুজুর" বলে। আর সব চাকর-বাকরকে বাহাদুর বলে ডাকতে বলে দাও। যেখানে তত্ত্ব তাবাস নিয়ে যাবে, সেখানে কেও জিগ্যেস কল্লেই যেন বলে যে "আমরা নিঃসম্বলটোলার রাজা বাহা—দুরের বাড়ি থেকে এলুম।"

নদে। এসব আজই এখন বলে দেব।

আশু। হ্যাঁ আর একটা কথা—বাড়ির ভেতরে দাসী মাগীদের সব শিখিয়ে দিও যেন তোমার বড় মামীকে "বড় রাণী" বলে ডাকে, আর ছোট মামীকে "ছোট রাণী" বলে ডাকে।

নদে। (সাক্ষেপে) আহা এতদিনে ছোট মামা বেঁচে থাকলে কত আমোদই কত্তেন—

আশু। আর আমার বৌমাকে যেন "বৌরাণী" বলে ডাকে। বুঝলে ত?

নদে। আজ্ঞে আচ্ছা। আর একটা কথা আপনাকে বলি। গোরাচাঁদ আমাকে কাল রাত্তিরে ডেকে বল্লে যে "দেখ দাদা এখন বাবা যেমন বড় লোক হলেন আমাদেরও সেই রকম পোজিসানে চলা উচিৎ।" আমি তাতে বল্লুম "হ্যাঁ ভাই।" তার পর আমাকে এই ফর্দ্দ খানা দিলে। এই এই জিনিষ চাই।

আশু। দেখি ফর্দ্দ খানা—একখানা পেব্‌লের চশ্‌মা সোনা বাঁধান সলোমনের বাড়ী থেকে ; সোনার ষ্টড্‌স আরলিঙ্ক হেমিল্‌টনের বাড়ী থেকে, বুড় আঙ্গুলের মতন মোটা পাতা ফেসানের চেন মেথুসনের বাড়ী থেকে, ভাল ষ্টিক্ মেকেঞ্জিলায়লের ওখান থেকে, রথার হেম্ মেকারের সোনার ঘড়ি কুককেলভির বাড়ী থেকে ; বারানসী চাদর, কিংখাপের পোষাক লিডিতে যাবার জন্যে ; সাটিনের পোষাক ইভনিং পার্টিতে যাবার জন্যে, মাদার ও পারলের অপেরা গ্লাস নিউমানের বাড়ী থেকে। সোপ ও খোসবয়ের জিনিস সকল। আরে গেল এ বেটা করেচে কি! আমি কি কল্পতরু হইচি নাকি!

নদে। তা বল্লে কি হয়?

আশু। তুমিত বল্লে হে আবার তোমার বড় মামী এক আক্কেল গুড়ুম্ ফর্দ্দ বার কর্‌বে এখন। জানতো আমার টাকা কড়ি বেশী আছে কি? হ্যাণ্ড নোট কেটে কেবলচাঁদ জহুরীর ঠেঁই ২০,০০০ টাকা নিইচি বৈত নয়। এখন বাজারে ক্রেডিট্ খুব তাই টাকা পেইছি, তারও ডিউ হয়ে এলো। ১০,০০০ টাকা কেবল ফাণ্ড আর সাবসক্রিপ্‌সানে দিতে হয়েচে, রাজা

কি মুফৎ[৬] হইচি রাজা হওয়া নয় তো ইয়েতে বাঁশ যাওয়া।

নদে। তা দেখুন ও সব না খেয়েও কত্তে হবে। অ্যাপিয়ারেন্স রাখাই হচ্ছে এই ওয়ার্লডেব নিয়ম।

আশু। ওটা কে আস্‌চে হে?

নদে। ও, আপনি বড় লোক হয়েচেন শুনে আপনার মো সাহেব হবার জন্যে উমেদার আসচে। আমাকে আজ ভোরের বেলা একখানা দর্খাস্ত সাব্‌মিট্ করেচে।

আশু। আঃ নানান্ হেঙ্গাম। আচ্ছা তুমি ওকে আস্‌তে বল। আর যা বল্লেম্ চাকর দাসী গুলকে দোরস্ত[৭] করে দাও গে—

নদে। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

আশু। (স্বগত) এখন লাক্ পাঁচ ছয় টাকা কোন রকম করে পাওয়া যায় তবে বুঝতে পারি, এ সব টাইটেল ফাইটেল নেওয়া ফতো বাবুর কাজ নয়।

(দীনবন্ধুর প্রবেশ)

দীন। (নমস্কার করিয়া) রাজা বাহাদুরের জয় হোগ্। বাহাদুর শারীরিক আছেন কেমন? আপনার এই সুসম্বাদ কাল পেয়ে আজই দর্খাস্ত দিইচি, পাছে আর কোন শালা আগে থাকতে বাহাল হয়।

আশু। তোমার নাম কি?

দীন। আজ্ঞে আমার নাম দীনবন্ধু।

আশু। তুমি আর কারর মোসাহেবি[৮] করে ছিলে কি?

দীন। আজ্ঞে অনেক রাজা মহারাজার করিচি। রাজা উত্তম চাঁদের কাছে ছিলাম, মহারাজা অমূল্য কৃষ্টের ছিলুম্।

আশু। তবে সে খান থেকে বর্কলপ[৯] হলে কেন?

দীন। আজ্ঞে সকলেই পাঁচ সাত মাসের মাহিনে বাকী রাখেন আর অত্যন্ত কটূক্তি করেন্, মা-মাসী পর্য্যন্ত—

আশু। কোথাও মার টার খেয়েছিলে?

দীন। (মাথা চুলকাইয়া) আজ্ঞে—মারত দুএকবার—খেতে হয়েছে—জহর বাবু—তাঁকে চুনের ফেরায় বসিয়ে আমাদের একগলা জলে নেবে কাঁদে করে নিয়ে বেড়াতে হত, একটু পা টল্লেই চাবুক খেতে হত। চাবুক মেরে একটি চক্ষু কানা করে দিয়েছেন।

আশু। তা তুমি আমার কাছে থাক্‌তে পারবে না?

দীন। আজ্ঞে না আমার সাধ্য কি যে আপনার মোসাহেবি করি?

আশু। তবে তুমি দর্খাস্ত দিয়েচ কেন?

দীন। আজ্ঞে হুজুর আমার কথার অর্থ এই যে আপনি যা বল্‌বেণ্ তাইতেই ডিটো[১০] দোবো। আপনি বল্লেন্ "পারবে না"। আমিও বল্লেম্ "আমার সাধ্য কি?"। আমি মহারাজের গোলাম হবার আগে থেকেই গোলামি কচ্চি।

আশু। তুমি ত বড় মন্দ লোক নও। আচ্ছা আজ থেকেই তুমি বাহাল হলে। মাইনার জন্য আট্‌কাবে না।

দীন। (জোড় করে) হুজুর তবে অনুমতি হয় যে আপনার সর্‌কার থেকে একজোড়া শান্তিপুরে ধুতি আর উড়ুনি আর এক জোড়া চাঁদনি চক্ থেকে সাইড ইস্প্রিং জুতো পাই।

আশু। (স্বাগত) কিসের? গাছ না উঠ্‌তেই এক কাঁদি যে, মন্দ নয়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তুমি দপ্তরখানায় যাও আমি বলে দিচ্চি।

দীন। যে আজ্ঞে হুজুর। আজ তবে সন্ধে বেলা কি বেরোবেন—আস্‌ব?

আশু। আচ্ছা এসো। আর দেখ যাবার সময় আমার আস্তাবলে পীরবক্‌সকে বলে যেও যে আমার ওয়েলার দুটোর লাল বাঁধিয়ে রাখে।

দীন। ওঃ আসবার সময় আপনার জুড়ি দেখে এলেম। এত বড় ঘর ঘুরিচি কিন্তু হুজুরের জুড়ির মতন জুড়ি ত কোথাও দেখিনে। দেবরাজ ইন্দ্রেরও এমন ঘোড়া আছে কি না সন্দ।

আশু। তবে এখন বেলা হলো আমি চান টান করিগে।

দীন। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তা এ গোলাম বেশ করে তেল মাখাতে পারে, অনুমতি হয় তো মহারাজের সেবা করে হস্তকে চরিতার্থ করি।

আশু। আচ্ছা তবে আমার সঙ্গে এস।

দীন। (আশুর সহিত প্রস্থান করিতে করিতে স্বগত) আজ অনেক দিনের পর ফুলল্‌ তেলটা মেখে গাটা ঠান্ডা হবে, যে চাবুক বাবা! (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পান্নামতীর সজ্জিতগৃহ।

পান্না। (স্বগত) আজ রাজার নাইতে এত দেরি হচ্চে কেন? ভাত জুড়িয়ে যায় যে—আরে নেপী। একবার দেখ বাইরে গে।

নেপথ্যে। যাচ্চি মা—মর বড়রাণী মা—

পান্না। (স্বগত) আমলো এই নদের চাঁদ মাগী গুলোকে কানে ধরে শিখিয়ে দিয়ে গেল এর মধ্যেই ভুলে গেচে। আজ একবার ভাত খেতে আসুন আগে একবার চেপে ধর্‌ব এখন। রোজ বড় ফাঁকি দেয়। আজ আর কোন মুখে ভাঁড়াবে? আজ থোঁতা মুখ ভোঁতা করব।

(তোয়ালে কাঁধে আশুতোষের প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) আজ কখানা সাবান খরচ কল্লে? এত কি সোন্দর হবার ইচ্ছে নাকি? দেখে দেখে যে আর বাঁচিনে। ভাত কড়্‌ কড়্‌ হয়ে গেল যে।

আশু। না তার জন্যে নয় একটা নতুন খানসামা[১১] তেল মাঁকিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ছিল।

পান্না। মেয়ে না পুরুষ?

আশু। খানসামা বল্লুম যে।

পান্না। না তোমাকে ঘুম পড়িযে ফেল্লে তাই বল্‌চি।

আশু। যা হোক্‌ বেটার খুব দোরস্ত হাত কিন্তু।

পান্না। নাও এখন ভাত খেতে বোস।

(পাখা লইয়া আশুতোষের নিকট উপবেশন)

আশু। ইস্‌ আজ যে বড় খাতির দেখতে পাচ্চি? অন্য দিনত এত হয় না। আজ কি রাজসেবা হচ্চে নাকি? রাজা হলেও ত তোমার চাকর বটে—

পান্না। (লজ্জিত হইয়া) নাওই আর ঠাটে[১২] কাজ নেই। ঢের হয়েছে। অবসুর পেলেই করি এর জন্যে আবার বট্‌কেরা[১৩] কত্তে হয়? (অধোবদন)

আশু। চুপ কল্লে যে? আমি কি সত্যি সত্যি বল্লুম?

পান্না। আচ্ছা বেশ্ ত এক্লা খেতে ভাল বাস ত খাও না, কে কাছে বস্তে চায় (গমনোদ্যতা)

আশু। (অঞ্চল ধরিয়া) মাইরি আর বল্বোনা ওকি ভাই, ঠাট্টা কল্লুম, রাগ কত্তে হয়?

পান্না। আচ্ছা আর অত নেকামি কত্তে হবে না। এখন ভাত খাও। পোড়া কপালে আর সুখ নেই দেখ্চি, ছের[১৪] কালটাই সমান গেল।— (অভিমান ভরে স্থিতি)

আশু। (স্বগত) ভাত খাওয়া এখন মাতায় থাক বাবা। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আমি এই অন্ন লক্ষ্মীর সাম্নে দিব্বি করে বল্চি যে তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই কর্ব। আচ্ছা তুমি একবার বলেই দেখ না—

পান্না। হ্যাঁ কথাই সার। কথাতে ত আর তোমাকে কেও পারবে না।

আশু। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। একবার বলই না ছাই।

পান্না। (হাস্য করিয়া) আচ্ছা আমার কথা রাখ্বে? বলি তবে দেখ?

২

আশু। (স্বগত) একি কেকুইয়ের বর চাওয়া নাকি? (প্রকাশ্যে) মাইরি রাখ্বো।

পান্না। আমি যা যা বল্বো আমাকে আজই এনে দিতে হবে। দেখ বলি তবে? পরে আবার—

আশু। না বল—

পান্না। খুব সরেশ মুক্তর সরস্বতী হার এক ছড়া।

আশু। তারপর?

পান্না। হীরের কণ্ঠী[২] ছড়া।

আশু। এক ছড়ায় হবে না?

পান্না। না—হীরের রতণ চোর মায় ১০টা হীরের আংটি।

আশু। তোমার সোনার আছে।

পান্না। সে আছে, হীরের চাই।

আশু। বল না কেন হীরের একসুট গয়না চাই।

পান্না। তাই কি বড় বেশী হলো? কত্ত রায় বাহাদুরের মাগ হীরের জড়য়ার[১৫] গয়না পরে আসে তা আমি তো—

আশু। রাজার মাগ। (স্বগত) এমন জানলে কোন গুহোর বেটা রাজা টাইটেল নিতো? কি পাপ!

পান্না। মুক্তোর ঝালর ওলা বারনিসী সাড়ি আর এক খানা পাইনাপেলের সাড়ি।—

আশু। (স্বগত) উঃ ডান হাতে করে গুখেইচি! (প্রকাশ্যে) আর ত কিছু নয়?

পান্না। আর হাত খরচের তারে নগদ ৫০০্ টাকা চাই।

আশু। (স্বগত) পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে গেল তা আর ভাত খাব কি। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ ভাল মনে—ছোটরাণীর বিয়ারামটা কেমন আছে। রাত্তিরে অত হাঁসি ত ভাল নয় ক্রমে হিষ্টিরিয়া[১৭] হতে পারে!

পান্না। ছোট রাণীই হাঁসে কি আর কেও হাঁসে তা কি তুমি জান?

আশু। (সচকিতে) অ্যাঁ! তুমি কি কিছু দেখেচ না কি?

পান্না। দেখব আর কি? তুমি কাল রাত্তিরে রাজা হবার তারে বেরিয়ে গেলে কি না—
আশু। আমি ত রাত্তির একটার সময় বাড়ী আসি।
পান্না। হ্যাঁ তাই আমি না ঘুমিয়ে বারেণ্ডায় একখানা সতরঞ্চি পেতে শুয়ে ছিলুম, একটু তন্দ্রা এয়েছেল, এমন সময় ছোটরাণীর ঘরে হাঁসির শব্দতে আমার—চট্‌কা ভেঙ্গে গেল। যেতেই কানটা খাড়া করে রৈলুম, তার পর কত ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনতে পেলেম্—আর—আর সব কত রকম—
আশু। (সচকিতে) এঃ তাইত!
পান্না। নাও এখন ভাত খাও নাগো—
আশু। (স্বগত) লক্ষ্মীগুলিকে ঘরে পোষা ত নয় এক একটি মায়া রাক্ষসী পোষা।
পান্না। বলি ভাত খাও, তার পর ভাব্‌বে।
আশু। না আমি আজ আর ভাত খাব না আমার অসুক কচ্চে আমি একটু ও ঘরে গে শুই। (প্রস্থান)
পান্না। (স্বগত) হলো, তবেই আজ গয়না কেনা হয়েচে—যাই আবার দেখি—
(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোরাচাঁদের বৈঠকখানা।
(চুরট মুখে গোরাচাঁদ ইজিচেয়ারে আসীন ও দীনবন্ধু পার্শ্বে দণ্ডায়মান)।

দীন। তবে আজ আর মহারাজ বাহিরে বেঁরোচ্চেন্ না?
গোরা। একটু অসুখ বোধ হয়েছে বলে তিনি অন্দরে শুয়ে আছেন। তা নৈলে আজ তিনি বড়বাজার যেতেন।
দীন। কেন, কোন জহরৎ খরিদ কত্তে আছে বুঝি?
গোরা। হ্যাঁ।
দীন। তবে রাজকুমারের হুকুম হয় ত এ দাস এখন বিদায় হয়।
গোরা। আরে না-না বসো একটু এক্ষুণি আমাদের একটা সীটিং হবে।
দীন। যে আজ্ঞা হুজুর। গোলাম ত দরবারে হাজির আছেই।—
(তারক, উত্তম. সুরেন ও বিপীনের প্রবেশ)
গোরা। আজ সবার জরিমানা কর্‌বো এত লেট্! বাঙ্গালী হলেই কি ইরেগুলার্ হতে হয়?
তার। মাপ কর রাজ পুত্তুর! আর কখনও লেট্ হবে না।
উত্ত। তা আজ না হয় ত ষ্ট্যাণ্ড অপ্ অন্‌দি বেঞ্চি হই।
সুরে। তার চেয়ে কেন এক ঠেঙ্গে দাঁড়াই না?
বিপী। আমি ত কর্‌নারের্ দিকে মুখ করে আছি।
গোরা। নাও নাও এখন টেক্ ইওর্ সিট্‌স্ রাউণ্ড দি টেবিল্। লেট্ অস্ কমেন্স আউয়ার বিজনেস্। বোধহয় তোমরা সকলে এ সভার উদ্দেশ্য অবগত আছ?
দীন। হুজুর! এ গোলাম জানে না।

গোরা। এ সভার নাম "বিলাসতরঙ্গিনী সভা।" ইহার মোখ্য উদ্দেশ্য এই যে আমাদের দেশের রীতি নীতি কস্‌টম্‌, ফ্যাসন ইত্যাদি সংশোধন করণ।

বিপী। কৈ তোমার হেতা সভ্যতার জল নেই তবে আর কি দিয়ে আমরা বঙ্গের কালি ধোব?

গোরা। প্রথম দিন সিদ্ধি থেকে আরম্ভ কল্লে হয় না?

উত্ত। তা হলে ময়লা পারফেক্‌ট্‌লি ব্লিচ্‌ট্‌ হবে না।

গোরা। আচ্ছা ভাই ধাপে ধাপে উঠ্‌লে ভাল হয় না?

দীন। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি? রাজার ছেলের রাজ বুদ্ধি হবেই এ আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন্‌।

তার। তোমারও দেখচি রাজার কাছে থেকে থেকে ১৫ আনা তিন পাই রাজ বুদ্ধি হয়েছে।

সুরে। বাবু! থ্রী চিয়ারস্‌ ফর্‌ আউয়ার ফ্র্যাক্‌সনাল্‌ রাজা। বাবা তুমি আর কিছু দিন রাজপুত্তুরের কাছারিতে থাক্‌লেই এন্‌টাইয়ার রাজা হবে।

গোরা। দেখ দীন! মধোর্‌ কাছ থেকে সিদ্ধি বাটা জল, আইস্‌ পিচার, বরফ, দুদ চিনি—

দীন। হুজুর! আমি সব খুঁটিয়ে আনচি। (প্রস্থান)

বিপী। যাহোক্‌ রাজপুত্তুর! ভাল মিতে বানিয়েছ।

গোরা। ও বেটা একটা জেরি ব্লসমের মতন আছে।

সুরে। বট্‌ হট্‌ ইজ্‌ অড্‌ ফর্‌ জেরি টু বি মেরি অ্যাট্‌ আউয়ার্‌ এক্‌স্‌পেন্স্‌। শালা ভারি অফেন্সিভ্‌।

গোরা। আঃ ওর কথা তোমরা গায়ে মাখ কেন? বুঝলে না একটা ত সভার ভাড় চাই।

(সকল দ্রব্য লইয়া দীনবন্ধুর পুনঃ প্রবেশ)

রাখ এই টেবিলের ওপর। (সকলের পান)

দীন। হুজুর এ বিলাস-তরঙ্গিনী সভাতে বিলাসিনী না থাক্‌লে জল্‌ জমা হয় না। (হাস্য)

তার। প্রিন্স! এ পরামর্শ মন্দ নয়।

গোরা। কেন? ওটা না হলে কি আর সভা চল্‌বে না, ওকি এত ভাল জিনিষ্‌ নাকি? ভদ্রাসন বাড়াতে—

দীন। হুজুর। গোলামের এক নিবেদন শুনুন্‌। হুজুর! আপনাদের আর কি বলব? হুজুর এ পৃথিবীতে বার বিলাসিনী অপেক্ষা আর সামগ্রি নেই, হুজুর। দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে উর্ব্বশী প্রভৃতি বেশ্যাকে উত্তোলন করেন্‌। আর যে অমৃত উত্তোলন করেন তাহা ঐ বেশ্যার মুখে যাস্তি[১৮] করে রেখে দিয়েছেন। যদি বলেন কেন। না অসুরেরা পাছে চুরি করে খায়। হুজুর। আপনারা বল্‌তে পারেন যে তা হলে অনেক খরচ পত্র হবে। কিন্তু হুজুর। এ গোলামের এই আর্জ্জি যে মজার বাজারে এসে যে ব্যক্তি মজা না লুট্‌লে তার জন্মই বৃথা।—

সকলে। হিয়ার্‌—হিয়ার্‌!—

দীন। টাকা কড়ি কি সঙ্গে যাবে হুজুর? মর্‌বার কালে একখানা কাচা আর আট কড়া কড়ি বেতরেক্‌[১৯] আর কিছুই যাবে না হুজুর।—

উত্ত। এক্‌সেলেন্ট্‌ একসেলেন্ট্‌!

তার। এই মুখ বন্দেতে তোমার মুখ একবারে বন্দ করে দেচে রাজপুত্তুর! এতে তোমার আর রাজবুদ্ধি খাট্‌বে না।—

বিপী। কি তারক! তোমার ও যে হাফ্ রাজবুদ্ধি হয়েছে দেখ্‌চি?
দীন। হুজুর! বড়লোকের গুটিকতক লক্ষণ শুনুন্—

সুদুবাবু হয় নাই, আটটী লক্ষণ চাই,
তবে নাম জানিবে সকলে।
বেশ্যাবাড়ী, ছড়ি ঘড়ি, বিকেলে ফিটন্ গাড়ি,
দিবা নিশি ভাস লাল জলে॥
গান বাদ্য কর সার, মাছধর রবিবার,
চুল কাট আলবার্ট ফ্যাসনে।
বড় লোক বলি তবে, ঘুষিবে সুখ্যাতি সবে,
সার কথা দীনবন্ধু ভণে॥—

সুরে। এন্‌কোর—এন্‌কোর!
উত্ত। না ভাই শেষ কথাটি আজ কাল খাটে না।
গোরা। ঠিক বলেচো ভাই আজ কাল বড় লোক হলেই খুব ঝাক্‌ড়া চুল রাখে। তুমি সব রাজা রাজড়ার ছেলেদের কাত্তিকে চুল দেখতে পাবে।
বিপী। তাই জন্যে বুঝি তুমি অতবড় ঝাক্‌ড়া পর্‌চুল পরেচ?
গোরা। আরে মশায়! আমি এ সাহেব বাড়ী থেকে কিনে আনি। বাবা যেমন রাতারাতি রাজা হলেন্ আমার ত তেম্‌নি রাতারাতি চুল বাড়তে পারে না।
দীন। হুজুর বুঝি এ হ্যামিল্‌টনের বাড়ী থেকে নিয়েচেন্?
গোরা। না উইল্‌সেনের বাড়ী থেকে। (সকলের হাস্য)
সুরে। বাজনা বাদ্দি কিছু নাই হ্যা?
গোরা। ও ইয়েস!—দীন। ঐ সেল্‌ফ্ থেকে সব পাড়ও।

(দীনবন্ধুর যন্ত্রাদি আনয়ন)

ঐ লাও—তোমরা এক এক জন এক একটা বাজাও না হে?

(সকলের যন্ত্র বাদন)

গোরা। গান টান্ আসেত একটা গাওনা?
দীন। হুজুর! আমি লটকের গান টান্ বড় জানিনে, তবে সাবেক পাঁচালি আর কবির গান টান্ দুটো একটা জানি। হুকুম হয় ত—
গোরা। বেশ্-তাই সই—
সুরে। আজ কাল কি কেও গান বাঁদ্‌তে পারে? গান যা আছে সাবেক্। তার কাছে এখন কার রথো গান লাগেনা আরে ভাই ভাল বাঁদন্‌দার আর জন্মায় না।
গোরা। দীনবাবু, তুমি গাও।
দীন। যে আজ্ঞে—(হাতে তুড়ি দিয়া মৃদুমৃদু তান ধরিবার পর)

"বালিকা ছিলাম; ছিলাম ভাল,
সোই জান্‌তাম্ না, সুখাভিলাষ।
পতি চিন্‌তাম্ না, সেরস জান্‌তেম্ না,
হৃদি পদ্ম ছিল অপ্রকাশ॥

এখন সেই শতদল, মুদিত কমল,
কালপেয়ে কুটিল (প্রাণ সই সই?)
পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল।—
এখন কি করি সই বল না?
অবলা বৈত না। হয়েছি বিচ্ছেদের নূতন ব্রতী;
কও দেখি হে নূতন নাগর নূতন পিরীতি।
আমার কুলের নাশক হলো রতি পতি,
আমার প্রাণের নাশ্‌ক হলো প্রাণপতি,
কও দেখি হে নূতন নাগর নূতন পিরীতি—"

ঐই গীতটীর আর মনে নাই হুজুর!

সুরে। সাবেক গীতের কেমন চমৎকার ভাব দেখেচ ভাই!

বিপী। আর বাক্য বিন্যাসও চমৎকার। ইট্‌স্ এভ্‌রি ওয়ার্ড ইজ্ পোয়েটিকাল্।

উত্ত। এখন ত সব হলো। চল একটু বেড়িয়ে খিদে করে আসা যাগ্।

দীন। আজ্ঞে হ্যাঁ এ অতি উত্তম পরামর্শ।

গোরা। তা হবে না কেন? উত্তমের মুখ থেকে উত্তম পরামর্শ বেরোনই উচিত। আচ্ছা তবে চল।

দীন। অদ্য বিলাস-তরঙ্গিণী সভার এই খানেই ইতি হোগ্।

(সকলের উত্থান ও "মাতালের মন কখন কেমন" গাইতে গাইতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আশুতোষ বাবুর বৈঠকখানা।
(আশুতোষ, গোরাচাঁদ এবং নদেরচাঁদ আসীন।)

আশু। ভাল এক টাইটেল্ নিইচি ছাই; পাঁচ রকম হেঙ্গামে আমাকে একবারে জের্‌বার্ করে ফেল্লে। এই সেদিন কম্‌বেশ্ ১৬,০০০ টাকা দে বড়রাণীর গহনা কিনে দিলেম্। সে টাকা এখন সব চুকিয়ে দিতে পারিনি।

নদে। আজ্ঞে—তা না কিনে দিলে কি ভাল হতো?

আশু। তুমি ত মুখের কথা বল্লে, যাকে দিতে হয় তারই ইয়ে হয়। তারপর আবার গোঁরাচাদ বাবুর—

গোরা। আজ্ঞে না আমি এখন বাবু নই রাজপুত্তুর।

আশু। (স্বগত) তুমি আমার এর পুত্তুর। (প্রকাশ্যে) তোমার ত এল্‌বার্ট পোষাক্ কিন্‌তে আমার দুটী হাজার টাকায় ঘা পড়েচে।

গোরা। আজ্ঞে তা বল্লে কি হয়, আমি যে আপনার ছেলে হয়েই প্যাঁচ্ হয়েচে। আপনি বলুন্ যে আমি রাজা আশুতোষ বাহাদুরের ছেলে নই তা হলে আমি আপনাকে এখনি দু হাজার টাকা এনে দিচ্চি। রাজা হয়ে দু হাজার পাঁচ হাজারে আঁৎকে উঠ্‌লে চলে না—

আশু। (স্বগত) গুহোরবেটার কথা শোনো একবার। বেটা আবার পাঁচ হাজারের কথা কয়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাবা রাজপুত্র হলেই কি মদে গড়াগড়ি দিতে হয়। আমি সেদিন

তোমার রাধাবাজারের সেন ব্রাদার্‌সের মদের বিল কত টাকা পেমেন্ট্ করিচি জান!

গোরা। আজ্ঞে সকলই অবগত আছি।

আশু। মাস দুয়ের মধ্যে ৫০০ টাকার মদ খাওয়া হয়েছে।

নদে। আজ্ঞে তা রাজাদের বাড়ীর ছেলে হলেই ও দোষটা আগে জন্মায়। এই সিঁদুরে পুরের সব রাজপুত্রদেরই প্রায় রোজ সকালে খানা থেকে তুলে আন্‌তে হয়।

গোরা। আজ্ঞে—আমি ত এখনও একদিনও খানায় পড়িনে।

আশু। (ক্রোধ ও উপহাসের সহিত) মচ্ ক্রেডিট্ টু ইউ। রাজপুত্তুর। এখন আমার ভাল মন্দ হলে তোমার গতিক কি হবে?

গোরা। রাজা বাহাদুরের ছেলেদের যা হয়ে থাকে তাই হবে। তার জন্যে আপনি এখন থেকে ভাবেন্ কেন?

নদে। তা আপনি কেন ওঁকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ করে দিন না? সে ত অল্প লেখা পড়া জান্‌লে হয়।

গোরা। হ্যাঁ দাদা ঠিক বলেচ। আমি ত তবু সেকেণ্ড কেলাস্ পর্য্যন্ত পড়েছিলুম্। আর হোম ষ্টাডিও কিছু করিচি। সেদিন আমার একটি ক্লাসফ্রেণ্ড ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হয়ে গেল তার বিদ্যেও আমারি মতন।

আশু। (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ সেটা বড় মন্দ কথা নয়। আচ্ছা একবার সাহেবদের বলে দেখ্‌ব।

গোরা। আপনি রাজা হচ্চেন আপনি মনে কল্লেই হতে পারে।

আশু। (অতিশয় বিরক্ত হইয়া) তুই বেটা আমাকে মনে করেচিস্ কি বল্ দেখি? আমাদের কি কোন ক্ষমতা আছে? খালি সাহেবদের কথায় আমাদের "ডিটো" দিয়ে গোলামি কত্তে হয়। তুই মনে করিস্ আমি হইচি রাজা আর তুই হয়েচিস রাজপুত্তুর। আঃ তোমার বুদ্ধির কপালে ঝাঁটার বাড়ি।

নদে। তবু ত উমেদার আপনার কাছে ডজন্ ডজন্ আস্‌চে—

আশু। ও একটা আমাদের অলঙ্কার বুঝ্‌লে হ্যাঁ—। ঐ সব উমেদারেরা লক্ষ্মীর বরযাত্র। ওদের কাছে খাট হব কেন বুঝ্‌লে না?

গোরা। তবে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হতে গেলে যা যা বই দর্‌কার্ সব আমাকে কিনে দেবেন্, এখন যাই। (প্রস্থান)

আশু। ছেলে আমার সাপের পাঁচ পা দেখেছেন্ হুঁঃ। (দীনবন্ধুকে দূরে দেখিয়া) এই এক বেটা গর্ভস্রাব এসে জুটেছে।—

(দীনবন্ধুর প্রবেশ)

কিহে তোমার আবার এত দেরি কেন? ক্রমে ক্রমে গুণ বেরোচ্চে নাকি?

দীন। (জোড় করে) মহারাজ! আমাদের কি গুণ আছে যে বেরোবে? তবে মহারাজের পা পোঁচা গুণে বসে বসে যা কিঞ্চিৎ হয়েছে। মহারাজ। একখানা চিটি এলো এই নিন্।

(পত্র প্রদান ও আশুতোষের পাঠ)

আশু। (পত্র পাঠ করিয়া) ইস্ নদের চাঁদ। সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

নদে। আজ্ঞে—কোথাকার চিঠি?

আশু। অ্যাটর্‌নি বাড়ীর। সেই আমি যে কেস্‌টা ফুরিয়ে নিয়েছিলুম জান ত?

নদে। আজ্ঞে—

আশু। সেই কেসটা হার হয়েছে। আমাকে এর ১০,০০০ টাকা খরচা দিতে হবে। দীন তুমি একবার বারাণ্ডায় যাও ত (দীনবন্ধুর তৎক্ষণাৎ প্রস্থান) তা এ টাকা কোথা পাই? সেই ২০,০০০ টাকা যা ধার করা হয়েছিল সে ত মুড়ি মুড়কি হয়ে গেচে। এখন উপায়?

নদে। ভদ্রাসন বন্দক দিন্।—

আশু। তা সে ত আর দুদিন চার্ দিনে হবে না। কাল আবার বাইনাচ[১] হবার কথা আছে। কাল সাহেবদের খানাটা বন্দ করে দোব?

নদে। আজ্ঞে তা কি হয়? কাউ ইসু হয়ে গেচে, আতর গোলাব, ঝাড়, বাতি, বাইউলী সব ঠিক হয়ে গেচে। তাদের বায়না দেওয়া পর্য্যন্ত হয়েছে। উইল্‌সনের বাড়ী পর্য্যন্ত চিঠী দেওয়া হয়েচে।—

আশু। তাই ত আমি যে উভয় সঙ্কটে পড়লুম্। এমন গুয়ের টাইটেল্ কি না নিলেই নয়?

নদে। আজ্ঞা তা যা হবার তা হয়ে গেচে, এখন কালকের দিনটা ভালয় ভালয় কেটে গেলে হয়। অনেক বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। মকদ্দমার খর্চ্চা পরে দিলেও চলবে।

আশু। তাই ত আবার কেবলচাঁদ জহুরী বেটা টাকার জন্যে বড় বেরক্ত করচে। তার ডিউ অনেক দিন ওভার হয়ে গেচে। টাইটেল্ নেওয়া ত নয় ডান হাতে করে গু খাওয়া—

৩

নদে। (দূরে সত্য বাবুকে দেখিয়া) চুপ করুন্ সত্যবাবু আস্‌চে—

(সত্যবাবুর প্রবেশ)

আসুন সত্যবাবু খবর কি?

সত্য। এই মহারাজের একবার চরণ দর্শন কত্তে এলেম্। কালকে ভারি ধুম্।

আশু। তোমরাও কাল এসো হে।

সত্য। যে আজ্ঞে যে আজ্ঞে—এখন হুজুরের কাছে আমার একটী নিবেদন আছে—

আশু। (স্বগত) কি বলে আবার (প্রকাশ্যে) বল।

সত্য। আমার একটি ভাগ্‌নে আছে বেশ লেখা পড়া শিখেছে ইন্‌টান্স[২] পর্য্যন্ত পড়েচে। তা একটী কর্ম্মকাজ আপনাকে—

নদে। এখন কিছু দিন পড়ান্ তাকে। তা হলে এরপর ভাল চাক্‌রি হতে পার্‌বে।—

আশু। সেই ত ভাল পরামর্শ।

সত্য। আজ্ঞে সে কি আর এই গরিবের পক্ষে? আমাদের চালের সংস্থান নেই তা আর পড়্‌বে কোথা থেকে? বলেন্ কি মহারাজ! ৬ টাকা চালের মন! দেখে অবাক! তা আপনি একটা ২৫/৩০ টাকার কর্ম্ম করে দিন তাহলেই আমাদের বেশ চল্‌বে।—

আশু। (স্বগত) আমাদেরও তথৈবচ। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা কালকের দিনটা যাগ্ তার পর একদিন এস দেখা যাবে।—

নদে। তা মামাবাবু যখন বল্‌চেন্ তখন করে দেবেন্‌ই।—

সত্য। আঃ তা আর একবার করে বল্‌চেন্—রাজবাক্য!

আশু। নদের চাঁদ চলতো নাচঘরটা দেখিগে কেমন সাজান হচ্চে—

সত্য। আহা! আমি এই দেখে এলেম্ যেন ইন্দ্রির ভুবন[৩] করে ফেলেচে।—

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পান্নামতীর সজ্জিত গৃহ।

(পান্নামতী, প্রমীলা ও কাপড় ওয়ালী আসীনা।)

পান্না। কৈ মনের মতন কাপড় এনেচিস্ কই? এই তোকে বলে দিলুম্ যে খুব সরেশ খোল্‌তা[৪] কাপড় হবে, দামের জন্যে আট্‌কাবে না।

কাপ। হ্যাঁগা মাসীমা! ভাল আর কাকে বলে গা? যত ভাল ভাল তাঁতীর হাতের কাপড় সব বেচে বেচে তোমার নেগে এনিচি।

পান্না। আচ্ছা তুই এতদূর এইচিস্ তোকে আর সুদু ফেরাব না।

কাপ। তা ক জোড়া কাপড় দোব?

পান্না। সুরধণী পেড়ে, বেঁচে থাক বিদ্যেসাগর পেড়ে, মোহনমালা পেড়ে আর গ্যাস লাইট্ পেড়ে এই কজোড়া আপতক দেখা যা—।

কাপ। আর বৌমায়ের জন্যে এই তের পাছা খানা নেবেন্ না?

পান্না। না ওগুলো এখন ছ্যা ছ্যা হয়ে গেছে।

কাপ। আমার দাম গুনো আজ পাব না?

পান্না। আচ্ছা আমি নেপীকে দে দপ্তর-খানায় বলে পাঠাচ্চি দাওয়ানের ঠেঁই দাম্ পাবি এখন।

(বৃদ্ধা মুক্তা ওয়ালীর প্রবেশ)

মুক্তা। রাণী মা! ছেলে পুলে সব্ ভাল ত?

পান্না। হ্যাঁ তোমার আশীর্ব্বাদে সব্ ভাল।

মুক্ত। হ্যাঁগা তোমার বৌ পোয়াতী টোয়াতী কি?

পান্না। কৈ?

মুক্ত। ওঁর বয়েস্ হলো কত?

পান্না। তা শত্তুরের মুখে ছাইদে ১৫ উত্তুরে ১৬ তে পা দেচে।

মুক্ত। তবে তো বেশ ডাগোর ডোগোর টী হয়েচে। আমার নাৎনী ১২ বছর থেকে ছেলে বেয়াচ্চে। ষষ্টীর কোলে তার এখন ৩/৪ টী ছেলেতে মেয়েতে। এখন বেঁচে বত্তে থাক্‌লেই ভাল—

কাপ। হ্যাঁ গা মাসীমা! যাগ্‌পুরের বাবা টাকুরের ওষুধ ধারণ কল্লে হয় না? তাতে কিন্তু মা আমার ছোট যায়ের ছেলে হয়েচে।—

পান্না। তা আমাকে সেই-ওষুধ-আনিয়ে দিতে পারিস্? তা হলে তোকে ২০ টাকা বক্‌সিস্ দি—

কাপ। অ-অ-অই! আমি কি তোমার টাকার জন্যে ইয়ে কচ্চি? যাগপুর এখান থেকে ৫ দিনের পথ।

পান্না। তা তোদের মদ্দকে যেতে বল না, আমি তাকেও বক্‌সিস্ দোবো?

কাপ। আচ্ছা আমি তাকে আজই গে বল্‌ব।

মুক্ত। তাইত—এমন সোনার সংসার—কোথায় ৫টি ছেলে পুলে হয়ে নুটনুট্‌ করে বেড়াবে—তা কিনা ঘর যেন ভোঁ ভোঁ কত্তে নেগেচে।

পান্না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) তা মা ষ্যঠী মুখ তুলে চান কৈ? এখন তুমি মুক্ত টুক্ত কি এনেছ দেখি।

মুক্ত। (কৌটা খুলিয়া) দেখেচ কেমন জুড়ি এটা?

কাপ। হ্যাঁগা বিলিতি না দিশী গা?

মুক্ত। হা দেখ্‌ তুই ওদিকে গিয়ে বোস্‌ত। মুক্ত দেখা তোদের কাজ নয়।—

পান্না। ঘোলা মাচ্চে না?

মুক্ত। ও মুক্তকে আর ঘোলা বলে না। এমন সুডোল মুক্ত কোথা পাবে? আর কেমন চেক্‌নাই।

কাপ। মুক্ত দুটো যেন কুলের আঁটির মতন—

পান্না। জুড়ি একটা চাই বটে—বৌমার মুক্ত দুটো বড় ছোট পানা।

কাপ। ওমুখে এখন নৎ মানাবে না, নোলোক্‌ই ভাল দেখায়।

মুক্ত। হ্যাঁগা তুই কটা বড়লোকের বাড়ী বেড়িয়েচিস্‌? আমি এই করে করে বুড়ো হলুম্‌।

পান্না। কত দাম পড়বে?

মুক্ত। দাম খুব সস্তায় হবে।

পান্না। কত শুনিই না।

মুক্ত। তোমার কাছে ত আর দর দাম কর্‌বোনা ১০০০ টাকা দিও আর কি।

পান্না। কিছু কমে না?

মুক্ত। (হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা মহারাজকে দেখাও আগে—

পান্না। (দেখিয়া) ওগো তোমরা একটু বৌমার ঘরে বসোগে—ও বুঝি আস্‌চে।—

(পান্নামতী ব্যতিত সকলের প্রস্থান)

(আশুতোষের প্রবেশ)

কি গো রাজা। আজ এত মুখ ভার্‌ ভার্‌ কেন?

আশু। এই তোমাদেরই জন্যে।

পান্না। ভাল আমরা আবার কি কল্লুম? আমাদের যেমন কপাল,—সেই যে কথায় বলে—"অভাগার কপালে সুখ নেই বিয়ে বাড়ীতে ভাত নেই" তাই হয়েছে আমাদের।

আশু। অগো নাগো তোমরা কিছু করনি, সব দোষ আমার। এখন একটা কথা বলি শোন।

পান্না। (করজোড়ে) আজ্ঞে কর মহারাজ।

আশু। কথা রাখ্‌বে কি?

পান্না। রাখবার হলেই রাখব।

আশু। কাল্‌কে নাচ্‌টাচ্‌ হবে জান ত?

পান্না। জানি। তা আমাকে নাচ্‌তে হবে নাকি?

আশু। নানা সে সব নয়, এখন যা বলি শোন। তাই অনেক সব সাহেব টাহেব আসবে কি না—

পান্না। হ্যাঁ—

আশু। তার মধ্যে একজন সাহেব আমাকে কাল সন্দেবেলা বলেছেন যে রাজা, তোমার রাণীর

গহনা সব আমি দেখ্‌ব। তাই তোমার হীরের সুট্‌টী একবার আমাকে দাও দেখি।

পান্না। হ্যাঁ বলেচে্‌ !—সাহেব আবার কখন গয়না দেখে থাকে। এমন কথা কোথাও শুনিনি। আমি গয়না দোবো না।

আশু। (স্বগত) তবে আর কি বাঁধা দোব ছাই! (প্রকাশ্যে) সত্যি সত্যি দেখ্‌বে।

পান্না। (হাস্য করিয়া) একসুট্‌ কিনে দেখাও না?

আশু। হরি বল। এত টাকা পাব কোথা?

পান্না। তবে অত জাঁক দেখাবার দর্‌কার কি— ?

আশু। (স্বগত) তবে দেখচি কাল মান বাঁচান ভার হলো—

পান্না। এই জুড়িটা কিনে দিতে হবে, বৌমার নতে দোব—

আশু। (না দেখিয়াই) এ জুড়ি ভাল নয়, ফাটা—। (স্বগত) আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা! অসময়ে মাগও ফিরে দাঁড়ায়।

পান্না। আচ্ছা ফাটা হোগ্‌ আমাকে কিনে দাও।

আশু। না গো না আমি ভাল মুক্ত বীরচাঁদ জহরীর কাছ থেকে কিনে দোবো।

পান্না। তা তোমার কে আবার বীরচাঁদ না হীরচাঁদ আছে, যাওনা তার কাছ থেকে কিনে আন না।

আশু। তুমি কি পাগল? এই কি আন্‌বার সময়?

পান্না। আমি পাগল না তুমি পাগল— ?

আশু। (স্বগত) বাস্তবিক আমিই পাগল বটে। (প্রকাশ্যে) দুদিন সবুর কর না। দেখচ সব চারদিকে ঝন্‌ঝট্‌।

পান্না। এ জুগ্যতা যদি নেই তবে রাজা হওয়া কেন?

আশু। আচ্ছা বাপু তুমি আর আমাকে রাজা বলো না।

পান্না। তা বল্‌বই না ত।

আশু। এখন ও সব্‌ কথা থাগ্‌। বলি ছোটরাণীকে—ওষুধ টোষুধ খাওয়ান হচ্চে ত?

পান্না। তুমি যেমন ন্যাকা—আমি ত আর তেমন ন্যাকা নই যে মিছিমিছি একটা মানুষকে ওষুধ গেলাব।

আশু। (বিরক্ত হইয়া) তবে কি ছাই ভেঙ্গেই বল না—আর যে পারিনে আঃ—

পান্না। ছোটরাণী দিবে নিশি ঘরে খিল দিয়ে শোয়। ওর ঘরের পূবদিকে একটা দোর আছে জানত। সেই দোর দিয়ে মুখুয্যেদের বাড়ী যাওয়া যায়। সেই কপাট দে বুঝি কোন মানুষ টানুষ আসে। আমরা যেই কপাট ঠেলা ঠেলি করি অমনি সেই দোর দিয়ে তাকে পাচার করে দেয়। আর সদাই বলে যে, "দিদি বড় গা কেমন কচ্চে একটু ঘুমুই গে ভাই।"

আশু। তা ও দোরটা বুজিয়ে দিলেই ত চুকে যায়।

পান্না। তাই কর।

আশু। তা সে পর্শু না হলে আর হবে না—(স্বগত) ছি—ছি—ছি—আবার বাড়ীর ভেতরে এত কেলেঙ্কারি, সব সাজান টাজান হলো কিনা— (প্রস্থান)

পান্না। মুক্ত ত আর কেনা হলো না, ফিরিয়ে দিইগে। (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সজ্জিত নাচঘর)

(আশুতোষ, নদের চাঁদ, গোরাচাঁদ, সত্য ইত্যাদি আসীন)

আশু। এই জগা উত্তর দিগ্‌টার কার্‌পেট্‌টা উঁচু হয়ে রইল যে! পাঁচ্‌টা বাজে বলে, এই বেলা সব দোরস্ত কর্‌।

জগা। যে আজ্ঞে হুজুর।

আশু। দেখ নদের চাঁদ। ঐ নিসেন্‌টা আমার অয়েল্‌ পেনটিং খানাকে ঢেকে ফেলেচে, একটু সরিয়ে দাও।

গোরা। পেন্‌টার্‌ বেটাকে এত করে বলে দিলুম্‌। তবু শালা আমার অয়েল পেন্‌টিং খানা আজকের মধ্যে তোয়ের কত্তে পাল্লে না।

সত্য। তাইত রাজকুমার। এ অতি অসঙ্গ কথা। মাহারাজ তাঁর ঠেঁই আপনি খেস্‌রৎ ধরে নেবেন। পাজী বেটার কিছু আক্‌কেল নেই! আমার জামাইয়ের ছোট ভাই বেশ্‌ ছবি আক্‌তে শিখেছে, তাকে দে আমি আপনার অয়েল পেনটিং তুলিয়ে দোব।—

আশু। নদের চাঁদ! উইল্‌সনের ওখান থেকে কজন খান্‌সামা এয়েচে?

নদে। এক ডজন্‌। তারা সব পাশের ওয়েটিংরুমে হাজির আছে।

আশু। আমাদের দীনবন্ধু কোথা হে?

নদে। (হাসিতে হাসিতে) আজ্ঞে তাকে গোরাচাঁদ বাবু একটা ক্লাউন্‌ সেজে আস্‌তে বলেচে, তার বোধহয় এখনও ড্রেস্‌ করা হয়নি।

আশু। আঃ ওসব আর কেন হে? তার পোষাক কোথা পেলে?

গোরা। হার্‌মেনের বাড়ী থেকে তোয়ের করিয়ে আনিয়েচি।

আশু। (স্বগত) গুওটা আমার টাকার শ্রাদ্ধটা কচ্চে ভাল।

সত্য। তা মহারাজ। রাজা রাজড়ার ঘরেতে অমনতর দু একটা ভাঁড় থাকে। রাজকুমার ও ঠিকই করেচেন্‌।

আশু। (স্বগত) রাজকুমারেরও মুখে আগুন আর ওঁর বুদ্ধির মুখেও আগুন। গুওটা শালা আজ আবার মদ্‌ খেয়েচেন্‌। (প্রকাশ্যে) বাইউলীদের কখন আস্‌তে বলেচ!

নদে। আজ্ঞে বাইয়েরা গোরাচাঁদের বেঠকখানায় বসে আচে।

সত্য। ক তর্পা বাই আনা হয়েচে?

গোরা। চার তর্পা।

আশু। হ্যাঁ বরফ্‌টা আনান হয়েচে ত?

নদে। এখনও আনে নি, এই এলো বলে।

সত্য। ক সের বলে দেওয়া হয়েচে?

আশু। আধ মোন।

নদে। আজ্ঞে না গোরাচাঁদ এক মোনের কথা বলে দিয়েচে।

আশু। (স্বগত) অরে গুখেগারবেটা তোর বাপের মুখে দাঁড়িয়ে হাগি। শালার বেটা শালা আমায় ফেল কল্লে দেখচি।—

(বিদূষকের বেশে দীনবন্ধুর প্রবেশ)

দীন। জয় মহারাজ কি জয়। জয় রাজকুমার কি জয়। জয় দীনবন্ধু কি জয়!

আশু। (স্বগত) হারাম্ জাদার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্চে। শালা ছোটলোক।
দীন। মহারাজ! অনেক অনেক সভা দেখিচি কিন্তু এ রাজসভার মত সভা কখন দেখ্‌ব না, হয়নি হবে না কেও শোনেনি শুন্‌বে না।
সত্য। তুমি নেত্য কল্লে আর বাজনা বাদ্দির দরকার হবে না টুপিতে যে গণ্ডা আষ্টেক ঘণ্টা বেঁদেচ।
দীন। (হনুমানের মত লম্ফ দিয়া) তাক্ তালাং তালাং গেয্ গিজিঘিনি গিজিঘিনি কাড়া কাড়া বো ওল বো ওল টিনু টিনু ভৌ ভৌ—
গোরা। এক্‌সেলেণ্ট্ এক্‌সেলেণ্ট্ ব্রাভো ব্রাভো!
সত্য। রাজকুমার! এ পোষাকটা তোয়ের কত্তে কত খরচ হলো?
নদে। ২১০ টাকা।
দীন। (তান ধরিয়া) বৌ কথা কও পাখী ছিল ডালেতে বসে, তারে মাল্লে কি দোষে—হুরুর্ হো।
আশু। আঃ এখন অত বক্‌চ কেন? আগে পাঁচজন আসুগ্ না।
গোরা। দীনবন্ধু! তুমি ততক্ষণ আমার বৈঠকখানায় এস আমরা একটু বাইউলীদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইগে।
দীন। আজ্ঞে চলুন্। (উভয়ের প্রস্থান)
আশু। নদের চাঁদ? আজ কি গোরার মদ খাওয়াটা ভাল হয়েচে? বেটা দেখ্‌চি সভার মদ্দিখানে তলাবে। গুহোর বেটা আমার কুলে কালি দেবে দেখ্‌চি।—
নদে। আজ্ঞে কি কর্‌ব বলুন আমি ত বারণ করে ছিলুম্।

(দাওয়ানের প্রবেশ)

দাও। মহাশ—(অৰ্দ্ধোক্তে সশঙ্ক) মহারাজ। রাজকুমার একটা কুকুর কিনেচেন্—কি নামটী ভাল বল্লে—পুডেল্ নাকি—তা সে সাহেবটী দামের জন্যে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আশু। কিসের! তা দু টাকা দশ টাকা যা দাম হয় দাও গে না—নাজেহাল্ করেচে বেটা—
দাও। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া) আজ্ঞে দু টাকা দশ টাকা নয়—
আশু। কি আরও বেশি নাকি?
দাও। আজ্ঞে সে অনেক বল্‌চে।—
আশু। (বিরক্ত ভাবে) কত বলই না ছাই।
দাও। আজ্ঞে ৫০০ টাকা বল্‌চে।
আশু। (সরোষে) কি! একটা কুকুরের দাম ৫০০ টাকা! আমি কিছু জানি নে। তোমাদের রাজপুত্তুরের কাছ থেকে নাও গে।
দাও। তিনি আপনার কাছেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।
আশু। আমি দোব না—যাও, ও বেটা যেখানে থেকে পারে দিগ্, চুরি করুগ্, সিঁদ দিগ্, ডাকাতি করুগ্।—
নদে। এখন অত রাগ কর্‌বেন্ না। ছেলে মানুষ একটা কাজ করে ফেলেচে।—
আশু। (রাগভরে) ১৮/১৯ বছর বয়েস হতে গেল ছেলে মানুষ! বল কি রাগ কর্‌বো না! গুহোর বেটার ছেলে আমার সর্ব্বনাশ কল্লে! আঁটকুড়ীর বেটা মরে যাগ্ না আপদ চুকে যায় তা হলে। বেটার নবাবী দেখে আর বাঁচা যায় না। যাগ্ বেটাকে পুলিযে ধরে নে যাগ্ দেখি বেটার কোন বাবা রাখে।

দাও। তবে সাহেবকে আজ যেতে বল্‌ব?

আশু। যাও— (প্রস্থান)

নদে। তাই ত এসব বড় অন্যায়। তুই বাবু হলি রাজার ছেলে তোর বুদ্ধি শুদ্ধি কোথায় ভাল হবে—

আশু। আরে ও বেটা আমার ছেলে হলে কি আর এমন বাঁদুরে বুদ্ধি হয়?

সত্য। তাই-ত আপনি হলেন বৃহস্পতি তুল্য লোক, ওঁর এমন তরটা হওয়া ভাল হয় না।

(একজন আর্‌দালির প্রবেশ)

আর্‌। মহারাজ! চিঠ্‌ঠি হয়।

আশু। দোও (পত্র পাঠ করিয়া) ওস্‌কো বোলো হাম কুছ নেই জান্‌তা হ্যায়। হামরা লেড়কা— নেই-নেই ও হাম্‌রা লেড্‌কা নেই হ্যায়—গোরাচাঁদ বাবুকো দেও।

আর্‌। তব্‌ এ চিঠ্‌ঠি গোরাচাঁদ বাহাদুরকো দিয়া যাগা?

আশু। হাঁ চলা যাও। (আর্‌দালির প্রস্থান)

নদে। ও আবার কোথাকার চিঠি?

আশু। গোরার মাথার আর মুণ্ডুর চিঠি। হারম্যানের বাড়ী থেকে ও বেটার পোষাক কিনে দিয়েচেন্‌ তারই বিল।

৪

সত্য। ওর দাম আপনি দেবেন্‌ না—একবার জব্দ না হলে সোজাও ত হবে না—

আশু। সোজা হবে—এর মাতা হবে। —ওহে বাড়ীর ভেতর অত গোল কিসের?

সত্য। তাই ত অন্দরে বড় কোলাহল পড়ে গেচে।

আশু। (স্বগত) আজ কার মুখ দেখেই উঠেছিলুম্‌ হয় ত ঐ গোরা গুহোটার মুখ দেখেই উঠেছিলুম্‌ বেটা আমার আলক্ষ্মী।— (নদের চাঁদের দ্রুতবেগে প্রস্থান)

কি হলো আবার—?

(সুরেনের গলায় চাদর দিয়ে নদের চাঁদের পুনঃপ্রবেশ)

নদে। (সরোষে) মহারাজ! দেখেচেন্‌ শালার বেটা শালা দিনের বেলা ছোট মামীর ঘরেতে ঢুকেচে! বড় মামী অনেক ফিকির করে বেটাকে ধরেছেন্‌।

আশু। মার শালাকে,—মার বেটাকে—তোমরা দাঁড়িয়ে রৈলে কেন? মার—মার—

(সকলের প্রস্থান)

সত্য। উঁ—বড় যে এ কত্তে এয়েছেলে—

আশু। (সরোষে) বেটা বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! (সজোরে প্রহার)

সকলে। মহারাজ! আর মার্‌বেন্‌ না—আর মার্‌বেন্‌ না বেটা নেতিয়ে পড়েচে—

(সুরেনের অজ্ঞান হয়ে পতন)

আশু। একি সর্ব্বনাশ—মরে গেল নাকি? (সভয়ে) না—না—এখনও নড়্‌চে—এখনও জেন্ত আছে—চল একে ধরাধরি করে তোমার বড় মামীর ঘরে নুকিয়ে শুইয়ে রাখি গে। বাইরে থাক্‌লে গোল হবে। অরে!—দরজা বন্ধ কর্‌—

নদে। বড় মামীর ঘরের চেয়ে ছোট মামীর ঘরটা আরো টেরে, সেই ঘরেই শোয়ান যাগ্‌ গে।

আশু। সত্য এসো ভাই ধর। আর দেখ নদের চাঁদ সদর দরজায় খিল দিয়ে দাও গে।— আর-দেউড়িতে বলে দাওগে যেন কাকোয় না ঢুকতে দেয়—আজ নাচ্‌টাচ্ সব বন্ধ থাক্। যে আসবে তাকে যেন বলে যে মহারাজার ছেলের ভারি ব্যারাম। দেখ্ জগা আজ বাতি টাতি জ্বালিস্‌নে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ—(স্বগত) আমিও নেপীর কাছে যাই। বাঁচা গেল।—

সত্য। (স্বগত) এই সুস্‌রে আজ রাণী গুলোকে ভাল করে দেখে নি। চর্ম্ম চক্ষু সার্থক করা যাগ্। (সুরেনকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রস্থান)

(দীনবন্ধুর বেগে প্রবেশ)

দীন। (স্বগত) সাহেবটা রাজপুত্তুরের কি অপমানটাই কল্লে! যতগুলো বাই সব হাঁ করে রৈল। বাবা রাজা হওয়া ত কম কথা নয়। পহা চাই। আর যেন কেও এমন তর রাজা টাইটেল্ যেচে নিয়ে ধনে প্রাণে মজে না। আমি একজন আনাড়ি মুখ্যু সুখ্যু লোক কিন্তু গুটি দুই সূক্ষ্ম কথা বলে যাই। আমার কথা যেন সকলে রাখে। এমন ফাঁকা টাইটেল্ নিয়ে কেবল নাকাল হওয়া আর বেউজ্যুৎ। হাঁ বাপু জান্‌লুম্ রাজা হলুম্ তার সঙ্গে সঙ্গে জায়গীর পেলুম্ তা হলে একদিন রাজা হওয়া যায়। এমন ভূমি শূন্য রাজা হলেই কি আর না হলেই কি? এমন রাজা হওয়া পাপের ভোগ। আশুবাবুর দুঃখু দেখে শেল কুকুর কাঁদ্‌চে। একেই বলে "সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়"।

"মনে করি গাড়ি চড়ি বগি উল্‌টে পড়ে যাই।
মন ত সকের বটে হাতে কিন্তু পয়সা নাই।।"

(নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)।
সমাপ্তঃ।

বঙ্গদর্পণ।

THE MIRROR OF BENGAL

A DRAMA

"Where there is a will there is a way."

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ও প্রকাশিত।

(৯/১, সিমুলিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

কলিকাতা।

ভিক্টোরিয়া প্রিণ্টিং প্রেশে

শ্রীপ্রেম চাঁদ সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১ সাল।

ভূমিকা

এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সকলেই বিদ্বান, সকলেই বুদ্ধিমান, সকলেই গ্রন্থকার ; তবে আমি গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিতি না হই কেন! কেহ রামায়ণ, কেহ মহাভারত, কেহ টড রাজস্থান, কেহ বা কোন ইংরাজী নাটক কিম্বা নবন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম কিম্বা প্রণয়ের মর্য্যাদা দেখাইবার জন্য গ্রন্থ লিখিতেছেন। আমার বিদ্যা ও বুদ্ধি ততদূর বিস্তৃত নহে যে, সেগুলি হইতে সুন্দরই অংশ বাছিয়া লইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করি, সুতরাং ও গুলি ছাড়িয়া কিসে আমাদিগের অর্থ আ'সে, কিসে আমরা লুপ্তপ্রায় নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারি, কিসে আমরা জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারি এই নিমিত্ত "বঙ্গদর্পণ" নাম দিয়া আমি স্বকপোল কল্পিত এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম। আত্ম-মান-বিনাশক 'অসুখের শেষ' চাকরীতে যাহাতে আমাদের বীতরাগ এবং স্বাধীন ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রভৃতিতে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, এই জন্যই আমার এই খানি প্রণয়ন করা।—বলিতে পারি না সাধারণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে কি চক্ষে দেখিবেন। সাধারণে আমার প্রশংসাই করুন বা নিন্দাই করুন তাহাতে আমি বিশেষ লাভ বা ক্ষতি বিবেচনা করি না, তবে মহামান্য ভারতহিতৈষী F. PINCOTT সাহেব আমাদিগের মঙ্গলের জন্য যে দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহেন সকলে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন সাধারণের নিকট আমার কেবলমাত্র এই প্রার্থনা। ভারত হিতৈষী F. PINCOTT সাহেবের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষতঃ প্রত্যেক বঙ্গবাসীর, হৃদয়ফলকে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক।

"In my opinion the future of India depends on her manufacturing industry. As long as India keeps so exclusively to agriculture she will remain poor. but if her manufacturing industries are developed, the vast resources of the country and the limitless command of cheap labour, will bring her boundless wealth, for she will be able to compete with THE WHOLE WORLD.

If I could infuse an honest commercial spirit into the hearts of Indians. I would speedily make that nation the richest and most powerful on the face of the earth."

কলিকাতা
১৬ মাঘ। ১২৯১ সাল।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিশ্বম্ভর রায়	...	ধনবান ব্যক্তি
জ্ঞানেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র	...	ধনবানের পুত্রদ্বয়
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	জ্ঞানেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের খুল্লতাত
অনুকূল চট্টোপাধ্যায়	...	জ্ঞানেন্দ্রের শ্বশুর
হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	ধনবানের দেওয়ান
প্রিয়নাথ	...	পাটনার জমীদার
উপেন্দ্র	...	জমীদারের সখা
সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	জমীদারের পুরোহিত

গঙ্গারাম, ছদ্মবেশী জুয়াচোর, মাতাল, সন্নাসী, পারিষদবর্গ ভৃত্যবর্গ ইত্যাদি—

স্ত্রী।

সাবিত্রী	...	জ্ঞানেন্দ্রের মাতা
সারদা	...	জ্ঞানেন্দ্রের স্ত্রী
প্রমদা	...	সারদার সখী

দাসী ইত্যাদি—

বঙ্গদর্পণ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানা।
(জ্ঞানেন্দ্রবাবু আসীন)

জ্ঞানেন্দ্র। (ক্ষণকাল সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া স্বগত) আমাদিগের উপর রমানায়ক, জগৎপালক, নারায়ণ কি এতই অপ্রসন্ন! পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকেই আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে কেবল হতভাগ্য আমরাই অপরের মুখপানে তাকাইয়া জীবনের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার কি মহিয়সী শক্তি! যাহাদিগের নিকট হইতে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা শিখিতেছি তাহারা আমাদিগকে নিগার (Nigger) বলিয়া ঘৃণা করিতেছে অথচ আমরা উন্নত হইয়াছি জ্ঞানে পূর্ব্বপুরুষদিগকে উপহাস করিতেছি। ধন্য পূর্ব্বপুরুষগণ! তোমরাই ধন্য! তোমরা যে সুখ উপভোগ করিয়াছ আমরা তাহার দশাংশের একাংশও ভোগ করিতেছি কি না সন্দেহ। (পুনরায় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া) বঙ্গীয় ভ্রাতাগণ! আপনাদিগের কি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে এই ভাবেই দিন কাটিয়া যাইবে? আমি ত দেখিতে পাইতেছি দিন২ আমরা বিপদ সাগরে পতিত হইতেছি। ইহা হইতে যদি উদ্ধার চেষ্টা না করি তবে যা কিছু সুখ, আমরা সায়ংকালীন বৃক্ষের অগ্রভাগে নিপতিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় দেখিতে পাইতেছি, ইহা আর বড় অধিক দিন দেখিতে পাইব না। আমি ত অপরকে উপদেশ দিতে বসিয়াছি কিন্তু আমি নিজে এই বিপদ সাগর হ'তে উদ্ধারের জন্য কি চেষ্টা করিতেছি। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য! জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করে, দুই চারি পৃষ্ঠা ইংরাজী শিখে কেরাণী হ'ব এই সকলের ইচ্ছা কিন্তু এত লোকের ইচ্ছার পূরণ কিরূপে হয় তাহা কাহাকেও একবার ভাবিতে দেখি না। চাষ করিতে অনেকে লজ্জা বোধ করেন কিন্তু দেখ এ দেশের কত জমী পাশ্চাত্যদিগের নীল, চা প্রভৃতির আবাদে নিয়োজিত রহিয়াছে। বৃটীস গবর্ণমেন্ট নিজে আফিমের চাষ করিতেছেন। ব্যবসার নাম করিলে ভ্রাতারা বলে বসেন সকলেই যদি মুদিখানার দোকান করে তবে ব্যবসায়ীর দ্রব্য কিনিবে কে? আচ্ছা ভাই! বল দেখি পাশ্চাত্যেরা কি সকলেই মুদিখানার দোকান খুলিয়া বসিয়াছে? যদি বল টাকা পাই কোথা হ'তে? আমাদিগের কত টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে একবার অনুসন্ধান কর না। আর একটী বিষয় অনুসন্ধান করিতে বলি ইংরেজ টোলায় ঐ যে বড়২ হৌস[১] দেখিতে পাও উহার পত্তন কিরূপে হয়। (পুনরায় চিন্তা করিয়া) যখন যেমন তখন তেমন। এখন আর আমাদের চাকরি করা সাজে না। এখন ব্যবসা ভিন্ন আর আমাদের সদ্‌গতি নাই। (প্রকাশ্যে) হারাণ।

(হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। আজ্ঞে।

জ্ঞা। দ্বিজেন্দ্রকে একবার আমার কাছে ডেকে দাও ত।

হা। যে আজ্ঞা।

(হারাণের প্রস্থান)

জ্ঞা। নিজের চেষ্টা না থাকিলে উন্নত হওয়া যায় না। রুচি না থাকিলে অমৃতও গরল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' কথার অর্থ জানিতে আমাদিগের রুচি হয়না অথচ পাশ্চাত্যেরা বাণিজ্য করুক আমরা মনের সুখে কেরানী হই এতেই অনেকের রুচি।

(দ্বিজেন্দ্রের প্রবেশ)

দ্বিজেন্দ্র। দাদা! আপনি কি আমাকে ডেকেছিলেন?

জ্ঞা। হা ভাই বস।

(দ্বিজেন্দ্রের উপবেশন)

জ্ঞা। আচ্ছা ভাই! বল দেখি আমাদিগের অর্থাৎ বাঙ্গালীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা কেমন?

দ্বি। অতীব শোচনীয়!

জ্ঞা। কিসে?

দ্বি। চাকরি ভিন্ন আমাদিগের অর্থোপার্জনের অন্য পথ নাই অথচ সকলের ভাগ্যে চাকরি যোটে না, আর যাদেরও যোটে তাদের খরচেরও সংকুলান হয় না। এই জন্য দেখ্‌তে পাই প্রায় সকলের মনই বিষন্ন।

জ্ঞা। প্রচুর ধনাগম কিসে হয় ব'ল্‌তে পার।

দ্বি। দাদা! বাণিজ্যই ধনাগমের উৎকৃষ্ট পথ, আমরা যে এত কষ্ট ভোগ করিতেছি আমাদিগের বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত নাই বলে আর বৃটনীয়েরা যে এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী বাণিজ্য তাহার মূল কারণ।

জ্ঞা। আচ্ছা এরূপ স্থলে আমি যদি বাণিজ্য ক'রতে ইচ্ছা করি তোমার তা'তে মত কি?

দ্বি। আপনার এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

জ্ঞা। দেখ ভাই! আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করিব। তুমি এতে কি বল?

দ্বি। দাদা! কলিকাতা ভারতবর্ষীয় বৃটীষ সাম্রাজ্যের রাজধানী বাণিজ্য ক'রবার জন্য এখানে কত দেশের লোক এসে থাকেন। আপনার যদি একান্ত বাণিজ্য করার মত হয় এখানে থেকেই ত করতে পারেন। বিদেশে যাবার আবশ্যক কি?

জ্ঞা। ভাই! তোমার কথা যদিও মিথ্যা নয় বটে, কিন্তু বাণিজ্য করিতে হ'লে কি কি করিতে হয় বোধহয় তুমি তাহা সম্যক অবগত নও। বাণিজ্য করতে হ'লে প্রথমত এই দে'খতে হয়, কোথায় কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তারপর এই দেখ্‌তে হয়, সেই দ্রব্য কোথায় কি দরে বিক্রয় হয়, আর সেই দ্রব্য ক্রয় করিবার ও যেস্থানে বিক্রয় হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এখানে এই দ্রব্য আনিলে এই পরিমাণে লাভ হয়। দ্রব্যের মূল্য সকল সময়ে সমান থাকে না। কখন বৃদ্ধি কখন বা অল্প হইয়া যায়। বৃদ্ধির সময়ে অধিক আমদানী করিতে হয়, আবার যখন কম হয় তখন দে'খতে হয় সেই দ্রব্য কোথায় লইয়া গেলে লাভ হইতে পারে। তাই বলি বাণিজ্য করিতে হ'লে শুদ্ধ এখানে থা'কলে হয় না। আমি যে বাণিজ্য করিব বলিতেছি তাহা এই প্রকার বাণিজ্য। আর বৃটনীয়রা যে বাণিজ্য করেন যে বাণিজ্য বলে তাহারা স্বদেশ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়াছেন ও করিতেছেন—তাহা স্বতন্ত্র। তারা কলের সাহায্যে অতি অল্প ব্যয়ে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি ব্যবহারে আনিতে পারেন এই জন্য তাহাদিগের ঐশ্বর্য্য অধিক আর এই জন্যই আমাদিগের দেশের তন্তুবায়গণ নিরন্ন, ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়গণ প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী।

দ্বি। দাদা! আপনার যেরূপ অভিলাষ হয় করুন। তবে আপনি বিদেশে গেলে আমিও আপনার সহিত বিদেশে যা'ব।

জ্ঞা। ভাই! তোমার এ অভিলাষে কাজ নাই। বৃদ্ধ পিতা মাতা থাকিতে কি দুই জনকেই একেবারে বিদেশে যাওয়া উচিত?

দ্বি। আচ্ছা আপনাকেও ত এ বিষয় পিতাকে জানাতে হ'বে।

জ্ঞা। তা হ'বে বৈকি। তিনি কিরূপ বলেন না জেনে কি আমি এ কাজ ক'রতে পারি।

দ্বি। আমি কিন্তু আপনাকে ছেড়ে থা'কব না। আপনি যখন এ বিষয় পিতাকে জানাবেন আমার যা'বার কথাও তাঁহাকে জানাতে হ'বে।

জ্ঞা। আচ্ছা আমি তোমার বিষয়ও তাঁহাকে জানাব। চল এখন উঠি। রা'ত হয়ে এল।

দ্বি। যে আজ্ঞা চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিশ্বম্ভর বাবুর বৈটকখানা।

পারিষদবর্গের সহিত বিশ্বম্ভরবাবু উপবিষ্ট।

বিশ্বম্ভরবাবু। আমাদের অবস্থা দিন দিন যেমন দাড়া'চ্চে, মরবার সময় ছেলেগুলো দুবেলা দুমুটো খেতে পাচ্চে দেখে যেতে পেলেও পরম লাভ বলে মনে করি।

প্রথম পারিষদ। খেতে পাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয় মহাশয়। মুটে মজুরেরা কি খেতে পায় না?

২য় পা। (প্রথম পারিষদের প্রতি) আপনি বাবুর কথার অর্থ বু'ঝতে পারেন নাই। বাবু ব'ল্‌চেন ছেলেরা মানে মানে দিন কাটা'চ্ছে দেখে যেতে পেলেও পরম লাভ।

১ম পা। আপনিই তবে বাবুর কথা বু'ঝতে পারেন নাই।

২য় পা। কিসে?

১ম পা। শুনুন বলি। এ দেশের লোকেরা সাধারণত কি উপায়ে অর্থোপার্জন করে বলুন দেখি?

২য় পা। চাকরিইত একমাত্র উপায় দে'খ্‌তে পাই।

১ম পা। আজ কাল চাকরির অবস্থা কিরূপ দে'খ্‌চেন? সকলেই কি চাকরি পা'চ্চে।

২য় পা। তা পায় না বটে।

১ম পা। এখন বাবুর কথা বু'ঝতে পাল্লেন?

২য় পা। আজ্ঞে হা! আপনি বাবুর কথার কি উত্তর দেন?

১ম পা। আমি এই উত্তর দিতে পারি আমাদিগের যা প্রথা দাড়িয়েচে মজুরি।

২য় পা। মজুরি কারে ব'লচেন?

১ম পা। সাধারণে যা'তে অর্থোপার্জন করে।

২য় পা। কেরাণী গিরি?

১ম পা। আজ্ঞে হা। দুই পাচ বৎসরের জন্য কেরাণীগিরি, তারপর যখন কেরাণীগিরির অনটন পড়্‌বে তখন মুটেগিরি।

২য় পা। আপনার এ কথা মানি। যে পর্যন্ত না আমাদিগের মধ্যে বাণিজ্যপ্রথা প্রচলিত হ'চ্চে ততদিন কেরাণীগিরি অভাবে মুটেগিরিই এদের উপজীবিকা ব'লতে হ'বে।

১ম পা। এ কথা থাক্‌। (বিশ্বম্ভরবাবুর প্রতি) আপনার ছেলেদের কেমন লেখাপড়া হ'চ্চে মহাশয়।

বি। লেখাপড়া বড় মন্দ হচ্চে না। তবে কি জানেন বুদ্ধি বৃত্তি যেমন মার্জিত হ'চ্চে সেই পরিমাণে ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন উপায় দে'খচি না।

১ম পা। আপনি সে বিষয়ে কোন চিন্তা ক'র্‌বেন না। যিনি ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখেন তা'কে অন্নের জন্য কষ্ট পেতে হয় না।

বি। এখনকার সময় দেখে মনে স্বভাবতই চিন্তার উদ্রেক হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় আজকাল অনেকে ভালরকম লেখাপড়া শিখিতেছেন বটে, কিন্তু ইহাদিগের অধিকাংশই পরের চাকরি ক'র্‌ব এই ইচ্ছা। আবার দেখা যায় কত কত B.A., M.A. উপাধিধারীরা ২০, ২৫ টাকা চাকরির প্রত্যাশায় ঘুরিয়া বেড়ান। আমার সন্তানেরা ইহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজে কাজেই মনে নানা প্রকার চিন্তার উদ্রেক হয়।

১ম পা। চিন্তার কারণ আছে বটে কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জা'ন্‌বেন ভ্রাতারা যতদিন পরমুখাপ্রেক্ষী থাকিবেন ততদিন কষ্ট ভোগ ক'র্‌বেন। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিতে না পারিলে শুদ্ধ এদের কেন কোন জাতিরই কখন উন্নতি হয় নাই হইবেও না। তবে যা'রা স্বদেশ উদ্ধার ক'রব বলে সময়ে সময়ে গলাবাজি করে থাকেন তাদের চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র জা'ন্‌বেন।

(লিপিহস্তে হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। (বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি) মহাশয়! বড় বাবু আপনাকে এই পত্রখানি দিলেন।

বি। কৈ দেখি।

(হারানের পত্র প্রদান ও বিশ্বম্ভর বাবুর গ্রহণ)

বি। (পত্রপাঠ করিয়া অবশিষ্টের প্রতি) বাবাজিদের বাণিজ্য ক'র্‌বার অভিলাষ হয়েছে।

২য় পা। অতি উত্তম সংবাদ। মরীচিকার মধ্যে জলাশয় দে'খলে যেমন পথিকের আনন্দ হয়, এ সংবাদে আমরাও তদ্রূপ আনন্দিত হলেম।

১ম পা। শুদ্ধ অভিলাষ হ'য়েছে বলে এতদূর আনন্দ করা যেতে পারে না। অনেক কেরাণী যখন কষ্ট পান, তখন ব'লে থাকেন চাকরীতে আর সুখ নাই। ব্যবসা ক'রতে পাই তবে বুঝি, দশ টাকা উপার্জন করিতে পারি কি না। তারপর তাহাদিগকে কখন কেরাণীগিরি ছা'ড়তেও দেখি না, ব্যবসা করিতে দেখি না।

২য় পা। উহাদিগের সহিত বিশ্বম্ভর বাবুর পুত্রের তুলনা হ'তে পারে না। উহাদিগের কলম ঠ্যালা বন্ধ হলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বন্ধ হয়;—ইহাদিগের অবস্থা সেরূপ নয়। উহাদিগের ব্যবসা নিজের অর্থোপার্জন করা, আর ইহাদিগের ব্যবসা স্বদেশের অভাব মোচন করা, আমার যতদূর বুদ্ধি মোটামুটি এই ত বুঝি। আর এক কথা, ইহাদিগের ইচ্ছা সেরূপ কি না, না জেনে এ বিষয়ে কোন কথা বলা আপনার অন্যায়।

১ম পা। তা বটে। (বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি) আচ্ছা, মহাশয় ইহাদিগের এ বিষয়ে কিরূপ অভিলাষ আপনার ত একবার জানা উচিত।

বি। হাঁ, এ বিষয় জা'নতে হচ্চে। (হারাণের প্রতি) দেখ হারাণ, বাবাজিদের একবার আমার নিকট আ'সতে বল।

হারাণ। যে আজ্ঞা। (হারাণের প্রস্থান)

বি। আপনারা যা ব'লচেন তা যথার্থ। এদেশীয় দিগের পক্ষে বাণিজ্য শিক্ষা করা ও তাহার ফলভোগ করার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এখনও যাদের ধারণা হ'ল না ঘরের পয়সা বাহির করে মুচ্ছুদ্দি[২] হওয়ায় লাভ কি, তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করা যেতে পারে!

১ম পা। ও ত গেল ধনবানের কথা ; সাধারণের ব্যবহার দেখুন। ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়গণ এদেশে যে সকল বস্ত্র আনয়ন ক'রচেন তাহাতে পাটের ভাগই অধিক অথচ তাহা সকলে আহ্লাদের সহিত ক্রয় করে প'রচেন ; এদিকে দেশের তন্তুবায়েরা পাঠহীন সূতার বস্ত্র প্রস্তুত করে ক্রেতার অভাবে দিন দিন নিরন্ন হ'চ্চে,—এটি ত কাহাকেও একদিনের জন্যও ভাবতে দেখি না।

২য় পা। ভাবিনে আবার! যদি শস্তায় পাই, তবে বেশী দাম দিতে যাই কেন? ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়গুলি কেমন শস্তা ; মহাশয়!

১ম পা। ঠিক বলেচেন, শস্তা তাই কিনি ; ভাল কি মন্দ তা দেখি না।

(দ্বিজেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্রের প্রবেশ)

বি। বস দেখি আমার সাম্‌নে।

(জ্ঞানেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের উপবেশন)

বি। বাণিজ্য বিষয়ে যে তো'মাদের মন হ'য়েছে, ইহা অতি আহ্লাদের কথা, কিন্তু তজ্জন্য যে বিদেশে যা'বার কল্পনা করেছ এ'তে আমার মত নাই।

জ্ঞা। আপনার অমতের কারণ কি?

বি। অমতের অন্য কারণ নাই। আজকাল সকল স্থানই বদমায়েসদিগের রঙ্গস্থল হয়ে উঠেচে। তুমি বিদেশে যেতে চা'চ্চ, সেখানকার বদমায়েসেরা নূতন লোক দেখ্‌লেই তোমার মনের ভাব জেনে তোমাকে বিপদে ফেল্‌তে পারে, এই জন্যই আমার আপত্তি। দেশে থেকে বাণিজ্য কর,—আমার কোন বাধা নাই। সর্ব্বদা আমার চক্ষের সম্মুখে থাকবে, কেহ কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।

(রামবাবুর প্রবেশ)

বি। এস, ভাই! বস।

(রামবাবুর উপবেশন)

বি। তোমরা বিষণ্ণ হ'চ্চ কেন? দেশে থেকে কি বাণিজ্য হয় না?

রাম। বাবাজিরা কি বলচেন?

বি। বাবাজিরা বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য কর্‌তে চান।

রাম। তা, ভালই ত।

বি। ভাল বটে, আমার ভয় হয় জুয়াচোরদিগের জন্য। কোন দিন কে ফাকি দেবে, শেষে মাথা চাপড়ে দেশে ফিরে আ'সতে হ'বে।

রা। দেখুন যারা মাতাল, অন্য কোন নেশাখোর, কিম্বা লম্পট, তাহাদিগেরই নিকট জুয়াচোরদিগের একাধিপত্য! বাবাজিরা ত সে প্রকার কোন নেশা করেন না, তবে সে জন্য আপনার এত ভয় কেন?

বি। আচ্ছা, বাবাজিরা যদি বিদেশে যান, একা কিছুতেই পা'ঠাতে পারি না।

রা। সে কথা ভাল।

বি। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) দেখ, ভাই রাম! তুমি অনেক দিন হ'তে বিদেশে যাবে বল্‌চ। আর আমিও অনেক বিবেচনা করে দেখ্‌লেম, কেবলমাত্র তোমারই হাতে এদের সমর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। তুমি যদি এদের লয়ে বিদেশে যেতে পার তবেই আমি মত দিতে পারি, নতুবা নয়। এ'তে তোমার মত কি?

রা। আপনার অনুরোধ রক্ষা করি ইহাপেক্ষা আমার সুখের বিষয় আর কি!

পারিষদবর্গ। বেশ হল মহাশয়! রামবাবু অতি উপযুক্ত লোক, বিশেষত বাণিজ্য সম্বন্ধেও ইনি অনেক বিষয় অবগত আছেন। ইনি বাবুদিগের সঙ্গে থাক্‌লে কি ইহাদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধে, কি রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে সকল বিষয়েই আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পা'রবেন।

বি। (পুত্রগণের প্রতি) দেখ তোমরা দুইজনেই দেশ ছাড়া হ'চ্চ। তোমাদের যাহাতে কোন বিষয়ের অসুবিধা না হয়, এই জন্য রামবাবুকে তোমাদের সহচর কর্‌চি। ইহাকে আমার মত দেখো। কদাচ ইহার অবাধ্য হ'য়ো না। যখন যা করবে আগে ইহার পরামর্শ ল'বে। তারপর অপরের পরামর্শ যদি যুক্তিযুক্ত হয়। উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ্য রেখে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় কাজ কর্‌বে। অগ্রে মানুষের চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা কর্‌বে, কারণ অনেক ছদ্মবেশী লোক এসে তোমাদের প্রতারণা কর্‌তে পারে। সুরাপায়ীদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিও না, কারণ সুরাপায়ীদিগের মনের দৃঢ়তা নাই, সুরাপায়ীর মন সুরার ন্যায় তরল। যখন রামবাবু তোমা'দের সঙ্গে যা'চ্চেন, তখন আর আমার অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার মতে চোলো, তোমাদের মঙ্গল হ'বে। আর আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি তোমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হউক!

রা। আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হউক!

বি। তবে তোমরা এখন এস।

(জ্ঞানেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের প্রস্থান)

১ম পা। আপনি দেখ্‌বেন এরা একাজে সফল মনোরথ হবেন। আর এ প্রকার লোকের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি হয় ততই দেশের মঙ্গল, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হয়।

২য় পা। তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি!

বি। সে কথা যথার্থ। কেবলি, চাকরি আর চাকরি। চাকরি গতি, চাকরি মুক্তি।

১ম পা। চাকরির দশা যে রকম দেখা যা'চ্চে আর বড় অধিক দিন লোককে চাকরি পেতে হ'বে না। এখনি দেখা যায় একটি চাকরি খালি হ'লে দশ পাঁচশ আবেদন পড়ে।

২য় পা। হোগ, হোগ, লোকের কিঞ্চিৎ শিক্ষা হোগ।

বি। শিক্ষার প্রয়োজন হ'য়েচে বটে। চলুন, এখন ওঠা যাক।

পারিষদবর্গ ও রামবাবু। হাঁ, মহাশয়, রাত্রি অধিক হয়ে পড়্‌ল।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জ্ঞানেন্দ্রের শয়ন ঘর।

(সারদা উপবিষ্টা)।

সারদা। কথাটা কি সত্য! সত্য সত্যই কি বাবা এ বিষয়ে মত দিলেন! হ'বে, তা না হ'লে মা সে দিন অত দুঃখু করবেন কেন, আমারই বা মন এত চঞ্চল হ'বে কেন! আমাতে যেন আর আমি নাই! যাহোগ আজ এর মুখ হ'তে শুন্‌তে হ'বে কথাটা সত্তি কি মিথ্যে। এভাবে আর ব'সে থাকা হবে না। তিনি যে পুস্তকখানা দিয়েছেন, সেখানা পড়্‌তে বসি। (পুস্তক পাঠ)

(জ্ঞানেন্দ্রের প্রবেশ)

জ্ঞা। (স্বগত) এ ঘরে প্রবেশ কর্‌তে আর আমার পা উঠ্‌চে না। মায়াময়ী নারীর কাছে যতই থাকা যায়, ততই মায়ায় জড়িয়ে পড়তে হয়। আমি যখন বিদেশে যা'চ্চি তখন এ মায়া

কাটাই কি করে? নিজে স্বীয় অঙ্কে যে লতাকে আশ্রয় দিয়েছি, সে লতাকে পরিত্যাগ করি কিরূপে? সঙ্গে লয়ে গেলে হয় না? তাই বা কিরূপে বলি! কখন্ কোথায় থাকতে হ'বে তার ঠিকানা কি। যা হোগ, আমি এক্ষণে উভয় সঙ্কটে পড়্লেম। যখন এ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা জেনেছি, শুদ্ধ জানা নয়, এ বিষয়ের জন্য আবার পিতাকে অনুরোধ করেছি, তখন আর ইহার অন্যথা করতে পারিনে। আর আমার মুখপানে তাকাইয়া বদ্ধিত এই লতাকেও বা কিরূপে পরিত্যাগ করি। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! আজ জানলেম, তুমি আমাকে বড় ভালবাস। আমি তোমার পড়বার জন্য যে পুস্তকখানি দিয়েছি, সেখানি তুমি অতি যত্নের সহিত পাঠ কর্‌চ। প্রিয়ে! আমার কি এখন এ স্থানে প্রবেশ নিষেধ?

সারদা। নিষেধ! কেন?

জ্ঞা। একমনে শিক্ষা কর্‌চ, শিক্ষার ব্যাঘাত হ'বে তাই বল্‌চি।

সা। তবু ভাল। যাহোগ, আজ একটা নূতন কথা শিখ্‌লেম। স্বামী নিকটে এলে, স্ত্রীলোকের শিক্ষার ব্যাঘাত হয়।

জ্ঞা। প্রিয়ে! আমার মতিভ্রম হ'য়েচে বলে কি বল্‌তে কি বলে ফেলেচি। রাগ কোরো না ভাই।

সা। এও একটা নূতন কথা বটে!

জ্ঞা। না প্রিয়ে! আজ একটু অন্যমনস্ক হয়েচি বলে এই সব কথা বেরিয়ে পড়্‌চে।

সা। তা সত্তি, পুরুষের পক্ষে অন্যমনস্ক হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়!

জ্ঞা। প্রিয়ে! তুমি কি আমাকে সে প্রকার পুরুষ ঠাওরালে?

সা। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) না, প্রাণনাথ! আমি আপনাকে এ কথা বল্‌তে পারিনে, তবে কিনা এ অভাগিনীর—

জ্ঞা। ও কি! তোমাকে এ কথা কে বল্লে—

সা। কি কথা? কি কথা?

জ্ঞানে। না, না, সে কথা কিছু নয়।

সা। আমার মাথা খাও, তোমার অন্যমনস্কের কারণ কি, বল?

জ্ঞা। দেখ প্রিয়ে! আমার ইচ্ছা হয়েছে একবার বিদেশে যাই।

সা। সেখানে কি হ'বে?

জ্ঞা। বাণিজ্য করব।

সা। কেন এখানে থেকে কি বাণিজ্য করা হয় না?

জ্ঞানে। হয় না এমন নয়, তবে কি জান, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, —মনের মতন অর্থোপার্জ্জন হয় না।

সা। অধিক অর্থ না বা হ'ল?

জ্ঞা। বল কি! আমি যে বাণিজ্য কর্‌তে যাচ্চি অর্থোপার্জ্জনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

সা। কেন তুমি কি এতই গরিব যে, টাকার জন্য তোমাকে দেশে২ ঘুরে বেড়াতে হ'বে।

জ্ঞা। আমি গরিব নই, কিন্তু আর পাঁচজনের কষ্ট দেখ্‌তে পারিনে।

সা। আর পাঁচজনের কিসের কষ্ট?

জ্ঞানে। পিঞ্জরের পাখী পিঞ্জরে থাক, না দেখলে কি করে জান্‌তে পারবে বল। আজ কাল অর্থোপার্জ্জন ক'রার যেরূপ দুর্দশা দাঁড়িয়েচে, দেখ্‌লে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। কত লোক টাকা টাকা করে ঘুরে বে'ড়াচ্চে। কেহ কেহ বা কোন উপায় অন্বেষণ করতে না পেরে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত কচ্চে। বল দেখি প্রিয়ে! এসব দেখে শুনে, কিরূপে চুপ করে থাকি?

সা। এ কথার আর উত্তর নাই, কিন্তু দেখো যেন আর পাঁচ জনের কষ্ট ঘোচাতে গিয়ে নিজে কষ্ট পেতে না হয়।

জ্ঞা। সুখ ও দুঃখ সকলকেই ভোগ কর্ত্তে হয়। যদি কখন দুঃখ হয় তখন মনে মনে সুখের সময়ের ঘটনা ভাব্‌ব তা হলেই দুঃখ আর থাকবে না। মনের মধ্যেই সব ত?

সা। এ দাসীর একটি নিবেদন আছে, শুন্‌বেন কি?

জ্ঞা। দাসীর নিবেদন কখন শুনিনে যে আজ শুন্‌ব না।

সা। দাস দাসীর কথায় সকল প্রভুরা কর্ণপাত করেন না, কি জানি যদি আমার কথাও সেরূপ হয়, তাই সন্দেহ করে নিবেদন করতে সাহস হ'চ্চে না।

জ্ঞা। সাহস যখন হ'চ্চে না তখন আর কিরূপে বল্‌বে বল থাক্‌লে সেবার ত্রুটি হবে না, কোন কষ্ট জানতে পারবেন না অতএব দাসীকে সঙ্গে নিন। কেমন, দাসীর এই নিবেদন কি না?

সা। হাঁ নাথ!

জ্ঞা। তুমি কি বিবেচনা কর আমি তোমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছি। তোমার যেমন এ কথা বল্‌তে সাহস হয় নাই, আমারও সেইরূপ, আমি কখন কোথায় থাকি এই বিবেচনায় তোমাকে সাথি কর্‌তে সাহস হ'চ্চে না। আর একটী কথা এই, আমাদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। নিজে বিপদে পড়ে তোমাকেও বিপদে ফেল্‌ব। আর এক কথা এই, পুরুষের বিপদ যেরূপ সহজ নারীর বিপদ সেরূপ সহজ নয়। কাজে কাজেই, তোমার এ বিষয়ে অভিলাষও অন্যায় এবং আমার সাহসও ততোধিক অন্যায়। আমি যে বিপদের কথা বল্‌লেম এরূপ নাও হ'তে পারে বটে, কিন্তু আমার কাজের ব্যাঘাত হ'তে পারে, বোধকরি তুমি একথা স্বীকার কর। আমা'দের দেশ এখনও এতদূর উন্নত হয় নাই যে স্ত্রীলোককে লয়ে যেথা সেথা ভ্রমণ করা যেতে পারে।

সা। (সরোদনে) আমাদিগকে কি চিরকালই এইভাবে জীবন কাটা'তে হ'বে? সত্য সত্যই কি আমরা সমাজের কেহ নহি? পুরুষেরা যদি আমাদিগকে কু ভাবে ভাবে, সেকি কেবল আমাদের দোষ?

জ্ঞা। প্রিয়ে! কেঁদে আর আমায় কাঁদাও কেন? তুমি কি বিবেচনা কর আমি তোমা বিহনে সুখে থা'কব? এরূপ মনে কোরো না যে চিরজীবনের জন্য তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ ক'চ্চি।

সা। আমি সে জন্য কাদ্‌চি না। তুমি এখান হ'তে আস্‌লে আমি কা'র কাছে থাকব? আমি কোথায় থাক্‌ব?

জ্ঞা। এরই জন্য কান্না! তুমি সেখানে থাক্‌লে মনের আনন্দে থাক্‌বে, মনে কর সেই খানে থাকবে। তোমার সঙ্গে আমার আর একটী কথা আছে।

সা। কি কথা, নাথ!

জ্ঞা। ব'লচি শোন। (বাক্স হইতে এক খণ্ড নোট বাহির করিয়া) এই দেখ একশত টাকা তোমাকে দিলেম তোমার যখন যে দ্রব্যের আবশ্যক হ'বে এ'তে ক্রয় করবে। আর আমিও সেখান হ'তে তোমার জন্য কত প্রকার দ্রব্য পাঠিয়ে দেবো।

সা। মনে থাকলেই ভাল। (নোটগ্রহণ করিয়া) ঠাকুরপোও কি তোমার সঙ্গে যাবে?

জ্ঞা। না গেলেই ত ভাল হয়, কিন্তু ছাড়ে কৈ?

সা। মা আর বাবাই বা তোমাদের ছেড়ে কিরূপে থাক্‌বেন? এদেরও কেন সঙ্গে করে লও না।

জ্ঞা। (সারদার অধরে হাত দিয়া) না সুন্দরি! এখন তামাশার সময় নয়।

সা। তবে বাবার কাছে কে থাক্‌বে?

জ্ঞা। তুমি দ্বিজকে বু'ঝিয়ে বল্‌তে পার, ও এখানে থাকে, তা না হ'লে বড় অন্যায় কাজ হয়।

সা। আচ্ছা আমি একবার তা'কে বু'ঝিয়ে দেখ্‌ব।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাটনা। প্রিয়নাথ বাবুর বৈটকখানা।

(প্রিয়নাথ বাবু উপবিষ্ট)

প্রিয়নাথ। (স্বগত) আমি একজন ক্ষুদ্র জমীদার। আমি যে ভাবে চলি লোকে ভাবে আমার কতই ঐশ্বর্য্য। কিন্তু আমার ঐশ্বর্য্যের কথা আমিই জান্‌চি আর যা হ'তে পেয়েছি সেই ভগবান ভূতভাবনই জান্‌চেন। আমার মন এন্নি হচ্ছে, কেন আমার এ জমিদারী হ'য়েছিল। বৃটনীয়দিগের শাষণে থেকে যদি উহাদিগের অনুকরণ করিতাম তাহাও যে আমার পক্ষে সহস্র গুণে ভাল ছিল। মদ্য মাংস খেয়ে, কোট পেন্টুলন পরে, অনেকে মনে করেন আমরা বৃটনীয়দিগের অনুকরণ করিতেছি, আমি কি সেই অনুকরণের কথা বল্‌চি। যে অনুকরণে আমাদিগের বংশলোপ হ'চ্চে, সাধারণে পশুভাব ধারণ ক'চ্চে, আমি কি সেই অনুকরণের কথা বলিতেছি। না, যাহা বৃটনীয়দিগের জীবন, যাহার জন্য উহারা জন্মভূমি পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেই অনুকরণের কথাই বলিতেছি। আমি যদি বাণিজ্য করিতাম, আমার যদি জমীদারীরূপ কণ্টক না থাক্‌ত তাহা হইলে আমার মন কেমন তৃপ্ত হ'ত। আমার মানসিক বৃত্তির পরিচালনা হ'ত, দেশে অর্থাগম হ'ত, আবার সঙ্গে২ আর পাঁচজনও প্রতিপালিত হ'ত। আমি আরো একটী বিষয়ে আশ্চর্য্য হ'য়েছি। যা'দের ইচ্ছা হয় বাণিজ্য করি তা'দের পয়সা নাই, আবার যা'দের পয়সা আছে তাদের প্রবৃত্তি হয় না। এইটাই আমাদিগের উন্নতির পক্ষে বিষম অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। এভাব যতদিন না আমা'দের দেশ হ'তে যা'চ্চে, ততদিন শত শত টাউন হলের মত শত বৎসরের শত শত বক্তৃতায়ও এ পতিত জাতির উন্নতি হইবে না। ইহা আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি, যতদিন না দেখিতে পাইতেছি ধনী নির্দ্ধনকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, এবং নির্দ্ধন ব্যক্তি কায়িক পরিশ্রমে ধনীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে, ততদিন আমরা উন্নত হইয়াছি, উন্নত হইতেছি, এই শব্দ যদি বিস্তীর্ণ গগণমণ্ডল ভেদ করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যায়, তথাপি যে শব্দে এ শ্রুতি শ্রুতিপাত করে না, কর্ব্বেও না।

(সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

প্রি। আসতে আজ্ঞা হোগ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

সা। বসতে আজ্ঞা হোগ।

প্রি। আপনাকে এত শ্রান্ত দেখ্‌চি, আপনার কোথাও যাওয়া হ'য়েছিল না কি?

সা। আজ্ঞে হাঁ। কোন কর্ম্মানুরোধে একবার ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। পরে সেখান হইতে আপনার নিকট আসচি। আপনি কোন প্রকার সংবাদ শু'নেচেন কি?

প্রি। কি সংবাদ বলুন দেখি?

সা। আপনি তবে কোন সংবাদ পান নাই। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় আমাকে ব'ল্লেন দুই পাচ দিনের মধ্যে কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত লোকের দুই পুত্র বাণিজ্য করবার জন্য এখানে

আসিবেন। তজ্জন্য ষ্টেশন মাষ্টারকে তাহারা তাহাদিগের ব্যবহারের উপযুক্ত একটা বাসা স্থির করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বাসাবাটীর কোন প্রকার সুবিধা করে না উঠ্‌তে পেরে আমাকে ষ্টেশনের মধ্যে দেখ্‌তে পেয়ে ব'ল্লেন, আমি এখানকার মধ্যে প্রিয়নাথ বাবুকেই মহৎ ও সদাশয় লোক বলে জানি। তবে যদি আপনি অনুগ্রহ করে তাহাকে বাবুদিগের বাসা দিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন তবে আপনার নিকট অনু-গৃহীত হই। আমি, এ বিষয়ে আর আপত্তি কি, বলে পাছে ভুলে যাই এই জন্য ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আপনার নিকট আসছি।

কলিকা হস্তে জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও ব্রাহ্মণের হুকায় কলিকা রাখিয়া প্রস্থান

প্রি। তামাক খান মহাশয়!

সা। আজ্ঞে হাঁ। (তামাক সেবন)

প্রি। আপনার আজ এত ব্যস্ত হয়ে আস্‌বার কি প্রয়োজন ছিল, কাল কোন সময়ে এলেও ত হ'ত?

সা। পাছে ভুলে যাই। আর কি জানেন, কলিকাতা হতে বাবুরা যখন এত ক্লেশ করে এখানে আস্‌চেন, আর যখন ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় অনুরোধ করে আমাকে এ কথা বল্‌তে বল্লেন, তখন আমার এইটুকু আসিতে আর কষ্ট কি মহাশয়!

উপেন্দ্রবাবুর প্রবেশ

উপেন্দ্র। (প্রিয়নাথ বাবুর প্রতি) প্রণাম হই দাদা!

প্রি। নমস্কার। আরে কেও উপেনবাবু না কি! ডুমুরের ফুল হ'য়েছ যে, পাছে তোমায় দেখে রাজা হয়ে পড়ি তাইতে বুঝি দেখা দাও না?

উ। বিনা মেঘে এত বজ্রপাত কেন? নয় প্রতিদিনই আস্‌ব, চারকরা।[১]

প্রি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এ আবার কি বিচিত্র কথা! চাট্টি কুঁড়োর যোগাড় বৈত নয়।

উ। ফচ্‌কুমি নয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই নয়্যাবাঘের সঙ্গে কি খিচিমিচি কর্‌ছিলেন, শুনতে কি পাইনে?

প্রি। ইহা বদন বিনির্গত অসার কথা বৈত নয়, এ আর শুনতে পাবে না।

উ। 'অসারে খলু সংসারে সারং কামিনী কাঞ্চনঃ।'

প্রি। একি, ধান ভাণতে শিবের গীত যে?

উ। কেন, আপনার অমর কথাকে আমি সারে পরিণত করলেম।

প্রি। কৃষকগণের উপকারার্থ?

উ। আজ্ঞে হাঁ মহাশয়! এ দাসের নিবেদনের প্রতি কি একবার কর্ণপাত কর্‌বেন, মহাশয়?

প্রি। দাসের কি নিবেদন, প্রকাশ করে বল গো।

উ। প্রভু এই নয়্যাবাঘের সহিত কি পরামর্শ ক'চ্ছিলেন, শুন্‌তে কি পাইনে?

সা। নয়্যাবাঘ কবে তোর ঘাড় ভাঙ্গবে, সেই পরামর্শ কচ্ছিল।

উ। (সারদার প্রতি) দণ্ডবৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয়!

(তথাকরণ) কৈ আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন না? আপনি ব্রাহ্মণ না বৈষ্ণব?

সা। দেখুন, প্রিয়নাথ বাবু দেখুন, এর এত বড় যুগ্যতা আমাকে জিজ্ঞেসা করে আমি বামন কি বৈষ্ণব। একি জানে না আমার নাম সারদাপ্রসাদ ন্যায়বাগীস।

উ। ও বাপ্‌রে এত বড় পণ্ডিততা! এ ব্যাকরণে অনেক ভূত পেত্নি দেখ্‌চি, কাছে বসা না। একটুকু সরে বসি। (দূরে উপবেশন)

প্রি। উপেন, তুই ছোঁড়া বড় বাড়িয়েচিস, তোর সকলের সঙ্গেই এয়ারকি, ওযে তোর বাপের বইসি।

উ। আজ্ঞে উনি আমার ঠাকুরদাদা হন।

প্রি। দেখ উপেন, পিপড়ের পালক ওঠে কি জন্য জানিস?

উ। 'মুষলং কুলনাশনং'।

প্রি। জানিসত, তবে এত বাড়াবাড়ি কর্‌চিস কেন?

উ। জানেন ত আমাকে পেরে উঠ্‌বেন না, তবে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার' চেষ্টা কর্‌চেন কেন?

প্রি। আমার অপরাধ?

উ। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন না।

প্রি। তোমার আবার প্রশ্ন কি?

উ। আমার প্রশ্ন কি জানেন?

প্রি। হাঁ।

উ। তবে আর কি, আপনি ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানজ্ঞ।

প্রি। ওটা কথার মাত্রা।

উ। আমি তবে কথা সাজাই আপনি মাত্রা দিতে থাকুন।

প্রি। তথাস্তু।

উ। বঙ্গদেশের অধিকাংশ পুরুষ মেয়েমুখো।

প্রি। মেয়েমুখোর মাত্রা, স্ত্রৈণ। কেমন কি না?

উ। ঠিক হ'য়েছে দাদা।

প্রি। তারপর?

উ। মেয়েটীর মন রাখবার জন্য এত ব্যস্ত থাকেন, যেন শত্রুগণ রাজ্য ঘেরাও ক'রেছে বলে সেনাপতি মহাশয় (Commander-in Chief) তাড়াতাড়ি যেখান হ'তে যত পারেন সৈন্য সংগ্রহ ক'র্‌চেন।

প্রি। ঠিক ঠিক। তারপর?

উ। তারপর, বুঝতেই পার্‌চেন, কর্ত্তা যেন তেন প্রকারেণ যা দু পাঁচ টাকা পান তা'তে মেয়ের বাসনাই পূর্ণ হয় না, কাজে কাজেই—

প্রি। ক্ষান্ত হও, দাদা! আর তোমার কথা সাজাতে হ'বে না।

উ। কেন, কেন, কিছু হল নাকি!

প্রি। (সক্রোধে) আমি খেউড় শুন্‌তে চাইনে।

উ। তাই ভাল! আমি ভাব্‌লেম বুঝিবা দাদা ধ'রে ঠ্যাঙ্গায়।

প্রি। আর দু'চার কথা সাজালেই ঠ্যাঙ্গাতাম। বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীর ঘরের কুচ্ছ বর্ণনা।

উ। দাদা। আমার এ বেয়াদবি মাপ করুন। অনেক দুঃখেই আমি এ বিষয়ের অবতারণা ক'রেছিলেম। আপনি বলুন দেখি, অন্য কোন জাতি বাঙ্গালীদিগকে মানুষ বলে কি না? এরা ঘরের কোণে গৃহিণীর অঞ্চল ধরে থাকে কি না? ব্যবসা করিবার প্রচুর অর্থ থাকতেও অপরের গোলামী করে কিনা?

প্রি। তুমি যা বল্‌চ তা সকলি সত্য। এদেশ হ'তে কত বিদেশীয় লোকে অর্থ লয়ে যা'চ্চে, অথচ আমরা অপরদেশ হ'তে অর্থ আনবার জন্য কোন চেষ্টাই করিতেছি না, কারণ আমরা গৃহিণীর অঞ্চল ধরা। এর ফলও আমরা হাতে হাতে দেখ্‌তে পা'চ্চি। আমাদের হাতে

পয়সা নাই, মনে সুখ নাই। চাকরিই আমাদিগের একমাত্র উপজীবিকা, তাও আবার সকলে চাকরি প্রত্যাশী হ'য়েছে বলে অনেকের ভাগ্যে যোটে না। যা'দের চাকরি না যোটে, তাঁ'রা জীবন্মৃতবৎ গৃহে অবস্থান করেন্।

উ। চাকরি যোটে না বলে যাঁ'রা গৃহে বসে থাকেন তাঁ'রা যদি দিনান্তে একবারও ভবিষ্যতের বিষয় ভাবেন তা হলে ত আশা হয় কালে আমরা উন্নত হ'ব। কিন্তু সেই অমূল্য সময়টুকু তা'রা তাস পিটে আর বড়ে টিপে নষ্ট করেন।

প্রি। দেখ তাই! এই দুঃখের চিন্তার সময় তোমাকে একটী সুখের সংবাদ দি। দুই চার দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে দুইজন ধনবান ভদ্রসন্তান ব্যবসা করবার জন্য এখানে আসবেন।

উ। সংবাদ সুখের বটে, তবে কি জানেন সমুদ্র হ'তে এক কলশি জল উঠাইলেই বা কি আর না উঠাইলেই বা কি যখন দেখ্‌ব প্রত্যেক বঙ্গবাসী গোলামী পরিত্যাগ করে বৃটনীয়দিগের ন্যায় ব্যবসায়ে উন্মত্ত হয়েচে তখন বুঝব আমরা যথার্থ বৃটীস প্রজা আর বৃটনীয়েরা যথার্থই আমাদিগের শিক্ষাদাতা।

প্রি। পতিত বঙ্গ সন্তানের নিকট এ আশা দুরাশা আমরা আবার মানুষ হ'ব, অপরে আবার আমাদের যশোগান কর্‌বে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)

উ। এইমাত্র কি বলছিলেন, কল্‌কাতা হ'তে কা'রা আস্‌বে না কি?

প্রি। হাঁ তাই! কলকাতা হ'তে দুটী বাবু বাণিজ্য কর্‌বার জন্য এখানে আগমন করবেন।

উ। এ সংবাদ আপনি কবে পেলেন?

প্রি। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই ন্যায়বাগীশের নিকট হ'তে পাওয়া হয়েছে।

উ। তবেই সব সত্য জান্‌বেন।

প্রি। না ভাই! এর কথা কিছু মিথ্যা নয়, ইনি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার ইহাকে ষ্টেশনে পেয়ে এঁকে দিয়ে আমাকে যখন সেই বাবুদিগের বাসাবাটী দিবার জন্য অনুরোধ ক'রেচেন, তখন আর কিরূপে বলি একথা মিথ্যা।

উ। তাই ত, আপনি কি বিবেচনা করচেন?

প্রি। এ পর্যন্ত কিছুই ত ঠিক করে উঠতে পারি নাই। এক একবার মনে হ'চ্চে যত দিন না তাঁ'রা বাসাবাটী পাচ্চেন, আমার বাগান বাটীতেই তাঁ'দের বাসা দেই। কেমন, এতে তোমার মত কি?

উ। এ পরামর্শ মন্দ নয়, তবে কি জানেন শনিবার, রবিবার হ'লে কি করবেন?

প্রি। কেন আমার বাগানে আবার শনিবার, রবিবার হয় না কি?

উ। হয় না তা'ত জানি, যদি কখন কোন বাবুর অনুরোধে কর্‌তে হয়।

প্রি। সে পরের কথা পরে বিবেচনা করা যা'বে। এখন কি করা যায়, কি করলে তাঁরা আপ্যায়িত হন তাহার বন্দোবস্ত কর।

উ। আচ্ছা দাদা! (মাথা চুলকাইতে২) তা বটে? তাইত না। হা সেই বটে হে। তা তা—

প্রি। তা তা আবার কি?

উ। ম য় দা, ম য় দা, ম য় দা ন—

প্রি। স্পষ্টই বল না কি ভাবচ?

উ। ভাব্‌চি কি জানেন ময়দানবের[২] ভারটা আপনি কারে দিতে চান?

প্রি। তোমার মত উপযুক্ত ভাই থাক্‌তে ময়দানবের ভার আবার কে পাবে?

উ। আচ্ছা, দাদা? তাঁ'রা তবে কবে আস্‌বেন?

প্রি। আগামি শনিবার শুনতে পাচ্চি।

উ। আমি তবে প্রস্তুত হই?

প্রি। তা, আবার জিজ্ঞাসা?

উ। আমি তবে প্রথমে একটা গান বাঁধি।

প্রি। উঃ, পারবে?

উ। পারি কি না, দেখুন না। (ক্ষণকালের মধ্যে একটী গান রচনা করিয়া) তবে গাই, মহাশয়?

প্রি। হাঁ, সাবাস রে ভাই! কৈ গাও দেখি দেখি।

উপেন্দ্রের গীত করণ

প্রি। Bravo! Bravo! সে দিন রাখতে পারলেই জিত।

উ। সে জন্য চিন্তা কি, দাদা? আমি একাই একশ হয়ে আপনার বৈঠকখানা সরগরম করে রাখ্‌ব।

প্রিয়। তা হলেই হল, চল এখন উঠি।

উপে। যে আজ্ঞা। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রিয়নাথ বাবুর বাগানবাটীর মধ্যস্থিত হল।

একপার্শ্বে গায়ক ও বাদকগণ এবং মধ্যস্থলে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ উপবিষ্ট।

(প্রিয়নাথ বাবু ও উপেন্দ্র বাবুর প্রবেশ)

উপেন্দ্র বাবু। (সকলের প্রতি) সভাস্থ সভ্য মহোদয়গণ! আজ আমাদিগের পরীক্ষার দিন উপস্থিত। বিদেশ হ'তে কোন ভদ্রলোক এলে আমরা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করি, আজি তাহার পরীক্ষার দিন। যদিও তাঁহাদিগের অভ্যার্থনার্থ আমরা আমাদিগের সাধ্যমত আয়োজনের ক্রটি করিতেছি না বটে তথাপি ভয় হয় পাছে কোন বিষয়ে ক্রটি হয়ে পড়ে। এখন আপনাদিগের নিকট আমার নিবেদন এই, আপনারা যেন সাবধান হয়ে তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা, করেন।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। কর্ত্তা মহাশয়? আবদুল গাড়ী যুতে ফটকের সাম্‌নে অপেক্ষা কর্‌চে, আর সহিসেরা দুটো ঘোড়াকে জিন দিয়ে আন্‌চে। আপনারা শীঘ্র প্রস্তুত হউন।

প্রি। আমাদিগের সকলি প্রস্তুত, কেবল তোমাদিগের অপেক্ষায় আছি।

(জনৈক সহিসের প্রবেশ)

সহিস। ছেলাম বাবু।

প্রি। কেয়্যা খবর?

স। জি, ঘোড়া তয়ারি হুয়া।

প্রি। যাতা হ্যায়। (সকলের প্রতি) আপনারা সকলে তবে প্রস্তুত হউন, আর আপনাদিগের মধ্যে যা'রা যা'রা আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা করেন, আসিতে পারেন।

উ। আমি যেতে পারি?

প্রি। আস্‌তে পার। (প্রিয়নাথ বাবু উপেন্দ্র বাবু ও দুই চারিজন ভদ্রলোকের প্রস্থান)

(সহিস ও ভৃত্যের প্রস্থান)

বাদকগণের বাদ্যযন্ত্রে সুরবন্ধন।

(নামাবলী স্কন্ধে সারদাপ্রসাদ ন্যায়বাগীশের প্রবেশ)

সারদা। তোমরা কেহ সুর বাঁধ্‌চ, কেহ ঘর সাজা'চ্চ, কেহ বা এদিক ওদিক ঘুর্‌চ, ব্যাপারটা কি হ্যা?

প্রথম পুরুষ। এখানে একটী বিধবার বিবাহ হ'বে মহাশয়!

২য় পু। না মহাশয়! এখানে একটী ব্রহ্মসমাজ স্থাপিত হ'বে।

৩য় পু। তবে আপনারা সবই জানেন। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) দেখুন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ওরা আপনার সহিত ঠাট্টা যুড়েচে। আমি প্রকৃত কথা বলি শুনুন। আজ এখানে স্বর্গ হ'তে এক বিদ্যাধরী এক ছড়া মালা লয়ে নাববেন, নেবে আমাদিগের মধ্যে যাঁকে পণ্ডিত লোক বলে জান্‌বেন, তাঁর গলায় সেই মালাছড়াটী পরিয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করবেন।

সকলে। তাই বটে, তাই বটে।

সা। হরি! হরি! কি হ'বে তা কেহই জান না, কেবল মিছেমিছি সুর বাঁধ্‌চ, আর এদিক ওদিক ফিরচ।

(নেপথ্যে হুইশিলের শব্দ ও সকলের যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন
দ্বিজেন্দ্র বাবুর হাত ধরিয়া প্রিয়নাথ বাবুর ও জ্ঞানেন্দ্র বাবুর হাত ধরিয়া উপেন্দ্র বাবুর প্রবেশ
ঐকতান বাদন ও গীত)

প্রি। সভাস্থ সভ্যগণ! আপনারা দেখ্‌তে পা'চ্চেন আজি আমরা কতিপয় বিদেশীয় লোকের সমাগম সুখ লাভ করিয়াছি। ইঁহারা কারা, কোথা হতে আসিলেন পরিচয়ে অবগত হইলাম ইহারা কলিকাতার মধ্যে অতি বর্দ্ধিষ্ঠ লোক। বড় বাবুটীর নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ও ছোটটীর নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় ; ইঁহারা দুই সহোদর। আর যিনি ইঁহাদিগের সহিত আসিয়াছেন, উহার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সম্পর্কে উনি ইহাদিগের খুল্লতাত হন। ইহা'দিগের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি প্রকাশ করিবার আবশ্যক বিধায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, জ্ঞানেন্দ্র বাবুর একান্ত ইচ্ছা আমরা যাঁহাতে বৃটনীয়দিগের মত ব্যবসা করিতে শিখি, দেশের অবস্থা দেখিয়া সময়ের মত ব্যবহার করিতে পারি, তাহা শিক্ষা করা ও সম্ভবমত অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

সকলে। সাধু! সাধু!

উ। সভাস্থ সভ্যগণ! আজি আমরা যথার্থই আনন্দ সাগরে ভাসমান হ'চ্চি। পতিত বঙ্গসন্তান, যাঁহারা পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতির হেয় তাঁহারা যদি আপনাপন অভাব বুঝতে পেরে সেই অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করেন, ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি! উন্নতি কাহার নাম ও কিরূপে হয়? আপনাপন অভাব বুঝিয়া সেই অভাবের দূরীকরণের নামই উন্নতি। এখন আমি দেখ্‌তে চাই আমাদিগের কি কি বিষয়ের অভাব আছে এবং আমরা যে উন্নত হইয়াছি, উন্নত হইতেছি ব'লে চীৎকার করিতেছি তাহা প্রকৃত কি না। আমি প্রথমেই বলিয়াছি অভাবের দূরীকরণের নামই উন্নতি। যাহারা কথায় কথায় বলেন, আমরা উন্নত হইয়াছি তাহারা কি কোন বিষয়েই আপনাদিগের অভাব দে'খ্‌তে পান না? আমি ত দিব্যচক্ষে দে'খ্‌তে পাচ্চি সকল বিষয়েই আমাদিগের অভাব। আমাদিগের গৃহে অন্নের অভাব, সাধারণের মধ্যে একতার অভাব, মনে তেজস্বিতার অভাব এবং কার্য্যে নূতনত্বের অভাব। তবে এই দে'খ্‌তে পাই আমরা চীৎকারে (বক্তৃতায়) গগণ ফাটাতে পারি, চাকরি করে মনিবের নিকট হতে যশ নিতে পারি, আবার ঘরের পয়সা বাহির করে মুচ্চদ্দি হ'তে পারি।

আমরা এতেই আমাদিগের উন্নতির পরিচয় দেই। আমি কিন্তু এগুলিকে উন্নতির পরিচায়ক ব'লে বিবেচনা করি না। যখন দে'খ্‌ব জ্ঞানেন্দ্র বাবুর ন্যায় শত২ বাবু ঘরের পয়সা বাহির করে মুচ্ছুদ্দি নাম না লয়ে স্বাধীন ব্যবসা করিবার জন্য পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়া পড়িয়াছেন, বঙ্গদেশের প্রতি ঘরে২ অভাব দূরীকরণের আন্দোলন চলিতেছে, যাহার যেমন সাধ্য স্বদেশের মঙ্গলের জন্য আলস্য ত্যাগ করে পরিশ্রম করিতেছেন, তখন ব'লব আমরা উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছি। আমরাও যদি তখন না বলি পৃথিবীর অপরাপর জাতিরা ব'লতে থা'কবে, এখনকার বাঙ্গালী আর সে বাঙ্গালী নহে, এখন আর ইহাদিগকে নিগার (nigger) বলতে পারি না। হায়! এমন দিন আমা'দের কবে হ'বে!

সারদাপ্রসাদ ন্যায়বাগীশ। সভাস্থ সভ্যগণ! যদিও আমি একজন বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য, তথাপি সভায় আপনাপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে ; এই সাহসে আমার একবার উপেন্দ্র বাবুর বক্তৃতার সমালোচন করিবার ইচ্ছা হইতেছে। উপেন্দ্র বাবু এইমাত্র যে বলিলেন, আমরা চীৎকারে (বক্তৃতায়) গগন ফাটাতে পারি, তাহার পরিচয়ও উনি সর্ব্বসমক্ষে দিলেন সুতরাং, এ বিষয়ে কোন কথা বলা আমার অনাবশ্যক। তবে উনি যে ব'ল্লেন আমা'দের সকলি অভাব, এ কথায় আমি সায় দিতে পা'ল্লেম না। কোন জাতি কিংবা লোকের এককালে সকল বিষয়ের অভাব হ'তে পারে না। হ'তে পারে, আমা'দের ঘরে অন্ন নাই কিন্তু দেখ পানীয় প্রচুর পরিমাণে র'য়েছে। যাহার মদ্য পান করবার ইচ্ছা হয়, ঘরের বাহিরে গেলেই দে'খতে পান কত২ মদের দোকান রাস্তার শোভা সম্পাদন ক'রচে। সাধারণের মধ্যে একতার অভাব বল'চেন, ঐ দেখ কত লোকে এক চাকরিরই আশ্রয় লইতেছে, তবে আপনারা বলুন না কেন, চাকরিতে আমাদের একতা র'য়েছে। এখন আপনাদের নিকট আমার দুই একটী নিবেদন আছে। আমাদিগের সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিলে বাস্তবিকই যে দুঃখের উদয় হয় ইহার কারণ কি? পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবে বলিয়াই সমাজের সৃষ্টি, কিন্তু দেখুন আমরা কাহারও সাহায্য করি না। আপনাপন লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকি ; কাজে কাজেই আমাদিগের সমাজেরও দুর্দশা ঘোচে না। 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' একথা আমা'দের মুখেই আছে, কাজে নাই। মনে করুন জ্ঞানেন্দ্র বাবু ও দ্বিজেন্দ্র বাবু যে উদ্দেশে আজি আমাদিগের নিকট আসিয়াছেন আমরা যদি আমাদিগের সাধ্যমত উহাদিগের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করি তবে উহারা সফলকাম হন ও সঙ্গে২ আরও পাঁচজন উহাদিগের অনুবর্ত্তী হন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে সে ভাব কৈ। অপরের ভাল দে'খ্‌লে আমা'দের ঈর্ষা হয়, কাজে কাজেই আমরাও দিন২ অধঃপাতে যাইতেছি। অতএব বন্ধুগণ! আপনাদিগের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে আপনারা যদি মনোমধ্যে আপনাদিগের দুর্দশার ধারণা করিয়া থাকেন, তবে কিসে সেই দুর্দশার অপনোদন হয় তাহার জন্য একবার বদ্ধপরিকর হউন। দুঃখিনী বঙ্গমাতার নয়ন জল কিসে মোচন করিতে পারেন তাহার উপায় করুন। ইহাতে আপনাদিগেরও সৌভাগ্য এবং সমাজেরও মঙ্গল। নতুবা গোলে হরিবোল দিলে কাহারও মঙ্গল নাই। আমাদিগের ভারত কত রত্ন প্রসব কর্‌চেন তাহা কি কেহ একবারও ধারণা করেন? ঐ দেখ বৃটনীয়রা এ দেশের রত্নে আপন দেশ বোঝাই কর্‌ছেন বলে রুষিয়ানেরা লোভ সামলাতে না পেরে পশ্চিম প্রান্তে উঁকি দিতেছেন। যদিও আমরা রাজ্য প্রার্থনা করি না বটে, তথাপি কি কিঞ্চিৎ রত্নেরও প্রত্যাশা করি না। আমরা যেভাবে দিন কাটাইতেছি তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় বটে যে আমরা ধনের তত প্রত্যাশা করি না, মোটা ভাত,

মোটা কাপড় পেলেই সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু ভাই! বল দেখি, আমাদিগের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে আর কতদিন এইভাবে চল্‌বে? এখনও যত্ন করিলে আমরা মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করতে পারি, এখনও চেষ্টা করিলে আমরা সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন ক'রতে পারি। অতএব এস ভ্রাতৃগণ! আর বৃথা আলস্যে কাজ নাই। আমরা অনেক নিদ্রা গিয়াছি একবার চক্ষে জল দি। সমাজের ভাব ভাল করে দেখি, আমাদিগের অবস্থা ভাল করে বুঝি। যাহা বিহিত হয় তাহা করি।

(সকলের করতালি)

প্রি। এক বিষয়ের অধিক আলোচনার আর প্রয়োজন নাই। এখন বাবুরা যে উদ্দেশ্যে এস্থানে আসিয়াছেন তাহাতে সফলকাম হন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

(সকলের করতালি
ঐকতান বাদন ও গীত)

উ। আপনাদের সকলকে এখন একবার উপেন্দ্র বাবুর বাটীতে যেতে হ'বে।

সকলে। যে আজ্ঞা।

(সভা ভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাণিজ্যাগার।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু, দ্বিজেন্দ্র বাবু ও রাম বাবু সম্মুখে এক একটা বাক্স লইয়া উপবিষ্ট।

জ্ঞানেন্দ্র। (রাম বাবুর প্রতি) আচ্ছা, কাকা। কিছু সুবিধা বলে বোধ হ'চ্চে না। এক মাসের মধ্যে এরকম পসার বোধ হয় অপর কেহ হ'লে ক'রে উঠ্‌তে পা'র্ত্ত না।

রাম। তার আর সন্দেহ কি! দেশে থেকে দেনা পাওনার কাজ কর্‌তে অনেকে ঠ'কে বসেন— এত আমা'দের বিদেশ। বিদেশে এসে আমরা অল্পদিনের মধ্যে যে রকম পসার করে তুলেছি, সকলে যদি এক প্রকার পা'রত তবে কি আর আমা'দের এত দুর্দশা থাক্‌ত। চাক্‌রি ২ ক'রেই সকলে সারা হল! আবার তাও বলি, প্রিয়নাথ বাবু ও উপেন বাবু আমা'দের যে প্রকার সাহায্য ক'রচেন এ প্রকার সাহায্য না পেলেও আমরা এত অল্পদিনের মধ্যে এ প্রকার সুবিধা করে উঠ্‌তে পারতেম না।

জ্ঞা। সে কথা সত্য। উহারা আমাদিগকে যেন ছোট ভায়ের মতন দেখেন। কিসে আমা'দের ভাল হ'বে, উহাদিগের কেবল সেই চেষ্টা। দেখুন দেখি, কাকা! আজ কা'কে কি দিতে হ'বে?

রাম। দেখি, (ক্ষণকাল খাতা উল্‌টাইয়া) আজ শিব প্রসাদকে দেড় হাজার টাকা দিতে হ'বে।

জ্ঞা। আর—

রা। দেখি। (ক্ষণকাল খাতা উল্‌টাইয়া) আর একজনের কতক পাওনা আছে দে'খ্‌চি। দ্বিজেন্দ্র বাবাজি কসত ১৷৶৹ করে মন হলে, ৩৪২৺ মনের দাম কত হয়?

দ্বিজে। আর একবার বলুন।

রা। ১৷৶ করে মোন হলে ৩৪২ মনের দাম কত হয়?

দ্বি। (কসিয়া) ৫৫৫ ৸৹ পাঁচশত পঞ্চান্ন বার আনা।

রা। তাহ'লে আজ দিতে হবে ঐ দেড় হাজার টাকা আর এই পাঁচশত পঞ্চান্ন বার আনা।

জ্ঞা। এই টাকা দিলেই আজকের মতন হয়?

রা। আপাতত হ'তে পারে।

(গঙ্গারামের প্রবেশ)

গঙ্গারাম। রাম রাম বাবু (উপবেশন)

জ্ঞা। কেও বাবু গঙ্গারাম আয়া রাম রাম, আজ কেত্না রোপেয়াকা বিল হ্যায়?

গ। আপ্কো দেখ্লাতা। (বিল বাহির করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে প্রদান) আপ্ দেখিয়ে।

জ্ঞা। (বিল গ্রহণপূর্ব্বক দেখিয়া) আপ্কো পাওনা হ্যায় পাঁচশ পঞ্চান্ন রোপেয়া বার আনা।

গ। হাঁ ওসা হোগা।

জ্ঞা। ইস্‌মে সহি কি দিজিয়ে। (বিল প্রদান)

(গঙ্গারামের বিল গ্রহণ ও সহি করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে প্রত্যর্পণ ও জ্ঞানেন্দ্র বাবুর পাঁচশ পঞ্চান্ন টাকা গঙ্গারামকে প্রদান)

গ। কেও বাবু আজ কুচ সওদা হোগা?

জ্ঞা। আবি নেহি, পিছু দেখা যাগা।

গ। আপ্কো নসিব আচ্ছা হ্যায়, ভালা হো যাগা। হাম তো আবি চল্তা?

জ্ঞা। কাহা চলেঙ্গে?

গ। যাহা রোপেয়া মিলে। রাম রাম বাবু। (গঙ্গারামের প্রস্থান)

জ্ঞা। শিব প্রসাদকে দেড় হাজার টাকা দিলে আজকের মতন হয়?

রা। হা।

জ্ঞা। (স্বগত) আজ পিতাকে কি পত্র লিখি? আমাদের মনোরথ সিদ্ধির বিলম্ব নাই এই কথা লিখ্‌ব, না যেমন ক'দিন ধরে লিখ্‌ছিলেম তাই লিখ্‌ব? পিতা মাতা আমাদের জন্য কতই ভাব্‌চেন। আমাদের না দেখতে পেয়ে তাঁহারা আমাদিগের সম্বন্ধে কত প্রকারই চিন্তা কর্‌চেন। এক একবার মনে হয় একদিনের পথ বৈতনয়, যেতে একদিন, আস্‌তে একদিন, আর সেখানে একদিন। এই তিনটী দিনের জন্য একবার বাড়ী যাই কিন্তু পাছে কাজের বিঘ্ন ঘটে, পাঁচজনে বলে বসেন যখন বাড়ীর মায়া কাটাতে পারেন নাই তখন আবার ব্যবসা কর্‌বেন কি, আবার পাঁচজনকে ব্যবসায়ে লওয়াইবেনই বা কি, এই ভয়ে বাড়ী যাবার জন্য আমার পদ এক পদও অগ্রসর হ'চ্চে না। আবার বাটী গিয়াই বা কি হ'বে? তাঁহাদের চিন্তা দূর করা। চিন্তা দূর করার ঔষধত আমার নিকটেই র'য়েছে। নিয়ত পত্র লিখিলেই তাঁহাদিগের চিন্তা দূর হতে পারে। আমরা কি চিরকালই ময়রা থাকব। সন্দেশ প্রস্তুত কর্‌ব অপরের জন্য, রত্ন সঞ্চয় কর্‌ব বিলাইবার জন্য? না, যখন এ কাযে হস্তক্ষেপ করেছি আবার যখন হাতে হাতে ফলও দেখ্‌চি, তখন ইহার সীমা কতদূর পর্য্যন্ত্য বিস্তৃত একবার না দেখে ক্ষান্ত হ'চ্চি না। (বিশ্বম্ভর বাবুকে একখানি লিপি লিখিয়া পকেটে পুরিয়া রাম বাবুকে দেড় হাজার টাকা দিয়া) দেখুন, কাকা! আমি একবার বেরব। আপনারা সাবধানে থাকুন।

রা। কতদূর যাবে?

জ্ঞা। যাই, একবার প্রিয়নাথ বাবুর কাছে। (জ্ঞানেন্দ্রের প্রস্থান)

দ্বি। আজ দাদার মন এত চঞ্চল হ'ল কেন? দেখুন কাকা আমি এ ভাল বুঝি না। আপনি দাদা যা'তে ঠাণ্ডা থাকেন, তাই ক'রবেন।

রা। কোন চিন্তা নাই। ব্যবসা কর্‌তে হ'লে এই প্রকার উতলাই হ'তে হয়। দেখ্‌তে পাওনা, ব্যবসায়ীরা কি নিশ্চিন্ত থাকে। একটা না একটা কাজ ক'রচেই কর্‌চে।

দ্বি। তবে, কাকা! আপনার এ ভাল ব'লে বোধ হ'চ্চে?

রা। যতদূর বুঝি, এতে ভালর লক্ষ্মণই দাড়া'চ্চে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পারিষদবর্গের সহিত বিশ্বম্ভর বাবু উপবিষ্ট।

প্রথম পারিষদ। (বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি) দেখুন চেষ্টা আর বুদ্ধি, সোণা আর সোহাগা। সোণায় সোহাগার যোগ হ'লে যেমন সোণার ময়লা কাটে, সেরূপ যে মানুষের চেষ্টার সঙ্গে২ বুদ্ধি থাকে তাহার উন্নতি হয়। শু'ন্‌তে পাই বাঙ্গালীরা বুদ্ধি বলে ইংরাজদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে তবে তুলনায় এত ইতর বিশেষ কেন? ইংরাজদিগের দেবতা আর বাঙ্গালিদিগকে দাসানুদাস বলে প্রতীয়মান হয় কেন? ইংরাজদিগের বুদ্ধির সহিত চেষ্টার যোগ হওয়ায় উহারা দিন দিন উন্নত হ'চ্চে, আর নির্ব্বোধিতা, অলসতা দিন দিন আমা'দের বুদ্ধিবৃত্তিকে কলুষিত ক'রচে।

বিশ্বম্ভর। অত কথাই কেন, সামান্য বিষয়েই দেখুন না, ঘরে প্রচুর পরিমাণে চাউল মজুদ থা'কলেও ততক্ষণ আমা'দের ভোগে আসে না যতক্ষণ না একজন যত্ন ক'রে তাহা পাক করে দেয়।

পারিষদবর্গ। ঠিক্ কথা! ঠিক্ কথা!

২য় পা। বাবাজিদের কেমন বিবেচনা করচেন মহাশয়? তা'রা সেখানে কেমন কাজকর্ম্ম করচেন মহাশয়?

বি। এ পর্যন্ত্য বাবাজিদের যে কয়খানি লিপি পেয়েছি তা'তে সুবিধা হ'বে ব'লেই বোধ হ'চ্চে। তবে এখন দৈববল।

২য় পা। দেখুন বাবাজিদের চেষ্টা আছে আর বুদ্ধিও আছে, তবে কেন না তারা কৃতকার্য্য হবেন। তবে যদি কৃতকার্য্য না হন, বুঝতে হ'বে যে আমাদের দুর্দশা ঘোচ্‌বার নয়।

পারিষদবর্গ। ঠিক কথাই বটে।

বি। দেখুন সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই, তবে এক একবার এই মনে হয় পাছে কোন দুষ্টলোক প্রতারণা করে তা'দের যথাসর্ব্বস্ব বাহির করে লয়।

৩য় পা। যা'দের বুদ্ধি অল্প তাহাদিগকেই লোকে ফাঁকি দেয়। এই সহরেই দেখেন নাই একদল জুয়াচোর গিল্টির গহনা লয়ে এঁদো গলির ধারে দাড়িয়ে থাক্‌ত আর বেগানা[১] নির্ব্বোধ লোক দেখ্‌লেই তাহাদিগকে সোনার গহনা বলে গচিয়ে তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব বাহির করে নিত।

২য় পা। এখন কি হয় না?

৩য় পা। হয় না আবার! জুয়াচোরদিগের দিন কি কখনও ফাঁক যায় মহাশয়! তবে এখন আর তত গিল্টির জুয়াচুরির কথা শোনা যায় না। কিন্তু মহাশয়, এক কথা বলি, এদেশে মদ খাওয়ার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার চোরেরও বৃদ্ধি হ'য়েছে। তা'রা রাস্তার মাতালকে

একা দেখ্‌লেই তাঁর পেছন লয়, আর সুবিধা পেলেই ঘড়িটা, চেন ছড়াটা, টাকাটা, রুমালখানা যা পায় তাই চুরি করে চম্পট দেয়।

বি। মদের কথা যদি তু'ল্লেন, তবে মদের দরুণ আমাদিগের দেশের কি কি সুবিধা আর অসুবিধা হ'য়েচে, যতদূর জানি আমার একবার বর্ণনা কর্‌তে ইচ্ছা হ'চ্চে। প্রথমে যা'রা মদ খেতে শিখ্‌লেন, তাঁরা মনে কর্‌লেন আমরা মদ খেয়ে সাহেব হয়ে উঠ্‌চি, সুসভ্য হ'চ্চি, পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম আর কেন মানি, মেনে ফলই বা কি, এই মনে করে খ্রীষ্টান হ'তে লাগ্‌লেন। তারপর ভ্রাতারা যখন জান্‌তে পারলেন যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে, অথচ হিন্দুরা আর জাতে লইতে চায় না, তখন আর কি করেন কাজে কাজেই হিন্দুদিগের শত্রু হয়ে উঠ্‌লেন। তখন কিন্তু ভায়ারা মদের গুণ বিশেষরূপে জানতেন না। তারপর যখন দেখ্‌লেন মদে তাহাদিগের বুদ্ধির বিপর্য্যয় হ'তে লাগল, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্য গমন, খ্রীষ্টানদিগের সহিত মনের অমিলন প্রভৃতি অচিন্তনীয় ঘটনায় জীবন্মৃতবৎ হয়ে উঠলেন, তখন আপনাদিগের দল পুরু কর্‌বার জন্য আর পাঁচজনকে টানতে লাগিলেন। যাহাদিগের পয়সা নাই তাহাদিগকে মোসাহেব করে আর বুদ্ধিমান অথচ ধনবান লোকদিগের প্রলোভনে ভোলাতে লাগ্‌লেন। এখন দেখুন কত লোক সুরাপায়ী হয়ে আপনার ও স্বদেশের অমঙ্গল বৃদ্ধি করিতেছে। এখন হিন্দুর ছেলে অম্লানবদনে মুসলমানের হাতে মুরগির রান্না খাচ্ছে। আগে কি এত বেশ্যা দেখতে পেতেন, মহাশয়! এখন বেশ্যাগমন যেন প্রয়োজনীয় বলে দাঁড়িয়েছে। তারপর নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি। পরমায়ুর স্বল্পতা। আর কত বলব, আপনারা সকলেই জানেন মদে আমাদের দেশ কিরূপে উৎসন্ন যা'চ্চে। সুবিধা কেবল যাহারা বিক্রয় করেন তাহাদিগের এবং বেশ্যা ও চোরভায়াদিগের। বৃটীস গবর্ণমেণ্টের আবগারী খাতে এক সুরাই কত টাকার আয় দেখাইয়া দেয়।

১ম পা। সুরা সম্বন্ধে আপনি যে কথাগুলি ব'ল্লেন তাহার একটুও মিথ্যা নহে। এদেশে সুরার বহুল প্রচার হওয়া অবধি ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। লাম্পট্য এখন দোষের মধ্যে গণ্য নহে, বরং অনেকের মুখে শুনতে পাই ইহা সভ্যতার চিহ্ন। দেশ যে ক্রমশ সভ্য হয়ে উঠ্‌চে—লাম্পট্যই তাহার একমাত্র প্রমাণ।

২য় পা। তাই বটে। দুই এক গ্লাস টেনে বেশ্যার শ্রীচরণে হত্যা দিলেই আপনাপন পরিবার, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, সমাজ কিছুই দেখ্‌তে হয় না। সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা বঙ্গমাতার উদ্ধার সাধন অচিরেই সম্পন্ন হ'বে!!!

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। (বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি) আপনার এই একখানি চিঠি এল।

বি। (সচকিতে) কৈ দেখি কোথা হ'তে এল।

(বিশ্বম্ভর বাবুকে ভৃত্যের পত্র দেওন ও প্রস্থান)

বি। এখানি জ্ঞানেন্দ্র বাবাজির হাতের লেখা দেখ্‌চি।

২য় পা। আমরাত পুনঃপুনঃ আপনাকে নিবেদন কর্‌চি তাঁদের বিষয়ে আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। তাঁরা ত বালক নন। এইত তাহাদিগের দেশ পর্য্যটনের সময়। আচ্ছা, মহাশয়, দেখুন দেখি তাঁ'রা কি লিখ্‌চেন।

বি। (পত্র উন্মোচনপূর্ব্বক দ্বিতীয় পারিষদের প্রতি) এই দেখুন, (পত্র প্রদানোদ্যম)—

২য় পা। সে কি মহাশয়! আপনিই পাঠ করুন।

বি। তবে আমিই পাঠ করি। (তথাকরণ)—

পরম পূজনীয় শ্রীযুৎ বিশ্বম্ভর রায়,

পিতা মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু,

আপনার চরণ কমলে এ সেবকদ্বয়ের অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আপনারি একমাত্র শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আমরা সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম করিতেছি। আমরা এখানে আসিয়া প্রথমেই এখানকার বর্দ্ধিষ্ঠ লোকজন কর্ত্তৃক যে প্রকারে সম্মানিত হই তাহা আপনি অবগত আছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের সাহায্যে এবং আমাদিগের কায়িক পরিশ্রমে আমাদিগের দিন ২ ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে। এই অতি অল্প দিবসের মধ্যেই এখানকার ব্যবসার সম্বন্ধে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা ছোলার কারবার করিতেছি, কারণ, এক্ষণে ছোলার ব্যবসায়েই বেশ দশ টাকা আয় হইতেছে। পরিশেষে আপনাদিগের নিকট এ দাসদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনারা আমাদিগের সম্বন্ধে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা করিবেন না। আর যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আরো কিছু টাকা পাঠাইতে পারেন, তবে ভাল হয়। ইতি তারিখ—

সেবক শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা
শ্রী দ্বিজেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা

৩য় পা। দেখ্‌লেন, মহাশয়, ব্যাপারটা! এ যদি না হ'বে তবে লোকে কাহাকেও বুদ্ধিমান কাহাকেও নির্ব্বোধ বলে কেন? ইতর বিশেষ আছে ব'লেই ত!

২য় পা। তার আর সন্দেহ কি? এই জগতে কেহ প্রভু কেহ ভৃত্য, কেহ ধনী কেহ নির্ধন, কেহ জ্ঞানী কেহ অজ্ঞানী, কেহ পণ্ডিত কেহ মূর্খ এই যে দে'খ্‌চেন এ জান্‌বেন কেবল বুদ্ধির তারতম্য লইয়া। বুদ্ধি আছে ব'লেই একজন প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, আর নাই বলে আর একজন অপরের দ্বারস্থ।

১ম পা। ও কথা এখন যাক্‌। বাবুদিগের পত্র দেখে আহ্লাদ হ'য়েছে কি না তাই এখন সকলে বলুন।

২য় পা। এ আহ্লাদের কথায় আবার আহ্লাদ হ'বে না। বাবুদিগের পত্র দেখে আমরা অতীব আনন্দিত হয়েছি।

১ম পা। আনন্দের কথাইত বটে! (বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি) আপনি কি বলেন মহাশয়!

বি। বাবাজিদের কুশল হ'লেই আমারও কুশল। বাবাজিরা সেখানে কুশলে থেকে আপনাপন কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ কর্‌চেন শুনে আমার চিন্তার অনেকটা লাঘব হল ব'টে। তবে যে বাবাজিরা আবার টাকা চেয়ে পা'ঠিয়েচেন তা'র উপায় কি?

১ম পা। টাকার জন্য ভাবনা কি! আপনি একবার হরপ্রসাদ বাবুকে ডেকে তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করুন। তিনি একবার এই চিঠির কথা শুন্‌লে বোধহয় হয় টাকা পা'ঠাতে কোন প্রকার ওজর আপত্তি করবেন না।

৩য় পা। এ পরামর্শ কিছু মন্দ নয়।

বি। তবে একবার হরপ্রসাদ বাবুকে ডাকি, কেমন?

২য় পা। আজ্ঞে হাঁ মহাশয়, তাঁরই সহিত পরামর্শ করে এ সম্বন্ধে যাহা বিহিত হয় তাহা করুন।

বি। রাম,—ওখানে রাম আছ হে,—রাম?

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই—

(রামের প্রবেশ)

বি। দেখ রাম! একবার দাওয়ানজিকে আমার নিকট আস্‌তে বল ত?

রা। যে আজ্ঞা।

(রামের প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

রাম। অনুকুল বাবু আস্‌চেন।

বি। ভালই হ'য়েছে।

(অনুকুল বাবুর প্রবেশ)

বি। আস্‌তে আজ্ঞা হোগ।

অনুকুল। বস্‌তে আজ্ঞা হোগ।

বি। আপনার কুশল ত? বাটীর সব মঙ্গল ত?

অ। আমার আর কুশল কি বলুন। বাবাজিদের কুশলেই আমার কুশল, মহাশয়! বাবাজিদের কুশল সংবাদ পা'চ্চেন কি?

বি। বাবাজি আপনাকে কোন চিঠিপত্র লেখেন কি?

অ। মাঝে মাঝে দুই একখানা পাই।

(হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

বি। আসুন হরপ্রসাদ বাবু।

হরপ্রসাদ। (অনুকুল বাবুকে দেখিয়া) ব্যাই মহাশয় যে, কতক্ষণ?

অ। এই কতক্ষণ আস্‌চি।

হ। আপনার মঙ্গল?

অ। বাবাজিদের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল।

হ। আমরা এ পর্য্যন্ত বাবাজিদের হাতের যে কয়খানি পত্র পেয়েছি তা'তে তাঁ'রা ভাল আছেন ব'লেই বোধ হচ্চে।

অ। বাবাজিদের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল জান্‌বেন, মহাশয়!

হ। তার আর সন্দেহ কি! (বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি) কেমন, মহাশয়! তারপর আর কোন সংবাদ এসেছে কি?

বি। এই দেখুন, এই চিঠিখানি এল।

হ। (লিপি গ্রহণ ও পাঠ করিয়া) বেশ, অতি উত্তম কথা! বাবাজিরা নূতন ব্রতে ব্রতী হ'য়ে অল্পকালের মধ্যেই যে এতদূর কৃতকার্য্য হ'য়েছেন ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি!

বি। বাবাজিরা যে টাকা চেয়ে পা'ঠিয়েছেন এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

হ। বাবাজিদের লিপিতেই যখন তাহাদিগের কার্য্য নিপুণতা প্রকাশ পা'চ্চে তখন আর আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা বাহুল্যমাত্র।

জনৈক পারিষদ। আমরাও কর্ত্তাকে এই কথাই পুনঃ পুনঃ নিবেদন কর্‌চি।

বি। ব্যাই মহাশয় কি বলেন?

অ। আপনা'দের যদি এক মত হয়ে থাকে, টাকা পাঠাতে আর আপত্তি কি?

বি। তবে আপনাদের মতে টাকা পাঠানই স্থির হ'ল?

হ। অবশ্য।

বি। আজ তবে ওঠা যাগ, অনেক দিনের পর ব্যাই মহাশয় এ'য়েছেন।

হ। হাঁ মহাশয়।

(একদিক দিয়া বিশ্বম্ভর বাবুর ও অনুকুল বাবুর অপরদিক দিয়া অপর সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জ্ঞানেন্দ্র বাবুর শয়ন ঘর।

সারদা ও প্রমদা উপবিষ্টা।

সারদা। দেখ, দিদি! তুমি আমাকে যে সব কথা ব'লচ তা আমি বুঝি, কিন্তু এক কথা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও দেখি।

প্রমদা। কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে, কর?

সা। উত্তর দেবে?

প্র। উত্তর দেবার হ'লে কেন না দেবো, বোন!

সা। আচ্ছা দিদি! বল দেখি, চোরেরা ত জানে ধরা পড়্‌লে ম্যাদ খাট্‌তে হয়, তবে তা'রা চুরি করে কেন?

প্র। স্বভাব।

সা। আক মিষ্ট আর নিম পাতা তেতো কেন?

প্র। দ্রব্যের গুণ।

সা। বেশ উত্তর দিচ্চ, দিদি! এইবার তবে মনের কথা বলি শোন। সূর্য্য উঠ্‌লে কি প্রদীপ জ্বাল্‌তে হয় দিদি! অন্ধকার রাত্রিতে কি পূর্ণিমা হয় দিদি।

প্র। হাঁ, এক্ষণে বুঝলেম! ভেবোনা বোন! সময় হোগ আবার পূর্ণচন্দ্রের উদয় হ'বে। পতি বিদেশে গেলে পতি পরায়ণার হৃদয়ে এই প্রকার ব্যাথা লাগে বটে। তুমি লক্ষ্মী তেমন তেমন মেয়ে মানুষ হ'লে কবে বাপের বাড়ী চলে যেত তুমি যাবে কেন। এখানে থেকে বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করে এই অসময়ের দিনে তাহাদের কষ্টের অনেক লাঘব করচ। সে দিন তোমার মাতা তোমার যে কত সুখ্যাত করলেন, যেন একমুখে ধরে না। তিনি বল্লেন, আমি যে ছেলে দিয়ে বৌমা পেয়েচি তা আমার সার্থক হ'য়েছে।

সা। সে কি কথা, দিদি। আমি বাপের বাড়ী গেলে ওরা কি বাঁচবেন? আমি এমন একটী দিনও দেখ্‌তে পেলেম না যে দিন মার চোক দিয়ে না জল পড়্‌লো—

প্র। বল কি, হ'বে না, মার প্রাণ।

সা। দেখ, দিদি! আমি কিন্তু যখন আমার মা বাপের কথা ভাবি, তখন আমার মনে একটুও আহ্লাদ থাকে না। এবার আমাকে পাঠাবার সময় যেন এ জন্মের মতন পাঠিয়ে দি'য়েছেন, যেন আমি আর তা'দের মেয়ে নই।

প্র। কেন বোন? তাঁ'রা ত মন্দ লোক নন, তুমি যখন ছেলে মানুষ ছিলে, তখন তোমার বাপ প্রাইত তোমার তত্ত্ব নিতে আস্‌তেন। এখন তোমার বয়স হ'য়েছে, এখন কি আর তাঁর নিয়ত এখানে আসা সাজে? লোকে নিন্দা কর্‌বে যে।

(জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। (সারদার প্রতি) আচ্ছা বৌ দিদি! আমি যদি তোমাকে এক্‌টা সুখের খপর দি, তাহলে আমাকে কি দাও?

সা। তুমি যা পেলে খুসি হও, তাই দি।

প। আমি এখন একছড়া দানা পেলে খুসি হই, তুমি কি আমাকে তাই দেবে?

সা। খপর বুঝে।

প। তবে বলি,—তোমার বাপ এ'য়েছেন।

সা। কৈ, কৈ, তিনি কোথা?

প। এইত খুশি হ'য়েছ, এখন আমাকে বিদায় কর।

প্র। তবে দিদি উঠি, তিনি এক্ষণি এসে পড়্‌বেন।

সা। তাঁর এখানে আস্‌বার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

প্র। না, বোন! আমি এখন উঠি। (প্রমদার প্রস্থান)

সা। দ্যাখ, ঝি! বাবা এখন কোথায়?

প। বাবার সঙ্গে কথা কহিতে২ মার ঘর পর্যন্ত এলেন দেখ্‌লেম, তারপর কোথায় গেলেন বল্‌তে পারিনে। দাঁড়াও দেখে আসি। (পরিচারিকার প্রস্থান)

নেপথ্যে। কৈ, আমার মা কৈ?

(পরিচারিকা ও অনুকূল বাবুর প্রবেশ)

অনুকূল। কেমন আছ মা?

সা। আমি এখন একটু ভাল আছি। বাবা! তুমি যে এবার অনেক দিন হ'ল এখানে আসনি? বাড়ীর সকলে ভাল আছে ত? দাদা কেমন আছেন?

অ। মাঝে তোমার দাদার জ্বর হ'য়েছিল, তাই আসি২ করে আস্‌তে পারি নে। তোমার গর্ভ-ধারিণী ক'দিন ধরে আমাকে বল্‌চেন জামাই বিদেশে গেছে, তুমি গিয়ে তাকে লয়ে এস। কেমন মা? একবার বাড়ী যাবে?

সা। (পরিচারিকার প্রতি) ঝি! তামাক সাজ না।

(অনুকুল বাবুর প্রতি) বাড়ী যাবার জন্য মন কেমন করে। কিন্তু কি করে যাই বল? আমি এখানে আছি বলে এদের মুখে আমার প্রশংসা ধরে না—কতই সুখ্যাত ক'রচেন। আর আমি এখানে আছি বলে এদের কষ্টও অনেক হাল্‌কা হ'য়েছে। আমি এমন একটী দিনও দেখ্‌তে পাইনে, যেদিন মার চোখ দিয়ে জল না পড়ে। আর বাবা ত একপ্রকার উন্মাদের মতন হ'য়েছেন, আর কেবল তাঁ'দের নাম করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌চেন। আমি কি এমন সময় বাড়ী গিয়ে তপ্ত ঘিয়ের কড়ায় জলের ছিটে দেবো।

অ। না, মা! তোমার এখন বাড়ী গিয়ে কাজ নাই। তোমার কথা শুনে আমার বড় আহ্লাদ হ'ল। তোমার যে এমন সুন্দর বুদ্ধি, তা আমি পূর্ব্বে জানতেম না। যা হোগ, তোমার কথা শুনে বড় খুসি হলেম।

সা। হাত পা ধুন।

অ। সে সব হ'য়েছে।

সা। আজ এখানে থাকা হ'বে ত?

অ। না, মা। থাকা হ'বে না। একবারে আস্‌বার যা'বার গাড়ী ক'রেছি।

সা। বাড়ীর সকলে এখন তবে ভাল আছে?

অ। উপস্থিত সব ভাল বটে।

সা। তাঁর চিঠিপত্র কিছু পান কি?

অ। মাঝে দুই একখান পেয়ে থাকি। তাঁ'রা সেখানে আছে ভাল, আর যে জন্য গি'য়াছেন সে পক্ষেও ভাল। আজ ব্যা'য়ের কাছে একখান চিঠি এয়েচে দেখ্‌লাম তা'তে তারা আরো টাকা পাঠাতে বল্‌চে। সেজন্য কিছু ভেবো না, মা!

সা। দাদাকে একবার আস্‌তে বোলো।

অ। তা বোলবো। আর কাকেও কিছু বোল্‌তে হ'বে না ত?

ঝি। (অনুকূল বাবুর প্রতি) এই তামাক নিন।

(অনুকূল বাবুর গ্রহণ ও সেবন)

সা। হ'বে বৈ কি। মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো তোমার সারদা ভাল আছে।

অ। আচ্ছা, মা।

চতুর্থ অঙ্ক।

মন্ত্রণাগার।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু, দ্বিজেন্দ্র বাবু ও রামবাবু উপবিষ্ট।

দ্বিজেন্দ্র। দাদা! আমার মতে আপনি ক্ষান্ত হোন। কে কোন ছল করে আ'সে, কে জানে।

জ্ঞানেন্দ্র। কাহাতক ফিরিয়ে দেবো বল!

দ্বি। সেই জন্যই ত আমার মনে সন্দেহ হ'য়েছে, এ ভদ্রলোক নয়। ভদ্রলোক যাঁ'রা হন, তাঁদের একবার বিমুখ কর্‌লে তাঁরা আর সে স্থান মাড়ান না। একে তাড়িয়ে দিলেও পুনঃ আস্‌চে তখন আমি নিশ্চয় বল্‌চি এর কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। এ জুয়াচোর না হয়ে যায় না।

জ্ঞা। করি কি?

দ্বি। তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করুন, একান্ত না ছাড়ে তবে 'শঠে শাঠ্য', 'চোরের ওপর বাটপাড়ি'।

জ্ঞা। তুমি ঠিক ধ'রেচ। আমার বিশ্বাস ছিল এ ভদ্রলোক, কিন্তু তোমার কথায় এখন আমার সে বিশ্বাস চলে গেল। যা ব'লেছ; ভদ্রলোককে একবার বিমুখ কর্‌লে, তিনি আর সে পথ মাড়ান না। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) দেখ, ভাই। আমি চিন্তা করে দেখ্‌লেম এর যদি কোন গূঢ় অভিসন্ধি থাকে, তবে একে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এ লোক কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট পুনঃ পুনঃ আস্‌চে, আমার জানা উচিত।

দ্বি। আমারও মত তাই।

জ্ঞা। দেখ ভাই! আমি দেখ্‌তে পাই, ভদ্রলোকেরা দুষ্টের দমন করতে যেন তত ইচ্ছা করেন না। দুষ্ট দমনের ভার পুলিসের হাতে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। আমার মতে শুদ্ধ পুলিসের হাতে দুষ্ট দমনের ভার না দিয়ে ভদ্রলোকেরাও যদি ইহার ভার লইতেন, তাহলে এতদিন পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠ্‌ত।

রাম। পৃথিবী যে দিন দিন নরককুণ্ড হয়ে উঠচে তার কারণও এই, কে ভদ্র, কে অভদ্র নির্ব্বাচনাভাব। আমি দেখ্‌তে পাই পাপের উৎপত্তিও প্রথমত ভদ্রলোক হ'তে। এ দেশের শিক্ষিত লোকেরাই প্রথমে সুরাপান কর্‌তে শেখেন।

জ্ঞা। ঠিক কথা বলেচেন। সুরাপান সম্বন্ধে বলুন, বেশ্যাগমন সম্বন্ধে বলুন, অভক্ষ্য ভক্ষণ সম্বন্ধে বলুন সকলি ঐ শিক্ষিত মহাপ্রভুদিগের—যাঁ'রা আপনাদিগকে ভদ্র সন্তান বলে অভিমান করেন—হ'তেই আরম্ভ। আবার শিক্ষিত লোকেরা যখন ভ্রষ্টাচার হয়ে উঠ্‌লেন, তখন যা'রা অজ্ঞ,— যাদের কোন জ্ঞান নাই, যাঁ'রা কেবল জানে ভদ্রলোকে যে কাজ করেন সেই কাজ করতে হয়—তাঁ'রা যে একাজ কর্‌বে তার আর বিচিত্র কি! আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আবার এই সকল শিক্ষিত লোকদিগের নিকট শুন্‌তে পাই বলে থাকেন—এখন মুড়ি মিছরির এক দর হ'য়েছে। ছোটলোকে এখন আব আমা'দের গ্রাহ্য করে না।

রা। এ দোষ কার? ছোটলোকেরা যে তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর্‌বে তোমার এমন কি বিশেষ গুণ আছে। তোমার গুণ থাকে অবশ্য অপরে তোমার পূজা কর্‌বে?

জ্ঞা। তাও কি হ'চ্ছে না, মহাশয়! যা'রা যথার্থ ভদ্রলোক, যাঁ'দের মুখে একপ্রকার অন্তরে আর একপ্রকার ভাব নয়, তাঁহাদিগকে সকলে শ্রদ্ধা ভক্তি কর্‌চেন।

রা। তা'ত কর্‌বেই। এখনও আমা'দের মধ্যে এমন সাধু পুরুষ আছেন, যাঁ'দের নাম কর্‌লে সে দিন সুখে অতিবাহিত হয়।

জ্ঞা। (সবিস্ময়ে) একি, একি? কাকা! একি? এ দর্পণ খানি এখানে কে আন্‌লে? কৈ, এখানে ত কাকেও আস্‌তে দেখিনে?

রা। কৈ? কৈ?

জ্ঞা। দে'খতে পা'চ্চেন না? এই যে উত্তর দিকে। এমন সুন্দর দর্পণ ত আমি কখনও দেখিনে?

রা। কৈ, কিছুইত দেখচিনে?

দ্বি। দাদা! কৈ, আমিও ত কিছুই দেখ্‌তে পা'চ্চি না।

জ্ঞা। কি আশ্চর্য্য কথা! আমি এমন সুন্দর দেখতে পা'চ্চি, তোমরা কিছুই দেখ্‌তে পা'চ্চ না। এ আবার কি? দর্পণের ওপর আবার এ কিসের ছায়া পড়ল? (দর্পণের নিকটে গিয়া) কাকা! আমি কোথায় এলেম? আমি কি দেখ্‌ছি!

দ্বি। কি দেখ্‌চেন দাদা?

জ্ঞা। দর্পণ খানিতে পৃথিবীস্থ তাবৎ প্রাণীর ছায়া এসে প'ড়েছে। আবার নীচে কি লেখা র'য়েছে দেখি। (দেখিয়া) কি, বুদ্ধির বিভাগ। ভাই! দেখ দেখ বুদ্ধির বিভাগে আমা'দের স্থান সকল জাতির উপরে হ'য়েছে, আর অন্যান্য জাতিরা আমাদিগের নিম্নে রয়েছে।

দ্বি। এত কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। দেখুন সে দিন রমেশ বাবু প্রধান বিচারালয়ের প্রধান আসন অধিকার ক'রেছিলেন।

জ্ঞা। এ আবার কি দৃশ্য? এ দৃশ্যের নাম প্রলোভনে জীবন্মৃত্যু। যে জাতি পূর্ব্বপুরুষের রীতি নীতি পরিত্যাগ করে লোভে পড়ে অপরের অনুকরণ করে, সে জাতির পরিণাম যে জীবন্মৃত্যু তাহা এ দৃশ্যে বেশ প্রকাশ পা'চ্চে। বঙ্গীয় ভ্রাতাগণ! দেখ যে জাতি বুদ্ধিতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রেছিল, সেই জাতিই অপরের অনুকরণ করতে গিয়ে কিরূপে জীবন্মৃত্যুবৎ হয়ে উঠ্‌চেন। যাহাদিগকে সন্তুষ্ট কর্‌ব বলে আমরা মদ ধ'রে ছিলেম তাহারা আমাদিগকে কত দূরে ফেলিয়া দিয়াছে। জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করে উদরান্নের জন্য অপরের মুখ পানে চেয়ে পদে পদে পদদলিত হ'চ্চি, বল, ভাই! বল, জীবন্মৃত্যু কাহাকে বলে? এ আবার কি দৃশ্য! অতি লোভের পরিণাম। ব্যবসায়ী! তুমি লোভে অন্ধ হয়ে আপন কর্ম্মচারীদিগকে রীতিমত বেতন দি'চ্চ না, ঐ দেখ তাহারা চুরি করে তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌চে। তোমরা বাপু কে? জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী খুলে, সাধারণকে ভুলিয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে, এখন তাঁদের চোখে ধূলো দিয়ে নিজের উদর পূরণ করে ইনসল্‌ভেণ্ট লয়ে আবার বেনামিতে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী খোলবার মনস্থ কর্‌চ। ঐ দেখ তোমাদের পশ্চাতে কা'রা দাঁড়িয়ে। উহাদের চক্ষে ধূলি দিতে পারবে না। কাকা! কাকা! কৈ তুমি! আমাকে ধর আমি এ ভীষণ দৃশ্য দেখ্‌তে পারিনে। কি ভীষণ কোলাহল! কাকা! আমাকে ধর। পাপীর ক্রন্দনে আমার শরীর অবশ হয়ে উঠ্‌ল। বাবু! পাপ করবার সময় যদি স্মরণ করতে মস্তকের উপর একজন আছেন, তাহলে ত আর এত শাস্তি ভোগ কর্‌তে হ'ত না। বাঃ! বাঃ! 'ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে'। একদিকে পাপীগণ ধরা পড়ে শাস্তি ভোগ কর্‌তে২ ত্রাহি২ রবে ক্রন্দন করচে, আর একদিকে যে সকল পাপী ধরা পড়ে নাই, তাহারা সহাস্যে আপন আপন দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করচে, আর যারা ধরা পড়ে শাস্তি ভোগ কর্‌চে তাদের বিদ্রূপ করচে। কিন্তু দেখতে পাচ্চে না যে ইহাদিগকেও শাস্তি দিবার জন্য যমরাজ পশ্চাতে

দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কে গো তুমি? শতগ্রন্থিমলিনবসনা, আলুলায়িত কেশা, ম্লানমুখী! কে গো তুমি? আহার বিনা শীর্ণা, তৈল বিনা রুক্ষ্ম কেশ! তোমায় দেখে যে আর স্থির থাকতে পারিনে। তুমি কে, যদি কোন বাধা না থাকে আমার নিকট পরিচয় দাও। তুমি কি পূর্ব্বজন্মে কোন প্রকার তপস্যা কর নাই? তুমি কি হাত তুলে কাহাকেও কিছু দাও নাই?

আকাশবাণী। একে চিনতে পার্‌বে কেন? একে চিন্‌তে পারলে বাঙ্গালীর এত দুর্দশা থাক্‌বে কেন!!!

জ্ঞা। (ক্রন্দন) মা! কে তোমার এ দুর্দশা কর্‌লে বল? এ কুলাঙ্গার হ'তে যদি কোন উপায় হয়, তাহা এখনি করিতে প্রস্তুত। ভাই! দেখ, মার কি দুর্দশা! মা! আমি এমনি কুলাঙ্গার যে তোমাকে চিনতে পারলেম না। ভ্রাতৃগণ! যদি চক্ষু থাকে দেখ, সভ্য অভিমানী, স্বার্থান্ধ, বঙ্গসন্তান! যদি চক্ষু থাকে আপনার মার মূর্ত্তিখানি একবার স্বচক্ষে দেখ। আমি এরূপ সভ্যতা চাহিনে যে সভ্যতার অঙ্গ গৃহে যেরূপ হউক বাহ্যে চটক দেখান; লোকে আমাকে মূর্খ বলে বলুক, লোকে আমাকে নির্বোধ বলে বলুক। মা! মা! তোমার দুর্দশা কে করলে মা! মা! বলে দাও, আমি এই মুহূর্ত্তে সেই কৃতঘ্নদিগকে শিক্ষা দেবো। বলে দাও, মা! কে তোমার এই দুর্দ্দশা কর্‌লে? পামর, কুলাঙ্গার বঙ্গসন্তানগণ! দেখ, আমরা যে পৃথিবীস্থ তাবৎ সভ্যজাতির ঘৃণার পাত্র হ'য়েছি তাঁ'র কারণ দেখ। কোন সুসন্তান আপন মাতার এইরূপ দুর্দশা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে বল? আর না, আর না, ভ্রাতৃগণ! এস, আমরা কৃত্রিম সভ্যতা ভুলে গিয়ে, সুখের স্বপ্ন দূরে ফেলে সবে মিলে গললগ্নবাসে' মাতার চরণে পড়ি। একে একে মাতার দুর্দ্দশার কথা শুনি, আর যাহাতে দুর্দ্দশা ঘোচে তাঁ'র উপায় দেখি। ভ্রাতৃগণ! বিলম্ব কর্‌চ কেন? মাতার এই অবস্থা দেখে কি আমাদের লজ্জা হ'চ্চে না? রত্নপ্রসবিনী মাতার সন্তান হয়ে উদরান্নের জন্য আমরা অপরের শরণাপন্ন হ'চ্চি, এতে কি আমাদের লজ্জাবোধ হ'চ্চে না। যদি লজ্জা না থাকে, দূর হও কুলাঙ্গার আমার সম্মুখ হতে। তোমাকে সহোদর বলতে আমার লজ্জা হ'চ্চে। তোর পায়ে পড়ি, মা! বল্‌ বল্‌ মা! কে তোর এ দুর্দ্দশা করলে? (মূর্চ্ছা ও পতন)

দ্বি। দাদা! দাদা! আমাকে সঙ্গে লও; আমিও তোমার সঙ্গী হব।

রা। (সভয়ে) জ্ঞান, জ্ঞান।

পঞ্চম অঙ্ক।

কলিকাতা—বিশ্বম্ভর বাবুর বৈটকখানা।

(বিশ্বম্ভরবাবুর ধীরে ধীরে প্রবেশ)

বিশ্বম্ভর। আমার চিত্ত এত অস্থির হ'ল কেন? আর ত কোন দিন এমন হয় না। একি আমার ভাবি বিঘ্নের পূর্ব্বলক্ষণ না মানসিক শক্তির দুর্ব্বলতা। (দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বদিকে দেখিয়া) একি প্রলয়কাল উপস্থিত! কোথায় চন্দ্রমার স্নিগ্ধকিরণ আজ ভাবুকজনের হৃদয়মন্দির বিকশিত কর্‌বে না সহসা প্রলয়কাল উপস্থিত (বিদ্যুৎ ও বজ্র) প্রলয়ের বজ্র! তুমি আমাকে সংহার কর তায় কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখো যেন আমার প্রাণসম জ্ঞানেন্দ্রের মস্তকে পতিত না হও। আর করযোড়ে বিনীত ভাবে আমি যে নিবেদন কর্‌চি, আমার এই নিবেদনটী রক্ষা কোরো। যেন সেই দুধের শিশু দ্বিজেন্দ্রের কোন অনিষ্ট না হয়। (বিদ্যুৎ) ক্ষণপ্রভে! সত্য সত্যই তোমায় দেখে আমার মনে বড়ই সন্দেহ হ'চ্চে। আপনি স্বর্গে থেকে অবনীর প্রতি কেন মুহুর্মুহু উকি দি'চ্চেন? সত্য করে বলুন দেখি আপনি ত অতি

উচ্চে থেকে জগতের সমাচার অবগত হ'চ্চেন, আমার বাছাদের সংবাদ কি? একি! ঘরের বাহিরে অতি মৃদুভাবে কে যেন কি বলচে। না! তাইত!

নেপথ্যে। বৃদ্ধাবস্থার তরণী, সুশীল, সদালাপী কার্য্য কুশল সন্তানদিগের অমঙ্গলবার্তা কিরূপে আমি তা'দের পিতার নিকট নিবেদন করি। আমি কি শেষ বয়সে ব্রহ্মশাপে পতিত হ'ব! হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল! বাগদেবি! আপনিই বলুন দেখি, কিরূপে আপনি আমার কণ্ঠ আশ্রয় কর্‌বেন? অথবা যখন আমি এ কাজে হাত দিয়েছি, তখন আমাকে তাহাদিগের মঙ্গল, অমঙ্গল সকল প্রকার সংবাদই বহন করতে হ'বে। আমি যদি পূর্ব্বে জান্‌তেম যে এ কাজে সফল মনোরথ হ'তে পার্‌ব না, তাহলে কি এত অর্থব্যয়, শুদ্ধ অর্থব্যয় কেন, এত পরিশ্রম এত ক্লেশ সহ্য করতে হত।

বি। একি কথা! কে যেন কাতর হ'য়ে কি বলছে।

নেপথ্যে। বৃদ্ধাবস্থার তরণী,—ইত্যাদি।

বি। (সবিস্ময়ে) রাম বাবু না? তিনিই বা হঠাৎ এখানে কি করে উপস্থিত হ'বেন। যা হোগ্, আমার কথা শুনে বড় ভয় হ'চ্চে। কে এ, কেমন ক'চ্চে আমায় জান্‌তে হল। (প্রস্থান ও রাম বাবুর হস্ত ধরিয়া প্রবেশ করিয়া) ভাই! বল, তুমি বাহিরে দাঁড়িয়ে কি বল্‌ছিলে? আসবার পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়ে কেন হঠাৎ একা এখানে এলে? তাঁ' কোথায় বল? একি! তোমার সেই প্রফুল্ল বদনে বিষাদের রেখা কেন? বুঝেছি বুঝেছি আর আমায় শুন্‌তে হবে না, হবে না? (মূর্চ্ছা ও পতন)

রা। (করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে) দীননাথ, জগতপতি! আমার অদৃষ্টে এই ছিল! চিন্তামণি! শেষে কি আমাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকি কর্‌লে! (পড়িয়া গিয়া) না, এ সময়ে ক্রন্দন করা কাপুরুষতা মাত্র। (উঠিয়া বসিয়া বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি) দাদা! দাদা! উঠুন।

বি। রাম! তবে কি এ সংসারে আমার আর কেহ নাই? আমি কি এ জন্মের মতন আর বাছাদের চাঁদমুখ দেখ্‌তে পা'ব না?

রা। উঃ! আর না। হৃদয়! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর। প্রাণবায়ু লয়ে আমি জ্ঞানেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের অনুসরণ করি। দেখি তাহাদিগকে প্রত্যানয়ণ করতে পারি কি না।

বি। রাম! আমার কপাল গুণে তুমিও কি পাগল হলে?

রা। দেখুন মহাশয়! তা'দের শারীরিক কোন অমঙ্গল হয় নাই, ইহা আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি। তবে পাষণ্ডেরা তা'দের লয়ে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে কি ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে তাহার কিছুই ধারণা করতে পা'চ্চি না।

বি! কি! পাষণ্ডেরা? তা'রা আবার কা'রা? তাদের কি হয়েছে বিশেষ করে বল?

রা। শুনুন বলি। আপনার নিকট হ'তে বিদায় ল'য়ে আমরা প্রথমে পাটনা নগরে যাই। তারপর সেখানকার প্রসিদ্ধ জমীদার প্রিয়নাথ বাবু আমাদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার ক'রেছিলেন তা আপনি অবগত আছেন।

বি। হাঁ আমি অবগত আছি।

রা। তারপর আমাদিগের দিন দিন ব্যবসার উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল দেখে আমরা আপনার নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আপনি অবগত আছেন।

বি। হাঁ এ পর্য্যন্ত আমি অবগত আছি।

রা। তারপর একজন বঞ্চক দালালের ছল করে রোজ রোজ এসে জ্ঞানেন্দ্র বাবাজিকে ভোলাতে লাগ্‌ল। আমি আর দ্বিজেন্দ্র বাবাজিকে কত বোঝালেম, কিছুতেই বাবাজি আমাদের কথা

না শুনে একদিন কখন যে সেই বঞ্চকের সহিত বেরিয়ে গেলেন আমরা কিছুই জান্‌তে পারলেম না। তারপর আমরা তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত চারিদিকে লোক পাঠাতে লাগ্‌লেম। পাঁচ সাত দশদিন যায়, কোন সংবাদ নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবাজিও দিন দিন অস্থির হয়ে পড়তে লাগ্‌লেন। বল্‌ব কি, মহাশয়! আপনি যেমন ছোট ভাই বলে আমার হাতে আপনার পুত্রদিগকে সঁপে দিয়েছিলেন, আমিও প্রাণপণে তাহাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই, কিন্তু যখন দৈব প্রতিকূল তখন মানুষে কি কর্‌তে পারে। আবার দেখি একদিন দ্বিজেন্দ্রও তাহার ভ্রাতার অন্বেষণে চ'লে গি'য়েছেন। মহাশয়! বলব কি সে সময়ে আমার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হ'য়েছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম।

বি। উঃ! বুঝলেম ২ তোমার সব মিথ্যা কথা! তোমার সব মিথ্যা কথা! তা'রা আর বেঁচে নাই! (মূর্চ্ছা ও পতন)

রা। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! দাদা! দাদা! একি! একেবারেই সংজ্ঞাহীন নাকি? (বিশ্বম্ভর বাবুর গাত্রে হস্ত দিয়া দেখিয়া ক্রন্দন) হায়! কি হ'ল!

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। কি হ'য়েছে মহাশয়? কি হ'য়েছে মহাশয়?

রা। আর দেখ কি সর্ব্বনাশ হ'ল। শীঘ্র একজনকে এক ঘটী জল আর একখানা পাকা নিয়ে আস্‌তে বল। আর বড় বৌকে ডেকে দে। দাদা মূর্চ্ছা গেছেন!

ভৃত্য। আমি এখনি যাচ্ছি।

(ভৃত্যের প্রস্থান। এক ঘটী জল ও একখানি পাকা হস্তে অপর একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

রা। ঐখানে জল রেখে বাবুকে ভাল করে বাতাস কর।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা। আপনি না বড় বাবু আর ছোট বাবুকে নিয়ে পশ্চিমে গিয়েছিলেন?

রাম। (খানিকটে জল লইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর মুখে চোখে দিয়া) সে কথা থাক এখন বাবুকে বাতাস কর।

ভৃত্য। কেন মহাশয়! তা'দের কি কিছু হয়েছে?

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। একি! কর্ত্তার এমন অবস্থা কেন? কে এমন কর্‌লে? ঠাকুরপো তুমি এখানে যে? তা'রা কোথায়? তারা কোথায়? (ক্রন্দন) আমার যে আর কেহ নাই!

রা। আর না,—আর আমার এ দেহে প্রয়োজন নাই।

হৃদয়। এখনও বিদীর্ণ হ'চ্চ না? এই দেখ তোমায় পরিত্যাগ করি। বাঃ! বাঃ! বেশ হ'য়েছে। সম্মুখে এক খানা অস্ত্র র'য়েছে। ঐ অস্ত্রে আমি আমার এই দেহ ছিন্ন করি। (তথা করিতে চেষ্টা)

বি। (উঠিয়া বসিয়া) হাঁ! হাঁ! কর কি? কর কি?

রা। কে আপনি? (পশ্চাৎ দেখিয়া বিশ্বম্ভর বাবুর পায়ে ধরিয়া) দাদা! আপনার পায়ে ধরে ব'ল্‌চি তাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আমি নিশ্চই বল্‌চি তাদের সে প্রকার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই।

সা। তা'দের এনে দাও, তাদের এনে দাও। কে তাঁদের লয়ে গেছে, এনে দাও।

রা। ভয় নাই শীঘ্রই তাদের দেখা পাবে।

সা। তা'রা আমার কোথায় বল? তুমি তা'দের কোথায় রেখে এলে বল?

বি। ভয় নাই, তুমি এখন ঘরে যাও।

রা। দেখুন মহাশয়, আমি তা'দের পাবার একটা উপায় উদ্ভাবন করেছি।
বি। কি উপায় বল দেখি?
রা। আপনি এমন একটা বিজ্ঞাপন প্রচার করুন—যা'রা জ্ঞানেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের সংবাদ এনে দিতে পার্‌বে তাহাদিগকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত কর্‌বেন।
বি। এ যুক্তি মন্দ নয়। কেমন গিন্নি?
সা। তা'দের কি হয়েছে আমায় বোল্লে না।
বি। তাদের আর কিছুই হয় নাই। এক বদমায়েস তোমার জ্ঞানেন্দ্রকে লয়ে কোথায় গেছে, তার সন্ধান পাওয়া যা'চ্চে না।
সা। দ্বিজ?
বি। সেও তার ভাইকে খুজ্‌তে গিয়ে আর ফেরেনি।
সা। মা সিদ্ধেশ্বরী! আমার ছেলে এনে দাও মা! বদমায়েসদিগের বদমায়েসি ঘোচাও মা! তোমার সোল আনার পূজো দেবো মা!
রা। আমার বিবেচনায় তা'দের পা'বার পক্ষে ইহাপেক্ষা সদ্‌যুক্তি আর কিছুই হ'তে পারে না।
বি। আমারও মত তাই।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রসস্থ রাজপথ।

জীর্ণবেশে ও মলিনবদনে দ্বিজেন্দ্রের প্রবেশ।

দ্বিজেন্দ্র। আঃ অদৃষ্ট! তোর মনে এই ছিল! হা বিধাতঃ! আপনি আমার কপালে কি এই লিখেছিলেন? ছিলাম জমীদারের সন্তান, হ'লেম দীন হীন পথের পথিক! হা পিতঃ! আপনি আমা'দের অবস্থা কিছুমাত্রও জান্‌তে পারচেন না। পিতাকে কি ও বিষয় জানাব? না জানান হ'বে না। তিনি দুঃখ কর্‌বেন। দাদা! পিতার নিকট কি ব'লে বিদায় প্রার্থনা ক'রেছিলেন আপনার স্মরণ হয় কি? না তা হ'লেই বা এমন হ'বে কেন! আপনি কোথায়; আর যে আপনাকে অন্বেষণ করতে পারিনে! আপনি কি আর এ পৃথিবীতে নাই? হা অদৃষ্ট! আমার আর এ জীবনে প্রয়োজন কি? (মূর্চ্ছা ও পতন)

(বোতল বগলে জনৈক মাতালের প্রবেশ)

মাতাল। হে সুঁড়ি নন্দিনি রক্তিমা বরণি
বোতল বাসিনি হে।
সেবক খাতিনি বাদসা বোধিনি
বাঁচে যত দিন হে॥
লিবার জননি মোহ প্রদাদিণি
বেশ্যাবিনোদিনি হে।
ফতুর কারিণি কক্ষ বিহারিণি
নমি তব প্রমে হে॥

ছি, বাবা! মাইরি। আমার মাথা খাও, বল্‌তে হ'বে, বাবা! তুমি এমন ক'রে আছ কেন বাবা? না বলত, মা বোতল বাসিনীর দিব্বি। বল্‌তে হ'বে বাবা। তোমার কি হয়েছে?

আচ্ছা, বাবা! মদের পয়সা যোটে নাই ব'লে কি এরূপ রাগ কর্‌তে হয়? ওঠ আমার চাঁদ! আমি তোমায় মদ খাওয়া'চ্চি। (উপবেশনানন্তর মদ্যপান করিয়া মদের বোতল দ্বিজেন্দ্রের মুখে ধারণ করিয়া) এ কি, বাবা! মামাতো ভায়ের অপমান! মদ দি'চ্চি বাবা! খাবে না? তুমি মেয়েমানুষেরও বেহদ্দ, বাবা! মেয়েমানুষকে মদ দিলে তা'রা বাবা বলে খায়, আর তোমাকে মদ দিলেম touch পর্যন্ত কর্‌লে না, বাবা! তুমি কেমন আছ বাবা! আমি ভাল আছি। (মাতালের প্রস্থান)

(ত্রিশুল হস্তে গান করিতে করিতে জনৈক সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। (দ্বিজেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বগত) এ কি ভীষণ দৃশ্য! ইনি এইরূপে ধূলায় ধূসরিত হ'চ্চেন কেন? ইহার আকৃতি দেখে স্পষ্টই বোধ হচ্চে, ইনি কোন ভাগ্যবানের বংশধর এবং নিজেও ভাগ্যবান পুরুষ। যা' হোগ, এর কারণ জান্‌তে হল। (দ্বিজেন্দ্রের প্রতি) বৎস! তুমি এমন সুপুরুষ হয়ে, কেন ধূলায় ধূসরিত হ'চ্চ? কেন তুমি দুগ্ধফেননিভ শয্যা দূরে ফেলে আজি ধরণী পৃষ্ঠে শয়ন ক'রেছ? চক্ষুরন্মীলন কর। বৎস! মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাগত হও।

দ্বি। (সচকিতে) কেও, দাদা! দাদা! দাদা!

স। বৎস! তোমার দাদা কোথায়? আমি ত তোমার দাদা নই।

দ্বি। (ক্রন্দন) তবে কে আমার দাদা?

স। বৎস! রোদন কোরো না, আমি সন্ন্যাসী। তোমার দাদা কোথায়?

দ্বি। দাদা আমার ভূত, কোন ভূতের সঙ্গে মি'শেছে।—মনে নেই বাবার কাছে কি বলে এসেছে। কি বলে বাবার কাছে মুখ দেখাবে।

স। (স্বগত) একি! কি বিধিলিখন! ভাগ্যবানের সন্তান হয়ে, একেবারে ভাগ্যহীন পাগলের মত হয়ে প'ড়েছে! আমিত একে পরিত্যাগ করে কোথাও যা'চ্চি না। একে বাতুল বল্‌ব না বালক বল্‌ব? বাতুলও বল্‌তে পারি না। কারণ বাতুলেরা কখন হাসে, কখন কাঁদে। এত সেরূপ নয়। এ কেবল দাদা দাদা করে ক্রন্দন কর্‌চে, কৈ একে হাসতে ত দেখ্‌ছি না। তবে কি একে বালক বল্‌ব? তাহাই সম্ভব। কারণ সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভনের চক্রে পড়ে কত২ জ্ঞানবান তরুণেরা পর্য্যন্ত ক্রন্দন করেন, তাহার হিসাবে এত দুধের শিশু! ইহার দাদার বিরহে ক্রন্দন না করাই ত আশ্চর্য্য! যা হোগ ইহাকে সুস্থ করি। জয় শিব শঙ্কর! (দ্বিজেন্দ্রের গাত্রে হাত বুলান)

দ্বি। আঃ বাঁচলেম! আমি কোথায় এ'সেছি? (উঠিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গীত)

স। বৎস! আশুতোষ বলে তুমি যা'র অর্চ্চনা ক'রচ আমি সেই আশুতোষ নহি। আমি তাঁরই একজন দাস।

দ্বি। গুরুদেব! কেন এ দাসকে ছলনা ক'রচেন? আমি কি এতই পাতকী যে, আপনার কৃপার পাত্র হ'তে পারি না? আশুতোষ প্রসন্ন হউন। এ দাস আপনার চরণ ছাড়্‌বে না।

স। বৎস! আমি আশুতোষ নহি। আমি তাঁহারই এক জন দাস। দেবতাদিগের ছায়া নাই, ঐ দেখ আমার ছায়া প'ড়েছে।

দ্বি। আপনি আশুতোষের দাস, আর আমি আজ হ'তে আপনার দাস হ'লেম।

স। না বৎস! যাঁরা ধনবান সংসারী তাঁহাদিগেরই দাসের প্রয়োজন করে, আমি ভিখারী সন্ন্যাসী, আমার দাসের প্রয়োজন কি?

দ্বি। আমি ত আপনার চরণ ছাড়্ব না।

স। বৎস! আমি ত তোমাকে চরণে স্থান দিতে পারি না! তবে যদি আমাকে একান্তই না ছাড়,—চরণ ছেড়ে আমার বক্ষে এস। তোমাকে একবার সখা বলে আলিঙ্গন করি। (দ্বিজেন্দ্রকে চরণ হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন) জয় শিব শঙ্কর!

দ্বি। জয় শিব শঙ্কর!

স। সখা! তোমায় আলিঙ্গন করে আজ আমি চরিতার্থ হ'লেম।

দ্বি। আপনার কৃপায় আজ আমি নবজীবন লাভ কর্লেম।

স। গুরুদেবের ইচ্ছা। সখা! একবার বদন ভরে জয় শিব শঙ্কর বল।

দ্বি। জয় শিব শঙ্কর।

স। জয় শিব শঙ্কর। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রশস্থ রাজপথের প্রান্তভাগে চম্পক[১] পুষ্প সুশোভিত জলাশয়।

রাজপথে সন্ন্যাসী ও দ্বিজেন্দ্রের প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। সখা দ্বিজেন্দ্র! দিনমণির প্রখর কিরণে বিস্তীর্ণ রাজপথে ভ্রমণ করে আমরা অতিশয় শ্রান্ত হ'য়েছি। সম্মুখে সুন্দর জলাশয় দেখ্তে পাচ্চি। এস আমরা এস্থানে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করি।

দ্বিজেন্দ্র। যে আজ্ঞা।

(উভয়ের জলাশয় নিকটে গমন ও চম্পকতলে ব্যাঘ্র চর্ম্ম নির্ম্মিত বিষ্টরে উপবেশন)

স। সখা দ্বিজেন্দ্র! আমরা এ পর্য্যন্ত যত স্থান ভ্রমণ কর্লেম সর্ব্বাপেক্ষা এই স্থানটী রমণীয়তম বোধ হ'চ্চে না? দেখ দেখি, এখানকার গন্ধবহ সুগন্ধ বহন দ্বারা কেমন চতুর্দ্দিক আমোদিত ক'রছে! আহা! এই প্রদেশটী কেমন রমণীয়! প্রকৃতির শোভা দেখে আমার মন স্বতই ইহার রচয়িতা সেই বিশ্বনিয়ন্তার গুণগানে ধাবিত হ'ল।

গীত

সখা। আজ আমরা যথার্থই কোন রম্যস্থানে উপস্থিত হ'য়েছি! দেখ আমরা স্নিগ্ধ মলয়মারুতের সুখস্পর্শে কেমন শীতল হ'লেম! অধ্বগমনজনিত ক্লেশের কষ্ট লাঘব হ'ল।

দ্বি। সখা! যথার্থই আজ আমি কোন রম্যস্থানে উপস্থিত হ'য়েছি! আজ যেন প্রকৃতির প্রত্যেক অংশই আমার মস্তকে আনন্দাশ্রু বর্ষণ কর্চে!

(মলিন বেশে জ্ঞানেন্দ্রের রাজমার্গে প্রবেশ)

জ্ঞানেন্দ্র। আঃ অদৃষ্ট! তোমার মনে এই ছিল। আমায় ভ্রাতৃবিচ্ছেদ করে তোর কি ইচ্ছ'সিদ্ধি হ'ল? পুত্রবৎসল পিতাকে একাকী রেখে তুই কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্লি? যদি আমাকে অকারণ ক্লেশ দেওয়া তোর অভিপ্রায় হয়, তবে তুই নিশ্চয়ই জানিস্, যে আমি ইহা তৃণের ন্যায়,—আকাশ কুসুমের ন্যায় অপদার্থ মনে করি। এ আমাকে ক্লেশ দেওয়া মনে কর্বেন না, তোমারই নিষ্ঠুরতা শিক্ষা করা। তোমার যদি মনে হয় আমাকে চিরদিনের জন্য ভ্রাতৃবিচ্ছেদ কর্বে তবে শোন—

'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।'

এমন এক সময় অবশ্যই হ'বে, যখন আমি তোমায় বিসর্জ্জন দিব। অতএব বলি আমায় ভ্রাতৃমিলন করিয়া দাও। যে পথে দ্বিজেন্দ্রকে লয়ে গিয়েছ আবার সেই পথে ফিরাইয়া দাও।

দ্বি। সখা! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

(স্নান করণার্থ উভয়ে গাত্রোত্থান করিলে জ্ঞানেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক দ্বিজেন্দ্রের বক্ষ আলিঙ্গন)

জ্ঞা। (তথা করিয়া) ভাই! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?

দ্বি। দাদা! দাদা!

জ্ঞা। ভাই! তোমায় যে আবার দেখতে পাব এ আমার মনে ছিল না, তবে যে জগদীশ অবসর দিলেন এ আমার পরম সৌভাগ্য!

দ্বি। দাদা! আপনাকে পা'বার জন্য আমি যে কত স্থান অন্বেষণ ক'রেছি, কি বল্‌ব! পথে, ঘাটে, মাঠে, হাটে এমন স্থান নাই যথায় আপনাকে অন্বেষণ করি নাই! শেষে যখন ভাব্‌লেম বুঝি এ জনমের মতন আর আমি দাদার দেখা পা'ব না, তখন অজ্ঞান হ'য়ে কোন পথে পড়ি, আর এই যোগীবর সেই সময়ে আমার জীবনদান করেন! ইহারই কৃপায় আমি এখন এই পৃথিবীতে বিচরণ করচি !!!

জ্ঞা। আর তোমায় পরিচয় দিতে হ'বে না। (সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া) মহাশয়! সিদ্ধপুরুষ! মহাশয়, আমা'দের পিতার ন্যায় কাজ ক'রেছেন!

স। গুরুদেবের ইচ্ছা। ঈশ্বর তোমাদিগের মঙ্গল করুন।

দ্বি। দাদা! আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন বলুন?

জ্ঞা। এত দিনের কথা তু'লো না। আমার কার্য্যালয়ে আসতে কত বিলম্ব হ'য়েছিল আর সেই বিলম্বেরই বা কারণ কি সেই কথা জিজ্ঞাসা কর।

দ্বি। কেন দাদা?

জ্ঞা। আবার কেন? তুমি কার কথায় কার্য্যালয় হ'তে বহির্গত হ'য়েছিলে? একবার মনে ভেবে দেখ দেকি, তুমি যদি কার্য্যালয় হ'তে বহির্গত না হতে তা হলে কি এ প্রকার দুর্ঘটনা ঘট্‌ত?

দ্বি। যাব আর আস্‌ব বলে গিয়ে যখন পাঁচ, সাত, দশ দিন হয়ে গেল দেখ্‌লেম তখন আর আমি কি করে চুপ করে থাকি বলুন?

জ্ঞা। বিচারে আমি তোমার নিকট হার মান্‌লেম। এখন বুঝলেম বাঙ্গালীরা যে ব্যবসা কর্‌তে যান না তাহার কারণ এই ব্যবসা করিতে হলে কি কি নিয়ম পালন করতে হয় তাঁহারা তাহার কিছুই জানেন না। আমি যখন তোমাকে এনেছি তখন আমার অমতে তুমি কোন কাজ কর্‌তে পার না এ নিয়ম কি তুমি জান্‌তে না? তোমার যদি ধারণা ছিল আপন ইচ্ছামত কাজ কর্‌বে তবে আমার মাথা খেতে কেন এলে? তুমি যে আমার কি পর্য্যন্ত ক্ষতি ক'রেছ তা আমি বলতে পা'চ্চি না। যে সকল বাঙ্গালী ব্যবসা করতে চান না তোমারই দোষে আমি তাহাদিগের পরিহাসের পাত্র হলেম। আর এই দুর্দশার কারণ পিতা মাতার তিরস্কারের পাত্র হ'লেম।

দ্বি। (ক্ষণকাল অবনত মস্তকে থাকিয়া) দাদা! আপনি আমার এ অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি এতক্ষণে বুঝ্‌লেম আমি আপনার নিকট অবিশ্বাসী হ'য়েছি। আপনি যে আমার হাতে বাণিজ্যাগারের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন আমি তার উপযুক্ত কাজই ক'রেছি! আপনার পায়ে ধরে বল্‌চি আমা হ'তে আর কখন এমন কাজ হ'বে না! আপনি এবার আমায় ক্ষমা করুন।

জ্ঞা। এবার তোমায় ক্ষমা কর্‌লেম দেখো যেন পুনরায় এরূপ না হয়।

দ্বি। এ জীবনে জ্ঞানবশতঃ কখন আপনার অবিশ্বাসের কাজ কর্‌ব না। আচ্ছা, দাদা! আপনি ততদিন কোথায় ছিলেন বলুন?

জ্ঞা। তুমি যা সন্দেহ ক'রেছিলে তাই। সে লোকটা পাকা জুয়াচোর। কত লোককে যে ঠকিয়েছে তার ঠিক নাই।

দ্বি। আপনাকেও ঠকিয়েছিল না কি?

জ্ঞা। সে ছেলে আমি নই।

দ্বি। তবে আপনার আসতে তত বিলম্ব হ'য়েছিল কেন?

জ্ঞা। বিলম্বের কারণ বলি শোন—সে লোকটার অভিপ্রায় ছিল কোন বেশ্যালয়ে আমাকে লয়ে গিয়ে, মদ খাইয়ে আমার নিকট যা থাকে কেড়ে লয়। সেরূপ চেষ্টাও করেছিল কিন্তু আমি ত মদ খাইনে, আর মাতলামি করবো বলেও তা'র সঙ্গে যাই নাই যে তার কথায় গলে যা'ব। আমি বেগতিক দেখে পুলিসের সাহায্য নিলাম। কিন্তু দেখি পুলিস আস্‌তে আস্‌তেই সে লোকটা সোরে প'ড়েছে।

দ্বি। তবে আর কি কর্‌বেন?

জ্ঞা। বল্‌চি শোন তার সঙ্গীদের ধরিয়ে দিলাম। তারপর পুলিস আদালতে জান্‌তে পারলেম এরা পুরাতন পাপী। নূতন লোক দেখ্‌লেই তার সর্ব্বনাশ করে বসে থাকে। বিচারান্তে তাহাদিগের কাহারও পাঁচ বৎসর, কাহারও সাত বৎসর ক'রে ম্যাদ হ'ল।

দ্বি। যে আপনাকে লয়ে গিয়েছিল তার কি হ'ল?

জ্ঞা। সে পলাতক বলে তার নামে ওয়ারেন্ট বা'র করে চ'লে এ'লেম।

দ্বি। (সহাস্যে) যা ব'ল্লেন তাই কর্‌লেন যে?

জ্ঞা। যা বল্‌ব তাই যদি না কর্‌ব তবে আর পুরুষত্ব কি?

(জনৈক যুবকের প্রবেশ)

যুবা। (স্বগত) সে দিন সংবাদপত্রে যে দুইটী যুবকের অনুসন্ধানের নিমিত্ত পুরস্কারের ঘোষণা দেখ্‌ছিলেম আমার স্পষ্টই বোধ হ'চ্ছে ইঁহারা সেই যুবকদ্বয়। যাহা হউক আমার কৌতূহল চরিতার্থ করতে হল। (জ্ঞানেন্দ্রের প্রতি) মহাশয়! আপনার নাম?

জ্ঞা। আমার নাম শ্রী জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়। আপনি যে আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন ইহার কারণ কি?

যু। (দ্বিজেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি কি তবে আপনার ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্র?

জ্ঞা। আপনি কিরূপে আমা'দের দুই ভায়ের নাম অবগত হ'লেন, আমার জান্‌বার জন্য বড় ইচ্ছা হ'চ্ছে। যদি কোন বাধা না থাকে আশা করি আপনি আমাকে নিরাশ কর্‌বেন না।

যু। আমি ক'দিন ধরে আপনাদিগেরই বিষয় ভাব'ছিলেম।

জ্ঞা। কেন মহাশয়?

যু। আপনা'দের কোন প্রকার সংবাদ না পেয়ে আপনাদিগের পিতা ক'দিন ধরে সংবাদপত্রে প্রচার কর্‌চেন যিনি আমার পুত্রদিগের সন্ধান এনে দিতে পার্‌বেন তাঁহাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত কর্‌বেন।

জ্ঞা। তিবি এখন কেমন আছেন?

যু। বিশেষ অবগত নহি। আপনাদের আর এস্থানে থাকবার আবশ্যক নাই, চলুন আমার বাটীতে চলুন।

জ্ঞা। আমার কিম্বা দ্বিজেন্দ্রের কোন আপত্তি নাই কিন্তু এই মহাপুরুষটী আছেন।

যু। (সন্ন্যাসীর প্রতি) যোগীবর! আপনার নিকট আমার সবিনয়ে প্রার্থনা আজ আমার কুটীরে পদার্পণ করে কুটীর পবিত্র করেন।

স। কেমন হে দ্বিজ?
দ্বি। গুরুর ইচ্ছা।
স। গুরুর ইচ্ছা। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক।

কলিকাতা। বিশ্বম্ভর বাবুর বৈটকখানা।
পারিষদবর্গ বেষ্টিত বিশ্বম্ভর বাবু উপবিষ্ট।

প্রথম পারিষদ। (বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি) কেমন মহাশয়! বাবাজিদের কোন সংবাদ পেলেন কি?
দ্বিতীয় পারিষদ। আমিও ঐ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব মনে ক'রেছিলাম। হাঁ, মহাশয়, আপনি যে সংবাদ প্রচার কর্‌লেন তা'র কোন ফল হ'ল কি?
বিশ্বম্ভর। এত দিনের পর এই একখানি পত্র এসেছে। দেখুন এ খানি আবার তাদের হাতের নয়। (পত্র প্রদান)
২য় পা। পত্র গ্রহণ ও পাঠ
অশেষগুণসাগর শ্রীল শ্রীযুৎ বিশ্বম্ভর রায়
মহাশয় মহিমার্নবেষু
মহাশয়! অদ্য বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় কোন কারণ বশত আমি বাটীর বহির্গত হ'য়ে স্বীয় জলাশয় সমীপে গমন করে দেখি দুইটী যুবক পরস্পর আলাপ সম্ভাষণ করিতেছেন, আর এক যোগীপুরুষ তাঁহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। ইঁহারা কারা আর কেনই বা এস্থানে উপস্থিত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়ে জ্যেষ্ঠটীকে জিজ্ঞাসা করায় পরিচয়ে অবগত হলেম ইঁহারা আপনার পুত্র। ইঁহারা যেরূপ অলৌকিক কার্য্য পরম্পরা সম্পন্ন করে পরস্পর মিলিত হয়েছেন শুনিলে আপনি বিস্মিত হইবেন। কতকগুলি জুয়াচোর আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রকে অপথে লওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহারা সফল মনোরথ হ'তে পারে নাই অধিকিন্তু আপন২ দোষের ফলভোগ স্বরূপ পাঁচ সাত বৎসর করিয়া জেলে রাজ্যভোগ করিতেছে। এই সকল কারণে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাণিজ্যালয়ে প্রত্যাগমনের বিলম্ব হওয়ায় এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এক্ষণে যোগী মহাশয়ের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। যৎকালে শ্রীমান দ্বিজেন্দ্র ভ্রাতার অন্বেষণে বহির্গত হ'য়ে তাঁহার কোন অনুসন্ধান পেলেন না তখন বিমর্শ হ'য়ে কোন রাজপথে পতিত হন। সেই সময়ে এই যোগী পুরুষ উহাঁকে রক্ষা করেন ও তদবধি শ্রীমান ইঁহারই নিকট আছেন। আর২ সংবাদ বিশেষ বিবরণ ইঁহাদিগের প্রমুখাৎ শ্রুত হইবেন। শেষের সংবাদ এই যত শীঘ্র পারি ইঁহাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিব। যোগীবর ও ইঁহাদিগের সহিত গমন করিবেন।
কিমধিকমিতি—লিখিতং শ্রী নকুলেশ্বর দেবশর্ম্মন।
আপনি এ লিপিখানি কবে পেলেন?
বি। আজ চারদিন হ'ল।
২য় পা। তবে তাঁরা আগত প্রায়।
বি। দেখুন।
২য় পা। কেন এতে ত কোন সন্দেহ কর্‌বার কারণ দেখ্‌চি না।
বি। আমার বোধ হয় কোন বুদ্ধিমান পুরুষ পুরস্কারের লোভে এই লিপিখানি রচনা করে পাঠিয়ে থাক্‌বেন নতুবা তা'রা নিজে পত্র লিখ্‌লে না কেন?

২য় পা। মহাশয়! ইহার এক কারণ আছে। অনেক দিন হ'তে তাঁদের কোন সংবাদ না পেয়ে আপনি উতলা হ'য়েছেন। এ সময়ে তাঁহাদের কাহারও নিকট হতে পত্র পেলে আপনি তাঁহাদের দর্শনের নিমিত্ত অতীব উতলা হ'বেন। এই নিমিত্ত লিপি প্রেরণ না করে একেবারে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই বোধহয় তাঁ'দের অভিলাস।

(রাম বাবুর প্রবেশ। যোগীসহ জ্ঞানেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের প্রবেশ। চোর বন্ধন পূর্ব্বক পাহারাওয়ালা ও জনৈক যুবকের প্রবেশ)

রাম। (বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি) আমি আপনার নিকট যে ঋণে বদ্ধ ছিলেম এই নিন। এখন আমাকে ঋণ হ'তে মুক্ত করুন।

বি। সে কি! তোমার আবার ঋণ কি? তুমি ঋণ কর না ব'লেই ত আমি ইহাদিগকে তোমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেম।

জ্ঞানেন্দ্র। (বিশ্বম্ভর বাবুকে প্রণাম করিতে২) আপনার ভাগ্যহীন সন্তান দেশে ফিরে এল।

দ্বিজেন্দ্র। (পিতাকে প্রণাম করিতে২) আপনার নির্ব্বোধ দ্বিজ দেশে ফিরে এল।

বি। (উভয় হস্তে উভয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া) আমি তো'মাদের বিষয় সমস্ত অবগত হ'য়েছি। তোমাদের এরূপ দুঃখ কর্‌বার কোন কারণ নাই। এই যোগীবরের পরিচয়ও আমি পূর্ব্ব হ'তেই পেয়েছি। (যোগীবরের প্রতি) যোগীবর! আপনি যে কেবল দ্বিজেন্দ্রের প্রাণদান ক'রেছেন এরূপ নহে সঙ্গে২ আমারও প্রাণদান ক'রেছেন!!

সন্ন্যাসী। গুরুদেবের ইচ্ছা।

বি। দেখ জ্ঞানেন্দ্র! তুমি বঞ্চকদিগকে সর্ব্বস্ব দিয়ে মাথা চাপ্‌ড়ে দেশে ফিরে না এসে দুরাত্মাদিগকে যে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে এসেছ এজন্য তোমায় প্রসংসা কর্‌চি আর, দ্বিজেন্দ্র! তুমি আর কাহারও সহিত না মিশে যে এই যোগীবরের সঙ্গ ল'য়েছিলে এজন্য তোমাকেও প্রশংসা কর্‌চি। এ আবার কি? পাহারাওয়ালা আবার কা'কে বেঁধে এনেছে?

জ্ঞা। মহাশয়, আমাদের এত অনিষ্টের মূল ঐ লোক। ঐ জুয়াচোরের জন্যই আমাদের এত কষ্ট পেতে হ'য়েছে।

চোর। ধর্ম্মাবতার আমি ইহার কিছুই জানি না।

পাহারাওয়ালা। (চোরের প্রতি) চুপ রহো হারামজাদ।

চোর। (পাহারাওয়ালার প্রতি) তোমার কি ক'রেছি আমি।

বি। বল কি!

জ্ঞা। আজ্ঞে হাঁ।

বি। একে এখানে কিরূপে পেলে?

জ্ঞা। কাকার বাড়ী হ'তে আসতে পথে দেখি যে, ঐ লোক এই বাবুটীর পকেট হ'তে টাকা চুরি করেছে বলে ইনি ওকে পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিসে লয়ে যা'বার চেষ্টা করেচেন। আমি ওকে চিনতে পেরে আপনাকে দেখা'ব বলে আপনার নিকট এনেছি।

চো। ধর্ম্মাবতার আমি কিছুই জানি না।

জ্ঞা। জান, কি না জান আদালতে তাহার প্রমাণ হ'বে।

১ম পা। বড়বাবু! ও ছোটলোকের কথায় কাজ কি? ওকে পুলিসে পাঠিয়ে দিন, পরে সেখানে যা হয় হবে।

জ্ঞা। সে কথা ভাল। দেখ পাহারাওয়ালা তোম এস্‌কো পুলিসমে লে যাও।

পা। যো হুকুম মহারাজ। (চোরের প্রতি) চল্‌ বে চল্‌।

চো। (ক্রন্দন করিতে২) বাবুগো আমায় রক্ষা কর গো। আমি সব টাকা দিচ্ছি গো। আমি আর কিছু করবো না গো।

জনৈক পারিষদ। (মাথা নাড়িতে২) আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়।

(সকলের হাস্য। চোর লইয়া পাহারাওয়ালা ও যুবকের প্রস্থান)

(হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

হরপ্রসাদ। এ কি! চাঁদের হাট যে! (যোগীকে দেখিয়া) ইনিই কি সেই যোগীপুরুষ যিনি দ্বিজেন্দ্রের প্রাণদান ক'রেছেন?

বি। আজ্ঞে হাঁ। ইনি যে কেবল দ্বিজেন্দ্রের প্রাণদান ক'রেছেন এরূপ নয়, সঙ্গে২ আমারও প্রাণ দি'য়েছেন।

হ। সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি!

বি। (পুত্রদিগের প্রতি) তোমরা ইঁহাকে প্রণাম কর।

(হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যকে উভয়ের প্রণাম করণ)

হ। জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

বি। আপনার নিকট আমার এখন একটী নিবেদন আছে।

হর। অনুমতি করুন।

বিশ্ব। আমার নিবেদন এই আপনি আমাকে বিষয়ের ভার হ'তে মুক্ত করে এখন অবধি জ্ঞানেন্দ্র বাবাজিকে সেই ভার অর্পণ করেন।

হ। অতি উত্তম কথা।

বি। (অপর সকলের প্রতি) আপনারা কিরূপ বলেন?

জনৈক পারিষদ। উপযুক্ত সন্তানের হাতে বিষয় ভার অর্পণ করে আপনি নিশ্চিন্ত হ'বেন ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি!

বি। আপনারা সকলে শ্রবণ করুন—উপস্থিত সকলের পরামর্শ লয়ে আজ হ'তে আমি আমার সমস্ত বিষয়ের ভার শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রের প্রতি অর্পণ করিলাম। অদ্যাবধি যাঁহার যাহা কিছু আবশ্যক হইবে আমার নিকট না জানাইয়া শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রকে জানাইলে তিনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আর জ্ঞানেন্দ্রকেও বলি তিনি যেন সদয় ব্যবহারে অপরের হৃদয় রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করেন।

সকলে। সাধু! সাধু!! সাধু!!!

জ্ঞা। পিতার আদেশ শীরোধার্য্য। আমারও একান্ত ইচ্ছা পাঁচজনকে লইয়া আমোদ করি। চাকরিপ্রিয় বাঙ্গালীর দুর্দশা দেখে নিজে ব্যবসা ক'রে যদি কখন তাহাদিগকে ব্যবসায়ে লওয়াইতে পারি এই জন্যই ব্যবসা কর্‌বার জন্য আমার এরূপ আগ্রহ।

জনৈক পারিষদ। আপনার কথায় আমরা পরম পরিতোষ লাভ কর্‌লেম। আপনি সময়োচিত ব্যবহারে বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করুন জগদীশ্বরের নিকট এখন আমাদিগের এইমাত্র প্রার্থনা।

হ। (বিশ্বম্ভর বাবুর প্রতি) মহাশয়! বাবাজিরা অনেক দিনের পর দেশে ফিরে এলেন। এ'দের আর এখানে রাখা উচিত হ'চ্চে না। আপনি ইহাদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া যাউন।

বি। আপনাদিগের যেরূপ অভিলাস।

(একদিক দিয়া সপুত্র বিশ্বম্ভর বাবুর ও অপর দিক দিয়া অপর সকলের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

শব্দার্থ ও টীকা

নীলদর্পণ নাটক

▲ প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. গাঁতি—জমিদারের অধীন জমাজমি।
২. দামড়া—বলদ।
৩. আসধান—আউসধান।
৪. গত্তে হবে—করতে হবে।
৫. অবধান—প্রণাম।

▲ প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৬. সুমুন্দি—সম্বন্ধী।
৭. বাগ—বাঘ।
৮. রোক—আক্রোশ, তেজ।
৯. খালে—খেলো।
১০. দাগ মারলে—ভাল ভাল উর্বরা জমিকে নীলকরেরা নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করতো। সেসব জমিতে চাষীদের নীলচাষ করতেই হতো।
১১. কুড়ো—বিঘে।
১২. কাটা—পুরনো হিসেবে পঁচিশ সেরে এক কাটা।
১৩. গোড়া—গুয়োটা, একপ্রকার গালি।
১৪. নোনাফেনা—নোনাজল লেগে নষ্ট জমি।
১৫. কারকিতী—চাষের কাজ।
১৬. বিদেকাটি—ক্ষেত্রে আগাছা নিড়ানোর লোহার কাঁটাযুক্ত কাঠ।
১৭. সেস্য়ে—শাসিয়ে।

▲ প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

১৮. না-লায়েক—অনুপযুক্ত।
১৯. শ্যামচাঁদ—রায়তদের উপর অত্যাচার করবার জন্য বিশেষ ধরনের চর্মনির্মিত চাবুক।
২০. বেগোর—ব্যতীত।
২১. দোরস্ত—সিধে।
২২. ক্যাওটকো—কৈবর্তকে।
২৩. মাইন্দার—ক্ষেতমজুর।

▲ প্রথম অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

২৪. খামাত্তে—খামার থেকে।
২৫. ডান—দক্ষিণ দিক, এখানে আদুরী একে ডাইনি অর্থে নিয়েছে।.
২৬. সাগর—বিদ্যাসাগর।
২৭. নাড়ের—রাঁড়ের।
২৮. আজাদের—রাজাদের, অর্থাৎ রাজা রাধাকান্ত দেবের, ইনি প্রাচীন সংস্কারপন্থী ছিলেন।
২৯. বাউ—বাউটি, একপ্রকার হাতের গহনা।
৩০. কস্‌বী—বেশ্যা।
৩১. গস্তানি—কুলটা, বেশ্যা।
৩২. কামরাঙ্গা—কামরা।
৩৩. নেটেলা—লাঠিয়াল।
৩৪. কায়দা—কয়েদ।
৩৫. কুটেল—কুঠিয়াল।
৩৬. মাচেরটক্—ম্যাজিস্ট্রেট।
৩৭. ম্যাদ—মেয়াদ।
৩৮. পিল—আপিল।
৩৯. নাঙ্গা পাক্ড়ি—রাঙা বা লাল পাগড়ি।
৪০. তেরোনাল—তরবারি।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না—কুদোর ওপরে রেখে চেঁছে কাঠের জিনিস সোজা করা হয়।
২. মোদের চকি—আমাদের চোখে।
৩. দ্যাদিনি—দ্যাখ দেখিনি।
৪. তবাদি—পর্যন্ত।
৫. অক্ত—রক্ত।
৬. খোজানি দিয়ে পড়্চে—গড়িয়ে পড়ছে।
৭. লৌ—রক্ত।
৮. মাটে—মাঠে।
৯. থাপ্‌পোড়্—চড়।
১০. চাবালিডে—চোয়ালটা।
১১. সেমন্‌তোনের—সীমন্তোন্নয়ন।
১২. নড়ুই বেদ্‌লো—লড়াই বাধলো।
১৩. ইক্‌সুল—আটক।
১৪. ঘোঁটা—আলোড়ন ; ঘোঁটা মাত্তি লেগেচে—তোলপাড় শুরু করেছে।
১৫. গাংপার—নদীপার, এখানে বদলি।
১৬. কোমেট—কমিটি।
১৭. গাঁতবার—দলে টানবার।
১৮. মামদো—(মহম্মদীয়) মুসলমানের প্রেতাত্মা।
১৯. অস্তেরা—খবর।
২০. এগোনের গারনাল—আগেকার গভর্ণর।
২১. মান্নির—অশ্লীল গালাগালি।
২২. নচা কথা—রচা কথা অর্থাৎ কাল্পনিক গল্প।
২৩. সোমোজ—বুঝতে পারা।
২৪. আদাখ্যাচড়া—খানিকটা শেষ খানিকটা বাকি রাখা কাজ।
২৫. ব্যাভ্রম—অপমান।
২৬. মার্গ—মার্কা।
২৭. হির্‌ভিতি—কারসাজি।
২৮. রামকান্ত—শ্যামচাঁদের মত এক রকমের চাবুক।
২৯. নাদনা—মোটা লাঠি।
৩০. বাউরা—বাতুল বা পাগল।
৩১. প্যাঁজ-পয়জার—শ্রমের মূল্য তো মিললই না, উল্টে অপমানিত হতে হল।
৩২. ভাবরার—তপ্ত জলীয় বাষ্পপূর্ণ ঘর।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৩৩. খেঁটে—লগুড়, লাঠি।
৩৪. দ্বটো—দুটি।
৩৫. নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা—গ্রাম্য প্রবাদ—ধোপারা ভ্যালার আঠা দিয়ে কাপড়ে দাগ দেয়। একবার দাগ দিলে তা আর ওঠে না।

৩৬. পুট্‌ঠাকুর—পুরুতঠাকুর।
৩৭. অস্মিংস্তু···কুতঃ—এই নিগুণ গোত্রে সন্তান জন্মানো শ্রেয় নয়। পদ্মরাগ মণি আকারে অর্থাৎ খনিতেই জন্মায়, কাঁচের গাদায় নয়।

▲ তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক
১. আপনাদের কাগজ—Englishman পত্রিকা।
২. বট্‌নেকা—বসবার ঘর।

▲ তৃ য় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক
৩. রোকা—ক্ষুদ্রপত্র।
৪. নেটেলা—লেঠেল।

▲ তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক
৫. এমান—(আরবী ঈমান) ধর্মবিশ্বাস।
৬. চাবালি—চোয়াল।
৭. পোঁচা—করতল
৮. জোরার—যমের।
৯. সেদের—সাধুর।
১০. নছিব—ভাগ্য।
১১. বস্‌গার—বোসদের।
১২. বেছাপ্পর—বাড়ি ছাড়া।
১৩. জোর-জোরাবতি—জোর-জবরদস্তি।
১৪. নেয়েৎ—রায়ত।

▲ চতুর্থ অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক
১. খোলোসা—সমুদয়।
২. বেওরাওয়ারি—জোর করে।
৩. আলাহিদা—আলাদা, পৃথক, স্বতন্ত্র।

▲ চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক
৪. দুগ্‌দো—দুগ্ধ, দুধ।

▲ পঞ্চম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক
১. পত্তিবাসী—প্রতিবেশী।
২. সারাক্ষুণ্ডি—সারাক্ষণ।
৩. তেলপলাড়া—তেল তুলবার লোহার চামচ।
৪. য়্যাংরাজ—ইংরেজ।
৫. নাকাৎ—মতন।
৬. আষ্ট—রাষ্ট্র।
৭. পিরতিমির—পৃথিবীর।
৮. একেচ—রেখেছো।
৯. ভোগোল—যে ভোগায়।
১০. ভেমো—বোকা।
১১. গিধবড়—শকুন।
১২. মোনাসেফ—পছন্দ।
১৩. কাগজ নিকাস—হিসাব পরিস্কার।
১৪. গ্রান্ট সাহেবের নেতৃত্বে স্থাপিত ইন্ডিগো কমিশনের প্রতি ইঙ্গিত।

▲ পঞ্চম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক
১৫. মাদ্দা—মাম্‌লা
১৬. আটকৌড়ে—সন্তানজন্মের আটদিনের দিন বাচ্ছাদের ডেকে আটরকমের ভাজা চিড়া মুড়ি কলাই, বাদাম প্রভৃতি খেতে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এই ধরনের অনুষ্ঠান করার প্রথা আছে।

▲ পঞ্চম অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক
১৭. সাঁকতি—শাঁখ।
১৮. নমীর আৎ—নবমীর রাত।

▲ পঞ্চম অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক
১৯. অপগম—পলায়ন, দূর হয়।

সাক্ষাৎ দর্পণ নাটক

▲ প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক
১. স্টিক—লাঠি ; ইং Stick.
২. স্টিকিং—ইং Stocking, মোজা।
৩. হাফ-স্টিকিং—হাফ-মোজা।
৪. আঁকাড়া—অমার্জিত।
৫. পাৎকো—পাতকুয়া।
৬. পাঁইজোর—নূপুরবিশেষ।
৭. নাগাৎ—পর্য্যন্ত ; অবধি।
৮. স্বাকারা—সুগঠনা।
৯. গোচ—ধরণ।

▲ প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক
১০. একঘোরে—একঘরে ; সমাজচ্যুত।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক
১. সেকেন্ ক্ল্যাস—ইং সেকেন্ডক্লাস (Second Class) ; দ্বিতীয় শ্রেণী।
২. জগৃদ্—যকৃতের এক ধরনের রোগ।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক
৩. বেম্মাস্তর—ব্রহ্মাস্ত্র, মোক্ষম অস্ত্র।
৪. চোপা—মুখে মুখে জবাব।
৫. কুড়িকিষ্টি—গালাগালি ; কুষ্ঠ।
৬. প্রমাই—পরমায়ু, আয়ুস্কাল।
৭. শুদ্দুর—শূদ্র।
৮. ঠ্যাকারে—আহ্লাদে।
৯. সুমুক—সামনে ; সম্মুখভাগে।
১০. অতিৎ—অতিথি।
১১. সুঁড়ি—বেশ্যা, কুলটা।
১২. ফেকো—(কথা বলবার সময়ে) মুখ থেকে নির্গত ফেনবৎ থুথু।
১৩. মউতাৎ—মৌ তাত ; নিয়মমাফিক সময়ে নেশা করবার প্রবল স্পৃহা।
১৪. বেল্লিক—লম্পট ; বেহায়া ; ভাঁড় বা বিদূষক।
১৫. আদত—খাঁটি।
১৬. শমন—মৃত্যুর দেবতা, যম। এখানে নেশার ঝোঁকে এরকম উপলব্ধি হয়েছে।

▲ তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক
১. পাকা—পাখা।
২. কোশে—কঁষে, দৃঢ়ভাবে, সজোরে।
৩. এয়ারকি—আড্ডা।

৪. রাঁড়েদের—বিধবাদের।
৫. বাঁঝা—বন্ধ্যা।
৬. ফোপ্‌ল দালালি—ফপর দালালি ; ফপর-দালালের-আচরণ ; [যে ব্যক্তি উপর পড়া হয়ে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ও বৃথা মাতব্বরি করে, তাকে ফপর দালাল বা ফোঁপর দালাল বলে]
৭. গোঁপহার—কণ্ঠাভরণ।

▲ তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৮. নীতবর—চলিতরূপ : মিতবর ; মিত্রবর ; বিবাহ-কালে যে বালক বরের সহযাত্রী হয় ও পাশে থাকে।

▲ চতুর্থ অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. এইস্তিরি—এয়োস্ত্রী ; সধবা নারী।
২. প্রমাই—পরমায়ু।
৩. অথবর্ব—অক্ষম, জড়।

▲ চতুর্থ অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৪. বয়ে গিয়েছ—বখে গিয়েছ ; নষ্ট হয়ে গিয়েছ।

▲ পঞ্চম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. দক্ষিণে—দক্ষিণা ; পারিশ্রমিক।

পল্লীগ্রাম দর্পণ

▲ প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. গাড়ু—নলযুক্ত জলপাত্রবিশেষ।
২. মিন্সে—বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ। (অবজ্ঞায়) (সং মনুষ্য)

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—

১. লাখরাজ—লাখেরাজ, নিষ্কর জমি।
২. উনপাঁজুরে—যার পাঁজর ঊণ বা ন্যূনবল ; হতভাগ্য ; দুর্বল।
৩. বরাখুরে—নিকৃষ্টলক্ষণযুক্ত : ঘৃণ্য ; (বরাহের খুরের বা পায়ের মতো যার পা)।
৪. মবলগ—মোট; থোক ; নগদ।

▲ চতুর্থ অঙ্ক—

১. মাগ্‌গি—মহার্ঘ, দুর্মূল্য।
২. খাড়ুগাছটী—বলয়বৎ হস্তাবরণ বিশেষ ; চুড়ি বিশেষ।
৩. অবাগিগ্‌র—নিবোধ, বোকা।

▲ ষষ্ঠ অঙ্ক—

১. কুরখুট্টি—কুরখুন্‌তি ; ঘোর অন্ধকার।
২. ভিটকুমি—ভিটকুলি ; ভান।
৩. ওয়ার—বালিশের আবরণ।
৪. ইন্দিরপাত—ইন্দ্রপতন।
৫. হিল্লেয়—অবলম্বনে, আশ্রয়।
৬. মোনাকাটা—অশ্লীল গালি।
৭. এত্তেলা—প্রতিবেদন ; খবর।
৮. খোন্তা—জোড়াতালি।

জমীদার-দর্পণ

▲ প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. কারিকুরি—কৌশল, ফন্দি।
২. পরক—পরখ, যাচাই করা।
৩. দেউড়ি—প্রধান প্রবেশ দ্বার ; তোরণ ফটক
৪. রোজা—ওঝা।
৫. আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ।
আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।
আমি সাক্ষ্যপ্রদান করছি যে, আল্লাহ
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ;
আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ
ব্যাতীত কোন উপাস্য নেই।
আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে
নিশ্চয়ই মোহম্মদ আল্লাহ'র
প্রেরিত পুরুষ বা রসুল।
আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে
নিশ্চয়ই মোহম্মদ আল্লাহ'র
প্রেরিত পুরুষ বা রসুল।
নামাজে উপস্থিতহও,
নামাজে উপস্থিত হও।
মঙ্গল লাভের জন্য নামাজে উপস্থিত হও।
মঙ্গল লাভের জন্য নামাজে উপস্থিত হও।
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।
আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

▲ প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৬. নেওয়াতী— নিয়মবদ্ধ।
৭. কোমর খোলাই—এক ধরনের উৎকোচ।
৮. রেয়াত—খাতির, গ্রাহ্য।

▲ প্রথম অঙ্ক— তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৯. ঘা'ট—ভুল, অপরাধ।
১০. ঘণ্টেকাদারমিয়ান—এক ঘণ্টার মধ্যে।
১১. চোদ্দ পোয়া করে—এক পা উঁচু করে।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. বিচের—বিচার
২. জবরাণ—জবরদস্তি।
৩. উল্‌কুড়—উলুখড়।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৪. গুলিখোর—চণ্ডুসেবী ; (আফিম থেকে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য, গুলি পাকিয়ে খাওয়া হয়, যারা এই মাদক দ্রব্য খায় তাদের গুলিখোর বলে।)
৫. তস্‌বি—মুসলমানদের জপমালা। নামাজের পর এমনকি অন্য সময়েও ছোটো ছোটো দানা সহযোগে নির্মিত বস্তুটি দ্বারা আল্লাহ্‌র নাম ও কোরাণের বাণী কতবার স্মরণ করেছেন—তা গুণে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৬. জরু—স্ত্রী।
৭. ছিটেটা ওড়াই—আফিম গুলিতে প্রস্তুত মাদক খাই।
৮. কালোবাত—কালোয়াত > কালোয়াৎ ; উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী ব্যক্তি।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৯. অদুল—অমান্য।
১০. জবরাণ—জবরদস্তি।
১১. জান কবুল—প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

▲ তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. দহিন—দক্ষিণ।
২. হ্যাকমত—(আরবী-হিকমত) বাহাদুরী।
৩. ন্যাত—রেয়াত, রেহাই।

▲ তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৪. সাবুদ—প্রমাণ।
৫. ফেরেববাজ—প্রবঞ্চক, জুয়াচোর।
৬. মনবাদ—মনোমালিন্য।

▲ তৃতীয় অঙ্ক—তৃ গর্ভাঙ্ক

৭. কোষ্টা—পাট
৮. ফোক্‌রানো—উচ্চৈস্বরে ডাকা, চীৎকার করে ডাকা।
৯. মুরিদ—শিষ্য।
১০. ফয়তা—(আরবী ফাতিহা থেকে) মৃতের আত্মার কল্যাণার্থ ভোজ্যাদি দানসহ প্রার্থনা বিশেষ।
১১. খলিফাঘর—(এক্ষেত্রে) বাইরের ঘর।
১২. জেহীর—জাহির, (আরবী : যিক্‌র, আল্লাহ্‌র উপাসনা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি)।
১৩. রোনা পিটনা—কাদাকাঁটি।
১৪. আজ—হজ ; (ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি—এগুলি হল : কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত)।
১৫. তোবা-তোবা—(আরবী : তওবা-তওবা), পাপ কাজ পুনরায় না করার সংকল্প গ্রহণ।
১৬. খানে-ওয়ারাণ—ছত্রখান।
১৭. লক্ষ—জায়গা, স্থান।

চা-কর দর্পণ

▲ প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. কোম্পানীর মুলুক—এখানে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন অঞ্চল। কোম্পানী কথাটির ব্যবহার ১৮৫৮ সাল থেকে অবলুপ্ত হলেও কথাটি দীর্ঘদিন জনমানসে ব্যবহৃত হত।
২. কাছাড়, শিলেট—আসামের দুটি জেলা।

▲ প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৩. মানুষ—(এখানে) শ্রমিক।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. নেঞ্জারে—ঝঞ্ঝাটে।
২. রেজেষ্টারিটা—চা-বাগানে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের নাম নির্দ্দিষ্ট ফর্মে নথিভুক্ত করা।
৩. ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট—ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে স্বাক্ষরের পর কারো পক্ষে চা-বাগানে যেতে অস্বীকার করা সম্ভব হত না।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৪. কোঁচড়—কোঁচর, কতকটা থলের আকারে পরিণত করা বস্ত্রের অংশ।
৫. ছেঁচে—চালাঘরের প্রসারিত ছাউনির নীচে সংকীর্ণ যে স্থান।

▲ তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. শ্যামচাঁদ—চামড়ার তৈরী চাবুক, যা নীলদর্পণেও উল্লিখিত আছে।

▲ চতুর্থ অঙ্ক—

১. জাত মেরেছে—ধর্ষণ করেছে।

জেল-দর্পণ নাটক

▲ প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. গেঁড়া—আত্মসাৎকরণ, অপহরণ, (অশিষ্ট অর্থে) কোনো দ্রব্য ভুলিয়ে নেওয়া।
২. দাঁও—সুযোগ-সুবিধা।
৩. বেওরাটা—ব্যাপারটা।
৪. আদত—আসল, প্রকৃত, খাঁটি।
৫. ছেনালী—ছিনালী, বেশ্যাবৃত্তি, বেশ্যারচতুরতা বা হাবভাব।

▲ প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৬. বীরাঙ্গণা বাক্য—(এখানে) বীরাঙ্গণা কাব্য।
৭. খেংরা—ঝাঁটা।
৮. জাসু—ধূর্ত ; ধড়িবাজ।

▲ প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৯. সাওখুড়ি—সাতকুড়ী, মাতববরি ; মুরুবিবয়ানা।
১০. দম্—ধোকা দেওয়া ; প্রতারণা করা।
১১. রূপচাঁদ—রূপার টাকা ; অর্থ ; ধন।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. মউতাৎ—নির্দিষ্ট সময়ে মাদক দ্রব্য গ্রহণ।
২. চাট—মদের অনুষঙ্গিক মুখরোচক খাদ্য।
৩. খাঁকতি—অভাব, অনটন।
৪. ফিকির—কার্যোদ্ধারের উপায় চিন্তা ; কৌশল প্রতারণা।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৫. শিশ্নোদর—কামুক এবং ঔদরিক ; ইন্দ্রিয়াসক্ত।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৬. নেঙ্গট—ছিন্ন মলিন বস্ত্র।
৭. কপ্‌নি—কৌপীন ; চীর বসন।

৮. পেঙ্গে—বুঝে, অনুমান করে।

▲ তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. নড়াল—নড়াইল, বর্তমান বাংলাদেশের একটি জায়গা।

২. মোদ্দাটা—মোটমাট।

▲ তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৩. হাড়ি-কাওরা—জাতিবিশেষ, অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ।

▲ চতুর্থ অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. টেক খর—ট্যাক খর—তীক্ষ্ণ ; তীব্র। এখানে বদ্‌বাগী।

▲ চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

২. অগ্রমাস—বুকের কলিজার অগ্রভাগের মাংস।

৩. কাঁসঁর—যান্ত্রিক পীড়াবিশেষ।

৪. আঁবের—আমের।

টাইটেল দর্পণ নাটক

▲ প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. টাইটেল—পদবি, উপাধি।

২. সন্দ—সন্দেহ।

৩. আঁব—আম।

৪. তক্‌মা—মেডেল, পদক।

৫. দেউড়িতে—ফটক বা মূলগেট।

৬. মুফৎ—মাগনা বা বিনামূল্যে।

৭. দোরস্ত—সমতল, সমান, সোজা

৮. মোসাহেবি—খোসামোদী করা।

৯ বর্কলপ—অন্যথা।

১০. ডিটো—হুবহু ; অবিকল।

▲ প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

১১. খানসামা—চাকর।

১২. ঠাটে—ছলাকলা ; বাহ্যিক চালচলন।

১৩. বট্‌কেরা—রঙ্গতামাসা ; ফষ্টিনষ্টি।

১৪. ছের—চির।

১৫. কণ্ঠী—কণ্ঠমালা ; কণ্ঠের ভূষণ বিশেষ।

১৬. জড়য়ার—মণিরত্নাদি খচিত স্বর্ণালঙ্কার ; গহনা।

১৭. হিষ্টিরিয়া—এক প্রকার রোগ বিশেষ।

▲ প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

১৮. যাস্তি—আধিক্য ; অতিরিক্ত ; পরিমাণ।

১৯. বেতরেক্—ব্যতীত।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. বাইনাচ—বাইজীনাচ।

২. ইনটান্স—Entrance ; প্রবেশিকা।

৩. ইন্দ্রির ভূবন—ইন্দ্রভূবন—অমরাবতী।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক— দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৪. খোল্‌তা—উজ্জ্বল ; ভাস্কর।

বঙ্গদর্পণ নাটক

▲ প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. হৌস—বাণিজ্যকুঠী, ব্যবসায়ী সংঘ বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

▲ প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

২. মুচ্ছুদ্দি—মুৎসদ্দী—হেড-ক্লার্ক ; ম্যানেজার ; কার্যাধক্ষ্য।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. চারকরা—মাছ ধরবার জন্য মাছের চার প্রস্তুত করা।

চার—যে মশলার গন্ধে মাছকে আকৃষ্ট করে, যা পতিত হলে জলে মাছের বিচরণ স্থান যোগ্য হয়।

২. ময়দানব—ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের অপূর্বসভা নির্মাণকারী দানব, শিল্পী। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এঁর নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিলেন। 'ময়মত' নামক গৃহনির্মাণ শিল্পগ্রন্থ প্রণেতারূপে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। রক্ষোরাজ রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী এঁর কন্যা।

▲ দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৩. ১॥৴·—এক টাকা, দশ আনা।

৪. ৩৪২/—৩৪২ মন। (প্রাচীন গণনা পদ্ধতির হিসাবে ৪০ (চল্লিশ) সের-এ ১ মন হত। মনের চিহ্ন তখন এভাবে লেখা হত।)

▲ তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

১. বেগানা—অপরিচিত ; অজ্ঞাত ; বৈদেশিক।

▲ চতুর্থ অঙ্ক—

১. গললগ্নবাস—দৈন্য প্রকাশার্থে গলায় কাপড় ন্যস্তকারী ; বিনয় ; হীনতা।

▲ ষষ্ঠ অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

১. চম্পক > চম্পক—চাঁপাফুল।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পঞ্জী

▲ গ্রন্থ :

১. অজ্ঞাতনামা, সাক্ষাৎ-দর্পণ, ১ম মুদ্রণ, ১২৭৮, কলিকাতা।

২. অধিকারী, প্রবোধবন্ধু, নাটক ও রাজনীতি, পি. সরকার।

৩. আবদুল হাই, মুহম্মদ ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭, আহমদ পাবলিশিং, ঢাকা।

৪. কাজী আবদুল মান্নান (সংগ্রহ-সংকলন ও সম্পাদনা), মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খণ্ড, ১ম

প্রকাশ, জুন, ১৯৮৫, বাংলা একাদেমী, ঢাকা।

৫. খান, ড. লায়েক আলি, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭, ২০০০, সাহিত্যলোক।

৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত, দীনবন্ধু রচনাবলী, (সমগ্র রচনা ১ খণ্ডে), ২য় মুদ্রণ, নভেম্বর, ১৯৮১, সাহিত্য সংসদ।

৭. গুপ্ত, ক্ষেত্র, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, আগস্ট, ২০০০, গ্রন্থনিলয়।

৮. গোস্বামী, প্রভাতকুমার সম্পাদিত, উনিশ শতকের দর্পণ নাটক, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮, শুকসারী প্রকাশক, শান্তি আচার্য।

৯. ঘোষ, শ্রীঅজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৯, জেনারেল।

১০. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, সম্পাদনা : সুবন্ধু ভট্টাচার্য, ১ম প্রিয়ব্রত প্রকাশ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৮৩।

১১. ঘোষ, বিনয়, সাময়িক পত্রে বাঙলার সমাজ চিত্র, প্যাপিরাস।

১২. চৌধুরী, আবুল আহসান, মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, শ্রাবণ, ১৪০৩, বাংলা একাদেমী, ঢাকা।

১৩. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮, রত্নাবলী।

১৪. চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণাচরণ, চা-কর দর্পণ নাটক, ১ম সংস্করণ, ১২৮১, কলিকাতা।

১৫. চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণাচরণ, জেল-দর্পণ নাটক, ১ম মুদ্রণ, ১২৮২, কলিকাতা।

১৬. চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ, চা-কুলির আত্মকাহিনী, ১৩০৮, কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল।

১৭. চট্টোপাধ্যায়, হীরেণ, সাহিত্য প্রকরণ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

১৮. দত্ত, সুনীল, নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর (১৯৪২-১৯৮৬), ২য় প্রকাশ, ১লা জানুয়ারী ১৯৮৭, পৌষ ১৩৯৩, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

১৯. দাস, পুলিন, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩, এম. সি. সরকার প্রাঃ লিঃ।

২০. পালিত, প্রিয়নাথ, টাইটেল দর্পণ বা সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, ১ম মুদ্রণ, ১২৯১, হিন্দু প্রেস।

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ৭ম পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ১৩৭৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী।

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (সংকলিত ও সম্পাদিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম ও ২য়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

২৪. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, ১ম খণ্ড, সংকলিত ও সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী।

২৫. লাহা, জগৎ, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তি, বামা পুস্তকালয়, ২০০২।

২৬. সমাদ্দার, শেখর ও মজুমদার, দেবাশীষ সম্পাদিত, শতাব্দীর নাট্য চিন্তা, ১ম প্রকাশ ২৭ মার্চ, ২০০০, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

২৭. সান্যাল, ভবানীগোপাল সম্পাদিত, নীলদর্পণ : দীনবন্ধু মিত্র, ৮ম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ।

২৮. সেন. সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, ১৩৮৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

২৯. সেনগুপ্ত, প্রদ্যোৎ, বাংলা নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড), ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, মার্চ ১৯৯৭, বর্ণালী।

৩০. হালদার, গোপাল, বাঙ্লা সাহিত্যের রূপ রেখা (১ম ও ২য় খণ্ড), ১ম অরুণা সংস্করণ, ১৪০০, অরুণা প্রকাশনী।

▲ পত্র-পত্রিকা :

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০২

২. ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ২১শে আগস্ট, ১৮৫৮।

৩. এডুকেশন গেজেট, ১লা আগস্ট, ১৮৭৩।

৪. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ফাল্গুন (চতুর্থ সপ্তাহ) ১২৭৯।

৫. ডিস্ট্রিক্ট কর্ণার, বর্ষ ২১, প্রথম সংখ্যা, ২৬শে জানুয়ারী, ২০০১।

৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৮৫০।

৭. ভারত সংস্কারক, ২১শে মে, ১৮৭৪।

৮. মধ্যস্থ পত্রিকা, ২৮শে আষাঢ়, ১২৮০।

৯. সংবাদ প্রভাকর, ৮ই জানুয়ারী, ১৮৫৩।

১০. সত্যার্ণব, মে, ১৮৫৫।

১১. সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮ই মে, ১৮২২।

১২. সুলভ সমাচার, ১১ই ভাদ্র, ১২৮০।

১৩. সোমপ্রকাশ, ১৪ই জুলাই, ১৮৭৩।

১৪. হিন্দু পেট্রিয়ট, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৫৯।

▲ অভিধান-গ্রন্থ :

১. চলন্তিকা —রাজশেখর বসু

২. বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. বাংলা অভিধান—সাহিত্যসংসদ

৪. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান— জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস